স্টিগ লারসন-এর
ইন্টারন্যাশনাল সেনসেশন
দ্য গার্ল হু প্লেইড
উইথ ফায়ার
অনুবাদ: রাই শিল্পী

বর্তমান সময়ের সবচাইতে জনপ্রিয় থৃলার উপন্যাস স্টিগ লারসনের মিলেনিয়াম সিরিজ। *দ্য গার্ল উইথ দি ড্রাগন ট্যাটু*-র সিকুয়েল *দ্য গার্ল হু প্লেইড উইথ ফায়ার*-এ পাঠক আবারো খুঁজে পাবেন ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্র লিসবেথ সালান্ডারকে।
অনেক সমালোচকের মতে চার কোটি কপি বিক্রি হওয়া এই বইটি সিরিজের সেরা বই। পাঠক আপনারাই বিবেচনা করুন।

'আগের পর্বের চেয়েও বেশি গতিসম্পন্ন আর কৌতূহলোদ্দীপক...সাম্প্রতিক সময়ে এরকম থৃলার দ্বিতীয়টি নেই'

—*ওয়াশিংটন পোস্ট*

'চার কোটি কপি বিক্রি হওয়া বই সম্পর্কে কিছু বলার থাকে না...আগাগোড়াই সুখপাঠ্য'

—*নিউইয়র্ক টাইমস*

'স্টিগ লারসনের এই সাফল্য সাহিত্যের ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে'

—*স্টিফেন কিং*

'এরচেয়ে ভালো ট্রিলোজি আর হয় না'

—*ভ্যাল ম্যাকডারমিড*

'সারা বিশ্ব আলোড়ণ সৃষ্টিকারী এই ট্রিলোজি শীঘ্রই হলিউড জয় করতে যাচ্ছে'

—*গ্ল্যামার*

'মিলেনিয়াম সিরিজ হিসেবে পরিচিত স্টিগ লারসনের অসাধারণ সিরিজটি বর্তমান সময়ের পাঠকদের মুগ্ধ করে রেখেছে...'

—*লাইব্রেরি জার্নাল*

ISBN [illegible]

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

স্টিগ লারসন'র

সাড়া জাগানো মিলেনিয়াম সিরেজের

দ্য গার্ল হু প্লেইড উইথ ফায়ার

অনুবাদ : রাই শিল্পী

বাতিঘর প্রকাশনী

দ্য গার্ল হু প্লেইড উইথ ফায়ার
মূল : স্টিগ লারসন
অনুবাদ : রাই শিল্পী
The Girl Who Played with Fire
copyright©2010 by Stieg Larsson
অনুবাদস্বত্ব © মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১১
প্রচ্ছদ : দিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; কম্পোজ : অনুবাদক

মূল্য : তিনশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ :

ইভা গ্যাব্রিয়েলসন

মুখবন্ধ

স্টিলের ফ্রেমে তৈরি একটা সরু বিছানার সাথে চামড়ার বেল্ট দিয়ে পিঠ বাঁধা হয়ে পড়ে আছে সে। মেরুদণ্ডের উপর আড়াআড়িভাবে গিট্‌টা বেশ শক্ত। হাত দু'টো বিছানার পাশে আটকানো।

অনেক আগেই নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা বাদ দিয়ে দিয়েছে। জেগে থাকলেও তার চোখ দুটো বন্ধ। যদি চোখ খোলে তবে নিজেকে অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পাবে। ঘরের একমাত্র আলো দরজার ওপাশে জ্বলতে থাকা নিবু নিবু একটা সলতে। ওর মুখে বাজে একটা স্বাদ, অনেকদিন ধরে দাঁত মাজে নি।

একটা পায়ের আওয়াজ শোনার চেষ্টা করলো, যাতে বোঝা যাবে লোকটা এদিকে আসছে। ওর কোনো ধারণাই নেই এখন কতো রাত, তবে এটা ঠিকই বুঝলো, তার এখানে আসতে লোকটা বেশ দেরি করে ফেলেছে। হঠাৎ বিছানায় একটা কাঁপুনি হলে চোখ খুললো। এটা মনে হয় বিল্ডিংয়ের কোথাও চালু হওয়া কোনো একটা মেশিন। কয়েক সেকেন্ড পরে নিশ্চিত হলো এটা কল্পনা করছে সে।

আরেকটা দিন মাথায় গেঁথে নিলো।

এটা তার বন্দীদশার তেতাল্লিশতম দিন।

ওর নাকটা চুলকালে মাথাটা পাশে ঘুরিয়ে বালিশে ঘষে নিলো। ঘামছে সে, ঘরের মধ্যে বাতাস নেই, গরম। তার গায়ে একটা পাতলা নাইটড্রেস, যেটা তার শরীরের নীচে দুমড়ে-মুচড়ে আছে। পাছাটা একটু নাড়লেই ওটা তার দুই আঙুলে ধরতে পারলো, একবারে এক ইঞ্চির মত করে একপাশে নামাতে পারলো। একইভাবে অন্যপাশেও তাই করলো। কিন্তু তখনো তার পিঠে ছোট্ট একটা বাঁধন ছিলো। ম্যাট্রেসটা ছিলো জায়গায় জায়গায় ফোলা। তার এই মুক্ত অবস্থা তার ইন্দ্রিয়কে তীক্ষ্ণ করে দিলো। বাঁধনটা অনেকটাই আলগা হয়ে গেলে সে তার অবস্থান পরিবর্তন করতে পারলো, একপাশে ফিরলো, তবে এটাতে ওর স্বস্তি হচ্ছিলো না কারণ তাতে করে তার এক হাত একপাশে রাখতে হচ্ছে, ফলে হাতটা অবশ হয়ে যাবে।

ও ভয় পায় নি, তবে কেমন যেন রাগ হচ্ছিলো।

একই সাথে অপ্রীতিকর চিন্তা ওকে পীড়া দিচ্ছিলো এই ভেবে যে ওর অবস্থা কি হতে যাচ্ছে। এই অসহায়ত্ব ভালো লাগছে না। সময় কাটানোর জন্য, এই পরিস্থিতি থেকে নিজেকে দূরে রাখতে ও অন্য কিছুতে মনোসংযোগ করেও লাভ হচ্ছে না–ভয় উঁকি দিচ্ছে। এটা যেন ওর চারপাশে অনেকটা গ্যাস কুন্ডলীর মত, ওর রন্ধ্রে ঢুকে বিষ ছড়িয়ে দেবে। সে খুঁজে বের করলো যে ভয়কে দূরে সরিয়ে

রাখার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে কল্পনায় এমন কিছু ভাবা যা ওকে শক্তি যোগাবে। চোখ বন্ধ করে গ্যাসের গন্ধটা অনুভব করলো।

লোকটা বসে ছিলো জানালা নামানো একটা গাড়িতে। মেয়েটা গাড়ির কাছে দৌড়ে গেলো, জানালা দিয়ে গ্যাসটা ছুঁড়ে মেরে ম্যাচ জ্বালিয়ে দিলো। মাত্র কয়েক মুহূর্ত, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলে যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠলো লোকটা, ভয় আর ব্যথায় লোকটার চিৎকার শুনতে পেলো মেয়েটি। পোড়া মাংস আর গাড়ির সিটটা পুড়ে শক্ত হয়ে কার্বনের বিশ্রী গন্ধ বের হলে তার গন্ধ পেলো সে।

মেয়েটা নিশ্চয়ই অচেতন হয়ে আছে, কারণ ও পায়ের আওয়াজ পায় নি, তবে দরজা খুলে গেলে পুরোপুরি টের পেলো সে। প্রবেশপথের আলো মেয়েটার চোখ ধাঁধিয়ে দিলো।

যাইহোক, লোকটা এলো।

বেশ লম্বা সে। মেয়েটা জানে না লোকটার বয়স কত, তবে তার বিনুনী করা চুল লালচে বাদামি, মুখে ছাগলা দাড়ি, চোখে একটা কালো ফ্রেমের চশমা। আফটারশেভের গন্ধ আসছে।

লোকটার গন্ধে ওর ঘেন্না লাগলো।

ওর পায়ের কাছে বিছানায় বসে অনেকক্ষণ ধরে ওকে দেখতে লাগলো সে। লোকটার নীরবতায় ওর ঘেন্না হলো।

প্রবেশপথের আলোর রেখায় শুধু লোকটাকেই দেখতে পারছে। অতঃপর লোকটা কথা বললো। স্পষ্ট আর গাঢ় কণ্ঠে, প্রতিটি শব্দে চাপ প্রয়োগ করে। লোকটার কণ্ঠকেও ঘেন্না লাগলো ওর।

সে বললো আজ ওর জন্মদিন আর সে ওকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে চায়। লোকটার কণ্ঠস্বর শত্রুভাবাপন্ন বা রূঢ় নয়, সাদামাটা। ও ভাবলো লোকটা হাসছে।

ওর ঘেন্না হলো তাকে।

সে আরো কাছে এসে ওর মাথার পাশে ঘুরে গেলো। তার আর্দ্র ভেঁজা হাতের পিঠটা ছোঁয়ালো ওর কপালে এবং আঙুল দিয়ে ওর সিঁথিতে এমনভাবে বিলি কাটতে লাগলো যাতে তাকে বন্ধু বলে মনে হয়। এটা ওর জন্মদিনের উপহার। তার স্পর্শে মেয়েটার ঘেন্না লাগলো।

দেখলো লোকটার মুখ নড়ছে, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর থামিয়ে দিলো ও। শুনতে চাইলো না। জবাব দিতে চাইলো না। শুনতে পেলো তার কণ্ঠস্বর চড়ে যাচ্ছে। ওর জবাব না দেয়ার একটা নমুনা। পারস্পরিক আস্থার কথা বললো সে। কয়েক মিনিট পর থামলো সে। তারপর কাঁধটা ঝাঁকিয়ে চামড়ার বেল্টটা ঠিকঠাক করতে লাগলো। বুকের উপর গিট্টটা একটু শক্ত করে দিয়ে ওর উপর ঝুঁকে পড়লো।

আচমকা ও লোকটার কাছ থেকে যতটা সম্ভব বামদিকে ঘুরে হাঁটুটা গাল বরাবর তুলে তার মাথায় জোরে লাথি মারলো। লোকটার কণ্ঠহাড়ে টার্গেট করে

পায়ের আঙুল আঘাত করলো তার চোয়ালের নিচে কোনখানে, তবে লোকটা এর জন্য প্রস্তুত ছিলো, ঘুরে গেলো সে, ফলে সামান্যই লাগলো। আবারও লাথি দেয়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু লোকটা তখন নাগালের বাইরে।

পা দু'টো বিছানায় নামিয়ে রাখলো মেয়েটা। চাদরটা মেঝেতে গড়িয়ে পড়লে ওর নাইটড্রেসটা পাছার উপরে উঠে গেলো ।

দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে লোকটা হেটে এলো বিছানার পাশে, পা বাঁধলো শক্ত করে। ও চেষ্টা করলো পা উপরে তুলতে কিন্তু গোঁড়ালীটা ধরে অন্য হাতে হাঁটুটা নিচে নামিয়ে চামড়ার বেল্ট দিয়ে পা বেঁধে দিলো সে। ঘুরে বিছানার অন্যপাশে এসে আরেকটা পা বাঁধলো সে।

এখন ও একেবারেই নিরুপায়।

মেঝে থেকে চাদরটা তুলে ওর গায়ের উপর দিয়ে দুই মিনিট নীরবে লোকটা ওকে দেখে গেলো। অন্ধকারেও লোকটার উত্তেজনা টের পাচ্ছে সে, যদিও লোকটা তা প্রকাশ কর নি। নিঃসন্দেহে তার উত্থান ঘটেছে। মেয়েটা জানে সে আসবে, ওকে স্পর্শ করবে।

লোকটা এরপর দরজা বন্ধ করে চলে গেলো। দরজায় তালা দেয়ার শব্দ পেলো, যদিও এর কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ ওর পক্ষে বিছানা থেকে মুক্ত হবার কোনো উপায়ই নেই।

কয়েক মিনিট শুয়ে শুয়ে দরজার সরু ফাঁক দিয়ে আসা আলোটা দেখলো সে। তারপর নড়াচড়া করে বোঝার চেষ্টা করলো বেল্টটা কত শক্ত। হাঁটুটা সামান্য উপরে তুলতে পারলো, তবে সাথে সাথে গিট্ আর পায়ের বাঁধন আরো শক্ত হয়ে গেলো। ও হাল ছেড়ে চুপচাপ শুয়ে থাকলো কোনদিকে না তাকিয়ে।

অপেক্ষা করতে করতে একটা গ্যাসের কৌটা আর ম্যাচের কথা ভাবলো।

দেখলো লোকটা গ্যাসের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। সত্যি সত্যি নিজের হাতের মধ্যে ম্যাচ অনুভব করতে পারলো সে। এটা ঝাঁকালে আওয়াজ হলো। বাক্সটা খুললে কাঠি হাতে নিলো লোকটাকে কিছু বলতে শুনলো সে। কিন্তু ওর কান বন্ধ করে ফেললো কোন কথা না শোনার জন্য। ম্যাচটা জ্বালানোর জন্য সামনে বাড়িয়ে লোকটার চেহারার অভিব্যক্তি দেখলো সে। সালফারের ঘর্ষণের আওয়াজ শুনলো, এটা যেন অনেকটা দূর থেকে আসা বজ্রের শব্দ।

জোরে হেসে উঠলো, কিছুটা শক্তিও সঞ্চয় করলো।

ওটা ছিলো তার তেরোতম জন্মদিন।

অধ্যায় ১

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ১৬–শুক্রবার, ডিসেম্বর ১৭

লিসবেথ সালান্ডার সানগ্লাসটা নাকের ডগায় নামিয়ে সানহ্যাটের নীচ থেকে তাকালো। ৩২ নম্বর রুম থেকে দেখলো মহিলাটি হোটেলের পাশের গেটটা দিয়ে বেরিয়ে পুলের পাশে একটা সবুজ-সাদা ডোরাকাটা লম্বা চেয়ারের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। তার চোখ দু'টো মাটির দিকে নিবদ্ধ, মনে হচ্ছে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত।

সালান্ডার তাকে শুধুমাত্র দূর থেকে দেখছে। ধারণা করলো মহিলার বয়স পয়ত্রিশের মতো হবে, তবে তাকে দেখলে মনে হয় পঁচিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে যেকোন বয়স হতে পারে। তার কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল, ডিম্বাকৃতি মুখ আর শরীরটা একেবারেই ডাকযোগে পাঠানো অন্তর্বাসের ক্যাটালগে থাকা মডেলদের মতো। তার পরনে কালো বিকিনি, স্যান্ডেল আর বেগুনী প্রলেপ দেয়া সানগ্লাস। মহিলা আমেরিকান, দক্ষিণের টানে কথা বলে। একটা হলুদ সানহ্যাট চেয়ারের পাশে নামিয়ে রেখে ইলা কারমাইকেল বারের বারটেন্ডারকে ইশারা করলো।

বইটা কোলে নামিয়ে রেখে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নেয়ার আগে ঠাণ্ডা কফিতে চুমুক দিলো সালান্ডার। মাথা না ঘুরিয়ে দিগন্ত বরাবর দৃষ্টি রাখলো। হোটেলের সামনে থাকা একগুচ্ছ পাম আর রডেনড্রন গাছের ভেতর দিয়ে ক্যারিবিয়ানটাকে দেখতে পাচ্ছে সে। উত্তরদিকে সেন্ট লুসিয়া অথবা ডোমিনিকার দিকে চলছে একটা ইয়ট। আরো দূরে দেখতে পেলো একটা ধূসর যুদ্ধজাহাজ দক্ষিণে গায়ানার দিকে যাচ্ছে। মৃদুমন্দ বাতাসে সকালের উত্তাপটা সহনীয়ই আছে, কিন্তু টের পেলো এক ফোঁটা ঘাম ভ্রু থেকে গড়িয়ে পড়ছে তার। সালান্ডার সানবাথের তোয়াক্কা করে না। যতটা পারে ছায়ার মধ্যে দিনগুলো কাটিয়েছে, এমনকি টেরেসের ছাউনিতেই আছে এখনও। তারপরও বাঠবাদামের মতোই বাদামি বর্ণ তার। পরনে একটা খাকি শার্ট আর কালো টপ।

বার-এর স্পিকার থেকে ভেসে আসা স্টিল ড্রামের অদ্ভুত মিউজিক শুনছে। সভেন-ইঙ্গভার্স আর নিক কেভের পার্থক্য বলতে পারবে না, তবে স্টিলের ড্রাম ওকে মন্ত্রমুগ্ধ করলো। যে কেউ একটা তেলের ব্যারেলে সুর তুলতে পারবে এটা মনে হয় খুব সহজ নয়, এমনকি ঐ ব্যারেলটা এমন মিউজিক সৃষ্টি করবে যা পৃথিবীর অন্য কিছুর সাথে মিলবে না। শব্দগুলো ম্যাজিকের মত লাগছে তার কাছে।

হঠাৎ অস্বস্তি হলে আবারো ঐ মহিলার দিকে তাকালো সে। এইমাত্র এক গ্লাস

কমলা রঙের পানীয় হাতে তুলে নিয়েছে।

এটা লিসবেথ সালান্ডারের কোনো সমস্যা নয় কিন্তু বুঝতে পারছে না মহিলা কেন এখানে আছে। এই দম্পতি আসার আগে চার রাত পর্যন্ত সালান্ডার ওর পাশের রুমে চাপা একটা আতঙ্ক টের পাচ্ছিলো। কান্নার আওয়াজ শুনেছে, আর ক্রুদ্ধ নিচু স্বর, কখনও কখনও চড় মারার শব্দ এতে কোন ভুল নেই। এর জন্য দায়ী লোকটা নিঃসন্দেহে মহিলার স্বামী–পুরনো স্টাইলে মাঝখানে সিঁথি করা লোকটার কালো সোজা চুল, মনে হয় সে গ্রানাডাতেই ব্যবসা করে। কি ধরণের ব্যবসা সালান্ডারের কোনো ধারণাই নেই, তবে প্রতি সকালে লোকটা তার ব্রিফকেস নিয়ে হাজির হয়, পরনে থাকে জ্যাকেট আর টাই, বাইরে ট্যাক্সি খুঁজতে যাওয়ার আগে সে হোটেল বারে কফি খেয়ে নেয়।

শেষ বিকেলে হোটেলে ফিরে এসে সাঁতার কাটে সে এবং স্ত্রীর সাথে পুলের পাশে বসে। তারা একসাথে ডিনার খায় যাতে উপর থেকে মনে হবে খুবই শান্ত আর প্রেমময় কিছু। মহিলাটি এত বেশি পরিমান ড্রিংক নেয়, তবে তার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী মনে হয় না।

প্রতিরাতে সালান্ডার যখন একটা গনিত রহস্যের বই নিয়ে বিছানায় যায় ঠিক তখনই পাশের ঘরের এই গোলমাল শুরু হয়। আওয়াজটা ঠিক পুরোপুরি কোনো নির্যাতনের মত নয়। দেয়ালের ভেতর দিয়ে সালান্ডার যা বোঝে, এটা কোনো বিষয় নিয়ে একঘেয়ে বাদানুবাদ। আগের রাতে সালান্ডার কৌতুহল ধরে রাখতে পারে নি। ব্যালকনিতে তাদের খোলা দরজা দিয়ে আসা কথা শোনার জন্য সে বাইরে বেরিয়ে এলো। এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে লোকটা ঘরের এ'পাশ থেকে ও'পাশে হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে আহাম্মক ঘোষনা করে বলছিলো সে মহিলার যোগ্য নয়। বার বার সে বলছিলো যে তাকে অবশ্যই একজন প্রতারক ভাবতে হবে। না, মহিলা কোন জবাব না দিয়ে তাকে শুধু শান্ত করার চেষ্টা করছে। লোকটা আরো ক্ষেপে উঠেছে যেন তাকে একটা ঝাঁকি দেবে। তাই শেষ পর্যন্ত মহিলা জবাব দিলো, এটাই চেয়েছিলো সে...হ্যা, তুমি একটা প্রতারক। আর তখনই এই কথাতে তাকে ভর্ৎসনা করতে শুরু করেছে লোকটা। মহিলাকে বেশ্যা বললো, এই কথাটা যদি সালান্ডারকে বলা হতো, তবে এর জন্য লড়াইয়ে নামতো সে। তবে তা হয় নি, তারপরও দীর্ঘক্ষণ ভাবছিলো সে কোনো অ্যাকশনে যাবে কিনা ।

বিস্ময়ের সাথে এই রাগারাগি আর ঝগড়া শুনলো সালান্ডার, তারপর হঠাৎই গালে চড় মারার শব্দে সবকিছুর পরিসমাপ্তি হলো। ঘরে নীরবতা নেমে এলে সালান্ডারের অবস্থা তখন এমন যে হোটেল করিডোর দিয়ে তাদের দরোজায় তখনই লাথি মারে সে!

এখন পুলের পাশে মহিলাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখলো, কাঁধের উপর সামান্য থেতলানো আর পাছার কাছে একটা আঁচড় ছাড়া অন্য কোনো আঘাত নেই।

রোমের লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এয়ারপোর্টে কোনো ব্যক্তির ফেলে যাওয়া পপুলার সায়েন্সে কয়েক মাস আগে সালাভার একটা আর্টিকেল পড়েছিলো, তা থেকে স্ফেরিক্যাল অ্যাস্ট্রনমির অস্পষ্ট বিষয়ের উপর আগ্রহী হয় সে। কি এক আকর্ষণে সে রোমের ইউনিভার্সিটি বুকশপে যায় ঐ বিষয়ের উপর বই কিনতে। যাই হোক, স্ফেরিক্যাল অ্যাস্ট্রনমির উপর জানতে ওকে গণিতের গূঢ় রহস্যে পূর্ণ মনোযোগ দিতে হয়েছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে যেখানেই গেছে এ'বিষয়ে আরো বইয়ের জন্য অন্যান্য ইউনিভার্সিটি বুকশপে খোঁজ নিয়েছে।

তার পড়ালেখাটা ছিলো খাপছাড়া আর প্রকৃত কোন উদ্দেশ্যবিহীন, অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত না ও মিয়ামির ইউনিভার্সিটি বুকশপে ডঃ এল.সি পারনল্ট (হারভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৯)-এর *গণিতের মাত্রাসমূহ* বইটি খুঁজে পায়। এটা ফ্লোরিডা কি'তে গিয়ে ক্যারিবিয়ানের ভেতর দিয়ে পাড়ি দেয়ার ঠিক আগে আগে।

গুয়াদেলুপে (একটা আবদ্ধ জঞ্জালে দুই রাত), ডোমিনিকা (ফুর্তি আর আয়েশ, পাঁচ রাত), বারবাডোস (একটা আমেরিকান হোটেলে এক রাত, যেখানে নিজেকে অপাংক্তেয় মনে হয়েছিলো), এবং সেন্ট লুসিয়া (নয় রাত) তে ছিলেঅ সে। একটা নির্বোধ তরুণ গুণ্ডাকে শত্রু না বানালে সে আরো বেশিদিন থাকতে পারতো যে কিনা পেছনের হোটেলটাতে ঝামেলা পাকিয়েছিলো। ধৈর্য হারিয়ে ফেলে লোকটার মাথায় ইট দিয়ে আঘাত করে বসে, তারপর হোটেল ছেড়ে দিয়ে গ্রানাডার রাজধানী সেন্ট জর্জের উদেশ্যে একটা জাহাজে ওঠে। টিকেট কেনার আগে এই দেশ সম্পর্কে তার কোন ধারণাই ছিলো না।

নভেম্বরের এক সকালে ১০টার দিকে ও বৃষ্টিবাদলের মধ্য দিয়ে গ্রানাডায় অবতরণ করলো । ক্যারিবিয়ান ভ্রমনকারীর কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলো যে গ্রানাডা স্পাইস আইল্যান্ড নামে পরিচিত এবং বিশ্বের অন্যতম নাটমেগ উৎপাদনকারী দেশ। দ্বীপটির জনসংখ্যা ১২০,০০০, তবে আরো ২০০,০০০ গ্রানাডিয়ান বাস করে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা আর বৃটেনে, এ থেকে দেশটির চাকুরীর বাজার সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। অঞ্চলটি পর্বতবহুল যার পাশে অবস্থিত গ্রান্ড ইতাং নামে ঘুমন্ত অগ্নিগিরী।

অনেকগুলো প্রাক্তন বৃটিশ উপনিবেশের মধ্যে গ্রানাডা অন্যতম। ১৭৯৫ সালে জুলিয়ান ফেডন নামে এক মিশ্র ফরাসি বংশোদ্ভুত নিগ্রো চাষী ফরাসী বিপ্লব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয়। বিদ্রোহীদের গুলি করে হত্যা, ফাঁসী দেয়া আর জখম করার জন্য সৈন্য পাঠানো হয়। ঔপনিবেশিক শাসকদের যেটা নাড়া দিয়েছিলো তা হলো গরীব সাদারা পর্যন্ত ফেডনের সাথে যোগ দিয়েছিলো কোনো জাত-ধর্মের সীমা না মেনে। বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিলো, তবে ফেডনকে ধরা যায় নি কখনো, সে গ্রান্ড ইতাং পর্বতমালায় হারিয়ে গিয়ে রবিন হুডের মতো লিজেন্ড হয়ে যায়।

এর প্রায় দুই শত বছর পরে ১৯৭৯ সালে মরিস বিশপ নামে এক আইনজীবি একটা নতুন বিপ্লব শুরু করে। গাইডবুক অনুযায়ী কিউবা আর নিকারাগুয়ায় কমিউনিস্ট শাসন দ্বারা এটা অনুপ্রানিত হয়। তবে সালান্ডার ফিলিপ ক্যাম্পবেল নামে একজন শিক্ষক, গ্রন্থাগারিক ও ব্যাপ্টিস্ট পাদ্রীর কাছ থেকে একটু ভিন্ন চিত্র খুঁজে পায়। প্রথম পাঁচদিন তার গেস্টহাউজে থেকেছে সালান্ডার। গল্পের সারমর্ম এই যে, বিশপ ছিলো একজন জনপ্রিয় গ্রাম্য নেতা যে কিনা বিরোধিতা করে এক উন্মাদ শাসকের, এক ইউএফও বাতিকগ্রস্ত, ফ্লাইংসসার চেজিংয়ে যে বাজেটের বড় একটা অংশ ব্যয় করেছিলো। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের জন্য বিশপ সুপারিশ করে এবং দেশে প্রথম যৌন সাম্য সূচনা করে। আর তারপর ১৯৮৩ সালে তাকে হত্যা করা হয়।

এরই পরিণতিতে সেখানকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মহিলাবিষয়ক মন্ত্রী, এবং উচ্চপদস্থ ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দসহ একশ'রও বেশি মানুষের উপর গণহত্যা চালানো হয়। পরবর্তিতে যুক্তরাষ্ট্র দেশটি দখল করে সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। গ্রানাডা সম্পর্কে যা বোঝা গেছে তা' হলো, এখানে বেকারত্ব ৬ থেকে ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কোকেন ব্যবসা আরো একবার দেশের একমাত্র বৃহৎ আয়ের উৎসে পরিণত হয়েছে। সালান্ডারের গাইডবুকে দেয়া বর্ণনায় ক্যাম্পবেল হতাশ হয়ে মাথা নাড়লো, তারপর ওকে সাবধান করে দিলো সন্ধ্যার পরে কোন ধরণের লোক এবং প্রতিবেশীর কাছ থেকে সাবধান থাকতে হবে।

সালান্ডারের ক্ষেত্রে এ'ধরণের উপদেশবানী এক কানে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বের হয়ে যায়। যাই হোক, গ্রানাডাতে সে সবধরণের অপরাধমূলক বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রাখলো। কারণ ও গ্রান্ড আঁসে বিচের প্রেমে পড়েছে, সেন্ট জর্জের ঠিক পাশে কয়েক মাইল বিস্তৃত একটা নির্জন দ্বীপ। এখানে ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা কারো সাথে কথা না বলে এমনকি কোন জীবন্ত প্রাণীর সংস্পর্শ ছাড়াই হেঁটে বেড়াতে পারে। গ্রান্ড আঁসের অল্প কিছু আমেরিকান হোটেলের মধ্যে অন্যতম কিজ-এ গিয়ে সে সাত সপ্তাহ কাটিয়ে দিলো। বিচে হেঁটে বেড়ানো আর স্থানীয় ফল চিনআপ (এটা ওকে সুইডিশ গুজবেরিসের কথা মনে করিয়ে দেয়) খাওয়া ছাড়া আর কিছুই করলো না।

এখন অফসিজন, কিজ হোটেলের এক তৃতীয়াংশ রুম ভরা। শুধু একটাই সমস্যা, ওর শান্তি আর গণিত বিষয়ে পড়াশোনায় ব্যঘাত সৃষ্টি করছে পাশের রুমের চাপা আতঙ্ক।

* * *

মিকাইল ব্লমকোভিস্ট লুন্ডাগাটানে অবস্থিত সালান্ডারের অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় বেল বাজালো। সালান্ডার দরজা খুলবে এটা সে আশা করছে না, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে

অথবা কোনো ধরনের পরিবর্তন হলেই ওর অ্যাপার্টমেন্টে খোঁজ করা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। মেইলবক্সের ঢাকনা খুলে একই বাসি চিঠিগুলো দেখতে পেলো। দেরি হয়ে যাওয়াতে আর অন্ধকার হওয়াতে সে দেখতে পেলো না শেষবার আসার পর কি পরিমাণ জমেছে।

কয়েক মুহূর্ত ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে হতাশ হয়ে ব্লমকোভিস্ট ওখান থেকে শ্লথগতিতে বেলমাঙ্গসগাটানে তার নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলো। একটু কফি খেয়ে সর্বশেষ টিভি সংবাদের আগে সান্ধ্যকালীন পত্রিকায় চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। সালান্ডার কোথায় আছে সেটা জানতে না পেরে খুব খারাপ লাগছে তার, বুকটা হু হু করছে। সালান্ডারের কি হয়েছে ভেবে হাজারবার বিস্ময়ে হতবাক হলো।

বড়দিনের ছুটিতে স্যান্ডহামে তার কেবিনে সালান্ডারকে নিমন্ত্রণ করেছিলো সে। তারা অনেকদূর পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে শান্তভাবে আলোচনা করছিলো গত কয়েক বছরে যে নাটকীয় ঘটনায় ওরা নিজেদের জড়িয়েছিলো সেগুলোর পরবর্তী ফলাফল নিয়ে। ব্লমকোভিস্ট এগুলোকে তার প্রাক মধ্যবয়সের সঙ্কট হিসেবে বিবেচনা করছিলো। সে মানহানীর মামলায় অভিযুক্ত হয়ে দু'মাস কারাবাসে যায়, তার সাংবাদিক জীবন আস্তাকুঁরে নিক্ষিপ্ত হয়, *মিলেনিয়াম* ম্যাগাজিনের প্রকাশক পদ থেকে কম-বেশি অবমাননার সাথে সরে দাঁড়ায়। তবে একটা সময় বদলে যায় সবকিছু। শিল্পপতি হেনরিক ভ্যাঙ্গারের জীবনি লেখার কাজটাতে সে মোটা অঙ্কের আয়রোজগারের সাথে সাথে এক ধরণের হাস্যকর থেরাপি হিসেবে নিলেও পরে এটা পরিণত হয় ভয়ঙ্কর এক সিরিয়াল কিলার খুঁজে পাওয়ার রোমহর্ষক কাহিনীতে।

এই মানুষশিকার অভিযানে সালান্ডারের দেখা পায় সে। গলায় ফাঁস দেয়ার কারণে যে স্থায়ী দাগ পড়ে গেছে আনমনে সেটাতে হাত বোলাতে লাগলো ব্লমকোভিস্ট। সালান্ডার শুধুমাত্র খুনিকে ধরতেই সাহায্য করে নি, তার জীবনও বাঁচিয়েছিলো।

সালান্ডার তার দুর্লভ মেধা দিয়েও ব্লমকোভিস্টকে বিস্মিত করেছে–ওর আছে ফটোগ্রাফিক মেমোরি, যেকোনো কিছু দেখে হুবহু মনে রাখতে পারে, আর আছে কম্পিউটারে অসাধারণ দক্ষতা। ব্লমকোভিস্ট নিজেকে সত্যিকার অর্থে কম্পিউটারে মূর্খ মনে করে, অথচ সালান্ডার এমনভাবে কম্পিউটার চালায় যেন ওর সাথে শয়তানের চুক্তি হয়েছে। ব্লমকোভিস্ট বুঝতে পেরেছে, ও বিশ্বসেরা একজন হ্যাকার। এটাও জেনেছে, ও বিশেষ একটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত যারা উচ্চস্তরের কম্পিউটার অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট–এ ব্যাপারে তাকে লিজেন্ড বলা যায়। অনলাইনে সালান্ডার 'ওয়াস্প' হিসেবে পরিচিত।

অন্য মানুষের কম্পিউটারে অবলীলায় প্রবেশ করার ক্ষমতা রাখে মেয়েটি। এর ফলেই ব্লমকোভিস্টেরর পেশাগত অবমাননা রূপান্তরিত হয় 'ওয়েনারস্ট্রম অ্যাফেয়ার'-এ–এটি হলো সেই স্কুপ সংবাদ যা এক বছর পরেও আন্তর্জাতিক

পুলিশি তদন্ত থেকে অমীমাংসিত অর্থনৈতিক অপরাধের বিষয় হিসেবে আলোচনায় রয়ে গেছে। ব্লমকোভিস্টকে এখনও প্রায়ই টিভি টকশো'তে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে হয়।

এক বছর আগে সেই সময়টাতে ব্লমকোভিস্ট এই স্কুপটি পেয়ে মনে গভীর প্রশান্তি বোধ করেছিলো–সেইসাথে প্রতিশোধ আর প্রতিকারের হাতিয়ার। কিন্তু এই প্রশান্তি উবে যায় অচিরেই। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সাংবাদিক আর ফিন্যান্সিয়াল পুলিশের একই ধরনের প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমি দুঃখিত, আমি আমার সোর্স সম্পর্কে বলতে অপারগ। আজারবইজান টাইম্‌স-এর এক ইংরেজীভাষী রিপোর্টার স্টকহোমে এসে তাকে সেই একই প্রশ্ন করলে শেষবারর মতো সে জবাব দেয়। ব্লমকোভিস্ট ইন্টারভিউটা খুব সংক্ষিপ্ত করে। বিগত মাসগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র তখনই তার মত পাল্টে ফেলে যখন টিভি৪-এ *শি* অনুষ্ঠানের মহিলা তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলো, এর কারণটা হলো তদন্ত কার্যক্রম কার্যত নতুনখাতে প্রবাহিত হচ্ছিলো।

টিভি৪-এর মহিলা সাংবাদিককে ব্লমকোভিস্টের সহযোগিতা অন্য একটি মাত্রা পেয়েছিলো। *মিলেনিয়াম* যে সন্ধ্যায় খবরটি ছাপায় ঐদিন তিনিই প্রথম সাংবাদিক যিনি এই খবরটির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েন, সেটা হয়তো কোন প্রভাবই রাখতে পারে নি। পরে ব্লমকোভিস্ট শুধু জানতে পেরেছিলো, পত্রিকার সম্পাদককে রাজি করানোর জন্য মহিলাকে অনেক জোরাজুরি করতে হয়েছে। *মিলেনিয়াম*-এ ঐ 'ভাঁড়'টাকে কোনধরনের গুরুত্ব দেয়ার জন্য বিশাল বাঁধা ছিলো, ঠিক সে সময়টাতে মহিলা খুশিমনে চলে যায়, এটা একদম নিশ্চিত যে, কোম্পানির লইয়াররা এই স্টোরিটাকে অনুমোদন দেবে। তার সিনিয়র কলিগদের অনেকেই এটাকে তুড়ি মেরে বলেছিলো যে সে ভুল করছে আর এই ভুলই তার ক্যারিয়ারকে নষ্ট করে দেবে। তিনি তার জায়গায় অনড় থাকেন এবং এটি হয় ঐ বছরের সেরা খবর।

প্রথম সপ্তাহে তিনি নিজেই সংবাদটি তৈরি করেন–সর্বোপরি তিনিই প্রথম রিপোর্টার যিনি বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চালান, তবে বড়দিনের কয়েকদিন আগে ব্লমকোভিস্ট লক্ষ্য করে যে খবরটির নতুন নতুন চমকগুলোর দায়িত্ব সব পুরুষ কলিগদের উপর ন্যস্ত হচ্ছে। নতুন বছরে ব্লমকোভিস্ট গুজব শুনতে পায় যে মহিলাকে কোনঠাসা করা হয়েছে এই বলে যে এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় দেখবে অভিজ্ঞ ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টাররা, গটল্যান্ড, বার্গস্লাগেন অথবা অন্য কোথাও থেকে আসা কোন বাচ্চা মেয়ে নয়। পরবর্তিতে টিভি৪ থেকে ডাক এলে ব্লমকোভিস্ট ওদের জানায় যে সে ওদের সাথে কথা বলবে যদি *শি* অনুষ্ঠানের মহিলা তাকে প্রশ্ন করে। বেশ কয়েকদিন নিশ্চুপ থাকার পরে *টিভি৪*-এর সাংবাদিকেরা তার শর্ত মেনে নেয়।

ওয়েনারস্ট্রম অ্যাফেয়ারের ব্যাপারে ব্লমকেভিস্টের ফিকে হয়ে যাওয়া আগ্রহ

আরো কমে যায় তার জীবন থেকে সালান্ডারের হারিয়ে যাওয়ার ঘটনায়। সে এখনো জানে না মেয়েটার কি হয়েছে।

বড়দিনের দু'দিন পরে ওরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়, আর তারপর থেকে বাকি সপ্তাহে ওকে দেখতে পায় নি সে। নতুন বছরের আগের দিন ওকে ফোন করেও পায় নি। নতুন বছরের প্রারম্ভে সে ওর অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে দু'বার বেল বাজায়। প্রথমবার ঘরের ভেতর আলো ছিলো, দ্বিতীয়বার কোন আলোও ছিলো না। নববর্ষের প্রথম দিন ওকে আবারো ফোন করে কোনো জবাব পায় নি। তবে একটা মেসেজ পায় যাতে টেলিফোন কোম্পানি বলে যে গ্রাহককে এই মুহূর্তে পাওয়া যাবে না।

পরের কয়েকদিনে সে ওকে দুইবার দেখতে পায়। যখন ফোনে পাচ্ছিলো না, তার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে দরজার সামনে সিঁড়িতে বসে অপেক্ষা করে সে। সঙ্গে একটা বই নিয়ে এসেছে, প্রায় চার ঘণ্টা নিথর বসে থেকেছে, তারপর সালান্ডারকে দেখা গেল মূল প্রবেশপথে ঠিক রাত এগারোটায়। ওর হাতে একটা বাদামি রঙের বাক্স, তাকে দেখে এক মুহূর্ত থামলো।

বইটা বন্ধ করে ব্লমকোভিস্ট বললো, "হ্যালো, লিসবেথ।"

অভিব্যক্তিহীন তাকালো সালান্ডার, কোনো আন্তরিকতা এমন কি বন্ধুত্বের লেশমাত্র নেই তাতে। তারপর পাশ কাটিয়ে গিয়ে দরজায় চাবি লাগালো।

"আমাকে এক কাপ কফি দেবে না?" সে বললো।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে সে নিচু স্বরে বললো, "যাও এখান থেকে, আমি তোমাকে আর কখনো দেখতে চাই না।"

তারপর মুখের উপর দরজাটা বন্ধ করে দিলো, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায় সে।

তিনদিন পর সে স্লাসেন থেকে টানেলবানা হয়ে টি-সেন্ট্রালেনে আসছিলো, গামলা স্টেশনে ট্রেনটা থামলে সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলো সালান্ডার প্লাটফর্মে দুই গজেরও কম দূরে দাঁড়ানো। ঠিক দরজাটা বন্ধ হবার মুহূর্তে সালান্ডারের চোখে পড়লো সে। মাত্র পাঁচ সেকেন্ডের মত চোখ রেখেই মেয়েটা এমনভাবে চোখ ফেরালো যেন হাওয়ায় চোখ রেখেছে, তারপর ঘুরে হাঁটতে হাঁটতে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে ব্লমকোভিস্টের ট্রেনটাও চলতে শুরু করলো।

এর অর্থ যা দাঁড়ায় তাতে কোন ভুল নেই, তার সাথে মেয়েটা আর কোন সম্পর্কই রাখতে চাইছে না। সে ব্লমকোভিস্টকে তার জীবন থেকে চিরতরে এমনভাবে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে যেভাবে তার কম্পিউটার থেকে ফাইলগুলো মুছে ফেলে, কোন ব্যখ্যা ছাড়াই। মোবাইল নাম্বারটাও বদলে ফেলেছে এবং ই-মেইলের জবাবও দেয় না।

ব্লমকোভিস্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে টিভিটা বন্ধ করে দিলো, তারপর জানালায় গেলো

সিটি হল দেখার জন্য।

মাঝে মাঝেই তার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে হয়তো সে ভুলই করছে। সবসময় তার মনোভাব এমনই ছিলো যে যদি কোন মহিলা তার সাথে আর কোন লেনদেন রাখবে না এমন কিছু বোঝায়, তবে সে তার পথে চলে । এই রকম ইঙ্গিতের প্রতি সম্মান বজায় না রাখা মানে ঐ নারীর প্রতি সম্মান না রাখা। ব্লমকোভিস্ট আর সালান্ডার একসাথে ঘুমিয়েছিলো । সেটা ছিলো সালান্ডারের উদ্যোগ, সম্পর্কটা টিকেছিলো অর্ধ বছর। এখন যদি ও নিজেই সম্পর্কটা শেষ করে দিতে চায়–বিস্ময়করভাবেই, যেভাবে শুরু করেছিলো–তবে ব্লমকোভিস্টের কোন সমস্যা নেই। এক্স-বয়ফ্রেন্ড এর ভূমিকা নিতে তার কোন আপত্তি নেই–তবে সালান্ডারের সম্পূর্ন অবজ্ঞা আর অবহেলা তার কাছে বিস্ময়কর লাগছে।

সে সালান্ডারের প্রেমে পড়ে নি– দু'জন মানুষের যেমনটি হওয়ার কথা, তারা তেমনটি নয়–তবে ব্লমকোভিস্ট ওকে খুব পছন্দ করে এবং সত্যিই ওকে মিস করছে, এমনই সাংঘাতিকভাবে যেমন মেয়েটি মাঝে মাঝে তাকে মিস করতো। সে ভেবেছিলো এই ভালোলাগা ওদের দু'জনের পারস্পরিক। অল্প কথায় বললে সে নিজেকে একটা আহাম্মক ভাবছে।

অনেকক্ষণ সে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রইলো।

অবশেষে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো সে। টানেলবানা'তে তারা একে অন্যকে দেখলেও সালান্ডার যদি তার সাথে কুশল বিনিময়ের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা না করে থাকে তাহলে পারতপক্ষে তাদের সম্পর্কটা শেষ হয়ে গেছে, এটা আর জোড়া লাগবার নয়। ব্লমকোভিস্ট ওর সাথে দেখা করবার আর কোন চেষ্টাই করবে না।

সালান্ডার ঘড়ির দিকে তাকালো, দেখলো একেবারে চুপচাপ ছায়ার মধ্যে বসে থাকলেও সে ঘামে ভিঁজে গেছে। এখন ১০:৩০। তিন লাইনের একটা গাণিতিক ফর্মূলা মনে পড়লো তার, ডাইমেনশনস্ ইন ম্যাথমেটিকস্ বইটা বন্ধ করলো। তারপর টেবিল থেকে চাবি আর সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিলো সে।

চার তলায় থাকে সে, হোটেলের একদম উপরের তলা এটি। পোশাক খুলে গোসল করতে গেলো।

সিলিংয়ের ঠিক নিচের দেয়াল থেকে একটা সবুজ টিকটিকি ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ফিরে তাকালেও সালান্ডার ওটাকে তাড়ানোর চেষ্টা করলো না। এই দ্বীপটার সবখানে টিকটিকি ভরা। খোলা জানালা, দরজার নিচে অথবা বাথরুমের ভেন্টিলেটরের ফাঁক গলে ওগুলো চলে আসে। এই সঙ্গ তার ভালো লাগে যা ছেঁড়ে চলে এসেছে সে । বরফের মত ঠাণ্ডা পানি, সেই ঠাণ্ডা পানির ঝর্ণার নিচে পাঁচ মিনিট রইলো নিজেকে ঠাণ্ডা করার জন্য।

রুমে ফিরে ওয়ার্ডরোবের দরজার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে লাগলো অবাক হয়ে। এখনো তার ওজন নব্বই পাউন্ডেরও কম আর উচ্চতা চার ফুট এগারো। এটা ঠিক এর জন্য তেমন কিছু করেও না সে। নরম আঙ্গুল, ছোট ছোট হাত আর চিকন পাছা-অনেকটা যেন পুতুলের মত।

তবে এখন ওর স্তন হয়েছে।

এতদিন পর্যন্ত ওর বুক ছিলো সমান, যেন পিউবার্টি আসে নি। খুব হাস্যকর লাগতো ব্যাপারটা, নিজেকে নগ্ন দেখতে সবসময় অস্বস্তি হতো।

এখন, হঠাৎ করেই স্তন হয়েছে তার। ওগুলো একেবারেই বিশাল নয়-ও ঠিক এরকম কিছু চায় নি, তার চর্মসার শরীরে ওগুলো হাস্যকরই লাগার কথা-তবে ওগুলো বেশ আঁটোসাঁটো, মাঝারি আকারের গোলাকার স্তন। বৃদ্ধিটা ঠিকমতই হয়েছে, আর শরীরের অনুপাতে আকারটাও ঠিকই আছে। তবে পরিবর্তনটা নাটকীয়, যেমন বাহ্যিক রূপের ক্ষেত্রে, তেমনি তার আত্মবিশ্বাসের জন্য।

জেনোয়া শহরের বাইরে একটা ক্লিনিকে সে পাঁচ সপ্তাহ কাটিয়ে এসেছে যেখানে ওর স্তনের এই নতুন আকার দেয়া হয়েছে ইমপ্লান্টের মাধ্যমে। ইউরোপের মধ্যে ঐ ক্লিনিক এবং ওখানকার ডাক্তারদের বিশেষ খ্যাতি আছে। তার যে ডাক্তার ছিলো, কঠোর হৃদয়ের চমৎকার মহিলা, নাম আলেজান্দ্রা পেরিনি, তাকে বলেছিলো যে অস্বাভাবিকভাবেই তার স্তন আর বাড়েনি, চিকিৎসায় এটা বাড়ানো যেতে পারে।

অপারেশন থেকে সেরে ওঠাটা মোটেও ব্যথাহীন ছিলো না, তবে ওর স্তনজোড়া একদম স্বাভাবিক দেখাচ্ছে এবং অনুভূতি হচ্ছে। আর দাগগুলোও এতদিনে মুছে গেছে। ও সন্তুষ্ঠ। এক সেকেন্ডের জন্যও এই সিদ্ধান্তেরে ব্যাপারে কোনো অনুতাপ হয়নি। প্রায় ছয় মাস পরেও আয়নার সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় না থেমে পারে না সে। খুশি লাগে এই ভেবে যে সে তার জীবনের গুনগতমানের উন্নতি ঘটিয়েছে।

জেনোয়ার ক্লিনিকে থাকার সময় সে তার শরীরের নয়টা টাট্টুর মধ্য থেকে ঘাড়ের ডানদিকের একটা মুছে ফেলেছে-এক ইঞ্চি লম্বা wasp। টাট্টুগুলো ওর খুব পছন্দের, বিশেষ করে বাম কাঁধের সিনায় ড্রাগনের টাট্টুটা। কিন্তু waspটা খুব বেশি চোখে পড়ে আর ওকে চিনে ফেলতে ও মনে রাখতে ভুমিকা রাখে। সালান্ডার চায় না তাকে মনে রাখা হোক বা চিনে ফেলুক। লেজার চিকিৎসার মাধ্যমে টাট্টুটা তুলে ফেলা হয়েছে। তর্জনি দিয়ে ঘাড়ে ছোঁয়ালে এখনো সামান্য দাগ টের পায়। খুব কাছে থেকে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে ওর রোদে পোড়া ত্বকের এই জায়গাটা একটু বেশি কালো যেখানে টাট্টু ছিলো, তবে একবারে কিছুই বোঝা যায় না। জেনোয়াতে থাকার সময় ওর সর্বসাকুল্যে খরচ হয়েছে ১৯০,০০০ ক্রোনার।

এই পরিমান টাকা তার আছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখা বন্ধ করে সে পেন্টি আর ব্রা পড়ে নিলো। জেনোয়ার ক্লিনিক ছাড়ার দুই দিন পরে পঁচিশ

বছরের জীবনে প্রথমবারের মত সে মেয়েদের অন্তর্বাস এর একটা দোকানে গেলো এবং কিছু পোশাক কিনলো যা একদিন কখনোই তার প্রয়োজন হয়নি। তারপর সে ছাব্বিশে পড়লো, এবং এখন সে একটা ব্রা পড়েছে খুবই পরিতৃপ্তির সাথে।

সে একটা জিন্স পড়লো আর সাথে কালো টি-শার্ট, যেখানে শ্লোগান লেখা :

এটাকে একটি ওয়ার্নিং হিসেবে বিবেচনা করো

তার স্যান্ডেল আর সান হ্যাটটা খুঁজে নিয়ে একটা কালো ব্যাগ ঝুলিয়ে নিলো কাঁধে।

লবিটা পার হওয়ার সময় ফ্রন্ট ডেস্কে হোটেল গেস্টদের মধ্যে একটা ছোট দলকে কি যেন বিড়বিড় করে বলতে শুনলো। একটু আস্তে হেঁটে কান খাঁড়া করলো সে।

"কতটা বিপজ্জনক সে?" একজন কালো মহিলা জোরে ইউরোপিয়ান উচ্চারণে বললো । সালান্ডার তাকে চিনতে পারলো, লন্ডন থেকে আসা চার্টার গ্রুপের একজন যারা এখানে দশদিন যাবৎ আছে।

ফ্রেডি ম্যাকবেইন, যে কিনা প্রতিদিন সালান্ডারকে বন্ধুসুলভ হেসে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়, তাকে আজ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। সে তাদের বলছে যে সব অতিথির জন্যই নির্দেশনামা দেয়া হবে এবং যতদিন পর্যন্ত তারা সব নির্দেশনামা অনুসরণ করবে তাদের ভয় পাবার কিছু নেই। প্রশ্নবাণে জর্জরিত হচ্ছিলো সে।

সালান্ডার ভ্রু কুঁচকে বারের দিকে এগিয়ে গেলো, সেখানে এলা কার্মিকাইলকে দেখতে পেলো কাউন্টারের পেছনে।

বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ফ্রন্ট ডেস্কের উপর চাপড় মেরে জানতে চাইলো, "কি হয়েছে?"

"মাতিলদা হুমকী দিয়েছে আমাদের এখানে হানা দেবে বলে।"

"মাতিলদা?"

"মাতিলদা একটা হারিকেন, কয়েক সপ্তাহ আগে ব্রাজিলে উৎপত্তি হয়েছে, গতকাল সুরিনামের রাজধানী পারামারিবোতে আঘাত হেনেছে। কেউই নিশ্চিত না ওটা কোনদিকে যাচ্ছে, সম্ভবত স্টেট্স-এর দিকে উত্তরে যাবে। তবে এটা যদি উপকূল ধরে পশ্চিম দিকে যায় তবে এর গমন পথে ত্রিনিদাদ আর গ্রানাডাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে। তাতে এখানে একটু ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।"

"আমি ভেবেছিলাম হারিকেনের সিজন পার হয়ে গেছে।"

"হ্যা, তাই। সাধারণত সেপ্টেম্বর আর অক্টোবরে হয়। তবে আজকাল আর আপনি কিছুই বলতে পারেন না, কারণ জলবায়ু আর গৃন হাউজ এফেক্ট নিয়ে এত সমস্যা দেখা দিয়েছে।"

"আচ্ছা। তো, মাতিলদা কখন এসে পৌঁছাতে পারে?"

"শিগ্রই।"

"আমি কি কিছু করতে পারি?"

"লিসবেথ, হারিকেন কোনো খেলার বিষয় নয়। সত্তুরে এই গ্রানাডাতে একটা আঘাত হানলে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি ঘটিয়েছিলো। আমার বয়স তখন এগারো, গ্রান্ড ইতাংএর উপরে গৃনভিলে যাওয়ার পথে একটা শহরে বাস করতাম, ঐ রাতের কথা আমি কখনোই ভুলবো না।"

"হুমম্।"

"তবে আপনি ভয় পাবেন না। শনিবার দিন হোটেলের কাছাকাছি থাকবেন। যে সব জিনিস হারাতে চান না, ওগুলো এক জায়গায় বেঁধে নিন; যেমন ধরুন যে কম্পিউটারে আপনি প্রতিদিন কাজ করেন, আর আমরা যখন নির্দেশ দেবো তখনই ওটা নিয়ে যাতে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে পারেন। এই তো।"

"ঠিক আছে।"

"আপনি কোনো ড্রিংক নেবেন?"

"না, ধন্যবাদ।"

কোনোরকম বিদায়সম্ভাষন না জানিয়েই সালান্ডার বের হয়ে গেলো। হাসলো এলা কারমইকেল, ব্যাপারটা আমলে নিলো না। সপ্তাহ দুই হবে সে এই উদ্ভট মেয়েটার আজব ব্যাপার-স্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং অনুধাবন করতে পারছে যে এর মানে এই না যে মেয়েটা উদ্ধত। ও আসলে খুবই ভিন্ন ধরণের মেয়ে। তবে মেয়েটা তার পানীয়ের মূল্য পরিশোধ করে কোনোরকম ঝামেলা ছাড়াই, অপেক্ষাকৃত ভদ্রভাবে থাকে নিজের মত করে আর কখনোই কোনো গোলমাল পাকায় না।

গ্রানাডার যোগাযোগ ব্যবস্থা মূলত শৈল্পিকভাবে সাজানো কিছু মিনিবাস যেগুলো কোনোরকম ধরাবাঁধা সময়ে কাজ করে না, নেই অন্য কোনো আনুষ্ঠানিকতা। দিনেরবেলা শাটলগুলো চলাচল করে। রাত নামলে নিজের গাড়ি ছাড়া আশেপাশে ঘুরে বেড়ানো অসম্ভব।

সেন্ট জর্জেস এ যাওয়ার জন্য সালান্ডার মাত্র কয়েক মিনেট অপেক্ষা করেই একটা বাস পেয়ে তাতে উঠে গেলো। ড্রাইভার একজন জ্যামইকান রাস্টামান ধর্মের লোক, বাসের মধ্যে পুরো ভলিউমে বাজছে বব মার্লের 'নো উইমেন, নো ক্রাই'। কান বন্ধ করে ভাড়া দিলো সে, তারপর পাশের এক পাকা চুলের স্থূলকায় মহিলার পাশে জড়োসড়ো হয়ে বসলো, মহিলার সাথে স্কুল ইউনিফর্ম পড়া দু'টি বাচ্চা ছেলে।

অভ্যন্তরীন হার্বার কেয়ারনেজ-এর একটি U আকৃতির উপকুলে সেন্ট জর্জেস অবস্থিত। হার্বারের চারপাশে গোলাপ শোভিত পাহাড়ের উপর বাড়িঘর আর পুরনো

বসতি দালান, সেখানে একটা পাহাড় চূড়ায় ফোর্ট রুপার্ট দাঁড়িয়ে আছে এদিকে মুখ করে।

সেন্ট জর্জেস একটা ছোটোখাটো আর ছিমছাম শহর যার রাস্তাগুলো সরু আর অসংখ্য চিপাগলি। প্রতিটি পাহাড়ের বাঁকে বাড়িগুলো, খুব কম বাড়িই আছে যেগুলোর আয়তন শহরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত সংযুক্ত ক্রিকেট ফিল্ড ও রেসট্র্যাকের চেয়ে বেশি।

হার্বারে নেমে সে হেটে গেলো একটা ছোট টিলার ঢালে ম্যাকিনটাইয়ার-এর ইলেক্ট্রনিকস্ এর দোকানে। গ্রানাডাতে যত পণ্য বিক্রি হয় তার প্রায় সবই যুক্তরাষ্ট্র অথবা বৃটেন থেকে আমদানী করা। তাই অন্য জায়গা থেকে এখানে এগুলোর মূল্য দ্বিগুন । তবে এ' দোকানটাতে অন্ততপক্ষে এয়ারকন্ডিশন আছে।

তার অ্যাপল্ ল্যাপটপের জন্য যে বাড়তি ব্যাটারিটা অর্ডার করেছিলো সেটা এসে পৌছেছে অবশেষে। মায়ামিতে সে একটা ফোল্ডিং কি-বোর্ডসহ পাম PDA কিনেছিলো, যেটা দিয়ে ই-মেইল করতে এবং ল্যাপটপটা বহন না করে ওটা কাঁধের ব্যাগেই ভরে নিতে পারে। তবে ঐ ১৭ ইঞ্চির বদলে এই জিনিসটা একটা যন্ত্রণা। আসল ব্যাটারিটা ক্ষয় হয়ে গেছে, রিচার্জ না করলে আর আধ ঘণ্টার মত চলবে। পুলের পাশে টেরেসে বসে ও যখন কাজ করতে চাইছিলো তখন এই বিপদ আসে, আর গ্রানাডার ইলেকট্রিক সাপ্লাই হতাশাজনক। এখানে থাকার সময় সে প্রায় দুইটা দীর্ঘ ব্ল্যাকআউটের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। Wasp এন্টারপ্রাইজের নামে ও একটা ক্রেডিট কার্ড দিয়ে ব্যাটারিগুলো ব্যাগে ভরে দুপুরের রোদ মাথায় নিয়ে ফেরার পথ ধরলো ।

বার্কলেজ ব্যাংক থেকে ৩০০ ডলার তুলে বাজারে গিয়ে এক আঁটি গাজর, আধ ডজন আম আর একটা বড় মিনারেল ওয়াটারের বোতল কিনলো সে। তার ব্যাগটা এখন বেশ ভারী, হার্বার থেকে ফিরতে ফিরতে ক্ষুধা আর তৃষ্ণা পেয়েছে। প্রথমে নাটমেগে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো, কিন্তু রেস্তোরাটির প্রবেশপথে অপেক্ষমান মানুষের ভীড় লেগে আছে। হার্বারের অপর প্রান্তের অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি টার্টেলব্যাকে গেলো সে। ওখানে বারান্দায় বসে এক প্লেট ক্যালামারি আর চিপস, সাথে এক বোতল স্থানীয় বিয়ার অর্ডার দিয়েছে। গ্রানাডিয়ান ভয়েসের একটা বাতিল সংখ্যা তুলে নিয়ে দুই মিনিটের মত ওটাতে চোখ বুলালো। একমাত্র আকর্ষণের বিষয়বস্তু হচ্ছে মাতিলদার সম্ভাব্য আঘাত হানার সতর্কতামূলক একটা প্রবন্ধ। লেখাটাতে একটা ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাড়ির ছবি দেয়া আছে, শেষবার আঘাত হানা হ্যারিকেনের ধ্বংসযজ্ঞ মনে করিয়ে দেয়া আর কি।

পত্রিকাটা ভাঁজ করে নিলো সালাভার, বিয়ারে একটা চুমুক দিয়ে ৩২ নম্বর রুমের লোকটাকে দেখলো, বার থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসেছে লোকটা। তার এক হাতে বাদামি বৃফকেসটা আর অন্যহাতে কোকের গ্লাস। বারান্দার ওপাশের

বেঞ্চে বসার আগে তার চোখ সালাভারের উপরে ঘুরে গেলো অচেনা দৃষ্টিতে, তারপর তার দৃষ্টি স্থির হলো পানির উপর।

সালাভার লক্ষ্য করলো লোকটা যেন গভীরভাবে নিমগ্ন, সাত মিনিট ধরে একদম স্থির বসে আছে, তারপর গ্লাসটা হাতে নিয়ে তিনবার গভীর চুমুক দিয়ে গ্লাসটা নামিয়ে সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকা বন্ধ করলো। কিছুক্ষণ পর ব্যাগটা খুলে *ডাইমেনশনস্ ইন ম্যাথমেটিকস্* বইটা বের করলো সালাভার।

পাজল্ আর জটিল সব ধাঁধা সমাধান সালাভারের আজীবনের পছন্দের একটি বিষয়। নয় বছর বয়সে ওর মা ওকে একটা রুবিকস্ কিউব দিয়েছিলো। এই পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জন করতে ওর মাত্র ৪০ মিনিট লেগেছিলো, তারপরই বুঝে গিয়েছিলো কিভাবে ওটা কাজ করে। এরপর থেকে এই পাজল্ সমাধানে আর বেগ পেতে হয়নি তাকে। দৈনিক পত্রিকার বুদ্ধিমত্তা যাচাই পরীক্ষায় সে কখনো হারে নি। যেমন; পাঁচটা অদ্ভুত আকারের চিত্র দেখে বলতে হবে ষষ্ঠ টি কেমন হবে। ওর কাছে উত্তরটা পানির মত পরিষ্কার।

উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ার সময় শিখেছিলো যোগ আর বিয়োগ। পরবর্তীতে গুণ, ভাগ এবং জ্যামিতি। রেস্টুরেন্টের হিসেব যোগ করা, বিল তৈরি করা এবং একটা নির্দিষ্ট গতি ও কোণে নিক্ষিপ্ত কোন আর্টিলারি শেল কতদুর যাবে তা বের করতে সক্ষম ছিলো সে। এটা সহজ ছিলো। কিন্তু পপুলার সাইন্স পত্রিকায় আর্টিকেলটা পড়ার আগে গণিতে এতটা আগ্রহী কখনো হয়নি সে, এমনকি গুণের ছকটাই যে গনিত এই সত্যটাও কখনো ভাবে নি । এটা এমন কিছু যা ও স্কুলে পড়ার সময় এক বিকেলে মুখস্থ করেছিলো। শিক্ষকরা যে কেন পুরো একটা বছর ধরে এর পেছনে ব্যয় করে!

তারপর হঠাৎ করেই অনুধাবন করে যে কারণ এবং সূত্রসমূহের পেছনে অবশ্যই ধ্রুব যুক্তি বিদ্যমান আছে। এরপরই ইউনিভার্সিটি বুকশপের গণিত সেকশনে হাজির হয়। তবে ডাইমেণশনস্ ইন ম্যাথমেটিক্স পড়া শুরুর পরেই তার কাছে একটা সম্পূর্ণ নতুন বিশ্ব খুলে যায়। গণিত হলো একটি সত্যিকারের যৌক্তিক পাজ্ল যার আছে অসংখ্য চলক আর সমাধানের জন্য ধাঁধা। পাটিগণিতের সমস্যা সমাধান কোন কৌশল নয়। পাঁচ গুণ পাঁচ সবসময়ই পঁচিশ হবে। কৌশলটা হলো বিভিন্ন নিয়মগুলোর সমন্বয় বোঝা, যাতে করে যেকোনো ধরণের গাণিতিক সমস্যা, তা যাই হোক না কেন, সমাধান করা সম্ভব হবে।

ডাইমেনমেনশনস্ ইন ম্যাথমেটিকস্ কোন পাঠ্যবই নয়, বরং গণিতের ইতিহাসের উপর ১২০০ পৃষ্ঠার সংকলন যাতে আছে সেই প্রাচীন গৃক থেকে শুরু করে আধুনিক কালের বিশ্ব জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কীয় জ্ঞানের ইতিহাস। এটা গণিতের বাইবেল হিসেবে বিবেচ্য, ঠিক যেভাবে *Arithmetica of Diophantus* কোন অভিজ্ঞ গণিতবিদের কাছে পরিগনিত হয়। গ্রান্ড আঁসে বিচের টেরেসে প্রথমবারের

মত যখন সে বইটা খুলে বসলো, অংকের এক অভূতপূর্ব জগতে প্রবেশ করলো সালাভার। বইটার লেখক একজন *pedagogical* এবং একইসাথে পাঠকদের ছোট গল্প ও আজব আজব সমস্যা দিয়ে অনন্দ দিয়ে থাকে। আর্কিমিডিস থেকে শুরু করে আজকের যুগে ক্যালিফোর্নিয়ার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরি পর্যন্ত সব গণিত বুঝতে পারে সে। সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিটা জেন ফেলেছে সে।

খৃস্টের জন্মের পাঁচ শতাব্দী আগে সূচিত পিথাগোরাসের সমীকরণ (x2 + y2=z2) ছিলো একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার। ঐ সময় সালাভার তার মাধ্যমিক স্কুলের ক্লাসগুলোয় উপস্থিত থেকে যে সূত্রগুলো মুখস্থ করেছিলো তার মর্মার্থ বুঝতে পারলো। একটা সমকোণী ত্রিভূজের ক্ষেত্রে অতিভূজের বর্গ অপর দুই বাহুর বর্গফলের যোগফলের সমান। খৃ:পূ: ৩০০ সালে ইউক্লিডের একটি আবিষ্কারের প্রতি ও আকৃষ্ট হলো। এটা হলো যৌগিক সংখ্যা সব সময়ই দুইটি সংখ্যার গুণফল, যার একটি সংখ্যা ২ এর বর্গ হলে দ্বিতীয়টি হবে ২-এর পরবর্তি বর্গ এবং ১-এর ব্যবধানের সমান। এটা পিথাগোরাসের সমীকরণের সংস্কার, এবং সালাভার এতে অসংখ্য কম্বিনেশন দেখতে পাচ্ছে।

6=21x (22-1) 28 = 22X (23-1) 496 = 24x (25-1) 8,128 = 26x (27-1)

এই নিয়মের কোন ব্যত্যয় না ঘটিয়ে সে অবিরামভাবে একটার পর একটা সংখ্যা পাচ্ছে। এটা এমন একটা যুক্তি যা ওর মধ্যে পরম হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। আর্কিমিডিস, নিউটন, মার্টিন গার্ডনারসহ আরো প্রায় ডজনখানেক উচ্চমার্গের গণিতবিদের বই পড়লো সে পরম আনন্দ নিয়ে।

এরপর প্রবেশ করলো *পিয়েরে দ্য ফারমাত* অধ্যায়ে। এখানকার গাণিতিক ধাঁধাঁ *ফামোতের শেষ সূত্র* তাকে বিস্ময়াভিভূত আর মগ্ন করে রাখলো পুরো সাত সপ্তাহ ধরে। চারশত বছর ধরে ফারমাত যেভাবে গণিতবিদদের মাথা খারাপ করে রেখেছিলো, তার তুলনায় এটা খুব তুচ্ছ একটা সময়কাল, অ্যান্ড্রু উইল্‌স নামে এক বিলেতি সম্প্রতি, ১৯৯৩ সালে, এই ধাঁধার জট খুলতে সক্ষম হয়েছেন।

ফারমাতের থিওরিটা একবারেই সহজ একটা কাজ ছিলো ।

পিয়েরে দ্য ফারমাতের জন্ম ১৬০১ সালে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের বিউমন্ত-দ্য-লোমা-এ। তিনি কোন গণিতবিদও ছিলেন না; একজন সরকারী চাকুরে, শখ হিসেবে গণিতে নিমগ্ন হন। তিনি প্রতিভাবান স্ব-শিক্ষিত গণিতবিদদের মধ্যে অন্যতম বলে বিবেচিত। সালাভারের মতই তিনি গণিতের ধাঁধা আর জটিল সমস্যাগুলো সমাধান করা উপভোগ করতেন। সমাধানবিহীন নতুন নতুন সমস্যা দিয়ে তিনি অন্যান্য গণিতবিদদের বিব্রত করে বিশেষ আনন্দ পেতেন। দার্শণিক দেকার্তে ফারমাতের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করেছেন। তার ইংলিশ কলিগ জন ওয়ালিস তাকে বলেছেন "ঐ শালার

ফরাসিটা।"

১৬২১ সালে *ডায়োফান্টাস অ্যারাইদমেটিকা*-এর একটা ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয় যেটাতে পিথাগোরাস, ইউক্লিড এবং অন্যান্য প্রাচীন গণিতবিদদের সংখ্যতত্ত্বগুলো একত্রে সন্নিবেশ করা হয়েছে। পিথাগোরাসের সমীকরণটি পড়ার সময়ই খাঁটি মেধার স্ফুরণ ঘটিয়ে ফারমাত এই অমর ধাঁধাঁটি তৈরি করেন। পিথাগোরাসের সমীকরণের একটা চলক তৈরি করেন তিনি। (x2 + y2 = z2) এর বদলে ফারমাত স্কয়ারের জায়গায় কিউব বসান, (x3 + y3 = z3)।

সমস্যাটা হলো সবগুলো সংখ্যার কোনোটা দিয়েই এই নতুন সমীকরণটার কোনো সমাধানই নেই বলে প্রতীয়মান হয়। একজন প্রাতিষ্ঠানিক পন্ডিতের মতে, ফারমাত যেটা করেছে তা হলো একটা ফর্মূলাকে রূপান্তর করেছে যার অসীম সংখ্যার সঠিক সমাধান আছে, আদৌ কোনো সমাধান ছাড়াই যা কানা গলিতে নিয়ে যায়। তাঁর বক্তব্য হলো–অসীম সংখ্যার এর দাবী সংখ্যার এই অসীম জগতে কোথাও কোনো পূর্ণ সংখ্যা নেই যার কিউব হলো দুইটা সংখ্যার কিউবের যোগফল, আর সব সংখ্যার ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য যার পাওয়ার দুইয়ের অধিক, অর্থাৎ সংক্ষেপে এটাই পিথাগোরাসের সমীকরণ।

অন্যান্য গণিতবিদেরাও দ্রুত এর সাথে একমত হন যে এটাই ঠিক। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা এটা নিশ্চিত করতে সক্ষম হন যে ফারমাতের তত্ত্বকে ভুল প্রমান করার মত কোন সংখ্যার অস্তিত্ব নেই। সমস্যাটা হলো আজীবন যদি তারা চেষ্টা করে যায় তারপরও বিরাজমান সব সংখ্যা তারা যাচাই করার সুযোগ পাবে না–সংখ্যা অসীম–সর্বোপরি–পারতপক্ষে গণিতবিদেরা ১০০ ভাগ নিশ্চিত হতে পারবে না যে পরবর্তি সংখ্যাটা ফারমাতের তত্ত্বকে ভুল প্রমান করবে। গণিতবিদদের ক্ষেত্রে যেকোনো দাবীকে গাণিতিকভাবে প্রমানিত এবং বৈজ্ঞানিকভাবে যুক্তি প্রমানের মাধ্যমে সঠিক নিয়মে বিশ্লেষণ করতে হবে। গণিতবিদদের পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে এই কথা বলতে সক্ষম হতে হবে যে 'এর কারণ হচ্ছে এই যে...'। সত্যিকার অর্থে তাঁর কলিগদের কাছে ভালোভাবে পরীক্ষিত হয়েছে। পাটিগণিত বইয়ে এই পন্ডিত তাঁর সমস্যার কথা উদ্ধৃত করেন এবং শেষ করেন এই লাইনটি দিয়ে : *"Cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexi hanc marginis exiguitas non caperet"*

গণিতের ইতিহাসে এই বাক্যটি অমর হয়ে আছে : আমার কাছে এই উৎপাদকটির একটা সত্যিকারের চমকপ্রদ ব্যাখ্যা আছে যা এই মার্জিনের মধ্যে স্থান সংকুলান হবে না।

তাঁর অভিসন্ধি যদি হয় সতীর্থদের উন্মাদ করে তোলা তবে তিনি স্বার্থক। ১৬৩৭ সাল থেকে প্রতিটি আত্ম-সম্মানবোধসম্পন্ন গণিতবিদই ফারমাতের প্রমান অনুসন্ধানে সময় ব্যয় করেছে, কখনো কখনো তা অনেক দীর্ঘ সময়। প্রজন্মের পর

প্রজন্ম চিন্তাবিদেরা ব্যর্থ হয়েছে, অবশেষে অ্যান্ড্রু উইল্‌স প্রমান নিয়ে হাজির হলো যার জন্য সবাই অপেক্ষা করছিলো। এরই মধ্যে সে পঁচিশ বছর এই ধাঁধার পেছনে লেগে ছিলো, শেষের দশটি বছর সে সমস্যাটা সমাধানে পুরো সময় ব্যয় করেছে।

সালান্ডার হতবিহ্বল হয়ে গেলো।

সে আসলে জবাবটার জন্য আগ্রহী নয়। ওর আগ্রহ হলো সমাধানের পদ্ধতিটাতে। কেউ যখন ওর সামনে কোনো ধাঁধা দেয়, সেটার সমাধান করে ছাড়ে সে। সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মকানুন জানার আগে সংখ্যা রহস্য সমাধানে ওর দীর্ঘ সময় লাগতো, তবে সব সময়ই দেখা যেত ও ঠিক জবাবটাই বের করতে পেরেছে।

কাজেই সে যখন ফারমাতের তত্ত্বটা পড়লো এক টুকরা কাগজ নিয়ে এলোমেলোভাবে বিভিন্ন অংক লিখতে লাগলো। কিন্তু প্রমান খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হলো।

জবাবের সূত্রটা দেখার আইডিয়া বাতিল করলে সে, উইল্‌সের সমাধান দেয়া আছে যে অধ্যায়ে সেটা উল্টে গেলো। তার বদলে ডাইমেন্‌শনস পড়া শেষ করে এটা নিশ্চিত হলো যে বইটাতে আর কোনো সমস্যা দেয়া নেই যা ওকে সাংঘাতিক কোনো ঝামেলায় ফেলতে পারে। তারপর সে দিনের পন দিন ফারমাতের ধাঁধা নিয়ে যন্ত্রণার মধ্যে পড়ে রইলো আর অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো তাঁর "চমকপ্রদ প্রমান"টা কি । একেকবার শেষ ক'রে আবার শুরু করে।

৩২ নম্বর রুমের লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে বের হবার পথে গেলে চোখ তুলে তাকায় সালান্ডার। ২ ঘণ্টা দশ মিনিট ধরে লোকটা ওখানে বসেছিলো ।

এলা কারমইকেল বারের গ্লাসগুলো সেট করছে। অনেকদিনে সে অনুধাবন করেতে পেরেছে যে বিশ্রী গোলাপী ড্রিংক আর নির্বোধ আম্ব্রেলা সালান্ডারের সাথে যায় না, এটা ওর স্টাইল নয় । প্রতিদিন ও একই জিনিস অর্ডার দেয়, রাম আর কোক। এক সন্ধ্যায় শুধু ব্যতিক্রম হয়েছিলো, খুব বাজে মুডে থাকায় ও মাতাল হয়ে পড়েছিলো, তাই এলা প্রহরীকে ডেকে এনে ওকে রুমে পৌছানোর ব্যবস্থা করে। সাধারণত ও যা খায় তাহলো ক্যাফেলাত্তে আর কিছু পানীয়। অথবা ক্যারিবিয়ান বিয়ার। সবসময়ের মতই ও একটু দূরে বারের ডান প্রান্তে বসে একটা বই খুললো যেটা দেখে মনে হচ্ছে অনেক জটিল সংখ্যা লেখা আছে এতে, এলার কাছে মনে হলো এই বয়সের একটা মেয়ের পক্ষে পড়ার জন্য উদ্ভট পছন্দ।

সে আরো খেয়াল করেছে যে কারো সাথে যাওয়ার ব্যাপারেও সালান্ডারের আগ্রহ খুব কম। অল্প কয়েকজন নিঃসঙ্গ পুরুষ ওর কাছে এগিয়ে গেলেও সালান্ডার তাদের কঠোরভাবে ফিরিয়ে দেয়, একজন বাদে কাউকে ভদ্রভাবেও না। ক্রিস ম্যাকএ্যালেন নামের একজন স্থানীয় ধনী এমনভাবে বেরিয়ে গেলো যে সে চাইলে ভালোরকম প্রতিশোধ নিতে পারতো। তাই এলা খুব একটা ভ্রুক্ষেপ করলো না যখন লোকটা পুরো একটা সন্ধ্যা মিস সালান্ডারকে বিরক্ত করে ধীর পায়ে হেঁটে

গিয়ে পুলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ম্যাকএ্যালেনের পক্ষে কোন অপমান সহ্য করার কথা নয়। পরের রাতে ভদ্রস্থ হয়ে ফিরে এলো সে, সালাভারকে বিয়ার অফার করলো, একটু দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পরে সেটা গ্রহণ করলো সালাভার। তারপর থেকে যখনই বারে দেখা হয় তারা পরস্পর বিনম্রভাবে কুশল বিনিময় করে।

"সব ঠিক তো?"

সালাভার মাথা নেড়ে গ্লাসটা নিলো। "মাতিলদার ব্যাপারে কোনো খবর আছে?"

"এখনো আমাদের দিকে তাক করে আছে। খুব খারাপ একটা সপ্তাহ যাবে মনে হচ্ছে।"

"আমরা কখন জানতে পারবো?"

"আসলে সে চলে যাওয়ার আগে না। এই গ্রানাডাতেই ধেয়ে আসতে পারে, তারপর শেষ মুহূর্তে উত্তরদিকে বাঁক নেবে।"

তারপর তারা বেশ জোরে হেসে উঠে মাথা ঘুরিয়ে ৩২ নম্বর রুমের মহিলাটিকে দেখলো, মনে হলো মহিলার স্বামীর কোনো কথা শুনে মজা পাচ্ছে।

"তারা কারা?"

"ডাঃ ফর্বস্? টেক্সাসের অস্টিন থেকে আসা আমেরিকান," এলা কারমইকেল আমেরিকান শব্দটা উচ্চারণ করলো কেমন যেন বিতৃষ্ণা নিয়ে।

"আমিও বলতে পারি তারা আমেরিকান, কিন্তু তারা এখানে করছেটা কি? সে কি কোনো GP?"

"না, সেরকম কোনো ডক্টর নয়। সান্তা মারিয়া ফাউন্ডেশনের জন্য সে এখানে এসেছে।"

"এটা আবার কি?"

"মেধাবী ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় সহযোগিতা করে তারা। তিনি চমৎকার একজন মানুষ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সেন্ট জর্জেসে একটা নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রস্তাবনা নিয়ে আলোচনা করছেন।"

সালাভার বললো, "তিনি এমন একজন ভালো মানুষ যিনি তার বউকে পেটান।"

এলা সালাভারের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে বারের অন্য প্রান্তে গিয়ে স্থানীয় কিছু ক্রেতাকে পরিবেশন করতে লাগলো।

সালাভার ওর ডাইমেনশনস নিয়ে দশ মিনিটের মত ডুবে থাকলো। সেই বয়ঃসন্ধি আসার আগে থেকেই সালাভার জানতো তার ফটোগ্রাফিক মেমোরি আছে, আর এ কারণেই অন্যান্য সহপাঠীদের চাইতে ও একটু আলাদা। কারো কাছেই সে এটা প্রকাশ করে নি, শুধু এক দূর্বল মুহূর্তে ব্লমকোভিস্টের কাছে করেছিলো।

ডাইমেনমেন্শনস ইন ম্যাথমেটিক্স বইটা এরই মধ্যে মনের মধ্যে গেঁথে

নিয়েছে, বইটাকে সে হৃদয়ঙ্গম করেছে মূলত এটি ফারমাতের সাথে একটা যোগসূত্র স্থাপন করেছে যেন বইটা কোনো পরশপাথর, কিন্তু আজ সন্ধ্যায় ও ফারমাত বা তাঁর তত্ত্ব কোনটার উপরেই মনোনিবেশ করতে পারছে না। বরং ওর মনে গেঁথে আছে ডঃ ফর্বসের স্থির হয়ে বসে থাকা কেয়ারনেজ-এর সাগরে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে তাকিয়ে থাকা। সে ব্যাখ্যা করতে পারবে না কেন ও জানে কিছু একটা ঘাপলা আছে।

অবশেষে বইটা বন্ধ করে পাওয়ার বুকটা খুললো। ইন্টারনেট সার্ফ করেও কোনো চিন্তা মাথায় এলো না। হোটেলে কোনো ব্রডব্যান্ড না থাকলেও তার কাছে বিল্ট-ইন মডেম আছে যাতে সে তার প্যানাসনিক মোবাইল ফোনের সেট-আপ থেকে মেইল আদান-প্রদান করতে পারে। একটা মেসেজ টাইপ করলো Plague_xyz_666@hotmail.com বরাবর।

কোনা ব্রডব্যান্ড নেই। ডঃ ফর্বস্, সান্তা মারিয়া ফাউন্ডেশন এবং তার স্ত্রীর উপরে তার তথ্য দরকার, টেক্সাসের অস্টিনে থাকে যারা। ৫০০ ডলারে যারা গবেষণা করে থাকে। Wasp.

সালান্ডার তার পাবলিক পিজিপি কীতে সংযোগ দিয়ে বার্তাটা প্লেগের পিজিপি কি'তে সংকেতের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিলো। এরপর সে ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলো সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা বাজে।

কম্পিউটারটা বন্ধ করে দরজায় তালা দিলো সে, তারপর বিচের পাশ ঘেঁষে চারশত গজ হেঁটে সেন্ট জর্জেস এর রাস্তাটা পেরিয়ে গিয়ে নারকেলবীথির পাশে একটা কেবিনের দরজায় কড়া নাড়লো।

জর্জ ব্লান্ডের বয়স ষোল, ছাত্র। তার ইচ্ছে একজন আইনজীবি অথবা ডাক্তার কিংবা একজন সম্ভাব্য বৈমানিক হওয়ার। সে সালান্ডারের মতই কঙ্কালসার এবং ওর চেয়ে সামান্য বেশি লম্বা। গ্রান্ড আঁসেতে আসার পরের দিনই তার সাথে সালান্ডারের দেখা হয়। পাম গাছের নীচে ছায়ায় বসে ও পানিতে বাচ্চাদের খেলা দেখছিলো। সে যখন ডাইমেনসনস্ এ ডুবেছিলো তখনই ছেলেটা এসে ওর কয়েক গজ সামনে বালুতে বসে পড়লো সালান্ডারের দিকে খেয়াল না করেই। নীরবে ছেলেটাকে লক্ষ্য করে ও। স্যান্ডেল, কালো জিন্স আর সাদা শার্ট পড়া একটা হালকা পাতলা নিগ্রো ছেলে।

ছেলেটিও একটা বই খুলে তাতে ডুবে গেলো। ওর মত সেও একটা গণিতের বই পড়ছিলো-*Basics 4*। একটা অনুশীলন বই নিয়ে লিখতে শুরু করলো সে। পাঁচ মিনিট পরে সালান্ডার যখন ওর গলা খাকারি দিলো লাফ দিয়ে উঠে গেলো ছেলেটি, ওকে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চাইলো। সে প্রায় চলেই যাচ্ছিলো, তখন সালান্ডার জানতে চাইলো সে যেটা করছিলো তা কোন জটিল সূত্র কি না।

বীজগণিত। এক মিনিট পরে সালান্ডার দেখালো তার হিসেবে একটা ভুল হয়েছে। আধা ঘণ্টা পরে তারা হোমওয়ার্ক শেষ করলো। এক ঘণ্টা পরে ওর

পাঠ্যবইয়ের পুরোটা শেষ করে ফেললে সালান্ডার তাকে গাণিতিক কৌশলগুলো শিখিয়ে দিলো যেনো সে তার শিক্ষক। ছেলেটা বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা নিয়ে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। দুই ঘণ্টা পরে ছেলেটা জানালো তার মা টরন্টোতে থাকে আর বাবা থাকে দ্বীপের অপর পাড়ে গৃনভিলে, সে থাকে বিচ থেকে একটু দূরে ছোট্ট একটা কেবিনে। পরিবারে সে সবার ছোট, তার বড় তিন বোন আছে।

ছেলেটার সঙ্গ সালান্ডারের কাছে খুবই স্বস্তিদায়ক মনে হলো। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। কথা বলার জন্য কোনো অপরিচিত ব্যাক্তির সাথে কখনোই যেচে আলাপ করে না সে। এটা ঠিক লজ্জা নয়, ওর কাছে যেকোনো আলাপচারিতার সোজাসাপটা কারণ থাকতে হবে। ফার্মেসিটা কোথায় পাবো? অথবা হোটেল রুমের ভাড়া কত? আলাপচারিতার পেশাগত উদ্দেশ্যও আছে। যখন মিলটন সিকিউরিটিতে ড্রাগান আরমানস্কির জন্য কাজ করতো, লম্বা আলাপচারিতায় বিরক্ত হোতো না যদি না এটা কোন তথ্য আদায়ের উদ্দেশ্যে হোতো।

অন্য দিকে সে যেকোন ব্যক্তিগত আলাপ অপছন্দ করে যা সবসময় একান্ত বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। তোমার বয়স কত? অনুমান করুন। তুমি কি বৃটনি স্পিয়ার্সকে পছন্দ কর? কে? কার্ল লারসনের পেইন্টিং সম্পর্কে তোমার অভিমত কি? আমি তাদের কোন কিছু ভাবতে দিই না। তুমি কি লেসবিয়ান? প্রস্রাব করবো।

এই ছেলেটা সাধারণ আর আত্ম-সচেতন, তবে সে ভদ্র এবং ওর সাথে প্রতিযোগিতায় না গিয়ে বা কোনো ব্যাক্তগত বিষয়ে নাক না গলিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক আলাপ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ওর মত তাকেও নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। কোনরকম দ্বিধা ছাড়াই সে ধরে নিয়েছে যে গ্রান্ড আঁসে বিচে একজন গণিতের দেবী নেমে এসেছে এবং আনন্দের সাথে তাকে সে সঙ্গ দেবে। দিগন্তে সূর্য ডুবে গেলে তারা উঠলো । একসঙ্গে হেঁটে গেলো সালান্ডারের হোটেলের দিকে। ছেলেটা ওর বাসাটা দেখালো যেটা একটা ছাত্রদের কোয়ার্টার। লজ্জিতভাবে সালান্ডারকে চা খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালো সে।

ছেলেটার কেবিনে একটা টেবিল, যার সাথে সংযুক্ত দু'টি চেয়ার, একটা বিছানা আর কাপড়-চোপড় রাখার জন্য একটা কাঠের কেবিনেট। একমাত্র আলোর উৎস ডেস্কের উপরের ল্যাম্পটির তার চলে গেছে নারকেলবীথির কাছে। ওর ঘরে একটা ক্যাম্প স্টোভ আছে। সালান্ডারকে প্লাস্টিকের প্লেটে করে ভাত আর সব্জি খেতে দিলো। এমনকি ও স্থানীয় নিষিদ্ধ একরকম ধূমপান করতে দিলো দ্বিধাহীনভাবে, সালান্ডারও তা গ্রহণ করলো।

ছেলেটা যে তার উপস্থিতিতে প্রভাবিত হচ্ছে তা সালান্ডারের চোখ এড়ালো না, সে বুঝে পাচ্ছিলো না কিভাবে ওকে আপ্যায়ন করবে। ও আচম্কাই সিদ্ধান্ত নিলো ছেলেটাকে প্রলুব্ধ করতে দেবে। এটা তৈরি হলো একটা যন্ত্রণাদায়ক বিক্ষিপ্ত

পদ্ধতিতে যাতে ছেলেটা নিশ্চিতভাবে ওর ইঙ্গিত বুঝে ফেললো, তবে বুঝতে পারছিলো না কিভাবে এর জবাব দেবে। অবশেষে সালান্ডার ধৈর্য হারিয়ে ওকে জোর করে বিছানায় ফেলে দিয়ে ওর শার্ট আর প্যান্ট খুলে ফেললো।

ইতালিতে অপারেশনের পর এই প্রথম সালান্ডার কারোও সামনে নিজেকে নগ্ন করলো। ক্লিনিক থেকে সে বেরিয়েছিলো যন্ত্রণা নিয়ে। অনেকদিন লেগেছিলো এটা উপলদ্ধি করতে যে তার দিকে কেউ তাকাচ্ছে না। সাধারণত অন্য মানুষ কি ভাবলো না ভাবলো তার তোয়াক্কা করে না সে, আর এখন কেন নার্ভাস বোধ করছে তার জন্যেও উদ্বিগ্ন হলো না।

এই তরুণ নির্জীব ব্রান্ডের জন্য একটা নতুন স্বত্ত্বার যথাযথ সূচনা হলো। শেষপর্যন্ত যখন (একটু উৎসাহ যোগানোর পরে) সে তার ব্রা খুলতে সক্ষম হলো তৎক্ষণাৎ সে ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিয়ে নিজের পোশাক খুললো। সালান্ডার বুঝতে পারলো সে লজ্জা পাচ্ছে, ল্যাম্পটা আবার জ্বালিয়ে দিলো সে। ছেলেটা যখন তাকে আড়ষ্ঠভাবে স্পর্শ করলো খুব কাছে থেকে তার অভিব্যক্তি দেখতে লাগলো সালান্ডার। অনেকক্ষণ পরে যখন বুঝতে পারলো ওর স্তন স্বাভাবিকই আছে তখনই নিশ্চিত হলো। অন্যদিকে ছেলেটা ওর মতো এটা তুলনা করতে পারলো না।

গ্রানাডাতে কোন টিনএজারের সাথে প্রেম করার পরিকল্পনা ছিলো না সালান্ডারের। এটা হয়েছে ঝোঁকের মাথায়, আর ঐদিন রাতে ফিরে আসার পরে আর কখনো না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও পরদিন বিচে ছেলেটার কাছে গিয়ে অনুভব করলো আড়ষ্ঠ এই ছেলেটার সঙ্গ বেশ ভালো লাগে তার। যে সাত সপ্তাহ গ্রানাডাতে ছিলো জর্জ ব্রান্ড ছিলো তার নিত্যসঙ্গী। দিনের বেলায় তারা একসঙ্গে কাটাতো না, তবে সূর্য ডোবার ঠিক আগে ওরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিচে থাকতো, সন্ধ্যাটা কাটাতো ছেলেটার কেবিনে, নিভৃতে আর অন্তরঙ্গভাবে।

সে জানতো ওরা যখন একসাথে হেঁটে বেড়াতো ওদের দু'জনকে দেখে টিনএজার মনে হতো। সুইট সিক্সটিন।

ছেলেটার কাছে বস্তুত জীবনটাকে অনেক মধুরতর লাগছিলো। সে এমন এক মহিলার দেখা পেয়েছে যে কিনা ওকে গণিত এবং যৌনতার শিক্ষা দিচ্ছে।

দরজা খুলে উৎফুল্ল হয়ে হাসলো সে।

সালান্ডার বললো, "আমার সঙ্গ ভালো লাগবে?"

রাত দুটোর পর ছেলেটার কেবিন থেকে বের হলো সালান্ডার। তার শরীরে একটা উষ্ণ অনুভূতি। হোটেলের পথ না ধরে বিচের পাশে এলোমেলো হাঁটতে লাগলো সে। ব্রান্ড ওর কাছ থেকে একশ' গজের মতো পেছনে আছে জেনেও অন্ধকারে একা একা হাঁটতে লাগলো।

সব সময়ই সে তাই। সালান্ডার কখনোই তার এখানে থাকে না, আর ছেলেটাও বাঁধা দিয়ে বলে যে একা একজন মহিলার এভাবে রাতের বেলা হোটেলে

ফিরে যাওয়া ঠিক না। সে জোরাজুরি করে, এটা তার দায়িত্ব ওকে হোটেলে ফিরে যেতে সঙ্গ দেয়া। বিশেষ করে যখন বেশি দেরী হয়ে যায়, এটা প্রায়ই হয়। সালাভার তার আপত্তি শুনে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে না বলে দিতো। আমার যখন যেখানে ইচ্ছে সেখানে হাঁটবো। আর আমার কোন প্রহরীর প্রয়োজন নেই। প্রথমবার তাকে অনুসরণ করতে দেখে ও ধরে ফেলেছিলো এবং যারপরনাই বিরক্ত হয়েছিলো। তবে এখন মনে হচ্ছে ছেলেটার এই ওকে রক্ষা করতে চাওয়ার ব্যাপারটা খুব মধুর, তাই এমন ভাব করলো যেন বুঝতেই পারেনি ব্লান্ড ওর পেছনে, ও হোটেলের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেই সে বাড়ি ফিরে যাবে।

বুঝতে পারছে না যদি আক্রান্ত হয় ছেলেটা কী করবে।

হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে কেনা হাঁতুড়িটা সাইড ব্যাগে রাখলো সালাভার। ভাবলো ভালো কোনো হাঁতুড়ি দিয়ে ঠেকানো যাবে না এমন খুব বেশি শারীরিক আক্রমণ নেই।

আকাশে পূর্ণ চাঁদ, তারারা জ্বলজ্বল করছে। সালাভার উপরে তাকিয়ে দিগন্তের কাছে জ্বলজ্বল করতে থাকা লুব্ধক দেখতে পেলো। হোটেলের কাছাকাছি এসে একটু থামলো সে। হোটেলের নীচে ওয়াটারলাইন বরাবর কাউকে দেখতে পেলো। অন্ধকারে বিচের পাশে এই প্রথম দেখা পেলো কোন জনমানুষের। লোকটা প্রায় একশ' গজ দূরে থাকলেও সালাভার চাঁদের আলোয় এক ঝলক দেখেই বুঝলো কে।

৩২ নম্বর রুমের সেই ডঃ ফর্বস।

দ্রুত একটা গাছের নীচে তিন কদম হেঁটে গেলো সালাভার। যখন ঘাড়টা ঘোরালো ব্লান্ডকেও দেখা গেলো না। জলাশয়ের পাশে লোকটা আস্তে আস্তে এপাশ থেকে ওপাশে হেঁটে বেড়াচ্ছে। সিগারেট খাচ্ছে সে। একটু পর পর থেমে এমনভাবে উপুড় হচ্ছিলো যেন বালুতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। এরকম কসরত চলতে লাগলো প্রায় বিশ মিনিট ধরে, তারপর ঘুরে হন হন করে হেঁটে বিচ সংলগ্ন হোটেলের প্রবেশপথ দিয়ে ভেতরে চলে গেলো।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে সালাভার নিচে নেমে ডঃ ফর্বস যেখানে ছিলো সে জায়গাটা দেখতে লাগলো। ধীরে ধীরে অর্ধবৃত্তাকারে বালুর মধ্যে নিরীক্ষণ চালালো সে। কিন্তু মার্বেল আর ঝিনুক ছাড়া কিছুই দেখতে পেলো না। কিছুক্ষণ পরে খোঁজাখুঁজি বন্ধ করে হোটেলে ফিরে গেলো সালাভার।

ব্যালকনিতে গিয়ে রেলিংয়ে উপুড় হয়ে তার প্রতিবেশীর দরজায় উঁকি দিলো। কোনো সাড়াশব্দ নেই। রাতের ঝগড়া-ফ্যাসাদ নির্ঘাত শেষ হয়ে গেছে। একটু পর কাঁধের ব্যাগ থেকে ব্লান্ডের দেয়া কিছু কাগজ বের করে রোল করে নিয়ে ব্যালকনির একটা চেয়ারে বসে ধূমপান করতে করতে ক্যারিবিয়ানের অন্ধকার জলরাশির দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো।

নিজেকে তার মনে হলো সর্বোচ্চ সতর্কতার ব্যবস্থা সম্বলিত একটি রাডার।

অধ্যায় ২

শুক্রবার, ডিসেম্বর ১৭

স্টিউরপ্লানে ক্যাফে হেডোনের জানালা দিয়ে মানুষের ঢল দেখতে দেখতে অ্যাডভোকেট নিলস এরিক বুরম্যান তার কফির কাপটা রাখলেন। প্রবহমান ঝর্ণাধারার মত প্রত্যেককে সামনের দিকে চলে যেতে দেখলেন তিনি, তবে কাউকে লক্ষ্য করলেন না।

লিসবেথ সালান্ডারের কথা ভাবলেন। প্রায়ই সালান্ডারের কথা ভাবেন তিনি।

তার কথা ভেবে রেগে আগুন হয়ে গেলেন।

সালান্ডার তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। কিছুতেই তিনি এটা ভুলবেন না। সে তার নির্দেশ অমান্য করে তাকে অপমান করেছে। তাকে এমনভাবে নির্যাতন করেছে যার স্থায়ী দাগ তার নাভির নীচে একটা বইয়ের সমান জায়গা জুড়ে রয়ে গেছে। তার বিছানায় মেয়েটা তাকে হাতকড়া দিয়ে বেঁধে নির্যাতন করেছে, তার শরীরে টাট্টু এঁকে লিখেছে :

আমি এক মর্ষকামী শূয়োর, বিকৃত মানসিকতার এবং একজন ধর্ষণকারী।

স্টকহোমের জেলা কোর্ট সালান্ডারকে আইনগতভাবে অসমর্থ ঘোষনা দিয়ে তাকে ওর অভিভাবক নিয়োগ করেছে, অবধারিতভাবে তার উপর নির্ভরশীল হতে হয় সালান্ডারকে। ওকে প্রথম দেখার পর থেকেই ফ্যান্টাসি তৈরি করেন যা তিনি ব্যাখ্যা করতে পারবেন না। তবে সালান্ডারকে তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলো বলেই মনে করেন তিনি।

সে যা করেছে তা হলো–সে একজন পঞ্চান্ন বছরের আইনজীবি–যেকোনো বিচারে একেবারেই জঘন্য আর আত্মপক্ষসমর্থনের অযোগ্য একটি কাজ। সে অবশ্যই এটা জানতো। কিন্তু দুই বছর আগের ডিসেম্বরে সালান্ডারের দিকে চোখ পড়ার পর থেকে সে মেয়েটার কাছ থেকে নিজেকে ফেরাতে পারে নি। আইনকানুন, নৈতিকতা আর একজন অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ববোধ–কিছুতেই কিছু আসে যায় নি।

মেয়েটা খুব অদ্ভুত–পুরোপরি প্রাপ্তবয়স্ক অথচ বাহ্যিকভাবে ওকে ভুল করে বাচ্চা মনে হবে। ওর জীবনের উপর সম্পূর্ণ অধিকার ছিলো তার, তার নির্দেশ শুনতে বাধ্য ও।

সালান্ডারের একটা রেকর্ড ছিলো যাতে ওর বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছিলো, ওর

যদি প্রতিবাদের মানসিকতা থাকে । কোন নিষ্পাপ শিশুকে ধর্ষণ নয়, ফাইল অনুযায়ী তার অনেকগুলো বাছ-বিচার ছাড়া যৌন সম্পর্ক ছিলো। একজন সমাজকর্মীর রিপোর্টে এই সম্ভাবনা তুলে ধরা হয়েছে যে সালান্ডার সতেরো বছর বয়সেই টাকার বিনিময়ে যৌন সেবা দিয়েছে। পুলিশি অভিযানে এক বৃদ্ধ মাতালকে টানটুলান্ডেনের পার্কের বেঞ্চে তরুণীসহ পাকড়াও করা হয়। যুগলকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তরুণী তাদের কোন প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকৃতি জানায় আর লোকটা এতোটাই মাতাল ছিলো যে তাদের কোন তথ্য জানাতে পারে নি।

সোজাজাপ্টা সারমর্ম হলো বুরম্যানের চোখে সালান্ডার একজন সমাজের একদম নীচুতলার বেশ্যা। এটা ঝামেলাবিহীন। ও যদি অভিভাবকত্ব অস্বীকার করতে চায়, কেউ ওকে বিশ্বাস করবে না।

মেয়েটা ছিলো তার আদর্শ খেলার পুতুল—বয়োপ্রাপ্ত, নীতিহীন, সামাজিকভাবে অসমর্থ, আর তার দয়ায় নির্ভরশীল।

এই প্রথম তার কোন ক্লায়েন্টকে নির্যাতন করেছে সে। পেশাগতভাবে সম্পর্কযুক্ত কারও দিকে এর আগে কখনোই সে অগ্রসর হয় নি। যৌন চাহিদা মেটাতে সবসময় সে পতিতার দ্বারস্থ হয়েছে। সে সচেতন থেকে ঠিকমত পয়সা দিতো, তবে সমস্যা হলো পতিতারা মনোযোগ দেয় না, শুধু ভান করে। একজন মহিলার কাছ থেকে সে সেবা কিনতো যে কি না গোঙানী তুলে চোখ ঘোরায়, অভিনয় করে, স্ট্রিট থিয়েটারের মতই এটা মেকি।

বিবাহিত সময়ে সে তার স্ত্রীকেও নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলো কিন্তু সেও খুব সামান্যই বিষয়টার সাথে খাপ খাইয়েছিলো, ওটাও অভিনয়ের পর্যায়েই ছিলো।

সালান্ডার ছিলো যথাযথ সমাধান। কোন প্রতিরক্ষাবিহীন, পরিবার, বন্ধু-বান্ধব নেই; সত্যিকারের শিকার, জবরদস্তির জন্য উপযুক্ত। সুযোগই তস্কর বানায়।

আর তারপরই আচম্বিতে তাকে ধ্বংস করে দিলো মেয়েটা। যে ক্ষমতা আর দৃঢ়তা মেয়েটার মধ্যে আছে স্বপ্নেও সে ভাবতে পারে নি। তাকে হেনস্থা করেছে, নির্যাতন করেছে, পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে।

তারপর থেকে এই দুই বছরে বুরম্যানের জীবন নাটকীয়ভাবে পাল্টে গেছে। তার অ্যাপার্টমেন্টে ঐ রাতে সালান্ডারের আগমনের পর থেকে সে অসার হয়ে গিয়েছিলো—স্পষ্ট কিছু ভাবতে বা পাল্টা কিছু করতে অক্ষম হয়ে গিয়েছিলো। নিজেকে বন্দী করে ফেলে সে, কোন টেলিফোন ধরে নি, এমনকি তার নিয়মিত গ্রাহকদের সাথেও যোগাযোগ রাখতে সক্ষম ছিলো না। দুই সপ্তাহ পরে সে অসুস্থতাজনিত ছুটি নেয়। তার সেক্রেটারি অফিস চালাতো তার অবর্তমানে, মিটিংগুলো বাতিল করতো আর বিরক্ত গ্রাহকদের সামলাতো।

তার শরীরে আঁকা টাট্টুগুলোর মুখোমুখি হতো সে প্রতিদিন। অবশেষে বাথরুমের দরজা থেকে আয়না সরিয়ে ফেললো।

গ্রীষ্মের শুরুতে সেপ্সফিসে ফিরলো সে। নিজের গ্রাহকদের তুলে দিলো অন্যান্য সহকর্মীদের হাতে। কয়েকটা কোম্পানি নিজের হাতে রাখলো, কোনো মিটিংয়ে অংশ না নিয়ে যেগুলোর বৈধ ব্যবসা নিয়ে সে কাজ করতো। এখন তার একমাত্র সক্রিয় গ্রাহক হলো সালান্ডার, গার্জেনশিপ এজেন্সির জন্য প্রতি মাসে একটা ব্যালেন্স শিট আর রিপোর্ট লিখে সে। সালান্ডারের কথামতোই সে সংক্ষেপে রিপোর্টটা তৈরি করে যাতে বিন্দুমাত্র সত্যের লেশ নেই। ওর কোন অভিভাবকের প্রয়োজন নেই এটা পরিষ্কার থাকে এতে। প্রতিটা রিপোর্ট যন্ত্রণার সাথে ওকে সালান্ডারের অস্তিত্ব মনে করিয়ে দেয়, কিন্তু সে অনন্যোপায়।

অসহায় অবস্থায় আতঙ্ক নিয়ে বুরম্যানের গ্রীষ্ম আর শরৎ কাটলো। তারপর ডিসেম্বরে সর্বস্ব দিয়ে নিজেকে তুললো এবং ফ্রান্সে গেলো ছুটি কাটাতে। সেখানে থাকার সময় মার্সেইর বাইরে একজন বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বললো টাট্টুগুলো ভালোভাবে তুলে ফেলার ব্যাপারে।

বিশেষজ্ঞ তার তলপেটে বিস্ময়ের সাথে পরীক্ষা করে দেখলো। সবশেষে একটা কোর্স করার জন্য বললো । একটা হতে পারে লেজার চিকিৎসা, তবে টাট্টুগুলো সুঁইয়ের মাধ্যমে এমন গভীর আর তীক্ষ্মভাবে করা যে ওগুলো তুলতে মারাত্মক আকারের স্কিন গ্রাফটিং কার্যকর হতে পারে বলে সে জানালো। এটা ব্যয়বহুল আর সময়সাপেক্ষ।

বিগত দুই বছরে বুরম্যান সালান্ডারকে মাত্র একবারই একটা অনুষ্ঠানে দেখে।

আক্রমনের ঐ রাতে সালান্ডার তার অফিস আর অ্যাপার্টমেন্টের একটা বাড়তি চাবি নিয়ে যায়। তাকে চোখে চোখে রাখবে এটা নিছক হুমকী ধরে নিলেও কখনোই বুরম্যান তালাটা পাল্টানোর সাহস করে নি।

সালান্ডারের হুমকীটা ছিলো অভ্রান্ত, কোন মহিলার সাথে তাকে বিছানায় পেলেই ও জনসম্মুখে ওকে ধর্ষণের ঐ নব্বই মিনিটের ভিডিওটা প্রকাশ করে দেবে।

একবছর আগে জানুয়ারি মাসে রাত তিনটায় তার ঘুম ভেঙ্গে যায়, কেন সে নিশ্চিত নয়। বিছানার পাশে বাতিটা জ্বালিয়ে সে রীতিমত চিৎকার করে উঠলো যখন দেখলো সালান্ডার ওর বিছানায় পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে। ভুতের মতই হঠাৎ ওর আবির্ভাব। মুখটা বিবর্ণ আর অভিব্যক্তিহীন, হাতে ধরা তার ইলেক্ট্রিক টেসার।

সালান্ডার বললো, "গুডমর্নিং, অ্যাডভোকেট বুরম্যান, এতোরাতে তোমাকে জাগানোর জন্য দুঃখিত।"

হায় ঈশ্বর, সে কি এর আগেও এখানে এসেছিলো? আমি যখন ঘুমিয়েছিলাম?

সে বলতে পারছে না মেয়েটা কি তাকে ধোঁকা দিচ্ছে, বুরম্যান তার গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে কথা বলতে চাইলে সালান্ডার থামিয়ে দিলো।

"একটা কারণে শুধু আমি তোমাকে জাগিয়েছি। খুব শিগ্রী আমি অনেকদিনের

জন্য দূরে চলে যাচ্ছি। প্রতি মাসে তোমার রিপোর্ট লিখে পাঠাবে, তবে আমার কাছে কোন কপি পাঠাবে না। এই হটমেইলের ঠিকানায় পাঠাবে।"

জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে বিছানায় রাখলো সে।

"গার্জেনশিপ এজেন্সি থেকে যদি আমাকে প্রয়োজন হয় অথবা অন্য যেকোন কারণে আমার এখানে থাকা দরকার হয় তাহলে এই ঠিকানায় মেইল করবে, বোঝা গেলো আমার কথা? "

মাথা নাড়লো সে, "বুঝেছি..."

"কথা বলবে না, তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে চাই না আমি।"

সে মুখ বন্ধ করলো। কর্তৃপক্ষের কাছে ভিডিও পৌঁছে দেয়ার ঐ হুমকীর পর থেকে সে আর ঘাটাতে চায় না ওকে। বরং মাসের পর মাস ভেবে রেখেছে এরপর ওর সাথে দেখা হলে কি বলবে। ওর করুণা ভিক্ষা ছাড়া নিজেকে বাঁচানোর জন্য তার আসলে কিছুই বলার নেই। একটু কথা বলার সুযোগ পেলে তাকে পটানোর চেষ্টা করতো–আসলে সে পাগল হয়ে গিয়েছিলো আর এজন্য সে খুবই দুঃখিত, ওর সাথে এখন সন্ধি করতে চায়। ওকে রাজি করাতে পারলে কাকুতি-মিনতি করে ওর কাছে থাকা প্রমানগুলো ধ্বংস করতে বলবে।

"আমার কিছু বলার ছিলো," করুণস্বরে সে বললো, "আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি..."

চুপচাপ তার কথা শুনলো সালান্ডার। তারপর বিছানার উপর এক পা তুলে বিরক্তি নিয়ে তাকালো।

"শোন বুরম্যান, তুমি একটা বিকৃতরুচির লোক, তোমাকে আমার ক্ষমা করার কোনো কারণই নেই। তবে তুমি যদি নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখ, আমি আনুষ্ঠানিকভাবে এই নিষেধাজ্ঞা বাতিলের ঘোষণা দেবো।"

তার দৃষ্টি নামিয়ে ফেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো সালান্ডার। মেয়েটা তাকে পঙ্গু করে ফেলতে যাচ্ছে।

"এক বছর আগে আমি কি বলেছি তা পাল্টে ফেলার কোন সুযোগ নেই। তুমি ব্যর্থ হয়েছ আর ভিডিওটা এজেন্সির কাছে চলে যাবে। আমি যেভাবে বলেছি এর বাইরে কোনোভাবে আমার সাথে যোগাযোগ করলে আমি ভিডিওটা জনসমক্ষে ছেড়ে দেবো, কোনো দুর্ঘটনায় আমি প্রাণ হারালেও তাই হবে । আমাকে আবার স্পর্শ করলে তোমাকে মেরে ফেলবো।"

তার কথা বিশ্বাস করলো।

"আরেকটা ব্যাপার, যেদিন তোমায় মুক্ত করবো তুমি যা খুশি করতে পারবে। তবে তার আগে পর্যন্ত তুমি মার্সেইর ক্লিনিকে আর পা রাখতে পারবে না। চিকিৎসা শুরু করলে তোমাকে আবারও টাট্টু এঁকে দেবো, আর এবার তোমার কপালে।"

ক্লিনিকের খোঁজ ও পেলো কোত্থেকে?

এর পরেই চলে গেলো সে। দরজার চাবি খোলার হালকা খুটখাট শব্দ শোনা গেলো। যেন কোনো ভূত এসেছিলো তার কাছে।

ঐ ঘটনায় লিসবেথ সালান্ডারের প্রতি তার প্রবল ঘৃণায় মাথা দপদপ করে জ্বলতে লাগলো, ওকে শেষ করে ফেলার জন্য মরিয়া করে তুললো। মনে মনে কল্পনা করতো ওকে কিভাবে মারবে, ভাবতো তার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে তার করুণা চাইছে মেয়েটি, অথচ নির্দয়ভাবে তার হাত দুটো দিয়ে গলাটা চেপে ধরবে যতক্ষণ না নিঃশ্বাস নেবার জন্য ছটফট করতে থাকবে। সে চায় ওর চোখ বেয়ে পানি পড়ুক, ওর হৃদয়টা ফুড়ে বের হোক। এই পৃথিবী থেকে ওকে মুছে ফেলতে চায় সে।

অন্যদিকে সে তার পর থেকেই আবার সক্রিয় হয়ে উঠলো সে আর নিজের মধ্যে অবিশ্বাস্য ভারসাম্য আবিষ্কার করলো যেন। জেগে থাকার প্রতিটি মুহূর্তে ঐ মেয়েটিকে নিয়ে ভাবতো, তার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে যেত। তবে সে যৌক্তিকভাবে ভাবতে শুরু করেছে। ওকে ধ্বংস করে দেয়ার কোনো পথ যদি সে পায়, তার মাথাটা ঠিকমত কাজ করতে শুরু করবে। তার জীবনটা নতুনদিকে মোড় নেবে।

মৃত্যু নিয়ে কল্পবিলাসিতা বন্ধ করে সে পরিকল্পনা করতে লাগলো কিভাবে কাজটা করবে।

ক্যাফে হেডোনে এডভোকেট বুরম্যানের ছয় ফুট পেছনে ব্লমকোভিস্ট এরিকা বার্গারকে নিয়ে দুই গ্লাস ক্যাফেলাত্তে নিয়ে বসেছে। নিল্‌স বুরম্যানের ব্যাপারে ব্লমকোভিস্ট বা বার্গার কেউই কিছু শোনে নি আগে।

বার্গার ভ্রু কুঁচকে অ্যাশট্রে সরিয়ে তার গ্লাসটা রাখার জায়গা করে নিলো। নিজের জ্যাকেটটা চেয়ারের পেছনে ঝুলিয়ে অ্যাশট্রেটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে একটা সিগারেট ধরালো ব্লমকোভিস্ট। বার্গার সিগারেটের ধোঁয়াটা হাত দিয়ে সরিয়ে ক্রুদ্ধ চোখে তাকালো তার দিকে। মাথাটা ঘুরিয়ে ধোঁয়া থেকে নিজেকে বাঁচালো।

"আমি ভেবেছিলাম তুমি ছেড়ে দিয়েছ।"

"সাময়িকভাবে ছেড়েছিলাম।"

"সিগারেটের গন্ধ আছে এমন পুরুষের সাথে সেক্স করা ছেড়ে দিয়েছি আমি," মিষ্টি হেসে বললো সে।

"অসুবিধে নেই, অনেক মেয়ে আছে যারা এরকম ভাবে না," পাল্টা হেসে বললো ব্লমকোভিস্ট।

বার্গার চোখ পাকালো। "সমস্যা কি? বিশ মিনিটের মধ্যে আমি থিয়েটারে চার্লির সাথে দেখা করছি।" চার্লি হচ্ছে চার্লোত্তা রোজেনবার্গ, তার শৈশবের বন্ধু।

"আমাদের ইন্টার্ন আমাকে বিরক্ত করছে, তোমার কোনো মেয়েবন্ধুর কন্যা

হিসেবে তাকে মেনে নেয়া যায়, তবে আরো আট সপ্তাহের জন্য ওর সম্পাদকীয় দেখার কথা আর আমি এতোদিন পর্যন্ত ওকে সহ্য করতে পারবো না ।"

"ওর বুভুক্ষ চোখ আমি দেখেছি কিভাবে তোমার দিকে আঠার মতো আটকে থাকে । আমি আসলে চাইবো তুমি ভদ্রলোকের মতো আচরণ কর ।"

"এরিকা, মেয়েটার বয়স সতেরো, আর ওর মানসিক বয়স দশ, আমি সহৃদয় হতে গিয়ে ভুল করে ফেলতে পারি ।"

"ও আসলে তোমার প্রতি মোহগ্রস্থ, সম্ভবত একটা হিরোইজম্ ।"

"গতকাল রাত ১০:৩০ এ আমার বিল্ডিংয়ের এন্ট্রি ফোন থেকে সে জানায় যে একটা মদের বোতল নিয়ে উপরে আসতে চায় ।"

" উফ্ ," বার্গার বলে ।

" উফ্ই বটে । যদি আমার বয়স আরো বিশ বছর কম হতো, আমি বিব্রত হতাম না । এখন যেকোন দিন আমার বয়স হবে পঁয়তাল্লিশ ।"

"আমাকে মনে করিয়ে দিও না । আমাদের একই বয়স ।"

ওয়েনারস্ট্রমের ঘটনাটা ব্লমকোভিস্টকে সেলিব্রিটি বানিয়ে দিয়েছে । বিগত বছরগুলোতে সে অবিশ্বাস্য সব জায়গা, পার্টি ও অনুষ্ঠানে যাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছে, আগে কখনোই হাত পর্যন্ত মেলায় নি, এমন বিভিন্ন মানুষের উষ্ণ অভিনন্দন পেয়েছে সে । তারা সবাই ঠিক গণমাধ্যমের মানুষ নয়–তবে এরই মধ্যে সে তাদেরকে চিনে ফেলেছে এবং তাদের সাথে ভালো বা মন্দ সম্পর্ক ছিলো–কিন্তু ঐ তথাকথিত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সেলিব্রেটিরা এখন এমন ভাব করছে যেন তারা ব্লমকোভিস্ট এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু । এখন মিকাইল ব্লমকোভিস্ট আপনার লাঞ্চ বা ব্যাক্তিগত ডিনার পার্টিতে অতিথি হিসেবে আছে, এটা একটা ব্যাপার বটে । "শুনে খুশি হলাম, কিন্তু আমি অন্য জায়গায় কথা দিয়ে ফেলেছি," এটা তার নিত্য দিনের জবাব ।

এই তারকা অবস্থানের একটা খারাপ দিক হলো অবিরাম গুজবের জন্ম । তার এক পরিচিতজন সতর্কতার সাথে তাকে জানালো যে গুজব উঠেছে ব্লমকোভিস্টকে নাকি রিহ্যাব ক্লিনিকে দেখা গেছে । সত্যি বলতে ব্লমকোভিস্টের মাদক গ্রহণের ইতহাস ওর টিন এজ বয়সে হাফ ডজন জয়েন্ট আর পনেরো বছর আগে এক ডাচ রক ব্যান্ডের গায়িকার সাথে একবার কোকেন নেয়া পর্যন্ত । এ্যালকোহলের ক্ষেত্রে সে চূড়ান্ত মাতাল হয় শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ডিংক বা পার্টিতে । বারে খুব কমই সে বড় আর শক্তিশালী বিয়ার নেয় । মধ্যম মানের বিয়ার নিতে সে পছন্দ করে । বাড়িতে তার ক্যাবিনেটে ভদকা আর কয়েক বোতল মল্টের স্কচ রাখে । অবিশ্বাস্য যে খুব কমই সে এগুলো পান করে ।

ব্লমকোভিস্ট একা থাকে আর মাঝে মাঝে কিছু সম্পর্কে জড়ায়, এটা ওর বন্ধুমহলে সবাই জানে যা বিভিন্ন গুজবের জন্ম দেয় । দীর্ঘদিন ধরে এরিকা বার্গারের

সাথে সম্পর্কটাও তাদের আলোচনা আর অনুমানের বিষয়। শেষে এটাও আলোচিত হয় যে ব্লমকোভিস্ট তার নতুন সেলিব্রেটি অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে স্টকহোমের নাইটস্পটে যত খুশি নারী নিয়ে ফুর্তি করে বেড়ায়। অখ্যাত এক সাংবাদিক তো একবার তার যৌন আসক্তির জন্য সাহায্য পর্যন্ত চাইতে পরামর্শ দেয়।

প্রকৃতপক্ষে ব্লমকোভিস্টের ছোট ছোট অনেকগুলো সম্পর্ক ছিলো। সে জানে সে দেখতে ভালোই তবে আহামরি আকর্ষণীয় নয়। তবে প্রায়ই তাকে বলা হয় তার মধ্যে নাকি এমন কিছু আছে যা নারীদের দারুণভাবে আকর্ষণ করে। বার্গারের মতে তার মধ্যে একই সাথে আত্মবিশ্বাস আর নিরাপত্তা দু'টোই দেখা যায় ব'লে নারীরা স্বস্তিবোধ করে। তার সাথে বিছানায় যাওয়াটা কোন ঝুকিপূর্ণ কিংবা জটিল ব্যাপার না, বরং জংলীর মতোই উপভোগ্য, আর এটাই হওয়া উচিৎ বলে ব্লমকোভিস্ট মনে করে।

নারীদের মধ্যে যাদের সে ভালোভাবে চেনে, খুব পছন্দ করে তাদের সাথেই তার গভীর সম্পর্ক হয়েছে, তাই বিশ বছর আগে তরুণ সাংবাদিক বার্গারের সাথে সম্পর্কের সূচনাটা মোটেই কোনো দুর্ঘটনার বিষয় ছিলো না।

যাই হোক, তার বর্তমান খ্যাতি নারীদের কাছে তার আকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়াটা একদিক থেকে নিজের কাছেই অস্বাভাবিক ঠেকে, বিশেষ করে তরুণীরা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে তার দিকে এগিয়ে আসে যা খুবই বিস্ময়কর।

তবে মিনিস্কার্ট পরা সুঠাম দেহের নারীদের প্রতি ব্লমকোভিস্ট ফিরে তাকায় না। অল্পবয়সে তার মেয়েবন্ধুদের অনেকেই ছিলো তার চাইতে বয়সে বড়–কোন কোন ক্ষেত্রে বয়স্ক এবং বেশ অভিজ্ঞ। সময়ের সাথে সাথে বয়সের ব্যবধান কমে এসেছে। সালান্ডার হলো এই ব্যবধান কমে আসার অন্যতম একটি পদক্ষেপ।

আর এর কারণ ছিলো বার্গারের সাথে তার তাড়াহুড়ো করে ডাকা মিটিংটা।

বার্গারের এক বন্ধুর অনুরোধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এক মিডিয়া স্কুল গ্র্যাজুয়েটকে *মিলেনিয়াম*-এ রাখা হয়েছে। এটা কোন অস্বাভাবিক কিছু না, প্রতি বছরই ওরা বেশ কিছু ইন্টার্ন নেয়। মেয়েটিকে ব্লমকোভিস্ট ভদ্রভাবে শুধু হ্যালো বলেছিলো, তবে দ্রুতই সে বুঝতে পেরেছিলো সাংবাদিকতার প্রতি এই মেয়ের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, শুধু 'টিভিতে চেহারা দেখনোর ইচ্ছা' ছাড়া–ব্লমকোভিস্টের ধারণা বর্তমানে *মিলেনিয়াম*-এ কাজ করা এক্ষেত্রে ভালো সুযোগ এনে দিতে পারে।

তার সান্নিধ্যে আসার কানো সুযোগ হাতছাড়া করে নি মেয়েটা। সে এটা না বোঝার ভান করলে মেয়েটা তার প্রচেষ্টা দ্বিগুণ করে ফেলে। সোজা কথায় এটা বিরক্তির পর্যায়ে চলে গেছে এখন।

বার্গার অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। "ও ঈশ্বর, কর্মক্ষেত্রে তুমি যৌন হয়রানির স্বীকার হচ্ছো!"

"রিকি, এটা একটা drag, আমি মেয়েটাকে আঘাত করতে বা অপদস্থ করতে

চাই না। এর পরে সে কী করবে তাই নিয়ে চিন্তিত আমি।"

"সে তোমার প্রেমে পড়েছে, বুঝতে পারছে না কিভাবে তা প্রকাশ করবে।"

"তুমি ভুল করছো। সে ভালো করেই নিজেকে প্রকাশ করতে জানে। সে কতদূর যাবে এটাই ভাবছে আর বিরক্ত হচ্ছে আমি ওর ফাঁদে পা দিচ্ছি না ব'লে। আমি আর নতুন কোনো গুজবের জন্ম দিয়ে ঐসব সুন্দরী তরুণীদের পেছনে ছোটা উচ্ছৃঙ্খল রকস্টারদের কাতারে নিজেকে ফেলতে চাই না।"

"ঠিক আছে, তবে আমাকে সমস্যাটা বুঝতে দাও। সে গতরাতে তোমার দরজায় কড়া নেড়েছে–ব্যাস, এই পর্যন্তই?"

"এক বোতল মদসহ। সে বলেছে কাছেই এক বন্ধুর বাড়িতে পার্টি ছিলো আর তাই আমার বাড়িতে আসার সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে।"

"তুমি কি বললে?"

"অবশ্যই আমি তাকে ভেতরে আসতে দেই নি, তাকে বলেছি সে বড্ড অসময়ে এসে পড়েছে কারণ আমার সাথে এক বন্ধু আছে।"

"সে এটা কিভাবে নিলো?"

"হতাশ হয়ে চলে গেছে।"

"আমাকে তুমি কি করতে বলো?"

"ওকে আমার পিছু ছাড়তে বলো। ভাবছি সোমবার আমি ওর সাথে কথা বলবো। হয় ও এসব ছাড়বে নয়তো আমি ওকে অফিস থেকে বের করে দেবো।"

বার্গার একটু ভাবলো। "ওর সাথে আমি কথা বলে দেখি। সে একজন বন্ধু খুঁজছে, কোনো প্রেমিক নয়।"

"আমি জানি না কি খুঁজছে সে..."

"মিকাইল। ওর মত আমিও এরকম অবস্থার ভেতর দিয়ে গেছি। ওর সাথে কথা বলবো আমি।"

অন্য সবার মতই টিভি বা রেডিও থেকে গত বছর বুরম্যানও মিকাইল ব্লমকোভিস্ট সম্পর্কে জেনেছে। তবে ক্যাফে হেডোনে তাকে চিনতে পারলো না বুরম্যান। সালান্ডার আর *মিলেনিয়াম*-এর মধ্যে যে কোন সংযোগ আছে সেটা তার ধারণারও বাইরে। তাছাড়া নিজেকে নিয়ে সে এতোটাই মগ্ন যে চারপাশে মনোযোগ দিতে পারছিলো না।

মানসিক অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসার পর পরই সে একই বৃত্তে আবর্তিত হচ্ছে।

গোপন ক্যামেরায় ধারণকৃত নির্যাতনের যে ভিডিওটা সালান্ডারের কাছে আছে সেটা তাকে দেখিয়েছে। এটার সপক্ষে ব্যাখ্যা দেয়ার মত কোনো জায়গা নেই

তাতে। গার্জেনশিপ এজেন্সির হাতে, অথবা ঈশ্বর না করুক কোন গণমাধ্যমকর্মীর হাতে পড়লে তার স্বাধীনতা এবং জীবন একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। সহিংস ধর্ষণ, অধীনস্থকে শোষণ, নির্যাতন এবং সহিংস নির্যাতনের শাস্তি সম্পর্কে সে ভালো করেই জানে-কমপক্ষে ছয় বছরের কারাদাণ্ড। অতি উৎসাহী কোন রাষ্ট্রপক্ষের উকিল ভিডিওর একটা অংশ দেখিয়ে হত্যা প্রচেষ্টায় অভিযুক্তও করতে পারে তাকে।

ধর্ষণের সময় উত্তেজনাবশত ওর মুখে একটা বালিশ চেপে ধরেছিলো সে। মনেপ্রানে এই খেলার অবসান চাচ্ছে এখন। তারা বিশ্বাস করবে না মেয়েটা ওর সাথে খেলেছে। ওর সুন্দর শিশুসুলভ চোখ আর বারো বছরের বালিকার মত শরীর দিয়ে তাকে প্রলুব্ধ করেছে, ধর্ষণে উদ্বুদ্ধ করেছে। পরিকল্পিতভাবে অভিনয় করেছে সে...প্রথমেই ওর কাছ থেকে ভিডিওটা হাতিয়ে নিতে হবে আর নিশ্চিত করতে হবে এর আর কোন কপি নেই ওর কাছে। এটাই মূল সমস্যা।

তার কোন সন্দেহ নেই যে সালান্ডারের মত একটা ডাইনীর এরই মধ্যে অনেক শত্রু হয়ে গেছে। আর বুরম্যানের বাড়তি সুবিধাটা হলো তার কাছে মেয়েটার সব মেডিকেল রেকর্ড, ওয়েলফেয়ার রিপোর্ট এবং সাইকিয়াট্রিকের পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট আছে। সুইডেনের খুব কম লোকের মধ্যে সে একজন যে সালান্ডারের গোপন বিষয় জানে।

অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর এজেন্সি থেকে তার কাছে দেয়া হয় সালান্ডারের প্রাপ্তবয়স্ক জীবন, কোর্ট-নিযুক্ত সাইকিয়াট্রিকের সারাংশ, জেলা কোর্টের রুলিং এবং ব্যাংক স্টেটমেন্ট সম্বলিত পনেরো পৃষ্ঠার ব্যাক্তিগত ফাইল।

ফাইলটা বারবার পড়ে সে সালান্ডারের ব্যক্তিগত জীবনের তথ্যগুলো সন্নিবেশ করতে লাগলো।

একজন আইনজীবি হিসেবে পাবলিক রেকর্ড থেকে তথ্য বের করে আনতে সে ভালোই পারে। অভিভাবক হিসেবে ওর মেডিকেল রিপোর্ট থেকে গোপন বিষয়গুলো ধাপে ধাপে সাজতে পারলো। সালান্ডারের সাথে সম্পর্কিত সব ডকুমেন্টই সে চাইলে পেতে পারে।

কয়েক মাসের বেশি সময় লাগবে না ওর পুরো জীবনটাকে একসাথে করে, বিস্তারিতভাবে সাজাতে, ওর প্রাথমিক স্কুল থেকে শুরু করে সমাজকর্মীর জীবন, পুলিশের রিপোর্ট আর জেলা কোর্টের রিপোর্ট। সাইকিয়াট্রিক ডঃ জেসপার এইচ. লডারম্যানের সাথে কথা বলেছে সে সালান্ডারের ব্যাপারে, আঠারো বছর বয়সে ওকে চিকিৎসাকেন্দ্রে ভর্তি হতে বলেছিলো সে। লডারম্যান তাকে সবকিছু খুলে বলেছে, সবাই তাকে সাহায্য করেছে। এমন কি এজেন্সির এক মহিলাতো সালান্ডারের জীবনের খুঁটিনাটি সব জানার ব্যাপারে তার এত আগ্রহ দেখে প্রশংসাই করে ফেলে।

গার্জেনশিপ এজেন্সির আর্কাইভে ধূলো পড়া এক বাক্সে দু'টি নোটবুকে সে তথ্যের সোনার খনি পেয়ে যায়। নোটবুকটা বুরম্যানের পূর্বসুরি আইনজীবি হোলার পামগৃনের সংকলিত, সালান্ডারকে যে অন্য সবার চেয়ে বেশি চিনতে পেরেছিলো। পামগৃন প্রতি বছর একটা করে রিপোর্ট জমা দিতো, কিন্তু সালান্ডার সম্ভবত জানে না যে পামগৃন তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নোট রেখে গেছে। পামগৃনের নোট শেষ হয়েছে গার্জেনশিপ এজেন্সিতে, তাতে মনে হয় দুই বছর আগে স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার পর কেউ আর তার নোটগুলো পড়ে নি।

এগুলো মূল কপি, অন্য কোথাও আর কোন কপি নেই, বেশ।

পামগৃনের চিত্রে সালান্ডার একবারেই ভিন্ন যা গার্জেনশিপ রিপোর্ট থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে। সালান্ডারের অস্থির টিনএজ থেকে তরুনী অবস্থায় রূপান্তর–পড়ে দেখলো সে–মিল্টন সিকিউরিটিতে চাকুরি করে সে পামগৃনের মাধ্যমে। বুরম্যান জানতে পারে যে সালান্ডার সেখানে অফিস জুনিয়র হিসেবে ফটোকপি করতো আর চা বানাতো। অন্যদিকে মিলটন সিকিউরিটির সিইও ড্রাগান আরমানস্কির হয়ে সে সত্যিকারের তদন্ত করতো, এটা তার আসল চাকুরি। পামগৃন এবং আরমানস্কি একে অপরকে চেনে এবং সালান্ডারের ব্যাপারে সময়মত তথ্য আদান-প্রদান করতো।

সালান্ডারের জীবনে দু'জন বন্ধু আছে। পামগৃণ বেঁচে নেই, আরমানস্কি বেঁচে আছে এবং তার সম্ভাব্য হুমকী। আরমানস্কির ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো সে।

নোটবুক থেকে বুরম্যান বুঝতে পারলো কিভাবে সালান্ডার তার সম্পর্কে এতো কিছু জেনেছে। ফ্রান্সের ডাক্তারের কাছে যাওয়ার বিষয়টা কিভাবে সালান্ডার জানতে পারলো সারা জীবনেও তা সে জানতে পারবে না, তবে ওকে ঘিরে থাকা অনেক রহস্যই দূর হয়ে গেলো। অন্যদের জীবনের অভ্যন্তরে ঢুকে খোঁড়াখুঁড়ি করে কাটায় সে। তার অ্যাপার্টমেন্টে যেহেতু সালান্ডার প্রবেশ করে যখন তখন, তাই পূর্ব সতর্কতা হিসেবে বুরম্যান কোন সালান্ডারের তথ্যসমৃদ্ধ কাগজপত্র না রাখার সিদ্ধান্ত নিলো। একটা বাক্সে ওগুলো ভরে সে স্টলারহোমেনের কাছে তার গ্রীষ্মকালীন কেবিনে নিয়ে গেলো যেখানে সে অনেকদিন ভাবনামগ্ন সময় একাকী কাটিয়েছে।

যতই সে সালান্ডার সম্পর্কে জানছে, এটা নিশ্চিত হচ্ছে মেয়েটা শারীরিকভাবে সুস্থ না। কিভাকে তাকে ও বিছানার সাথে বেঁধেছিলো তা ভাবতেই কাঁপুনি এলো, পুরোপুরি ওর নিয়ন্ত্রণে ছিলো সে, আর সন্দেহ নেই ওকে রাগালে মেরেই ফেলতো ঐ সময়।

একটা রিপোর্টে আছে সে কোনো সামাজিক বিধি-নিসেধ মানে না। আচ্ছা, একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারে বুরম্যান, সে একটা অসুস্থ, জিঘাংসু, বিকারগ্রস্ত উন্মাদ, একটা বন্ধনহীন বেশ্যা। পামগৃনের ডায়েরীটা তার হাতে আসল চাবী তুলে

দিয়েছে। সালান্ডারের সাথে কোন বিশেষ মুহূর্তে পামগ্রেনের কিছু কথাবার্তা লিপিবদ্ধ করা আছে। পাগলা বুড়ো। এরকম দুই জায়গায় বলা আছে "যখন বাজে ঘটনাটা ঘটেছিলে পামগ্রেন সালান্ডারের মুখ থেকে এটা উদৃত করলেও কোন পরিপ্রেক্ষিতে তা বলা হয়েছে সেটা পরিষ্কার নয়।

বুরম্যান কথাটা লিখে নিলো–আশ্রয়স্থলে থাকার সময়? কোন বিশেষ আক্রমন? কাগজে বিস্তারিত থাকা দরকার ছিলো।

আঠারো বছর বয়সে সালান্ডার সম্পর্কে সাইকিয়াট্রিকের লেখাটা পঞ্চম বা ষষ্ঠবারের মত পড়লো। তার জানার মধ্যে কোথাও ফাঁক আছে ।

প্রাইমারী স্কুলের জার্নাল থেকে কিছু তথ্য নিলো, সালান্ডারের মা ওকে লালন-পালন করতে সক্ষম নয় এই মর্মে একটা এফিডেবিট এবং কিশোরী বয়সে বিভিন্ন হোমে থাকার সময়কার রিপোর্ট থেকে।

বারো বছর বয়সে কিছু একটা ওর মধ্যে পাগলামীর সূচনা করে।

বায়োগ্রাফিতে আরো কিছু ফাঁক আছে।

ভিষণ অবাক হয়ে সে আবিষ্কার করলো যে সালান্ডারের একটা যমজ বোন আছে যার কোন উল্লেখ এর আগে কোথাও সে খুঁজে পায় নি। হায় ঈশ্বর, তারা দু'জন আছে। তবে তার বোনের ব্যাপারে আর কোনো উল্লেখ নেই।

বাবা অজ্ঞাত, ওর মা কেন ওকে লালন-পালন করতে পারে নি তারও কোনো বিস্তারিত লেখা নেই। তবে বুরম্যান ধারণা করে নিলো ওর অসুস্থতার কারণেই সব কিছু একটা ঘটেছে, এমন কি বাচ্চাদের সাইক্রিয়াটিক ইউনিটে কাটানো পর্যন্ত। তবে একটা ব্যাপার সে নিশ্চিত যে বারো–তেরো বছর বয়সে সালান্ডারের জীবনে বাজে কিছু ঘটনা ঘটেছিলো। এক ধরনের মানসিক আঘাত। কিন্তু পামগ্রেনের নোটে এ ব্যাপারে কোনো উল্লেখ নেই।

সাইকিয়াট্রিকের রিপোর্টে অবশেষে একটা রেফারেন্স পাওয়া গেলো–১৯৯১ সালের ১২ মার্চ এর একটা পুলিশ রিপোর্ট।

এজেন্সির আর্কাইভের কপিতে মার্জিনের উপরে হাতে লেখা । এ'সংক্রান্ত রিপোর্টটার জন্য এজেন্সিকে অনুরোধ করলে বলা হয় যে এটা 'রয়্যাল হাইনেসের আদেশে টপ সিক্রেট,' তবে সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগে আবেদন করলে এটা দেয়া যেতে পারে।

বুরম্যান হতবিহ্বল হলো। বারো বছরের একটা মেয়ের পুলিশি ফাইল কোনো আশ্চর্যের বিষয় না–গোপনীয়তা রক্ষা করা যেতেই পারে, কিন্তু সে সালান্ডারের গার্জেন হিসেবে ওর যেকোন তথ্য জানার অধিকার রাখে। বুঝতে পারছে না এরকম একটা রিপোর্ট পড়ার জন্য কেন সরকারের কাছে আবেদন করতে হবে।

আবেদন করলো সে । দুই মাস পর জানতে পারলো তার আবেদন বাতিল হয়েছে। চৌদ্দ বছর আগের একটা বাচ্চা মেয়ের রিপোর্টে গোপনীয় কি থাকতে

পারে? সুইডেনের সরকারের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য কি হুমকী আছে ঐ রিপোর্টে?

পামগৃনের ডায়েরিটা আবার পড়ে ঐ কথাটার মানে বের করার চেষ্টা করলো সে 'বাজে সব ঘটনা' কোন ক্লু পেলো না। পামগৃন আর তার অধীনস্থের মধ্যে এই বিষয়ে কথোপকথন হয়েছে, তবে তা লেখা হয় নি কোথাও। হয়তো স্ট্রোকের আগে পামগৃন সারসংক্ষেপ লিখে যাওয়ার সুযোগ পায় নি।

সালান্ডারের তেরো বছর বয়স থেকে পামগৃন ওর ট্রাস্টি ছিলো, তবে আঠরো বছর বয়সে তার গার্জেন হয় সে। তাই বাজে ঘটনাটা ঘটার পরে সাইকিয়াট্রিক ইউনিট থেকে আসার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ওর সংস্পর্শে আসে পামগৃন। যা ঘটেছে তার সবকিছু জানার সম্ভাবনা আছে তার।

গার্জেনশিপ এজেন্সির আর্কাইভে আবার এলো বুরম্যান, এবারে এজেন্সি কর্তৃক পামগৃনের অ্যাসাইনমেন্টর বিস্তারিত বিবরণ খোঁজার জন্য। আপাতদৃষ্টিতে দুই পাতার তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণ তাকে হতাশ করলো । সালান্ডারের মা তার কন্যার দেখাশুনা করতে ব্যর্থ, দুই সন্তানকে আলাদা করতে হবে; ক্যামিলা সালান্ডারকে একটা সমাজ কল্যাণ এজন্সির মাধ্যমে কোন আশ্রমে রাখা হলো আর লিসবেথ সালান্ডারকে সেন্ট স্টিফেন্স চিলড্রেন সাইকিয়াট্রিক ক্লিনিকে। কোন বিকল্পের ব্যাপারে আলোচনা হয় নি।

কেন? শুধু একটা অস্পষ্ট কথা "৩/১২/৯১ এ সংঘটিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ কল্যাণ এজেন্সি সিদ্ধান্ত নিয়েছে..." তারপর আবার সেই পুলিশের রিপোর্ট। তবে এখানে যে রিপোর্টটা তৈরি করেছে সেখানে সেই পুলিশের নামটা উল্লেখ আছে।

বুরম্যান নামটা লিখতে গিয়ে চমকে গেলো। তাকে সে চেনে, খুব ভালো করেই চেনে, আর তার আবিষ্কার একবারেই নতুন আলো দেখতে পেলো। আরো দুই মাস লাগলো তার রিপোর্টটা পেতে, এবার একদম ভিন্ন উপায়ে। A4 এ চল্লিশ পৃষ্ঠার রিপোর্টে ছয় বছরের ছয়টা ঘটনার উল্লেখসহ। আর সবশেষে ছবি এবং নাম। ও ঈশ্বর, এটা অসম্ভব।

এখন সে বুঝলো কেন রিপোর্টটা গোপনীয় হিসেবে রাখা হয়েছে।

তার মতই আরেকজন ব্যক্তি আছে তারই মত প্রবল ঘৃণা পোষণ করে যে।

তার একজন মিত্র আছে, কল্পনার বাইরে একজন ব্যক্তি।

ক্যাফে হেডোনের টেবিলে বুরম্যান তার ঘোর থেকে জেগে উঠলো। সে মাথা তুলে একজন ব্লন্ডকে দেখতে পেলো...দানব বলাই সমীচিন হবে। কয়েক সেকেন্ড লাগলো নিজেকে ধাতস্ত করতে।

ছয় ফিট ছয় উচ্চতার বিশালদেহী লোকটা ওর দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে তাকিয়ে আছে । কোনো সন্দেহ নেই লোকটা বডিবিল্ডার । বুরম্যান কোন মেদ দেখলো না তার শরীরে। লোকটা দেখতে ভীষণ ভয়ঙ্কর। মাথার তালুতে বামদিকের চুল কেটে

ফেলেছে। ডিম্বাকৃতির মুখটা বিসদৃশভাবে কোমল, শিশুদের মত। তার বরফ-নীল চোখ দুটোতে নম্রতা নেই। মাঝারি আকারের একটা লেদার জ্যাকেট, নীল শার্ট আর কালো প্যান্ট পরা। সবশেষে বুরম্যান তার হাত দুটো দেখলো। সমস্ত শরীরটা যদি বিশাল হয়, হাত দুটো প্রকান্ড।

"এ্যাডভোকেট বুরম্যান?"

ইউরোপিয়ান উচ্চারণে কথা বললেও লোকটার উচ্চগ্রাম কণ্ঠস্বর শুনে বুরম্যান হাসলো। কষ্ট হলেও সে স্বাভাবিকভাবে মাথা নাড়লো,

"আপনার চিঠি আমরা পেয়েছি।"

"কে আপনি? আমি তো দেখা করতে চেয়েছি..."

প্রকান্ড হাতের লোকটা এরইমধ্যে বুরম্যানের বিপরীতে বসে তাকে থামিয়ে দিলো,

"আপনি আমার সাথেও কথা বলতে পারেন। আমাকে বলুন কি চান।" বুরম্যান ইতস্তত করলো। একজন আগন্তকের কৃপায় থাকতে তার ভালো লাগলো না। কিন্তু এটা তার প্রয়োজন। আবারও সে মনে করলো যে সে একাই সালান্ডারের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে না। মিত্রের সাথে সমঝোতার প্রশ্ন। নিচু কণ্ঠে সে তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলো।

অধ্যায় ৩

শুক্রবার, ডিসেম্বর ১৭–শনিবার, ডিসেম্বর ১৮

সকাল সাতটায় ঘুম থেকে উঠে গোসল সারলো সালাভার, নিচে গিয়ে ফ্রন্ট ডেস্কের ফ্রেডি ম্যাকবেইনের সাথে দেখা করে সারা দিনের জন্য একটা ডুন বাগি (বিচে ভ্রমন করার যান) ভাড়া নিলো। দশ মিনিট পরে টাকাটা জমা দিয়ে গাড়ির সিট আর রিয়ারভিউটা ঠিকঠাক করে ট্যাংকে ফুয়েল আছে কিনা দেখতে পরীক্ষামূলকভাবে চালিয়ে দেখলো সে। ক্যাফেতে গিয়ে নাশতার জন্য ক্যাফেলাত্তে আর চিজ স্যান্ডউইচ নিলো, সঙ্গে এক বোতল পানি। একটা পেপার ন্যাপকিনে সে কতগুলো অংক লিখে নিয়ে পিয়েরে দ্য ফারমেতে (x3+y3 = z3) মনোনিবেশ করলো।

আটটার ঠিক পর পরই ড: ফর্বস এলো বারে। সুন্দরভাবে শেভ করে একটা কালো স্যুট আর সাদা শার্ট ও নীল রং এর টাই পরে আছে। সে ডিম, টোস্ট, অরেঞ্জ জুস আর ব্লাক কফি নিলো। ৮:৩০ এ উঠে একটা অপেক্ষমান ট্যাক্সিতে উঠলো সে।

নিরাপদ দূরত্বে থেকে সালাভার তাকে অনুসরণ করতে লাগলো। কেয়ারনেজের কাছাকাছি সমুদ্রসীমার নিচে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে পানির কিনার ধরে হাঁটতে লাগলো ফর্বস। লোকটাকে পাশ কেটে গাড়িটা হার্বারের কাছে ফাঁকা জায়গায় পার্ক করলো সালাভার, ওকে অতিক্রম করে চলে যাওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে তারপর আবার তাকে অনুসরণ করতে লাগলো।

দুপুর একটার মধ্যে সালাভার ঘামে ভিঁজে চপচপ, ওর পা দুটো টন টন করতে শুরু করেছে। গত চার ঘণ্টায় সেন্ট জর্জেস এর রাস্তার এমাথা থেকে ওমাথা শুধু হেঁটেছে, ক্লান্ত হলেও থামে নি সে। পানির বোতলে শেষ চুমুক দিতে দিতে ও অবাক হলো ফর্বসের শক্তি দেখে, এই প্রেজেক্ট থেকে ইস্তফা দেবে ভাবতে গিয়েই আবার মত বদলালো। লোকটা টার্টলবেকের রেস্তোরায় প্রবেশের দশ মিনিট পরে ঢুকে বাইরের বারান্দায় বসলো সালাভার। আগের দিনও তারা দু'জন একই জায়গায় বসেছিলো এবং ঐদিনের মতোই কোকাকোলা পান করতে লাগলো।

গ্রানাডাতে ফর্বসের মত সুট-টাই পরা মানুষ খুব কমই আছে। এই গরমেও তাকে বিচলিত মনে হলো না।

৩:০০ টায় বিল পরিশোধ করে সে রেস্টুরেন্ট ছাড়লে সালভারের চিন্তায় ছেদ পড়লো। কেয়ারনেজের ভেতর দিয়ে আস্তে আস্তে হেটে একটা মিনিবাসে চড়ে গ্রান্ড

অাঁসের পথ ধরলো সে।

লোকটা বাস দিয়ে কিজ হোটেলে নামার পাঁচ মিনিট আগেই সালাভার পৌঁছে হোটেলে গিয়ে ওর রুমে ঢুকলো, তারপর ঠাণ্ডা পানিতে গোসল সেরে গভীর ভাবনায় ডুবে গেলো।

তার পা এখনো ব্যথা করছে–তবে একটা বিষয় পরিস্কার হয়ে গেলো ওর কাছে। ডঃ ফর্বস প্রতিদিন সেজেগুঁজে বৃফকেস নিয়ে বের হয়ে যায়, সারাদিন সময় পার করা ছাড়া আর কিছুই করে না । গ্রানাডাতে সে আর যাই করুক, কোনো নতুন স্কুল তৈরি করছে না, এবং সবাইকে এটা বোঝাতে চাইছে যে সে এই দ্বীপে ব্যবসার জন্য আছে। এই সব নাটকের কারণ কি?

সে কিছু একটা লুকাতে চাইছে একমাত্র যে মানুষটির কাছ থেকে সে হলো তার স্ত্রী, যার ধারণা সে সারা দিন খুবই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু কেন? এই দ্বীপে আসার অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে তার? কোন কিছুর জন্য বা কোন ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করছে সে?

চারটা মেইল এসেছে সালাভারের কাছে। প্রথমটা প্লেগের কাছ থেকে, তাকে পাঠানোর এক ঘণ্টার মধ্যেই ওটা এসেছে। মেসেজটাতে লেখা আছে, "তুমি কি এখনো বেঁচে আছো?" প্লেগ কখনো অমূলকভাবে কোন আবেগীয় কথা লেখে না, সালাভারের ক্ষেত্রেও না।

রাত দু'টোর দিকে আরো দুটো ই-মেইল এসেছে। একটা প্লেগের কাছ থেকে, সে বিলবো নামের টেক্সাসের এক ইন্টারনেট শিক্ষার্থীর ঠিকানা আর পিজিপি কী দিয়ে জানিয়েছে সালাভারের অনুসন্ধানের কাজটি করে দিবে সে। কয়েক মিনিট পর বিলবোর ই-মেইল এসেছে। মেসেজে বলা হয়েছে শুধুমাত্র বিলবো তাকে ডঃ ফর্বস আর তার স্ত্রীর ব্যাপারে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তথ্য দেবে।

চতুর্থ মেইলটা এসছে ঐদিন সন্ধ্যায়। এটাতে একটা ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার আর এফটিপি ঠিকানা আছে।

সালাভার URL খুলে একটা ৩৯০ কেবির জিপ-ফাইল পেলে ওটা সেভ করে নিলো। সেই সাথে চারটা লো রেজুলেশনের ছবি আর পাঁচটা ওয়ার্ড ফাইলও পেলো সে।

দুইটা ডঃ ফর্বসের একক ছবি, একটা নেয়া হয়েছে নাটকের প্রিমিয়ারে তার স্ত্রীসহ। চার নম্বরটিতে ফর্বস একটা চার্চের বেদীতে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথম ডকুমেন্টটি বিলবোর একটা এগারো পাতার রিপোর্ট। দ্বিতীয়টি ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা চুরাশি পাতার লেখা। পরের দুইটিতে অস্টিন আমেরিকান–স্টেটসম্যানে থেকে নেয়া স্ক্যান করা পত্রিকার ক্লিপিংস। শেষ ডকুমেন্টটা ডঃ ফর্বসের অস্টিন সাউথের প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের কংগ্রেশনের উপর সংক্ষিপ্ত ধারণা।

এক বছর আগে সালান্ডার বুক অব লেভিটিকাস থেকে যা জেনেছে তার বাইরেও কিছু তথ্য আছে। শাস্তির উপরে ধর্মীয় ইতিহাস বিষয়ে একটু বেশি ধারণা আছে তার। ইহুদি, প্রেসবিটেরিয়ান আর ক্যাথলিকদের চার্চ সম্পর্কে সামান্য ধারণা থাকলেও এর বাইরে সে জানে যে ইহুদিদের উপাসনালয়কে সিনাগগ বলে। কয়েক মুহূর্তের জন্য চিন্তিত হলো এই ভেবে যে হয়তো ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে নিমগ্ন হয়ে যাবে সে। তবে তাড়াতাড়ি নিজেকে ডঃ ফর্বস কোন ধারণায় বিশ্বাসী এই বালের চিন্তা থেকে বের করে আনলো।

ডঃ রিচার্ড ফর্বস, মানে রেভারেন্ড রিচার্ড ফর্বস এর বয়স বেয়াল্লিশ। অস্টিন সাউথের চার্চের হোম পেজ থেকে জানা গেলো যে তাদের মোট চারজন কর্মচারী। রেভারেন্ড ডানকান ক্লেগ আছেন সর্বোচ্চ পদে। একজন শক্ত সামর্থ্য লোকের ছবি, ঘণ বাদামি চুল আর লম্বা বাদামি দাড়ি।

লিস্টে ফর্বসের নাম তিন নম্বরে, শিক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্বে আছে। তার নামের পাশে লেখা আছে 'হলিওয়াটার ফাউন্ডেশন।'

সালান্ডার চার্চের মিশন স্টেটমেন্ট এর সূচনা পড়ে দেখলো। লেখাটার নিচেই আছে চার্চের ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার এবং ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসাকে কাজে রূপান্তরের জন্য একটি আহ্বান।

বিলবোর দেয়া সংক্ষিপ্ত জীবনি থেকে সালান্ডার জানতে পারলো যে ফর্বস এর জন্ম নেভাদার পাইন ব্লাফে, একত্রিশ বছর বয়সে অস্টিন সাউথের চার্চে যোগ দেয়ার আগে সে কাজ করেছে কৃষক, ব্যবসায়ী, স্কুল প্রশাসক, নিউ মেক্সিকোর একটা সংবাদপত্রের স্থানীয় প্রতিনিধি, আর একটা খৃষ্টান রক ব্যান্ডের ম্যানেজার হিসেবে। সে একজন ডিগ্রীধারী পাবলিক একাউন্টেন্ট এবং আর্কেওলজি নিয়েও পড়েছে। তার ডক্টরেট এর উৎস সম্পর্কে বিলবো কোনো তথ্য দিতে পারে নি।

অস্টিন সাউথের অন্যতম সদস্য র‍্যাঞ্চার উইলিয়াম এফ নাইটের একমাত্র কন্যা জেরালডিন নাইটের সাথে পরিচয় হয় সেখানে। ১৯৯৭ সালে তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, স্বভাবতই চার্চে ফর্বসের মর্যাদা বাড়ে। দরিদ্রদের পড়াশুনার জন্য ঈশ্বরের তহবিলে বিনিয়োগের জন্য প্রতিষ্ঠিত শান্তা মারিয়া ফাউন্ডেশনের প্রধান হয় সে।

ফর্বসকে দু'বার গ্রেফতার করা হয়। ১৯৮৭ সালে পঁচিশ বছর বয়সে গাড়ি দুর্ঘটনায় একজনকে আহত করার জন্য। কোর্ট তাকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করে। পত্রিকার ক্লিপিং থেকেও সালান্ডার ধারণা পায় সে নির্দোষ ছিলো। ১৯৯৫ সালে খৃস্টান রক ব্যান্ডের তহবিল তছরুপের জন্য অভিযুক্ত হলেও বেকসুর খালাস পেয়ে যায়।

অস্টিনে এসে বিখ্যাত ব্যক্তিতে পরিণত হয় এবং শহরের শিক্ষাবোর্ডে সদস্য হয়। ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্য হয়ে সে বিভিন্ন চ্যারিটি কাজে অংশ নেয়, অসহায়

পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য টাকা সংগ্রহ করে। অস্টিন সাউথের চার্চ শুধুমাত্র স্প্যানিশ-ভাষী পরিবারদের জন্য কাজ করতো।

শান্তা মারিয়া ফাউন্ডেশনে কাজ করার সময় তার বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ ওঠে।

২০০১ সালে শান্তা মারিয়া ফাউন্ডেশনে কাজ করার সময় ফর্বস্ এর বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠে। পত্রিকার আর্টিকেল অনুযায়ী ফর্বস্‌কে সন্দেহ করা হয় সম্পদের একটা বড় অংশ বিনিয়োগ ফান্ডে স্থানান্তর করে বৈধতা নিয়েছে সে। চার্চ এই অভিযোগ অস্বীকার করে, রেভারেন্ড ক্লেগ দৃঢ়ভাবে ফর্বসের পক্ষ নেয়। কোন অভিযোগ তোলা হয় নি এবং অডিটেও এই মর্মে কোন গোলযোগ দেখানো হয় নি।

সালাভার বিলবোর দেয়া ফর্বসের নিজস্ব অর্থের সারসংক্ষেপ পড়লো। তার বার্ষিক আয়ের পরিমান ৬০,০০০ ডলার, এটা বেশ ভালো বেতন বলা যায়, তবে তার নিজস্ব কোন সম্পদ নেই। জেরালডিন ফর্বস্ এর জন্যই তারা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ছিলো। ২০০২ সালে জেরালডিনের বাবা মারা গেলে তার কন্যা এককভাবে প্রায় ৪০ মিলিয়ন ডলার সম্পত্তি পায়। এই দম্পত্তির কোন ছেলেমেয়ে নেই।

ফর্বস্ তার স্ত্রীর উপর নির্ভরশীল ছিলো। তোমার স্ত্রীকে নির্যাতন করার মত পরিস্থিতিতে নেই তুমি, সালাভার ভাবলো।

বিলবোকে রিপোর্টটা দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে একটা ই-মেইল করে ৫০০ ডলার পাঠিয়ে দিলো তার একাউন্টে।

ব্যালকনিতে গিয়ে রেলিংয়ে ঝুঁকলো সে। সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে। সমুদ্রতীরের পামগাছগুলো মৃদুমন্দ বাতাসে দুলছে। মাতিলদার ছোঁয়া লাগছে গ্রানাডায়। এলা কারমইকেলের পরামর্শ অনুযায়ী সে তার কম্পিউটার, ডাইমেনশন ইন ম্যাথমেটিক্স বই, কিছু ব্যক্তিগত জিনিস আর পাল্টানোর জন্য পোশাক ব্যাগে ভরে বিছানার পাশে মেঝেতে রেখে নিচের বারে গিয়ে ডিনারের জন্য মাছ আর এক বোতল ক্যারিব নিলো।

তার একমাত্র আগ্রহের বিষয় হলো ডঃ ফর্বস্, সে তার পোশাক পাল্টে একটা হালকা রং এর টেনিস শার্ট, শর্টস আর টেনিস সু পরে বারে এসে এলার কাছে মাতিলদার অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলো। তাকে দেখে তেমন চিন্তিত মনে হলো না। গলায় একটা ক্রসযুক্ত স্বর্ণের চেইন পরা লোকটাকে বেশ শক্ত-সমর্থ্য তবে আকর্ষণীয় লাগছে।

সেন্ট জর্জেস এ নিস্ফল ঘোরাঘুরিতে সালাভার বিদ্ধস্ত হয়ে গেছে। ডিনারের পর সে অল্প হাঁটলো, কিন্তু বাতাস বেশ জোরে জোরে বইছিলো, তাপমাত্রাও দ্রুত নেমে গেছে। ঘরে গিয়ে সে ৯:০০টার মধ্যে শুয়ে পড়লো। বাতাস জানালায় আঘাত করছিলো। একটু পড়তে চাইলেও সে তৎক্ষণাৎ খুব দ্রুত ঘুমিয়ে পড়লো।

বিকট আওয়াজে তার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলো ১১:১৫ বাজে। সে লাফিয়ে উঠলো বিছানা থেকে এবং ব্যালকনির দিকের দরজাটা খুললো। বাতাসের ঝাপটায় পিছিয়ে এলো। বিপদ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে সে ব্যালকনির দিকে সাবধানে এগিয়ে চারপাশে তাকালো।

পুলের উপরে ঝুলন্ত ল্যাম্পগুলো সামনে পেছনে দুলে বাগানে একটা ছায়ানাট্য তৈরি করেছে। সে লক্ষ্য করলো কিছু হোটেল গেস্ট দেয়ালের খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে বিচের দিকে তাকিয়ে আছে। একদল বারের কাছে। উত্তরে সে সেন্ট জর্জেসের আলো দেখলো। আকাশ মেঘে ঢেকে আছে, তবে এখনো বৃষ্টি নামে নি। অন্ধকারে সমুদ্র না দেখতে পেলেও স্বাভাবিকের চেয়ে গর্জন বেশি শোনা যাচ্ছে। তাপমাত্রাও আরো নেমে গেছে। ক্যারিবিয়ানে আসার পর এই প্রথম সে শীতে কাঁপছে।

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকতেই ওর দরজায় জোরে কড়া নাড়লো কেউ। একটা কাপড় জড়িয়ে নিয়ে সে দরজা খুললো। ফ্রেডি ম্যাকবেইন সরাসরি তাকিয়ে বললো, "আপনাকে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা করবেন, তবে মনে হয় ঝড় আসবে।"

"মাতিলদা?"

"হ্যা, মাতিলদা, সন্ধ্যার আগে ওটা টোবাগোতে আঘাত হেনেছে আর আমরা ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির সংবাদ পেয়েছি," ম্যাকবেইন বললো।

সালাভার তার ভূগোল আর আবহাওয়া বিজ্ঞান কাজে লাগিয়ে বুঝলো ত্রিনিদাদ আর টোবাগো গ্রানাডার ১২৫ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। ক্রান্তিয় ঝড় সাধারণত ৬০ মাইল পর্যন্ত ছড়াতে পারে, এর চোখটা ঘণ্টায় ২০ থেকে ২৫ মাইল বেগে এগোয়। তার মানে মাতিলদা যেকোন সময় গ্রানাডার দরজায় আঘাত করবে এখন। এটা নির্ভর করে কোন দিকে এগুচ্ছে তা।

ম্যাকবেইন বললো, " এখনি ভয়ের কিছু নেই, তবে আমরা সুযোগ দিতে চাই না। আমি চাই আপনি আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র ব্যাগে ভরে লবিতে চলে আসুন। হোটেল থেকে কফি আর স্যান্ডউইচ দেয়া হবে।"

সালাভার ওর মুখটা ধুয়ে ঘুমের ভাব কাটালো, তারপর জিন্স, জুতা আর ফ্লানেলের শার্ট পড়ে ব্যাগটা কাঁধে নিলো। ঘর ছাড়ার আগে সে বাথরুমের দরজাটা খুলে লাইট জ্বালিয়ে দিলো। সবুজ টিকটিকিটা নেই, ওটা নিশ্চয়ই কোন গর্তে ঢুকেছে। স্মার্ট গার্ল।

বারে গিয়ে তার সবসময়ের জায়গাটাতে বসলো, এলা কারমইকেল কর্মীদের নির্দেশ দিচ্ছে আর ফ্লাস্কে পাণীয় ভরছে। কিছুক্ষণ পরে লিসবেথের কাছে এসে বললো,

"তোমাকে দেখ মনে হচ্ছে এই মাত্র ঘুম থেকে উঠেছ।"

"একটু ঘুমিয়েছিলাম। এখন কি হবে?"

"অপেক্ষা করছি। সমুদ্রের ওপারে প্রচন্ড ঝড় হয়েছে, ত্রিনিদাদ থেকে হারিকেনের সতর্কতা দিয়েছে। যদি খারাপ কিছু হয় আর মাতিলদা এখান দিয়ে যায় তবে আমরা মাটির নিচের আশ্রয়স্থলে যাবো। তুমি কি আমাদের সাহায্য করবে?"

"আমি কি করতে পারি?"

"লবিতে আমাদের একশ ষাটটা কম্বল আছে যা নিচে নিয়ে যেতে হবে আর অনেক জিনিস বেঁধে নিতে হবে।"

কম্বলগুলো নিচে নামাতে আর পুল থেকে ফ্লাওয়ার ভাস, টেবিল, চেয়ার এবং অন্যান্য খোলা জিনিস আনতে সাহায্য করলো সালাভার। এলা যখন সন্তুষ্ট হয়ে ওকে থামতে বললো, সালাভার বিচ অভিমুখে দেয়ালের খোলা জায়গাটা দিয়ে অন্ধকারে বাইরে পা বাড়ালো। সমুদ্র গর্জন করছিলো ভয়ঙ্করভাবে আর বাতাস এতোজোরে ঝাপটা দিলো যে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য তাকে রীতিমত বেগ পেতে হচ্ছিলো। দেয়ালের পাশে পামগাছগুলো আছড়ে পড়ছিলো।

সে ভিতরে ফিরে গেলো, একটা ক্যাফেলাত্তি নিয়ে বারে বসলো। বারোটা বেজ গেছে, অতিথি আর কর্মচারীদের মধ্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা। একটু পর পর বাইরের দীগন্তে তাকাচ্ছে আর নিচু গলায় কথা বলছে, অপেক্ষায় আছে সবাই।

কীজ হোটেলে ৩২ জন অতিথি আর দশ জন কর্মচারী আছে। ফ্রন্ট ডেস্কে জেরালডিনকে দেখলো সালাভার। উদ্বিগ্ন অবস্থায় ড্রিংক করছে সে। তার স্বামীকে আশেপাশে দেখা যাচ্ছে না। কফিতে চুমুক দিয়ে সালাভার আরেকবার ফারমেটের থিওরি পড়তে শুরু করলো, তখনই ম্যাকবেইন অফিসের বাইরে এসে লবির মাঝখানে দাঁড়ালো।

"আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। আমি জানতে পেরেছি যে হারিকেন এর সমান একটা ঝড় এইমাত্র পেতি মার্টিনেকে আঘাত হেনেছে। এক্ষুণি সবাইকে নিচের আশ্রয়কেন্দ্র সেলারে যেতে হবে।"

অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো ম্যাকবেইনকে এবং তার অতিথিদের ফ্রন্ট ডেস্কের পেছনে দিয়ে সেলারে যাওয়ার সিঁড়ি দেখিয়ে দিলো। মূল দ্বীপ থেকে মাত্র কয়েক সমুদ্র মাইল উত্তরে গ্রানাডার একটা ছোট দ্বীপ পেতিত মার্টিনেক। এলা কারমাইকেলের দিকে তাকালো সালাভার এবং বারটেন্ডার যখন ম্যাকবেইনের কাছে গেলো সে কান খাঁড়া করলো।

"এটা কতটা ভয়ঙ্কর?"

"জানার উপায় নেই। টেলিফোন লাইন বিকল হয়ে গেছে," ম্যাকবেইন নিচু গলায় বললো।

সালাভার নিচের সেলারে গিয়ে কর্ণারের একটা কম্বলের উপরে ব্যাগটা রাখলো। একটু ভেবে সে আবার উপরে লবিতে ফিরে এলো। এলাকে পেয়ে সে

জিজ্ঞেস করলো আর কোন সাহায্য লাগবে কি না। উদ্বিগ্নভাবে এলা তার মাথা নাড়লো।

"মাতিলদা একটা জানোয়ার। আমরা শুধু দেখবো কি ঘটে।"

সালাভার দেখলো পাঁচজন বয়স্ক ব্যক্তি আর দশটা বাচ্চা হুড়মুড় করে হোটেলে ঢুকলো। ম্যাকবেইন তাদেরও দায়িত্ব নিয়ে সেলারের সিঁড়িটা দেখিয়ে দিলো।

সালাভার হঠাৎ করেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলো।

"আমি মনে করি এক্ষুণি সবার সেলারে নেমে যাওয়া উচিৎ। আরো অনেকেই হয়তো এখানে আশ্রয়ের জন্য আসবে।"

এলা দেখলো ঐ পরিবারটি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে।

"দুর্ভাগ্য গ্রান্ড আঁসেতে অল্প কয়েকটি সেলারের মধ্যে আমাদেরটা অন্যতম। আরো লোকজন একানে আশ্রয়ের জন্য আসতেই পারে।"

সালাভার তার দিকে তীক্ষ্ম চোখে তাকালো।

"বাকিরা কি করবে তাহলে?"

"যাদের কোন সেলার নেই?" তিক্ত হাসি হেসে বললো সে, "বাড়িতেই জড়সড় হবে অথবা কোন ছাউনিতে আশ্রয় নেবে। ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখবে তারা।"

সালাভার ঘুরে লবির ভেতর দিয়ে দৌড়ে বাইরে বের হয়ে গেলো। জর্জ ব্লান্ড।

সে শুনলো এলা ওকে ডাকছে, তবে ব্যাখ্যা করার জন্য থামলো না।

যে বাসায় থাকে ছেলেটা, বাতাসের এক ধাক্কায় ওটা ভেঙ্গে পড়বে।

সেন্ট জর্জের রাস্তায় এলে ওর শরীরটা যেন ছিড়ে যাবে বাতাসে, দৌড়াতে শুরু করলো সে। প্রবল বাতাসে দৌড়ে দশ মিনিটে চারশত গজ পাড়ি দিলো। সেখানে কোন মানুষের সাড়াশব্দ পেলো না।

বরফ-শীতল ঝর্ণার মত বৃষ্টি নামলো। যখনই ফিরে আসার জন্য ঘুরবে ঠিক তখনই ছেলেটার জানালায় কেরোসিনের বাতি জ্বলতে দেখলো। সেকেন্ডের মধ্যে ভিঁজে গেলো সে, দুই গজ সামনে পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলো। দরজায় জোরে ধাক্কা দিলে জর্জ ব্লান্ড দরজা খুলে চোখ বড় বড় করে তাকালো।

"এখানে কি করছো তুমি?" চিৎকার করে বললো সে।

"চলে এসো। তোমাকে হোটেলে যেতে হবে। ওদের একটা সেলার আছে।"

ছেলেটাকে মনে হলো ব্যথা পেয়েছে। দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেলে কয়েক সেকেন্ড লাগলো ওটা আবার খুলতে। টি-শার্ট টেনে ধরে সালাভার ওকে বের করে আনলো। মুখ থেকে পানি মুছে নিয়ে ওর হাতটা ধরে দৌড়াতে লাগলো। ছেলেটাও সাথে সাথে দৌড়ালো।

বিচের রাস্তা ধরলো ওরা, মেইনরোডের চেয়ে এটা প্রায় একশ গজ কম রাস্তা।

অর্ধেক পথ যাওয়ার পরই সালান্ডারের মনে হলো এটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। বিচে ওদের কোনো সুরক্ষা নেই, বাতাস আর বৃষ্টি এমনভাবে আঘাত করছিলো যে বার বার থামতে হচ্ছিলো। বালু আর গাছের ঢাল বাতাসে উড়ছিলো। ভয়ঙ্কর গর্জন শোনা যাচ্ছিলো। অনন্তকাল পরে অবশেষে যেন সালান্ডার হোটেলের দেয়ালটা দেখতে পেয়ে গতি ফিরে পেলো। প্রবেশপথটা দেখামাত্র নিরাপদ বোধ করে বিচটার দিকে তাকালো, একটু থামলো।

বৃষ্টির ধারায় সে পঞ্চাশ গজ দূরে বিচের নিচে দু'জন মানুষের ছায়া দেখতে পেলো। ব্লান্ড ওর হাত ধরে ভেতরে টানছে, হাতটা ভেতরে গেলেও সে দেয়ালে ঠেস দিয়ে পানির কিনারে তাকানোর চেষ্টা করলো। এক-দুই সেকেন্ডর জন্য বৃষ্টিতে মানুষ দু'টিকে হারিয়ে ফেলছিলো, তবে এর পরই সমস্ত আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেলো।

সে আগেই বুঝে গেছে এরা হলো রিচার্ড আর জেরালডিন ফর্বস্। আগের রাতে ফর্বসকে যেখানটায় এদিক-ওদিক পায়চারি করতে দেখেছে, ঠিক সেই জায়গায় তারা এখন।

পরের বার বিদ্যুৎ চমকালে দেখা গেলো ফর্বস তার স্ত্রীকে টানাটানি করছে, আর মহিলা তাকে বাঁধা দিচ্ছে।

পাজলের টুকরোগুলো এবার জোড়া লেগে যাচ্ছে। আর্থিক নির্ভরতা, অস্টিনে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ। তার অস্থির পায়চারি আর টার্টলবেকে সময়ক্ষেপন।

মহিলাকে খুন করতে চাচ্ছে সে। চল্লিশ মিলিয়ন তার পকেটে। ঝড় হচ্ছে তার ক্যামোফ্লেজ।

এটাই সুযোগ।

সালান্ডার ঘুরে ব্লান্ডকে দরজা দিয়ে ঠেলে দিলো। চারদিকে তাকিয়ে নৈশ প্রহরীদের বসার একটা চেয়ার খুঁজে পেলো। যতটা সম্ভব জোরে ওটা দেয়ালে আছাড় মেরে একটা পা খুলে নিলো। বিচের দিকে দৌড়ে গেলে ব্লান্ড ভীত চোখে তার দিকে তাকালো।

আতঙ্কিত অতিথিদের কাছে সে প্রায় বিস্ময়ে পরিণত হয়েছে, তবে দাঁত দাঁত চেপে ঝড়ের মধ্যে এক পা এক পা করে সামনের দিকে ছুটলো সে। আরেকবার বিচটা আলোকিত হয়ে উঠলে সে প্রায় দম্পতির কাছে চলে এসেছে, দেখলো জেরালডিন ফর্বস্ হাঁটু পর্যন্ত পানিতে ডুবে আছে, তার উপরে ফর্বস্ দাঁড়িয়ে, হাতে ধরা একটা লোহার দণ্ড দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে সে। স্ত্রীর মাথার উপরে তার হাতটা বেঁকে গেলো। জেরালডিন আর বাঁধা দিচ্ছে না।

সালান্ডারকে ফর্বস আসতে দেখে নি।

সালান্ডার তার মাথার পেছনে চেয়ারের পা দিয়ে আঘাত করলে সে উপুর হয়ে পড়লো।

ঝুঁকে পড়ে জেরালডিনকে ধরলো সালাভার। মাথার উপর বৃষ্টি পড়ছিলো, তাই শরীরটা ঘোরালো সে। হঠাৎ ওর হাতটা রক্তে ভিঁজে গেছে। জেরালডিন ফর্বস এর মাথার তালুতে আঘাত লেগেছে। সীসার মতই ভারী সে, মরীয়া হয়ে সালাভার চারদিকে তাকালো, হোটেলের দেয়ালে কিভাবে তাকে নেবে সেটাই ভাবছিলো। তখনই ব্লান্ড হাজির হলো ওর পাশে। সে চিৎকার করে কিছু বলছিলো, কিন্তু ঝড়ের শব্দে সালাভার শুনতে পায় নি।

ফর্বসের দিকে তাকালো সে, তার ঠিক পেছনেই সে, তবে চারজনের মধ্যে সে সবার উপরে আছে। জেরালডিনের বাম হাতটা ওর কাঁধের উপর রেখে অন্য হাতটা ব্লান্ডকে ধরতে বললো। বহু কষ্টে তারা দুজন মিলে মহিলাকে বিচ থেকে উপরে নিয়ে এলো।

অর্ধেক রাস্তা যেতেই সালাভার একেবারে বিদ্ধস্ত হয়ে গেলো, শরীরের সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। ওর কাঁধে কা'বা হাত টের পেয়ে বুকটা ধক করে উঠলো। জেরালডিনকে ছেড়ে সে ফর্বসকে লাথি মারার জন্য ঘুরলো। হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে গেলো লোকটা। সালাভার তার মুখে লাথি মারলো। ব্লান্ডের ভয়ার্ত চোখটা দেখলো। আধ সেকেন্ডের মধ্যে আবার জেরালডিনকে টেনে তুলে এগুতে লাগলো সালাভার।

কয়েক সেকেন্ড পরে পেছনে ঘুরে দেখতে পেলো ওদের পেছনে দশ হাত দূরে ফর্বস্ ফুঁসছে, ঝড়ো হাওয়ায় তাকে মাতালের মতই লাগছিলো।

আরেক ঝলক বিদ্যুৎ এর আলোয় সালাভার চোখ বড় বড় করে তাকালো।

ভয়ে শিথিল হয়ে গেলো সে। দেখতে পেলো হঠাৎ আলোর একটা কালো স্তম্ভ উপরে উঠে এসে আকাশে মিলেয়ে যেতে।

মাতিলদা।

এটা অসম্ভব।

একটা হারিকেন–হ্যা।

একটা টর্নেডো–অসম্ভব।

গ্রানাডা টর্নেডো জোনে পড়ে না।

টর্নেডো হতে পারে না এমন জায়গায় একটা জঘন্য ঝড়।

পানির উপরে টর্নেডো হতে পারে না।

বৈজ্ঞানিকভাবে এটা ভুল।

এটা অভিনব কিছু।

এটা আমাকে নিতে এসেছে।

ব্লান্ডও টর্নেডো দেখতে পেয়েছে। দু'জন তাগাদা দিলো তাড়াতাড়ি করার জন্য, যদিও কারো কথা কেউ শুনছে না।

আর বিশ গজ বাকি। দশ। সালাভার হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে গেলো। পাঁচ। গেটের

কাছে এসে শেষবারের মত ঘাড়ের উপর দিয়ে তাকালো সে। ফর্বসকে একঝলক দেখলো মাত্র, অদৃশ্য কোন হাত তাকে সমুদ্রে টেনে নিয়ে গেলো আর তারপরই অদৃশ্য হয়ে গেলো সে। সালাভার এবং ব্রান্ড গেটের ভেতরে ওদের বোঝাটা নিয়ে গেলো। প্রাঙ্গনটা পার হবার সময় সালাভার জানালার শার্সি আর গরাদগুলো শন্ শন্ করে ভাঙ্গার আওয়াজ পেলো। পরবর্তি সেকেন্ডে ওর পিঠে শক্ত কিছু পড়লে ব্যথা পেলো সে। লবিতে পৌছাতেই বাতএস সব চুড়মাড় হয়ে গেলো।

সালাভার ব্রান্ডের কলার ধরে ওর মুখের কাছে কান নিয়ে বললো,

"আমরা একে বিচের কাছে পেয়েছি, তার স্বামীকে দেখি নি। বুঝেছ?"

মাথা নাড়লো সে।

সেলারের সিঁড়ির কাছে গিয়ে সালাভার দরজায় লাথি মারলো। দরজা খুলে ম্যাকবেইন ওদের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর ওদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে দরজাটা লাগিয়ে দিলো।

এক সেকেন্ডর মধ্যে ঝড় প্রচন্ড গর্জন আর বিকট আওয়াজে রূপ নিলো। সালাভার বুক ভরে দম নিলো।

একটা মগে এলা গরম কফি দিলো। সালাভার এতোটাই বিধ্বস্ত যে ওটা নিতে হাত পর্যন্ত ওঠাতে পারলো না। দেয়ালে হেলান দিয়ে সে মেঝেতে চুপচাপ পড়ে আছে। কেউ একজন ওদের দুজনকে কম্বল মুড়ে দিয়েছে। সে একদম ভিজে গেছে আর হাঁটুর নিচে একটা ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে। তার জিন্সে চার ইঞ্চি ফাঁড়া, এটা কখন হলো মনে নেই।। নিস্প্রাণ চোখে তাকিয়ে দেখলো ম্যাকবেইন আর দুজন অতিথি জেরালডিন ফর্বসের শুশ্রূষা করছে, মাথায় ব্যান্ডেজ দিচ্ছে। এখানে ওখানে ফিসফাস শুনলো তাদের এখানে একজন ডাক্তার আছে। লক্ষ্য করে দেখলো পুরো সেলার ঠাসাঠাসি হয়ে গেছে, এর মাঝে বাইরে থেকে আশ্রয়ের জন্যও অনেকেই এসেছে।

কিছুক্ষণ পর ম্যাকবেইন এসে সালাভারের কাছে বসলো।

"বেঁচে যাবেন তিনি।"

সালাভার কিছুই বললো না।

"কি হয়েছিলো?"

"দেয়ালের ওপাশে বিচের কাছে আমরা তাকে পেয়েছি।"

"সেলারে গুনতে গিয়ে আমি তিনজনকে পাচ্ছিলাম না। আপনি আর ফর্বস্ দম্পত্তি। এলা বললো ঝড় শুরু হওয়ামাত্র আপনি পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে গেছেন।"

"আমার বন্ধু জর্জকে আনতে গিয়েছিলাম আমি।" ব্রান্ডের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখালো সালাভার। "রাস্তার ওপারে একটা বাসায় থাকে যেটা টিকে থাকা অসম্ভব।"

"খুবই সাহসের কাজ হলেও বোকার মত হয়ে গেছে," ব্লান্ডের দিকে তাকিয়ে ম্যাকবেইন বললো। "তোমাদের দুজনের কেউ কি তার স্বামীকে দেখছো?"

"না," অভিব্যক্তিহীনভাবে সালাভার বললো। ব্লান্ড তার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো।

মাথাটা বাঁকিয়ে সালাভারের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো এলা। সালাভারও তার দিকে অভিব্যক্তিহীন তাকালো।

রাত ৩:০০টায় জেরালডিনের জ্ঞান ফিরলো। এরই মধ্যে সালাভার ব্লান্ডের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

অলৌকিকভাবে ঐরাতে গ্রানাডা রক্ষা পেলো। ম্যাকবেইন অতিথিদের সেলারের বাইরে যেতে দিলো, ভোর ফোটার আগেই ঝড় থেমে গিয়ে মুষলধারে এমন বৃষ্টি শুরু হলো যা সালাভার জীবনেও দেখে নি।

কীজ হোটেল ঠিকঠাক করার দরকার হবে। হোটেল এবং পুরো উপকূল জুড়ে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে। পুলের পাশে এলার বার বিলুপ্ত হয়ে গেছে, একটা বারান্দাও ভেঙ্গে গেছে। জানালাগুলো আছড়ে পড়েছে দেয়ালের উপর, একটা প্রোজেক্টিং সেকশনের ছাদ দুই টুকরা হয়ে গেছে। লবিটা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে।

ব্লান্ডকে সাথে নিয়ে সালাভার তার রুমে গেলো। খোলা জানালায় একটা কম্বল দিয়ে বৃষ্টি আটকালো। ব্লান্ড তাকে দেখতে লাগলো।

"মহিলার স্বামীকে আমরা দেখি নি বলে বেশি কিছু ব্যাখ্যা করতে হবে না আমাদের," ব্লান্ড কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে তাই সালাভার তাকে বললো।

সে মাথা নাড়লো। সালাভার পোশাক খুলে মেঝেতে ফেললো, বিছানাটা টেনে কাছে আনলো। আবারো মাথা নেড়ে ব্লান্ড তার পোশাক খুলে ওর পাশে গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়লো।

সাথে সাথেই তারা ঘুমিয়ে পড়লো।

দুপুরবেলা যখন জেগে উঠলো, মেঘের ফাঁকে রোদ ঝলমল করছে। শরীরের পেশীগুলো রীতিমত ব্যথা করছে, আর হাঁটুটা এতটাই অবশ হয়ে গেছে যে বাঁকাতে পারছে না সে। বিছানা থেকে উঠে গোসল করতে গেলো। সবুজ টিকটিকিটা আবার ফিরে এসেছে দেয়ালে। একটা শর্টস আর টপ পরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো ব্লান্ডকে না জাগিয়েই।

এলা এখনো তার কাজ করছে। তাকে দেখে খুব শ্রান্ত লাগলেও সে বারটাকে লবির উপরে টেনে তুলে কাজ শুরু করে দিয়েছে। সালাভার একটা কফি আর স্যান্ডউইচ নিলো। খসে পড়া জানালা দিয়ে একটা পুলিশের গাড়ি আসতে দেখলো। কফিটা মাত্র দিয়ে গেছে, তখনি ম্যাকবেইন ইউনিফর্ম পরা এক পুলিশকে সাথে নিয়ে তার অফিস থেকে বেরিয়ে এলো। সালাভারের দিকে তাকিয়ে

মাকবেইন পুলিশকে কিছু বললো, তারপর তার টেবিলের কাছে এগিয়ে এলো।

"উনি হলেন কনস্টেবল ফার্গুসন। আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবেন তিনি।"

ভদ্রভাবে তাকে অভিবাদন জানালো সালাভার। কনস্টেবল ফার্গুসনের উপর দিয়েও অবশ্যই একটা দীর্ঘ রাতের ফাড়া গেছে। একটা নোটবুক আর কলম বের করে সে সালাভারের নাম লিখে নিলো।

"মিস সালাভার, আমি যা বুঝেছি আপনি আর আপনার বন্ধু মিসেস রিচার্ড ফর্বস্‌কে গতরাতে হারিকেনের সময় খুঁজে পেয়েছেন।"

সালাভার সায় দিলো।

"তাকে কোথায় পেয়েছেন?"

"গেটের ঠিক নিচে বিচের কাছে," সালাভার বললো। "আমরা তার উপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছিলাম।"

ফার্গুসন লিখে নিলেন। "উনি কিছু বলেছিলেন কি?" সালাভার মাথা নাড়লো।

"তিনি অচেতন ছিলেন?"

সালাভার ভেবে চিন্তে সায় দিলো।

"তার মাথায় একটা গুরুতর আঘাত আছে।"

সালাভার আবারো সায় দিলো।

"আপনি জানতেন না তিনি আঘাত পেয়েছেন?"

সালাভার আবারো মাথা নাড়লো।

ফার্গুসন বিড়বিড় করতে লাগলো তার যথাযথ সাড়া না পেয়ে।

"বাতাসে মাথার উপর অনেক কিছু উড়ছিলো, আমার মাথায়ও একটা বড় টুকরা আঘাত করছিলো প্রায়।" সালাভার সাহায্যের সুরে বললো।

"আপনি পায়ে আঘাত পেয়েছেন?" ফার্গুসন ওর পায়ের ব্যান্ডেজে দেখিয়ে বললো। "কি হয়েছিলো?"

"সেলারে আসার আগে আমি এটা খেয়াল করি নি।"

"আপনার সাথে একজন তরুণ ছিলো।"

"জর্জ ব্লান্ড।"

"সে কোথায় থাকে?"

"এয়ারপোর্ট রোডে নারকেলবীথির কাছে একটা বাসায় যদি ওটা এখনো টিকে থাকে আর কি।"

ব্লান্ড যে তিন তলার উপরে ওর বিছানায় ঘুমিয়ে সেটা আর উল্লেখ করলো না।

"আপনাদের কেউ কি তার স্বামী রিচার্ড ফর্বস্‌কে দেখেছ?"

সালাভার সাথা নাড়লো।

কনস্টেবল ফার্গুসনের মনে হয় আর কেনো প্রশ্ন খুঁজে পাচ্ছে না, সে তার

নোটবুক বন্ধ করলো।

"ধন্যবাদ, মিস সালাভার। মৃত্যুর উপরে আমাকে একটা রিপোর্ট লিখতে হবে।"

"তিনি কি মারা গেছেন?"

"মিসেস ফর্বস্? না, তিনি সেন্ট জর্জের হাসপাতালে আছেন। পারতপক্ষে তিনি বেঁচে আছেন বলে আপনি এবং আপনার বন্ধু ধন্যবাদ পেতে পারেন। তবে তার স্বামী মারা গেছেন। দুই ঘণ্টা আগে তার মৃতদেহ এয়ারপোর্টের কাছে পার্কিং লটে পাওয়া গেছে।"

ছয়শ' গজ দক্ষিণে।

"তিনি একবারে বিদ্ধস্ত হয়ে গেছেন।" ফার্গুসন বললো।

"খুবই দুঃখজনক," কোন রকম দুঃখের কোন চিহ্ন নেই সালাভারের চেহারায়।

ম্যাকবেইন আর কনস্টেবল চলে গেলে এলা এসে সালাভারের পাশে বসলো।

দুই গ্লাস রাম সাজালো সে। সালাভার তার দিকে বিচলিত চোখে তাকালো।

"এরকম একটা রাতের পর তোমার শক্তির জন্য কিছু খাওয়া দরকার। আমি দিচ্ছি। পুরো নাশতাটাই আমি খাওয়াবো।"

একে অপরের দিকে তাকালো দুজন। তারপর গ্লাস ছোঁয়ালো এবং বললো, "চিয়ার্স।"

মাতিলদা সম্পর্কে ক্যারিবিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশবিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও শিক্ষা এখনো শুরু হতে অনেকদিন লেগে যাবে। এই অঞ্চলে মাতিলদার আকারে টর্নেডো হওয়াটা বিরল, তবে ক্রমেই বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করছেন যে আবহাওয়ার বিশেষ কেনো পরিস্থিতিতে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে যা 'সুয়োডে-টনের্ডো' নামে পরিচিত, টর্নেডো হলেও অতটা ভয়াবহ নয়।

তাত্ত্বিক আলোচনায় সালাভার আগ্রহী নয়। সে জানে কি দেখেছে সে, আর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ভবিষ্যতে মাতিলদার সম্ভাবনা আছে এমন কোন স্থানে ও যাবে না।

ঐরাতে দ্বীপে অনেকেই আহত হয়েছে। একজন মাত্র মারা গেছে। এরকম হারিকেনের রাতে রিচার্ড ফর্বস কেন বাইরে গিয়েছিলো কেউই তা জানবে না, হয়তো অজ্ঞতা থেকে, অধিকাংশ আমেরিকান পর্যটক যেমনটা করে। জেরালডিন ফর্বসের কোন ব্যাখ্যা দেয়ার অবকাশ নেই। প্রচন্ড আঘাতে তার স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে, ঐরাতের কোন যৌক্তিক স্মৃতিই মনে নেই তার।

অন্যদিকে, একজন বিধবাকে সান্ত্বনা দেয়ার মত কিছু নেই সালাভারের।

অধ্যায় ৪

সোমবার, জানুয়ারি ১০–মঙ্গলবার, জানুয়ারি ১১

সালান্ডার স্টকহোমের আর্লান্দা বিমানবন্দরে নামলো দুপুরবেলা। বিমান উড্ডয়নের বাইরে সে বাড়তি নয় ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছে বারবাডোসের গ্রান্টলি এ্যাডামস বিমানবন্দরে। আরবীয় এক যাত্রীকে সম্ভাব্য সন্ত্রাসী সন্দেহে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ছেড়ে দেয়ার আগপর্যন্ত বৃটিশ এয়ারওয়েজ বিমান ওড়ার অনুমতি দেয় নি। এই সময়ের মধ্যে সে লন্ডনের গ্যাটউইকে পৌছায়, সুইডেনে ফেরার সংযোগ বিমানটি ধরতে না পারায় সারা রাত অপেক্ষা করে সে।

দীর্ঘক্ষণ সূর্যের নিচে ফেলে রাখা কলাভর্তি ব্যাগের মতো লাগছিলো নিজেকে। একটা ব্যাগের মধ্যে ল্যাপটপ, ডাইমেনশনের বই আর পাল্টানোর জন্য কিছু পোশাক ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। কাস্টমের সবুজ গেট দিয়ে কোন চেক ছাড়াই পার হলো সে। বিমানবন্দরের বাইরে এসে একটা শাটল বাস পেলো, এক পশলা তুষার নিজের দেশে স্বাগত জানালো তাকে।

ও বিব্রত হলো, সারাজীবন সস্তা জিনিস খুঁজে এসেছে, আর ওর কাছে যে তিন বিলিয়ন ক্রোনারের বেশি টাকা আছে এই ব্যাপারটার সাথে এখনো মানিয়ে নিতে পারছে না। এই টাকাটা সে একজন পুরনো প্রতারকের সাথে যৌথভাবে ইন্টারনেট ক্যু-এর মাধ্যমে চুরি করেছে। ঠাণ্ডায় ভিজে নীতিজ্ঞানের বই বন্ধ করে একটা ট্যাক্সি ডেকে ড্রাইভারকে তার লুন্ডাগাটানের ঠিকানা দিয়ে পেছনের সিটে ঘুমিয়ে পড়লো।

লুন্ডাগাটানে পৌছানোর পরে ড্রাইভার ওকে ডেকে তুললে বুঝতে পারলো সে তার পুরনো ঠিকানা দিয়েছে। সে মত পাল্টেছে এই কথা বলে তাকে গোথগাৎসবাকেনে যেতে বললো। বড় অংকের টিপ দিয়ে বাইরে আসতেই ড্রেনের পানিতে পা রাখলো। তার পরনে ছিলো জিন্স, টি-শার্ট আর পাতলা জ্যাকেট। পায়ে স্যান্ডেল আর ছোট সুতির মোজা। ড্রেনের উপর দিয়ে টপকে সে সেভেন-ইলেভেনে পৌছালো, ওখান থেকে শ্যাম্পু, টুথপেস্ট, সাবান, কেফির, দুধ, পনির, ডিম, রুটি, ফ্রোজেন সিনামোন রোল, কফি, লিপটন চা ব্যাগ, এক বয়াম আচার, আপেল, একটা বড় বিলি'স প্যান পিজা এবং এক প্যাকেট মার্লবোরো লাইট নিলো। ভিসা কার্ডে মূল্য পরিশোধ করলো।

রাস্তায় ফিরে এসে কোন পথে যাবে ভেবে বিব্রতবোধ করলো। সে স্লাসেনের পথে আপার সভারটেন্সগাতান অথবা নিচে হোকেন্স গাথায় যেতে পারে। হোকেন্স গাথা যাওয়ার সমস্যাটা হলো ওখান থেকে *মিলেনিয়াম* অফিসের সামনে দিয়ে

আসতে হবে, যাতে ব্লমকোভিস্টের সাথে দেখা হওয়ার একটা ঝুঁকি থেকে যায়। শেষপর্যন্ত তাকে এড়িয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তই নিলো। স্লাসেনের পথে হাঁটতে লাগলো, যদিও পথটা বেশ লম্বা, হোকেন্স গাথা থেকে উপরের দিকে মোসবাকে টোর্গে ঘুরলো সে। স্কয়ারের ভেতর দিয়ে সোদরা থিয়েটারের সামনে স্ট্যাচু অফ সিস্টার পার হয়ে ফিস্কারগাথানের টিলার উপরে গেলো। থেমে অ্যাপার্টমেন্টটার দিকে সাবধানে তাকালো সে, এটা ঠিক তার বাড়ি মনে হচ্ছে না।

আশেপাশে তাকালো সে। সোডারমাম দ্বীপের মাঝখানে একটু দৃষ্টির আড়ালে এই জায়গাটা। গাড়ি-ঘোড়া তেমন নেই, ওর জন্য ভালো হয়েছে । কে কে আসে যায় তা সহজেই লক্ষ্য রাখা যাবে এখান থেকে। গ্রীস্মকালে হাঁটার জন্য জায়গাটা বেশ জনপ্রিয়, তবে শীতকালে শুধুমাত্র কোন কাজ ছাড়া কেউ এ'পথ মাড়ায় না। একজনকে দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে–ও অবশ্য কাউকে চেনে না, ওকেও চেনার কারণ নেই। শপিং ব্যাগটা রেখে সালান্ডার চাবী বের করলো। এলেভেটরে টপ ফ্লোরে গিয়ে দরজা খুললো, নেমপ্লেটে লেখা ভি. কুলা।

বড় অংকের টাকা পাওয়ার পর বাকি জীবনের জন্য আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাবার পরে (অথবা তিন বিলিয়ন ক্রোনার যতদিন থাকবে), ও প্রথম যে কাজটা করেছে তা হলো একটা অ্যাপার্টমেন্ট খোঁজা। প্রোপার্টি মার্কেট ওর জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা। সাময়িক ব্যবহার উপযোগি জিনিস কিনতেই এতদিন পয়সা খরচ করেছে ও। খুব বড় অংকের খরচের মধ্যে আছে বিভিন্ন কম্পিউটার আর তার হালকা ওজনের মটরসাইকেল। ৭,০০০ ক্রোনার দিয়ে ও মটরসাইকেলটা কিনেছে–সত্যি বেশ ভালো খরচ । খুচরা যন্ত্রপাতি কিনতে অনেক খরচ করেছে সে আর কয়েক মাস ধরে ওটা মেরামত করেছে । একটা গাড়ি কিনতে চেয়েছিলো, তবে একটু সতর্ক থেকেছে বাজেটের মধ্যে কুলাতে পারবে কি না এই ভেবে।

অ্যাপার্টমেন্ট কেনা ভিন্ন ব্যাপার, ও বুঝতে পেরেছে। *ডাগেন্স নিটার*-এর অনলাইন এডিশনে বিজ্ঞাপন দেখতে শুরু করে, সে আবিষ্কার করে এটাও একটা বিজ্ঞান: ১ বেডরুম + লিভিং/ডাইনিয়, সোদরা স্টেশনে চমৎকার লোকেশন, ২.৭ মিলিয়ন ক্রোনার অথবা সর্বোচ্চ নিলাম।

৩ রুম + কিচেন, পার্ক ভিউ, হোগালিদ, ২.৯ মিলিয়ন ক্রোনার।

২? রুম, ৪৭ বর্গ মিটার, বাথরুম নতুন করে সংস্কার করা হয়েছে। প্লাম্বিং করা হয়েছে ১৯৯৮ সালে। গোথলান্ডসগাত। ১.৮ কি:মি।

কিছু নাম্বারে ফোন করলো সে, তবে জানতো না কি প্রশ্ন করবে। নিজেকে এতোটাই আহাম্মক মনে হলো যে চেষ্টা থামিয়ে তার বদলে জানুয়ারির প্রথম রোববার দুই জায়গায় দুটো অ্যাপার্টমেন্ট ঘুরে এলো। তবে সমস্যা হলো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলো না কোন্ এলাকায় থাকবে, অ্যাপার্টমেন্টের ভিউ কেমন হবে অথবা কি ধরণের প্রশ্ন করবে তার বাড়ি সম্পর্কে। লুভাগাটনে ৫০০ ব.ফুটের বাড়ির বিকল্প

ভাবতে পারছিলো না সে যেখানে তার শৈশব কেটেছে। আঠারো বছর বয়সে ওর অভিভাবক আইনজীবি হোলার পামগৃন ঐ অ্যাপার্টমেন্টটা তাকে দেয়। অফিস কাম লিভিং রুমের লম্বা খসখসে সোফাটার মধ্যে শুয়ে সে ভাবতে লাগলো।

লুন্ডাগাটানের অ্যাপার্টমেন্টটা যেন একটা প্রাঙ্গনের ভেতরে। ছোটখাট, তবে কম আরামদায়ক নয়। বেডরুম থেকে একটা দেয়ালের উপরে ফায়ারওয়াল দেখা যায়। ভবনের পেছনে রান্নাঘরটা রাস্তা আর বেসমেন্টের স্টোরেজ এর দিকে। লিভিংরুম থেকে বার্চ ট্রির কয়েকটা শাখা দেখা যায়।

নতুন বাড়ির প্রথম চাহিদাটা হলো এতে একটা সুন্দর ভিউ থাকতে হবে।

ওর কোনো ব্যালকনি নেই, আর ভালো প্রতিবেশীর জন্য ও লালায়িত যাদের সাথে কোল্ড বিয়ার পান করে সুন্দর মুহূর্ত কাটাতে পারবে। আর দ্বীতিয়টি হলো একটা ব্যালকনি থাকবে। অ্যাপার্টমেন্টটা দেখতে কেমন হবে? ব্লমকোভিস্টের অ্যাপার্টমেন্টটা চিন্তা করলো সে-বেলমাঙ্গসগাটানে ৭০০ ব.ফুটের একটা খোলা জায়গা যেখান থেকে সিটি হল আর স্লাসেন লক দেখা যায়। একটা মনোরম আর সুন্দর করে সাজানো অ্যাপার্টমেন্ট চায় সে যেটার দেখাশুনা করাও সহজ। এটা তিন নম্বর চাহিদা।

বছরের পর বছর ধরে ও ছোট পরিসরের বাসায় থেকে এসেছে, ১০০ বর্গ ফুটের ছোট ছোট কিচেন যেখানে শুধু একটা ছোট টেবিল আর দুটো চেয়ার বসানো যায়। ২০০ বর্গফুটের লিভিংরুম এবং ১২০ বর্গফুটের বেডরুম। তার চতুর্থ চাহিদা হলো অ্যাপার্টমেন্টে প্রচুর জায়গা আর ক্লোসেট থাকতে হবে। তার একটা অফিস দরকার এবং বড় বেডরুম যেখানে সে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারবে।

ওর বাথরুমটা সিমেন্টের ছোট স্ল্যাব বসানো মেঝে আর জানালাবিহীন, যন্ত্রণাদায়ক অর্ধেক বাথ আর প্লাস্টিকের ওয়ালপেপার যেটা শত চেষ্টা করলেও পরিষ্কার হয় না। সে টাইলসযুক্ত বড একটা বাথরুম চায়। তার অ্যাপার্টমেন্টে একটা ওয়াশিং মেশিন থাকবে, বেসমেন্টের কোথাও নয়। বাথরুম থেকে সতেজ গন্ধ আসবে, আর চাইলে জানালা খুলতে পারবে।

তারপর অনলাইনে এস্টেট এজেন্টদের অফারগুলো দেখতে লাগলো সে। পরদিন খুব সকালে উঠে নোবেল এস্টেটে গেলো। অনেকের মতে এটা স্টকহোমের সেরা বলে খ্যাত। একটা পুরনো কালো জিন্স, বুট আর কালো লেদার জ্যাকেটটা পরে নিলো। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে একজন ৩৫ বছর বয়সী ব্লন্ড মহিলার দিক চোখ গেলো তার, এইমাত্রই মহিলা নোবেল এস্টেটের ওয়েবসাইটে অ্যাপার্টমেন্টের ছবি আপলোড করছে। দূর থেকে এক বেটেমত পাতলা লাল চুলের গাট্টাগোট্টা মধ্যবয়সী ভদ্রলোক এগিয়ে এলো। সে জানতে চাইলো কি ধরণের অ্যাপার্টমেন্ট আছে তাদের কাছে। বিস্ময়ের চোখে ওর দিকে তাকিয়ে চাচাসুলভ কণ্ঠে বললোঃ "আচ্ছা, শোন মেয়ে, তোমার বাবা-মা কি জানে যে তুমি বাড়ি থেকে

বেরিয়ে যাচ্ছ?"

ঠাণ্ডা চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলো সালান্ডার যতক্ষণ লোকটা খিকখিক বন্ধ না করলো।

"আমি একটা অ্যাপার্টমেন্ট চাই," সে বললো।

গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে লোকটা কম্পিউটারে তার সহকর্মীর দিকে তাকালো।

"তাই। তা কি ধরণের অ্যাপার্টমেন্ট কেনার কথা ভাবছো তুমি?"

আমি ভাবছি সোদারে একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনবো যেটা থেকে জলাশয় দেখা যায়, কমপক্ষে পাঁচ রুম, একটা জানালাসহ বাথরুম আর ব্যবহার্য রাখার জন্য একটা রুম। আর মটরসাইকেল রাখার জন্য একটা তালাবদ্ধ জায়গা।"

কম্পিউটারে থাকা মহিলাটা মাথা তুলে সালান্ডারের দিকে তাকালো।

"মটরসাইকেল?" পাতলা চুলের লোকটা বললো, সালান্ডার মাথা নাড়লো।

"আমি কি আপনার...ইয়ে...নামটা জানতে পারি?"

সালান্ডার নাম বললো। ভদ্রলোকের নাম জানতে চাইলে সে বললো জোয়াকিম পার্সন।

"ব্যাপারটা হচ্ছে এই স্টকহোমে এরকম কোঅপারেটিভ অ্যাপার্টমেন্ট কিনতে চাইলে একটু ব্যয়বহুল হয়ে যাবে..."

সালান্ডার কোনো জবাব দিলো না। জানতে চাইলো কি কি ধরণের বাড়ি আছে তার কাছে, টাকার ব্যাপারটা এর সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়।

"আপনি কি ধরণের কাজ করেন?"

কয়েক মুহূর্ত ভাবলো সালান্ডার । সে একজন ফ্রিল্যান্সার; প্রাকটিসের জন্য আরমানস্কি আর মিল্টন সিকিউরিটির হয়ে কাজ করেছে, তবে গত কয়েক বছরে তা একেবারেই অনিয়মিত হয়ে গেছে। গত তিন মাস ধরে সে কোনো কাজ করছে না।

"এই মুহূর্তে আমি কিছু করছি না," সে বললো।

"ঠিক আছে.. আমি ধরে নিচ্ছি এখনো স্কুলে যাও তুমি।"

"না, আমি স্কুলে যাই না।"

পার্সন কাউন্টারের কাছে এসে সালান্ডারের কাঁধে সস্নেহে হাতটা রেখে ওকে দরজার দিকে নিয়ে গেলো।

"আচ্ছা, আপনি, মিস সালান্ডার, আর কয়েক বছরের মধ্যে আপনাকে আমরা স্বাগত জানাবো, তবে আপনার ছোট ব্যাংকটাতে আরো বেশি টাকা সাথে করে নিয়ে আসবেন। আসলে সাপ্তাহিক এলাউন্স দিয়ে আপনি এটা কিনতে পারবেন না।" গালে আদর করে দিলো সে। "সুতরাং, আবার স্কুল ছাড়লে আমরা দেখবো আপনি ছোট প্যাড খুঁজে বেড়াচ্ছেন।"

নোবেল এস্টেটের বাইরের রাস্তায় বয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইলো সে।

অবচেতন মনে ও ভাবতে লাগলো একটা ককটেল যতি ঐ ডিসপ্লে জানালায় গিয়ে পড়ে তবে ব্যাটা মাস্টার পার্সন তখন কি করবে। বাড়িতে গিয়ে সে তার পাওয়ার বুকটা চালালো।

দশ মিনিট লাগলো ওর নোবেল স্টেটস এর কম্পিউটার হ্যাক করতে, কাউন্টারের মহিলা ছবি আপলোড করার সময়ই সে পাসওয়বার্ডটা দেখেছিলো। তিন মিনিটে ও বুঝে গেলো মহিলা যে কম্পিউটারে কাজ করছিলো সেটা ঐ কোম্পানির নেট সার্ভার-কিভাবে তুমি পার পাবে? আর মাত্র তিন মিনিটে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সে আরো চৌদ্দটা কম্পিউটারে ঢুকতে পারলো। দুই ঘণ্টায় সে পার্সনের সব রেকর্ড জেনে গেলো-আবিষ্কার করলো যে প্রায় ৭৫০,০০০ ক্রোনার সে আয় করে অবৈধভাবে যা সে গত দুই বছর ধরে কর বিভাগে জানায় নি।

প্রয়োজনীয় সব ফাইল ডাউনলোড করে সে কর বিভাগে মেইল করে দিলো ইউএসএ'র সার্ভারের একটা অজ্ঞাত ইমেল একাউন্ট থেকে। বাকি দিনটাতে সে নোবেল এস্টেটসের তালিকাভূক্ত সম্পত্তিগুলো দেখলো। সবচেয়ে ব্যয়বহুল বাড়িটি হলো মেরিফ্রেডের বাইরে একটা প্রাসাদ, ওখানে থাকার কোনো ইচ্ছা ওর নেই। চূড়ান্ত উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে সে বাছাই করলো এর পরেই ব্যয়বহুল মোসাবেক টোর্গের কাছে একটা বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট।

ফ্লোরপ্লান আর ছবিগুলো থেকে বাছাই করতে লাগলো, সবশেষে এই সিদ্ধান্তে এলো যে তার চাহিদা ভালোভাবেই পূরণ করতে পারবে এগুলো। আগে এর স্বত্ত্বাধিকারি ছিলো আসি ব্রাউন বোয়েরী নামক পাওয়ার কোম্পানির মালিক, কয়েক বিলিয়ন ক্রোনারের মালিক হয়ে যিনি ব্যাপক আলোচিত ও সমালোচিত হয়ে পর্দার আড়ালে চলে যান।

ঐদিন সন্ধ্যায় সালান্ডার জিব্রাল্টার এ ল ফার্ম ম্যাকমিলান এন্ড মার্কস এর পার্টনার জেরেমি ম্যাকমিলাসকে ফোন করলো। ম্যাকমিলানের সাথে এর আগে সে কাজ করেছে। দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ী হান্স এরিক ওয়েনারস্ট্রমের একাউন্ট থেকে এক বছর আগে সালান্ডারের চুরি করা টাকাকে বৈধতা দিতে ফি-এর বিনিময়ে তিনি একটা পোস্টবক্স কোম্পানির নামে একাউন্ট করে দেন।

আবারো ম্যাকমিলানের সার্ভিস নিলো, ওয়াসপ এন্টারপ্রাইজের পক্ষ হয়ে নোবেল এস্টেটস এর সাথে আলোচনা করে Mosebacke Torg এর কাছে ফিসকারগাটানে একটা অ্যাপার্টমেন্ট কেনার জন্য নির্দেশ দিলো তাকে। চার দিন সময় লাগলো, তারপর যে টাকার অংকটা শুনলো তাতে ওর চক্ষু চড়কগাছ। সাথে ম্যাকমিলানকে কমিশন দিতে হবে ৫%। সপ্তাহ শেষ না হতেই সে দুইটা বাক্স ভরে কাপড়-চোপড়, ম্যাট্রেস আর কিছু রান্নাঘরের তৈজসপত্র সাথে নিয়ে চলে এলো। তিন সপ্তাহ সে ম্যাট্রেসেই ঘুমালো, এই সময় সে প্লাস্টিক সার্জারির জন্য ক্লিনিক

খুঁজলো, সমাধানহীন কিছু আমলাতান্ত্রিক বিবরণ সাজিয়ে নিলো (একজন আইনজীবি নিল বুরম্যানের সাথে রাত্রীকালীন আলাপও অন্তর্ভূক্ত আছে এতে), আর পুরনো আবাসস্থলের ভাড়া এবং বিদ্যুৎ ও অন্যান্য বিলসমূহ অগ্রীম পরিশোধ করলো।

তারপর ইতালীতে তার ক্লিনিকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। চিকিৎসা শেষে ক্লিনিক থেকে বের হওয়ার পর রোমের একটা হোটেলে বসে ও চিন্তা করলো এর পরে কি করবে। সুইডেনে ফিরে জীবন-যাপন শুরু করা উচিৎ, তবে বেশ কিছু কারনে সে স্টকহোমে ফেরার কথা ভাবতে পারলো না।

বিশেষ কোন পেশা নেই ওর। মিল্টন সিকিউরিটিতি কোন ভবিষ্যৎ দেখতে পেলো না সে। এটা আরমানস্কির দোষ না। সব সম্ভাবনা বিচার করে সে নিজেকে ফুলটাইম চাকুরিতে কোন কোম্পানির দক্ষ কর্মী হিসেবে দেখতে পছন্দ করবে, তবে পঁচিশ বছর বয়সেও তার কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই, আর পঞ্চাশেও সে নিজেকে এরকম দেখতে চায় না, করপোরেট ওয়ার্ল্ডের অপরাধী খুঁজে বেড়াতে ছোটাছুটি করে বেড়ানো। এটা বেশ চমকপ্রদ কাজ, তবে সারাজীবনের কেরিয়ার হতে পারে না।

স্টকহোমে না যাওয়ার আরেকটা কারণ ব্লমকোভিস্ট। স্টকহোমে গেলে ঐ ব্লমকোভিস্ট ব্যাটার সাথে দেখা হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়। এই মুহূর্তে এটাই ও করতে চায়। লোকটা তাকে আঘাত দিয়েছে। সে জানে এটা ইচ্ছাকৃত না, বরং যথেষ্ঠ ভদ্র ব্যবহার করেছে ব্লমকোভিস্ট। এটা সালান্ডারের দোষ, সে তার প্রেমে পড়ে গেছে। সালান্ডারের জীবনে এ' ব্যাপারটা ঠিক খাপ খায় না।

ব্লমকোভিস্টের নারীপ্রীতি সবাই জানে। সালান্ডার তার জীবনে ক্ষণিকের আনন্দ, যাকে প্রয়োজনের সময় করুণা করেছিলো, সেসময় এর চেয়ে ভালো আর কেউ ছিলো না তাই। তবে দ্রুতই সে এর চেয়ে আনন্দদায়ক সঙ্গ বেছে নিয়েছে। নিজের সুরক্ষা এভাবে ভেঙ্গে ফেলে ব্লমকোভিস্টের সাথে জড়ানোর জন্য ধিক্কার দিলো নিজেকে।

আবারো যখন তার দিকে মনোযোগ গেলো, সে তার সাথে সবরকম সংযোগ ছিন্ন করে দিলো। কাজটা সহজ ছিলো না, তবে সে নিজের চারপাশে আবরণ দিলো। শেষবার তাকে দেখেছে গামলা স্টানের একটা প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে, ডাউনটাউনগামী একটা ট্রেনের সিটে বসেছিলো ব্লমকোভিস্ট। পুরো একটা মিনিট তার দিকে তাকিয়ে ভাবছিলো একফোঁটা ভালোবাসাও তার প্রতি অবশিষ্ট নেই, কারণ এটা মৃত্যুর জন্য রক্তপাতের চেয়েও সাংঘাতিক। দরজাটা ঠিক বন্ধ হওয়ার সময় সালান্ডার মাথাটা ঘুরিয়ে চলে যাওয়ার সময় সে তাকে লক্ষ্য করে কৌতুহলী চোখে তাকালো।

সে জানে না কেন ব্লমকোভিস্ট এরকম মরীয়া হয়ে তাকে খুঁজছে যেন কোন

বালের কল্যাণ প্রকল্প হাতে নিয়ে বসেছে সে। তার কোন কারণ নেই এটা খুব যন্ত্রণা দিচ্ছে সালান্ডারকে। যতবার সে ই-মেইল পাঠায়, জোর করে সালান্ডারকে না পড়েই তা মুছে ফেলতে হয়।

স্টকহোমকে একেবারে কম আগ্রহের মনে হচ্ছে না। মিল্টন সিকিউরিটিতে ফ্রিল্যান্স কাজ ছাড়াও কয়েক জন বেড পার্টনার আছে তার, এবং রক গ্রুপ *ইভিল ফিঙ্গার্স*-এর মেয়েরা, এর বাইরে ওর নিজের শহরে সে খুব অল্পই চেনে।

এখন সে একমাত্র একজনকেই সম্মান করে–আরমানস্কি। তার প্রতি অনুভূতিটা ঠিক বলে বোঝাতে পারবে না সে। একটু বিস্ময়ের সাথে খেয়াল করে দেখেছে লোকটার প্রতি সে আকৃষ্ট হয়েছে। সে যদি বিবাহিত কিংবা এতো বয়স্ক না হোতো তবে নিশ্চয়ই সম্পর্ক করার জন্যে এগিয়ে যেতো।

কাজেই সে তার ডায়েরীটা হাতে নিয়ে মানচিত্র খুললো। এর আগে সে অস্ট্রেলীয়া বা আফ্রিকা যায় নি। পিরামিড বা এ্যাংকর ওয়াট সম্পর্কে পড়লেও দেখে নি। হংকং এর কাওলুন বা ভিক্টোরিয়ার মাঝে স্টার ফেরীতে চড়ে নি, থাইল্যান্ডের কোন বিচে বসে নি। বাল্টিক বা তার পাশে নর্ডিক দেশগুলো এবং জুরিখ ও লন্ডনে ব্যবসা-সংক্রান্ত ভ্রমন ছাড়া খুব কমই ও সুইডেন ছেড়ে কোথাও গেছে। প্রকৃতপক্ষে স্টকহোমের বাইরেই ও কয়েকবার গেছে মাত্র।

আগে ওর ক্ষমতা ছিলো না।

হোটেল রুমের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সে রোমের গারিবালদি দেখলো। শহরটা যেন ধ্বংসস্তুপ। সে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। জ্যাকেটটা পরে লবিতে গেলো এবং জানতে চাইলো আশেপাশে কোন ট্রাভেল এজেন্ট আছে কি না। সে তেলআবিবের টিকেট কেটে পরের দিনগুলোয় জেরুসালেমের পুরনো শহর আর আল-আকসা মসজিদ আর যে দেয়ালে ইহুদিরা মাথা কুটে কাঁদে সেই *ওয়েলিং ওয়াল* দেখে কাটালো। অবজ্ঞার সাথে রাস্তার পাশের সশস্ত্র সৈনিকদের দেখলো, এবং তারপরেই ব্যাংককে চলে গেলা। বাকি বছরটা সে ভ্রমন করেই কাটিয়ে দিলো।

করার মত একটি কাজই শুধু ছিলো তার। দুইবার সে জিব্রাল্টার গিয়েছে, প্রথমবার তার টাকাপয়সা দেখভালের দায়িত্ব দিয়েছিলো যাকে, তার ব্যাপারে ভালোমত তদন্ত করতে, আর দ্বিতীয়বার দেখতে যে লোকটা ঠিকমত কাজটা করছে।

ফিসকারগাটানে তার অ্যাপার্টমেন্টে এতোদিন পর চাবি ঢোকাতে একটু বিসদৃশ লাগছিলো।

সদাইপাতি আর কাঁধের ব্যাগটা হলের ভেতরে ফেলে সে চার অংকের কোডটা চাপলো অ্যালার্মটা বন্ধ করার জন্য। তারপর ভেঁজা কাপড়-চোপড় মেঝেতে ফেলে নগ্ন অবস্থায় রান্নাঘরে ঢুকে ফ্রিজ চালু করলো, বাথরুমে ঢোকার আগে খাবার-দাবার

সরিয়ে রেখেছে, তারপর পাঁচ মিনিট বাথরুমে গোসল করলো। মাইক্রোওয়েভে গরম্ করে বিলিস প্যান পিজা আর আপেলের টুকরা খেয়েছে সে। একটা বাক্স খুলে বালিস, চাদর আর কম্বল পেলো, এক বছর ভাঁজের মধ্যে থেকে গন্ধ হয়ে গেছে তাতে। রান্নাঘরের পাশের ঘরে ম্যাট্রেস বিছিয়ে বিছানা বানালো।

বালিশে মাথা রাখার সাথে সাথে ঘুমিয়েছে এবং একটানা বারো ঘণ্টা ঘুমিয়ে উঠে কফিমেকার চালু করলো, কম্বলটা ভাঁজ করে পাশেই রেখে অন্ধকারে জানালার পাশে সোফায় বসে সিগারেট ধরিয়ে বাইরে তাকিয়েছে।

বাড়ি ফেরার পর একদিন চলে গেছে। সকাল সাতটায় দরজায় তালা মেরে বের হয়েছে, তার আগে একটা স্পেয়ার চাবি পাতলা তামার তারে বেঁধে ভেন্টিলেটর দিয়ে ড্রেন পাইপের সাথের দেয়ালে আটকে নিচে ঝুলিয়ে দিয়েছে। অভিজ্ঞতা তাকে শিখিয়েছে সহজে ঢোকার জন্য সবসময় একটা বাড়তি চাবি রাখা উচিৎ।

বাইরে বাতাস খুব ঠাণ্ডা। একটা পাতলা ছেঁড়া জিন্স পরেছে সে, সাথে টি-শার্ট আর পোলো সোয়েটার, ঘাড়ের দিকে ওটা ছিঁড়তে শুরু করেছে। লেদার জ্যাকেটেরও কাঁধ বরাবর ফুটো হয়ে গেছে, দর্জিকে বলে ওটা সারিয়ে নিতে হবে। ভারি মোজা আর বুট পরে আছে। সবমিলিয়ে সে ভালোই আছে।

লুন্ডাগাটানে ওর পুরনো অ্যাপার্টমেন্টে গেলো। প্রথমে চেক করে দেখলো বেসমেন্টে ওর কাওয়াসাকি বাইকটা ঠিকঠাকই আছে। সিটটা নেড়েচেড়ে দেখে অ্যাপার্টমেন্টে যখন ঢুকবে দরজার কাছে মেইলবক্সে একগাদা পুরনো চিঠির পাহাড় ঠেলে ভেতরে যেতে হলো ওকে।

অ্যাপার্টমেন্টটা নিয়ে কি করবে ভাবে নি সে, তাই এক বছর আগে সুইডেন ছাড়ার সময় অটোমেটিক ব্যাংক একাউন্টের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলো নিয়মিত বিল পরিশোধের জন্য। অ্যাপার্টমেন্টে এখনো বিভিন্ন সময় বাতিল কন্টেনার থেকে কষ্ট করে কেনা কিছু আসবাব, কিছু সস্তা মগ, দুটো পুরনো কম্পিউটার আর প্রচুর কাগজপত্র আছে। তবে মূল্যবান কিছু নয়।

রান্নাঘর থেকে ময়লার ব্যাগ নিয়ে পাঁচ মিনিট ধরে আজেবাজে মেইল বাছলো, বেশিরভাগই ব্যাগে ভরতে হয়েছে, অল্পকিছু চিঠি ছিলো ওর, বিশেষ করে ব্যাংক স্টেটমেন্ট আর মিল্টন সিকিউরিটি থেকে আসা ট্যাক্স ফর্ম। গার্জেনশিপে থাকার একটা সুবিধা ছিলো ওকে কখনো ট্যাক্সের ব্যাপারটা দেখতে হয় নি–তাদের অবর্তমানে এই সংক্রান্ত যোগাযোগ আবশ্যকীয় হয়ে গেছে। এর বাইরে মাত্র তিনটি ব্যক্তিগত চিঠি ছিলো ওর।

প্রথমটি সালান্ডারের মায়ের উকিল গ্রেটা মোলান্দারের। এতে বলা হয়েছে তার মায়ের সম্পদের ভাগবাটোয়ারা হয়েছে যাতে সে আর তার বোন ক্যামিলা প্রত্যেকে পেয়েছে ৯,৩১২ ক্রোনার করে। মিস সালান্ডারের ব্যাংক একাউন্টে টাকাটা জমা

হয়ে গেছে। প্রাপ্তি স্বীকার করবে কি সে? জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে চিঠিটা রাখলো সালান্ডার।

দ্বিতীয়টি আপেলভিকেন নার্সিং হোমের ডিরেক্টর মিকায়েলসন তাকে মনে করিয়ে দিলো যে তার মায়ের ব্যাক্তিগত জিনিস-পত্রের বাক্সটা তাদের কাছে আছে, ওটার ব্যাপারে করনীয় জানাতে অপেলভিকেনের সঙ্গে যোগাযোগ করবে কি না সে? এক বছরের মধ্যে সালান্ডার বা তার বোনের কাছ থেকে জবাব না পেলে ওটা নষ্ট করে ফেলা ছাড়া কিছু করার থাকবে না তাদের। চিঠিটায় জুন মাসের তারিখ দেয়া দেখে সে তার মোবাইল ফোনটা নিলো। বাক্সটা এখনো আছে ওখানে। তাড়াতাড়ি জবাব না দেয়ায় সে ক্ষমা প্রার্থনা করে জানালো পরদিনই সে ওটা আনতে যাবে।

শেষ চিঠিটা ব্লমকোভিস্টের, কিছুক্ষণ ভেবে সে ওটা ব্যাগে ফেলে দিলো।

আরেকটা বাক্সে টুকিটাকি যে জিনিসগুলো ও রাখতে চায় তা ভরে একটা ট্যাক্সি নিয়ে মোসবেকে ফিরে এলো। মেকআপ নিয়ে চশমা পরেছে সে, তারপর কাঁধ পর্যন্ত লম্বা পরচুলা পরে আইরিন নেসার নামধারী নরওয়ের পাসপোর্টটা ব্যাগে ভরলো। আয়নায় নিজেকে দেখে এই সিদ্ধান্তে এলো যে আইরিন নেসার দেখতে কিছুটা লিসবেথ সালান্ডারের মত, তবে পুরোপুরি ভিন্ন একজন মানুষ।

গোথগাথানের ক্যাফে ইডেনে ব্রাই বেগুত্তে আর লাত্তে দিয়ে দ্রুত লাঞ্চ সেরে হেঁটে রিঙ্গভাগেনের রেন্টাল এজেন্সিতে গেলো সে, আইরিন নেসার এখান থেকে একটা নিশান মাইক্রো ভাড়া করলো। কুন্‌জেস কুরবাতের পথে যাত্রা করেছে সালান্ডার। তিন ঘণ্টা ধরে সে মার্চেন্টডাইজের উপর ব্রাউজ করলো, প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর নাম লিখে নিলো। দ্রুত কয়েকটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে।

সালান্ডার দুটি স্যান্ড কালারের কভারসহ কার্লান্দা সোফা, পাঁচটা হাতলওয়ালা চেয়ার, লিকার করা বার্চ কাঠের দুইটা গোল সাইড টেবিল, কফি টেবিল আর কয়েকটা মাঝেসাঝে ব্যবহারের টেবিল কিনলো। স্টোরেজ ডিপার্টমেন্টে গিয়ে দুটি স্টোরেজ ইউনিট আর দুটি বন্ড বুকশেলফ, একটা টিভি স্ট্যান্ড, তিন দরজার ওয়ার্ডরোব এবং দুটো ছোটে ব্যুরো।

খাট কিনতে গিয়ে লম্বা সময় ব্যয় করেছে সে, শেষমেষ একটা ম্যাট্রেস আর সাইড টেবিলসহ একটা পত্রিকা আর কাগজ রাখার বাক্স নিলো। একটা বড় সোফাও নিলো অন্য যে বাড়তি ঘরটা আছে তার জন্য। কোন অতিথি ও রাখতে চায় না, তবে যেহেতু একটা ঘর আছে ওটা সাজাতে হবে তো।

নতুন অ্যাপার্টমেন্টের বাথরুমে আগের মালিকের ফেলে যাওয়া মেডিসিন ক্যাবিনেট, তোয়ালে রাখার স্টোরেজ এবং ওয়াশিং মেশিন আছে। ওকে শুধু সস্তা একটা লন্ড্রি বাস্কেট কিনতে হবে।

রান্নাঘরের জন্য আসবাব কেনা বাকি, একটু ভেবে পুরু বিচউডের কিচেন

টেবিল আর কাঁচের টেবিল টপ এবং চারটা রঙ্গিন কিচেন চেয়ার কিনলো।

অফিসের জন্যও ফার্নিচার দরকার। কম্পিউটার আর কিবোর্ড রাখার জন্য দুর্দান্ত কিছু কেবিনেট দেখলেও একটা সাধারণ বিচ রংঙের কোট দেয়া ডেস্ক, তিনকোনা টপ আর একটা বড় কেবিনেট নিয়েলো সে। অফিস চেয়ার পছন্দ করতে অনেক সময় লেগে গেলো তার-এখানেই সে অনেক সময় পার করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই সবচেয়ে দামিটাই বেছে নিলো।

পুরো ওয়্যারহাউজের ভেতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে সে আরো জিনিস কিনলো-বিছানার চাদর, বালিসের কভার, তোষক, কম্বল, কাটিং বোর্ড, তিনটা বড় কার্পেট, কয়েকটা কাজের জন্য ল্যাম্প, আর বেশ কিছু অফিস সাপ্লাই-ফোল্ডার, ফাইল বক্স, স্টোরেজ বক্স ইত্যাদি।

আইরিন নাসেরের আইডি দেখিয়ে ওয়াস্প এন্টারপ্রাইজের একটা কার্ডে বিল দিয়েছে সে। জিনিসগুলো তার অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে গিয়ে ফিট করে দেয়ার জন্য টাকা পরিশোধ করলো। বিল হলো ৯০,০০০ ক্রোনারের কিছু উপরে।

৫টার মধ্যে সোদারে ফিরেই সে এক্সেলসনের হোম ইলেক্ট্রনিক্সে ঢু মারলো। এখান থেকে সে একটা ১৯ ইঞ্চি টিভি আর রেডিও কিনে আরেকটা স্টোরে গিয়ে ভ্যকুয়াম ক্লিনার কিনলো। তাছাড়া আরো টুকিটাকি যেমন, মোছামুছির তোয়ালে, ডিশওয়াশিং লিকুইড, বালতি, কিছু ডিটারজেন্ট, সাবান, টুথব্রাশ আর বড় এক প্যাকেট টয়লেট পেপার।

ক্লান্ত হলেও কেনাকাটা করে সে খুশি। সবগুলো জিনিস ওর নিশান মাইক্রোতে বেঁধে হর্নসগাটানে ক্যাফে জাভায় নেমেছে সে। পাশের টেবিল থেকে সান্ধ্যকালীন পত্রিকা নিয়ে পড়ে দেখলো সুইডেনে তখনো সোশাল ডেমোক্রেটরাই শাসন করছে, কোন বিশেষ ঘটনা এর মধ্যে ঘটে নি যতদিন বাইরে ছিলো ও।

৮টার সময় বাড়ি ফিরে অন্ধকারে জিনিসগুলো অ্যাপার্টমেন্টে আনলো, হলের মধ্যে একটা বড় স্তুপ করে ওগুলো রাখার জায়গা খুজলো। ব্লমকোভিস্টের কথা ভাবলো সে, আজ সকালে চিঠি পাওয়ার আগ পর্যন্ত গত কয়েকমাসে তার কথা একবারও মনে পড়ে নি। সে কি বাড়িতে আছে, আর ঐ মহিলা বার্গার কি এখন তার অ্যাপার্টমেন্টে।

কিছুক্ষণ পর গভীর একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বাথরুমে গেলো সে, তারপর পানিতে শরীর ডুবিয়ে দিয়েছে। স্তনের বোটায় জোরে চিমটি দিয়ে দম নিলো যতক্ষণ না ফুসফুসে ব্যথা শুরু হলো।

ব্লমকোভিস্ট পৌছালে এডিটর ইন চিফ এরিকা বার্গার ঘড়িতে সময় দেখলো।

মাসের দ্বিতীয় মঙ্গলবার ঠিক সকাল ১০:০০টার প্লানিং মিটিংএ সে ১৫ মিনিট

দেরী করে এসেছে। পরবর্তি সংখ্যার আউটলাইন করা হয়ে গেছে, কয়েকমাসের কন্টেন্টও অগ্রীম ঠিক করা হয়েছে।

দেরীর জন্য ক্ষমা চাইলো ব্লমকোভিস্ট আর বিড়বিড় করে যে ব্যাখ্যা দিতে লাগলো তাতে কেউই কান দিলো না। বার্গার ছাড়াও মিটিং আছে ম্যানেজিং এডিটর মেলিন এরিকসন, পার্টনার ও আর্ট ডিরেক্টর ক্রিস্টার মাম, রিপোর্টার মনিকা নিলসন এবং পার্টটাইমার লোত্তা করিম এবং হেনরি কর্তেজ। ব্লমকোভিস্ট তক্ষুণি খেয়াল করলো ইন্টার্ন মেয়েটি নেই, ঐ *গ্রুপে* একটা নতুন মুখ। বার্গারের অফিসের ছোট্ট কনফারেন্স টেবিলে মিটিং হচ্ছে আর মিলেনিয়ামের প্লানিং সেশনে কোন আউটসাইডারকে রাখা অস্বাভাবিক ব্যাপার।

এরিকা বললো, "উনি ড্যাগ সিভনসন, ফ্রি-ল্যান্সার। তার কাছ থেকে আমরা একটা আর্টিকেল কিনবো।

ব্লমকোভিস্ট তার সাথে হাত মেলালো। নীল চোখের ব্লন্ড সিভেনসন এর ক্রু কাট আর তিন দিনের দাড়ি মুখে, প্রায় ত্রিশ বছর বয়স এবং দেখতে কেতাদূরস্ত।

"আমরা প্রতিবছর এক থেকে দুইটা থিমভিত্তিক ইস্যু বের করি।" বার্গার বলতে শুরু করলো যেখান থেকে থেমেছিলো, "মে ইসুতে আমি এই গল্পটা ছাপাতে চাই। ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত প্রিন্টার বুক হয়ে আছে, এই তিন মাস আমাদের সুযোগ আছে আর্টিকেলগুলো তৈরি করার।"

"তো, থিমগুলো কি?" ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢালতে ঢালতে ব্লমকোভিস্ট জোরে জোরে বললো।

"গত সপ্তাহে ড্যাগ একটা লেখার আউটলাইন নিয়ে এসেছিলো। সে জন্যই আমি তাকে আজকের মিটিংয়ে থাকতে বলেছি। এরপর তুমি বলবে, ড্যাগ?"

"পাচার," ড্যাগ বললো, "মানে যৌন ব্যবসা। এ'ক্ষেত্রে প্রথমে বাল্টিক দেশগুলো আর পূর্ব ইউরোপ থেকে পাচার হওয়া মেয়েদের সম্পর্কে। শুরু থেকে যদি আমাকে বলতে অনুমতি দেন তো-এই বিষয়ের উপরে আমি একটা বই লিখছি আর এজন্যই আমি *মিলেনিয়াম*-এ যোগাযোগ করেছি-যেহেতু আপনাদের এখানে বই প্রকাশনার কাজটা করা হয়ে থাকে।"

সবাই অবাক হলো। *মিলেনিয়াম* প্রকাশনী থেকে এযাবৎ একটা বই-ই বের হয়েছে, বিলিয়নেয়ার ওয়েনারস্ট্রমের অর্থনৈতিক কেলেংকারী নিয়ে। সুইডেনে বইটার ছয়টি সংস্করণ হয়েছে, নরওয়ে, জার্মানি এবং ইংরেজিতে, আর শীঘ্রই ফরাসিতে অনুবাদ হবে। বিক্রয় সাফল্য এতোটাই যে সবগুলো পত্রিকায় এটা রিপোর্ট হয়েছে আর এরইমধ্যে এটা সর্বজনবিদিত হয়ে গেছে।

"আমাদের বই প্রকাশনার কাজটা খুব ব্যাপক নয়," আমতা আমতা করে ব্লমকোভিস্ট বললো।

সিভেনসন তারপরও একটু হাসলো। "আমি এটা বুঝি। তবে আপনাদের বই

প্রকাশের ব্যবস্থা আছে।"

"আরো অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান রয়েছে," ব্লমকোভিস্ট বললো, "তারা এ ব্যাপারে অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত।"

"নিঃসন্দেহে," বললো বার্গার। "তবে এক বছর ধরেই আমাদের নিয়মিত কাজের পাশাপাশি একটা ভালোমানের প্রকাশনা শুরু করার কথা আলোচনা করছি। দু'টো বোর্ড মিটিংয়ে ব্যাপারটা তুলেছিও, সবাই ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। শুরু করার জন্য এটা ভালো একটা বই হবে।"

"নারীপাচার," ব্লমকোভিস্ট বললো, "এব্যাপারে বলুন আমাদের।"

"চার বছর ধরে আমি এই বিষয়টা নিয়ে আছি। আমার বান্ধবীর মাধ্যমে এই ব্যাপারটার সাথে আমি জড়িয়ে পড়ি। ওর নাম মিয়া জোহানসন, ক্রিমিনোলজিস্ট এবং জেন্ডার স্টাডিতে পড়েছে। আগে ও কাজ করতো অপরাধ দমন কেন্দ্রে, সেক্স ট্রেডের উপর একটা রিপোর্ট লিখেছে।"

"তার সাথে আমার দেখা হয়েছে," হঠাৎ এরিকসন বলে উঠলো। "দুই বছর আগে একটা ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম আমি, তখন কোর্টে নারী ও পুরুষকে কিভাবে দেখা হয় তার উপর তুলনামূলক একটা রিপোর্ট ছাপা হয় তার।"

সিভেনসন হাসলো। "ওটা সাড়া ফেলেছিলো, তবে ও পাঁচ-ছয় বছর ধরে পাচারের উপর গবেষণা করছে। এভাবেই আমাদের পরিচয়। ইন্টরনেটে আমি সেক্সট্রেডের উপর একটা লেখা তৈরী করছিলাম, তাই তার কাছে এব্যাপারে পরামর্শ নেয়ার জন্য গিয়েছিলাম। দীর্ঘ একটা লেখাকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য আমরা দু'জন একসাথে কাজ করতে শুরু করি, সে একজন গবেষক আর আমি সাংবাদিক। ঐ সময়ই আমরা ডেটিং শুরু করি এবং এক বছর ধরে আমরা একসাথে আছি। সে এখন ডক্টরেট করছে এবং এই বছরেই ওর থিসিস প্রকাশ করবে।"

"সে তাহলে একটা ডক্টরাল থিসিস লিখছে আর তুমি...?"

"আমি ওর থিসিসটাকে জনপ্রিয় ঢং এ লিখছি এবং আমার নিজস্ব গবেষণা যোগ করছি। একই সাথে আর্টিকেলের ফর্মে একটা সংক্ষিপ্ত রূপ যেটা এরিকার জন্য আউটলাইন করেছি।"

"ঠিক আছে, তুমি টিমের হয়ে কাজ করছ। লেখাটা কি?"

"আমাদের সরকার সেক্সট্রেডের উপরে কঠিন আইন প্রণয়ন করেছে, আইন যথাযথভাবে পালন হচ্ছে কিনা দেখার জন্য পুলিশ আছে, এবং এ'ধরণের অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের জন্য কোর্টও আছে-যৌন সেবা ক্রয় করাটা অপরাধ বলে গন্য হবার পর থেকে আমরা পতিতার খদ্দেরদের যৌন অপরাধী বলে থাকি-আমাদের গণমাধ্যম আছে যেখানে এই বিষয়ের উপর গরম গরম আর্টিকেল লেখা হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার অন্যদিকে, রাশিয়া এবং বাল্টিক থেকে

সবচেয়ে বেশি পতিতা আমদানী করে থাকে যে দেশসমূহ তাদের মধ্যে সুইডেন অন্যতম।"

"আর তোমার কাছে এর সপক্ষে তথ্য প্রমান আছে?"

"এটা গোপন কিছু নয়। কোন সংবাদও না। নতুন যেটা তা হলো আমরা প্রায় এক ডজন মেয়ের সাথে কথা বলেছি। তাদের বেশিরভাগই পনেরো থেকে বিশ বছর বয়সী। পূর্ব ইউরোপে সামাজিক দৈন্যের শিকার হয়ে তারা কোন ভালো কাজের প্রতিশ্রুতি পেয়ে সুইডেনে এসেছে, কিন্তু এক দুর্নীতিবাজ সেক্স মাফিয়াদের চক্রে পড়ে সব স্বপ্নের পরিসমাপ্তি হয়েছে। মেয়েগুলো এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে যা আপনি কোনো সিনেমায়ও দেখতে পাবেন না।"

"আচ্ছা।"

"বলতে গেলে মিয়ার থিসিসের বিষয়ও সেরকমই। তবে বইয়ের বিষয় তা নয়।"

প্রত্যেকে মনোযোগ দিয়ে শুনছিলো।

"মিয়া তাদের ইনন্টারভিউ করেছে। আমার কাজ ছিলো সাপ্লায়ার এবং ক্লায়েন্টের তালিকা করা।"

ব্লমকোভিস্ট হাসলো। সিভেনসনকে সে আগে দেখে নি, তবে তৎক্ষণাৎ তার মনে হলো সিভেনসন সে ধরণের সাংবাদিক যাদেরকে সে পছন্দ করে—যারা খবরের অন্তস্থলে প্রবেশ করার অধিকার রাখে। ব্লমকোভিস্টের কাছে সাংবাদিকতার গোল্ডেন রুল হচ্ছে সবসময়ই এমন কিছু মানুষ থাকে যারা দায়িত্ববান। ভালো মানুষ আর কি।

"আর আপনি মজার কিছু কাহিনী পেয়ে গেলেন?"

"উদাহরণস্বরূপ আমি একটা ডকুমেন্ট দেখাতে পারি যে মিনিস্ট্রি অব জাস্টিসের একজন সিভিল সার্ভেন্ট যিনি সেক্স-ট্রেড ল এর খসড়া তৈরি করেছিলেন, তিনি সেক্স মাফিয়াদের এজেন্সির মাধ্যমে সুইডেনে আসা দু'টো মেয়েকে নির্যাতন করেছেন। ওদের একজনের বয়স পনেরো।"

"ওয়াও।"

"গত তিন বছর ধরে আমি টানা এই গল্পটা নিয়ে কাজ করছি। বইটিতে পতিতার খদ্দেরদের উপর কেস স্টাডি থাকবে। তিনজন পুলিশ যাদের একজন সিকিউরিটি পুলিশে এবং একজন ভাইস স্কোয়াডে কাজ করে। পাঁচজন আইনজীবি আছে, একজন প্রোসিকিউটর এবং একজন বিচারক। তিনজন সাংবাদিকও আছে যাদের একজন সেক্স ট্রেডের উপর আর্টিকেল লিখেছে। ব্যাক্তিগত জীবনে সে পতিতার খদ্দেরদের থেকে আসা এক বেশ্যার সঙ্গে ধর্ষণের ফ্যান্টাসিতে মেতেছিলো—এই ঘটনায় ব্যাপারটা সম্মতিসাপেক্ষ কোন সেক্স প্লে না। আমি নাম প্রকাশ করার কথা ভাবছি। আমি প্রমাণসহ ডকুমেন্ট পেয়েছি।"

ব্লমকোভিস্ট শিষ বাজালো। "আমি আবার প্রকাশনায় নামছি যখন, ডকুমেন্টগুলোর চুলচেরা ভেতরে প্রবেশ করতে চাই আমি," সে বললো। "গতবার আমি সোর্স খুঁজে বের করার জন্য জেলের ভেতরে দুই মাস ব্যয় করেছি।"

"আপনি যদি এটা প্রকাশ করতে রাজী থাকেন, আমি আপনাকে সব ডকুমেন্ট দেবো। তবে মিলেনিয়ামের কাছে একটা শর্তে আমি গল্পটা বিক্রি করতে চাই।"

"ড্যাগ বইটাও ছাপাতে চায়," বার্গার বললো।

"মূল কথা হলো আমি একটা বোমা ফাটাত চাই আর বর্তমানে *মিলেনিয়াম* হলো দেশের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য আর সোচ্চার ম্যাগাজিন। আমি বিশ্বাস করি না অন্য কোনো প্রকাশনি এই রকম একটা বই প্রকাশের সাহস দেখাবে।"

"তাহলে কোনো বইও না, আর্টিকেলও না?" ব্লমকোভিস্ট বললো।

"আমার মনে হয় এটা বেশ ভালোই," এরিকসন বললো। কোর্তেজও বিড়বিড় করে সম্মতি জানালো।

"আর্টিকেল আর বই দু'টি ভিন্ন জিনিস," বার্গার বললো। "ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে মিকাইল প্রকাশক এবং কনটেন্টের দায়িত্বে আছে। বই প্রকাশনায় অবশ্য লেখকই কনটেন্টের দায়িত্ব নেবে।"

"আমি জানি," সিভেনসন বললো। "এটা কোন ব্যাপার না। বইটা প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে যাদের নাম আমি উল্লেখ করবো তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে মিয়া পুলিশ রিপোর্ট করবে।"

"এতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে," কোর্তেজ বললো।

"এতো গেলো গল্পের অর্ধেকটা মাত্র," সিভেনসন বললো। "আমি কয়েকটা নেটওয়ার্ক এনালাইসিস করেছি যারা সেক্স ট্রেডের মাধ্যমে টাকা কামায়। মানে সংগঠিত অপরাধ সম্পর্কে বলছি।"

"কারা জড়িত এতে?"

"এটাই হলো দুঃখজনক বিষয়। সেক্স মাফিয়াদের নেটওয়ার্কে কেউই নেই। এই গবেষণা শুরুর আগে আমি ঠিক জানি না যে কি প্রত্যাশা করেছিলাম, তবে যেভাবেই হোক আমরা–অন্তত আমি–এই ধারণা করেছিলাম 'মাফিয়া' হলো সমাজের উপরতলায় থাকা একটা গ্যাং। বেশ কিছু আমেরিকান সিনেমা থেকে এরকম একটা ইমেজ এসেছে সম্ভবত।" ব্লমকোভিস্টের দিকে তাকিয়ে বললো, "ওয়েনারস্ট্রম সম্পর্কে আপনার লেখাটাতেও দেখানো হয়েছে যে কখনো কখনো এটাই প্রকৃত ঘটনা। তবে ওয়েনারস্ট্রম একটা ব্যতিক্রম বলা যায়। আমি যেটা উদ্‌ঘাটন করেছি তাতে দেখা যায় নিষ্ঠুর আর স্যাডিস্টিক কিছু সর্বহারা লোক যারা পড়তে বা লিখতে পারে না, একটা প্রতিষ্ঠানে রূপ পাওয়া এবং কৌশলগত চিন্তার আগে এরা সবাই ছিলো সম্পূর্ণ মাথামোটা। তারা মোটরবাইক গ্যাংদের সংস্পর্শে

এসে আরো সংগঠিত হয়েছে, তবে সাধারণভাবে একদল মাথা মোটা লোকই যৌন ব্যবসা চালায়।"

"এসব কিছু আপনার আর্টিকেলে পরিস্কার করা হয়েছে," বার্গার বললো। "আমাদের আইন আছে, পুলিশ আর বিচার ব্যবস্থা আছে যেখানে প্রতি বছর মিলিয়ন মিলিয়ন ক্রোনার ট্যাক্স দিয়ে অর্থায়ন করছি আমরা সেক্স ট্রেডের জন্য...আর তারা এইসব মাথামোটাদের নখও স্পর্শ করতে পারছে না।"

"মানবাধিকারের উপর এটা সাংঘাতিক হুমকি, আর যতদূর মনে হয় এতে সম্পৃক্ত মেয়েগুলো সমাজের নিচু তলার বাসিন্দা, তাই আইনি ব্যবস্থার প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ নেই। তারা ভোট দেয় না। কোন কৌশলে ব্যবহারের জন্য ছাড়া খুব কমই তারা সুইডিশ ভাষায় কথা বলে। সেক্স ট্রেডের সাথে সম্পৃক্ত সব অপরাধের মধ্যে ৯৯.৯৯ ভাগই পুলিশে রিপোর্ট করা হয় না, আর তাদের মধ্যে খুব কম অভিযোগ এনেছে। সুইডেনের অপরাধ জগতে এটাই সবচেয়ে বড় আইসবার্গ। কল্পনা করুনতো ব্যাংক ডাকাতির বিষয়টা যদি এমন গাছাড়াভাবে দেখা হোতো। এটা ভাবা যায় না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাকে এভাবে উপসংহার টানতে হচ্ছে যে সমস্যাটা এভাবে থাকতো না যদি ব্যপারটা এই না হোতো যে অপরাধসংক্রান্ত বিচার বিভাগ এটা নিয়ে কাজ করতে চায় না। টালিন আর রিগা থেকে আসা টিনেজ মেয়েদের উপর আক্রমন বড় কথা না, বেশ্যা তো বেশ্যাই। এটা সিস্টেমের অংশ।"

"আর সবাই এটা জানে," নিলসন বললো।

"তাহলে আপনারা সবাই কি ভাবছেন?" বার্গার বললো।

"আমার পছন্দ হয়েছে," ব্লমকোভিস্ট বললো। "গল্পটার সাথে আমরা ওতপ্রোতভাবে থাকবো, আর *মিলেনিয়াম*কে প্রথম স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্যই এটা করবো।"

"এই কারনেই আমি *মিলেনিয়াম*-এ কাজ করি। প্রকাশককে যখন তখন যেকোনো কিছুতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়," বললো নিলসন।

ব্লমকোভিস্ট ছাড়া সবাই হেসে উঠলো।

"প্রকাশনির কাজ করার ব্যাপারে সেই একমাত্র উৎসাহী ছিলো," বার্গার বললো। "মে মাস থেকে আমরা এব্যাপারে কাজ শুরু করবো, আর আপনার বইটাও একই সময় আসবে।"

"বইটা কি লেখা হয়ে গেছে?" ব্লমকোভিস্ট জানতে চাইলো।

"না, আমার কাছে পুরো আউটলাইন করা আছে আর অর্ধেক লেখা হয়েছে। আপনারা যদি ছাপাতে চান এবং আমাকে অগ্রীম টাকা দেন তবে আমি ফুল-টাইম কাজ করতে পারবো। গবেষণা প্রায় পুরোপুরি শেষ। বাকি আছে শুধু কিছু বাড়তি বিবরণ–আসলে আমার জানা বিষয়বস্তু আবার চেক করে দেখা–আর সেই

লোকগুলোকে মোকাবেলা করা যাদের আমি ফাঁসাতে যাচ্ছি।"

"ওয়েনারস্ট্রমের বইটার মতোই আমরা এটা প্রকাশ করবো। লেআউট তৈরিতে এক সপ্তাহ সময় নেবে।" মাম সায় দিলো। "আর দুই সপ্তাহ প্রিন্ট করার জন্য। মার্চ এবং এপ্রিলে সবকিছু শেষ করে ফেলবো, পুরোটার সারাংশ করবো পনেরো পৃষ্ঠায়। ১৫ এপ্রিলের মধ্যে পাণ্ডুলিপি পাব, তাহলেই হাতে পর্যাপ্ত সময় থাকবে সব কাজ শেষ করার জন্য।"

"চুক্তি বা এ সংক্রান্ত ব্যাপারে কবে কি হচ্ছে?"

"এর আগে একবার বইয়ের চুক্তি করেছিলাম আমি, তবে সম্ভবত একজন উকিলের সাথে আমার কথা বলতে হবে।" ভ্রু কুঁচকে বার্গার বললো। "তবে আমি ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত শর্ট-টার্ম চুক্তিতে যেতে পারি। অন্যান্য খাতে আমরা কোনো টাকা দেই না।"

"আমার এতে আপত্তি নেই। আমার দরকার মূল বেতন।"

"অথবা খরচ বাদ দিয়ে বইয়ের আয় থেকে ফিফটি-ফিফটি ভাগ হবে। এটা কেমন হয়?"

"এটা তো খুবই ভালো," সিভেনসন বললো।

"কাজের অ্যাসাইনমেন্টের ব্যাপারে বলছি," বার্গার বললো। "ম্যালিন, আমি চাই আপনি থিম ইসুগুলোর পরিকল্পনা করবেন। সামনের মাস থেকে এটা আপনার প্রথম দায়িত্ব হবে; আপনি ড্যাগের সাথে থেকে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করবেন। লোত্তা, মার্চ থেকে মে পর্যন্ত তোমাকে সাময়িকভাবে ম্যাগাজিনের সম্পাদনা সহকারী হিসেবে চাই। তোমাকে ফুল-টাইম কাজ করতে হবে, আর ম্যালিন অথবা মিকাইল তোমাকে সময় ও সুযোগমত সাহায্য করবে ।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো এরিকসন।

"মিকাইল, আমি চাই তুমি বইটার সম্পাদনা কর।" সিভেনসনের দিকে তাকালো বার্গার। "মিকাইল স্বীকার করবে না, তবে সে আসলে খুব ভালো একজন সম্পাদক, আর সে গবেষণা জানে। আপনার বইয়ের প্রতিটি অক্ষর খুটিয়ে খুটিয়ে দেখবে সে, সবগুলো বিবরণ যাচাই করে দেখবে। আমরা খুশি যে আপনি বইটা আমাদের ছাপাতে দিচ্ছেন, তবে মিলেনিয়াম-এ আমদের কিছু সমস্যা আছে। আমাদের দু'একজন শত্রু আছে যারা আমাদের উপরে উঠতে দিতে চায় না। এরকম কিছু আমরা প্রকাশ করতে চাইলে তা ১০০ ভাগ সঠিক হতে হবে। আমরা খারাপ কিছু দিতে পারি না।"

"আমিও এর বাইরে কিছু চাই না।"

"ভালো। তবে পুরো কাজটাতে তোমার ঘাড়ের উপর মুখ রেখে তোমার সমালোচনা করতে পারবে, এমন কাউকে তুমি রাখতে পারবে?"

সিভেনসন দাঁত কেলালো, ব্লমকোভিস্টের দিকে চেয়ে বললো, "কাউকে নিয়ে আসুন।"

"এটা যদি কোন থিমভিত্তিক ইস্যু হয়ে থাকে, আমাদের আরো বেশি আর্টিকেল লাগবে। মিকাইল–আমি চাই তুমি সেক্সট্রেডের আর্থিক বিষয়টার উপর লিখ। বার্ষিক কত টাকার কথা বলছি আমরা? সেক্সট্রেড থেকে কারা টাকা কামায় এবং সেটা কোথায় যায়? আমরা কি প্রমানসহ হাজির করতে পারি না যে কিছু টাকা সরকারের ভান্ডারে শেষ হয়? মনিকা–সাধারনভাবে যে যৌন আক্রমনগুলো হয়ে থাকে ওগুলো তুমি চেক করবে। মহিলা আশ্রয়কেন্দ্র, গবেষক, ডাক্তার এবং কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিতদের সাথে তুমি কথা বলবে। ড্যাগসহ তোমরা দু'জন অন্যান্য আর্টিকেলগুলো তৈরি করবে। হেনরি–আমি মিয়া জোহানসনের একটা স্বাক্ষাৎকার চাই। কে সে, তার গবেষণা কি নিয়ে, সেটার উপসংহার কি–এগুলো তুলে ধরবে। তারপর তুমি এটা পড়ে পুলিশ রিপোর্ট থেকে কেস স্টাডি করবে। ক্রিস্টার–ছবি চাই। আমি জানি না কিভাবে এটা তুলে ধরবেন। চিন্তা করুন।"

"ইলাস্ট্রেশনের জন্য এটা সবচেয়ে সহজ থিম। সৃজনশীল। কোনো সমস্যা নেই।

"আরেকটা ব্যাপার," সিভেনসন বললো। "খুব কম পুলিশ আছে এই কাজে নিয়োজিত। তাদের স্বাক্ষাৎকার নেয়া যেতে পারে।"

"আপনার কাছে কোন নাম আছে?" কোর্তেজ বললো।

"ফোন নাম্বারসহ আছে।"

"দারুণ," বার্গার বললো। "মে ইস্যুর থিম হচ্ছে সেক্সট্রেড। যে বিষয়টি তুলে ধরা হবে তাহলো পাচার মানবাধিকারের বিপক্ষে একটা অপরাধ এবং পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে এই অপরাধীদের মুখোশ খুলে দিতে হবে অথবা যুদ্ধাপরাধীর মতই তাদের মৃত্যুদণ্ড বা শাস্তি প্রদান করতে হবে। তাহলে শুরু করা যাক।"

অধ্যায় ৫

বুধবার, জানুয়ারি ১২–শুক্রবার, জানুয়ারি ১৪

আঠারো মাস আগে সালান্ডার যখন প্রথমবার ভাড়া করা নিশান মাইক্রোতে করে আপেলভিকেনে আসে তখন ওর কাছে জায়গাটা একেবারে অপরিচিত বলে মনে হয়েছিলো। পনেরো বছর বয়স থেকে সে বছরে দুইবার নার্সিং হোমে আসে, ওর মা এখানে থাকার সময়ই বাজে ঘটনাটা ঘটার পর থেকে। আপেলভিকেনে ওর মা দশ বছর কাটিয়েছে, এখানেই ছেচল্লিশ বছর বয়সে মারা যান, শেষ বার যখন প্রাণঘাতি সেরেব্রাল হেমারেজের শিকার হন তিনি।

ছোট সেরেব্রাল হেমারেজের পর শেষ চোদ্দটা বছর এগনেটা সোফিয়া সালান্ডারের জীবন থেমে গিয়েছিলো, নিজের যত্নও নিতে পারতো না সে। মাঝে মাঝে নিজের মেয়েদেরও চিনতে পারতো না।

মায়ের কথা ভাবলেই সালান্ডারের কেমন অসহায় আর নিকষ কালো রাতের কথা মনে হতো। টিনেজার হিসেবে ও স্বপ্ন দেখতো একদিন তার মা ভালো হবে এবং তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি হবে। ওর মন এটা ভাবলেও মাথা ঠিকই জানান দিতো এটা সম্ভব নয়।

তার মা ছিলো খাটো আর হালকা-পাতলা, তবে দেখতে সালান্ডারের মতো এরকম রোগাটে ছিলো না। আসলে তার মা ছিলো আপাদমস্তক সুন্দরী আর সুন্দর ফিগারের অধিকারী, তার বোন ক্যামিলার মতো।

বোন সম্পর্কে সালান্ডার কিছু ভাবতে চায় না।

সালান্ডারের জন্য এটা নিদারুণ দুর্ভাগ্যের বিষয় সে আর তার বোন নাটকীয়রকম ভিন্ন। তারা জমজ, বিশ মিনিটের ব্যবধানে জন্ম নিয়েছে।

লিসবেথ প্রথমে জন্মায়। ক্যামিলা সুন্দরী।

তারা এতটাই ভিন্ন যে মনে হয় না তারা দু'জন একই মায়ের গর্ভে জন্মেছে। জেনেটিক কোডে কোনো গোলমাল না হলে লিসবেথ তার বোনের মতই অপূর্ব সুন্দরী হয়ে জন্মাতো। আর এমনই পাগল।

বালিকা বয়স থেকেই ক্যামিলা খুব বহির্মুখী, জনপ্রিয় আর স্কুলে সফল একটা মেয়ে ছিলো, যেখানে লিসবেথ ছিলো চুপচাপ, অন্তর্মুখী, শিক্ষকদের প্রশ্নের জবাব দিতো না। ক্যামিলার রেজাল্ট ছিলো খুব ভালো, লিসবেথের কখনোই তা ছিলো না। স্কুলে থাকতেই ক্যামিলা ওর বোনের চেয়ে পয়েন্টে এত এগিয়ে ছিলো যে লিসবেথ যে পথে স্কুলে যেত সেই পথ দিয়ে ক্যামিলা যেতো না পর্যন্ত। শিক্ষক ও

বন্ধুরা খেয়াল করে দেখেছে দুই বোন একসাথে কোনো কাজে করে না, একসাথে পাশাপাশি বসে না। আট বছর বয়স থেকেই ওরা আলাদা ক্লাস করতো। তারপর বারো বছরে পৌঁছালে বাজে ঘটনাটা ঘটলো এবং তাদের দুজনকে আলাদা ফস্টার হোমে রাখা হলো। ওদের সতেরোতম জন্মদিন থেকে কোনো দেখা-স্বাক্ষাৎ হয় নি তাদের, লিসবেথ কালো চোখের আর ক্যামিলা মোটা ঠোঁটের অধিকারী হওয়ার পর থেকে। লিসবেথ জানে না ক্যামিলা এখন কোথায় থাকে, আর তাকে খোঁজার কোনো চেষ্টাও করে নি সে।

লিসবেথের চোখে ক্যামিলা অসৎ, দুর্নীতিবাজ আর স্বেচ্ছাচারি। কিন্তু লিসবেথকে সমাজ অক্ষম হিসেবে ঘোষণা করেছে।

বৃষ্টির ভেতর মূল প্রবেশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় জ্যাকেটের চেইন লাগালো সে। বাগানের বেঞ্চে বসে চারদিকে তাকালো। আঠারো মাস আগে যখন এসেছিলো তার মা তখন বেঁচে আছে। নর্থে ব্লমকোভিস্টকে সাহায্য করতে যাওয়ার সময় সে এই নার্সিং হোমে ঢু মারে। মাকে অস্থির আর তাকে চিনতে পারছে না বলে মনে হচ্ছিলো, হাতটা শক্ত করে ধরে রেখে কেমন চঞ্চল দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন তিনি। সালান্ডারের তাড়া ছিলো, তাই হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সে মাকে জড়িয়ে ধরে, তারপর মটরসাইকেলটা চালিয়ে চলে গিয়েছিলো ।

আপেলভিকেনের পরিচালক এগনেস মিকাইলসন তাকে উষ্ণ অভ্যর্থণা জানিয়ে স্টোররুমে নিয়ে গেলো যেখানে তারা কার্ডবোর্ডের বাক্সটা পেয়েছে। সালান্ডার সেটা তুলে নিলো, পাঁচ ছয় পাউন্ডের মত হবে, উত্তরাধিকার সম্পদ হিসেবে খুব বেশি না।

"আমার মনে হয়েছিলো যে আপনি একদিন না একদিন আসবেনই।" মিকাইলসন বললো।

"আমি দেশের বাইরে ছিলাম।" সালান্ডার বললো।

বাক্সটা হেফাজতে রাখার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওটা গাড়িতে নিয়ে গেলো এবং শেষবারের মত আপেলভিকেন ত্যাগ করলো।

বিকেলনাগাদ সালান্ডার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে আসে। মায়ের বাক্সটা না খুলেই হলের একটা ক্লোসেটে রেখে দেয়। তারপর আবার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হয়। ফ্রন্ট ডোর খুলতেই একটা পুলিশের গাড়ি আস্তে চলে যেতে দেখে। তার ভবনের সামনে কর্তৃপক্ষের অবস্থান লক্ষ্য করে সে সতর্কদৃষ্টিতে, কিন্তু ওর ব্যাপারে তাদের কোনো আগ্রহ নেই দেখে সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে।

এইচ অ্যান্ড এম কাপাল-এর ডিপার্টমেন্ট স্টোরে গিয়ে সে একটা নতুন ওয়ার্ডরোব কেনে। কিছু প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় যেমন, প্যান্ট, জিন্স, টপস আর মোজা কেনে। খুব দামি ডিজাইনারের পোশাক সে পছন্দ করে না, তবে এখন সে দ্বিতীয় কোনো চিন্তা না করেই আধ ডজন জিন্স কিনে ফেলে। তার সবচেয়ে অপচয়

হলো টুইলফিট থেকে একগাদা পেন্টি আর ব্রা কেনা, এটাও অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিস বটে। তবে আধ ঘন্টা ঘোরাঘুরি করে সে এমন এক সেট পোশাক কিনলো যেগুলোকে সেক্সি এবং এরোটিক বলা যায়, আগে কখনোই সে এধরণের পোশাক কেনার কথা স্বপ্নেও ভাবতো না। রাতের বেলা ওগুলো পরে দেখতে গিয়ে নিজেকে ভীষণ আহাম্মক মনে হলো তার। আয়নায় যা দেখলো তা হলো একটা হ্যাংলাপাতলা টাট্টুআঁকা মেয়ের শরীরে বেখাপ্পা অন্তর্বাস। ওগুলো খুলে সে ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দিলো।

কিছু শীতকালীন জুতা আর দুই জোড়া ঘরে পড়ার জন্য হালকা জুতা কেনার পাশাপাশি একজোড়া হাইহিলযুক্ত কালো বুটও কিনেছে যা পড়লে ওকে একটু লম্বা দেখায়। বাদামি চামড়ার একটা ভালো শীতের জ্যাকেটও নিয়েছে সে।

ভাড়া করা গাড়িটা রিঙ্গেনের কাছে গ্যারেজে রেখে আসার আগে কফি আর স্যান্ডউইচ বানালো। হেটে হেটে বাড়ি ফিরে সারাটা সন্ধ্যা অন্ধকারে জানালার পাশে বসে সল্টসিওন-এর পানি দেখে কাটিয়ে দিলো সে।

চিজকেক কেটে কেটে প্রতিটা স্লাইসে রাস্পবেরি আইসক্রিম দিয়ে সাজালো মিয়া জোহানসন। প্রথমে সে বার্গার আর ব্লমকোভিস্টকে পরিবেশন করে সিভেনসন আর নিজের প্লেট নিলো। এরিকসন ডেসার্ট নেয়নি বলে তাকে সনাতন ডিজাইনের ফুল আঁকা পোরসিলেনের কাপে করে ব্লাক কফি দেয়া হয়েছে।

"এটা আমার দাদীর চিনের সার্ভিস," এরিকসনকে কাপটা পর্যবেক্ষণ করতে দেখে মিয়া বললো।

"তিনি সবসময় আতঙ্কে থাকেন কাপটা বুঝি ভেঙ্গে যাবে," সিভেনসন বললো, "আমাদের কোনো সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ অতিথি এলেই তিনি এটা বের করে দেন।"

জোহানসন হাসলো। "শৈশবে আমি আমার দাদীর সাথে অনেকদিন কাটিয়েছি, এবং চীনা সামগ্রীগুলোর প্রায় সবই আমি ধ্বংস করেছি।

"সত্যিই খুব সুন্দর এগুলো।" এরিকসন বললো। "আমার রান্নাঘরের একশতভাগ ফিটিংসই IKEA-কোম্পানির।"

ফুলেল কফি কাপগুলোর দিকে ব্লমকোভিস্টের মনোযোগ নেই, বরং সে মুগ্ধ হয়ে দেখছে চিজকেকের প্লেটগুলো। সপ্রশংস চোখে তা দেখলো সে, বার্গারও তার অনুভূতির সাথে একাত্ম হলো।

"হায় খোদা, আমি ডেসার্ট দিতেও না করে দিয়েছি," এরিকসনের দিকে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে তাকিয়ে সে বললো।

আজকের ডিনারটা তাদের কর্মপরিকল্পনা আর পরবর্তি ইস্যুর থিম নিয়ে

আলোচনার উদ্দেশ্যে, আর নিজেদের মধ্যে একটা সমঝোতাও হবে এর মধ্য দিয়ে। সিভেনসন তার বাসায় একসাথে খাওয়া-দাওয়ার জন্য বলেছে, সেইসূত্রে জোহানসন তাদের টক-মিষ্টি স্বাদের চিকেন পরিবেশন করেছে যা ব্লমকোভিস্ট আগে কখনো খায় নি। ডিনারের পর দারুন দুই বোতল স্প্যানিশ রেড ওয়াইন নিয়েছে তারা, সিভেনসন তাদের ডেসার্টের সাথে টুলামোর ডিউ নিতে বললো, শুধুমাত্র বার্গার বোকার মত না করে দিলে গ্লাস সরিয়ে নিলো সিভেনসন।

এটা এক বেডরুমের বাসা। সিভেনসন আর জোহানসনের সম্পর্ক কয়েক বছরের, তবে এক বছর আগে তারা একসাথে থাকতে শুরু করেছে।

৬টার সময় তারা একসাথে হলেও ডিনার দেয়া হয়েছে ৮:৩০-এ, এর মধ্যে কাজের কোনো কথাই হয় নি, তবে ব্লমকোভিস্ট খেয়াল করে দেখলো এদের সঙ্গ তার বেশ ভালো লাগছে।

বার্গারই অবশেষে কথা শুরু করলো যার জন্য আজ তারা এখানে সমবেত হয়েছে। জোহানসন তার থিসিসের একটা প্রিন্টআউট নিয়ে বার্গারের সামনে টেবিলের উপর রাখলো। অবাক করা চমৎকার শিরোনাম–'ফ্রম রাশিয়া উইথ লাভ'–অবশ্যই ব্যতিক্রমধর্মী, ইয়ান ফ্লেমিংয়ের ক্লাসিক নোবেল। উপশিরোনাম হলো–'পাচার, সংগঠিত অপরাধ এবং সমাজের প্রতিক্রিয়া।'

"আমার করা থিসিস আর ড্যাগের লেখাটার মধ্যে পার্থক্যটা আপনাদের বুঝতে হবে," সে বললো। "ড্যাগের বইটা বিতর্কিত, পাচারের মাধ্যমে যারা টাকা বানাচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যে লেখা। আমার থিসিস হলো পরিসংখ্যান, মাঠ গবেষণা, আইনের বিষয় এবং সমাজ আর আদালত কিভাবে ভিকটিমদের দেখে।"

"মানে মেয়েদের।"

"তরুণীদের, সাধারণত পনেরো থেকে বিশ বছরের, শ্রমিকশ্রেণী, স্বল্পশিক্ষিত। তাদের পারিবরিক জীবন টালমাটাল, কেউ কেউ শৈশবেই শ্লীলতাহানির শিকার হয়। সুইডেনে আসার অন্যতম কারণ তাদের অনেক মিথ্যে গেলানো হয়।"

"সেক্সট্রেডারদের দ্বারা?"

"আমার থিসিসে জেন্ডার সংক্রান্ত একটা ব্যাপার রেখেছি। গবেষকরা সচরাচর জেন্ডার লাইনে স্পষ্ট কোনো রেখা টানতে পারে না। মেয়েরা শিকার আর পুরুষেরা শিকারী। গুটিকয়েক মহিলা যারা সেক্সট্রেডের মাধ্যমে লাভ করে তাদের বাইরে আর যেকোনো অপরাধেই যৌনতা নিজেই অপরাধের পূর্বশর্ত, কোনো অপরাধের এতটা সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নেই অথবা সমাজের এত সামান্য প্রতিবন্ধকতা নেই।"

"অথচ সুইডেনে পাচার এবং সেক্সট্রেডের ব্যাপারে কঠিন আইন আছে," বার্গার বললো, "তাই নয় কি?"

"হাসাবে না, কয়েকশত মেয়ে–যার কোনো পরিসংখ্যান নেই, এটা

পরিস্কার–তাদের পতিতা হিসেবে সুইডেনে আনা হয় প্রতি বছর, যার মানে দাঁড়ায় নিয়মতান্ত্রিক ধর্ষণের জন্য তাদের দেহকে সহজলভ্য করা। পাচারের বিরুদ্ধে আইন পাশ হবার পর খুব কমই তা আদালতে যাচাই হয়েছে। প্রথমবার ২০০৩ এর এপ্রিলে, সেই উন্মাদ সর্দারনির বিরুদ্ধে যার লিঙ্গান্তর হয়েছিলো। সে অবশ্য বেকসুর খালাস পায়।"

"আমি ভেবেছিলাম তাকে সাজা দেয়া হয়েছে।"

"হ্যা, পতিতালয় পরিচালনার জন্য। তবে পাচারের অভিযোগ থেকে তাকে মুক্ত করা হয়। বিষয়টা ছিলো, যে মেয়েগুলো তার বিরুদ্ধে স্বাক্ষী দেয়, তাদের বাল্টিকে ফিরিয়ে নেয়া হয়। ইন্টারপোল তাদের খোঁজার চেষ্টা করলেও কয়েকমাস পরে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"তাদের কি করা হয়েছিলো?"

"কিছু না। টিভি শো ইনসাইডার এ ফলো আপ করে টালিনে যায়। ঠিক একটা সন্ধ্যার মধ্যে রিপোর্টাররা দু'জন মেয়েকে পায় যারা তাদের বাবা-মার সাথে ছিলো। তৃতীয় মেয়েটা ইতালীতে চলে গেছে।"

"বলা যেতে পারে টালিনের পুলিশ খুব করিৎকর্মা ছিলো না।"

"তারপর আরো দু'জনের সাজা হয়েছিলো, তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অন্য কোনো অপরাধে গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তি ছিলো, অথবা যারা এতটাই অহাম্মক ছিলো যে ধরা পড়ে গিয়েছিলো। আইনটা হলো একেবারে লোক দেখানো। এটার কোনো প্রয়োগ নেই। আর সমস্যাটা হলো," সিভেনসন বললো, "অপরাধটা হলো পৈশাচিক ধর্ষণ, সেই সাথে প্রায়ই যোগ হয় শ্লীলতাহানি, এবং হত্যার হুমকী, এবং মাঝে মাঝে বেআইনি কারাদণ্ড। মিনি স্কার্ট পরে ভারী মেকআপ দিয়ে যাদের নিয়ে আসা হয় তাদের বেশিরভাগ মেয়েদের প্রাত্যহিক জীবন এটা। আর এ'ধরণের মেয়েদের কোনো পছন্দ থাকে না; ওরা বাইরে গিয়ে নোংরা বুড়োগুলোর সাথে বিছানায় যাবে নাকি যৌনসঙ্গীদের দ্বারা নির্যাতিত হবে। ওরা পালাতে পারে না–ভাষা জানে না, আইন জানে না, জানে না কোথায় ঘুরে দাঁড়াবে। ওদের পাসপোর্ট কেড়ে নেয়া হয় বলে বাড়ি ফিরতে পারে না আর তাই পতিতালয়ের সর্দারনিরা তাদের অ্যাপার্টমেন্টে আটকে রাখে।"

"এটাতো ক্রীতদাস ক্যাম্পের মত শোনাচ্ছে। মেয়েগুলো আদৌ কোন টাকা পায় কি?"

"ও, হ্যা," জোহানসন বললো। "বাড়ি ফিরে যাওয়ার আগে বেশ কয়েক মাস তারা কাজ করে। তাদের ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ ক্রোনার দেয়া হয়, রাশিয়ান টাকায় যা খুব অপ্রতুল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা প্রায়ই মদ আর মাদকে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাই ঐ টাকা খুব দ্রুত শেষ হয়ে যায়। এভাবেই টিকে থাকে এই প্রথাঃ

কিছুদিন পর আবার ফিরে আসে তারা, স্বেচ্ছায়, বলা যেতে পারে, নির্যাতিত হতে।"

"বছরে কত টাকা টার্ন ওভার হয় এই ব্যবসায়?" ব্লমকোভিস্ট জানতে চাইলো।

সিভেনসনের দিকে তাকিয়ে মিয়া কিছুক্ষণ ভাবলো। তারপর জবাব দিলো,

"সঠিক হিসেব দেয়াটা একটু কঠিন। আমরা সবদিক হিসেব করে দেখেছি, কিন্তু আমাদের অধিকাংশই আন্দাজের উপর।"

"সবচেয়ে বেশি কত টাকা তাই বলুন।"

"আচ্ছা, উদাহরণস্বরূপ আমরা জানি এর আগে যে সর্দারনিকে অভিযুক্ত করা হয়েছিলো, সে দুই বছর আগে মোট ৩৫ জন নারীকে পূর্ব থেকে নিয়ে এসেছিলো, প্রত্যেকেই এখানে কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত ছিলো। ট্রায়ালের সময় জানা যায় যে এই দুই বছরে তারা দুই মিলিয়ন ক্রোনার আয় করেছিলো। আমি হিসেব করে দেখেছি একটা মেয়ে মাসে ৬০,০০০ ক্রোনার নিয়ে আসতে পারে, এর মধ্যে ধরুন ১৫,০০০ হচ্ছে থাকা-খাওয়া, কাপড়-চোপড় আর যাতায়াতের খরচ। তাদের জীবনযাপন কোনো আহামরি কিছু না, একদল মেয়ের সাথে একটা অ্যাপার্টমেন্টে গাদাগাদি করে থাকে তারা। বাকি ৪৫,০০০ এর মধ্যে দলের লোকজন পায় ২০,০০০-৩০,০০০। দলনেতা অর্ধেকটা নিজের পকেটে ঢোকায়, ধরুন ১৫,০০০ আর অবশিষ্ট টাকা কর্মচারীরা পায়। মেয়েটা পায় ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ ক্রোনার।"

"আর প্রতি মাসে?"

"মনে করুন একটা পার্টির দুই থেকে তিনটা মেয়ে আছে এ'কাজে নিয়োজিত, মাসে তারা আনছে ১৫০,০০০। একটা দলে থাকে দুই থেকে তিনজন লোক, এটাই ওদের জীবিকা। ধর্ষণ এর অর্থনৈতিক রূপটা এরকমই।"

"আর মোট কতজন সম্পর্কে আমরা বলছি...আপনাদের জানামতে?"

"একটা নির্দিষ্ট সময়ে পাচারের শিকার মেয়ে আছে একশ জন। তার মানে সুইডেনে প্রতি মাসে আয় ছয় মিলিয়ন ডলার, বছরে প্রায় সত্তুর মিলিয়ন। আর এর উৎস পাচারের শিকার মেয়েগুলো।"

"একটু পরিবর্তন মনে হচ্ছে।"

"সামান্য পরিবর্তন। আর আপেক্ষিকভাবে মোটামুটি অঙ্কের টাকার জন্য প্রায় একশটা মেয়েকে ধর্ষিত হতে হবে। আমাকে উন্মাদ করে দিয়েছে বাপারটা।"

"বস্তুনিষ্ঠ একজন গবেষকের মতই! কিন্তু কতজন ব্যক্তি এই মেয়েগুলোর উপর জীবিকা নির্বাহ করে?"

"প্রায় তিনশজন।"

"এটা কোন গুরুতর সমস্যা হবে বলে মনে হয় না।" বার্গার বললো।

“আইন এবং গণমাধ্যকে আমরা সোচ্চার হতে দেখেছি, তবে সত্যিকার অর্থে খুব কমই পূর্ব থেকে আসা এই মেয়েগুলো সম্পর্কে বা তারা কিভাবে বেঁচে আছে তার উপর কথা বলে না।”

“কি হয়ে আসছে? মানে চর্চাটা। কারো অগোচরে নিশ্চয়ই টালিন থেকে ষোল বছর বয়সী মেয়েকে নিয়ে আসাটা অসম্ভব। ওরা এখানে পৌছানোর পর কি হয়?” ব্লমকোভিস্ট জিজ্ঞেস করলো।

“আমি যখন গবেষণা শুরু করি, আমি ভেবেছিলাম খুবই সুদক্ষ কোনো সংগঠন পেশাদার মাফিয়ার মাধ্যমে মেয়ে গুলোকে সবার অগোচরে বর্ডার পার করে আনে।”

“এটা নয় তাহলে?”এরিকসন বললো।

“ব্যবসাটা সংগঠিত, তবে উপসংহারে বলবো অনেকগুলো ছোট ছোট বাজে লোকদের গ্যাং নিয়ে আমরা কথা বলছি। আরমানি স্যুট আর স্পোর্টস কারের কথা ভুলে যান-বেশিরভাগ গ্যাং হচ্ছে হাফ রাশিয়ান বা বাল্টস অথবা হাফ সুইডিশ। গ্যাং লিডার হলো চল্লিশ বছরের স্বল্প শিক্ষিত লোক, সারা জীবনে অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত। মেয়েদের ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গী সেই প্রস্তর যুগের মত। গ্যাং এর মধ্যে একজন নির্দেশদাতা আছে, সহকারীরা তাকে ভয় পায়। খুব হিংস্র, মেজাজী, নির্দেশের বাইরে গেলে যে কাউকে সরিয়ে দিতে পারে।”

তিনদিন পর সকাল ৯:৩০এ সালান্ডারের ফার্নিচার ডেলিভারি দিয়ে গেলো, দুইজন বিশালদেহী লোক ব্লন্ড নরওয়ের নাগরিক আইরিন নেসারের সাথে দেখা করে তার ফার্নিচারগুলো বাড়িতে সেট করে দিয়ে গেলো, টেবিল, কেবিনেট আর খাট। আইরিন নেসার ওদের দুপুরে আপ্যায়নের জন্য গৃক খাবার নিয়ে এলো।

লোকগুলে চলে যাবার পর সালান্ডার ওর উইগটা খুলে ফেলে সারা বাড়িতে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো তার নতুন ফার্নিচার কেমন হয়েছে। রান্নাঘরটা সত্যিই খুব অভিজাত লাগছে। কিচেনের ঠিক পাশে হল আর কিচেনের মাঝে দরজা দিয়ে তার লিভিং রুমটা করা হয়েছে, জানালার পাশে নতুন সোফা আর কফি টেবিলের পাশে হাতলওয়ালা চেয়ারগুলো। বেডরুমটা দেখে ও খুশি হলো, ম্যাট্রেসটা কেমন দেখার জন্য একটু বসলো।

অফিসের ডেস্কে বসে সল্টসিওনের সৌন্দর্য উপভোগ করছে সে। হ্যা, খুব ভালো সেটআপ হয়েছে। আমি এখানে কাজ করতে পারবো।

যদিও কি কাজ করবে জানে না।

বাকি সন্ধ্যাটা সে কাটালো সব গোছগাছ করে। বিছানা ঠিকঠাক করলো, তোয়ালে, চাদর আর বালিশের কভার ক্লোসেটে রাখলো। নতুন কাপড়ের ব্যাগটা

খুলে কাপড়-চোপড় ক্লোসেটে রাখলো। এত কেনাকাটার পরও ক্লোসেট বেশিরভাগ অংশই ফাঁকা থাকলো। বাতিটা জায়গামত লাগিয়ে কিচেনের হাড়ি-পাতিল আর ক্রোকারীগুলো কাপবোর্ড আর ড্রয়ারে সাজালো।

খালি দেয়ালের দিকে তাকিয়ে সে ভাবলো কিছু পোস্টার আর ছবি কিনতে হবে। ফুলদানিও খারাপ হবে না।

তারপর সে লুন্ডাগাটান থেকে আনা কার্ডবোর্ডের বাক্সটা খুললো। বইপত্র, ক্লিপিং আর পুরনো রিসার্চ পেপারগুলো ফেলে দিলো। হঠাৎ সে বাক্সের মধ্যে একটা কৃত্রিম লিঙ্গ দেখতে পেলো, শুষ্ক হাসি হাসলো সালান্ডার, মিম্মির কাছ থেকে পাওয়া উদ্ভট উপহারগুলোর মধ্যে এটা একটা। এটার কথা ভুলেই গিয়েছিলো সে। এই মুহূর্তটাকে উল্লেখযোগ্য করে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে সে ওটা বেডসাইড টেবিলে রেখে দিলো।

সালান্ডার একটু সিরিয়াস হলো। মিম্মি। তার একটু অপরাধবোধ হলো। এই মেয়েটার সাথে ও একটা বছর ছিলো এবং ব্লমকোভিস্টের জন্য ওকে ছেড়ে এসেছে, কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই, এমন কি ওকে বিদায় পর্যন্ত বলে নি, সে যে দেশ ছাড়ছে তাও না। আরমানস্কিকেও সে বিদায় জানায় নি, এভিল ফিঙ্গার্সের মেয়েগুলোকেও নয়। তারা নিশ্চয়ই ভাবছে ও মারা গেছে, অথবা হয়তো ওর কথা ভুলেই গেছে–গ্রুপের মধ্যে ও কেন্দ্রিয় কেউ ছিলো না।

ঐ মুহূর্তে তার মনে পড়লো সে গ্রানাডাতে জর্জ ব্লান্ডকেও বিদায় জানায় নি, সে কি এখন বিচের মধ্যে হেঁটে হেঁটে ওকে খুঁজছে। বন্ধুত্বের ব্যাপারে ব্লমকোভিস্টের কথা ওর মনে পড়লো, শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসের উপর গড়ে উঠে তা। বন্ধুদের সাথে আমি যথেচ্ছ আচরণ করি। মিম্মি কি আশেপাশে আছে, তার সাথে দেখা করবে কি না ভাবলো সে।

রাতের বেশিরভাগ সময় কাগজপত্র বাছাই করে, কম্পিউটার ইনস্টল করে আর নেট সার্ফিং করেই কাটালো সে। চটজলদি ওর বিনিয়োগের হিসেবটা করে দেখলো গত বছরের তুলনায় বেশিই আছে।

বুরম্যানের কম্পিউটারে রুটিন চেক করে দেখলো তেমন কিছুই নেই যা তাকে ভাবাতে পারে। ওর পেশাগত কাজ আর ব্যক্তিগত জীবন এমন একটা ধারণা দেয় যে মনে হবে সে একটা সেমি-ভেজিটেটিভ। মাঝে মাঝে সে নেট সার্ফ করে আর তখন বেশির ভাগ সময়ই সে পর্ন সাইটগুলোতে যায়।

রাত ২:০০টার আগে সে লগ অফ করলো না। চেয়ারের উপর কাপড়-চোপড় ছুড়ে পোশাকবিহীন বেডরুমে গেলো। বাথরুমের আয়নায় অনেকক্ষণ নিজেকে দেখলো, দেহের বাঁক, চেহারা, নতুন স্তনজোড়া দেখলো। পেছনের টাটুটা দেখলো–সুন্দর লাগছে ওটা, লাল, সবুজ আর কালো রংএর ড্রাগন। ভ্রমনের

সময়টাতে ওর চুলগুলো না কাটায় কাঁধ ছুঁয়েছিলো, তবে গ্রানাডা ছাড়ার আগে ওটার উপর দু'দফা কাঁচি চালিয়েছে সে।

ওর মনে হচ্ছিলো কিছু একটা পরিবর্তন এসেছে ওর জীবনে। হতে পারে সে বিলিয়ন ক্রোনার অর্জন করেছে বলে, যা খরচ করার সময় ভাবতে হয় না তাকে। হতে পারে প্রাপ্ত বয়সের ভূবনে দেরীতে হলেও প্রবেশ করেছে সে। অথবা ওর মায়ের মৃত্যুর পরে ওর মাঝে এই উপলদ্ধি হয়েছে যে তার শৈশব শেষ হয়ে গেছে।

জেনোয়াতে অপারেশনের সময় তার নিপল্ থেকে একটা রিং খুলে ফেলতে হয়েছিলো। তখন সে তার নিচের ঠোঁট থেকে একটা রিং খুলে ফেলে। গ্রানাডাতে সে তার বাম ঠোঁট থেকে রিংটা সরিয়ে ফেলে-এটা খুব ব্যথা দিচ্ছিলো। তার কোনো ধারণা নেই কেন সে ওটা প্রথম জায়গায় পরেছিলো।

সাত বছর ধরে জিহ্বায় পরে থাকা জিনিসটা আলগা করে সিঙ্কের পাশে শেলফের বাটিতে রাখলো। মুখটা খালি খালি লাগলো। কান ছাড়া তার এখন আর দুটো ছিদ্র আছে : বাম ভ্রূ আর নাভিতে।

সবশেষে তার নতুন কম্বল আর বিছানার নিচে গেলো সে। বিছানাটা বিশালাকৃতির; তার মনে হচ্ছিলো একটা বিশাল সকার মাঠে শুয়ে আছে। অনেকক্ষণ ভেবে গেলো সে।

অধ্যায় ৬

রোববার, জানুয়ারি ২৩–শনিবার, জানুয়ারি ২৯

প্লাসেনে মিলটন সিকিউরিটির অফিস বিল্ডিংএর চারতলায় টপ ফ্লোরে যাওয়ার জন্য এভিভেটরে উঠেছে সালান্ডার। কয়েক বছর আগে নকল করা কার্ড কী দিয়ে এলিভেটরের দরজা খুললো সে, অন্ধকার করিডোরে তাকিয়ে ঘড়িতে চোখ রাখলো, রাত ৩:১০ বাজে। নৈশপ্রহরী তিন তলায় অ্যালার্ম স্টেশনে বসে আছে, এলিভেটর শেফট্ থেকে অনেক দূরে। সালান্ডার জানে এই ফ্লোরটি প্রায় নিশ্চিত ওরই হবে।

সবসময়ের মতই সে বিস্মিত হলো, একটা সিকিউরিটি কোম্পানির নিজস্ব সম্পদের নিরাপত্তার ব্যাপারে এতটা ঢিলেমি আছে।

এক বছরে চার তলায় তেমন কোন পরিবর্তনই হয় নি। পুরনো অফিসে ঢুকলো সে, করিডোরে একটা গ্লাস দিয়ে আরমানস্কি তার জন্য ছোট একটা জায়গা সাজিয়ে দিয়েছিলো। দরজাটা তালাহীন, একবারেই কিছু বদলায় নি, শুধু দরজার পাশে একটা ওয়েস্টপেপারের জন্য কার্ডবোর্ডের বাক্স রেখেছে কেউ। অফিস চেয়ার, ডেস্ক, ওয়েস্টপেপার বাস্কেট, একটা খালি বুকশেল্ফ আর খুবই ছোট হার্ড ড্রাইভযুক্ত অব্যবহৃত ডেল পিসি।

আরমানস্কি রুমটা অন্য কাউকে দেয় নি বলেই সালান্ডারের মনে হলো। এটা একটা ভালো লক্ষণ, তবে সে জানে এটা এমন বেশি কিছু বোঝায় না। এই জায়গাটা খুব কমই কোন কাজে লাগার মত।

দরজাটা বন্ধ করে সালান্ডার করিডোরে হেটে দেখলো কোন রাতের পাখি আবার অফিসে আছে কি না। কফি মেশিনের কাছে এসে বাটন চাপলো ক্যাপুচিনো বানাতে, তারপর আরমানস্কির অফিসরুমের দরজা খুললো তার কাছে থাকা নকল কার্ড কী দিয়ে।

তার রুমটা সবসময়ের মতই নোংরা। একটু চারপাশটা দেখে নিয়ে বুকশেল্ফটা ঘেটে দেখলো, তারপর ডেস্কে বসে আরমানস্কির কম্পিউটার চালু করলো।

জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা সিডি বের করে হার্ড ড্রাইভে ঢুকিয়ে অ্যাসফিক্সিয়া ১.৩ প্রোগ্রাম চালু করলো সে। নিজে এটা রাইট করেছে, এটার একমাত্র কাজ হচ্ছে আরমানস্কির কম্পিউটারের ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার আরো নতুন ভার্সনে আপগ্রেড করা। পাঁচ মিনিট লাগলো এতে।

কাজটা শেষ করে সিডি বের করলো, নতুন ভার্সনটা লোড করে নিলে একদম অরিজিনাল ভার্সনের মতই দেখা গেলো প্রোগ্রামটা, তবে সামান্য বড় আর একটু

স্লো। ইনস্টল ডেটসহ সবগুলো ইন্সটলেশন অরিজিনালটার মতই। নতুন ফাইলের কোনো চিহ্ন নেই।

এফটিটি এড্রেসে সে হল্যান্ডের একটা সার্ভারে লিখলে কমান্ড স্ক্রিন পেলো। কপিতে ক্লিক করে আরমানস্কি/মিল্টনসিকি. লিখে ওকে ক্লিক করলে সাথে সাথে আরমানস্কির হার্ড ড্রাইভটা হল্যান্ডের সার্ভারে কপি হতে শুরু করলো। পুরো প্রোসেসটা শেষ হতে ৩৪ মিনিট লাগবে বলে ইন্ডিকেট করছে।

ট্রান্সফার হওয়ার সময়টাতে সে বুকশেল্ফের একটা কৌটা থেকে ডেস্কের চাবীটা নেয়। তারপর বাকি আধ ঘন্টা সময় সে আরমানস্কির ডানদিকের ড্রয়ারে রাখা ফাইলগুলো দেখে তার গুরুত্বপূর্ণ আর চলতি কাজগুলোর ব্যাপারে আপডেট হয়েছে। ট্রান্সফার শেষ হলে সে ফাইলগুলো আগের জায়গায় রেখে দিলো।

তারপর সে কম্পিউটার বন্ধ করে ডেস্ক ল্যাম্প নিভিয়ে খালি ক্যাপুচিনোর কাপটা সাথে নিয়েছে। যে পথ দিয়ে সে ঢুকেছিলো সেই একই পথে সে মিল্টন সিকিউরিটি থেকে বেরিয়ে এলো। রাত তখন ৪:১২।

বাড়িতে ফিরে সে ল্যাপটপটা অন করলো, হল্যান্ডের সার্ভারটাতে ঢুকে অ্যাসফিক্সিয়া ১.৩ কপি করতে লাগলো। উইন্ডো ওপেন হয়ে হার্ড ড্রাইভের নাম জানতে চাইলো। চল্লিশটা অপশন দেখালো। নিলস বুরম্যান নামের হার্ডড্রাইভটা এড়িয়ে গেলো, প্রতি মাসেই সে এটা দেখে সাধারনত। একসেকেন্ডর জন্য ব্লমকোভিস্টের ল্যাপটপ আর অফিসের কম্পিউটারে চোখ রাখলো। এক বছরের বেশি সময় ধরে সে এই আইকনে ক্লিক করে না, ইতস্তত ভাবলো ওটা মুছেই ফেলবে কি না। তবে নীতিগতভাবে সে ওগুলো রাখার সিদ্ধান্ত নিলো। –কম্পিউটার হ্যাকিং শুরু করার পর কোন তথ্য মুছে ফেলা বোকামী হবে আর হয়তো কখনো পুরো পদ্ধতিটা আবার করতে হতে পারে। ওয়েনারস্ট্রমের একটা আইকনের ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটা প্রযোজ্য যেটা সে দীর্ঘদিন খুলে দেখে না। লিস্টের একদম শেষে আছে আরমানস্কির আইকনটা যেটা সে আজ তৈরি করেছে। আগেই সে তার হার্ড ড্রাইভটা ক্লোজ করতে পারতো, তবে কখনো আমলে নেয় নি, কারণ সে ওখানে কাজ করতো বলে যেকোন সময় আরমানস্কির কোনো গোপন তথ্য যা সারা দুনিয়া জানে না, সে তা বের করতে পারতো কম্পিউটার থেকেই। তার কম্পিউটারে অনধিকার প্রবেশ করাটা কোনো গর্হিত কিছু ছিলো না, ও শুধু জানতে চাইতো কোন কোম্পানির কাজ চলছে, কোথায় অবস্থিত। সে ক্লিক করলে 'আরমানস্কি এইচডি' নামে নতুন একটা ফোল্ডার ওপেন হলো। হার্ডড্রাইভে ঢোকার চেষ্টা করলো সে, চেক করে দেখলো ফাইলগুলো জায়গামতই আছে।

আরমানস্কির রিপোর্ট এবং ফিন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টগুলো ভালোমত পড়ে সকাল ৭টা পর্যন্ত ই-মেইল করলো সে। অবশেষে বিছানায় গিয়ে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত ঘুমালো।

জানুয়ারির শেষ শুক্রবার *মিলেনিয়াম* এর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলো, উপস্থিত ছিলো কোম্পানির বুককিপার, একজন বহিরাগত অডিটর, আর চারজন অংশীদার : বার্গার (৩০ শতাংশ), ব্লমকোভিস্ট (২০ শতাংশ), মাম (২০ শতাংশ), এবং হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার (৩০ শতাংশ)। স্টাফ আর স্টাফ কমিটি এবং ম্যাগাজিনের ইউনিয়ন সভাপতির পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলো এরিকসন। ইউনিয়নে আছে এরিকসন, লোত্তা করিম, কোর্তেজ, নিলসন এবং মার্কেটিং চিফ সনি ম্যাগুসন। এটা এরিকসনের প্রথম বোর্ড মিটিং।

৪:০০ টায় শুরু হয়ে মিটিংটা চললো এক ঘন্টা। বেশিরভাগ সময় ব্যয় হলো ফিন্যানসিয়াল রিপোর্ট আর অডিট রিপোর্ট নিয়ে। দুই বছর আগের অবস্থা থেকে বর্তমানে মিলেনিয়াম এর ভিত এখন অনেক শক্ত। অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী আয় হয়েছে ২.১ মিলিয়ন ক্রোনার, তার মধ্যে ১ মিলিয় ক্রোনার এসেছে ব্লমকোভিস্টের ওয়েনাস্ট্রমের উপর বইটা থেকে।

বার্গার প্রস্তাব দিলো ১ মিলিয়ন ক্রোনার ভবিষ্যতের যেকোনো সঙ্কটের জন্য আলাদা করে রাখার, ২৫০,০০০ ক্রোনার পুঁজি বিনিয়োগে, যেমন নতুন কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি কেনাকাটা, অফিস সংস্কার, ৩০০,০০০ ক্রোনার বেতন বৃদ্ধির জন্য এবং কোর্তেজকে ফুল-টাইম চুক্তিতে রাখার জন্য বরাদ্দ হবে–অন্যরা তার প্রস্তাবে সায় দিলো। বাকি ব্যালান্সের ৫০,০০০ ক্রোনার চার অংশীদারের জন্য ডিভিডেন্ড এবং ১০০,০০০ ক্রোনার সব কর্মচারীদের মধ্যে সমান ভাগ হবে সে পার্ট-টাইম হোক বা ফুল-টাইম। ম্যাগুসন কোনো বোনাস পাবে না, চুক্তি অনুযায়ী অ্যাড বিক্রি করে সে যে কমিশন পায় তাতে সে অন্য সবার চেয়ে বেশি আয় করে থাকে। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহিত হলো।

ব্লমকোভিস্ট ফ্রিল্যান্স বাজেট কমানোর প্রস্তাব রাখলে বার্গার এই মর্মে আপত্তি জানালো যে প্রচুর পরিমানে ফ্রিল্যান্স আর্টিকেল ছাড়া ম্যাগাজিনটা টিকে থাকতে পারবে না। হ্যারিয়েট তাকে সমর্থন করলেও মাম দ্বিমতপোষণ করলো। সিদ্ধান্ত হলো ফ্রিল্যান্স বাজেটে হাত দেয়া হবে না, তবে অন্যান্য খাত থেকে খরচ নির্বাহের ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা হবে। সিভেনসনকে সবাই স্টাফ হিসেবে দেখতে চাইলো, অন্ততপক্ষে পার্ট-টাইম কন্ট্রিবিউটর হিসেবে।

তারপর ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হলো; পরের বছরের জন্য বার্গারকে পুন:নির্বাচিত করে মিটিংয়ের সমাপ্তি হলো।

এরিকসন কোনো কথাই বলে নি, সে এবং তার সহকর্মীরা ২৫,০০০ ক্রোনার বোনাস পাবে যা এক মাসের বেতনের চাইতেও বেশি।

বোর্ড মিটিংয়ের পরে অংশীদারদের একটা মিটিং ডাকলো বার্গার, বাকিরা

সবাই চলে গেলো। বার্গার শুরু করলো, "আজকের মিটিংয়ের একটাই এজেন্ডা, হেনরিকের সাথে আমাদের চুক্তি অনুযায়ী হ্যারিয়েটের মালিকানার সময়কাল দুই বছর। চুক্তির সময়কাল প্রায় শেষ হওয়ার পথে। *মিলেনিয়াম*-এর ব্যাপারে আপনার-কিংবা-হেনরিকের আগ্রহের বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।"

"আমরা সবাই জানি যে আমার চাচা একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে ঝোঁকের মাথায় বিনিয়োগটা করেছিলো," হ্যারিয়েট বললো। "সেই পরিস্থিতি এখন আর নেই। আপনারা কি প্রস্তাব করছেন?"

মাম বিরক্তি প্রকাশ করলো, ঐ ঘরে সেই একমাত্র ব্যক্তি যে জানে না 'অপ্রীতিকর পরিস্থিতি' কি ছিলো। ব্লমকোভিস্ট আর বার্গারকে ব্যাপারটা তার কাছে লুকাতে হয়েছে। বার্গার তাকে বলেছে যে এটা ব্লমকোভিস্টের নিতান্তই ব্যাক্তগত বিষয়, কোন অবস্থায়ই সে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবে না। ব্লমকোভিস্টের নীরবতায় স্মার্ট মাম ঠিকই বুঝতে পেরেছে হেডেস্টাড এবং হ্যারিয়েটকে ঘিরে কোন ব্যাপার আছে তার। সে এটাও জানে যে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য তাকে বিস্তারিত সবকিছু জানাতে হবে না, আর ব্লমকোভিস্টকেও সে এতটাই সম্মান করে যে ব্যাপারটাকে ইস্যু করে তোলার ইচ্ছে নেই তার।

"আমরা তিনজন আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে এসেছি," বার্গার হেরিয়েটের চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, "আমাদের যুক্তি তুলে ধরার আগে আমরা জানতে চাই আপনি কি ভাবছেন।"

হ্যারিয়েট তাদের দিকে ঘুরে তাকালো। ব্লমকোভিস্টের দিকে অনেকক্ষণ তাকালো, তবে তাদের অভিব্যক্তি থেকে কিছুই বুঝতে পারলো না সে।

"আপনারা যদি পরিবারটা কিনে ফেলতে চান তবে লাভসহ তিন মিলিয়ন ক্রোনর দিতে হবে। আমাদের কিনতে পারবেন আপনারা?" ব্লমকোভিস্ট হেসে বললো।

ঐ পুরনো শিল্পপতির জন্য হেনরিক ভ্যাঙ্গার তাকে পাঁচ মিলিয়ন ক্রোনার দিয়েছিলো। পরিহাসের বিষয়, সেই কাজের অংশ হিসেবে সে তার ভাতিজি হ্যারিয়েটকে খুঁজে বের করে।

"সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটা আপনাদের হাতে," হ্যারিয়েট বললো। "চুক্তি অনুযায়ী আপনারা এমন কি আজকেও ভ্যাঙ্গারের অংশীদারিত্ব বাতিল করে দিতে পারেন। আমি হলে হেনরিক ভ্যাঙ্গারের মত এতটা দুর্বল চুক্তিতে কখনোই স্বাক্ষর করতাম না।"

"আমাদের যদি প্রয়োজন হয় আমরা আপনার মালিকানা নিয়ে নিতে পারি," বার্গার বললো। "কিন্তু প্রশ্নটা হলো আপনি কি চান। আপনি বেশ বড় একটা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সিইও-আসলে দু'টো প্রতিষ্ঠানের। একটা কফি ব্রেকে আপনি যে টাকা ব্যয় করেন আমাদের বার্ষিক বাজেটেও তা কুলোবে না। মিলেনিয়াম এর মত এত

সামান্য একটা ব্যবসায় আপনি কেন সময় নষ্ট করবেন?"

অনেকক্ষণ কোন কথা না বলে হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার বোর্ডের সভাপতির দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর ব্লমকোভিস্টের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো, "জন্মের পর থেকেই আমি কিছু সম্পদের মালিক হয়েছি। এবং একটা করপোরেশন চালিয়েছি যা কিনা চারশ পৃষ্ঠার উপন্যাসকেও হার মানায়। একধরণের দায়বদ্ধতা থেকেই প্রথমবার আপনাদের বোর্ডে যোগ দেই, পরে আর না যোগ দিয়ে পারি নি। কেন জানেন? গত আঠারো মাসে আমি উপলদ্ধি করি এই বোর্ডে আমি যে আনন্দ পাই অন্য আর সব জায়গা একসাথে করলেও তার সমান হবে না।"

ব্লমকোভিস্ট মনোযোগ দিয়ে শুনলো। এবার মামের দিকে ফিরলো ভ্যাঙ্গার।

"*মিলেনিয়াম*-এ আপনারা যে সমস্যার মুখোমুখি হন তা খুবই নগন্য এবং সমাধানযোগ্য। স্বাভাবিকভাবে কোনো কোম্পানি লাভের জন্য কাজ করে থাকে–এটাই হয়। কিন্তু আপনাদের আরেকটা লক্ষ্য থাকে–আপনারা কিছু অর্জন করতে চান।"

এক চুমুক পানি পান করে সে বার্গারের দিকে তাকালো।

"আসলে কিছু কিছু ব্যাপার আমাদের কাছে অস্পষ্ট থাকে। লক্ষ্যটা পরিস্কার নয়। আপনারা কোনো রাজনৈতিক দল নন অথবা কোনো বিশেষ স্বার্থান্বেষীও না। নিজেদেরকে বাদ দিয়ে অন্য কিছু আপনারা বিবেচনায় আনেন না। তবে আপনারা সমাজের ক্রুটিগুলো চিহ্নিত করেন, এবং কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও আপনারা ছাড় দেন না। প্রায়ই আপনারা কোনোকিছু বদলে দেন এবং সত্যিকারের পার্থক্য সৃষ্টি করেন। নিজেদের পাগল বা প্রথাবিরোধী হবার ভান করেন, কিন্তু এটা আপনাদের নিজস্ব নৈতিকতা যার প্রতিফলন পড়ে ম্যাগাজিনে, আর প্রায়ই আমি লক্ষ্য করেছি যে এটা অন্য ধরণের একটা নৈতিকতা। আমি জানি না এটাকে কি বলবো, শুধু বলতে পারি মিলেনিয়াম এর একটা আত্মা আছে। এটাই একমাত্র বোর্ড যার অংশ হতে পেরে আমি গর্বিত।"

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকায় বার্গার হেসে ফেললো।

"শুনতে ভালো লাগছে। কিন্তু আপনি এখনো প্রশ্নটার জবাব দেন নি।"

"আমি এ'পর্যন্ত যত জায়গায় যুক্ত হয়েছি তাদের মধ্যে এটাই হলো সবচেয়ে সাদামাটা আর অনানুষ্ঠানিক জায়গা। তবে আপনাদের সঙ্গ আমার ভালো লাগে এবং খুব ভালো সময় কাটিয়েছি আমি। আপনারা যদি আমাকে থাকতে বলেন আমি সানন্দে থাকবো।"

"ঠিক আছে," মাম বললো। "আমরা সবদিক ভেবে দেখলাম এবং সবাই সম্মত হলাম। আমরা আপনার অংশীদারিত্ব বাতিল করবো।"

ভ্যাঙ্গারের চোখ বিস্ফারিত হলো। "আপনারা আমাকে রাখতে চান না?"

"চুক্তিটা সই করার সময় আমরা কুড়ালের নিচে মাথা পেতে দিয়েছিলাম।

আমাদের কোনো উপায় ছিলো না। শুরু থেকেই দিন গুনছিলাম কখন আপনার চাচার অংশীদারি বাতিল করবো।"

বার্গার একটা ফাইল খুলে টেবিলের উপর কিছু কাগজ-পত্র রেখে ভ্যাঙ্গারের দিকে মেলে ধরলো, সত্যিকারের কত টাকা বাকি আছে তা দেখালো। পেপারগুলো ভ্যাঙ্গার পড়ে কোনো কথা না বলেই সই করে দিলো।

"তাহলে ঠিক আছে," বার্গার বললো। "সুন্দরভাবেই সব হলো। হেনরিক ভ্যাঙ্গার মিলেনিয়াম এর জন্য যা করেছেন তার জন্য একটা ধন্যবাদ জানিয়ে রেকর্ড রাখা দরকার। আমি আশা করবো আপনি তাকে এটা পৌছে দেবেন।"

"আমি দেবো," হ্যারিয়েট স্বাভাবিক স্বরে বললো, তার অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ না করেই। তার খুব কষ্ট হলো আর হতাশ করলো এই আচরণে যে সে কি চায় তার মুখ থেকে শুনে তাকে এভাবে বাদ দিয়ে দিলো।

"এখন দেখা যাক একবারেই ভিন্ন একটা চুক্তিতে আপনার স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখা যায় কি না," বার্গার বললো।

আরেক সেট কাগজ বের করে টেবিলে মেলে ধরলো সে।

"আমরা দেখতে চাইছিলাম আপনা ব্যক্তিগত কোনা আগ্রহ আছে কি না মিলেনিয়াম এর অংশীদারীত্বের ব্যাপারে। আপনি যে টাকাটা পেলেন তাই পাবেন, তবে সময়সীমার ব্যাপারে কোনো সীমা বা বাড়তি শর্ত থাকবে না। বাকি সবার মতই আপনি পূর্ণ অংশীদারিত্ব পাবেন একই দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে।"

ভ্রু তুললো ভ্যাঙ্গার। "এই ছাড়া ছাড়া পদ্ধতিতে কেন?"

"আগে-পরে এটা করতেই হতো," মাম বললো। "আমরা পুরনো চুক্তিটা রিনিউ করতে পারতাম বছরে একবার করে অথবা বোর্ড একমত হয়ে আপনাকে জানিয়ে দিতে পারতো। তবে এটা একটা চুক্তি এবং এর একটা বিহিত হতে হবে।"

কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে হ্যারিয়েট একটু ঝুঁকে তাকে একটু অনুসন্ধিৎসু চোখে দেখলো। তারপর ব্লমকোভিস্ট এবং বার্গারের দিকে তাকোলো।

"হেনরিকের সাথে যখন চুক্তিটা হয় আমরা তখন আর্থিক সঙ্কটে ছিলাম," বার্গার বললো। "এই চুক্তিটা আপনার সাথে করছি কারণ আমরা আপনাকে চাই। এবং আগেরটার মত আর এখন আপনাকে ভবিষ্যতে যখন তখন বাদ দিয়ে দেয়া যাবে না।"

"এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা পরিবর্তন," ব্লমকোভিস্ট নিচু স্বরে বললো, এই আলোচনায় এটাই ছিলো তার একমাত্র বক্তব্য।

"আসলে আমরা বিশ্বাস করি আপনি মিলেনিয়াম এর জন্য ভ্যাঙ্গারদের অর্থবিত্তের খ্যাতির বাইরেও অন্য কিছু যোগ করতে পারবেন," বার্গার বললো। "আপনি স্মার্ট এবং বুঝদার, আপনি খুব ভালো সমাধান নিয়ে আসতে পারেন।

এখন পর্যন্ত আপনি ততটা সক্রিয় নন, বছরে চারবার অতিথির মত বেড়াতে আসেন, তবে বোর্ডে আপনার মত দৃঢ় আর সঠিক অবস্থানের কাউকে পাই নি আগে। আপনি ব্যবসা বোঝেন। একদিন আপনি আমার কাছে জানতে চেয়েছেন আপনাকে বিশ্বাস করি কিনা, আজ আমরা একই কথা বলবো। আমরা উভয়েই জবাবটা জানি। আমি আপনাকে বিশ্বাস করি এবং পছন্দ করি–আমরা সবাই। আমরা কিছু জটিল আইনি মারপ্যাচের মাধ্যমে আপনাকে আমাদের অংশীদার করতে চাই না। আমরা একজন সত্যিকার শেয়ারহোল্ডার ও পার্টনার হিসেবে আপনাকে চাই।"

হ্যারিয়েট পাঁচ মিনিট ধরে চুক্তিটা পড়ে দেখলো, অবশেশে উপরে তাকালো।

"আপনারা তিনজনই এতে একমত?" সে বললো।

তিনজন মাথা নেড়ে সায় দিলো। ভ্যাঙ্গার কলমটা নিয়ে সই করলো। চেকটা ফেরত দিলে ব্লমকোভিস্ট সেটা ছিঁড়ে ফেললো।

টাভাসগাটানের একটা রেস্তোরায় পার্টনাররা সবাই একসাথে ডিনার করলো। নতুন একটা চুক্তি পালনের জন্য এটা একটা নিরস পার্টি–ভালো মদ আর ভেড়ার মাংস দিয়ে। আস্তে আস্তে কথাবার্তা চললো, ভ্যাঙ্গারকে একটু হতবিহ্বল মনে হলো। যেন অস্বস্তিকর প্রথমদিনের ডেটিং এটা : কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, তবে কেউই জানে না ঠিক কি ঘটবে।

৭:৩০টায় ভ্যাঙ্গারকে চলে যেতে হলো। ক্ষমা চেয়ে নিযে সে বললো তাকে তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে যেতে হবে, বার্গার তার স্বামীর কাছে যাওয়ার পথে তার সাথে অনেকটা পথ হাঁটলো। স্লাসেনে গিয়ে দু'জন আলাদা হলো। ব্লমকোভিস্ট আর মাম কিছুক্ষণ একসাথে থাকার পর মাম বাড়ি ফিরে যেতে চাইলো।

শেরাটনের পথে একটা ট্যাক্সি নিলো ভ্যাঙ্গার। আট তলায় সোজা তার রুমে গেলো। পোশাক খুলে গোসল করলো, তারপর বাথরোবটা গায়ে দিয়েই জানালার পাশে বসে রিডারহোমেনের দিকে চেয়ে রইলো। ব্যাগ থেক এক প্যাকেট ডানহিল নিলো, দিনে তিন চারটা সিগারেট খায় সে, এতই কম যে সে নিজেকে ননস্মোকার দাবী করে এবং কোনো অপরাধবোধে ভুগে না।

৯:০০টার সময় দরজায় টোকা পড়লে সে খুলে ব্লমকোভিস্টকে ভেতরে নিলো।

"বদমাস," হ্যারিয়েট বললো।

হেসে তার গালে চুমু খেলো সে।

"আমি সত্যি ভেবেছিলাম তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে দিচ্ছ।

"আমরা এটা এভাবে করতাম না। তুমি বুঝতে পেরেছ কেন আমরা চুক্তিটা রিরাইট করেছি?"

"অবশ্যই, এটাই সুবুদ্ধির পরিচয়।"

ব্লমকোভিস্ট তার বাথরোবটা খুলে ফেলে তার স্তনে হাত রেখে সতর্কভাবে খেলতে লাগলো।

"বদমাশ," সে আবারো বললো।

WU নেমপ্লেটের একটা দরজার সামনে দাঁড়ালো সালান্ডার। রাস্তা থেকে লাইট দেখেছে সে, আর এখন ভেতর থেকে মিউজিক শোনা যাচ্ছে। কাজেই সেন্ট এরিক্সপ্লানের টমটেবোগাটানের স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টে এখনো মিরিয়াম উ বাস করে। শুক্রবার সন্ধ্যা, সালান্ডারের ধারণা মিম্মি বাইরে কোথাও আনন্দে মেতে আছে। তার একটই প্রশ্ন মিম্মি কি এখনো তাকে চায়, সে কি একা এবং নাগালের ভেতরে আছে।

বেল বাজোলো সে।

দরজা খুলে মিম্মির চোখ বিস্ময়ে কপালে উঠলো। দরজার বাইরে ঝুঁকে সে ওর পাছায় হাত রাখলো।

"সালান্ডার। আমিতো ভেবেছি তুমি মরে গেছ বা অন্য কিছু।"

"অন্য কিছু।"

"কি চাও তুমি?"

"প্রশ্নটার অনেক জবাব আছে।"

মিরিয়াম উ সিঁড়ির আশেপাশে তাকিয়ে সালান্ডারের দিকে আবার চোখ রাখলো।

"একটা বলো।"

"আচ্ছা, আমি শুধু দেখতে এসেছি তুমি কি এখনো একাই আছ, আজ রাতে কোন সঙ্গ লাগবে কি না।"

কয়েক সেকেন্ড বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে জোরে হেসে উঠলো মিম্মি।

"একজন মানুষকেই আমি চিনি যে কি না এক বছর পর এসে দরজায় বেল দিয়ে জানতে চাচ্ছে আমি সেক্স করতে চাই কি না।"

"তুমি চাও আমি চলে যাই?"

মিম্মি হাসি থামালো। কয়েক সেকেন্ড চুপ থাকলো।

"লিসবেথ...ঈশ্বর, তুমি সিরিয়াস।"

সালান্ডার অপেক্ষা করছে।

অবশেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিম্মি দরজা খুলে দিলো।

"ভেতরে এসো, আমি তোমাকে এক কাপ কফি খাওয়াতে পারি।"

তাকে অনুসরন করে সালান্ডার হলে দুইটা টুলের মধ্যে একটাতে বসলো, সাথে একটা ছোট্ট টেবিল। ২৫০ বর্গ ফুটের অ্যাপার্টমেন্টে একটা ছোট রুম আর হল,

হলের সাথে লাগোয়া রান্নার জন্য ছোট্ট একটা কিচেন। বাথরুম থেকে মিম্মি একটা হোস পাইপ টেনে এনেছে কিচেন পর্যন্ত।

মিম্মির মা হংকংয়ের আর বাবা বোদেনের। তার বাবা-মা থাকে প্যারিসে। স্টকহোমে মিম্মি সমাজবিজ্ঞান নিয়ে পড়ে, তার বড়বোন স্টেট্সে নৃতত্ত্বে পড়ে। মিম্মির কালো চুল, ছোটখাট গড়ন আর সামান্য এশিয়ান ফিচারে ওর মায়ের জিনের প্রভাব চোখে পড়ে। বাবার কাছ থেকে পেয়েছে পরিস্কার নীল চোখ। চওড়া মুখ আর গালে টোল বাবা-মা কারো কাছ থেকেই পায় নি সে।

একত্রিশ বছর বয়সী মিম্মি লেদার পোশাক পড়তে পছন্দ করে, ক্লাবে গিয়ে শিল্প চর্চা করে এবং মাঝে মাঝে শো পারফর্ম করে। ষোল বছর বয়স থেকে সালান্ডার কোনো ক্লাবে যায় না।

পড়াশুনার পাশাপাশি মিম্মি ডোমিনো ফ্যাশন নামে একটা দোকানে সপ্তাহে একদিন সেলস ক্লার্ক হিসেবে কাজ করে। ডোমিনো চামড়ার পোশাক তৈরি ও ডিজাইন করে থাকে, আরো কয়েকজন মেয়েবন্ধুসহ মিম্মি এই বুটিকের একজন পার্টনার, এখান থেকে কয়েক হাজার ক্রোনার সে পায় যা দিযে স্টুডেন্ট লোন শোধ করে সে। একটা গে প্রাইড ফেস্টিভেলে সালান্ডারে তাকে দেখে, পরনে ছিলো লেমন কালারের প্লাস্টিকের পোশাক। তেমন এরাটিক কোনো আউটফিট না হলেও তাকে দেখে হঠাৎ সালান্ডারের লেমন পোশাক পড়া একটা মেয়েকে সাথে নেয়ার ইচ্ছে হলো। মেয়েটাও খুবই বিস্ময়ের সাথে তার দিকে তাকিয়ে জোরে হেসে উঠলো, কোনরকম বিব্রত না হয়ে চুমু খেলো, বললো তোমার মত কাউকেই আমি চাইছিলাম। তারপর সালান্ডারের সাথে তার অ্যাপার্টমেন্টে এসে সারা রাত সেক্স করলো।

"আমি যা তাই," সালান্ডার বললো। "সবার কাছ থেকে, সবকিছু থেকে পালিয়ে গেছি। আমার বিদায় জানানো উচিৎ ছিলো।"

"আমি ভেবেছি তোমার কিছু হয়েছে। গত কয়েকমাস এখানে থাকার সময়ও যে আমাদের দেখা হয়েছে তা নয়।"

"আমি ব্যস্ত ছিলাম।"

"তুমি খুব রহস্যময়। নিজের ব্যাপারে কখনো কিছু বলো না। আমি জানি না তুমি কি কাজ কর, এমন কি তোমাকে মোবাইলে না পেলে কার সাথে কথা বলবো।"

"আমি এখন ঠিক কোথাও কাজ করছি না, আর তাছাড়া তুমিও আমার মতই। তুমি সেক্স চেয়েছ, কিন্তু কোনো সম্পর্ক করতে চাও নি। চেয়েছ?"

"সত্যি তাই।" শেষমেষ মিম্মি বললো।

"আমার বেলায়ও তাই। আমি কোনো প্রতিজ্ঞা করি নি।"

"তুমি বদলে গেছ," মিম্মি বললো। "খুব বেশি নয়।"

"তোমাকে বয়স্ক লাগছে। আরো ম্যাচুর। তুমি অন্যরকম পোশাক পরেছ, আর তোমার ব্রার ভেতর কিছু পরেছ।"

সালান্ডার কোন কথা বললো না। মিম্মি তাকে নগ্ন দেখেছে–অবশ্যই পরিবর্তনটা তার চোখে পড়েছে। তারপর চোখটা নামিয়ে সে বললো, "আমি বুক বড় করেছি।"

"কি বললে তুমি?"

উপরে তাকিয়ে গলা চড়ালো সালান্ডার, খেয়াল করে নি কথাগুলো খুব কর্তৃত্বপরায়ণ শোনাচ্ছে।

"ইতালির একটা ক্লিনিকে গিয়ে আমি ব্রেস্ট ইমপ্লান্ট করিয়েছি। সে জন্যই আমি উধাও হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর শুধু ঘুরে বেরিয়েছি। এখন ফিরে এসেছি আবার।"

"তুমি ঠাট্টা করছ?"

মিম্মির দিকে তাকালো সালান্ডার, অভিব্যক্তিহীন।

"আমিই বোকা। তুমি কখনো ঠাট্টা কর না, মিঃ স্পক।"

"আমি ক্ষমা চাইছি না। সততা দেখাচ্ছি। তুমি যদি চাও আমি চলে যাই, বলে দাও।"

মিম্মি জোরে হেসে বললো, "ভালো, আমি অবশ্যই ওগুলো কেমন দেখাচ্ছে না দেখে তোমাকে যেতে দিচ্ছি না। প্লিজ।"

"তোমার সাথে সেক্স করতে আমি সব সময় পছন্দ করি, মিম্মি। তুমি কখনো জানতে চাও নি আমি কি কাজ করি, আমাকে না পেলে তুমি অন্য কাউকে খুঁজে নাও।"

সায় দিলো মিম্মি। অনেকগুলো আনাড়ি প্রচেষ্টার পর সেক্সের রহস্যে নিজেকে ডুবিয়েছে মিম্মি সতেরো বছর বয়সে, গোথেনবার্গে সমকামী, উভকামি আর হিজড়াদের অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন একটি সংগঠন সুইডিশ ফেডারেশনের পার্টিতে। তেইশ বছর বয়সে এক পুরুষের সাথে সে প্রথম সেক্স করে। যান্ত্রিকভাবে সব করে গেলেও সেটা উপভোগ্য ছিলো না তার কাছে। সংখ্যালঘুদের চেয়েও সংখ্যালঘু একজন সে, যে কি না বিয়ে অথবা বিশ্বাস কিংবা বাড়িতে আরামদায়ক সময় কাটানোতে আগ্রহী নয়।

"কয়েকসপ্তাহ ধরে আমি বাড়িতে। আমি জানতে চাচ্ছিলাম বাইরে গিয়ে কাউকে পাকড়াও করবো অথবা তোমার এখনো আগ্রহ আছে কি না।"

মিম্মি ঝুঁকে ওর ঠোঁটে আলতো চুমু খেলো।

"আজ রাতে আমি পড়বো ভাবছি।"

লিসবেথের ব্লাউজের উপরের বোতামটা খুলে ফেললো সে।

"তবে কি ঘোড়ার ডিম..."

বোতাম খুলতে খুলতে সে আবারো ওকে চুমু খেলো।
"আমি শুধু ওটা দেখবো।"
আবারো চুমু খেলো।
"তোমার ফিরে আসাকে স্বাগতম।"

রাত ২:০০টার দিকে হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলো। ব্লমকোভিস্ট জেগে তার নিশ্বাস শুনছে। কিছুক্ষণ পর উঠে হেরিয়েটের হ্যান্ডব্যাগ থেকে ডানহিল তুলে তার পাশের একটা চেয়ারে বসে দেখতে লাগলো তাকে।

হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গারের প্রেমিক হওয়ার কোনো পরিকল্পনা ছিলো না তার। দূরেই ছিলো। হেডেস্টাডের ঐ দিনগুলোর পরে পুরো ভ্যাঙ্গার পরিবারকে যেকোনো কিছুর চেয়ে কাছাকাছি রাখতে চেয়েছে সে। হ্যারিয়েটকে বোর্ড মিটিংয়ে দেখেছে, দূরত্ব বজায় রেখেছে সে। পরস্পরের গোপন বিষয়গুলো তারা জানলেও মিলেনিয়াম এর বোর্ড এর বাইরে আর কোনো লেনদেন ছিলো না তাদের মধ্যে।

এক বছর আগে ক্রিসমানের ছুটির সময় ব্লমকোভিস্ট গত কয়েক মাসের মধ্যে প্রথম স্যান্ডহামে তার কেবিনে গিয়েছিলো। পোর্চে বসে নিরিবিলি সময় কাটানো আর ক্রাইম নোবেল পড়ার জন্য। শুক্রবার বিকেলে সে সিগারেট কিনতে দোকানে যাওয়ার সময় হেরিয়েটের দিকে দৌড়ে গেলো। হ্যারিয়েটও হেডেস্টাড থেকে নিজেকে দূরে রাখার জন্য স্যান্ডহামের একটা হোটেলে ছুটি কাটাচ্ছিলো। সেই ছোটবেলা থেকে সে ওখানে যায় না। ষোল বছর বয়সে সুইডেন ছেড়েছে আর একান্ন বছর বয়সে ফিরে এসেছে। এই ব্লমকোভিস্টই তাকে খুঁজে বের করেছে।

আচমকা এই স্বাক্ষাতে হ্যারিয়েট কেমন যেন চুপচাপ হয়ে থাকে। ব্লমকোভিস্ট তার ইতিহাস জানে এবং ভ্যাঙ্গার পরিবারের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য সে তার নীতির সাথে আপোষ করেছে। আর হেরিয়েটের জন্যই অনেকটা।

ব্লমকোভিস্ট তাকে কেবিনে আমন্ত্রণ জানালো। কফি বানিয়ে খাওয়ালো, তারপর পোর্চের বাইরে কয়েকঘণ্টা গল্প করে কাটালো। এই প্রথম তারা দীর্ঘ সময় কথা বললো একে অপরের সাথে।

ব্লমকোভিস্ট না জিজ্ঞেস করে পারলো না : "মার্টিনের বেসমেন্টে আপনি কি করতেন ওটা দিয়ে?"

"আপনি আসলেই জানতে চান?"

"হ্যা।"

"আমি নিজে সেটা পরিস্কার করতাম। যেগুলো পোড়ানো দরকার পোড়াতাম। আমার বাড়ি ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। আমি সেখানে থাকতে পারি না, বিক্রিও করতে পারি নি, অথবা অন্য কাউকে থাকতে দিতে। আমার কাছে এর কারণ

ছিলো শয়তানের আছড়। আমি ভাবছিলাম অন্য কোথাও বাড়ি বনাবো, একটা ছোট্ট কেবিন।"

"বাড়িটা নষ্ট করে ফেলতে চাইলে লোকজন ভ্রু কপালে তোলে নি? বাড়িটা বেশ অভিজাত আর আধুনিক ছিলো।"

হাসলো সে। "ডার্চ ফ্রড গল্প সাজিয়েছে এভাবে যে বাড়িটার ভিত ড্যাম্প হয়ে গেছে, তাই সেটা সংস্কার করতে অনেক টাকা লেগে যাবে, তার চেয়ে ভেঙ্গে ফেলা ভালো।" ফ্রড ঐ পরিবারের আইনজীবি।

"ফ্রড কেমন আছে এখন?"

"শিঘ্রই সত্তুরে পা দেবেন তিনি, আমি তাকে ব্যস্ত রাখছি।"

তারা একসাথে লাঞ্চ করলো। ব্লমকোভিস্ট বুঝতে পারছিলো হ্যারিয়েট তাকে তার জীবনের গোপন কথা বলছে, কিন্তু কেন জানতে চাইলে হ্যারিয়েট বললো তার পৃথিবীতে আর কেউ নেই যার সাথে সে মন খুলে কথা বলতে পারে। আর তাছাড়া একটা বাচ্চা যাকে সে চল্লিশ বছর আগে কোলে নিয়ে আদর করতো, তার কাছে মন খুলে কথা বলা কোনো ব্যাপার না।

তিন জন লোকের সাথে সে জীবনে সেক্স করেছে। প্রথম তার বাবা, তারপর তার ভাই। সে তার বাবকে খুন করেছে এবং ভাইয়ের কাছ থেকে পালিয়েছে। যেভাবেই হোক সে বেঁচে গেছে এবং একজন পুরুষের দেখা পেয়েছে যে তাকে নতুন জীবন দিয়েছে।

"সে ছিলো খুব নরম মনের আর স্নেহশীল। নির্ভরযোগ্য এবং সৎ। তার সাথে আমি সুখি দিন কাটিয়েছি। সে অসুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা খুব চমৎকার কাটিয়েছি।"

"আপনি আর বিয়ে করেন নি? কেন?"

কাঁধ ঝাঁকালো সে। "অস্ট্রেলীয়াতে আমি দুই সন্তানের মা এবং বিরাট একটা খামারের মালিক। আমি কোনো রোমান্টিক উইকেন্ড কাটাতে কখনো যাই নি। এবং কখনো সেক্স করার কথা ভাবি নি।" তারা চুপ করে থাকলো কিছুক্ষণ। "দেরি হয়ে যাচ্ছে। হোটেলে ফিরে যেতে হবে।"

ব্লমকোভিস্ট উঠলো না।

"আপনি আমাকে সিডিউস করতে চান?"

"হ্যা, চাই," সে বললো।

উঠে দাঁড়িয়ে তার হাতটা ধরলো সে, কেবিনের দিকে টেনে বিছানায় নিয়ে গেলো। হঠাৎ তাকে থামিয়ে দিলো হ্যারিয়েট। "আমি ঠিক জানি না কিভাবে। আমি প্রতিদিন এটা করি না।"

পুরো ছুটিটা তারা একসাথে কাটালো এবং তারপর বোর্ড মিটিংয়ের পরে প্রতি তিন মাস পরপর এক রাতের জন্য। এটা টিকে থাকার মত কোনো সম্পর্ক নয়। সে

সারা দিনরাত কাজ করে, খুব কমই ঘোরাঘুরি করে, আর অন্য মাস গুলোতে সে অস্ট্রেলিয়ায় থাকে। তবে ব্রমকোভিস্টের সাথে মাঝে মাঝে দেখা হওয়ার সময়টা সে কাজে লাগায়।

দুই ঘন্টা পর মিম্মি কফি বানালো, বিছানার উপর সালান্ডার নগ্ন হয়ে ঘর্মাক্ত শুয়ে আছে। সিগারেট খেতে খেতে সে দরজার ফাঁক দিয়ে মিম্মিকে দেখছিলো। মিম্মির শরীরটাকে ঈর্ষা করে সে। তার শরীরটা বেশ পেশীবহুল। সপ্তাহে তিন দিন সন্ধ্যায় সে জিমে ব্যায়াম করে, একদিন থাকে থাই বক্সিং বা কারাটে, এগুলো তার শরীরটাকে দারুন আকৃতি দিয়েছে।

ও হলো বেশ মজাদার। মডেলদের মত সুন্দর না, তবে সত্যিকারের আকর্ষণীয়। কাউকে উসকে দিতে আর ফ্লার্ট করতে পারে। পার্টিতে পোশাক পরে গেলে যে কাউকে সে তার প্রতি আগ্রহী খুঁজে পাবে। সালান্ডার জানে না মিম্মি কেন ওর মত একটা হাঁসকে পাত্তা দেয়। নাটকীয় এই সেক্সে সালান্ডার বেশ আরাম পেলো আর উপভোগ করলো। ও যা চেয়েছে আদায় করে ফিরিয়েও দিয়েছে।

দুইটা মগ হাতে মিম্মি ফিরে এলো। বিছানার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে সালান্ডারের নিপলের দিকে ঝুঁকলো।

"এগুলোতে কাজ হবে," সে বললো।

সালান্ডার কিছু বললো না। সে মিম্মির স্তনের দিকে তাকালো, মিম্মির স্তনও ছোট, তবে একবারে স্বাভাবিক মনে হয়।

"আমি যদি সত্যি কথা বলি, লিসবেথ, তোমাকে দারুন দেখাচ্ছে।"

"এগুলো কিছুই না। আমার স্তন দু'টি তেমন কোনো পার্থক্য আনছে না, তবে শেষ পর্যন্ত আমি কিছু একটা পেয়েছি।"

" তুমি তোমার শরীর নিয়ে মেতে আছ।"

"তোমাকে বলতেই হবে, তুমি একটা আহাম্মকের মত ব্যায়াম কর।"

"আমি আহাম্মকের মত ব্যায়াম করি কারণ আমি ব্যায়াম করতে পছন্দ করি। সেক্সের মতই এটা, তুমিও চেষ্টা করে দেখতে পার।"

"আমি বক্সিং করি।"

"ফালতু-মাসে বড় জোর একবার তুমি বক্সিং কর। আর এটা কর তোমার চারপাশে ভিড় করা বাজে লোকদের কাছ থেকে বাঁচতে। এটা ব্যায়ামের মত ভালো লাগার কিছু না।"

সালান্ডার কাঁধ ঝাঁকালো, মিম্মি ওর ঠিক সামনে বসে আছে।

"লিসবেথ, তুমি এতটা বিপর্যস্ত। তোমার জানা উচিৎ তোমার সাথে আমি

সেক্স করি তোমাকে দেখতে ভালো লাগে এ'জন্য না, তুমি যেভাবে কর তার জন্য। আমার মনে হয় তুমি নরকের মত সেক্সি।"

"তুমিও। এ'জন্যই আমি ফিরে এসেছি।"

"ভালোবাসার জন্য না?" মিম্মি এমনভাবে বললো যেন মন থেকেই বলছে।

সালান্ডার তার মাথা নাড়লো।

"তুমি কি কাউকে খুঁজে পেয়েছ?"

একটু ইতস্তত করে মিম্মি সায় দিলো।

"হতে পারে। সম্ভবত হ্যা, এটা একটু জটিল ব্যাপার।"

"আমি নাক গলাচ্ছি না।"

"আমি জানি, তবে তোমাকে বলতে আমার দ্বিধা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার চেয়ে একটু বয়স্ক একজন। মহিলার বিয়ে হয়েছে বিশ বছর আগে, তবে তার স্বামী অনেক ঘোরাঘুরি করে, তাই লোকটা যখন থাকে না আমরা একসাথে হই। মফস্বল, গ্রাম, সব খানে। পুরুষালী মহিলা। গত শরৎ থেকে চলছে এটা এবং একটু বিরক্তিকর ব্যাপার হয়ে গেছে এখন। তবে সে আসলেই লোভনীয়। আর এছাড়া আমি অবশ্যই সচরাচর গ্যাং দের সাথে সময় কাটাই।"

"আমি চিন্তা করছিলাম যে তোমাকে এসে দেখতে পাবো কি না আবার।"

"তোমার কাছ থেকে ডাক শুনতে পছন্দ করি আমি।"

"এমন কি আমি যদি আবার ছয় মাসের জন্য উধাও হয়ে যাই?"

"সবসময় যোগাযোগ রেখ। তুমি বেঁচে আছ না মরে গেছ এটা জানতে চাই আমি। আর তোমার জন্মদিন আমি যেভাবেই হোক মনে রাখবোই।"

"কোন দেখা-স্বাক্ষাৎ?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাসলো মিম্মি।

"তুমি জান তুমি একটা সমকামী। আমি চাইলে তুমি আমাকে একা ফেলে চলে যাবে।"

সালান্ডার কিছু বললো না।

"এর বাইরে তুমি সম্ভবত উভকামী। তবে বড় কথা হলো তুমি যৌনতা বোঝ এবং কোন লিঙ্গ তা নিয়ে মাথা ঘামাও না। তুমি একেবারেই যৌনকাতর এক মেয়ে।"

"আমি জানি না আমি কি," সালান্ডার বললো। "তবে আমি এখন স্টকহোমে আছি এবং সম্পর্কের ব্যাপারে খুব খারাপ অবস্থায় আছি। প্রকৃতপক্ষে আমি এখানে আর কাউকে চিনি না। বাড়ি আসার পর তুমি একমাত্র ব্যক্তি যার সাথে আমি দেখা করেছি।"

সিরিয়াস চেহারা নিয়ে মিম্মি তাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো।

"আসলেই তুমি পরিচিত হতে চাও। আমি জানি তুমি হচ্ছো আমার জানামতে সবচেয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখা ব্যক্তি। তবে তোমার স্তন সত্যিই লোভনীয় হয়েছে।" সালান্ডারের একটা নিপলে আঙুল রেখে মোচড়াতে লাগলো সে। "তোমার সাথে মানানসই হয়েছে। খুব বড়ও না, ছোটও না।"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সালান্ডার, সন্তোষজনক।

"ওগুলো ঠিক ঠিক অনুভূতি দেয়।"

এতজোরে মোচড় দিলো যে সালান্ডার কঁকিয়ে উঠলো। তারা পরস্পর তাকালো। মিম্মি ঝুঁকে সালান্ডারকে গভীর চুমু খেলো। সালান্ডার সাড়া দিয়ে মিম্মিকে জড়িয়ে ধরলো। কফিটা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।

অধ্যায় ৭

শনিবার, জানুয়ারি ২৯–রবিবার, ফেব্রুয়ারি ১৩

শনিবার সকাল ১১:০০টায় জার্ন এবং বেনহারাদ এর মাঝে সাভাভেলসিও'তে একটা গাড়ি এলো–এলাকাটায় মাত্র পনেরোটা বিল্ডিং আছে–গাড়িটা এসে শেষ বাড়িটার কাছে থামলো, গ্রামের ৫০০ ফুট বাইরে। ভগ্নপ্রায় শিল্প কাঠামো এটা, আগে প্রিন্টিং ফ্যাক্টরি ছিলো, এখন শুধু দরজার উপরে সাইন লেখা : সাভাভেলসিও মোটরসাইকেল ক্লাব। আর কোনো গাড়ি দেখা যাচ্ছে না কোথাও। লোকটা দেখতে বিশাল আর ব্লন্ড। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। সে একটা বাদামি লেদার এর মোজা আর একটা কালো স্পোর্ট ব্যাগ নিয়েছে সাথে।

কেউ তাকে দেখে ফেলবে এই ভয় পাচ্ছে না সে। এই পুরনো প্রিন্টিং ফ্যাক্টরির কাছে কারো দৃষ্টি এড়িয়ে গাড়ি পার্ক করা সম্ভব না। কোনো পুলিশ বা সরকারের বাহিনী এলেও তাদের ক্যামোফ্লেজ করে টেলিস্কোপসহ মাঠের ঐ প্রান্ত দিয়ে ঢুকতে হবে। গ্রামবাসীদের সাথে তারা কথা বলবে এবং গ্রামের তিনটি বাড়িই এখানকার এমসি মেম্বারদের।

অন্যদিকে বাড়ির ভেতরে যেতে চায় না সে। কয়েকবার পুলিশ এসে ক্লাবহাউজটা রেইড দিয়েছে, কোনো আড়িপাতা যন্ত্র লুকানো আছে কি না কেউ নিশ্চিত না। তার মানে ভেতরে খুব সুন্দর সুন্দর কথাবার্তা হয়, যেমন : গাড়ি, নারী অথবা বিয়ার, কিংবা কোন স্টকে বিনিয়োগ করা ভালো হবে।

কাজেই লোকটা অপেক্ষা করলো যতক্ষণ না কার্ল-ম্যাগনাস লুনডিন বাইরে উঠানে বেরিয়ে এলো। ম্যাগ লুনডিন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। ছিপছিপে লম্বা লোকটা, তবে সময়ের সাথে সে একটা ভুঁড়ি বানিয়েছে। তার বয়স মাত্র ছত্রিশ। কালো ব্লন্ড চুলে পনিটেল করা, পরনে কালো জিন্স, বুট, আর ভারি শীতের জ্যাকেট। তার পাঁচটা পুলিশ রেকর্ড আছে। দুটো সামান্য মাদক অভিযোগে আর একটা চোরাইমাল পাওয়ার এবং একটা গাড়ি চুরি ও মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালানোর দায়ে। পাঁচ নাম্বারটা বেশি সিরিয়াস, এর কারণে এক বছর আগে জেলে গিয়েছে সে : কয়েক বছর আগে স্টকহোমের একটা বারে দানবের মত একজনকে শারীরিকভাবে আঘাত করার দায়ে।

লুনডিন এবং তার বিশালদেহী ভিজিটর হাত মিলিয়ে উঠানের বেড়ার চারপাশে হাটতে লাগলো দু'জন।

"কয়েক মাস হয়ে গেছে," লুনডিন বললো।

লোকটা বললো : "আমাদের চুক্তিটা বাতিল হয়ে যাচ্ছে। ৩,০৬০ গ্রাম মেঠামফিটামিন।"

"গতবারের মত একই ব্যাপার?"

"ফিফটি-ফিফটি।"

বুক পকেট থেকে লুনডিন এক প্যাকেট সিগারেট বের করলো। এই দৈত্যটার সাথে ব্যবসা করতে সে পছন্দ করে। মিথের সহজলভ্যতার উপর ভিত্তি করে প্রতি গ্রামের খুচরা মূল্য ১৬০ থেকে ২৩০ ক্রোনার চাইলো। কাজেই ৩,০৬০ গ্রামের মূল্য আসে ৬০০,০০০ ক্রোনার। সাভাভ্লেসিও মোটরসাইকেল ক্লাব তিন কিলো পর্যন্ত ২৫০ গ্রাম করে চেনা-জানা ডিলারের মাধ্যমে বিতরণ করবে। এই পর্যায়ে এসে মূল্য নেমে যাবে প্রতি গ্রামে ১২০ থেকে ১৩০ ক্রোনারের মধ্যে।

সাভাভ্লেসিও মোটরসাইকেল ক্লাবের জন্য এটা একটা অন্যরকম আকর্ষণীয় লেনদেন। অন্য সাপ্লায়ারদের মত কোন অগ্রীম বা নির্ধারিত টাকা দিতে হয় না। ব্লন্ড দানবটা তার মাল সাপ্লাই দিয়ে ৫০ ভাগ দাবি করে, বেশ ভালো একটা অংশ তার পকেটে আসে। এক কিলো মিথ থেকে কত পাওয়া যায় কমবেশি জানে তারা। আসল পরিমাণটা নির্ভর করে লুনডিন ওটা থেকে কি পরিমান কেটে সরাতে পারে। কয়েক হাজারে এটার পরিমাণ হেরফের হয়, কিন্তু লেনদেন শেষে দানবটা প্রায় ১৯০,০০০ ক্রোনার সংগ্রহ করে।

গত কয়েক বছর ধরে তারা অনেকগুলো ব্যবসা করেছে একসাথে, সবসময় একই পদ্ধতি অনুসরণ করে। লুনডিন জানে যে সে চাইলে নিজেই বিতরণের কাজটা করে দ্বিগুন ব্যবসা করতে পারে। সে এটাও জানে লোকটা কম লাভ মেনে নিয়েছে : সে পেছনে থাকে আর সাভাভ্লেসিও মোটরসাইকেল ক্লাবকে সব ঝুঁকি সামলাতে হয়। সে অল্প কিন্তু নিরাপদ আয় করতে চায়। অন্যান্য যত সাপ্লায়ারের সাথে সে কাজ করেছে তাদের চেয়ে এর সাথে সম্পর্কটা ব্যবসার মূলনীতি, বিশ্বাস আর সুনামের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কোন ঝামেলা, প্যাঁচাল বা হুমকী-ধামকী নেই।

দানবটা ১০০,০০০ ক্রোনারের মত ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলো অস্ত্র ডেলিভারির সময় যা ছিলো ধ্বংসাত্মক। লুনডিন জানে অন্য কেউ ব্যবসার এরকম ক্ষতি সামলে উঠতে পারতো না। লোকটাকে বলতে গিয়ে রীতিমত ভয় পাচ্ছিলো সে। লুনডিন তাকে কিভাবে সর্বনাশটা হলো ব্যখ্যা করলে লোকটা শুধু ভ্রু কপালে তোলা ছাড়া আর কিছুই করলো না।

লুনডিন মাথামোটা নয়। সে বুঝলো যে অল্প কিন্তু কম ঝুঁকিপূর্ণ লাভ করা ভালো ব্যবসা।

সে কখনোই দানবটার বিষয়ে ডাবল-ক্রস করার কথা চিন্তা করে নি। সেটা ভালো হোতো না। দানব আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা বহুদিন ধরে কম লাভের বিষয়টি

নির্ধারণ করে রেখেছে সততার সাথে। সে যদি ব্লন্ড লেঅকটার সাথে প্রতারণা করে, তাকে ডাকানো হোতো আর লুনডিন ভালো করেই জানে সে গেলে আর বেঁচে ফিরতো না।

"কখন ডেলিভারি দিতে পারবে?"

মাটিতে স্পোর্টস ব্যাগটা রেখে দানবটা বললো।

"ডেলিভারি হয়ে গেছে।"

ব্যাগটা খুলে চেক করার ইচ্ছে হলো না লুনডিনের। তার বদলে সে তার হাতটা বাড়িয়ে দিলো এই সংকেত দিতে যে তাদের একটা চুক্তি হয়েছে এবং সে তার করণীয়টা করতে চায়।

"আরো একটা ব্যাপার আছে," লোকটা বললো।

"কি সেটা?"

"তোমাকে আমরা একটা বিশেষ কাজ দিতে চাই।"

"শুনি কি সেটা।"

লোকটা তার জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা খাম বের করে লুনডিনের হাতে দিলো। লুনডিন সেটা খুলে দেখলো একটা পাসপোর্ট সাইজ ছবি আর এফোর কাগজে ব্যাক্তিগত তথ্য দেয়া। জিজ্ঞাসু চোখে তাকোলো সে।

"এর নাম লিসবেথ সালান্ডার এবং স্টকহোমের লুনডাগাটানে সোদারমামে থাকে।"

"আচ্ছা।"

"বর্তমানে সে হয়তো দেশের বাইরে আছে, তবে যখনই হোক সে ফিরে আসবে।"

"ঠিক আছে।"

"আমার নিয়োগকর্তা চায় তার সাথে শান্তস্বরে কথা বলবে। তাকে জীবিত হস্তান্তর করতে হবে। ইন্সার্নের কাছে ওয়ারহাউজে দেয়ার পরামর্শ দিয়েছি আমরা। এবং পরবর্তিতে তাকে সরিয়ে ফেলতে কাউকে লাগবে আমাদের। তাকে কোনো আলামত ছাড়া নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।"

"আমারা এটা পারবো। সে কখন বাড়ি ফিরবে কিভাবে জানবো আমরা?"

"আমি তোমাকে বলবো।"

"আর টাকার পরিমাণটা?"

"পুরো কাজটার জন্য তুমি দশ হাজার বলবে? সরাসরি কথা বলাই ভালো। স্টকহোমে যাবে, তাকে তুলে নিয়ে আসবে, আমার হাতে তুলে দেবে।"

তারা দু'জন আবার হাত মেলালো।

দ্বিতীয়বার লুভাগাটানে গিয়ে সালান্ডার খসখসে সোফায় হেলান দিয়ে ভাবতে লাগলো। তাকে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আর তার মধ্যে একটা হলো সে কি অ্যাপার্টমেন্টটা রাখবে নাকি রাখবে না।

একটা সিগারেট ধরিয়ে সে ধোঁয়াটা ছাদের দিকে ছুড়লো, তারপর খালি কেসের মধ্যে ফেলে দিলো ছাইটা।

এই অ্যাপার্টমেন্টটাকে ভালোবাসার কিছু নেই তার। মাত্র চার বছর বয়সে সে তার মা আর বোনের সাথে চলে আসে। তার মা ঘুমাতো লিভিং রুমে আর বোনসহ সালান্ডার বেডরুমে থাকতো। বারো বছর বয়সে ঐ বাজে ঘটনাটা ঘটার পর সে শিশুদের ক্লিনিকে চলে আসে, তারপর পনেরো বছর বয়সে ফস্টার পরিবারে। তার ট্রাস্টি হোলার পামগৃনের মাধ্যমে সে অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া দিতো, আঠারো বছর বয়সে তিনি মনে করেন যে সালান্ডারের থাকার জায়গা দরকার।

সারাজীবন ধরে সালান্ডার একটা অ্যাপার্টমেন্ট চেয়ে এসেছে। যদিও তার প্রয়োজন নেই আর, তবুও সে এটা বিক্রি করতে চায় না। তা না হলে ওকে আগন্তুক মনে হবে।

আরেকটা ঝামেলা হলো তার চিঠিপত্রগুলো সব আসে লুভাগাটানের ঠিকানায়। অ্যাপার্টমেন্টটা ছাড়িয়ে নিলে তাকে আরেকটা ঠিকানা খুঁজতে হবে। সব ডাটাবেসে অফিসিয়াল এন্ট্রি থাকুক এটা চায় না সালান্ডার। এক্ষেত্রে সে প্রায় সন্দেহবাতিকগ্রস্ত। এ'ব্যাপারে সে কোনো কর্তৃপক্ষ বা কাউকে বিশ্বাস করতে চায় না।

সে পেছনের আঙ্গিনার ফায়ারওয়ালের দিকে তাকালো, সারাজীবন এটা করে এসেছে। হঠাৎ সে খুশিমনে অ্যাপার্টমেন্টটা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলো। যতবার সে লুভাগাটানে এসেছে, চারপাশ, পার্ক করা গাড়ি, পথ চলা মানুষ নিয়ে সে খুব সচেতন থেকেছে, তার মনে হয়েছে অ্যাপার্টমেন্টে যাওয়া-আসার পথে তাকে কেউ আক্রমন করবে।

কোনো আক্রমন না হলেও সে স্বস্তি পায় নি। লুভাগাটান সব মানুষের রেজিস্টার আর ডাটাবেসে আছে; তাছাড়া বিগত দিনগুলোয় সে তার সিকিউরিটির কোনোরকম উন্নতি ঘটাতে পারে নি, সে তার নিজের পাহাড়ায় চলে। এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। সে চায় না কেউ তার নতুন ঠিকানা জানুক। তার সজ্ঞা তাকে বলছে যতটা সম্ভব নিজেকে অজ্ঞাত হিসেবে রাখতে।

তবে পুরনো অ্যাপার্টমেন্টটা নিয়ে কি করবে সেই সমস্যা দূর হয় না তার। একটু ভেবে সে মিম্মিকে ফোন করলো।

"হাই, আমি বলছি।"

"হাই লিসবেথ, এবার মাত্র এক সপ্তাহ পর তুমি যোগাযোগ করলে?"

"আমি লুভাগাটানে আছি।"

"আচ্ছা।"

"আমি ভাবছিলাম তুমি আমার অ্যাপার্টমেন্টটা নিয়ে নেবে কি না।"

"মানে কি বলছো তুমি?"

"তুমি একটা জুতার বাক্সে থাক।"

"আমার জুতার বাক্সটা আমি পছন্দ করি। তুমি কি চলে যাচ্ছ?"

"এটা একদম খালি পড়ে আছে।"

অন্যপ্রান্তে মিম্মি একটু ইতস্তত করলো।

"লিসবেথ, এটা কেনা আমার পক্ষে সম্ভব না।"

"এই অ্যাপার্টমেন্টটা হাউজিং থেকে নেয়া এবং পুরো টাকা দেয়া হয়ে গেছে। মাসে ভাড়া ১,৪৮০, তোমার জুতার বাক্সের চেয়ে কমই আছে। আর এক বছরের জন্য ভাড়া দেয়া হয়ে গেছে।"

"কিন্তু তুমি কি এটা বিক্রি করার কথা ভাবছ? মানে, এর মূল্য অনেক বেশিই হবে।"

"প্রায় দেড় মিলিয়ন, তুমি যদি এস্টেট এজেন্টদের কথা বিশ্বাস কর।"

"আমার এত টাকা নেই।"

আমি বিক্রি কছি না। আজ রাতে তুমি এখানে চলে আসতে পার, যতদিন খুশি এখানে থাকবে এবং এক বছরের কোন টাকা দিতে হবে না। এটা আমি ভাড়া দিতে পারবো না, তবে আমার চুক্তিতে তোমাকে রুমমেট দেখাতে পারবো। সেক্ষেত্রে হাউজিং এসোসেয়েশনের সাথে কোন ঝামেলা হবে না তোমার।"

"কিন্তু লিসবেথ-তুমি কি আমাকে প্রস্তাব দিচ্ছ?" মিম্মি হেসে বললো।

"অ্যাপার্টমেন্টটা আমি ব্যবহার করছি না আর বিক্রিও করতে চাইছি না।"

"তুমি বলছ আমি ওখানে ফ্রি থাকতে পারবো, মেয়ে? তুমি কি সিরিয়াস?"

"হ্যা।"

"কতদিনের জন্য?"

"তোমার যতদিন খুশি। তুমি কি আগ্রহী?"

"অবশ্যই আমি আগ্রহী। সপ্তাহের প্রতিদিন তো আমি সোদারের মত জায়গায় ফ্রি অ্যাপার্টমেন্টে থাকার অফার পাই না।"

"এটা একটা সুযোগ।"

"আমিও তাই মনে করি।"

"তুমি এখানে যতদিন খুশি থাকতে পার, তবে আমি এখনো রেসিডেন্ট হিসেবে তালিকাভুক্ত বলে আমার চিঠিপত্রগুলো এই ঠিকানায় আসে। তোমার কাজটা হলো চিঠিপত্রগুলো নেয়া এবং কোন মজার কিছু ঘটলে আমাকে জানানো।"

"লিসবেথ, তুমি বেশ অদ্ভুত। তুমি কোথায় থাকতে যাচ্ছ?"

"পরে আমরা এ'নিয়ে কথা বলবো," সালান্ডার বললো।

সেদিন সন্ধ্যায় তারা দেখা করলো যাতে মিম্মি অ্যাপার্টমেন্টটা ঠিকমতো দেখতে পারে। সালান্ডার এখন বেশ ভালো মুডে আছে। সে হেন্ডেল্সবাঙ্কেনে হেটে গিয়ে একটা নাম্বার নিলো এবং তার পালা আসা পর্যন্ত আপেক্ষা করলো ।

তার আইডিটা দেখিয়ে ব্যখ্যা করলো যে কিছুদিন বাইরে ছিলো এবং তার সেভিংস এর ব্যালেন্স দেখতে চায়। টাকার অংকটা ৮২,৬৭০ ক্রোনার। একাউন্টটা এক বছরের বেশি সময় ধরে কোনো লেনদেন হয় নি, ৯,৩১২ ক্রোনারের একটা মাত্র ডিপোজিট হয়েছে গত শরতে, তার মার কাছ থেকে পাওয়া সম্পদ ছিলো সেটা।

সালান্ডার ৯,৩১২ ক্রোনার তুলে এমন কিছু করতে চাইলো যা করলে ওর মা খুশি হতো। পোস্ট অফিসে গিয়ে সে টাকাটা স্টকহোমের নারীদের সমস্যা বিষয়ক কেন্দ্রে জমা দিলো।

শুক্রবার সন্ধ্যা ৮:০০, বার্গার কম্পিউটার বন্ধ করে আড়মোড়া ভাঙলো। *মিলেনিয়াম* এর মার্চ ইস্যুর জন্য শেষবারের মত সব ঠিকঠাক করতে সে প্রায় নয় ঘণ্টা ব্যয় করেছে, আর এরিকসন যেহেতু সিভেনসনের থিম ইস্যুটা নিয়ে ফুল-টাইম কাজ করে যাচ্ছে, তাই এডিটিং এর বেশ কিছু অংশের কাজ তাকে দেখতে হচ্ছে। কোর্তেজ এবং করিম সাহায্য করছে তাকে, তবে তারা হচ্ছে মূলত লেখক ও গবেষক, তাছাড়া এডিটিং এ অভ্যস্ত নয়।

তাই সে খুব ক্লান্ত, পিঠে ব্যথা করছে, তবে সে আজকের দিনটা এবং এই জীবনটাকে নিয়ে সন্তুষ্ট। একাউন্টেন্টের গ্রাফও ঠিক কথাই বলছে, আর্টিকেলগুলো সময়মত আসছে, দেরি হলেও তা আয়ত্বের মধ্যেই থাকে, আর কর্মীরাও খুশি আছে। এক বছরেরও বেশি সময় পরে ওয়েনারস্ট্রম অ্যাফেয়ারের স্নায়বিক চাপের চাইতে বেশ উপরে আছে তারা।

কিছুক্ষণ ঘাড়টা ম্যাসেজ করার চেষ্টা করে সে অফিস বাথরুমে গোসলটা সেরে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। কিন্তু এতোই আলসেমি লাগছিলো যে তার বদলে ডেস্কের উপরে পা'টা তুলে বসলো। তিনমাসের মধ্যে তার বয়স হবে পয়তাল্লিশ, আর সেই বিখ্যাত হওয়ার স্বপ্ন এখন অতীত হয়ে যেতে শুরু করেছে। বয়সের ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে চোখ আর মুখের আশেপাশে, তবে সে জানে সে দেখতে এখনো অনেক সুন্দর। সপ্তাহে দু'দিন জিমে যায়, তবে খেয়াল করে দেখেছে নৌ-ভ্রমনের সময় মাস্তুল বেয়ে ওঠাটা ইদানিং কঠিন হয়ে গেছে। তবে মাস্তলে ওঠার কাজটা তাকেই করতে হয়, কারণ তার স্বামী একদম ভারসাম্য রাখতে পারে না।

বার্গার মনে করে দেখলো তার পয়তাল্লিশ বছর বয়সের শুরুটা কিছু উত্থান-পতন থাকলেও বেশ সাফল্যমণ্ডিত। তার টাকা আছে, সামাজিক অবস্থান আছে,

একটা ঘর আছে যা তাকে অনেক শান্তি দেয়, আর একটা চাকুরি যা সে উপভোগ করে। খুব হৃদয়বান স্বামী যে তাকে ভালোবাসে, বিয়ের পনেরো বছর পরও সেই ভালোবাসা অটুট আছে। অন্যদিকে একজন আনন্দদায়ক আর অফুরন্ত প্রেমের আধার প্রেমিক আছে তার, যে তার আত্মাকে সন্তুষ্ট করতে না পারলেও প্রয়োজন হলে তার শরীরটাকে তৃপ্ত করতে পারে।

ব্লমকোভিস্টের কথা ভেবে হেসে ফেললো সে। তার অবাক লাগলো যখন ব্লমকোভিস্ট বলেছিলো সে হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গারের সাথে ঘুমায়। তাদের দু'জনের কেউই কিছু না বললেও বার্গার তো শিশু নয়। আগস্টের বোর্ডমিটিংয়ের সময়ই লক্ষ্য করেছিলো তাদের দু'জনের মাঝে দৃষ্টি বিনিময় হচ্ছে। সেদিন রাতে তাদের দু'জনের মোবাইলে চেষ্টা করে সে বন্ধ পায়। এটা অবশ্যই ঠুনকো একটা প্রমাণ, কিন্তু পরপর বেশ কয়েকটা বোর্ডমিটিংয়ে ব্লমকোভিস্টকে রাতে পাওয়া যায় নি। মজার ব্যাপার হলো ডিনারের পরে হ্যারিয়েট জলদি জলদি তাকে ঘুমাতে হবে এই অজুহাতে চলে যেত। বার্গার এ নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় নি, ঈর্ষান্বিতও হয় নি। অথচ সুযোগ পেলে প্রায়ই তাদের দু'জনকে নিয়ে সে নিশ্চিত ঠাট্টা করবে।

ব্লমকোভিস্টের সাথে অন্য মহিলাদের সম্পর্ক নিয়ে কিছু বলে না সে, তবে সে আশা করে এই সম্পর্কের কারণে যাতে বোর্ডে কোনরকম সমস্যা না তৈরি হয়। যদিও সে এ নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন নয়। ব্লমকোভিস্ট তার ক্ষণস্থায়ী সম্পর্কগুলোর প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণ করতে জানে, তাদের সবার সাথে খুব ভদ্র ব্যবহার করে ।

ব্লমকোভিস্টের মত একজনের বন্ধু এবং আস্থাভাজন হতে পেরে সে নিজেকে ধন্য মনে করে। কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষটা বোকা হলেও অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেই সে এতোটা চিন্তাশীল যে তাকে ওরাকল ব'লে মনে হয়। তবে সে কোনো দিন বুঝতে পারে নি বার্গার স্বামীর প্রতি বার্গারের ভালোবাসা, কখনো অনুধাবন করতে পারে নি কেন গ্রেগর বেকম্যানকে এতো চমৎকার একজন মানুষ ভাবে : আন্তরিক, উদ্যমী, সহমর্মী আর সর্বোপরি পুরুষের যে বিষয়গুলোকে সে অপছন্দ করে তার মধ্যে তা নেই। বেকম্যান এমন মানুষ যার সাথে সারাজীবন কাটানো যায়। বার্গার তার কাছে সন্তানও চেয়েছিলো, তবে সেটা সম্ভব হয় নি, আর এখন তো অনেক দেরি হয়ে গেছে। তবে জীবনসঙ্গী হিসেবে সে এর চেয়ে ভালো এবং নির্ভরশীল কারো কথা ভাবতে পারে না–এমন কেউ যাকে সে পুরোপুরি এবং হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করতে পারে, যেকোন প্রয়োজনে যে তার পাশে থাকবে সবসময়।

ব্লমকোভিস্ট একেবারে ভিন্ন। মাঝেমাঝে সে একাধিক ব্যক্তিত্বের অধিকারি হয়ে ওঠে। পেশাগত জীবনে সে খুব দৃঢ় চরিত্র, হাতে যে কাজ থাকে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখে। যেকোন সংবাদ নিজের আয়ত্তে নিয়ে তার ভুল-ত্রুটিগুলো শুধরে নিপুন করে তোলে, তার সর্বোচ্চটা যখন দেয় তখন তা হয় অসাধারণ, আর যখন মোটামুটি মানের কাজ করে তা হয় সাধারণের চেয়ে ভালো। তার একটা সহজাত

গুন আছে গল্পের ভেতর থেকে মূল জিনিসটা খুঁজে বের করার, আর কোন গল্পটা গৎবাঁধা সেটাও বুঝতে পারে সে। তার সাথে কাজ করে বার্গারের কোন আফসোস হয় না, তার প্রেমিকা হয়েও সে আফসোস করে নি কখনো।

একজন মানুষ যে বোঝে ব্লমকোভিস্টের সাথে বার্গারের সেক্স করার আকাঙ্খা, সে তার স্বামী, আর সে বোঝে এই কারনে যে বার্গার তার চাহিদাগুলো নিয়ে আলোচনা করে তার সাথে। এটা ঠিক অবহেলা নয়, আকাঙ্খা। ব্লমকোভিস্টের সাথে সেক্স করে যে আনন্দ সে পায় তা আর কোন পুরুষ দিতে পারে না, এমন কি তার স্বামীও।

সেক্স তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে সে কৌমার্য হারায়, টিনএজ বয়সের অনেকটা সময় পরিপূর্ণ তৃপ্তির পেছনে ছুটেছে সে। সবকিছু চেষ্টা করে দেখেছে, ক্লাসমেটদের সাথে স্পর্শের খেলা, এক শিক্ষকের সাথে ফোনসেক্স আর কৃত্রিম লিঙ্গ দিয়ে মৈথুন। যৌনতার সবকিছুই যা তাকে আনন্দ দিয়েছে সে চেষ্টা করে দেখেছে। ক্লাব এক্সট্রিমের সদস্য হয় সে যেটি সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ বিভিন্ন পার্টির আয়োজন করতো। কখনো কখনো মহিলাদের সাথেও সেক্স করার চেষ্টা করেছে আর হতাশ হয়ে ভেবেছে মেয়েরা তাকে মোটেই উত্তেজিত করতে পারে না পুরুষদের মত করে। বেকম্যানের সাথে করার সময় সে দু'জনের সাথে সেক্স আবিষ্কার করেছে–একজন গ্যালারি মালিক–সে দেখলো বেকম্যানের উভকামীতা আছে। দু'জন মানুষের একইসাথে তাকে তৃপ্ত করে দেয়া তাকে আনন্দে রীতিমত অবশ করে দিলো, আর যে বিষয়টি আবিষ্কার করলো তা হলো এমন এক আনন্দ যা ব্যখ্যা করা যায় না, তার স্বামী অন্য এক পুরুষের স্পর্শে উত্তেজিত হচ্ছে। সে আর বেকম্যান একই আনন্দের পুণরাবৃত্তি ঘটিয়েছে আরো দু'জন নিয়মিত সঙ্গীর মাধ্যমে।

এমন নয় যে স্বামীর সাথে তার যৌনজীবন বিরক্তিকর অথবা অতৃপ্ত। এটা শুধু এই যে, ব্লমকোভিস্ট তাকে অন্যরকম এক অভিজ্ঞতা দেয়।

মানুষটার মেধা আছে। সে এতটাই ভালো যে তার মনে হয় সে একটা ভারসাম্য অর্জন করেছে বেকম্যানের সাথে স্বামী হিসেবে আর ব্লমকোভিস্টের সাথে 'দরকারের-সময়-প্রেমিক' হিসেবে। তাদের দু'জনকে বাদ দিয়ে সে কিছু করে না আর তাদের দু'জনের মধ্যে একজনকে বেছে নেয়ার ইচ্ছেও নেই তার।

এটা তার স্বামী বুঝতে পেরেছে যে, তাকে সে যা দেয় তার বাইরেও কিছু চাহিদা আছে বার্গারের, এমনকি জেকুজিতে তার কল্পনাপ্রসূত অ্যাক্রোবেটিকে ব্যায়ামেরও বেশি কিছু।

ব্লমকোভিস্টের সাথে সম্পর্কের যে বিষয়টা তার সবচেয়ে ভালো লাগে তা হলো সে তাকে নিয়ন্ত্রন করতে চায় না। ব্লমকোভিস্টের কোন ঈর্ষা নেই, যদিও বিশ বছর আগে তারা ডেটিংয়ে যাওয়ার সময় বার্গার তাকে ঈর্ষাবশত আক্রমণ করেছে

অনেকবার, সে আবিষ্কার করে দেখেছে তার ব্যাপার ঈর্ষা করার কিছু নেই। তাদের সম্পর্কটা গড়ে উঠেছে বন্ধুত্বের উপর, আর বন্ধুত্বের ব্যাপারে ব্লমকোভিস্ট অত্যন্ত অনুগত। এটা এমন এক সম্পর্ক যা টিকে থাকবে কঠিনতম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে।

তবে সে বিরক্ত হয়ে আছে, কারণ তার বেশ কিছু পরিচিতজন তাদের সম্পর্কটা নিয়ে ফিসফাস করে আড়ালে আবডালে।

ব্লমকোভিস্ট পুরুষ, সে যখন যার সাথে খুশি ঘুমাতে পারে, কেউ ভ্রু কুঁচকাবে না। সে একজন নারী, তার একজন প্রেমিক আছে এবং তার স্বামীর মত আছে এতে–বিশ বছর ধরে সে তার প্রেমিকের প্রতি বিশ্বস্ত আছে–বিষয়টা ডিনারে গল্প করার মতই।

একটু ভেবে সে ফোনটা তুলে তার স্বামীকে ফোন করলো। "ডার্লিং, কি করছো তুমি?"

"লেখালেখি।"

বেকম্যান শুধু একজন আর্টিস্টই নয়, আর্ট হিস্ট্রির প্রফেসর সে, বেশ কিছু বইয়ের লেখকও। প্রায়ই সে পাবলিক ডিবেটে অংশ নেয়, কয়েকটা বড় বড় আর্কিটেকচার ফার্মে কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করে। গত বছর ধরে সে বিল্ডিংয়ের আর্টিস্টিক ডেকোরেশন ও তার প্রভাব এবং কেন মানুষ কিছু কিছু ভবনে সমৃদ্ধি পায় অন্যগুলোর চাইতে–তার উপর একটা বই লিখছে। বইটা ফাংশনালিজমের উপর একটা আক্রমণ হতে যাচ্ছে যা কিনা (বার্গারের ধারণা) সাড়া ফেলবে।

"কেমন চলছে?"

"ভালো। বেশ এগুচ্ছে। তোমার খবর কি?"

"এইমাত্র নতুন সংখ্যাটার কাজ শেষ করলাম। বৃহস্পতিবার প্রিন্টারে যাবে।"

"খুব ভালো।"

"একদম ক্লান্ত হয়ে গেছি।"

"শুনে মনে হচ্ছে কিছু বলতে চাচ্ছো।"

"আজ রাতে তোমার কোনো পরিকল্পনা আছে? বাড়ি না আসলে কি তুমি কিছু মনে করবে?"

"ব্লমকোভিস্টকে হ্যালো বোলো, তাকে জানিয়ে দাও তার ভাগ্য আজ সুপ্রসন্ন।"

"তার এটা ভালোই লাগবে।"

"আচ্ছা, তাকে বোলো তুমি একটা ডাইনি যাকে তৃপ্ত করা অসম্ভব এবং সে অল্পতেই বুড়িয়ে যাবে।"

"সে তা জানে।"

"সেক্ষেত্রে আমার আত্মহত্যা করা ছাড়া পথ নেই। মরে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আমি লিখে যাবো। সুন্দর সময় কাটাও।"

ব্লমকোভিস্ট তখন এঙ্গকেডে সিভেনসন আর জোহানসনের ওখানে সিভেনসনের পান্ডুলিপির উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে উপসংহার টানছিলো। বার্গার ভাবছিলো সে ব্যস্ত থাকবে কি না, অথবা তার পিঠে ব্যথার জন্য ম্যাসেজ করার কথা বলবে।

"তোমার কাছে তো চাবিটা আছে," সে বললো, "বাড়িতেই থাকো।"

"আচ্ছা, এক ঘন্টার মধ্যে তোমার সাথে দেখা হচ্ছে।"

দশ মিনিট লাগলো তার বেলমাংস্টেনে পৌছাতে। পোশাক খুলে গোসল করলো সে, এসপ্রেসো কফি বানালো। তারপর নগ্ন হয়ে বিছানায় গিয়ে পূর্ণ প্রত্যাশায় অপেক্ষা করতে লাগলো।

সম্ভবত তার পরিপূর্ণ তৃপ্তি আসতো তার স্বামী এবং ব্লমকোভিস্টকে একসাথে পেলে। কিন্তু তা কখনোই হবে না। ব্লমকোভিস্ট এত সোজাসাপ্টা যে বার্গার তাকে ঠাট্টা করে হোমোফোবি বলে ক্ষেপায়। পুরুষদের প্রতি তার কোন আগ্রহই নেই। পারতপক্ষে পৃথিবীতে তুমি যা চাও তার সবটা কখনোই পাবে না।

ব্লভ দানবটা বিরক্ত হয়ে ভ্রু কুঁচকে আছে, কারণ এক ঘন্টা ধরে বনের ভেতর দিয়ে এত বাজেভাবে গাড়ি চালাচ্ছে যে তার মনে হলো সে বুঝি ভুল দিকে মোড় নিয়েছে। রাস্তাটা যখন চওড়া হতে শুরু করেছে তখন সন্ধ্যে হচ্ছে, সে কেবিনটা দেখলো। থেমে ইঞ্জিনটা বন্ধ করে চারপাশে তাকিয়ে দেখলো। আর প্রায় পঞ্চাশ গজ যেতে হবে তাকে।

স্টলারহোমেনের একটা অঞ্চলে আছে সে। বনের মাঝখানে একটা সাদামাটা ১৯৫০এর কেবিন। গাছের সারির মধ্য দিয়ে মালারেন হ্রদে বরফের রেখা দেখতে পেলো সে।

সে কল্পনা করতেও পারলো না কেন একজন মানুষ এরকম নির্জন জায়গায় অবসর কটাতে আসে। গাড়ির দরজাটা বন্ধ করে হঠাৎ অস্বস্তি অনুভব করলো। বনটাকে ভয়ঙ্কর লাগছে, যেন এটা তাকে চারপাশ থেকে বন্দী ক'রে ফেলছে। তার মনে হচ্ছে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে। কেবিনের দিকে যেতে লাগলো, কিন্তু একটা গুঞ্জন শুনে সে একটু থামলো।

জঙ্গলের ভেতর তাকালো সে, অন্ধকার, নির্জন, কোন বাতাস নেই। ইন্দ্রিয়গুলোকে পূর্ণ সজাগ রেখে ওখানে দুই মিনিট দাঁড়ালো, চোখের দৃষ্টিসীমার এক পাশে ওটা দেখা গেলো, একটা অবয়ব নিরবে, আস্তে আস্তে গাছের ভেতর এগুচ্ছে। চোখটা তার দিকে নিবদ্ধ করলে সে দেখলো ঠিক ত্রিশ গজ সামনে অবয়বটা স্থির দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে আছে।

অজানা আতঙ্ক অনুভব করলো সে। ভালোমত দেখতে চেষ্টা করলো। একটা কালো কঙ্কালসার মুখ দেখলো। খুব ছোটখাট, তার চাইতে অর্ধেকের বেশি হবে না এবং পাইন আর মসের ছাল এর মত পোশাক পরা। কোনো জংলী?

শ্বাস বন্ধ করলো সে। বুঝতে পারলো ঘাড়ের পেছনে চুলগুলো খাড়া হয়ে গেছে। আবারও যখন প্রাণীটার দিকে তাকালো ওটা ১০ গজ ডানদিকে সরে গেছে। ওখানে আর কেউ নেই। বুঝতে পারলো সে কল্পনা করছে। আর এখনো সে গাছের মধ্যে অবয়বটা দেখতে পারছে। মনে হচ্ছে ওটা অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে তাকে আক্রমনের জন্য অবস্থান নিচ্ছে।

দ্রুত কেবিনের দিকে এগুতে লাগলো ব্লন্ড দানবটা। দরজায় সে একটু জোরে কড়া নাড়লো। ভেতর থেকে কণ্ঠটা শুনে তার ভয় কমে গেলো। মাথা ঘুরিয়ে কাঁধের উপর দিয়ে তাকালো। কিছু নেই ওখানে।

তবে দরজা খোলার আগে পর্যন্ত সে ভালোমত নিঃশ্বাস নিতে পারলো না। বুরম্যান তাকে আন্তরিক অভিবাদন জানিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলো।

মিরিয়াম উ সেলারের রিসাইক্লিং রুম থেকে সালান্ডারের জিনিসপত্রের শেষ আবর্জনার ব্যাগটা সেলারে ফেলে উপরে উঠে হাঁপাতে লাগলো। অ্যাপার্টমেন্টটা একেবারে পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে এবং সাবান, পেইন্ট আর সালান্ডারের বানানো কফির গন্ধ আসছে। একটা টুলে বসে সে খালি অ্যাপার্টমেন্টটা দেখে চিন্তা করতে লাগলো পর্দা, রাগ, ডিসকাউন্ট কুপন আর হলের আবর্জনাগুলো কিভাবে ম্যাজিকের মত উধাও হয়ে গেছে। সে অবাক হয়ে দেখলো অ্যাপার্টমেন্টটা কত বড় দেখা যাচ্ছে।

মিম্মি এবং সালান্ডারের রুচি একরকম নয়, কি পোশাক, আসবাব অথবা বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাপারস্যাপারে; সংশোধন : আসলে মিম্মির রুচি আছে এবং তার লিভিং রুমটা কেমন দেখাবে অথবা কোন ধরনের পোশাক পরবে এতে তার নির্দিষ্ঠ দৃষ্ঠিভঙ্গি আছে। মিম্মি যা বুঝেছে সালান্ডারের কোনো রুচি নেই।

লুন্ডাগাটানের অ্যাপার্টমেন্টটা খুব ভালোমত দেখার পরে তারা দু'জন মিলে আলোচনা করেছে এবং মিম্মি ঠিক করেছে বেশিরভাগ জিনিসই সরিয়ে ফেলতে হবে। বিশেষ করে লিভিং রুমের নোংরা-বাদামি রঙের সোফাটা। সালান্ডার কি কোনকিছু রাখতে চায়? না। দুইসপ্তাহ ধরে মিম্মি প্রতিদিন সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ কাটিয়েছে পুরনো ফালতু আসবাব সরিয়ে আর কাপবোর্ড পরিষ্কার করে, মেঝে আর বাথটাব ঘসে, এবং কিচেনের দেয়াল সংস্কার করে। সে লিভিং রুমের পার্কেটের মেঝেটাও বার্ণিশ করেছে ।

এসব কাজে সালান্ডারের কোনো আগ্রহ নেই, তবে সে প্রায়ই এসে মিম্মির কাজ দেখে আর মুগ্ধ হয়। অবশেষে অ্যাপার্টমেন্টটা একদম খালি হয়ে গেছে শুধু কিচেনে একটা কাঠের টেবিল আর দুইটা টুল ছাড়া যেটাতে সালান্ডার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলার সময় বসেছিলো আর লিভিংরুমে এক সেট শক্ত শেল্ফ, যেটাকে মিম্মি রং করে নেবে বলে ভেবেছে।

"এই সপ্তাহের শেষে আমি আসছি, যদি না তুমি তোমার মত পাল্টে ফেলো।"

“অ্যাপার্টমেন্টটার প্রয়োজন নেই আমার।”

“কিন্তু এটা খুব ভালো একটা অ্যাপার্টমেন্ট। মানে আরো বড় আর ভালো অ্যাপার্টমেন্ট আছে, তবে এটা সোদারের মাঝখানে অবস্থিত আর ভাড়াও বেশি না। লিসবেথ, এটা বিক্রি না করে তুমি সৌভাগ্যকে তাড়িয়ে দিচ্ছ।

“আমার যথেষ্ট সামর্থ্য আছে।”

ওর কথা সালান্ডার এভাবে উড়িয়ে দেয়ায় মিম্মি চুপ হয়ে গেলো।

“তুমি এখন কোথায় থাকবে?”

সালান্ডার জবাব দিলো না।

“কেউ কি তোমার ওখানে বেড়াতে যেতে পারে?”

“ঠিক এক্ষুণি নয়।”

সালান্ডার কাঁধের ব্যাগটা খুলে কিছু কাগজ বের করে মিম্মিকে দিলো।

“হাউজিং এসোসিয়েশনের সাথে আমি চুক্তিটা ঠিকঠাক করেছি। সবচেয়ে সহজ কাজ হলো তোমার নামটা আমার রুমমেট হিসেবে নিবন্ধন করা এবং বলা যে আমি অ্যাপার্টমেন্টের অর্ধেকটা তোমার কাছে বিক্রি করছি। দাম হচ্ছে এক ক্রোনার। চুক্তিটা তোমাকে সই করতে হবে।”

মিম্মি কলমটা নিয়ে সই করে দিলো, লিখে দিলো তার জন্মতারিখটা।

“এইটুকুই?”

“হ্যা।”

“লিসবেথ, আমি সবসময় ভেবেছি তুমি একটু তারছেঁড়া। তুমি কি বুঝতে পারছ, তুমি এই অ্যাপার্টমেন্টের অর্ধেকটা আমায় দিয়ে দিলে, তবে আমি এমনভাবে শেষ করতে চাই না যাতে কখনো তোমার হঠাৎ অনুতাপ হয় আর আমাদের মাঝে খারাপ অনুভূতি জন্ম নেয়।”

“কখনো কোনো খারাপ অনুভূতি হবে না। আমি চাই তুমি এখানে থাকবে। এটা আমার কাছে ঠিক বলেই মনে হচ্ছে।”

“কিন্তু বিনিময়ে কিছু না? তুমি একটা পাগল।”

“তুমি আমার চিঠিপত্রগুলো সামলাবে। এটাই চুক্তি হলো।”

“এটা করতে সপ্তাহে আমার চার সেকেন্ড লাগবে। তুমি কি মাঝে মাঝে সেক্স করতে আসবে?”

মিম্মির দিকে চোখ স্থির করলো সে। কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকেলো সে। “আমার খুব ভালো লাগবে, তবে এটা চুক্তির অংশ নয়। তোমার যখন খুশি না বলতে পারো।”

মিম্মি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। “আর আমি এখানে একজন রক্ষিতা নারী হিসেবে জীবন উপভোগ করতে শুরু করছি। তুমি জান, কেউ একজন আমাকে একটা

অ্যাপার্টমেন্ট দিয়ে তার ভাড়াটাও মিটিয়ে দিচ্ছে এবং যখন তখন এসে বিছানায় নেবে আমায়।"

কয়েকমুহূর্ত তারা নিশ্চুপ থাকলো। তারপর মিম্মি দৃঢ়ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে লিভিংরুমে গেলো খালি বাল্বটা সিলিং থেকে খুললো।

"এখানে এসো।"

সালান্ডার তার কাছে গেলো।

"আসবাববিহীন একটা নতুন পেইন্ট করা অ্যাপার্টমেন্টের মেঝেতে কখনো সেক্স করি নি আমি। একটা ছবিতে আমি মার্লোন ব্রান্ডোকে দেখেছি প্যারিসে এরকম করতে।"

সালান্ডার মেঝের দিকে তাকালো।

"আমার খেলা মনে হচ্ছে। তুমি কি এতে আগ্রহী?"

"আমি প্রায় সবসময়ই এতে আগ্রহী থাকি।"

"আজ রাতে মনে হচ্ছে আমি নিয়ন্ত্রন করবো। আমি সিদ্ধান্ত দেবো। পোশাক খুলে ফেলো।"

সালান্ডার বাঁকা হাসি হাসলো। তার পোশাক খুলে ফেললো। দশ সেকেন্ড লাগলো তার।

"মেঝেতে শুয়ে পড়। পেটের উপর।"

মিম্মির কথামত সালান্ডার তাই করলো। পার্কেটের মেঝেটা ঠাণ্ডা, তার শরীর শিরশির করে উঠলো। মিম্মি সালান্ডারের টি-শার্টটা দিয়ে (যাতে লেখা আছে চুপ থাকার অধিকার তোমর আছে) হাত দু'টো পেছনে বাঁধলো।

সালান্ডার এটা না মনে করে পারলো না যে দুই বছর আগে একইভাবে ঐ বানচোত নিলস্ বুরম্যান তার হাত দু'টো বেঁধেছিলো।

মিলটা তখনই ওখানেই শেষ হলো।

মিম্মির সাথে সালান্ডার কামনাপূর্ণ আকাঙ্খা অনুভব করলো। সে পূর্ণ তৃপ্তি পেলো যখন মিম্মি তাকে পেছন থেকে গড়িয়ে সামনে এনে পা ফাঁক করলো। অন্ধকার ঘরে সালান্ডার দেখলো মিম্মি ওর টি-শার্ট খুলে ফেলেছে আর তার নরম স্তন নিয়ে মেতেছে। তারপর মিম্মি টি-শার্টটা দিয়ে সালান্ডারের চোখ বেঁধে দিলো। সে কাপড়ের খসখস আওয়াজ পেলো। কয়েক সেকেন্ড পরে সে টের পেলো মিম্মির জিভ ওর পেটে আর আঙ্গুলগুলো উরুর ভেতরে। বহুদিন পরে ওর চরম উত্তেজনা হলো। সে তার চোখ দু'টো বন্ধ রেখে মিম্মিকে যা করার করতে দিলো।

অধ্যায় ৮

সোমবার, ফেব্রুয়ারি ১৪–শনিবার, ফেব্রুয়ারি ১৯

দরজায় আলতো টোকা শুনে আরমানস্কি তাকিয়ে দেখলো সালান্ডার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। এসপ্রেসো মেশিন থেকে দুই কাপ কফি নিয়ে এসেছে। আরমানস্কি কলমটা রেখে রিপোর্টটা সরিয়ে রাখলো।

"হাই," বললো সে।

"হাই।"

"এমনি তোমাকে দেখতে এলাম, আসতে পারি?" সালান্ডার বললো।

একটু চোখ বন্ধ করলো আরমানস্কি। চেয়ারে বসার জন্য ইশারা করলো তাকে। ঘড়ির দিকে তাকালো সে। সন্ধ্যা ৬:৩০। একটা কাপ তার হাতে বাড়িয়ে দিয়ে চেয়ারে বসলো সালান্ডার। তারা একে অন্যের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো।

"এক বছরের বেশি হবে," আরমানস্কি বললো।

মাথা নেড়ে সায় দিলো সালান্ডার।

"পাগল হয়ে গেছ?"

"তাই হওয়া কি উচিৎ?"

"আমি কিন্তু গুডবাই বলি নি।"

ঠোঁট কামড়ালো আরমানস্কি। সালান্ডারকে দেখে ভড়কে গেলেও মেয়েটা যে বেঁচে আছে তাতে স্বস্তি পেলো সে। হঠাৎ করে তার মধ্যে একধরণের সুতীব্র উদ্বিগ্নতা আর বিরক্তি দেখা দিলো।

"জানি না কি বলবো," বললো সে। "তুমি কি কাজ করছো তা আমাকে জানানোর কোনো বাধ্যবাদকতা নেই। কি চাও তুমি?"

তার মনোভাবের চেয়ে কণ্ঠটা অনেক বেশি শীতল।

"আমি বুঝতে পারছি না। তোমাকে শুধু হ্যালো বলার জন্য এসেছি।"

"তোমার কি কোনো কাজের দরকার? তোমাকে আমি আর কাজে নেবো না।"

মাথা নাড়লো সালান্ডার।

"তুমি কি অন্য কোথাও কাজ করছ?"

আবারো মাথা ঝাঁকালো সে। মনে মনে কথাগুলো গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করলো।

অপেক্ষা করলো আরমানস্কি।

"আমি দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম," অবশেষে বললো সে। "কয়েকদিন

আগে দেশে ফিরেছি।"

তাকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখলো আরমানস্কি। তার বেশভূষায় নতুন ধরণের পরিপক্কতা দেখা যাচ্ছে। ব্রার ভেতরে বাড়তি কিছু লাগিয়েছে হয়তো।

"তুমি বেশ বদলে গেছ। কোথায় ছিলে এতোদিন?"

"বিভিন্ন জায়গায়..." বললো সে, তবে আরমানস্কির সপ্রশ্ন দৃষ্টি দেখে বললো, "ইতালিতে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে মধ্য প্রাচ্য, হংকং হয়ে ব্যাংকক। কিছুদিন ছিলাম অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডে। এক মাস তাহিতি দ্বীপেও ছিলাম। এরপর যুক্তরাষ্ট্র ঘুরে কয়েকমাস ক্যারিবিয়ানে কাটিয়েছি। তোমাকে কেন গুডবাই বলে যাই নি জানি না।"

"কেন বলে যাও নি সেটা আমি জানি : তুমি কাউকে পরোয়া করো না," আরমানস্কি জোর দিয়ে বললো।

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো সালান্ডার। "আসলে অন্যেরাই আমাকে পরোয়া করে না।"

"বাজে কথা," বললো আরমানস্কি, "তোমার আচার-আচরণে সমস্যা আছে, কেউ তোমার বন্ধু হতে চাইলে তার সাথে তুমি বাজে ব্যবহার করো। তাকে নর্দমায় ছুড়ে ফেলে দাও। এটাই হলো আসল কথা।"

নিরবতা।

"তুমি কি চাচ্ছো আমি এখান থেকে চলে যাই?"

"তোমার যা ভালো লাগে তুমি তো তাই করো। সবসময়ই তাই করো। তবে এখন যদি চলে যাও তোমার এই মুখ আর আমি দেখতে চাইবো না।"

হঠাৎ সালান্ডার খুব ভয় পেয়ে গেলো। শ্রদ্ধা করে এমন একজন তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। কি বলবে বুঝতে পারছে না সে।

"হোলার পামগৃন স্ট্রোক করার পর দু'বছর হতে চললো। তুমি একবারো তার ওখানে যাও নি," একটানে বলে গেলো আরমানস্কি।

আরমানস্কির দিকে চমকে তাকালো সালান্ডার। "পামগৃন বেঁচে আছেন?"

"তুমি এটাও জানো না সে বেঁচে আছে না মরে গেছে!"

"ডাক্তার বলেছিলো তিনি–"

"ডাক্তার অনেক কথাই বলেছে তার ব্যাপারে," আরমানস্কি বাঁধা দিয়ে বললো। "সে খুব খারাপ অবস্থায় থাকায় কারো সাথে যোগাযোগ করতে পারে নি। তবে গত বছর সে একটু সুস্থ হয়ে উঠেছে। খুব ভালোভাবে কথা বলতে পারে না, মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনতে হয়। অনেক কিছুতে তার সাহায্য দরকার হয়, তবে সে নিজেই টয়লেটে যেতে পারে। তার সাথে অনেকেই সময় কাটাতে যায় যারা তাকে ভালোবাসে।"

হতবিহ্বল হয়ে বসে রইলো সালান্ডার। দুই বছর আগে যখন পামগৃনের

স্ট্রোক করে নিজের ঘরে তখন সালান্ডারই সেটা আবিষ্কার করেছিলো। অ্যাম্বুলেন্সও ডেকে এনেছিলো সে। ডাক্তার মাথা নেড়ে বলেছিলো রোগীর অবস্থা আশাব্যাঞ্জক নয়। তিন দিন হাসপাতালে থাকে সালান্ডার, ডাক্তার জানায় পামগৃন কোমায় চলে গেছে, এ অবস্থা থেকে ফিরে আসাটা একবারেই অসম্ভব। সে তখনই হাসপাতাল ছেড়ে চলে আসে। তারপর কি ঘটেছিলো তার কিছুই সে জানে না।

ভ্রু তুললো সে। একইসময় নিলস বুরম্যান তার উপর চেপে বসেছিলো, তার অনেকটা মনোযোগই ছিলো ঐ লোকটার উপর। তবে কেউ তাকে বলে নি যে পামগৃন বেঁচে আছে অথবা ভালো হয়ে উঠছে, এমনকি আরমানস্কিও না। এরকম কোনো সম্ভাবনার কথাও তার মনে হয় নি।

চোখ ভরে পানি চলে এলো তার। জীবনে কখনোই তার নিজেকে এতোটা স্বার্থপর মনে হয় নি। এমন মারাত্মকভাবে তার সমালোচনাও কেউ করে নি এর আগে। মাথাটা নামিয়ে নিলো সে।

চুপচাপ বসে রইলো তারা, আরমানস্কি বললো, "কেমন আছ তুমি?"

সালান্ডার কেবল কাঁধ তুললো।

"কিভাবে চলছে তোমার? কাজ করছো?"

"না, করছি না, আর আমি ঠিক জানি না কি ধরণের কাজ আমি চাই। তবে আমি একটা ভালো অংকের টাকা পেয়েছি, তাই দিয়ে চলে যাচ্ছে।"

অনুসন্ধিৎসু চোখে সালান্ডারকে দেখলো আরমানস্কি।

"হ্যালো বলার জন্যই এখানে এসেছি...কাজ খুঁজছি না আমি। জানি না...তোমার যদি কখনো প্রয়োজন হয় কাজ করতে পারি, তবে এমন কিছু যা আমার ভালো লাগবে।"

"হেডেস্টাডে গত বছর কি ঘটেছিলো আমার মনে হয় তুমি তা বলতে চাও না।"

কোন জবাব দিলো না সালান্ডার।

"আচ্ছা, কিছু একটা ঘটেছে। তুমি এখানে সার্ভিলেন্স গিয়ার নেয়ার জন্য ফিরে এলে, মার্টিন ভ্যাঙ্গার ট্রাকের নিচে চাপা পড়লো, কেউ তোমাকে হুমকী দিলো। মৃত অবস্থা থেকে তার বোন ফিরে এলো। হালকাভাবে নিলে ব্যাপারটা বেশ চমকপ্রদই ছিলো।"

"এ ব্যাপারে কিছু বলবো না বলে কথা দিয়েছি আমি।"

"ওয়েনারস্ট্রম অ্যাফেয়ারে তোমার কি ভূমিকা ছিলো তাও বলবে না তুমি।"

"ব্লমকোভিস্টকে আমি গবেষণার কাজে সাহায্য করেছি।" হঠাৎ ওর কণ্ঠটা বেশ শীতল হয়ে গেলো। "এর বেশি কিছু না। আমি আসলে জড়াতে চাই নি।"

"ব্লমকোভিস্ট তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সবখানে। তোমার ব্যাপারে কিছু জানতে পেরেছি কিনা সেটা জানার জন্য মাসে একবার এখানে আসে ভদ্রলোক।"

চুপ করে রইলো সালান্ডার, তবে আরমানস্কি খেয়াল করে দেখলো ঠোঁট দু'টো শক্তভাবে চেপে ধরে আছে সে।

"তাকে আমি পছন্দ করি এটা বলবো না," বললো আরমানস্কি। "তবে সে তোমাকে পছন্দ করে। গত শরতে তার সাথে দেখা হয়েছিলো, হেডেস্টাডের ব্যাপারে কিছুই বলতে চায় নি।"

ব্লমকোভিস্টের ব্যাপারে সালান্ডার আলাপ করতে চাইছে না। "আমি এসেছি তোমাকে হ্যালো বলার জন্য আর এটা জানাতে যে আমি ফিরে এসেছি। জানি না থাকবো কি না। আমার সাথে যদি যোগাযোগ রাখতে চাও তো এই নাও আমার মোবাইল নাম্বার আর নতুন ঠিকানা।"

একটা কাগজ আরমানস্কির হাতে দিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো। প্রায় দরজায় পৌঁছানোমাত্র আরমানস্কি ডাকলো তাকে।

"একটু দাঁড়াও। তুমি কোথায় যাচ্ছো?"

"হোলার পামগ্রেনকে হ্যালো বলতে যাচ্ছি।"

"ঠিক আছে...মানে, আমি বলছি...কি ধরণের কাজ তুমি করবে?"

"জানি না।"

"তবে তোমার তো রোজগার করতে হবে।"

"তোমাকে তো বলেছি আমার চলার মত পর্যাপ্ত টাকা আছে।"

চেয়ারে হেলান দিলো আরমানস্কি। ওর কথাগুলো কিভাবে নেবে সে কখনোই পুরোপুরি নিশ্চিত হয় নি।

"কিছু না বলে চলে যাওয়াতে তোমার উপর আমি এতোটাই রেগে আছি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আর কখনো তোমাকে বিশ্বাস করবো না।" তার চেহারায় বিমর্ষ একটা ভাব ফুটে উঠলো। "তোমার উপর আস্থা রাখা যায় না, তবে তুমি খুবই ভালো একজন গবেষক। আমার হাতে একটা কাজ আসছে, এটা তোমার জন্য উপযুক্ত হবে বলে মনে করছি।"

মাথা ঝাঁকালো সে, তবে আরমানস্কির ডেস্কের কাছে ফিরে এলো।

"তোমার কাছে কোনো কাজ চাই না। মানে, আমার দরকার নেই। আমি সিরিয়াস। আর্থিকভাবে আমি এখন স্বনির্ভর।"

ভ্রু কপালে তুললো আরমানস্কি।

"আচ্ছা, তুমি আর্থিকভাবে স্বনির্ভর। ঠিক আছে, তোমার কথাটাই সত্যি ব'লে ধরে নিচ্ছি। তবে যখন তোমার কাজের দরকার হবে..."

"ড্রাগান, দেশে ফেরার পরে তুমি হচ্ছো দ্বিতীয় ব্যক্তি যার সাথে দেখা করেছি আমি। তবে বিগত কয়েক বছরের মধ্যে যে অল্প ক'জনকে আমি শ্রদ্ধা করেছি তুমি তার মধ্যে অন্যতম।"

"সব মানুষকেই রোজগার করতে হয়।"

"দুঃখিত, আসলে ব্যক্তিগত তদন্ত করার কাজটাতে আমি আর আগ্রহী নই। মজার কোনো সমস্যা নিয়ে কাজ করলে আমাকে জানিও।"

"কি ধরণের সমস্যা?"

"যেটার আগা-মাথা খুঁজে পাবে না। এমনভাবে জট পাকিয়ে আছে যে কী করতে হবে বুঝতে পারছো না। যদি তোমার জন্য কাজ করি তবে অবশ্যই তোমাকে বিশেষ কোনো কাজ দিতে হবে আমাকে। হতে পারে অপারেশনের দিক থেকে কিছু।"

"অপারেশনের দিকটা? তোমাকে? তুমি তো যখন খুশি কোন খোঁজ-খবর ছাড়াই লাপাত্তা হয়ে যাও।"

"কোনো কাজ করার ব্যাপারে সম্মত হলে আমি কখনোই সেটা থেকে সরে যাই না।"

অসহায়ভাবে ওর দিকে তাকালো আরমানস্কি। অপারেশন শব্দটা একটা জার্গন, তবে এর অর্থ হলো ফিল্ড ওয়ার্ক। বাডিগার্ডের কাজ থেকে শুরু করে আর্ট এক্সিবিশন পাহাড়া দেয়ার কাজটাও এর মধ্যে পড়ে। তার এখানে যারা অপারেশনে কাজ করে সবাই আত্মবিশ্বাসী, দৃঢ়চেতা কর্মী, তাদের অনেকেই পুলিশ ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছে, আর তাদের ৯০ ভাগই পুরুষ। মিল্টন সিকিউরিটির অপারেশন ইউনিটের কর্মীদের থেকে সালান্ডার একেবারেই বিপরীত মেরুর একজন মানুষ।

"ভালো..." দ্বিধার সাথে বললো আরমানস্কি, তবে সালান্ডার উধাও হয়ে গেছে দরজা দিয়ে। মাথা ঝাঁকালো আরমানস্কি। মেয়েটা পাগল, আসলেই পাগল।

পরের মুহূর্তেই দরজায় ফিরে এলো সালান্ডার।

"ওহ্ হো, একটা কথা...ক্রিস্টিন রাদারফোর্ড নামের অভিনেত্রীকে যে বদমাশটা হুমকী দিয়ে চিঠি লিখেছিলো তার কাছ থেকে রক্ষা করতে তুমি দু'জনকে নিয়োগ করেছ। তুমি ভাবছো এটা খুব গোপন একটা কাজ কারণ পত্রলেখক মহিলা সম্পর্কে অনেক বিস্তারিত বিষয় জানে।"

সালান্ডারের দিকে তাকালো আরমানস্কি। বিদ্যুৎ খেলে গেলো তার সারা শরীরে। আবারো সে এটা করেছে। এমন একটা কেস সম্পর্কে বলছে যার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানে না সে।

"তো...?"

"এটা একটা ধোঁকাবাজী। মহিলা আর তার ছেলেবন্ধু পাবলিসিটির জন্য চিঠিগুলো লিখছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে আরেকটি চিঠি পাবে সে, আর পরের সপ্তাহে তারা মিডিয়াতে এটা ফাঁস করবে। বোধহয় তারা মিল্টনকে এটা ফাঁস করার জন্য দায়ি করবে। ক্লায়েন্ট লিস্ট থেকে তাকে এক্ষুণি বাদ দিয়ে দাও।"

আরমানস্কি কিছু বলার আগেই চলে গেলো সালান্ডার। খালি দরজাটার দিকে তাকালো সে। কেসের সামান্য কোন বিবরণও হয়তো জানে না মেয়েটা। মিল্টনে

ওর কোন গুপ্তচর আছ নিশ্চয়, সেই তাকে আপডেট জানায়। কিন্তু এটা সম্পর্কে আরমানস্কি ছাড়া আর চার থেকে পাঁচ জন শুধু জানে–অপারেশন চিফ আর হুমকীর উপর যারা রিপোর্ট করছে–তারা সবাই নির্ভরযোগ্য কর্মী। গাল চুলকাতে লাগলো আরমানস্কি।

ডেস্কে তাকালো সে। রাদারফোর্ডের ফাইলটা এখানে তালা মারা আছে। অফিসে নিরাপত্তা অ্যালার্মও আছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝলো টেকনিক্যাল বিভাগের প্রধান হ্যারি ফ্রান্সন কাজ শেষে বাড়ি চলে গেছে। ফ্রান্সনকে কাল সকালে অফিসে এসে একটা সার্ভিলেন্স ক্যামেরা বসানোর ব্যাপারে ই-মেইল করে জানাবে সে।

সরাসরি মোসাবেকের বাড়িতে চলে এলো সালান্ডার। জরুরি মনে করে তাড়াহুড়া করতে লাগলো সে।

সোদারের হাসপাতালে ফোন করে একটু পরই পামগৃনের অবস্থান সম্পর্কে জেনে নিলো। আরস্ত্রা'র একটা আশ্রয়কেন্দ্রে গত চৌদ্দ মাস ধরে আছে পামগৃন। হঠাৎ করে ওর আপেলভিকেনের কথা মনে পড়লো। তার সাথে দেখা করতে গেলে বলা হয় যে তিনি ঘুমাচ্ছেন, তবে পরদিন দেখা করা যাবে।

অ্যাপার্টমেন্টের যাবতীয় জিনিস গোছগাছ করে সন্ধ্যাটা পার করলো সালান্ডার। বাজে মুডে আছে সে। তাড়াতাড়ি বিছানায় গিয়ে তখনই ঘুমিয়ে পড়লো। সকাল ৭টায় ঘুম থেকে উঠে গোসল করেই নাশতা করে নিলো সে। ৮টায় রেন্টাল এজেন্সিতে গিয়ে সেই একই নিশান মাইক্রোটা ভাড়া করলো যেটা দিয়ে কয়েক সপ্তাহ আগে সে আপেলভিকেনে গিয়েছিলো।

আশ্রয়কেন্দ্রের বাইরে গাড়িটা পার্ক করার সময় সে খুব নার্ভাস হয়ে গেলেও মনে সাহস সঞ্চয় করে ভেতরে ঢুকে পড়লো সে।

ফ্রন্টডেস্কের মহিলাটি তার কাগজপত্র দেখে বললো, হোলার পামগৃন জিমে আছেন, ১১টার আগে পাওয়া যাবে না। সালন্ডার ওয়েটিংরুমে বসতে পারে অথবা পরেও আসতে পারে। গাড়িতে গিয়ে বসে সিগারেট খেতে খেতে অপেক্ষা করতে লাগলো সে। ঠিক ১১টায় সে আবার গেলো ফ্রন্টডেস্কে, করিডোর দিয়ে ডানে গিয়ে তারপর বামে ডাইনিং হলে যেতে বলা হলো তাকে।

দরজায় গিয়ে প্রায় অর্ধেক খালি ডাইনিংয়ের মাঝে পামগৃনকে চিনতে পারলো সালান্ডার। তার দিকে মুখ করে আছে পামগৃন, তবে মনোযোগ প্লেটের দিকে। কোনরকমে কাটা চামচটা ধরে অনেক মনোযোগ দিয়ে খাবার মুখে ভরছে। বারবার মিস হয়ে চামচটা পড়ে যাচ্ছে।

তাকে কুঁজো দেখাচ্ছে; মনে হচ্ছে একশ বছর বয়স তার। চেহারাটা অদ্ভুত

রকম স্থির দেখাচ্ছে। একটা হুইল চেয়ারে বসা। তখনই সালান্ডারের মনে হলো সে বেঁচে আছে, আরমানস্কি তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য বলে নি।

তৃতীয়বারের মত একটু ম্যাকারনি আর পনির তুলতে চেষ্টা করার সময় বিড়বিড় করে উঠলো। ঠিকমত হাটতে পারে না সে, আরো অনেক কিছুই করতে পারে না যা তাকে মেনে নিতে হয়েছে। কিন্তু ঠিকমত খেতেও পারছে না এটা তার একদম পছন্দ হচ্ছে না এবং সত্যি হচ্ছে এই যে কখনো কখনো সে শিশুর মত হয়ে যায়।

সে জানে কিভাবে চামচে খাবার তুলে মুখে দিতে হয়। কিন্তু হাতটারও যেন আলাদা জীবন আছে, সে একভাবে চেষ্টা করে, ওটা অন্যদিকে স্লিপ খায়। মুখে তুলে নেয়ার পরও শেষ মুহূর্তে সেট অন্যদিকে ঘুরে গাল বেয়ে পড়ে যায়।

তবে এখানে থেকে ফল পাওয়া যাচ্ছে। ছয়মাস আগেও তার হাত এতোটাই কাঁপতো যে এক চামচ খাবারও মুখে তুলতে পারতো না। এখনো খেতে অনেক সময় লাগে, তবে সে নিজে হাতে খেতে পারে আর সে চেষ্টা চালিয়ে যাবে যতক্ষণ তার আঙ্গুলের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা না হয়।

চামচটা নামিয়ে খাবার তুলতে যাবে তখনই একটা হাত পেছন থেকে এসে চামচটা নিয়ে নিলো। চামচটাতে কিছু ম্যাকারনি আর পনির তুলেছে। এই পাতলা পুতুলের মত হাতটা সে চেনে, ঘুরে তাকিয়ে সালান্ডারের চোখের দিকে তাকালো, মেয়েটার দৃষ্টিতে মায়া, ওকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে ।

অনেকক্ষণ ধরে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো পামগৃন। হঠাৎ পামগৃনের হৃদয়টা মোচড় দিয়ে উঠলো কি এক কারনে। মুখটা খুলে সে খাবারটা খেলো।

একবারে তাকে এক লোকমা করে মুখে তুলে দিচ্ছে সালান্ডার। সাধারনত পামগৃন কারো হাতে খাবার খেতে অপছন্দ করে, তবে সে সালান্ডারকে বুঝতে পারছে, এমন নয় যে সে একটা অসহায় প্রাণী, সালান্ডার তাকে খাওয়াচ্ছে পরম মমতার সাথে–ওর জন্য একদমই বেমানান বিষয় এটা। চামচে পরিমানমত খাবার তুলে তার মুখে দিয়ে চিবুনোর জন্য অপেক্ষা করছে। স্ট্রসহ দুধের গ্লাসের দিকে ইঙ্গিত করলে ওটা মুখের সামনে ধরলো।

খাওয়া শেষ হলে চামচটা নামিয়ে রাখলো, আরো দেবে কিনা এমন জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে তাকালো। মাথা ঝাঁকালো পামগৃন। খাবারের পুরো সময়টাতে তারা কোন কথাই বলে নি।

হুইলচেয়ারে হেলান দিয়ে গভীর শ্বাস নিলো সে। রুমালটা হাতে নিয়ে মুখ মুছে দিলো সালান্ডার। ঠিক যেন আমরিকান মুভিতে দেখা ক্যাপো দি টুট্টি ক্যাপির মত পামগৃনের নিজেকে মাফিয়া বস মনে হলো। কল্পনায় সে দেখতে লাগলো কিভাবে সালান্ডার তার হাতে চুমু খেয়ে হাসছে।

"এক কাপ কফি খাওয়া যাবে এখানে?" বললো সালান্ডার।

জড়ানো ভাষায় কথা বললো পামগৃন। তার জিভ আর ঠোট আওয়াজটাকে গুছিয়ে নিতে পারে না।

জড়ানোভাবে যা বললো তার মানে দাঁড়ায় ঐ পাশে টেবিলে সার্ভ করা হয়।

"তোমার লাগবে এক কাপ? সবসময়ের মত চিনিছাড়া শুধু দুধ দিয়ে?"

হাতের ইশারায় হ্যা বললো সে। ট্রেটা নিয়ে ওপাশে গিয়ে একটু পরই ফিরে এলো সালান্ডার দুই কাপ কফি নিয়ে। লক্ষ করে দেখলো সালান্ডার নিজের জন্য কালো কফি নিয়েছে, আগে তা খেতো না। দুধ খাওয়ার স্ট্রটা সালান্ডার রেখে দিয়েছে কফি কাপের জন্য, দেখে একটু হাসলো পামগৃন। অনেক কথা বলার আছে তার, কিন্তু একটা অক্ষরও গুছিয়ে নিতে পারছে না সে। তবে তারা এক অন্যের চোখের দিকে তাকাচ্ছে বারবার। সালান্ডারকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে। শেষমেষ নিরবতা ভাংলো সালান্ডার।

"আমি ভেবেছিলাম তুমি মরে গেছো," বললো সে। "যদি জানতাম তুমি বেঁচে আছ তবে কখনোই আমি...অনেক আগেই তোমাকে দেখতে আসতাম আমি। ক্ষমা করো।"

মাথা ঝাঁকিয়ে বো করলো সে, ঠোটটা সামান্য নেড়ে হাসলো।

"তোমাকে যখন ছেড়ে যাই তুমি কোমায় ছিলো, ডাক্তার বললো তুমি মারা যাচ্ছ, কয়েকদিনের মধ্যেই তুমি মারা যাবে, আমি তখন হেঁটে চলে এলাম। খুবই দুঃখিত।"

হাতটা তুলে ওর ছোট্ট মুঠিতে রাখলে সালান্ডার ভালোমত চেপে ধরলো তা।

"তু ধাও লে।" তুমি উধাও হয়ে গেলে।

"ড্রাগান আরমানস্কি বলেছে তোমায়?"

সায় দিলো সে।

"বিদেশে ঘুরতে গিয়েছিলাম আমি। বাইরে যাওয়া দরকার হয়ে পড়েছিলো আমার। কাউকেই আমি গুডবাই না বলে চলে গেছি। তুমি কি দুশ্চিন্তায় ছিলে?"

আস্তে আস্তে সে মাথাটা এপাশ থেকে ওপাশে ঝাঁকালো।

"আমার ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করো না।"

"মি দুচি না, তু তো সাবমবি, আমাস্কি দুস্তিনা ছিলো।" আমি দুশ্চিন্তা করি না। তুমি সবসময় স্বাবলম্বী। আরমানস্কি দুশ্চিন্তায় ছিলো।"

তার সেই চিরচেনা বাঁকা হাসিতে পামগৃন স্বস্তি পেলো। খুটিয়ে খুটিয়ে দেখলো তাকে, তার স্মৃতিতে থাকা সালান্ডারের সাথে সামনে বসা মহিলার তুলনা করতে লাগলো। বদলে গেছে। আগের চেয়ে পরিচ্ছন্ন আর সুবেশী। ঠোটের রিংটা খুলে ফেলেছে আর কাঁধের ঐ টাট্টুটাও নেই।

সালান্ডার বড় হয়ে গেছে। অনেকদিন পর পামগৃন হাসলো। শুনে কাশির খুকখুক আওয়াজ মনে হলো।

সালাভারের হাসিও প্রসারিত হলো, হঠাৎ তার মনে হলো অনেকদিন পর তার হৃদয়ে সুখ অনুভূত হলো।

"ভাও পো রেছ।" ভালো পোশাক পরেছ। তার পরিধেয়র প্রতি ইঙ্গিত করলো সে। মাথা নেড়ে সায় দিলো সালাভার।

"আমি ভালো আছি।"

"নতন গাৰ্জে মন?" নতুন গার্জেন কেমন?

পামগৃন লক্ষ্য করলো সালাভারের মুখটা অন্ধকার হয়ে গেছে, মুখটা শক্ত করে আছে। আন্তরিকভাবে তাকালো সালাভার।

"সে ঠিকই আছে...তাকে সামলাতে পারবো আমি।"

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো পামগৃন। ডাইনিং এর চারপাশটা দেখে নিয়ে প্রসঙ্গ পাল্টালো সালাভার।

"কতদিন ধরে এখানে আছ তুমি?"

একটা স্ট্রোকের পর কথা বলা বা চলাফেরায় হয়তো সমস্যা হচ্ছে পামগৃনের, তবে তার মনটা আগের মতই আছে, তার রাডারে সালাভারের মেকি কণ্ঠটা ঠিকই ধরা পড়লো। বিগত দিনগুলোতে সালাভারকে সে যতটা চিনেছে তাতে এটা বুঝতে পারে যে সালাভার তার কাছে সরাসরি কোনো মিথ্যা না বললেও একেবারে অকপট না। সত্যি না বলতে চাইলে সে কথা ঘুরিয়ে ফেলে। নতুন গার্জেনের সাথে নিশ্চয়ই তার কোনো সমস্যা হচ্ছে। পামগৃণ অবাক হলো না।

তার অনুশোচনা হলো। তার কলিগ নিল বুরম্যানকে সে ক'বার ফোন করার কথা চিন্তা করেছে, জানার জন্য সালাভার কেমন আছে–বন্ধু না হলেও সে তার মতই একজন আইনজীবি–কিন্তু পরে আর গুরুত্ব দেয় নি? আর কেনইবা ক্ষমতা থাকার পরও সে মেয়েটার অক্ষমতার ব্যাপারে ঘোষনার কোনো প্রতিবাদ করে নি? সে জানে কেন–স্বার্থপরের মত এই মেয়েটির সংস্পর্শে থাকতে চেয়েছে সে। নিজের কোনো কন্যাসন্তান নেই, তাই মেয়ের মতই এই কঠিন শিশুটিকে ভালোবেসেছে, আর তাই সম্পর্ক রাখার জন্য একটা অজুহাত তৈরি করেছিলো। তার মনে হলো সেই লিসবেথ সালাভারের ক্ষতি করেছে। তবে সবসময় বেঁচে থাকবে সালাভার...আমার দেখা সবচেয়ে সক্ষম ব্যাক্তি সে।

পামগৃন কিছু বলতে চেষ্টা করলে প্রথমে সালাভার না বুঝলেও পরে বুঝলো জেলা কোর্টের কথা বলছে। পামগৃন আরো কিছু বলতে গিয়ে ঠিকমত উচ্চারণ করতে না পেরে চেহারা লাল হয়ে গেলো। সালাভার তার হাতটা আলতো চেপে ধরে বললো,

"হোলার, আমার ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করো না। শিগগিরই আমি সক্ষম হওয়ার ডিক্লেয়ারেশন নিয়ে নেবার পরিকল্পনা করছি। তোমার চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই

আর, তবে তোমার সাহায্য লাগতে পারে। ঠিক আছে? প্রয়োজনে তুমি কি আমার উকিল হবে?"

মাথা ঝাঁকালো সে।

"এতো বুড়ো।" হুইলচেয়ারের হাতলে আঙুল ঘষতে ঘষতে বললো সে। "বুড়ো অথর্ব..."

"হ্যা, নিজেকে অথর্ব বুড়ো ভাবলে তাই হবে। একজন আইন উপদেষ্ঠা দরকার আমার, তোমাকেই চাই আমি। কোর্টে কোনো বিবৃতি দিতে পারবে না তুমি, তবে সময়মত আমাকে উপদেশ দিতে পারবে, পারবে না?"

আবারো মাথা ঝাঁকিয়ে অবশেষে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"কা?"

"আমি বুঝতে পারছি না।"

"কা কর একন? আরমাস্কি না।" কি কাজ করছ এখন? আরমানস্কির ওখানে না। একটু ইতস্তত করে সালান্ডার গুছিয়ে নিলো কিভাবে পরিস্থিতটা ব্যাখ্যা করবে। ব্যাপারটা জটিল।

"আরমানস্কির ওখানে আর কাজ করছি না। রোজগারের জন্য তার ওখানে কাজ করার দরকার নেই আমার। আমার নিজের টাকা আছে, ভালোই আছি।" আবারো পামগৃনের ভ্রুজোড়া কুঁচকে গেলো।

"আজ থেকে তোমার এখানে আমি অনেক আসবো। সব বলবো...তবে কোন কিছুতে উদ্বিগ্ন হয়ো না। ঠিক এখন থেকে আমি অন্যকিছু করতে চাই।"

ঝুঁকে পড়ে সে টেবিলের উপর থেকে ব্যাগ নিয়ে একটা দাবার বোর্ড নিলো।

"পুরো দু'টো বছর আমি তোমার সাথে মেঝে মোছার মত সময় পাই নি।"

বাদ দিলো পামগৃন। কোন অঘটনের ভেতর দিয়ে মেয়েটা গেছে যা সে বলতে চাইছে না। তার বেশ ভালোই সন্দেহ জাগে ওর ব্যাপারে, তবে তার এই বিশ্বাস আছে যে আইনের চোখে অপরাধ করলেও ঈশ্বরের আইনের বিরুদ্ধে কোনো কিছু করবে না ও। সালান্ডারকে অন্য যারাই চেনে তাদের মধ্যে শুধু পামগৃন জানে যে সালান্ডার সত্যিকারের নীতিবান একজন মানুষ। সমস্যাটা হলো ওর নৈতিকতা সামাজিক রীতিনীতির সাথে ঠিক খাপ খায় না।

পামগৃনের সামনে দাবার গুটি মেলে ধরলে চিনতে পেরে হতবাক হলো সে, তার নিজের বোর্ড এটা, তার মানে সে অসুস্থ হলে সালান্ডার তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে এটা হাতিয়ে নিয়েছে। স্মৃতি হিসেবে? তাকে চমকে দিয়েছে মেয়েটা। হঠাৎ করেই সে একবারে শিশুর মত খুশি হয়ে উঠলো।

পামগৃনের সাথে দুই ঘণ্টা কাটালো সালান্ডার, দাবায় তাকে তিনবার হারালো। নার্স এসে যখন জানালো যে বিকেলের থেরাপির সময় হয়ে গেছে, গুটিগুলো গুছিয়ে নিয়ে দাবার বোর্ড গুটিয়ে ফেললো সালান্ডার।

"তিনি কি ধরণের ফিজিক্যাল থেরাপি নিচ্ছেন?" জানতে চাইলো সালান্ডার।

"শক্তি আর সমন্বয়ের চর্চা। আমাদের ভালোই উন্নতি হচ্ছে। তাই না?"

পামগৃন আলতোভাবে সায় দিলো।

"আপনি কয়েক পা হাঁটতে পারছেন। আসছে গ্রীষ্মের মধ্যে আপনি একাই পার্কে হাটতে পারবেন। আপনার মেয়ে?"

সালান্ডার ও পামগৃন পরস্পরের দিকে তাকালো।

"পালে কনা।" পালিত কন্যা।

"বাঃ, বেশতো, আপনি তাকে দেখতে এসেছেন।" এতদিন আপনি কোন চুলায় ছিলেন? অভ্রান্ত মানেটা উপেক্ষা করলো সালান্ডার। সামনে ঝুঁকে সে পামগৃনের গালে চুমু খেলো।

"শুক্রবারে আবার আসবো।"

হুইলচেয়ার থেকে ধীরগতিতে উঠলো পামগৃন, এলেভেটর পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিলো সালান্ডার। এলেভেটরের দরজাটা বন্ধ হওয়ামাত্র সালান্ডার ফ্রন্ট ডেস্কে গিয়ে জানতে চাইলো এই রোগীর দায়িত্বে কে আছে। ডা : এ. সিভারনন্দন নামক ডাক্তারকে সে করিডোরের অনেকখানি নিচে একটা অফিসে পেলো। নিজের পরিচয় দিয়ে জানালো সে পামগৃনের পালিতা কন্যা।

"আমি তার সম্পর্কে জানতে এসেছি, তার এখন কি অবস্থা।"

পামগৃনের কেসবুকটা নিয়ে সে প্রথম পাতাটা পড়লো। লোকটার মুখে গুটি বসন্তের দাগ, চিকন গোঁফটা কেমন অসামঞ্জস্যপূর্ণ লাগছে সালান্ডারের কাছে। আবারো এসে বসলো সে, তার কথায় ফিনিসিয় টান অবাক করলো সালান্ডারকে।

"হোলার পামগৃনের কোনো কন্যা বা পালিতা কন্যা আছে এমন কোনো রেকর্ড আমি খুঁজে পাই নি। আসলে তার সবচেয়ে নিকটাত্মীয় হিসেবে জ্যামল্যান্ডে তার ছিয়াশি বছর বয়সী কাজিনের কথা বলা আছে।"

"আমার তেরো বছর বয়স থেকে তার স্ট্রোক করার আগে পর্যন্ত তিনি আমার দেখাশনা করেন। তখন আমার বয়স ছিলো চব্বিশ।"

জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা কলম বের করে সে ডাক্তারের সামনে টেবিলে ছুঁড়ে দিলো ।

"আমার নাম লিসবেথ সালান্ডার। তার কেসবুকে আমার নামটা লিখুন। পৃথিবীতে আমিই তার সবচেয়ে নিকটাত্মীয়।

"হতে পারে," দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলো ডা : সিভারনন্দন। "তবে আপনি তার নিকটাত্মীয় হলে আমাদের জানাতে অনেক দেরি করে ফেলেছেন। যতদূর জানি শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি যে তার সাথে ঐভাবে সম্পর্কিত না থাকলেও মাঝে মাঝে তাকে দেখতে আসেন, তার শরীরের অবস্থা খারাপ হলে বা তিনি মারা গেলে তাকেই জানানোর কথা।"

"তিনি ড্রাগান আরমানস্কি ।"

ভ্রু কপালে তুললো ডা : সিভারনন্দন ।

"ঠিক তাই । আপনি তাকে চেনেন?"

"আপনি তাকে ফোন করে আমার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেন ।"

"তার প্রযোজন নেই। আপনাকে বিশ্বাস করলাম। শুনেছি আপনি নাকি পামগৃনের সাথে দুই ঘণ্টা বসে বসে দাবা খেলেছেন। তবে তার অনুমতি ছাড়া আমি তার স্বাস্থ্য নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করতে পারবো না ।"

"আপনি ঐ পঙ্গু লোকটার কাছ থেকে তা পাবেন না, উনি এখনো ঘোরের মধ্যে আছেন যে আমাকে কোনো ঝামেলায় জড়াবেন না, আর ভাবেন যে এখনো তিনি ছাড়া আমার দায়িত্ব নেয়ার মত আর কেউ নেই। বিষয়টা আমি বলছি : গত দুই বছর ধরে আমি ভেবেছি যে তিনি মারা গেছেন। গতকালই জানতে পারলাম তিনি বেঁচে আছেন। যদি জানতাম...বোঝাতে পারবো না, তবে তিনি কি রোগে ভুগছেন এবং সেরে উঠবেন কি না জানতে পারলে ভালো হতো।

কলমটা তুলে নিয়ে ডা : সিভারনন্দন পামগৃনের কেসবুকে সালান্ডারের নামটা লিখে নিলো। সালান্ডারের সোশাল সিকিউরিটি নাম্বার আর টেলিফোন নাম্বারটাও নিলো সে ।

"হ্যা, এখন থেকে আপনি আনুষ্ঠানিকভাবে তার পালিতা কন্যা। খাতাকলমে না থাকলেও গত ক্রিস্টমাসের পর আপনি প্রথম ব্যাক্তি তাকে দেখতে এলেন, আরমানস্কি আসা বন্ধ করে দেয়ার পর...তাকেতো আজ দেখলেন–তার কথা বলা আর ভারসাম্যহীনতার সমস্যাগুলো নিজেই দেখতে পেরেছেন। তার স্ট্রোক করেছিলো ।"

"জানি। আমিই তাকে এই অবস্থায় দেখে এ্যাম্বুলেন্স ডেকে এনছিলাম ।"

"আহা। আপনার তাহলে জানা উচিৎ ছিলো যে তিনি ইনটেনসিভ কেয়ারে ছিলেন তিন মাসের মত। অনেক দিন কোমায় ছিলেন তিনি। বেশিরভাগ রোগীই কোমা থেকে বেঁচে উঠতে পারে না, তবে অনেকে বাঁচে। অবশ্যই তিনে মরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। দীর্ঘমেয়াদি ক্রনিক রোগী যারা একেবারেই নিজেদের দেখভাল করতে অক্ষম তাদের জন্য তৈরি ডোমেনশিয়া ওয়ার্ডে তাকে রাখা হয় প্রথম। গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে তার মধ্যে ভালো হওয়ার লক্ষণ দেখা গেলো, তারপর নয় মাস আগে নিরাময়ের জন্য তাকে এখানে আনা হয়।

"তার চলৎশক্তি আর কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা কতটা আমকে বলুন ।"

হাত দু'টো সামনে নেড়ে নেড়ে ডা : সিভারনন্দন বলে, "আপনি কি আমার চেয়ে ভালো কোনো কৃস্টালের বল দেখেছেন? সত্যি কথা হলো আমার কোনো ধারণাই নেই। আজরাতের মধ্যেও তিনি সেরেব্রাল হেমারেজে মারা যেতে পারেন।

আবার আগামী বিশ বছর তিনি অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক জীবন-যাপন করে বেঁচে থাকতে পারেন। জানার কোনোই উপায় নেই। আপনি বলতে পারেন সবই হলো ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

"আর তিনি যদি আরো বিশ বছর বেঁচে থাকেন?"

"তার জন্য খুব কষ্টকর একটা প্রচেষ্টা, মাত্র কয়েক মাস আগে আমরা কিছুটা উন্নতি দেখেছি তার মধ্যে। ছয় মাস আগেও কারো সাহায্য ছাড়া তিনি খেতে পারতেন না। এক মাস আগে অনেক কষ্টে চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারেন, এর কারণ অবশ্য দীর্ঘদিন বিছানায় শুয়ে থাকায় পেশীগুলো আড়ষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলো। এখন অন্ততপক্ষে নিজে নিজে কিছুদূর হাটতেও পারেন।"

"আরো ভালো হতে পারবেন তিনি?"

"হু, অনেক ভালো হতে পারবেন তিনি। প্রথম প্রথম কষ্টকর হলেও এখন প্রতিদিন আমরা আগ্রগতি দেখছি। জীবনের প্রায় দুটো বছর হারিয়েছেন তিনি। কয়েক মাসের মধ্যেই এই গ্রীষ্মে তিনি পার্কে হেটে বেড়াতে পারবেন।"

"আর কথা বলা?"

"সমস্যাটা হলো তার কথা বলা আর চলাফেরা বন্ধ ছিলো, দীর্ঘদিন তিনি ছিলেন অসহায়। কিভাবে শরীর ও কথা বলা নিয়ন্ত্রন করতে হবে এটা শেখানো শুরু হয়েছে তাকে, তার মানে এই নয় যে শিশুর মত নতুন নতুন শব্দ শিখতে হবে তাকে। তিনি শব্দগুলো জানেন, শুধু গুছিয়ে বলতে পারেন না। আর দু'টো মাস গেলে দেখবেন তিনি আরো ভালোভাবে বলতে পারছেন। ভালো হওয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। নয়মাস আগে এলেভেটরের ডান-বাম অথবা উপর-নিচ কিছুই বলতে পারতেন না তিনি।"

একটু ভাবলো সালাভার। ভারতীয় চেহারার ফিনিস টানে কথা বলা লোকটাকে তার ভালোই লাগছে।

"আপনার নামের এ অক্ষর দিয়ে কি বোঝায়?"

উৎফুল্ল চোখে তাকালো সে। "এ্যাণ্ডার্স।"

"এ্যান্ডার্স?"

"আমার জন্ম শ্রীলঙ্কায় হলেও তিন মাস বয়সে Åboর এক দম্পতি আমাকে দত্তক নেয়।"

"আচ্ছা, এ্যান্ডার্স, আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি?"

"তাকে দেখতে আসবেন, প্রেরনা যোগাবেন।"

"প্রতিদিনই আমি আসতে পারি।"

"আমি চাই না আপনি প্রতিদিন আসুন। আপনাকে যদি তার ভালো লাগে, আমি চাইবো বিরক্ত না হয়ে তিনি আপনার আসার অপেক্ষায় থাকবেন।"

"তার সমস্যাগুলো দূর করার জন্য কোনো বিশেষ চিকিৎসা আছে? যতই খরচ হোক আমি দিতে পারবো।"

সালান্ডারের দিকে চেয়ে হাসলো সে। "এখানে যা করা হয় তার সবই বিশেষ চিকিৎসার মধ্যে পড়ে। আমরা অবশ্যই আশা করবো আরো বেশি উপায়গুলো ব্যবহার করতে, খরচ কোন ব্যাপার হবে না। তবে আপনাকে আশ্বস্ত করছি যে তিনি এখানে যথাযথ চিকিৎসাই পাচ্ছেন।"

"খরচের ব্যাপারে যদি নাই চিন্তিত হন , তাহলে তার চিকিৎসায় আর কি করা যেতে পারে?"

"হোলার পামগৃনের মত রোগীদের জন্য অবশ্যই যেটা করা যেতে পারে তা হলো একজন ফুলটাইম ব্যক্তিগত প্রশিক্ষক। তবে প্রায়ই আমরা সুইডেন থেকে এদের সাময়িকভাবে নিয়ে আসি।"

"কাউকে হায়ার করে নিয়ে আসুন।"

"বুঝলাম না, কি বললেন?

"একজন ব্যাক্তিগত প্রশিক্ষক নিয়ে আসুন তার জন্য। সবচেয়ে ভালো কাউকে খুঁজে নিন। দয়া করে কাল এটাই আগে করুন। টেকনিক্যাল যা যা দরকার সব যেন তিনি পান এটা নিশ্চিত করবেন। সপ্তাহের শেষে যে টাকা দিতে হবে তার যোগান আমি দেবো।"

"তুমি আমাকে বোকা বানাতে চাচ্ছো, ইয়াং লেডি?"

ডা : সিভারনন্দনের দিকে তার চিরচেনা কঠোর দৃষ্টিতে তাকালো সালান্ডার।

টানেলবানা স্টেশনের বাইরে জোহানসন তার ফিয়াট গাড়িটা ব্রেক করলে সিভেনসন দরজাটা খুলে প্যাসেঞ্জার সিটে উঠে বসলো। জোহানসন গাড়িটা একটা বাসের পেছনে চালাতে শুরু করলে সে সামনে ঝুঁকে তার গালে চুমু খেলো।

"এই, তোমাকে খুব সিরিয়াস দেখাচ্ছে, কিছু হয়েছে নাকি?" রাস্তা থেকে চোখ না সরিয়েই বললো সে।

সিট বেল্টটা বাঁধতে বাঁধতে দম নিলো সিভেনসন।

"না, তেমন কিছু না। পান্ডুলিপিটা নিয়ে একটু ঝামেলা, এই যা।"

"কি সমস্যা?"

"ডেডলাইন শেষ হতে মাত্র দুই মাস বাকি। বাইশ জনের মধ্যে আমি মাত্র নয়জনের সাথে কথা বলতে পেরেছি। সিকিউরিটি পুলিশ বিয়র্ককে নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। বদমাসটা সিকলিভে আছে অনেকদিন ধরে, বাসার ফোনটাও ধরছে না।"

"সে কি হাসপাতালে আছে?"

"জানি না। সাপোর বাইরে কারো কাছ থেকে তথ্য নিতে কখনো চেষ্টা করেছ

মি? তারা এটাও মানতে রাজি না যে লোকটা ওখানে কাজ করে।"

"তার বাবা-মার কাছে গিয়ে দেখেছ?"

"দু'জনই মারা গেছে। লোকটা বিয়ে করে নি। স্পেনে তার এক ভাই আছে। আমি বুঝতে পারছি না তাকে কিভাবে ধরবো।"

স্লাসেনের টানেল ধরে যেতে যেতে জোহানসন সঙ্গীর দিকে তাকালো।

"বাজে অবস্থা। বিয়র্ককে বাদ দিতে চেয়েছিলাম। যে কয়জনকে আমরা তুলে রার পরিকল্পনা করছি তাদের সবার মন্তব্য রাখার জন্য ব্লমকোভিস্ট জোরাজুরি রছে।"

"তবে সিকিউরিটি পুলিশের একজন প্রতিনিধি যে কি না পতিতা নিয়ে ঘুরে বড়ায় এমন কেউ বাদ পড়লে ব্যাপারটা লজ্জাজনক হবে। তুমি কি করতে যাচ্ছ?"

"অবশ্যই খুঁজে বের করবো। তুমি কেমন আছ? নার্ভাস?"

পাশ থেকে তাকে সাবধানে চিমটি কাটলো সিভেনসন।

"আসলে, তা না। দুই মাসের মধ্যে আমাকে গবেষণা শেষ করে পুরোদস্তুর াক্তার হয়ে যেতে হবে। শসার মতই শীতল অনুভূতি হচ্ছে আমার।"

"বিষয়টার আগাগোড়া তুমি জান। নার্ভাস হচ্ছো কেন?"

"তোমার পেছনে তাকাও।"

সিভেনসন ঘুরে পেছনের সিটে একটা খোলা বাক্স দেখতে পেলো।

"মিয়া–ছাপা হয়ে গেছে!" উৎফুল্ল হয়ে বললো সে। বাঁধাই করা থিসিসটার গপি হাতে নিলো। রাশিয়া থেকে প্রেমঘটিতপাচার, সংঘবদ্ধ অপরাধ, আর সমাজের হামরা-চোমরা–মিয়া জোহানসন "আগামী সপ্তাহের আগে এটা প্রস্তুত হবে না। র...বাড়িতে গিয়ে আমরা একটা বোতল ঢালতে যাচ্ছি। কংগ্র্যাচুলেশনস, াক্তার!"

আবারো ঝুঁকে চুমু খেলো সে।

"থাম, আরো দু'মাস আমাকে ডাক্তার বলা যাবে না। আর ড্রাইভ করার সময় াত দু'টো সামলে রাখ।" হাসলো সিভেনসন, তারপর সিরিয়াস হয়ে গেলো। ও, ালো কথা। একটা ব্যাপারে দুশ্চিন্তা...আচ্ছা, এক বছর আগে তুমি ইরনা পি. ামে একজনের স্বাক্ষাৎকার নিয়েছিলো।"

"ইরিনা পি., বাইশ বছর বয়স, সেন্ট পিটার্সবার্গের। ১৯৯৯ সালে সে প্রথম খানে আসে এবং পরে চলে যায়। তার ব্যাপরে কি হয়েছে?"

"গুলব্রান্ডসেনে গিয়েছিলাম আজ, সোডারটালিয়ে পতিতালয়ের সাথে জড়িত লিশের ব্যাপারে তদন্ত করতে। গত সপ্তাহে পড় নি তুমি খালের মধ্যে ভাসমান কটা মেয়েকে তারা খুঁজে পেয়েছে? সান্ধ্য পত্রিকার শিরোনাম হয়েছিলো সেটা। য়েটা হলো ইরিনা পি,।"

"উফ্ না, কি ভয়ঙ্কর।"

স্কানসটাল পার হলো তারা কোনো কথা না বলে।

"আমার থিসিসে ওর কথা আছে," অবশেষে জোহানসন বললো। "আমি ওর ছদ্মনাম দিয়েছি টামারা।"

ফ্রম রাশিয়া উইথ লাভ–এই বিভাগের পাতাটা উল্টালো সিভেনসন, মনোযোগ দিয়ে তামারার কেসটা পড়তে লাগলো।

"তুমি লিখেছ অ্যান্টন নামে কেউ একজন তাকে এখানে আনে।"

"আসল নাম ব্যবহার করতে পারি না আমি। মৌখিক পরীক্ষার সময় আমি সমালোচনার মুখোমুখি হতে পারি, তবে মেয়েদের নাম আমি বলবো না। এতে ওরা সত্যি সত্যি মৃত্যুঝুঁকিতে পড়বে। স্পষ্টতই আমি জনদেরকেও চিহ্নিত করতে পারবো না, যে মেয়েটির সাথে আম কথা বলেছি তার সাথে যদি না তারা কথা বলে। তাই সবগুলো কেসে আমি ছদ্মনামটাই ববহার করবো।"

"অ্যান্টন কে?"

"সম্ভবত তার নাম জালা। আমলে সে কে আমি কখনো তা চিহ্নিত করতে পারি নি, তবে মনে হয় সে কোন পোলিশ বা যুগোস্লাভ, এটা তার আসল নাম নয়। চার–পাঁচবার আমি ইরিনা পি.র সাথে কথা বলেছি, শেষ মিটিংটার আগে সে লোকটার নাম বলে নি। মেয়েটা এই পেশ থেকে বেরিয়ে এসে সাধারন জীবন-যাপন করতে চেয়েছিলো, লোকটাকে সে ভয় পেত।

"আমার এখনই মনে হলো...এক সপ্তাহ বা তার আগে আমি এই নামটা পেয়েছি।"

"কোথায়?

"স্যান্ডস্টর্মে মুখোমুখি হয়েছিলাম–এক সাংবাদিক–পুরোপুরি একটা বাঞ্চোৎ।"

"কেন বলছো?"

"সে আদৌ কোনো সাংবাদিক নয়। বিভিন্ন কোম্পানির জন্য সে বিজ্ঞাপনি প্রচার পত্র বানায়। ধর্ষণের ব্যাপারে লোকটার অসুস্থ একটা ফ্যান্টাসি আছে আর ঐ মেয়েটার সাথে তাই করে..."

"আমি জানি। একমাত্র আমিই মেয়েটার স্বাক্ষাৎকার নিয়েছি।"

"কিন্তু তুমি কি জান সে জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের জন্য যৌনবাহিত রোগের উপর একটা ব্রোশিউর তৈরি করেছে?"

"আমি সেটা জানি না।"

"গত সপ্তাহে তার মুখোমুখি হয়েছি আমি। সমস্ত প্রমান তার সামনে হাজির করে যখন জানতে চাইলাম কেন সে পূর্ব থেকে টিনেজ 'পতিতাদের এনে তার ধর্ষণের ফ্যান্টাসিতে ব্যবহার করে সে একেবারে হতবিহ্বল হয়ে যায়। তার কাছ

থেকে কিছু ব্যাখ্যা আমি বের করে এনেছি আস্তে আস্তে।"

"সেটা কি?"

"স্যান্ডস্ট্রমের এখন এমন অবস্থা যে সেই একমাত্র কাস্টমার নয়। সেও সেক্স মাফিয়াদের ধরার জন্য ছুটছে। এই জালা সহ আরো কয়েকজনের নাম সে দিয়েছে যাদের সে চেনে। সে কোনো কিছুই বলে নি বিশেষ করে এর সম্পর্কে, তবে এটা কোনো সাধারণ নাম নয়।"

জোহানসন তাকালো তার দিকে।

"তুমি কে চেন তাকে?" সিভেনসন বললো।

"না, সে কে আমি বের করতে পারি নি। সে এমন একজন যখন তখন যেখানে সেখানে দেখা দেয়, মেয়েরা তার সম্পর্কে সন্ত্রস্ত থাকে এবং কেউ কিছু বলতে চায় না তার ব্যাপারে।"

অধ্যায় ৯

রবিবার, মার্চ ৬–শুক্রবার, মার্চ ১১

ডাইনিং রুমের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় ডা : সিভারনন্দন পামগৃন আর সালান্ডারকে দেখে থেমে গেলো। দাবার বোর্ডে ঝুঁকে আছে তারা। মেয়েটা এখানে সপ্তাহে একবার রবিবার করে আসে। সবসময় ঠিক ৩:০০টার সময় এসে পামগৃনের সাথে দুই ঘণ্টা দাবা খেলে, রাত ৮:০০টায় পামগৃনের বিছানায় যাবার সময় হলে চলে যায় সে। ডাক্তার লক্ষ্য করে দেখেছে মেয়েটা পামগৃনকে অক্ষম হিসেবে না দেখে বরং মজার মজার বিষয় নিয়ে তর্ক করে সারাক্ষণ, পামগৃন তার জন্য অপেক্ষা করে বা কফি এনে দেয় এতেও কোনো ভ্রুক্ষেপ করে না।

নিজেকে পামগৃনের পালিতা কন্যা হিসেবে পরিচয় দেয়া অদ্ভূত মেয়েটিকে ডা : সিভারনন্দন বুঝতে পারে না। নিজেকে বেশ চমকপ্রদভাবে তুলে ধরতে পারে আর চারপাশটাকে অনুসন্ধিৎসু চোখে দেখে সে। দেখলে মনে হবে তার কোনো সেন্স অফ হিউমার নেই, অথবা সাধারণ আলাপচারিতাটুকুও জানে না। সে কি কাজ করে জানতে চাইলে নানা ছুতোয় জবাবটা এড়িয়ে গেছে।

প্রথমবার আসার পরে সালান্ডার একগাদা কাগজপত্র নিয়ে আসে যাতে একটা ননপ্রফিট ফাউন্ডেশন পামগৃনের চিকিৎসার জন্য সহায়তা করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেছে। জিব্রাল্টার নামে একজন আইনজীবি এর ট্রাস্টি, আর হুগো সিভেসনস নামে স্টকহোমের ঠিকানাধারিকে একাউন্টেন্ট করা হয়েছে। ফাউন্ডেশন থেকে ২.৫ মিলিয়ন ক্রোনারের ফান্ড দেয়া হয়েছে হোলার পামগৃনকে, সেখান থেকে যত খুশি খরচ করতে পারবে সে, এটার বিশেষত্ব হলো, পামগৃনকে পুরোপুরি সুস্থ করে তোলার জন্য তার চিকিৎসার্থে সবধরণের সেবা দিবে। সিভারনন্দন শুধু প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য একাউন্টেন্টকে জানাবে।

এটা কোনো গতানুগতিক ব্যবস্থাপনা না হলেও একেবারে নতুন কিছু নয়। কয়েকদিন ধরে সিভারনন্দন ভেবে দেখেছে অনৈতিক কিছু আছে কিনা এতে। না, কিছু নেই। তারপর সে সিদ্ধান্ত নিলো পামগৃনের ব্যক্তিগত সহকারি এবং প্রশিক্ষক হিসেবে জোহানা ক্যারোলিনা অস্কারসনকে নিয়ে আসবে। ঊনচল্লিশ বছর বয়েসী মহিলা সার্টিফায়েড ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট, মনোবিজ্ঞানে ডিগ্রীসহ এই ধরণের চিকিৎসায় ব্যাপক অভিজ্ঞতা আছে তার। বিস্ময়ের সাথে সিভারনন্দন জানতে পারলো চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ামাত্র হাসপাতালে তার প্রথম মাসের বেতন অগ্রীম দেয়া হয়েছে। তার আগে পর্যন্ত সে উদ্বিগ্ন ছিলো এটা হয়তো কোনো প্রতারণা হবে।

একমাসের মধ্যে পামগৃনের সার্বিক অবস্থার লক্ষ্যনীয় উন্নতি হলো। প্রতি সপ্তাহে করা টেস্টগুলোতেই তা বোঝা যাচ্ছে। সিভারনন্দন ভাবতে লাগলো এর কতটুকু প্রশিক্ষনের ফল আর কতটা সালাভারের প্রাপ্য। সন্দেহ নেই পামগৃন তার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা দিয়ে থাকে আর শিশুর মত আকাঙ্খা নিয়ে সালাভারের আসার অপেক্ষায় থাকে। তার খুব ভালো লাগে যে সে নিয়মিতভাবে দাবায় জয়ী হয়।

একবার ওদের সাথে সঙ্গ দিয়েছিলো ডা : সিভারনন্দন। পামগৃন সাদা গুটি নিয়ে খেলছিলো এবং ঠিকঠাকমতই চাল দিচ্ছিলো, স্ট্রোকের ফলে শারিরীকভাবে বাঁধাগ্রস্থ হলেও বুদ্ধিতে সে এখন পুরোপুরি সক্ষম।

একটা কুশনে আয়েশীভঙ্গীতে বসে সালাভার রেডিও টেলিস্কোপের ফ্রিকোয়েন্সি পরিমাপের উপর একটা বই পড়ছিলো। পামগৃন চাল দেয়া শেষ করলে সে বোর্ডে না দেখেই তার চাল দিয়ে তারপর আবার বইয়ে মনোযোগ দিলো। সাতাশটা চালের পর পামগৃন হাল ছেড়ে দেয়, সালাভার তাকিয়ে ভ্রু কুঁচকে কিছুক্ষণ বোর্ডটা দেখে বললো,

"না, তোমারতো চেক দেয়ার সুযোগ আছে।"

পামগৃন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পাঁচ মিনিট বোর্ডের দিকে তাকিয়ে পর্যবেক্ষণ করলো। তারপর সরু চোখে সালাভারের দিকে তাকিয়ে বললো,

"প্রমান কর।"

বোর্ডটা সালাভার তার দিকে নিয়ে পামগৃনের গুটি নিলো। উনচল্লিশটা চালের শেষে রাজাকে আটকে ফেললো সে।

"হায় ঈশ্বর," সিভারনন্দন বলে উঠলো।

"ও এরকমই। টাকার জন্য কখনো নিজের জন্য খেলে না," পামগৃন বললো।

শৈশব থেকেই সিভারনন্দন নিজে নিজে দাবা খেলে, টিনেজ বয়সে অ্যাবোর স্কুল টুর্ণামেন্টে সে দ্বিতীয়স্থান অধিকার করে। নিজেকে একজন দক্ষ সৌখিন দাবারু মনে করে সে। তবে সালাভারকে বলতেই হবে একজন অসাধারণ খেলোয়ার, সে যখন বললো যে সালাভারের খেলা দেখে তার ল্যাস্কারের ক্লাসিক কথা মনে হয়েছে, সে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো। সে ইমানুয়েল ল্যাস্কারের নাম শোনে নি। সিভারনন্দন ভাবলো মেয়েটার মধ্যে যে মেধা সে দেখেছে অন্যান্য ক্ষেত্রেও এরকম মেধা থাকলে তা একজন মনোবিজ্ঞানীর জন্য চমকপ্রদ বিষয় হতে পারে।

তবে ডাক্তার তাকে কিছু বললো না। এর্স্টাতে আসার পর থেকে তার রোগীকে এবারই সবচেয়ে ভালো থাকতে দেখছে সে।

রাতে বাড়িতে দেরি করে ফিরলো বুরম্যান। স্টলারহোমের বাইরে তার গ্রীস্মকালীন কেবিনে পুরো চারটা সপ্তাহ কাটিয়েছে সে, তবে তার উদ্যম ছিলো না। তার অবস্থা

বদলে যাওয়ার মত কিছুই ঘটে নি, শুধুমাত্র ঐ দানবটা তার প্রস্তাবে রাজি হয়েছে এবং এই বাবদ ১০০,০০০ ক্রোনার চেয়েছে।

ডোরম্যাটের উপর চিঠিপত্রগুলো স্তুপ হয়ে পড়ে আছে। কিচেন টেবিলের উপর রাখলো ওগুলো। কোন কাজ করতে তার আগ্রহ লাগছে না, বাইরের বিশ্বের ব্যাপারেও না, তাই পরদিন সন্ধ্যার আগে সে চিঠিগুলো দেখলো না। অন্যমনস্কভাবে ওগুলো হাতরে রেখে দিলো।

একটা চিঠি এসেছে হান্ডেলসবাংকেন থেকে। লিসবেথ সালান্ডারের সেভিংস একাউন্ট থেকে ৯,৩১২ ক্রোনার খরচের স্টেটমেন্ট।

ফিরে এসেছে সে।

অফিসে গিয়ে সে কাগজটা ডেস্কের উপর রাখলো। ঘৃণাভরা চোখে কিছুক্ষণ ওটার দিকে তাকিয়ে চিন্তাগুলোকে জড় করলো এক জায়গায়। টেলিফোন নাম্বারটা দেখলো, রিসিভারটা তুলে প্রিপেইড কলিং কার্ডসহ মোবাইলে ডায়াল করে সে।

রুক্ষ দানবটা টেনে টেনে জবাব দিলো : "হ্যা?"

"নিল বুরম্যান বলছি।"

"কি চান?"

"সুইডেনে ফিরে এসেছে মেয়েটা।"

অন্যপ্রান্তে একটু নিরবতা।

"ভালো। এই নাম্বারে আর ফোন করবেন না।"

"কিন্তু–"

"শিগগিরই আপনাকে জানানো হবে।"

তারপর সংযোগটা কেটে গেলে সে বিরক্ত হলো। বুরম্যান নিজেকে সামলে নিয়ে ড্রিংক কেবিনেটে গেলো, তিনটা কেন্তাকি বুরবোন নিলো। দুই চুমুকে শেষ করলো। সহজেই আমি মদে ডুবে যাই, ভাবলো সে। সে আরেক গ্লাস খেয়ে ডেস্কে গ্লাসটা রাখলো। হান্ডেলসবাংকেনের স্টেটমেন্টটার দিকে আবার তাকালো সে।

• • •

সালান্ডারের পিঠ আর ঘাড়টা ম্যাসেজ করছে মিম্মি। বিশ মিনিট ধরে সে সালান্ডারকে ম্যাসেজ করে দিচ্ছে আর সালান্ডার নিজে নিজেই উপভোগ করছে, মাঝে মাঝে আনন্দে গোঙানি তুলছে। মিম্মির ম্যাসেজটা দারুন এক অভিজ্ঞতা, নিজেকে ওর বাচ্চা বিড়াল মনে হচ্ছে আনন্দে মিউ মিউ করে লেজ নাড়ছে যেন।

পিঠে একটা থাপ্পড় দিলে সালান্ডার জোরে শ্বাস ফেলে এটা চালিয়ে যেতে বললো। কিছুক্ষণ শুয়ে সে আশায় থাকলো মিম্মি এটা চালিয়ে যাবে, কিন্তু যখন

টের পেলো সে মদের গ্লাসে নিয়ে আসেছে, ঘুরে পিঠ সোজা করে বললো, "ধন্যবাদ।"

"কম্পিউটারের সামনে সারাদিন বসে থাক তুমি। একারনেই তোমার পিঠে ব্যথা হয়েছে।"

"আমার মাসলটা পুল করেছে।"

লুভাগাটানে মিম্মির বিছানায় ওরা শুয়ে শুয়ে রেড ওয়াইন পান করছে। মিম্মির সাথে সালান্ডার বন্ধুত্বটা পুনরাজ্জীবিত করার পর থেকে যেন পুরোপুরি তাকে পাচ্ছে না। প্রতিদিন তার ওখানে যাওয়ার বাজে অভ্যাস তৈরি হয়েছে তার-প্রায়ই যায় সে। মিম্মির দিকে তাকিয়ে নিজেকে নিজে মনে করিয়ে দিলো আর কারো বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়া যাবে না। কষ্ট পেয়ে সম্পর্কটা শেষ হয়ে যেতে পারে।

বিছানার প্রান্তে উপুর হয়ে মিম্মি পাশের টেবিলে ড্রয়ারটা খুলে একটা ফুলেল নক্সার কাগজে মোড়ানো সোনালী বো করা ছোট প্যাকেট নিয়ে লিসবেথের কোলে রাখলো।

"এটা কি?"

"তোমার জন্মদিনের উপহার।"

" আমার জন্মদিনের আরো এক মাস বাকি আছে।"

"এটা গত বছরের উপহার, কিন্তু তোমাকে খুঁজে পাই নি আমি।"

"আমি কি খুলবো এটা?"

"তোমার যদি মনে চায়।"

মদের গ্লাসটা রেখে প্যাকেটটা নিয়ে ঝাঁকালো সে, সাবধানে খুললো। একটা সুন্দর সিগারেটের কেস, নীল ও কালো রংএর এনামেল এবং কিছু চাইনিজ ক্যারেকটারের নক্সা করা।

"ধূমপান ছেড়ে দেয়া উচিৎ তোমার," মিম্মি বললো। "তবে তা যদি না পারো তোমার সিগারেটগুলো একটা সুন্দর বাক্সে রাখা উচিৎ।"

"ধন্যবাদ, তুমিই একমাত্র ব্যক্তি যে আমাকে জন্মদিনের উপহার দিয়েছে। এই ক্যারেকটারগুলো কি বোঝায়?"

"আমি কিভাবে জানবো? আমিতো চাইনিজ বুঝি না। ফুটপাথের মার্কেটে এটা খুঁজে পেলাম এই যা।"

"জিনিসটা সুন্দর।"

"জিনিসটা একটু সস্তা হলেও মনে হয় তোমার জন্যই বানানো হয়েছে। আমাদের মদ শেষ হয়ে গেছে, বাইরে গিয়ে বিয়ার নিয়ে আসবে?"

"তার মানে কি আমাদের বিছানা ছেড়ে পোশাক পরে নিতে হবে?"

"আমারতো তাই মনে হচ্ছে। তাহলে তোমার সোদারে থাকার কি মানে তুমি যদি যখন তখন বারেই না যেতে পার?"

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সালান্ডার, মিম্মি ওর নাভির অলঙ্কারটা দেখিয়ে বললো;

"চলো চলো, পরে আবার আমরা এখানে আসতে পারবো।"

আবারো দীর্ঘশ্বাস ফেলে সালান্ডার মাটিতে একটা পা রেখে ওর অন্তর্বাসটা নিলো।

মিলেনিয়াম অফিসের একটা কর্ণারে নিজের ডেস্কে কাজ করার সময় সিভেনসন দরজায় চাবি ঢোকানোর আওয়াজ শুনতে পেলো। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলো রাত ৯:০০টা। এতো রাত পর্যন্ত কাউকে কাজ করতে দেখে ব্লমকোভিস্ট অবাক হয়ে গেলো।

"মিকাইল, কাজটা আরো একটু ভালোমত খতিয়ে দেখছিলাম আর কি। বইটা শেষবারের মত খুটিনাটি দেখতে গিয়ে সময়ের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আপনি এখানে কি করছেন?"

"একটা ফাইল নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। সবকিছু ঠিকঠাকমত চলছে?"

"নিশ্চয়ই...ও হ্যা, ঠিক তা না...তিন সপ্তাহ ব্যয় করেছি আমি কেসাপো থেকে বিয়র্ককে খুঁজে বের করতে। কোন চিহ্ন ছাড়াই একরকম উধাও হয়ে গেছে সে। তাকে বোধহয় এনিমি সিক্রেট সার্ভিসের কেউ কিডন্যাপ করেছে।"

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে ব্লমকোভিস্ট ভাবলো কিছুক্ষণ।

"আপনি কি সেই পুরনো লটারি কৌশল খাটিয়েছিলেন?"

"সেটা কিরকম?"

"একটা নাম ভাবুন, একটা চিঠি লিখুন এই বলে যে সে জিপিএস নেভিগেটরসহ মোবাইল ফোন জিতেছে অথবা অন্যকিছু, তারপর সেটা প্রিন্ট আউট নিয়ে তার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন, এক্ষেত্রে তার পোস্ট অফিস বক্সে। এরই মধ্যে সে একটা ব্রান্ড নিউ নোকিয়া মোবাইল জিতেছে, তবে তার চেয়েও বড় কথা সে হলো বিশ জনের মধ্যে একজন যে ১০০,০০০ ক্রোনার জিততে পারে। তাকে যা করতে হবে তা হলো বিভিন্ন পণ্যের মার্কেটিং স্টাডিতে অংশ নিতে হবে। পুরো সেশনে এক ঘণ্টা সময় লাগবে আর তা নেবে কোনো প্রফেশনাল ইন্টারভিউয়ার। আর তারপর...এইতো।"

ব্লমকোভিস্টের দিকে হা করে তাকিয়ে রইলো সিভেনসন। "আপনি সিরিয়াসলি বলছেন?"

"কেন নয়? আপনি তো সবরকম চেষ্টাই করেছেন, এক লক্ষ ক্রোনার /একশ গ্রান্ড জয় করা খুবই লোভনীয় যেখানে সে বিশজনের মধ্যে একজন হতে পারবে, সাপোতে কাউকে খুঁজে বের করার মোক্ষম উপায় এটা।"

জোরে হেসে ফেললো সিভেনসন। "আপনি একটা পাগল। এটা কি বৈধ?"

"একটা মোবাইল টেলিফোন দেয়ার মধ্যে আমি অবৈধ কিছু দেখি না।"

"আপনার আসলেই মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

সিভেনসন হাসতেই লাগলো। একটু ইতস্তত করলো ব্লমকোভিস্ট, সে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলো আর খুব কমই সে বারে যায়, তবে সিভেনসনের সঙ্গ উপভোগ করে সে।

"বিয়ার খেতে বাইরে যাবেন?"

আবারো ঘড়ির দিকে তাকালো সিভেনসন।

"কেন নয়?" বললো সে। "খুশি মনে যাবো, একটু অপেক্ষা করুন, মিয়াকে একটা মেসেজ পাঠিয়ে দেই। মেয়েদের নিয়ে সে বাইরে আছে এবং ফেরার পথে আমাকে তুলে নেবে।"

তারা কেভারনানে গেলো, কারণ জায়গাটা আরামদায়ক আর কাছাকাছি। সিভেনসন খিক খিক করে হাসছিলো যেন সে সিকিউরিটি পুলিশ হেডকোয়ার্টারে বিয়র্ককে চিঠি লিখেছে। এত অল্পে তার সহকর্মীকে মজা পেতে দেখে ব্লমকোভিস্ট সন্দেহের চোখে তাকালো। ভাগ্য ভালো যে দরজার কাছেই একটা টেবিল পেয়ে গেলো তারা। দু'জনেই বড় গ্লাসে করে স্ট্রং বিয়ার নিয়ে পাশপাশি বসে সিভেনসনের বই নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো।

ব্লমকোভিস্ট খেয়াল করে নি যে সালান্ডার মিরিয়াম উ'কে নিয়ে বারে দাঁড়িয়ে আছে। এক পা সরে সালান্ডার ব্লমকোভিস্টকে আড়াল করে মিম্মির পাশে চলে গেলো। মিম্মির কাঁধের উপর দিয়ে সে ব্লমকোভিস্টকে দেখতে লাগলো।

ফিরে আসার পর থেকে কোনো বারে আসে নি আর-কি ভাগ্য-তার সাথে দেখা হয়ে গেলো। বালের ব্লমকোভিস্ট, এক বছরের মধ্যে এই প্রথম সে ব্লমকোভিস্টকে দেখলো।

"কি সমস্যা?" মিম্মি জানতে চাইলো।

"কিছু না।"

তারা কথা বলতে লাগলো। মিম্মি তার গল্প শুরু করলো কিভাবে কয়েক বছর আগে লন্ডনে গিয়ে সে এক সমকামীর দেখা পেয়েছিলো। আর্ট গ্যালারিতে ঘুরে বেড়ানোর সময় তাকে দেখে মিম্মি পারলে তখনই তুলে নিয়ে আসে এমনই মজার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিলো। সালান্ডার সাথে সাথে তাল মিলাচ্ছিলো ঠিকই তবে গল্পের আসল পয়েন্টই মিস করছিলো।

সালান্ডার দেখলো ব্লমকোভিস্টের তেমন কোনো পরিবর্তন হয় নি। তাকে বেশ ভালোই দেখাচ্ছে-সুদর্শন আর সতেজ, তবে চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ। সঙ্গীর কথা শুনে মাথা নাড়ছে বারবার। কোন সিরিয়াস আলোচনা বলে মনে হচ্ছে।

ব্লমকোভিস্টের সঙ্গীর দিকে তাকালো সে। ব্লমকোভিস্টের চেয়ে কয়েক বছরের

ছোট ব্রুভ ক্রু কাটের এক তরুণ, খুব মনোযোগের সাথে কথা বলছে। লোকটা কে তার কোন ধারণাই নেই।

হঠাৎ করে ব্লমকোভিস্টের টেবিলে একটা দল এসে তার সাথে হাত মেলালো। একজন মহিলা তার গালে ঠুনকি মেরে কিছু বললে অন্যরা হেসে উঠলো। ব্লমকোভিস্টও হাসলো, তবে তাকে নিজের ব্যাপারে সচেতন মনে হলো। বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকালো সালান্ডার।

"আমি কি বলছি তা শুনছ না তুমি।" মিম্মি বললো।

"অবশ্যই শুনছি।"

"বারে তোমার সঙ্গ খুব জঘন্য। বাদ দাও। তার চেয়ে আমরা কি বাড়ি গিয়ে সেক্স করবো?"

"আরেকটু," সালান্ডার বললো।

মিম্মির আরো কাছে গিয়ে সে তার পাছায় হাত বোলালো।

সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে মিম্মি বললো, "মনে হচ্ছে তোমার মুখে চুমু খাই।"

"এটা করো না।"

"তোমার কি ভয় হচ্ছে যে মানুষজন তোমায় কি ভাববে?"

"এই মুহূর্তে কারো মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাচ্ছি না।"

"তাহলে চলো বাড়ি যাই।"

"এখন না, একটু দাঁড়াও।"

বেশিক্ষণ তাদের অপেক্ষা করতে হয় নি। বিশ মিনিটের মাথায় ব্লমকোভিস্ট এর একটা ফোন এলে তারা গ্লাসটা ফেলে দিয়ে একসাথে উঠে দাঁড়ালো।

"দেখি তো, ঐ লোকটাতো মিকাইল ব্লমকোভিস্ট। ওয়েনারস্ট্রম এফেয়ারের পর সে রক স্টারের চেয়েও বেশি জনপ্রিয় হয়ে গেছে।" মিম্মি বললো।

"আমাকে বলোনিতো।"

"তুমি কি জান না কিছু? এটা হলো যখন তুমি দেশ ছেড়ে চলে গেলে।"

"আমি শুনেছিলাম।"

আরো পাঁচ মিনেট অপেক্ষার পর সে মিম্মির দিকে চেয়ে বললো, "তুমি আমার মুখে চুমু খেতে চেয়েছিলে।"

অবাক হয়ে মিম্মি ওর দিকে তাকালো। "আমিতো ঠাট্টা করছিলাম।"

বুড়ো আঙ্গুলের উপর দাঁড়িয়ে সালান্ডার মিম্মির মুখটা ওর মুখের সামনে টেনে এনে গাঢ় চুমু খেলো। যখন ছাড়লো সবাই হাতে তালি দিয়ে উঠলো।

"তুমি একটা পাগল, তুমি কি এটা জান?" বললো মিম্মি।

সকাল ৭:০০টার আগে বাড়ি ফিরলো না সালান্ডার। টি-শার্টের কলারটা টেনে দম নিলো সে। গোসল করার চিন্তা করেও তা বাদ দিয়ে কাপড়-চোপড়গুলো মেঝেতে ছুঁড়ে ঘুমাতে গেলো। বিকাল ৪:০০টা পর্যন্ত ঘুমিয়ে উঠলো, তারপর

সোদারহালার্না মার্কেটে গিয়ে নাশতা করলো। ব্লমকোভিস্টের কথা ভাবলো, একই রুমে ওকে দেখতে পেয়ে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো তার। লোকটাকে দেখে বিরক্ত হলেও আর কষ্ট পায় না সে। বিশাল প্রান্তরে একটা ছোট রেখার মত তার অস্তিত্বটা সামান্য যন্ত্রণাদায়ক কিছু, জীবনে একটা বাজে ঝামেলা।

তবে তার সামনে গিয়ে তাকে হ্যালো বলার মত বুকের পাটা থাকা উচিৎ ছিলো, অথবা পারলে তার পাটা ভেঙ্গে দেয়া। ও ঠিক নিশ্চিত নয় কোনটা।

তবে লোকটা এখন কি নিয়ে আছে তার কৌতুহল জাগলো। বিকেলটা একটু ঘোরাঘুরি করে সে বাড়ি ফিরলো সন্ধ্যা ৭:০০টায়। ল্যাপটপ চালু করে সে অ্যাসফিক্সিয়া ১.৩ চালালো। হল্যান্ডের সার্ভারে এখনো মিকব্লম/ল্যাপটপ আইকনটা আছে। ব্লমকোভিস্টের হার্ডড্রাইভের একটা কপি করলো সে, সুইডেন ছাড়ার পর এই প্রথম সে ব্লমকোভিস্টের কম্পিউটারে ঢুকলো। সে এখনো লেটেস্ট MacOS আপগ্রেড করে নি বলে খুশী হলো সালান্ডার, ওটা দিয়ে *অ্যাসফিক্সিয়া* ধ্বংস করে হ্যাকিং স্থগিত করে দেয়া যেত। প্রোগ্রামটা তাকে রিরাইট করতে হবে যেন কোন আপগ্রেডে এটা নষ্ট না হতে পারে।

আগেরবারের চেয়ে ব্লমকোভিস্টের হার্ড ড্রাইভের আয়তন ৬.৯ গিগাবাইট বেড়েছে। পিডিএফ ফাইল আর কোয়ার্ক ডকুমেন্টের কারণে বেশ খানিকটা বেড়ে গেছে, ইমেজগুলো কমপ্রেস করার পরও। প্রকাশক হিসেবে ফিরে যাবার পরে সে *মিলেনিয়াম*-এর প্রতিটা ইস্যু আর্কাইভ করে রেখেছে।

হার্ড ডিস্কের ফাইলগুলো তারিখ অনুযায়ী সাজালো সালান্ডার, সে লক্ষ্য করে দেখলো গত কয়েক মাস ধরে ব্লমকোভিস্ট একটা ফোল্ডারে অনেক সময় ব্যয় করছে, বইয়ের উপর একটা প্রোজেক্ট। ব্লমকোভিস্টের ইমেল খুলে সাবধানে সবার এড্রেসগুলো পড়তে লাগলো।

একটা এড্রেস দেখে সে হুমরি খেয়ে পড়লো। জানুয়ারির ২৬ তারিখে হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গারের কাছ থেকে এসেছে। মেসেজটা খুলে পড়ে দেখলো সংক্ষেপে লেখা আছে যে বোর্ড মিটিং হবে *মিলেনিয়াম*-এর অফিসে, শেষে এবটা তথ্য দেয়া যে তার জন্য গতবারের মত একই হোটেল রুম নেয়া হয়েছে।

তথ্যটা বুঝতে পেরে সালান্ডার কাঁধটা উপরে উঠালো, তারপর ব্লমকোভিস্টের মেইলটাসহ 'দি লিচিস–পতিতাবৃত্তিতে সমাজের সহযোগিতা' শিরোনামে সিভেনসনের বইয়ের পাণ্ডুলিপি ডাউনলোড করলো। মিয়া জোহানসন নামে এক মাহিলার লেখা থিসিসও ডাউনলোড করলো সে যার শিরোনাম 'ফ্রম রাশিয়া উইথ লাভ'।

সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে কিচেনে গিয়ে কফি নিলো সে, তারপর ল্যাপটপটা নিয়ে লিভিংরুমের নতুন সোফায় বসে সিগারেট ধরালো। বাকি রাতটা পড়েই কাটিয়ে

াদলো সে।

রাত ৯:০০টার মধ্যে জোহানসনের থিসিসটা শেষ করেই নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরলো সালান্ডার।

১০:০০টার মধ্যে সিভেনসনের বইটা পড়ে শেষ করলো। আবারো শিরোনামের জন্ম দিতে যাচ্ছে মিলেনিয়াম।

রাত ১১:৩০ এ ব্লমকোভিস্টের শেষ ইমেলটা পড়ে তার চোখ বড় বড় হয়ে গেলো।

তার শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল কাঁপুনি লাগলো।

ব্লমকোভিস্টকে দেয়া সিভেনসনের মেসেজ।

এক জায়গায় সিভেনসন উল্লেখ করেছে যে একজন পূর্ব ইউরোপীয় গ্যাংস্টার সম্পর্কে তার সামান্য ধারণা আছে যার নাম জালা, তার উপর একটা অধ্যায় করা যেতে পারতো, কিন্তু হাতে বেশি সময় নেই। মেইলটার জবাব দেয়নি ব্লমকোভিস্ট। জালা ।

স্ক্রিন সেভারটা চলে যাওয়া পর্যন্ত স্থির বসে রইলো সালান্ডার।

সিভেনসন তার নোটবুকটা একপাশে সরিয়ে রেখে মাথাটা চেপে ধরলো। একদম উপরে চার অক্ষরের নামটা লেখা–জালা ।

তিন মিনিট গভীরভাবে ভাবলো সে, তারপর নামটার চারপাশে গোল করে দাগ টানলো। রান্নাঘরে গিয়ে কফি নিলো এক কাপ। ঘুমাতে যাবার সময় হয়ে গেছে, তবে খেয়াল করে দেখেছে রাতের বেলা অফিসের সব নিশ্চুপ হয়ে গেলে তার *মিলেনিয়াম*-এ কাজ করতে ভালো লাগে।

সবকিছুই তার নিয়ন্ত্রনে আছে তবু প্রোজেক্টটা শুরু করার পর প্রথম থেকেই মনে হচ্ছিলো গুরুত্বপূর্ণ কোন বিবরণ মিস হয়ে যাচ্ছে।

জালা ।

একদিক থেকে সে অস্থির হয়ে আছে কবে বইটা শেষ করে ছাপানো হবে, কিন্তু এখন সে ভাবছে আরো সময় দরকার।

ইনস্টেপক্টর গুলব্রান্ডসন তাকে যে ময়নাতদন্ত রিপোর্ট দিয়েছিলো সেটার কথা ভাবলো। ইরিনা পি.র মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিলো সোদারতালের ঝিলে। মুখ আর বুকে মারাত্মক আঘাত পেয়েছিলো সে , মৃত্যুর কারণ হলো ঘাড় ভেঙ্গে যাওয়া। তবে আরো দু'টো আঘাতও মৃত্যু ঘটাতে পারে। ছয়টা হাড় ভেঙ্গেছে, বামদিকের ফুসফুসও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এ'ব্যাপারে কিছু বলা হয় নি। আঘাতের ধরণ দেখে

কিছু বোঝা যায় না। তবে প্যাথলজিস্টদের ধারণা কাঠের কিছুতে কাপড় পেঁচিয়ে আঘাত করা হতে পারে। কেন একজন খুনি এভাবে কাপড় জড়িয়ে নেবে তার কারণ ব্যাখ্যা করা হয় নি। তবে আঘাত দেখে এটা সাধারণ কোন আক্রমণ বলে মনে হয় না।

খুনটা এখনো অমীমাংসিত, সমাধানের পথটাও খুব সরু বলে জানালো গুলব্রান্ডসন।

গত দুই বছরে মিয়া যে তথ্য যোগার করেছে তাতে চারটা ঘটনায় জালা নামটা এসেছে, তবে প্রতিবারই একটু ধোয়াটে আর অস্পষ্ট। কেউ জানে না সে কে, তার অস্থিত্বের কোনো প্রমান কেউ দিতে পারে না। কোনো কোনো মেয়ে তাকে সাক্ষাৎ হুমকি হিসেবে দেখে, ভয়াবহ সতর্কতা হিসেবে যারা একাজে অনাগ্রহ দেখায়। পুরো একটা সপ্তাহ সে জালা সম্পর্কে তন্ন তন্ন করে খোঁজ খবর নিয়েছে, পুলিশ, সাংবাদিক আর সম্প্রতি তৈরি হওয়া সেক্সট্রেডের দালালদের সোর্সদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

সাংবাদিক স্যান্ডস্ট্রমের সংস্পর্শে ছিলো সে, তার বইয়ে তুলে ধরার ইচ্ছে আছে। সিভেনসনের কাছে করুণা ভিক্ষা করেছে স্যান্ডস্ট্রম। ঘুষও সেধেছিলো তাকে। সিভেনসন মত বদলাবে না, তবে এই সুযোগে স্যান্ডস্ট্রমকে সে জালার ব্যাপারে তথ্য দেয়ার জন্য চাপ দেবে।

স্যান্ডস্ট্রমের দাবী সে কখনোই জালাকে দেখে নি, তবে তার সাথে ফোনে কথা বলেছে। না, সে বলবে না কে তাকে এই যোগাযোগটা ঘটিয়েছিলো।

স্যান্ডস্ট্রম আতঙ্কে আছে এটা বুঝতে পেরে সিভেনসন স্তব্ধ হয়ে গেলো। প্রকাশ করার চাইতেও অন্য কোনো ভয়, এই ভয় তার জীবননাশের। কেন?

অধ্যায় ১০

সোমবার, মার্চ ১৪–রবিবার, মার্চ ২০

এর্স্টাতে আসা-যাওয়া করাটা খুব সময়সাপেক্ষ আর ঝামেলার। মার্চের মাঝামাঝি সময়ে সালান্ডার একটা গাড়ি কিনবে ব'লে ঠিক করলো। পার্কিংয়ের জন্য জায়গা নিলো আগে, গাড়ি কেনার চেয়েও বড় ঝামেলা এটা।

মোসাবেকের বিল্ডিংটার নিচের গ্যারেজে জায়গা রাখা আছে তার, তবে সে চায় না গাড়ির সূত্র ধরে কেউ ফিস্কারগাটানে তার অবস্থান জেনে যাক। এদিকে, কয়েক বছর আগে লুন্ডাগাটানের অ্যাপার্টমেন্টের গ্যারেজে জায়গা পাবার জন্য ওয়েটিং লিস্টে নাম লিখিয়েছিলো সে। লিস্টে নামটা আছে কি না জানতে গেলে তাকে বলা হলো সবার আগে তার নাম আছে। শুধু তাই নয়–এ মাসের শেষে একটা জায়গা খালি হতে যাচ্ছে। দারুণ। মিম্মিকে ডেকে এসোসিয়েশনের সাথে একটা চুক্তি করতে বললো সে। পরদিন সে গাড়ির খোঁজে বের হলো।

রোলস রয়েস বা ফেরারি কেনার মত টাকা তার আছে, তবে কারো চোখ ধাঁধিয়ে দেয়ার ইচ্ছে নেই তার। তার বদলে Nackaর দু'জন ডিলারের কাছে গিয়ে চার বছরের পুরনো একটা হোন্ডা অটোমেটিক নিয়ে এলো সে। সেলসম্যানকে বিরক্ত করে এক ঘণ্টা ধরে ইঞ্জিনসহ সবকিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলো। নীতিগত কারণে সে দুই হাজার ক্রোনার দাম কমালো আর পরিশোধ করলো একদম নগদে।

লুন্ডাগাটানে এসে মিম্মির ওখানে গিয়ে একসেট চাবি দিলো তাকে। অবশ্যই আগে বললে মিম্মি ওটা ব্যবহার করতে পারতো। গ্যারেজে জায়গা না পেয়ে রাস্তায় পার্ক করলো নতুন গাড়িটা।

এক মেয়েবন্ধুর সাথে ডেট করতে ও ছবি দেখতে যাচ্ছিলো মিম্মি, সালান্ডার তার কথা আগে শোনে নি। ওর উগ্র সাজসজ্জা আর পোশাক-আশাক দেখে সালান্ডার ভাবলো এটা মিম্মির আরেক রূপ, তাকে সঙ্গে যেতে বললে সে না করে দিলো। মিম্মির লম্বা পা-ওয়ালি কোনো বান্ধবীর সাথে মিলে তিনজনে সেক্স করার কোনো ইচ্ছে নেই তার, সন্দেহ নেই মেয়েটি অনেক সেক্সি হবে আর তার কাছে নিজেকে একটা আহাম্মকও মনে হবে। যাইহোক, সালান্ডারের আরো অনেক কিছু করার আছে শহরে, হটর্গেট পর্যন্ত দু'জন একসাথে গিয়ে পরে আলাদা হয়ে গেলো।

সভিয়াভাগেনে গিয়ে পৃন্টারের কার্টিজ কিনে বাক্সটা ফেলে দিয়ে ওটা তার পিঠের ব্যাগে ভরে নিয়েছে।

দোকান থেকে বের হওয়ার পর খুব ক্ষুধা আর তৃষ্ণা পেলো তার। হেঁটে হেঁটে ক্যাফে হেডোনে এলো, এই জায়গাটায় আগে কখনো আসে নি সে, এমনকি নামও শোনে নি। পেছন থেকে নিলস বুরম্যানকে চিনতে পেরে সে ঘুরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো। পেভমেন্টের দিকে মুখ করা পিকচার উইন্ডোর পাশে দাঁড়িয়ে ঘাড়টা উপরে তুললো যাতে সার্ভিং কাউন্টারের পেছন থেকে সে তার গার্জেনের দিকে লক্ষ্য রাখতে পারে।

বুরম্যনকে দেখে সালান্ডারের মধ্যে তেমন কোনো অনুভূতি তৈরি হলো না, রাগ, ঘৃণা অথবা ভয়, কিছুই না। সে নিশ্চিত এই লোকটাকে বাদ দিলে পৃথিবীটা অনেক ভালো জায়গায় পরিণত হবে, তারপরও সে বেঁচে আছে এই কারনে যে সালান্ডার মনে করে বেঁচে থাকাটাই তার জন্য বেশি উপকারি হবে। বুরম্যানের বিপরীত দিকে বসে থাকা লোকটাকে দেখলো সালান্ডার, লোকটা দাঁড়ালে তার চোখ বিস্ফারিত হলো। ক্লিক।

বিশালদেহী একটা মানুষ, ছয় ফুট ছয়, শক্ত-সমর্থ। এতোটাই শক্ত-সমর্থ যে ব্যাপারটা অন্যরকম। তার চেহারাটা ছোটখাট আর ছোট ছোট ব্লন্ড চুল, তবে সব মিলিয়ে দেখতে বেশ জাদরেল।

সালান্ডার দেখলো লোকটা বুরম্যানের দিকে ঝুঁকে আস্তে আস্তে কিছু বললে বুরম্যান মাথা নেড়ে সায় দিলো। দু'জন হাত মেলানোর পর বুরম্যান দ্রুত হাতটা পেছনে নিলো। তুমি কেমন ধরণের মানুষ আর বুরম্যানের সাথেইবা তোমার কাজটা কি?

চুপিসারে সালন্ডার রাস্তায় হেঁটে এসে একটা তামাকজাত দ্রব্যের দোকানের ছাউনির নিচে দাঁড়ালো। ব্লন্ড লোকটা ক্যাফে হেডোন থেকে বেরিয়ে এলে সে একটা পত্রিকার দিকে তাকিয়ে রইলো, এক ফুটেরও কম দূরে সালান্ডারকে পাশ কেটে বাম দিকে চলে গেলো লোকটা। সালান্ডার তাকে অনুসরণ করলো।

বেশি দূর হাঁটতে হলো না। বার্জার জার্লসগাটানের টানেলবানা স্টেশনে এসে লোকটা টিকেট কাটলো। দক্ষিণমুখী প্লাটফর্মে অপেক্ষা করছে সে... সালান্ডার ঐদিকে যাচ্ছিলো...লোকটা নর্সবর্গ ট্রেনে উঠে গেলো। স্লাসেনে নেমে ফার্স্টার পথ ধরলো, স্কান্সটালে নামলো আবার। গটগাটানে ব্রমবার্গস ক্যাফেতে হেঁটে গেলো সে।

বাইরে থামলো সালান্ডার। ব্লন্ড বিশালদেহী যার সাথে দেখা করতে এসেছে তাকে লক্ষ্য করলো সে। ক্লিক। সাথে সাথেই সালান্ডার টের পেলো যে কোন খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে এখানে। লোকটার শরীরটা ভারিক্কি, তবে সরু চেহারাটা চোখে পরার মত না। চুলগুলো পেছনে ঝুঁটি বাঁধা, বড় একটা গোঁফ আছে। পরনে ডেনিম জ্যাকেট, কালো জিন্স আর হাই হিল বুট পায়ে। ডান হাতের পেছনে একটা টাট্টু আঁকা, তবে নক্সাটা দেখতে পারছে না সালান্ডার। কব্জিতে সোনার চেন

প্যাঁচানো, লাকি স্ট্রাইক সিগারেট খাচ্ছে লোকটা। দৃষ্টিটা বেশ চকচকে যে মনে হয় সে ভালোই কামায়। তার জ্যাকেটের নিচে চামড়ার ভেস্টটা খেয়াল করলো সালান্ডার। বুঝতে পারলো লোকটা বাইক চালায়।

দানবটা কিছুই খেলো না। মনে হচ্ছে কিছু নির্দেশ দিচ্ছে সে। ডেনিম জ্যাকেট পরা লোকটা কোন কথা না বলে মনোযোগ দিয়ে শুনছে। নিজেকে সালান্ডার মনে করিয়ে দিলো যে শিগগিরই তার একটা শটগান কিনতে হবে।

পাঁচ মিনিট পরেই দানবটা ক্যাফে থেকে বেরিয়ে গেলো। কিছুদূর এগিয়ে গেলো সালান্ডার, লোকটা তাকে একদম দেখলো না। চল্লিশ গজ হেঁটে অ্যালেগনাগাটানে গেলো, সেখানে একটা সাদা ভলবোতে চড়লো সে। পরের বাঁকটার কাছে ঘুরে যাবার আগেই গাড়ির নাম্বারপ্লেটটা পড়তে পারলো সালান্ডার।

দ্রুত ক্যাফেতে ফিরে এসে টেবিলটা খালি পেলো সে। রাস্তার এপাশ-ওপাশে তাকিয়েও সে ঝুঁটি বাঁধা লোকটাকে দেখলো না। একটু পর রাস্তার ঐপারে ম্যাকডোনাল্ডসে ঢুকতে দেখা গেলো তাকে।

ভেতরে গেয়ে তাকে খুঁজে পেলো। আরেকজন লোক দেখলো, সেও জ্যাকেটের বাইরে ভেস্ট পরে আছে। পড়ে দেখলো লেখা আছে সাভাভেলসিও এম সি। লোগোটা মটরসাইকেল হুইলের, দেখতে অনেকটা ক্রস দেয়া কুড়ালের মত।

গটগাটানে কিছুক্ষণ থেকে সালান্ডার উত্তরদিকে যাত্রা করলো। তার আভ্যন্তরীন সতর্কীকরন ব্যবস্থা হঠাৎ হাই অ্যালার্ট দিতে শুরু করেছে।

সেভেন ইলেভেনে থেমে সালান্ডার এক সপ্তাহের খাবার কিনলো, বিলিস প্যান পিজা, তিনটা ফ্রোজেন ফিস রোল, তিনটা বেকন পাই, এক পাউন্ড পনির, দুধ, কফি, এক কার্টন মার্লবোরো লাইট আর সান্ধ্যকালীন পত্রিকা। মোসাবেকে তার বাড়ি পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে দরজার তালা খোলার আগে চারপাশটা ভালোমত দেখে নিলো। কার্টন থেকে সরাসরি দুধটা খেয়ে কফি মেশিন চালু করলো। কম্পিউটার ছেড়ে অ্যাসফিক্সিয়া ১.৩-তে ক্লিক করে বুরম্যানের হার্ড ড্রাইভে গেলো সে। আধ ঘণ্টা ধরে বুরম্যানের কম্পিউটারের সব পড়লো।

কিছুই চোখে পড়লো না তার। খুব কমই সে ই-মেইল ব্যবহার করে মনে হচ্ছে; পরিচিতজনের কাছ থেকে আসা এক ডজন ব্যক্তিগত মেইল দেখলো সে। কোনোটাই তার সাথে সম্পর্কিত নয়।

নতুন তৈরি একটা পর্ণো ছবির ফোল্ডার দেখে সে বুঝলো লোকটা এখনো মহিলাদের সাথে বিকৃত কামে আগ্রহী। বস্তুত এটাকে ঠিক তার শর্তভঙ্গের দায়ে ফেলা যায় না।

সালান্ডারের গার্জেন হিসেবে বুরম্যানের ভূমিকা সম্পর্কিত ফোল্ডারটা খুলে প্রতিটা মাসিক রিপোর্ট পড়লো সে। তার হটমেইল এ্যাড্রেসে এই কপিগুলোই পাঠানো হয়েছে।

স্বাভাবিকই আছে সবকিছু।

একটু খটকা লাগছে যেন...ওয়ার্ডে তৈরি ফাইলটা খুলে দেখলো মার্চের মাঝামাঝিতে এসেও সে গার্জেনশিপের রিপোর্টটা শুরু করেনি, প্রতি মাসের প্রথমদিকে এটা লিখতে শুরু করে বিশ তারিখের মধ্যে এজেন্সিকে পাঠায় সে। অলসতা? এতো দেরি? অন্যকিছু নিয়ে ব্যস্ত? কোন কৌশল করছে? ভ্রু কুঁচকালো সালান্ডার।

কম্পিউটার বন্ধ করে জানালার পাশে একটা সিগারেট নিয়ে বসে অন্ধকারে তাকিয়ে রইলো। লোকটার দিকে নজর রাখতে পারছে না সে, মাছের মতই পিচ্ছিল লোকটা।

সত্যি সত্যি ভয় পেলো সে। প্রথমে বালের ঐ ব্লমকোভিস্ট, তারপর জালা, আর এখন এই বুরম্যান ও তার সঙ্গীর সাথে মটরবাইক আরোহী সাঙ্গ-পাঙ্গ। কয়েকদিনের মধ্যেই সালান্ডারের সাজানো জীবনে উদ্বিগ্নতা সৃষ্টিকারি কিছু ঘটনা এসে পড়েছে।

রাত ২:৩০এ বুরম্যানের আপলান্সগাটানের বাড়ির দরজা চাবি দিয়ে খুললো সালান্ডার। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সাবধানে চিঠিপত্রের ঢাকনা খুললো, তারপর লন্ডনের মেফেয়ার থেকে কিনে আনা শক্তিশালী একটা মাইক্রোফোন রাখলো সেখানে। আড়িপাতার জিনিসের জন্য বিখ্যাত ইব কার্লসন দোকান থেকে এটা কিনেছে সে। ইয়াপপিসটা কানে দিয়ে ভলিউম ঠিক করে নিলো।

রেফ্রিজারেটরের গুন গুন শব্দ আর অন্তত দুইটা ঘড়ির টিক টিক শুনছে সে, একটা সামনের দরজার বামদিকে লিভিং রুম থেকে আসা। ভলিউমটা বাড়িয়ে জোরে দম বন্ধ করে শুনতে লাগলো। অ্যাপার্টমেন্ট থেকে নানা ধরণের আওয়াজ আসছে, কিন্তু কোনো মানুষের অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে না। একটু পরই সে গাঢ় চিরাচরিত শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ পেলো।

বুরম্যান ঘুমিয়ে আছে।

মাইক্রোফোনটা সরিয়ে লেদার জ্যাকেটের পকেটে ভরলো। কোনো শব্দ না করে চাবিটা লকে ঢুকিয়ে দরজা একটু ফাঁক করলো। টেসারটা পকেটে নিয়ে নিলো, আর কোনো অস্ত্র আনে নি সে। বুরম্যানের জন্য এর চেয়ে শক্তিশালি কিছুর দরকার নেই তার।

দরজাটা বন্ধ করে বেডরুমের বাইরে করিডোর দিয়ে আস্তে আস্তে পা ফেললো, একটা আলো দেখে সে থামলো, এখান থেকে নাক ডাকার আওয়াজ পাচ্ছে সে। সে শুয়ে আছে বেডরুমে, বাতিটা জানালায়। সমস্যা কি বুরম্যানের? অন্ধকারে ভয়?

বুরম্যানের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখলো তাকে, বয়স হয়ে গেছে

আর চুলটাও আঁচড়ায় নি। অপরিচ্ছন্ন ঘর থেকে পুরুষালি গন্ধ আসছে, ঠিকমত পরিষ্কার করে না বাড়িঘর।

কোনো করুণা জাগলো না মনে। এক মুহূর্ত ওর চোখে ঘৃণার ঝলক দেখা গেলো। পাশে একটা গ্লাস দেখে গন্ধ শুকে দেখলো হুইস্কি।

একটু পর বেডরুম থেকে বের হয়ে কিচেনে গেলো, অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়লো না, তারপর লিভিংরুম হয়ে বুরম্যানের অফিসের দরজায় থামলো। জ্যাকেটের পকেট থেকে একমুঠো মচমচে রুটি নিয়ে পার্কেটের মেঝেতে ছিটিয়ে দিলো। কেউ তাকে অনুসরন করলে মচমচ শব্দে সে সতর্ক হয়ে যাবে।

বুরম্যানের ডেস্কে বসে টেসারটা সামনে রাখলো, নিয়মমত ড্রয়ারগুলো সার্চ করলো, বুরম্যানের ব্যক্তিগত একাউন্ট সংক্রান্ত চিঠিপত্রগুলো দেখলো। খেয়াল করে দেখলো খরচের ব্যাপারে সে অগোছালো হয়ে গেছে।

নিচের ড্রয়ারটা তালা মারা। ভ্রূ কুঁচকালো সালান্ডার। এক বছর আগে যখন এসেছিলো সব ড্রয়ার খোলা ছিলো। ড্রয়ারের জিনিসগুলো দেখার সময় তার চোখ দু'টো কাঁপতে লাগলো। এর ভেতরে একটা ক্যামেরা, টেলিফটো লেন্স, একটা অলিম্পাসের পকেট টেপ রেকর্ডার, চামড়ায় বাঁধানো ফটো অ্যালবাম, একটা ছোট নেকলেসের বাক্স আর স্বর্ণের রিং-এ টিলডা অ্যান্ড জ্যাকব বুরম্যান - এপ্রিল ২৩, ১৯৫১ খোদাই করা। এগুলো তার মৃত বাবা-মার নাম। মনে হচ্ছে এগুলো তার বিয়ের আংটি, এখন স্মৃতি হিসেবে আছে। সুতরাং, মূল্যবান কিছু নেই বলে সে বন্ধ করে দিলো।

পেছনের কেবিনেট থেকে সে তার গার্জেনশিপের দু'টো ফাইল নিলো। প্রতিটা সে পনেরো মিনিট ধরে মনোযোগ দিয়ে পড়লো, সালান্ডার খুব চমৎকার এক নারী। চার মাস আগে সে লিখেছে তাকে বেশ বুদ্ধিদীপ্ত আর যৌক্তিক লাগছে, আসছে বার্ষিক পর্যালোচনায় তার গার্জেনশিপের আর কোনো দরকার নেই বলে আলোচনা হতে পারে। তার সক্ষম ডিক্লেয়ারেশনের ক্ষেত্রে এটা প্রথম ধাপ হতে পারে।

ফাইলের মধ্যে হাতে লেখা কিছু নোট দেখে বোঝা যাচ্ছে বুরম্যান গার্জেনশিপ এজেন্সির উলরিকা ভন লিবেন্সটাল নামে একজনের সাথে কথা বলেছে সালান্ডারের ব্যাপারে। 'সাইকিয়াট্রিক এসেসমেন্ট জরুরী' লেখা শব্দগুলোয় আন্ডারলাইন করা আছে।

বিমর্ষ হয়ে সালান্ডার ফাইলটা সরিয়ে রাখলো।

লেখায় তেমন কিছু পেলো না সে। তার নির্দেশ অনুযায়ীই কাজ করছে বুরম্যান। নিচের ঠোঁট কামড়ালো সালান্ডার। এখনো তার মনে হচ্ছে কিছু একটা ঝামেলা আছে।

চেয়ার থেকে উঠে বাতিটা নেভাতে গিয়ে থামলো সে। ফাইলটা নিয়ে আবার পড়তে লাগলো, কেমন সন্দেহ লাগছে তার। আরো বেশি কাগজপত্র থাকার কথা

হলো। এক বছর আগে তার শৈশব থেকে গার্জেনশিপ এজেন্সিতে আসা পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছিলো, সেটা নেই। বুরম্যান কেন ওটা সরাবে? ভ্রু কুঁচকে গেলো তার, কোন ভালো কারণ সে চিন্তা করতে পারছে না, যদি না সে অন্য কোথাও বাড়তি কাগজপত্র রেখে থাকে। উপরের কেবিনেট থেকে তার চোখ নিচের বন্ধ ড্রয়ারে গেলো।

তালা খোলার যন্ত্র নেই ওর কাছে, তাই বুরম্যানের বেডরুমে গিয়ে কাঠের স্ট্যান্ডে ঝুলানো স্যুট জ্যাকেট থেকে চাবির রিংটা নিলো। এক বছর আগেও একই জিনিস ছিলো এই ড্রয়ারে। তবে জিনিসগুলো একটা সমতল বাক্সে জড়ো করা হয়েছে যার গায়ে একটা কোল্ট পয়েন্ট ৪৫ ম্যাগনামের ছবি আঁকা।

দুই বছর আগে বুরম্যানের উপর যে গবেষণা করেছিলো সেটা ভাবতে লাগলো সে। লোকটা শুটিং ক্লাবের সদস্য ছিলো এবং শুট করতে পছন্দ করে। পাবলিক উইপন রেজিস্ট্রি অনুযায়ী তার কাছে একটা কোল্ট পয়েন্ট ৪৫ ম্যাগনাম আছে।

দায়সারাভাবে সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালো যে ড্রয়ার বন্ধ রাখা তেমন অবাক করার মত ব্যাপার নয়।

তার কাছে ঠিক ভালো লাগছে না, আবার এক্ষুণি লোকটাকে জাগিয়ে তুলে এটা নিয়ে কথা বলার মত কিছু হয়ও নি।

সকাল ৬:৩০এ ঘুম ভাঙলো জোহানসনের। লিভিংরুম থেকে কম ভলিউমে সে সকালের টিভি শুনছে আর কফির টাটকা গন্ধ পাচ্ছে। সিভেনসনের আইবুকের কিতে আঙ্গুল চালানোর শব্দ শুনে হাসলো সে।

এর আগে কোনো সংবাদ নিয়ে এভাবে কাজ করতে দেখে নি তাকে। মিলেনিয়াম তার জন্য ভালো জায়গা হয়েছে। লেখকদের ব্লক তাকে কমই টানে, মনে হচ্ছে ব্লমকোভিস্ট, বার্গার এবং অন্যরা তার উপর প্রভাব ফেলতে পেরেছে। ব্লমকোভিস্ট তার কোন ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিলে সে বিমর্ষ হয়ে বাড়ি ফেরে, তবে তারপরই দ্বিগুন পরিশ্রম নিয়ে কাজ করে।

সিভেনসনের মনোযোগে বিঘ্ন ঘটানো ঠিক হবে কি না ভাবছে সে। তার পিরিয়ডের সময় তিন সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। এখনো প্রেগনেন্সি টেস্ট করে নি সে, বোধ হয় করা দরকার।

শিগগিরই ত্রিশে পা দেবে সে। এক মাসের কম সময়ের মধ্যে তার থিসিসটার পক্ষে যুক্তি-তর্ক তুলে ধরতে হবে। তারপর ডা : জোহানসন। আবারো হেসে ভাবলো এখনি নিশ্চিত না হয়ে সিভেনসনকে কিছু বলবে না। ওর বইটা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সে, ডক্টরেট পাওয়ার পর একটা পার্টি দেবে।

আরো দশ মিনিট আয়েস করে উঠে একটা চাদর গায়ে দিয়ে লিভিং রুমে গেলো। সিভেনসন তাকালো।

"এখনো ৭:০০টা বাজে নি," বললো জোহানসন।

"ব্লমকোভিস্ট আবারো মাতব্বরি ফলাচ্ছে।"

"ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু করছে কি? ঠিকমত টাকা পয়সা দিচ্ছে। তুমি তাকে পছন্দ কর, তাই না?"

লিভিংরুমের সোফায় হেলান দিয়ে সিভেনসন ওর চোখের দিকে তাকালো। একটু পর মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"কাজ করার জন্য মিলেনিয়াম চমৎকার জায়গা। গতরাতে তুমি যখন আমাকে তুলে নিলে তার আগে আমি কেভারনে ব্লমকোভিস্টের সাথে কথা বলেছি। এই প্রোজেক্ট শেষ হয়ে গেলে আমি কি করবো তাই ভাবছে সে।"

"আহা। তুমি কি বললে?"

"বললাম যে আমি জানি না। অনেক বছর যাবৎ আমি ফ্রিল্যান্সার হিসেবে ঝুলে আছি। আরো স্থায়ী কিছু হলে খুশি হবো।"

"মিলেনিয়াম।" সে সায় দিলো।

"মিকাইল যাচাই করে দেখলো, আর জেনে নিলো পার্ট টাইম চাকুরিতে আমি আগ্রহী কি না। হেনরি কোর্টেজ আর লোত্তা করিমের সাথেও একই চুক্তি করা। মিলেনিয়াম থেকে আমি একটা ডেস্ক আর বেতন পাবো আর অন্য দায়িত্ব নিতে পারবো।"

"তুমি এটা করতে চাও?"

"ঠিকমত কোনো অফার নিয়ে এলে আমি হ্যা বলে দেবো।"

"ঠিক আছে, কিন্তু এখনো সকাল ৭:০০টা বাজে নি আর আজ হচ্ছে শনিবার।"

"জানি। আমি শুধু এখানে-ওখানে একটু ঘষামাজা করার কথা ভাবছিলাম।"

"আমি ভেবেছি তুমি বিছানায় এসে অন্য কিছু ঘষামাজা করবে।"

হেসে চাদরটা সরালো সে। কম্পিউটার স্ট্যান্ডবাই করে রাখলো সিভেনসন। পরের কয়েকটা দিন সালান্ডার ল্যাপটপে গবেষণা করে কাটিয়ে দিলো। বিভিন্ন দিক খুজে দেখলো, তবে সে ঠিক নিশ্চিত নয় কি খুঁজছে সে।

কিছু কিছু তথ্য সহজেই যোগার করা যায়। মিডিয়া আর্কাইভ সাভাভেলসিও এমসি সম্পর্কে ইতিহাস জানলো। সংবাদপত্রে ক্লাবটার ব্যাপারে খবর ছাপা হয়েছে টালিয়ে হগ রাইডার্স নামে। সোদারতালের বাইরে একটা পরিত্যাক্ত স্কুলঘরে যখন ক্লাবঘরটা ছিলো, প্রতিবেশীরা গোলাগুলির আওয়াজ পেয়ে রিপোর্ট করার পর পুলিশ তাতে রেইড দেয়। পুলিশ গিয়ে দেখে একটা বিয়ার পার্টি হচ্ছে আর সবাই ওখানে *AK-4* রাইফেল নিয়ে নিশানা করার প্রতিযোগীতায় মেতেছে, পরে উদ্ঘাটিত হয়

যে ওগুলো ১৯৮০র দশকে ভ্যাস্টারবটেনের রেজিমেন্ট থেকে চুরি গিয়েছিলো।

একটা পত্রিকায় আছে যে ঐ ক্লাবটাতে মোট ছয়-সাতজন সদস্য আছে, আরো বারোজন সহকারি আছে। পূর্ণ সদস্যদের সবাই জেলে আছে। দুইজন নামকরা। ২০০১ সালে পুলিশ ওখানে রেইড দেয়ার সময় ক্লাবের প্রধান কার্ল ম্যাগনাস 'ম্যাগি' লুনডিন, *আফটোনব্লাডেট*-এ তাকে ভিজুয়ালাইজ করা হয়েছে। ১৯৮০ ও ১৯৯০ এর শেষের দিকে পাঁচটা মামলায় তাকে আসামী করা হয়েছিলো; চুরি, চোরাই মাল রাখা এবং মাদক অভিযোগে। মারাত্মকভাব কাউকে আহত করার জন্য একবার আঠারোমাসের জেল খেটেছে সে। ১৯৯৫ সালো ছাড়া পেয়ে সে টালিয়ে হগ রাইডার্স-এর প্রেসিডেন্ট হয় যা বর্তমান নাম সাভাভেলসিও এমসি।

পুলিশের ভাষ্যমতে ক্লাবের দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো সনি নিমিনেন, বর্তমান বয়স সাইত্রিশ, তার বিরুদ্ধেও অভিযোগ তেইশটার কম না। ষোল বছর বয়সে তার ক্যারিয়ার শুরু হয় শারিরীক নির্যাতন আর চুরি দিয়ে। তারপর দশ বছরে সে চুরি, রাহাজানি, ভয়-ভীতি প্রদর্শন, মাদক অভিযোগ, ঘুষ গ্রহণ, অবৈধ অস্ত্র রাখা ইত্যাদি বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত হয়। তাকে যে পরিমান সাজা দেয়া হয়েছে সালান্ডার কোনভাবেই তা পরিমাপ করতে পারবে না; কারাশ্রম, জরিমানা, আবার ১৯৮৯ সালে দশ মাসের জন্য তাকে আবার শারিরীক নির্যাতন আর ডাকাতির দায়ে ত্রিশ থেকে ষাট দিনের জেল দেয়া হয়, ১৯৯০ এর অক্টোবরে ছাড়া পেয়ে সে কিছুদিন ঠিক থাকলেও একটা বারে মারামরিতে জড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ খুনের দায়ে ছয় বছর জেল খেটে ১৯৯৫ সালে বের হয়।

১৯৯৬ সালে অস্ত্র মামলায় গ্রেফতার হয়ে সে চার বছরের জেল খাটে এবং ১৯৯৯ সালে ছাড়া পায়। সংবাদপত্রের আর্টিকেলে নিমিনেনের নাম উল্লেখ না করলেও সন্দেহ করা হয় যে তাকে ঠিকই চিহ্নিত করা হয়েছে একটা সন্ত্রাসী গ্যাংএর হয়ে খুন-খারাবিতে অংশ নেয় সে।

নিমিনেন এবং লুনডিনের ছবি ডাউনলোড করলো সালান্ডার। নিমিনেনের চুলটা কোঁকড়ানো আর কালো, চোখ দুটো ভয়ঙ্কর। লুনডিন দেখতে আহাম্মকের মত, এটাই সেই লোক যে ব্লমবার্গের ক্যাফেতে দানবটার সাথে দেখা করতে এসেছিলো। ম্যাকডোনাল্ডসে অপেক্ষা করেছে যে লোকটা সে হলো নিমিনেন।

ন্যাশনাল বিহাইকেল রেজিস্টার থেকে সে সাদা ভলভোটা চিহ্নিত করলো। এস্কিল্সটানার রেন্টাল ফার্ম অটো-এক্সপার্টে ফোন করে সে বলে, "আমার নাম গানিলা হ্যানসন, গতকাল আমার কুকুরটাকে গাড়িচাপা দেয় এক বদমাস, সে আপনাদের এখান থেকে ভাড়া করা একটা গাড়িতে ছিলো, একটা সাদা ভলভো।"

"খুবই দুঃখিত।"

"এটুকুই সব নয়। ঐ বদমাস ড্রাইভারের নাম চাই আমি যাতে ওটাকে ধরতে পারি।"

"পুলিশে জানিয়েছেন আপনি?"

"না, ব্যাপারটা সরাসরি মেটাতে চাই আমি।"

"দুঃখিত, কিন্তু কোনো পুলিশ রিপোর্ট ছাড়াতো আমরা আমাদের ক্লায়েন্টের নাম দেই না।"

সালান্ডার চুপসে গেলো। সে জানতে চাইলো কোনো ক্লায়েন্টের বিরুদ্ধে পুলিশ ফোর্স দিয়ে ঝামেলা করার চেয়ে কি ব্যাক্তিগতভাবে সব মিটিয়ে ফেলাটা ভালো চর্চা হতো না। লোকটা আবারো ক্ষমা চাইলো, বললো কোম্পানির রীতিনীতির বাইরে গিয়ে সে কিছু করতে পারে না।

• • •

জালা নামটা হচ্ছে আরেক কানা গলি। পিজ্জা খাওয়ার জন্য দুইবার বিরতি দেয়া ছাড়া দিনের বাকি সময়টা সালান্ডার এক বোতল কোক সাথে নিয়ে কম্পিউটারের সামনে কাটিয়ে দিলো।

শত শত জালা খুঁজে পেলো সে, ইতালয়িান এ্যাথলেট থেকে শুরু করে আর্জেন্টিনার কম্পোজার। তবে যাকে খুঁজছে তার সম্পর্কে কিছুই পেলো না।

জালাচেঙ্কো লিখেও চেষ্টা করে দেখলো সে, কিন্তু এটাও কানা গলি।

হতাশ হয়ে বিছানায় গিয়ে টানা বারো ঘণ্টা ঘুমালো সে। সকাল ১১:০০টায় ঘুম ভাঙ্গলো তার। কফি খেয়ে জ্যাকুজিতে গোসল করলো। বাবল বাথে শরীরটা ডুবিয়ে কফি আর স্যান্ডউইচ খেলো। মিম্মির সাথে সময় কাটাতে চাইলো, তবে এখনো তাকে বলে নি কোথায় থাকে সে।

দুপুর বেলা বাথরুম থেকে বেরিয়ে বাথরোবটা গায়ে জড়িয়ে আবার কম্পিউটার চালু করলো।

ড্যাগ সিভেনসন আর মিয়া জোহানসন সম্পর্কে সার্চ দিয়ে দ্রুত রেজাল্ট পেলো, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তারা কি করেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেলো সে। সিভেনসনের কয়েকটা আর্টিকেল ডাউনলোড করে একটা ছবিও পেলো। কেভারনে এই লোকটাই ছিলো ব্লমকোভিস্টের সাথে।

মিয়া জোহানসনের উপর বেশ কিছু লেখা পেলো, নারী ও পুরুষ কিভাবে আইনের চোখে অসম বিচার পায় তার উপর একটা লেখার জন্য প্রথম গণমাধ্যমের মনোযোগ পায় মেয়েটা। মহিলা সংগঠনের প্রচারপত্রগুলোয় অনেকগুলো সম্পাদকীয় আর প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে তার উপর। জোহানসন নিজেও বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছে। কোনো নারীবাদী তার লেখার প্রশংসা করলেও অনেকে এটাকে সমালোচনা করেছে 'বুর্জোয়া ভোগবিলাসের মোহ ছড়িয়ে দেয়া'র অভিযোগে।

অ্যাসফিক্সিয়া ১.৩-তে গিয়ে সে ব্লমকোভিস্টের অফিসের কম্পিউটারে ঢুকলো,

ব্লমকোভিস্টের মিলেনিয়াম এর ডেস্কটপে। তার অফিসের কম্পিউটারে খুব কমই মজার কোনো কিছু থাকে, সালান্ডার এটা জানে। এর বাইরে সে নেট সার্ফ করে, আর জরুরী সব কাজ নিজস্ব আইবুকে করে। তবে পুরো মিলেনিয়াম অফিসের প্রশাসন যে কম্পিউটারে আছে সেটার উপর অধিকার আছে তার। মিলেনিয়ামের আভ্যন্তরীন নেটওয়ার্কের পাসওয়ার্ড খুঁজে দেখলো দ্রুত।

মিলেনিয়াম-এর অন্যান্য কম্পিউটারে ঢোকার জন্য হল্যান্ডের এই সার্ভার যথেষ্ঠ নয়। ব্লমকোভিস্টের মূল কম্পিউটার চালু থাকলেই শুধু অন্যগুলোর সাথে সংযোগ করা সম্ভব। তার ভাগ্য ভালো, ব্লমকোভিস্ট তখন কাজ করছিলো। দশ মিনিট অপেক্ষা করে সে কোন কাজ করা আলামত দেখলো না। মনে হয় অফিসে ঢুকে কম্পিউটার চালু করে সে নেট সার্ফ করেছে। তারপর ওটা চালু রেখেই অন্য কাজ করছে।

খুব সাবধানে সে একটার পর আরেকটা কম্পিউটার হ্যাক করে বার্গার, মাম আর ম্যালিন এরিকসন নামে একজনের মেইল ডাউনলোড করলো। অবশেষে সিভেনসনের ডেস্কটপে ঢুকলো। এটা ৭৫০ মেগাবাইটের ম্যাকিনটস পাওয়ার পিসি, বাদ হয়ে যাওয়া এই পিসিটা মনে হয়ে শুধু ওয়ার্ড প্রোসেসিং এর কাজে ব্যবহার হয়। নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত আছে মানে সে এখন মিলেনিয়াম এর এডিটোরিয়াল অফিসে কাজ করছে। ই-মেইল ডাউনলোড করে তার হার্ড ড্রাইভ সার্চ করলো। ছোট কিন্তু সুন্দর নাম দেয়া একটা ফোল্ডার দেখলো সে।

এইমাত্র ব্লন্ড দানবটা ২০৩,০০০ ক্রোনার নগদ পেয়েছে, জানুয়ারিতে লুনডিনের কাছে তিন কিলো মেথামফিটামিন দেয়ার বদলে বিশাল অংকের টাকা এটা। কুরিয়ারে মিথটা পেয়ে কিছুদিন স্টোর করে রাখার পরে লুনডিনকে ডেলিভারি দেয়া–তারপর ৫০ভাগ লাভ পাওয়া–লাভজনক বটে। প্রতিমাসে সাভাভেলসিও এমসি এই টাকাটা পায়, লুনডিন হলো তিনটা অপারেশনের মধ্যে একটা, বাকি দুটি গোটেবর্গ আর মালমোতে। সবগুলো গ্যাং মিলে প্রতি মাসে তাকে হাফ মিলিয়ন ক্রোনার লাভ এনে দেয়।

তারপরও মুড ভালো নেই তার, রাস্তার ওই পাশে গিয়ে সে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করলো। ত্রিশ ঘণ্টা ঘুমায় নি সে, তার ঝিমুনি লাগছে। পাটা ঝাড়া দিয়ে সে প্রস্রাব করলো। রাতটা বেশ ঠাণ্ডা, তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে। জার্ন থেকে বেশি দূরে নেই সে।

দ্বন্দ্বটা আদর্শগত। স্টকহোম থেকে ২৫০ মাইলব্যাপি মেথামফিটামিনের সীমাহীন সরবরাহ, চাহিদাও ব্যাপক। বাকিটা আইনগত বিষয়, পয়েন্ট এ থেকে পয়েন্ট বি'তে কিভাবে আনা হবে–আরো ভালোভাবে বলতে গেলে টালিনের একটা

সেলার ওয়ার্কশপ থেকে স্টকহোমের ফ্রি পোর্টে আনা। কিন্তু এস্তোনিয়া থেকে সুইডেনে নিয়মিত পরিবহন? আসলে এটাই মূল সমস্যা আর দূর্বল সংযোগ, প্রতিবারই সে কয়েক বছর ধরে এটার উন্নয়ন ঘটাতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। আর এটাও দেরি হয়ে গেলো। আয়োজনের ব্যাপারে তার ভালো যোগ্যতা আছে। বেশ শক্তিশালি একটা নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে সে, মূল ভিত্তি তৈরি করেছে, অংশীদারীত্ব মজবুত করেছে, কথাবার্তা চালিয়েছে আর ঠিক জায়গায় ডেলিভারি হচ্ছে এটা নিশ্চিত করেছে।

লুনডিনের মত সাবকন্ট্রাক্টরদের জন্য একটা ভালো দানমারা হলো মোটা অংকের ঝুঁকিমুক্ত লাভ। সিস্টেমটা ভালোই। মালগুলো পেতে লুনডিনকে সামান্য আঙ্গুলও ছোঁয়াতে হয় নি-কেনার জন্য কোনো ধরণের কৌশল অথবা রাশিয়ান মাফিয়াদের মত ড্রাগ ব্যবসায়ীদের সাথে দেনদরবার-কিছুই না। লুনডিন জানে দানবটা জিনিস সংগ্রহ করে তার ৫০ভাগ নিয়ে নেবে।

বাচাল এক রাস্তাঘাটের ব্যবসায়ী সাপ্লাই চেইনটা জেনে গিয়ে সাভাভেলসিও এমসি'র সাথে যোগ দিয়েছে। ঐ ব্যাটাকে শাস্তি দেয়ার জন্য তাকে জোরজবরদস্তি করা হয়েছে।

শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে সে বেশ সিদ্ধহস্ত।

তবে এই অপারেশনটা খুব বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সিগারেটটা ধরিয়ে মাঠের কাছে একটা গেটে লাথি মারলো সে।

আয়রোজগারের জন্য মিথ বেশ সহজ একটা সোর্স-বেশি লাভ, কম ঝুঁকি। অস্ত্র অনেক ঝুঁকিপূর্ণ, ওটা কোনো ভালো ব্যবসাই না।

অন্যদিকে, বাল্টিক থেকে বেশ্যা আনা একেবারেই সন্তোষজনক বিনিয়োগ নয়। ব্যবসাটা একটু বদলে গেছে, গণমাধ্যমে দীর্ঘ কোনো লেখা বা সুইডিশ পার্লামেন্টের অদ্ভূত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রসুত বিতর্ক এটাকে যেকোন সময় আইনি ঝুঁকিতে ফেলে দিতে পারে। তবে একটাই সুবিধা-সবাই বেশ্যা পছন্দ করে-প্রেসিকিউটর, বিচারক, পুলিশ, এমনকি পার্লামেন্টের অস্থায়ী কোনো সদস্য। কেউই বেশি খোঁড়াখুঁড়ি করে এই ব্যবসাটার বারোটা বাজাতে চাইবে না।

একটা মৃত বেশ্যাও রাজনৈতিক কোনো হট্টগোলের জন্ম দিতে পারে না। পুলিশ যদি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রক্তমাখা কাপড়সহ সন্দেহভাজনকে ধরতে পারে তবেই শুধু অপরাধ প্রমানিত হবে আর খুনিকে কয়েক বছর জেল বা অন্যকোথাও কাটাতে হবে। তবে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে কাউকে না ধরতে পারলে পুলিশ শিগগিরই তদন্তের জন্য আরো গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় পেয়ে যাবে, অভিজ্ঞতা থেকে সে এটা জেনেছে।

যদিও পতিতা ব্যবসা পছন্দ করে না সে। তাদেরকে ভালো লাগে না তার, তাদের মেকআপ-প্লাস্টার করা মুখ, মাতাল হয়ে উচ্চস্বরে হাসাহাসি। তারা

অপরিষ্কার থাকে। তাছাড়া তাদের কারো মধ্যে পুলিশকে জানানো বা পুলিশ ও রিপোর্টারের কাছে গোপনতা ফাঁস করে দেয়ার চিন্তা আসলে বিপদে পড়তে হবে। আর জোরালো কোনো প্রমান পেলে আইনের লোক আর পুলিশ তৎপরতা চালাতে শুরু করবে–অন্যদিকে পার্লামেন্টও জেগে উঠে বিষয়টার দিকে মনোযোগ দেবে। পতিতা ব্যবসার নিকুচি করি।

আথো আর হ্যারি রান্টা হলো দুইজন সনাতনপন্থি, কোনো কাজের না, তারা এই ব্যবসায় অনেককিছু খুঁজে পেয়েছে। সবগুলোকে বেঁধে খালের মধ্যে ফেলে দিতে পারলে ভালো হতো। অথচ এর বদলে সে গাড়ি চালিয়ে এস্থোনিয়া ফেরিতে গেছে আর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে কখন এটা ছাড়বে। তাদের এই ছোট ভ্যাকেশনটার কারণ হচ্ছে ঐ বালের কিছু রিপোর্টার তাদের এই ব্যবসাটায় নাক গলাচ্ছে, সিদ্ধান্ত হয়েছে যে তারা বরং নিজেদের আড়ালে রাখবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে।

সবচেয়ে বড় কথা সে অন্য কাজে দিক বদল করাটা পছন্দ করছে না, যেমন এই সালান্ডার মেয়েটা। যতদূর সে মনে করে এটা একবারেই লাভজনক কিছু নয়।

বুরম্যান লোকটাক তার পছন্দ না। কেন যে তার ইচ্ছামত কাজ করতে রাজী হলো তারা সে ভা তেই পারে না। নির্দেশ দেয়া হয়েছে,সাভাভেলসিও এমসির এক ফ্রিল্যান্সারের সাথে চুক্তিও হয়ে গেছে, ব্যাপারটা একটুও পছন্দ হয় নি তার।

অন্ধকার মাঠের দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো ওপাশে কোন নড়াচড়া দেখেছে, দৃষ্টিটা স্থির করলো সে। আকাশে ক্ষয়ে যাওয়া বাঁকা চাঁদ আর তারার আলো ছাড়া আর কোন আলো নেই, তবু একশ গজ দূরে একটা কালো ছায়া আস্তে আস্তে তার দিকে আসতে দেখলো সে। একটু থেমে ছায়াটা সামনে এগুতে লাগলো।

লোকটার কপালে ঠাণ্ডা ঘাম অনুভূত হলো। কিছুক্ষণ সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলো, কাছাকাছি এলে ওটার চোখ জ্বলতে দেখলো, দৌড়ে গাড়ির কাছে চলে গেলো সে। ইঞ্জিন চালু করে হেডলাইট জ্বালানোর আগ পর্যন্ত ওটার গর্জন শুনলো। রাস্তায় ছুটে চলে আসার পর প্রাণীটাকে দেখা গেলো ভালো করে। দেখতে বিশাল শুড়ের মত যেটা অনবরত এদিক-ওদিক ছোড়াছুড়ি করছে, বিচ্ছুর মত শুড় আছে এটার।

প্রাণীটা এই পৃথিবীর নয়, আন্ডারওয়ার্ল্ডের কোনো দৈত্য এটা।

গিয়ারটা তুলে সে গাড়ি নিয়ে ছুটলো, দেখলো ওটা আঘাত করছে তবে গাড়ি স্পর্শ করতে পারে নি। কয়েক মাইল পর্যন্ত গাড়ি না থামিয়ে ছুটে চললো সে।

পাচার নিয়ে সিভেনসন আর *মিলেনিয়াম*-এ করা রিসার্চগুলো একসাথে সাজাতেই

রাতটা পার করলো সালান্ডার। আস্তে আস্তে সে একটা ভালো ধারণা পাচ্ছে যদিও তাদের বিভিন্ন লেখা থেকে নেয়া একটু অস্পষ্ট আর ভাসা ভাসা টুকরোর উপর ভিত্তি করে সেটা দাঁড় করিয়েছে।

ব্লমকোভিস্টকে করা মেইলে বার্গার জানতে চেয়েছে জেরাগুলো কেমন হচ্ছে, ব্লমকোভিস্ট সংক্ষেপে জানিয়েছে যে চেকা থেকে লোকটাকে পৃথিবীতে নামানো যাচ্ছে না। সালান্ডার বুঝলো এটা সাপোর সিকিউরিটি পুলিশের কথা বোঝানো হয়েছে। আরেকটা সাপ্লিমেন্টারি রিসার্চ এসাইনমেন্টের কপি সিভেনসনকে পাঠিয়ে বার্গার আর ব্লমকোভিস্টকে সিসি করেছে এরিকসন। সিভেনসন আর ব্লমকোভিস্ট তাদের মন্তব্য ও পরামর্শ জানিয়ে জবাব দিয়েছে। প্রতিদিন কয়েকবার করে ব্লমকোভিস্ট আর সিভেনসন মেইল চালাচালি করে। পা-এইক স্যান্ডস্ট্রম নামে এক সাংবাদিককে জেরা করার বিবরণ জানিয়ে ব্লমকোভিস্টকে মেইল করেছে সিভেনসন।

সিভেনসনের ই-মেইল থেকে সে জানতে পারলো যে গুলব্রান্ডসন নামে একজনের সাথে ইয়াহু এড্রেসে যোগাযোগ করছে সে। বুঝতে পারলো লোকটা পুলিশ আর এই যোগাযোগটা বেশ গোপনে চলছে তার ব্যাক্তিগত ইমেল এড্রেসে, তার মানে গুলব্রান্ডসন একটা সোর্স।

ফোল্ডারটা খুবই ছোট, মাত্র তিনটা ওয়ার্ড ফাইল। ইরিনা পি নামে সবচেয়ে বড় ফাইলটা ১২৮ কিলো বাইটের, একজন পতিতার জীবন নিয়ে লেখা, সাথে তার ময়নাতদন্ত রিপোর্ট ও মারাত্মক জখমের উপর সিভেনসনের সংক্ষিপ্ত লেখা।

লেখাটায় জোহানসনের থিসিস থেকে একটা শব্দ-প্রতিশব্দ উদৃতি বিশেষভাবে উল্লেখ করা দেখলো সে। মহিলাকে তামারা নামে সম্বোধন করা হয়েছে, তবে তামারা আর ইরিনা পি. একজনই, তাই সে ইন্টারভিউয়ের এই অংশটা ব্যাপক আগ্রহ নিয়ে পড়লো।

পরের ফাইলটার নাম স্যান্ডস্ট্রম, এটাতে বলা হয়েছে যে এই সাংবাদিকও অনেক পতিতার খদ্দেরদের মধ্যে একজন যে কি না বাল্টিকের এক মেয়ের শ্লীলতাহানি করেছে, এছাড়া মাদক আর যৌনতার বিনিময়ে সেক্স মাফিয়াদের পেছনে লাগে। স্যান্ডস্ট্রম কোম্পানির প্রচারপত্র প্রকাশ ছাড়াও একটা দৈনিকের জন্য সেক্স ট্রেডের বিরুদ্ধে ফ্রিল্যান্স আর্টিকেল লিখেছে। একটা বিষয়েই সে মুখ খুলেছে, তা হলো টালিনের পতিতালয়ে এক অজ্ঞাতনামা সুইডিশ ব্যবসায়ী গিয়েছিলো।

অন্যান্য ফাইলগুলোতে জালা সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নেই, তবে যেহেতু একটা ফোল্ডারে তার নামে একটা ফাইল আছে, নিশ্চয়ই এখানে কোনো সংযোগ আছে। সিভেনসনের মতে নব্বই দশকের মাঝামাঝি থেকে মাদক, অস্ত্র আর পতিতা

ব্যবসার সাথে জালা নামটা জড়িয়ে আছে। সে আসলে কে, কেউই এটা না জানলেও বিভিন্ন সোর্সদের মতানুযায়ী সে একজন সার্ব বা পোলিশ অথবা চেক নাগরিক। সবগুলো তথ্যই পরোক্ষভাবে পাওয়া।

জালা সম্পর্কে সিভেনসন সোর্স জি (গুলব্রান্ডসন) এর সাথে আলাপ করেছে, ধারণা করা হয় যে সেই লোকটাই ইরিনা পি.এর হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত। এব্যাপারে জি এর মতামত কি কোথাও বলা হয় নি, তবে একটা নোট দেয়া আছে যে এক বছর আগে 'সংগঠিত অপরাধের উপর বিশেষ তদন্ত গ্রুপ'-এর উপর একটা মিটিংয়ের এজেন্ডায় জালার নামটা এসেছিলো। এতবার নামটা উচ্চারিত হয়েছে যে পুলিশ প্রশ্ন করতে শুরু করে এমনভাবে যেন ইয়অলঅ কোন সত্যিকারের চরিত্র এবং সে এখনো জীবিত আছে।

সিভেনসন যতদূর আবিষ্কার করতে পেরেছে তা হলো ১৯৯৬ সালে একটা সিকিউরিটি ভ্যান ডাকাতির ঘটনায় সংশ্লিষ্টতার সূত্র ধরে প্রথম এই নামটা শোনা যায়। ডাকাতেরা ৩.৩ মিলিয়ন ক্রোনার নিয়ে যেতে সক্ষম হলেও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নাটকীয়ভাবে পুলিশ গ্যাং এর সদস্যদের চিনে ফেলে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। পরের দিন আরেকটা গ্রেফতার হয়,সাভাভেলসিও এমসির সদস্য নিনিম্যান। ডাকাতির জন্য সে অস্ত্র সাপ্লাই দিয়েছিলো।

১৯৯৬ সালের ঐ ডাকাতির এক সপ্তাহ পরে আরো তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। এভাবে আটজনের চক্র পাওয়া যায়, এদের মধ্যে সাতজন পুলিশের সাথে কোনো কথা বলতে অস্বীকৃতি জানায়। অষ্টমজন উনিশ বছরের বার্জার নর্ডম্যান জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে যা জানে সবকিছু খুলে বলে। খুব সহজ একটা জয় এসে ধরা দেয় বিচারকাজে। এর একটা তাৎপর্য হলো (সিভেনসনের পুলিশ সোর্সের সন্দেহ) দুই বছর পর জেল থেকে জামিন পেয়ে বের হলে ভার্মল্যান্ডের একটা বালুর ঢিবির নিচে নর্ডম্যানের মৃতদেহ পাওয়া যায়।

জি এর ভাষ্যমতে পুরো গ্যাংটার চালিকাশক্তি হচ্ছে নিমিনেন। তাদের বিশ্বাস নর্ডম্যানকে খুন করা হয়েছে নিমিনেনের নির্দেশে, লোকটা খুবই ভয়ঙ্কর আর দুর্ধর্ষ, তবে কোনো প্রমান নেই তার সম্পর্কে। জেলে থাকার সময়ও সে এ্যারিয়ান ভ্রাতৃসংঘ, একটা নাজি প্রিজন সংস্থা যেটা পরে ওলফ্প্যাক ভ্রাতৃসংঘের সাথে যুক্ত হয়, এবং একটা এক্সকনদের হেলস এঞ্জেলস ক্লাবের সাথে লেনদেন করতো, একই সাথে সুইডিশ রেজিস্টেন্স মোভমেন্টের মত আরো কিছু সহিংস নাজি সংগঠনের সাথেও তার যোগাযোগ ছিলো।

সালান্ডারের অন্য একটা বিষয় আকৃষ্ট করেছে। পুলিশের কাছে নর্ডম্যান স্বীকার করেছে যে ডাকাতিতে ব্যবহৃত অস্ত্র নিনিম্যানের কাছ থেকে এসেছে, আর সে এগুলো পেয়েছে 'সালা' নমে একজনের কাছ থেকে।

অপরাধের দৃশ্যপট থেকে সিভেনসন তাকে অজ্ঞাতনামা বলে উল্লেখ করেছে,

ধরে নিয়েছে 'জালা' তার ডাক নাম। তবে সে এটাও ভয় পাচ্ছে যে তারা হয়তো বিশেষ কোনো অপরাধীর হয়ে কাজ করছে যে সবকিছু করে একজন ছদ্মনামের কারো অধীনে।

শেষ অংশ জালা সম্পর্কে স্যান্ডস্ট্রমের দেয়া তথ্য হুবুহু তুলে দেয়া আছে। ফোনে স্যান্ডস্ট্রম এই নামে কারো সাথে কথা বলেছে, তবে তাদের কথোপকথনের বিবরণ দেয়া হয় নি।

ভোর চারটায় ল্যাপটপ বন্ধ করে সালান্ডার জানালার পাশে বসে বাইরে তাকালো। সিগারেট খেতে খেতে দুই ঘণ্টা চুপচাপ বসে চিন্তা করে সে। বেশ কয়েকটা কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাকে-বিপজ্জনক একটা বিচার করতে হবে।

জালাকে খুঁজে বের করে সব হিসাব-নিকাশ চুকাতে হবে।

ইস্টারের আগের শনিবার ব্লমকোভিস্ট স্লিপগাটানে তার এক পুরনো বান্ধবীর দেয়া পার্টিতে আমন্ত্রিত হয়ে যোগ দিলো। মহিলা এখন বিবাহিত, একজন বন্ধু মনে করা ছাড়া ব্লমকোভিস্টের কাছে আর কিছু চায় না সে। মহিলা গণমাধ্যমে কাজ করে এবং গণমাধ্যমে মহিলাদের ইমেজ নিয়ে সম্প্রতি একটা বই শেষ করেছে যাতে ব্লমকোভিস্টের অবদান আছে, এ'কারণেই তাকে নিমস্ত্রন করা হয়েছে।

একটা বিষয়ে সে গবেষণা করে, বেশ কয়েকটা মিডিয়ায় সমান সুযোগ নীতির উপর নিরীক্ষা চালায়। তারপর প্রতিটা কোম্পানিতে সম্পাদনা সহকারী ছাড়া ম্যানেজমেন্টে কতজন পুরুষ ও মহিলা কাজ করে। সিইও-পুরুষ, এডিটর ইন চিফ-পুরুষ, ফরেন এডিটর-পুরুষ, ম্যানেজিং এডিটর-পুরুষ, ইত্যাদি ইত্যাদি, যতদিন পর্যন্ত প্রথম কোন মহিলার আবির্ভাব না ঘটে

লেখিকার বাড়িতে দেয়া পার্টিতে মূলত যারা বইয়ের কাজে সাহায্য করেছে তারাই ছিলো। ভালো ভালো খাবার আর আলাপচারিতায় রাতটা বেশ ভালোই কাটে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার কথা থাকলেও এমন সব পুরনো সহকর্মী ছিলো যে তাদের সাথে খুব কমই দেখা হয় ব্লমকোভিস্টের, আর ওয়েনারস্ট্রম অ্যাফেয়ার নিয়ে কেউ জাবর কাটে নি বলে রাত ২:০০ পর্যন্ত চলা পার্টিতে থেকে গেয়েছিলো ব্লমকোভিস্ট।

রাতের বাসটা চলে যাওয়াতে ব্লমকোভিস্ট পরেরটার জন্য অপেক্ষা না করে হাঁটতে শুরু করলো, ওগালিড্‌সগাটান থেকে চার্চ হয়ে লুন্ডাগাটানের পথ ধরলে পুরনো স্মৃতি মাথাচারা দিয়ে উঠলো।

সালান্ডারের সাথে দেখা হওয়ার ব্যর্থ আশায় লুন্ডাগাটানে আর আসবে না বলে ব্লমকোভিস্ট যে প্রতিজ্ঞা করেছে এতদিন তা বজায় রাখলেও আজ সে বিল্ডিংটার

অন্য পাশের রাস্তায় থামলো। দরজায় গিয়ে বেল বাজানের কথা ভাবলেও কোন আগাম বার্তা না দিয়ে রাতের বেলা এভাবে যাওয়াটা সালান্ডারের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকবে।

কাঁধটা উপরে তুলে জিঙ্কাসড্যামের দিকে হাঁটতে লাগলে ষাট গজ দূরে একটা দরজা খোলা ও বন্ধ করার আওয়াজ পেয়ে তার বুকটা একটু কেঁপে উঠলো। ঐ শীর্ণকায় শরীরটা চিনতে ভুল হওয়ার কথা না, একটু দূরে সালান্ডার রাস্তার উপর দিয়ে হেঁটে এসে পার্ক করা গাড়ির সামনে থেমেছে।

ডাকতে গিয়েও ব্লমকোভিস্টের কণ্ঠ চেপে এলো যেন। দেখতে পেলো আরেকজন মানুষ ফুটপাতের পাশে পার্ক করা অন্য একটি গাড়ি থেকে নেমে এসে সালান্ডারের পেছনে ছুটছে। লোকটা বেশ লম্বা আর চুলে ঝুঁটি দেখলো ব্লমকোভিস্ট।

হোন্ডার দরজায় চাবিটা রাখতে না রাখতেই একটা শব্দ শুনে সালান্ডার একপাশে কারো নড়াচড়া দেখলো, পেছনদিক দিয়ে কোনাকুনিভাবে সে উদয় হয়েছে, সালান্ডারের কাছে আসার দুই সেকেন্ডের মধ্যে ঘুরে ও চিনতে পারলো লোকটাকে, সাভাভেল এমসি'র কার্ল-ম্যাগনাস লুনডিন, কিছুদিন আগে ব্লন্ড দানবটা এর সাথেই ব্লমবার্গের ক্যাফেতে দেখা করেছে।

খুবই আক্রমনাত্মক ২৬৫ পাউন্ডের বেশি ভারি লোকটা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে সে মুহূর্তে ওর চাবিটাকে ব্যবহার করলো অস্ত্র হিসেবে, দ্রুত আঘাত করলে নাক আর কানের নিচ বরাবর লোকটার গালে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হলো। সালান্ডার মাটিতে বসে পড়লে লোকটা বাতাসে হাত চালালো ।

ব্লমকোভিস্ট দেখলো সালান্ডার হাতের মুঠি দিয়ে তাকে ঠেকাচ্ছে, এক পর্যায়ে সে মাটিতে পড়ে গড়াতে গড়াতে গাড়ির নিচে চলে গেলো।

কিছুক্ষণ পর গাড়িটার অন্যপাশ দিয়ে উঠলো সালান্ডার, সে হয় লড়াই করবে অথবা পালাবে। শত্রুর দৃষ্টি লক্ষ্য করলো সে হুডের ভেতর দিয়ে, দ্বিতীয় কাজটাই করার সিদ্ধান্ত নিলো সে। লোকটার গাল বেয়ে রক্ত পড়ছে, তাকে ফোকাস করার আগেই সালান্ডার লুন্ডাগাটান থেকে দূরে ওগালিদ চার্চের কাছে চলে গেছে।

নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ব্লমকোভিস্ট, তার মুখ হা হয়ে গেছে, হঠাৎ করে আক্রমনকারি সালান্ডারকে হামলা করলে তার মনে হলো কোনো ট্যাংক যেন একটা খেলনা গাড়িকে ধাওয়া করেছে।

একবারে দুইটা করে সিঁড়ি বেয়ে সালান্ডার লুন্ডাগাটানের উপরে গেলো, একদম উপরের সিঁড়ি থেকে সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো হামলাকারি লোকটা সিঁড়ির প্রথম ধাপে। লোকটা দ্রুত আসছে। রাস্তায় যেখানে বালুর মধ্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বোর্ডের পাইল পুতেছে সেখানটায় লক্ষ্য করলো সালান্ডার।

একদম উপরের সিঁড়িতে পৌছে গেছে লুনডিন, এখান থেকে সালান্ডারকে দেখা যাচ্ছে। কিছু একটা পরতে দেখেও প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগেই একটা ধারালো পাথর আঘাত করলো তাকে। বেশ জোরে ছুঁড়ে মাররা ফলে তার চেহারায় আরেকটা ক্ষত তৈরি হলো। তাল সামলাতে না পেরে সে পেছনে সিঁড়ির নিচে পরে যাচ্ছিলো, তবে রেলিংটা ধরে কোনোমতে পরে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচলো।

সিঁড়ির কাছে লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেলে ব্লমকোভিস্টের ঘোর কাটলো।

চার্চের আঙ্গিনামাত্র অর্ধেকটা পার হয়েছে, তখনি ব্লমকোভিস্টের গলা শুনলো সালান্ডার। কি হচেছ? ঘুরে দাঁড়িয়ে রেলিংয়ের উপরে দেখলো সে। দশ ফুট নিচে ব্লমকোভিস্ট দাঁড়িয়ে। সামান্য ইতস্তত করে সে আবার চলে যেতে লাগলো।

সিঁড়ির দিকে যাত্রা শুরু করা মাত্র তার চোখে পড়লো সালান্ডারের দরজার সামনে একটা ডজ ভ্যান চালু হচ্ছে। ব্লমকোভিস্টকে পাশ কাটিয়ে গাড়িটা জিক্কেন্সডাামের দিকে চলে গেলো। যাওয়ার সময় একটা চেহারা দেখতে পেয়েছে সে, অন্ধকার বলে লাইসেন্স প্লেটটা পড়তে পারে নি।

সালান্ডারের ধাওয়াকারিকে ব্লমকোভিস্ট সিঁড়ির উপর দেখত পেলো, লোকটা দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে।

ব্লমকোভিস্ট মাত্র তাকে ধরতে যাবে তখনি লোকটা ঘুরে তার চেহারা বরাবর মারলো এক ঘুষি, একেবারেই প্রস্তুতি না থাকায় ব্লমকোভিস্ট সিঁডির নিচে হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

ব্লমকোভিস্টের গোঙানি শুনে সালান্ডার থামলো। হচ্ছেটা কি এখানে? কিন্তু ঘুরে দাঁড়ানো মাত্র দেখলো লুনডিন তার থেকে মাত্র একশ ফুট দূরে, দ্রুত সে এগিয়ে আসছে, ধ্যাৎ, লোকটা তাকে ধরে ফেলবে।

আরো কয়েক ধাপ উপরে উঠে দুটো বিল্ডিংএর মাঝের টেরেসে দৌড়ে গিয়ে একটা উঠানে পৌছালো, কিন্তু এখানে কোনো সুরক্ষা পাবে না বলে সে যত দ্রুত পারে পরের কর্ণারটাতে দৌড় দিলো, বিল্ডিংএর শেষ মাথায় গিয়ে সে দেখলো লুনডিন উঠানের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেছে। সালান্ডার দৌড়াতেই থাকলো-আরো কয়েক পা দৌড়ে লোকটার দৃষ্টির আড়াল চলে গেলো। বিল্ডিংয়ের পাশে একটা রডেনড্রন গাছের জঙ্গলে ঢুকে গেলো।

লুনডিনের পায়ের ভারি আওয়াজ শুনলেও তাকে দেখতে পাচ্ছে না সে। দম বন্ধ করে জঙ্গলের ভেতরে পড়ে রইলো সে।

ওর পাশ কেটে গিয়ে লুনডিন একটু থামলো, একটু ইতস্তত করে উঠানের চারদিকে চক্কর দিলো। একটু পর আবার ফিরে এলো। এবার আবারো একটু থামলো, পেশি টান টান করে সালান্ডার ভাবলো তাকে খুঁজে পেলে সে কোথায় যাবে। এবার লোকটা এগিয়ে তার কাছ থেকে ছয় ফুট দূরে চলে গেলো, তার

পায়ের শব্দ উঠানের কাছে মিলিয়ে যেতে টের পেলো সালান্ডার।

কাঁধ আর চোয়ালে ব্যথা নিয়ে ব্লমকোভিস্ট তার পায়ের উপর দাঁড়ালো, মাথাটা ঝিমঝিম করছে। ছিলে যাওয়া ঠোট থেকে রক্ত বের হচ্ছে বুঝলো।

ঢুলতে ঢুলতে সিঁড়ির উপরে উঠে চারদিকে তাকালো ব্লমকোভিস্ট। একশ গজ নিচে রাস্তা দিয়ে ঝুঁটি বাঁধা লোকটাকে দৌড়াতে দেখলো। লোকটা বিল্ডিংএর ভেতরে উঁকি মেরে দেখে লুন্ডাগাটানের মধ্য দিয়ে দৌড়ে গিয়ে ডজ ভ্যানটাতে উঠে পড়লো। ভ্যানটা জিক্কেসড্যামের দিকে ছুটে চললো।

সালান্ডারকে খুঁজতে ব্লমকোভিস্ট আস্তে আস্তে হেটে গেলো লুন্ডাগাটানে। কোথাও তাকে দেখতে পেলো না, কোন মানুষের সাড়াশব্দ নেই সেখানে। মার্চের এক রবিবার ভোর তিনটায় স্টকহোমের একটা রাস্তা এতোটা নির্জন হয়ে যায় দেখে সে অবাক হলো। কিছুক্ষণ পর সালান্ডারের অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় ফিরে গেলো সে। যে গাড়িটার কাছে আক্রমন করা হয়েছিলো ওটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ঝুঁকে চাবির রিংটা নিলো, দেখলো গাড়িটার নিচে একটা কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ পরে আছে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো সেখানে, অপেক্ষা করতে লাগলো, বুঝতে পারলো না কি করবে সে। শেষমেষ চাবিটা দরজায় ঢোকাতে চেষ্টা করে দেখলো সেটা ঠিকমত লাগছে না।

পনেরো মিনিট জঙ্গলের ভেতরে বসে রইলো সালান্ডার, ঘড়িটা দেখার জন্য নড়াচড়া করলো, ৩:০০টা বাজার ঠিক পর পর দরজা খোলা এবং বন্ধ হওয়ার আওয়াজ শুনলো, উঠানের বাইসাইকেল রাখার শেডের কাছে পায়ের আওয়াজ হলো।

শব্দটা মিলিয়ে যেতেই সে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উঠে জঙ্গলের ভেতরে উঁকি দিলো। উঠানের সবখানে সে তন্ন তন্ন করে দেখেও সে লুনডিনের কোনো চিহ্ন দেখলো না। রাস্তায় গেলেও যেকোন সময় দৌড় দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকলো সে। দেয়ালের উপরে দাঁড়িয়ে লুন্ডাগাটানের বাইরে তাকালো, সেখানে তার অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে ব্লমকোভিস্টকে দেখলো। তার ব্যাগটা হাতে ধরে আছে।

একটা ল্যাম্পপোস্টের পেছনে স্থির দাঁড়িয়ে রইলো, ব্লমকোভিস্ট তাকে দেখতে পাচ্ছেনা সেখান থেকে।

আধাঘণ্টার বেশি সময় ধরে ব্লমকোভিস্ট তার অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে দাঁড়ানো, নড়াচড়া না করে সালান্ডার ধৈর্য ধরে তাকে দেখতে লাগলো যতক্ষণ পর্যন্ত না হাল ছেড়ে দিয়ে সে জিক্কেসড্যামের দিকে চলে গেলো। তার চলে যাওয়ার পর সালান্ডার

ভাবলো ঠিক হয়েছে। ক্যাল ব্রমকোভিস্ট।

সালান্ডার স্বপ্নেও ভাবতে পারছে না কোত্থেকে উদয় হয়েছে লোকটা। এটা বাদ দিলে আক্রমনটা মোটেও তেমন কিছু ছিলো না। বাঞ্চোৎ কার্ল ম্যাগনাস লুনডিন।

দানবটার সাথে দেখা করেছে লুনডিন যাকে সালান্ডার বুরম্যানের সাথে কথা বলতে দেখেছে।

বাঞ্চোৎ নিলস বুরম্যান।

কুত্তার বাচ্চাটা আমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে দুইটা পান্ডা ঠিক করেছে।

এর ফলাফল কি হবে তা পরিষ্কার বুঝিয়ে দেবো বদমাসটাকে।

রাগে ফুঁসছে সালান্ডার। প্রচন্ড ক্রুদ্ধ হয়ে সে তার ঠোটের রক্ত জিভ দিয়ে চাটলো। এখন যাবে সে লোকটাকে শাস্তি দিতে।

অধ্যায় ১১

বুধবার, মার্চ ২৩—বৃহস্পতিবার, মার্চ ২৪

লাল কলমটা নিয়ে ব্লমকোভিস্ট সিভেনসনের পাণ্ডুলিপিতে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে গোল করে লিখলো 'ফুটনোট'। সোর্সের রেফারেন্স চায় সে।

আজ বুধবার, আগামীকাল ইস্টারের আগের বৃহস্পতিবার (লাস্ট সাপারের দিন বলে স্মরণ করা হয়), ইস্টার সপ্তাহে কমবেশি মিলেনিয়াম বন্ধই থাকে। নিলসন দেশের বাইরে, করিম তার স্বামীর সাথে ঘুরতে গেছে, কোর্তেজ কয়েক ঘণ্টার জন্য এসেছিলো ফোন ম্যাসেজ নিতে, কিন্তু কোন কল না আসাতে ব্লমকোভিস্ট তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। কোর্তেজ হাসি মুখে চলে গেছে তার নতুন বান্ধবীর সাথে দেখা করতে।

সিভেনসন নেই আশেপাশে, ব্লমকোভিস্ট একা একা অফিসে বসে তার পাণ্ডুলিপিটা দেখছে। বইটা বারো অধ্যায় আর ২৮৮ পৃষ্ঠার। বারোটা অধ্যায়ের নয়টার লেখা দেখে ফেলেছে সে, প্রতিটা শব্দ দেখে দেখে সে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনসহ পরামর্শ দিয়ে ফেরত দিয়েছে।

সিভেনসন খুব মেধাবী লেখক, বেশির ভাগ ছোট খাট নোট দিয়েছে ব্লমকোভিস্ট সম্পাদনার খাতিরে। পাণ্ডুলিপিটা তার ডেস্কে আসার পর একটা মাত্র প্যারাগ্রাফ নিয়ে আপত্তি করেছিলো ব্লমকোভিস্ট, ওটা বাদ দিতে চেয়েছে সে, কিন্তু সিভেনসন লড়ে গেছে এটা রাখার জন্য। শেষপর্যন্ত এটা বজায় থেকেছে।

এক কথায় চমৎকার একটা বই আছে *মিলেনিয়াম*-এর যা শিঘ্রই প্রিন্টারে যাবে। কোন সন্দেহ নেই এটা নাটকীয় শিরোনাম তৈরি করবে। জনদের পরিচয় তুলে ধরতে সিভেনসন কোনো মায়া-দয়া দেখায় নি, সে এমনভাবে লিখেছে যাতে যে কেউ বুঝবে পুরো সিস্টেমে কোনো সমস্যা আছে। এটা সাংবাদিকের মত একটা কাজ যেটা বিরল কিছু বলে বিবেচিত হবে।

ব্লমকোভিস্ট শুনেছে যে সিভেনসন একজন দক্ষ সাংবাদিক যে কি না খুব কমই ভুল-ক্রটি রাখে। অন্যান্য সোশাল রিপোর্টিং এর মত চোখ-ধাধানো কিছু যা লেখাটাকে বড় একটা আবর্জনায় পরিণত করে, সেরকম কিছু থাকে না তার লেখায়। তার বইটা এক্সপোজের চেয়েও বেশি—একটা যুদ্ধের ঘোষণা বলা যায়। নিজে নিজে হাসলো ব্লমকোভিস্ট। তার চেয়েও পনোরো বছরের ছোট সিভেনসন, অথচ তার মনে আছে মধ্যম মানের ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টারদের মুখোশ উন্মোচন করার সময় সে নিজে কতটা ধৈর্য ধরেছিলো এবং একটা গুজব সৃষ্টিকারি বই বের

করেছিলো। নিউজরুম তাকে ক্ষমা করে নি।

সিভেনসনের বইয়ের সমস্যাটা হলো এটা আরো নিশ্ছিদ্র হওয়া দরকার ছিলো। কোন রিপোর্টার যদি কিছুতে দৃঢ় অবস্থান নেয় তবে তাতে ১০০ভাগ দৃঢ়তা বজায় রাখতে হবে নয়তো সেটা প্রকাশ করবে না। সিভেনসনের আছে ৯৮ভাগ। এখনো কিছু দুর্বল দিক আছে যেগুলো আরো ঘষামাজা করতে হবে, আর একটা কি দুইটা উদৃতি তুলে ধরা হয় নি।

ঠিক ৫:০০টায় ডেস্ক থেকে একটা সিগারেট নিলো, অফিসে এটা একদম নিষিদ্ধ করেছে বার্গার, কিন্তু আজ কেউ নেই, সে একাই আছে। আরো চল্লিশ মিনিট কাজ করে পৃষ্ঠাগুলো একসাথে করে অধ্যায়টা বার্গারের টেবিলে রাখলো সে। আগামীকাল সকালে ফাইনাল লেখাটার বাকি তিনটা অধ্যায় ইমেল করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে সিভেনসন, তাহলে ছুটির মধ্যেই ব্লমকোভিস্ট ওগুলো দেখার সুযোগ পাবে। ইস্টারের পরে মঙ্গলবার সামিট মিটিং হওয়ার কথা, সেখানে তারা সবাই বইটার ফাইনাল কপি আর *মিলেনিয়াম*-এর আর্টিকেলগুলো চূড়ান্ত করবে। তারাপর শুধু লেআউটের কাজ আর ওটা মামের মাথা ব্যথার বিষয়, তারপর প্রিন্টে যাবে। বিভিন্ন প্রিন্টারের কাছ থেকে কোনো বিড নেয় নি ব্লমকোভিস্ট, প্রিন্টার ঠিক করাই আছে, ওয়েনাস্ট্রমের উপর তার আগের বইটাও একই প্রিন্টারে ছাপানো হয়েছিলো এবং খুব ভালো মূল্য ও ভালো কোয়ালিটি দিয়েছিলো তারা।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে আরেকটা সিগারেট ধরালো, জানালার পাশে বসে গটগাটানের দিকে তাকিয়েছে সে। ঠোটের উপরের কটাটাতে জিভ দিয়ে দেখলো, ঠিক হয়ে যাচ্ছে এটা।

ঐদিন রবিবার ভোরবেলা সালান্ডারের বাড়ির সামনে কি ঘটেছিলো সেটাই ভাবছে সে অবাক হয়ে।

সে শুধু জানে যে সালান্ডার বেঁচে আছে এবং স্টকহোমে ফিরে এসেছে।

সেদিনের পর থেকে প্রতিদিন তাকে খুঁজেছে ব্লমকোভিস্ট। এক বছর আগে সে যে এড্রেস ব্যবহার করতো তাতে মেইল পাঠিয়েছে, লুন্ডাগাটানে যাওয়া-আসা করেছে। এখন সে হতাশ হতে শুরু করেছে।

দরজার নেমপ্লেটে এখন লেখা সালান্ডার-উ। উ আদ্যাক্ষর দিয়ে ২৩০ জন ব্যক্তি আছে ইলেক্টরাল রোলে, তার মধ্যে ১৪০ জনের বাস স্টকহোম ও এর আশেপাশের এলাকায়, লুন্ডাগাটানে কেউ নেই। সালান্ডারের কি কোনো বয়ফ্রেন্ড আছে অথবা কারো কাছে ভাড়া দিয়েছে অ্যাপার্টমেন্টটা, ব্লমকোভিস্ট বুঝতে পারছে না। কড়া নাড়ার পরও কেউ আসেনি দরজা খুলতে।

ব্লমকোভিস্ট তার ডেস্কে ফিরে গিয়ে একটা পুরনো ধাঁচের চিঠি লিখলো : হ্যালো, স্যালি, জানি না এক বছর আগে তোমার কি হয়েছে, তবে এখন আমার মত একটা মাথামোটাও বুঝতে পারছে তুমি সব রকম যোগাযোগ ছিন্ন করেছ। কার

সাথে তুমি সম্পর্ক রাখবে না রাখবে এটা তোমার সিদ্ধান্ত, আমি নাক গলাচ্ছি না। তবে এখনো বলবো আমি তোমাকে বন্ধু মনে করি, তোমার সঙ্গ মিস করি, তোমার সাথে এক কাপ কফি খেতে খুব ভালো লাগবে আমার, যদি তুমিও এতে সায় দাও।

আমি জানি না কোথায় জড়িয়েছ তুমি নিজেকে, তবে লুভাগাটানে যে মহড়া চললো তাতে ভয় হচ্ছে। তোমার যদি কোনো সাহায্য লাগে আমাকে যেকোনো সময় ফোন দেবে, তুমি জান তোমার কাছে আমি গভীরভাবে ঋণী হয়ে আছি।

আর, তোমার ব্যাগটা আমার কাছে। যখন দরকার আমাকে শুধু জানিও। আমার সাথে যদি দেখা করতে না চাও, তোমার ঠিকানাটা দিও, পাঠিয়ে দেবো। প্রতিজ্ঞা করছি, বিরক্ত করবো না তোমায়, যেহেতু স্পষ্টভাবেই তুমি বুঝিয়ে দিয়েছ যে আমার সাথে কোনো রকম সম্পর্ক রাখবে না তুমি।

মিকাইল

ব্লমকোভিস্ট ধরেই নিলো কোন জবাব পাবে না সে।

লুভাগাটানের ঐ ঘটনার পরদিন সকালে সে সালান্ডারের ব্যাগটা খুলে জিনিসগুলো কিচেন টেবিলে ছড়িয়ে রাখলো। ভেতরে একটা ওয়ালেটে আইডি কার্ড, ৬০০ ক্রোনার, ২০০ আমেরিকান ডলার এবং একটা মাসিক ট্রাভেল কার্ড। এক প্যাকেট মার্লবোরো লাইট, তিনটা লাইটার, গলা ভেজানোর জন্য লজেন্স, টিস্যু, টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, সাইড পকেটে তিনটি হাইজেনিক প্যাড, লন্ডনের গ্যাটউইক এয়ারপোর্ট থেকে কেনা এক প্যাকেট কনডম, বাঁধাই করা একটা নোটবুক, বলপয়েন্ট কলম, এক ক্যান মরিচের গুঁড়ো, মেকআপের ছোট ব্যাগ, একটা এফ এম রেডিও এবং শনিবারের পত্রিকা।

সবচেয়ে কৌতুহলোদ্দীপক হলো একটা হাঁতুড়ি বাইরের পকেটে অনায়াসে যেটা ঢুকিয়ে রাখা যায়। যাইহোক, আক্রমনটা এতোটাই অতর্কিতে হয়েছে যে হাতুড়িটা অথবা মরিচের গুঁড়োর ক্যানটা ব্যবহারের সুযোগই পায় নি সে। এই হাতিয়ারগুলো সে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে তার প্রমান আছে–এখনো ওগুলোতে রক্ত আর চামড়ার চিহ্ন লেগে আছে।

ব্যাগের ছয়টা চাবির মধ্যে তিনটা কোনো অ্যাপার্টমেন্টের চাবির মতোই, তবে এগুলো একটাও লুভাগাটানের বাড়িতে ফিট হচ্ছে না।

নোটবুকটা খুলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা দেখলো সে, সালান্ডারের সুন্দর হাতে লেখা চিনতে পারলো, তৎক্ষণাৎ বুঝলো এগুলো কোনো তরুণীর গোপন ডায়েরীর লেখা না। দেখে মনে হচ্ছে তিন-চতুর্থাংশেই গাণিতিক নোট নিয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠায় যে সমীকরণটা ব্লমকোভিস্টও সেটা চিনতে পারলো। ($x3 + y3 = z3$)

হিসেব-নিকেশ করতে কখনোই কোনো সমস্যা হয় নি ব্লমকোভিস্টের। গনিতে

সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক স্কুল পরীক্ষায় পাশ করে সে, এর মানে অবশ্যই এই নয় যে সে একজন গনিতবিদ, সে স্কুলের পাঠ্যসূচী ঠিকমত অনুধাবন করতে পেরেছিলো। তবে সালাভারের খাতায় এমনসব অংক দেয়া যা একদমই বুঝতে পারছে না ব্লমকোভিস্ট। দুই পৃষ্ঠা জুড়ে করা একটা সমীকরণ কাটাকুটিতে ভরা, সে বুঝতে পারছে না এগুলো কোনো সত্যিকারের সূত্র বা হিসেব কি না। তবে সেতো সালাভারের আজব ব্যাপার-স্যপার বুঝে, তার কোনো সন্দেহ নেই যে এগুলো সত্যি এবং কোনো গুঢ় অর্থ লুকিয়ে আছে এগুলোতে।

অনেকক্ষণ ধরে দেখে তার কাছে মনে হচ্ছে কোনো চাইনিজ অক্ষর লেখা নোটবুক দেখছে সে। তবে সব দেখেশুনে বুঝতে পারলো সালাভার একটা ক্লাসিক ধাঁধাঁ ফার্মেটের লাস্ট থিওরীতে আসক্ত হয়েছে।

খাতার শেষ পৃষ্ঠায় কিছু সংক্ষিপ্ত নোট লেখা যা দেখে ঠিক গনিত মনে হচ্ছে না : (ব্লন্ড হাঙ্ক + ম্যাগি) = NEB, এগুলোর নিচে আন্ডারলাইন করা। পৃষ্ঠার নিচের দিকে একটা ফোন নাম্বার আর গাড়ি ভাড়া দেয় কোম্পানির নাম।

নোটগুলোর অর্থ খোঁজার চেষ্টা করলো না ব্লমকোভিস্ট। সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে জ্যাকেটটা পরে নিলো, তারপর অফিসের অ্যালার্মটা সেট করে স্লাসেনের টার্মিনালে হেটে গেলো। একটা বাসে চড়ে সে স্টাকেটে গেলো তার বোন আনিকা ব্লমকোভিস্ট জিয়ান্নির ওখানে ডিনারের দাওয়াত খেতে, বেয়াল্লিশে পড়েছে তার বোনটি।

সালিওবাদেনে বার্গার ইস্টারের ছুটি শুরু করলো আতঙ্ক আর উদ্বিগ্নতা নিয়ে দুই মাইল দীর্ঘ জগিং এর মধ্য দিয়ে যেটা শেষ হয়েছে স্টিমবোটের মাচানের কাছে। জিমে সে অলস আর নির্জীব কয়েক ঘণ্টা পার করেছে, তারপর বাড়ি ফিরে এসেছে। মডার্ণ মিউজিয়ামে একটা লেকচারে আছে তার স্বামী, ফিরতে ফিরতে ৮:০০টা, তার আগেই পৌছে গেছে বার্গার। ভাবছে একটা ভালো মদের বোতল খুলবে, কিন্তু তার বদলে সোনা বাথে নিজেকে ডুবিয়ে দিলো। অন্তত এর ফলে যেটা নিয়ে সে ভয় পাচ্ছে সেই চিন্তা দূর হবে।

এক সপ্তাহ আগে সুইডেনের সবচেয়ে বড় গণমাধ্যমের সিইও'র সাথে লাঞ্চ করেছে বার্গার। সালাদ খেতে খেতে লোকটা তার আসল কথা পাড়লো, তার কোম্পানির সবচেয়ে বড় সংবাদপত্র *সভেনস্কা মরগন-পোস্টন*-এর এডিটর ইন চিফ পদের জন্য বার্গারকে চায়। অনেক সম্ভাবনার কথা বলেছে বোর্ড তাকে, তবে আপনি পত্রিকার জন্য অনেক বড় সম্পদ হবেন। আপনাকেই চাই আমাদের। বেতনের যে অংকটা তাকে অফার করা হয়েছে তাতে মিলেনিয়াম এ তার আয়ের পরিমান হাস্যকর মনে হবে।

অনেকটা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই অফারটা তার কাছে এসেছে, সে রীতিমত বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে। আমাকে কেন?

সিইও ভদ্রলোক একটু বিব্রত হলেও আস্তে আস্তে বুঝালো তার পরিচিতি আছে, সম্মানিত আর মেধাবী সম্পাদক হিসেবে সুনাম আছে। দুই বছর আগে সে মিলেনিয়ামকে যেভাবে গর্ত থেকে টেনে তুলেছিলো তাতেই তারা মুগ্ধ। এই পত্রিকাটারও একইভাবে পুনঃজাগরণ দরকার। পুরনো ভাবধারা যেটা বিরাজ করছে তাতে নতুন গ্রাহকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। বার্গার খুব শক্তিশালী একজন সাংবাদিক। তার মধ্যে জোশ আছে। একজন নারী-নারীবাদীর চেয়ে কম নয়-তাকে সুইডেনের অন্যতম রক্ষণশীল এবং পুরুষশাসিত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব দেয়াটা উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী ও সাহসী একটা উদ্যোগ। প্রত্যেকে স্বীকার করলো তা। হ্যা, প্রায় সবাই। ভদ্রলোকের মতামতই সবাই মেনে নেয়।

"কিন্তু আমিতো সংবাদপত্রের মূল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী শেয়ার করছি না।"

"তাতে কি আসে যায়। আর আপনি স্পষ্টবাদী কোনো প্রতিপক্ষও নন। আপনি বস হতে যাচ্ছেন, কোনো অন্ধ আনুগত্যের লোক নন-সম্পাদকীয় পাতা এমনি হয়ে যাবে।"

ভদ্রলোক খুব বেশি কথা বলে নি, তবে এটা একটা ক্লাসের ব্যাপার। বার্গারতো যথাযথ ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে এসেছে।

বার্গার বললো যে এটা লোভনীয় একটা প্রস্তাব, তবে সে এক্ষুণি কিছু বলতে পারবে না। তাকে ব্যাপারটা নিয়ে আরো ভাবতে হবে। তবে তারা এটা আশা করলো যে দেরি না করে শিগ্রই সে তার সিদ্ধান্ত জানাবে। সিইও তাকে বললো যে বেতন নিয়ে যদি কোনো আপত্তি থাকে তবে তাদের সাথে এর চেয়ে বেশি বেতনের জন্যও আলোচনা করতে পারবে। একটা দারুণ গোল্ডেন প্যারাস্যুটও যোগ করা হবে। আপনার পেনশন পরিকল্পনা নিয়েও ভাবতে শুরু করতে পারেন।

পঁয়তাল্লিশতম জন্মদিন এগিয়ে আসছে তার। ট্রেইনি আর অস্থায়ী হিসেবে সে তার অ্যাপ্রেণটিসশিপ সম্পন্ন করেছে। নিজের মেধা দিয়ে সে মিলেনিয়ামকে গুছিয়েছে, এটার এডিটর ইন চিফ হয়েছে। দিনগুলো ঘনিয়ে আসছে, তাকে টেলিফোন তুলে হ্যা অথবা না বলে দিতে হবে তাড়াতাড়ি, সে জানে না কি বলবে সে। গত সপ্তাহে সময় ঠিক করে ব্লমকোভিস্টের সাথে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবে ঠিক করেছিলো, তবে নার্ভে কুলায় নি। বরং অফারটা সে লুকিয়েছে ব্লমকোভিস্টের কাছ থেকে আর তাতে তার মধ্যে অপরাধবোধ কাজ করছে।

কিছু কিছু অসুবিধা অবশ্যই আছে। হ্যা বলা মানে ব্লমকোভিস্টের সাথে অংশীদারিত্ব হারানো। সে নিশ্চয়ই তার পথ ধরে *সভেনস্কা মরগন-পোস্টেন*-এ যাবে না, যত ভালো প্রস্তাবই তাকে দেয়া হোক না কেন। এখন তার টাকার প্রয়োজন নেই, আর সে তার নিজের মনের মত লেখার খোরাকও পাচ্ছে।

মিলেনিয়াম-এর এডিটর ইন চিফ পদটি বার্গারের খুব পছন্দের। সাংবাদিকতার জগতে তাকে এটা একটা অবস্থান দিয়েছে যা তার প্রাপ্য নয় বলে মনে করে সে। সংবাদের প্রযোজক হিসেবে সে কখনো কাজ করে নি। এটা তার বিষয় নয়–নিজেকে সে একজন মধ্যমমানের লেখিকা মনে করে। অন্যদিকে রেডিও বা টিভির জন্য সে প্রথম সারির এবং সর্বোপরি সে একজন মেধাবী সম্পাদক। তাছাড়া সম্পাদনার কাজ করে সে আনন্দ পায়, *মিলেনিয়াম*-এর এডিটর ইন চিফ পদের জন্য এটা ছিলো অপরিহার্য।

এটা অনস্বীকার্য যে তার লোভ হচ্ছে। বেতনের জন্য যতটা না তার চেয়ে বেশি সে সুইডেনের একজন বড় মাপের মিডিয়া-ব্যক্তিত্বে পরিণত হবে। সিইও তাকে বলেছে এটা হবে তার সারাজীবনের জন্য বিশাল একটা অফার।

সালজোবাদেনে গ্রান্ড হোটেলের কাছাকাছি এক জায়গায় তার এরকম উপলব্ধি হলো যে এই অফারটা ফিরিয়ে দেয়ার ক্ষমতা নেই তার। ব্লমকোভিস্টের সাথে কথা বলতে চাইলো সে।

জিয়ান্নির ওখানে ডিনারটা সবসময়ের মতই গল্প-গুজবে মেতে উঠেছে। আন্নিকার দুই মেয়ে, মনিকার বয়স তেরো আর জেনির দশ। তার স্বামী এনরিকো একটা আন্তর্জাতিক বায়োটেক ফার্মে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান শাখার প্রধান, সে এখন এ্যান্টোনিওর কাছে আছে, তার প্রথম পক্ষের ছেলে, বয়স ষোল। ডিনারে এনরিকোর মা, ভাই পিয়েত্রো, তার শ্যালিকা ইভা লোট্টা এবং তাদের ছেলেমেয়ে পিটার ও নিকোলা, এনরিকোর বোন মার্সেলা ও তার চার ছেলেমেয়ে আছে। এনরিকোর খালা এঞ্জেলিনাকে তারছেঁড়া বলেই গন্য করা হয়, সেও তার নতুন বয়ফ্রেন্ড নিয়ে এসেছে।

খাবারে পরিপূর্ণ ডাইনিং রুমে সুইডিশ আর ইটালিয়ান এর মিশেলে জগাখিঁচুড়ি ভাষায় আলাপ চলতে লাগলো, পরিবেশটা বিরক্তিকর হয়ে উঠলো যখন এঞ্জেলিনা জোরে জোরে চেঁচাতে লাগলো এই বলে যে আনিকার ভাই কেন এখনো অবিবাহিত। তার বন্ধুদের কন্যাদের ব্যাপারে প্রস্তাব এনে সে ব্লমকোভিস্টের জন্য সমাধান খুঁজে দিতে লাগলো। অধৈর্য হয়ে ব্লমকোভিস্ট জানালো বিয়ে করতে পারলে সে খুশি হতো, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার প্রেমিকার বিয়ে হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের জন্য এঞ্জেলিনার মুখ বন্ধ হলো এতে।

ঠিক ৭:৩০ এ ব্লমকোভিস্টের মোবাইল বেজে উঠলো। জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে থাকায় সে প্রায় কলটা মিস করে ফেলছিলো। সিভেনসনের ফোন।

"আমি কি বিরক্ত করলাম?"

"ঠিক তা নয়। আমি আমার বোনের বাড়িতে বোন এবং তার শ্বশুর বাড়ির এক প্লাটুন মানুষসহ ডিনার করছি। কি হয়েছে?"

"দু'টো বিষয়, ক্রিস্টারকে খুঁজছি আমি, তবে সে জবাব দিচ্ছে না।"

"সে তার বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে থিয়েটারে আছে।"

"ধ্যাৎ। আগামীকাল সকালে ছবি আর গ্রফিক্স নিয়ে তার সাথে আমি দেখা করবো কথা দিয়েছি। কিন্তু হঠাৎ করেই মিয়া ডালার্নাতে তার মা-বাবাকে থিসিসটা দেখাতে যাবে ঠিক করেছে। খুব সকালে আমাদের রওনা দিতে হবে আর কিছু ছবি ই-মেইল করা যাবে না। আপনার কাছে রাতের মধ্যে কাউকে দিয়ে পাঠাবো?"

"পারবে...কিন্তু দেখ, আমিতো ল্যানার্স্টাতে নেই। কিছুক্ষণ এখানে থাকবো, তবে শহরে ফিরে আসবো আমি। আমার ওখান থেকে এন্সকেডে খুব দূরে হবে না। ওগুলো আমি নিয় নিতে পারবো। ১১:০০টার দিকে, ঠিক আছে?"

"হ্যা, ভালো হয়। দ্বিতীয়টা হলো...আমার মনে হয় এটা আপনার ভালো লাগবে না।"

"ঝেড়ে কাশ।"

"একটা কিছু আমারে মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে, বইটা প্রিন্টারে যাওয়ার আগে চেক করে নেবো ভাবছি।"

"আচ্ছা, কি সেটা?"

"জালা, জেড দিয়ে লেখা হয়েছে।"

"আহা। গ্যাংস্টার জালা। যাকে সব মানুষ ভয় পায় এবং তার সম্পর্কে কিছু বলতে চায় না।"

"হ্যা, সেই। দুই দিন আগে আমি আবার তার সম্পর্কে জেনেছি। আমার বিশ্বাস লোকটা সুইডেনে আছে এখন এবং সপ্তম অধ্যায়ের পতিতার খদ্দেরদের তালিকায় তার নাম থাকা উচিৎ।"

"ড্যাগ, প্রেসে যাওয়ার তিন সপ্তাহ আগে তুমি নতুন করে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করতে পারো না।"

"জানি। তবে এটা একটু আলাদা। একজন পুলিশের সাথে আমার কথা হয়েছে, সে জালা সম্পর্কে কিছু শুনেছে। যাইহোক, আমার মনে হয়ে আগামী সপ্তাহে তার উপর একটু সময় ব্যয় করাটা ভালো কিছু হবে।"

"সে কেন? তোমার বইয়ে আরো অনেক অন্যান্য পাজি লোক আছে।"

"এই লোকটাকে মনে হচ্ছে ধুরন্ধর পাজি। কেউ জানে না সে আসলে কে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এর পেছনে আরো কিছু সময় ব্যয় করা আমাদের জন্য উপকারী হবে।"

"মনে হওয়ার উপর জোর দেবে না কেখনো," ব্লমকোভিস্ট বললো। "তবে সত্যি বলতে কি...আমারা ডেডলাইন পেছাতে পারবো না। প্রিন্টার ঠিক করা হয়েছে, আর বইটাতো *মিলেনিয়াম*-এর নতুন ইসুর সাথে বের হতে হবে।"

"আমি জানি," সিভেনসনের কণ্ঠে হতাশা।

"তোমাকে পরে ফোন দেবো।"

এক পট কফি বানিয়ে জোহানসন টেবিলের উপর ফ্লাস্কে রাখা মাত্র ডোরবেল বেজে উঠলো। ৯:০০টা বাজতে অল্প বাকি। দরজার কাছাকাছি গিয়ে সিভেনসন ভাবলো বোধহয় ব্লমকোভিস্ট একটু আগে আগে চলে এসেছে। পিপহোলে না তাকিয়ে দরজা খুললো সে, ব্লমকোভিস্ট না, তার বদলে একটা ছোট-খাট পুতুলের মত সদ্য টিনেজ পেরুনো মেয়ের মুখোমুখি হলো সে।

"আমি ড্যাগ সিভেনসন আর মিয়া জোহানসনের সাথে দেখা করতে এসেছি," মেয়েটি বললো।

"আমি ড্যাগ জোহানসন।"

"আপনাদের দুজনের সাথে কথা বলতে চাই আমি।"

সিভেনসন ঘড়ির দিকে তাকালো। কৌতুহলী হয়ে জোহানসন তার বন্ধুর পাশে এসে দাঁড়ালো।

"কারো সাথে দেখা করার জন্য একটু দেরি হয়ে গেছে," সিভেনসন বললো।

"আপনারা মিলেনিয়াম-এর জন্য যে বইটা ছাপাতে যাচ্ছেন আমি সেটার ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।"

সিভেনসন আর জোহানসন পরস্পর তাকালো।

"তো আপনি কে?"

"বিষয়টাতে আমি আগ্রহী। আমি কি ভেতরে আসতে পারি, অথবা এখানে ল্যান্ডিংএ কথা বলতে পারি?"

একটু ইতস্তত করলো সিভেনসন। একবারে অপরিচিত একটা মেয়ে, একবারে অসময়ে চলে এসছে, তবে তাকে দেখে ক্ষতিকর মনে হচ্ছে না, তাই সে দরজাটা খুলে দিলো। লিভিংরুমের টেবিলটা দেখালো তাকে।

"একটু কফি দেবো আপনাকে?" জোহানসন বললো।

"আগে বলুন আপনি কে," সিভেনসন জানতে চাইলো।

"হ্যা, মানে কফি দেয়ার কথা বলছি। আমার নাম লিসবেথ সালান্ডার।"

কাঁধটা উপরে তুলে জোহানসন ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢাললো। ব্লমকোভিস্টের জন্য সে এরই মধ্যে কাপ সাজিয়ে রেখেছিলো। "আপনি কিভাবে ভাবলেন যে আমি মিলেনিয়াম থেকে বই বের করছি?" সিভেনসন বললো।

হঠাৎ তার বেশ সন্দেহ হলো, তবে মেয়েটি তাকে পাত্তা না দিয়ে জোহানসনের দিকে তাকালো, তার চেহারায় একটা তীর্যক হাসি।

"থিসিসটা বেশ মজার," বললো সালান্ডার।

জোহানসনকে হতবাক দেখালো।

"আমার থিসিস সম্পর্কে আপনি কিকরে জানলেন?"

"আমার কাছে একটা কপিও আছে," রহস্য করে বললো মেয়েটি।

সিভেনসনের বিরক্তি বাড়লো। "এখন আপনাকে বলতেই হবে কে আপনি আর কি চান।"

তার চোখের দিকে তাকালো মেয়েটা। আচমকা খেয়াল করে দেখলো মেয়েটার চোখের মনি এতো গভীর যে এই আলোতে তার চোখ দুটো র‍্যাভেন পাখির মতো কালো দেখাচ্ছে। আর সম্ভবত তাকে দেখতে কম বয়সী মনে হলেও তা নয়।

"আমি জানতে চাইছি কেন আপনারা জালা সম্পর্কে জানতে চাইছেন। আলেক্সান্ডার জালা," সালান্ডার বললো। "আর সর্বোপরি তার সম্পর্কে ঠিক কতটা জানেন এখন পর্যন্ত।" আলেক্সান্ডার জালা, হতবিহ্বল হয়ে সিভেনসন ভাবলো। সে প্রথম নামটা জানতো না।

তার দিকে থেকে চোখ না সরিয়েই মেয়েটি কফি কাপে চুমুক দিলো। চোখে কোনো আন্তরিকতা নেই। তার খুব অস্বস্তি হলো হঠাৎ।

রাত ১০:৩০ এ ব্লমকোভিস্ট তার বোনের বাড়ি থেকে রওনা দিলো, আনিকা জিয়ান্নি তার এই বড় ভাইকে একটু বোকাসোকা মনে করে এবং তাকে দেখাশোনা করাটা নিজের দায়িত্ব বলে মনে করে। নিজের গাড়িতে বাসস্টপ পর্যন্ত পৌছে দিতে দিতে আনিকা বলে,

"তুমি গাড়ি কিনছ না কেন?"

ব্লমকোভিস্ট বলে,"কারণ আমার কাজের জায়গা থেকে আমার বাসস্থান হাঁটার দূরত্ব। তাছাড়া তোমার স্বামী স্কেইন থেকে স্পিরিট সার্ভ করা শুরু করলেতো আমি ড্রাইভ করতে পারবো না।"

"সে সুইডিশ হয়ে যাচ্ছে। দশ বছর আগে ওটা গ্রাপ্পা হতে পারতো।"

চলতে চলতে তারা দু'জন ভাই-বোনের মত কথা বলতে লাগলো। পরিবারে তারা দুজন একে অন্যের জন্য, আর আপন বলতে কেউ নেই। কৈশোরে তেমন একটা বোঝাপড়া না থাকলেও বয়স বাড়ার সাথে সাথে তারা বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়।

আনিকা পড়েছে আইনের উপর, ব্লমকোভিস্ট তাকে বেশি মেধাবী মনে করে সবসময়। বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করে সে জেলা কোর্টে ছিলো কয়েক বছর, পরিবারিক আইনের উপর বিশেষজ্ঞ হলেও পরে সম অধিকারের উপর কাজ করে, নির্যাতিত মহিলাদের জন্য ওকালতি করে, একটা বইও লিখেছে এই বিষয়ে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার সোশ্যাল ডেমোক্রেটের হয়ে রাজনীতিতে জড়িয়েছে সে, এজন্য ব্লমকোভিস্ট তাকে 'নিবেদিতপ্রাণ কমিউনিস্ট' ব'লে ক্ষেপায়। ব্লমকোভিস্ট এজন্য আগেই ঠিক করেছে সাংবাদিকতার বিশ্বাসযোগ্যতা রাখতে সে কোন দলের পক্ষ নেবে না, ইচ্ছাকৃতভাবে সে ভোটও দেয় না, আর যদি ভোট দিতে বাধ্যও হয় সে তার পছন্দ নিয়ে কথা বলতে চায় না, এমনকি বার্গারের সাথেও না।

“কেমন চলছে তোমার?” স্কুব্রুন পার হওয়ার পর আনিকা বললো।

“হুঁ, আমার বেশ ভালোই যাচ্ছে।”

“তাহলে সমস্যাটা কি?”

“কোন সমস্যা?”

“তোমাকে আমি চিনি, মিকি। সারাটা সন্ধ্যা তুমি ব্যস্ত ছিলে।”

একটু চুপ করে রইলো ব্লমকোভিস্ট।

“একটা জটিল ব্যাপার। এই মুহূর্তে দু'টো সমস্যা যাচ্ছে আমার। একটা হলো দুই বছর আগে পরিচয় হওয়া একটা মেয়ে যে ওয়েনারস্ট্রম এফেয়ারে আমাকে সাহায্য করেছিলো। কোনো ব্যখ্যা ছাড়াই সে আমার জীবন থেকে সরে গেছে। এক বছর ধরে আমি ওর টিকিটা পর্যন্ত ধরতে পারছি না, শুধু গত সপ্তাহ বাদ দিলে।”

ব্লমকোভিস্ট তাকে লুন্ডাগাটানের আক্রমনের ঘটনাটা বললো।

“পুলিশে রিপোর্ট করেছ তুমি?”

“না।”

“কেন কর নি?”

“মেয়েটা খুব গোপনীয়তাপ্রিয়। তাকেই আক্রমন করা হয়েছে। রিপোর্ট তারই করা উচিৎ।”

ব্লমকোভিস্ট জানে সালান্ডারের গুরুত্বপূর্ণ কাজের তালিকায় এটা নেই।

“সেই মাথামোটার মত কাজ,” আনিকা তার গালে ঠোকনা মেরে বললো, “দ্বিতীয় সমস্যাটা কি?”

“মিলেনিয়াম-এর জন্য একটা বিষয় নিয়ে কাজ করছি আমরা যেটা শিরোনাম হতে যাচ্ছে। সারাটা বিকেল আমি ভাবছিলাম তোমার সাথে আলোচনা করবো। মানে একজন আইনজীবি হিসেবে আর কি।”

বিস্মিত হয়ে ভাইয়ের দিকে তাকালো আনিকা। “আমার সাথে আলোচনা? এটা একটা নতুন ব্যাপার হবে।”

“আসলে কাহিনীটা পাচার এবং নারী নির্যাতনের উপর। তুমিতো নারীর উপর সহিংসতা নিয়ে কাজ কর। সম্ভবত তুমি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপরে কাজ কর না, তবে প্রিন্টারে যাওয়ার আগে তুমি যদি পান্ডুলিপিটা পড় তাহেলে খুব খুশি হবো। ম্যাগাজিনের জন্য আর্টিকেল আর বই-এই দু'টো বিষয় আছে, একটু সময় লাগবে পড়তে।”

রাস্তার মোড়টা ঘুরে যাওটার সময় আনিকা চুপ করে রইলো। তারপর বললো, “মিকাইল, তুমিতো জান, আমি সারাজীবনে একবারই তোমার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।”

“আসলেই তাই?” বিস্মিত হয়ে বললো সে।

“এটা হলো তোমাকে যখন ওয়েনাস্ট্রমের সময় কোর্টে ধরে নিয়ে মানহানির

জন্য জেলে পাঠিয়ে দেয়। তোমার উপর এতোটা ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম যে মনে হচ্ছিলো ফুটে যাবো।"

"কেন? আমি বোকার মত কাজ করেছিলাম শুধু।"

"এর আগেও তুমি বহুবার বোকামী করেছ। তবে এই সময় তোমার আইনজীবি দরকার ছিলো, আর একমাত্র আমার কাছেই আসতে পারতে তুমি। অথচ তুমি মিডিয়া আর কোর্টের মধ্যে বসে বাল ফেলছিলে। এমনকি নিজের সম্পর্কে কোনো যুক্তি-তর্কও তুলে ধর নি তুমি। আমার মনে হচ্ছিলো আমি মরে যাই।"

"সেটা বিশেষ পরিস্থিতি ছিলো। তোমার সেখানে কিছুই করার ছিলো না।"

"ঠিক আছে, তবে আমি পরেও বুঝতে পারি নি যখন মিলেনিয়াম আবার নিজের পায়ে দাঁড়ালো এবং ওয়েনারস্ট্রমকে মাটিতে ফেলে দিলো। তার আগে পর্যন্ত আমি খুব হতাশ ছিলাম তোমার ব্যাপারে।"

"ট্রায়ালে জেতার মত কোন পথ ছিলো না আমাদের।"

"বড় ভাইজান, তুমি পয়েন্টটা ধরতে পারছ না। বুঝতে পারছি সেটা একদম হতাশ করা একটা ব্যাপার ছিলো। আমি রায় পড়ে দেখেছি। পয়েন্টটা হচ্ছে তুমি আমার কাছে কোনো সাহায্যের জন্য আস নি। ছোট বোন হিসেবে আমারও একজন উকিল দরকার ছিলো। সে কারণে আমি কোর্টে কখনো যাই নি।"

ব্লমকোভিস্ট ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করলো।

"আমি দুঃখিত। স্বীকার করছি আমার এটা করা উচিৎ ছিলো।"

"হ্যা, উচিৎ ছিলো।"

"সারাটা বছর আমি কোন কাজ করি নি। কারো মুখোমুখি হতে পারি নি আমি। আমার শুধু মরে যেতে ইচ্ছে করছিলো।"

"তুমি সেটা কর নি, একদম না।"

"মাফ করে দাও।"

আন্নি জিয়ান্নি অট্ট হাসি হাসলো।

"চমৎকার। দুই বছর পর ক্ষমা প্রার্থণা। ঠিক আছে। আমি আনন্দের সাথে লেখাটা পড়ে দেখবো। তোমার কি খুব তাড়া আছে?"

"হ্যা, শিগগিরই আমরা ছাপাতে দেবো। এখানে বাঁয়ে ঘোরাও।"

সিভেনসন এবং জোহানসনের বনবর্সবাগেনের বাসার সামনের রাস্তার ঐপাড়ে গাড়িটা পার্ক করলো আনিকা। "এক মিনিট লাগবে," ব্লমকোভিস্ট বললো।

রাস্তাটা পার হয়ে গিয়ে বাড়ির ডোরকোড পাঞ্চ করলো সে। ভেতরে ঢুকেই তার মনে হলো কোনো সমস্যা হয়েছে। উত্তেজিত গলায় কারো চেঁচানোর প্রতিদ্ধনি শোনা গেলো তিন তলার সিঁড়ি পর্যন্ত। তাদের ফ্লোরে পৌছে বুঝলো ওদের বাসা

থেকেই আসছে আওয়াজটা। ল্যান্ডিংএ পাঁচজন প্রতিবেশি দাঁড়ানো। অ্যাপার্টমেন্টের দরজাটা একটু ফাঁক করা।

"কি হচ্ছে?" যতটা না চিন্তিত হয়ে তার চেয়ে বেশি কৌতুহল থেকে জানতে চাইলো ব্লমকোভিস্ট।

তারা সবাই চুপ হয়ে গেলো, তার দিকে তাকালো। তিনজন মহিলা আর দু'জন পুরুষ, দেখে মনে হচ্ছে তারা সবাই সত্তুর বছর বয়সী, একজনের পরনে নাইটগাউন।

"'গুলির আওয়াজের মত ছিলো," বাদামি পোশাক পরা পুরুষটি বললো, মনে হয় সে যা বলছে জেনেই বলছে।

"গুলি?"

"এই মাত্র। কিছুক্ষণ আগে বাসার ভেতরে গোলাগুলি হয়েছে। দরজাটা খোলা ছিলো।"

বেল বাজিয়ে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে ঢুকলো ব্লমকোভিস্ট।

"ড্যাগ? মিয়া?" ডাকলো সে।

কোন জবাব নেই।

ঘাড়ের কাছে একটা শীতল কম্পন বয়ে গেলো হঠাৎ। গন্ধটা চিনতে পারলো সে : *করডাইট*। লিভিংরুমের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো সে। প্রথম যে জিনিসটা দেখলো সে, হায় ঈশ্বর, এক গজ দূরে ডাইনিং চেয়ারের পাশে রক্তাক্ত পড়ে আছে সিভেনসন।

দ্রুত ব্লমকোভিস্ট তার মোবাইলটা নিয়ে জরুরী সাহায্য চেয়ে ১১২-তে ডায়াল করলো। সাথে সাথে জবাব পাওয়া গেলো।

"আমার নাম মিকাইল ব্লমকোভিস্ট। আমার পুলিশ আর অ্যাম্বুলেন্স দরকার।" সে ঠিকানাটা জানালো।

"কি কারনে দরকার?"

"একজন পুরুষের মাথায় গুলি করা হয়েছে এবং সে অজ্ঞান হয়ে গেছে।"

ঝুঁকে সিভেনসনের ঘাড়ে পালস দেখার চেষ্টা করলো সে। তখন মাথার পেছনে ক্ষতটা দেখলো আর বুঝতে পারলো সিভেনসনের ব্রেনে গুলিটা আছে। হাতটা আস্তে সরিয়ে নিলো সে।

কোনো অ্যাম্বুলেন্স এর বাপও সিভেনসনকে সারিয়ে তুলতে পারবে না এখন।

কফির কাপের একটা ভাঙ্গা টুকরা পড়ে থাকতে দেখলো সে, এটা জোহানসনের দাদীর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সেই কাপ যেটা ভেঙ্গে যাওয়ার ভয় করতো মেয়েটি। সোজা দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকালো সে।

"মিয়া," জোরে চিৎকার করলো সে।

বাদামি পোশাক পরা লোকটা তার পিছু পিছু চলে এসেছে, সে হাত তুলে তাকে থামালো।

"দাঁড়ান, সিঁড়িতে চলে যান।"

প্রথমে একটু পতিবাদ করতে গিয়েও প্রতিবেশী ভদ্রলোক তার কথা শুনলো। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো ব্লমকোভিস্ট। তারপর সিভেনসনের মৃতদেহটার উপর টপকে গিয়ে বেডরুমের দরজা খুললো।

বিছানার নিচে মেঝেতে মিয়া চিৎ হয়ে পড়ে আছে। কি সাংঘাতিক, মিয়াকেও! তার মুখে গুলি করা হয়েছে। চোয়ালের নিচ দিয়ে গুলিটা কান বরাবর বেরিয়ে গেছে। একটা কমলার মত বিশাল গর্ত তৈরি করে গুলিটা বেরিয়েছে আর ডান চোখের খোলটা একদম ফাঁকা। বুলেটের তীব্রতা এতোই বেশি ছিলো যে বিছানার উপরে দেয়ালে পর্যন্ত রক্তের ছিটা লেগেছে।

ব্লমকোভিস্টের মনে পড়লো তার সাথে থাকা মোবাইলটার কথা, ইমার্জেন্সী লাইনে কথা বলছিলো আর লাইনটা এখনো খোলা। একটু দম নিয়ে সে জানালো,

"পুলিশ দরকার, দু'জন মানুষকে গুলি করা হয়েছে। আমার ধারণা তারা মারা গেছে। একটু জলদি প্লিজ।"

ইমার্জেন্সী সার্ভিসে কারো গলা শোনা গেলেও কথাগুলো সে বুঝতে পারলো না। মনে হচ্ছে তার কানে কোনো সমস্যা হচ্ছে। তার চারপাশে সব শান্ত। নিজের কণ্ঠস্বরও চিনতে পারছে না সে। বাসা থেকে বেরিয়ে যখন ল্যান্ডিংএ এলো টের পেলো তার সমস্ত শরীর কাঁপছে আর বুকটাতে ধুকপুক করছে ভিষন। কোন কথা না বলে প্রতিবেশিদের ভিড় ঠেলে সিঁড়িতে বসে পড়লো। দূর থেকে শুনতে পাচ্ছে লোকজন তাকে প্রশ্ন করছে। কি হয়েছে? তারা কি আঘাত পেয়েছে? কিছু ঘটেছে সেখানে? তাদের কণ্ঠস্বর যেন টানেলের ভেতর থেকে প্রতিদ্ধনিত হচ্ছে।

ব্লমকোভিস্টের কাছে অসার লাগছে সব। বুঝতে পারছে তার কষ্ট হচ্ছে। হাঁটুর মাঝখানে মুখটা রাখলো সে। হায় খোদা–তাদের খুন করা হয়েছে। মাত্র কয়েক মিনট আগেই তাদের গুলি করা হয়েছে। খুনী এখনো অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে থাকতে পারে...না না, আমি তাকে দেখতাম তাহলে। তার কাঁপুনি থামছে না। জোহানসনের ঐ বিদ্ধস্ত চেহারা কোনভোবেই চোখ থেকে সরাতে পারছে না সে।

হঠাৎ সে সব ঠিকমত শুনতে শুরু করলো, যেন কেউ ভলিউমটা ঠিক করে দিয়েছে। জলদি উঠে দাঁড়িয়ে ড্রেসিং গাউন পরা প্রতিবেশির দিকে তাকালো।

"আপনি এখানে থাকেন এবং কেউ যাতে ভেতরে না যায় সেটা দেখবেন। পুলিশ আর একটা এ্যাম্বুলেন্স আসছে। আমি নিচে গিয়ে তাদের নিয়ে আসছি।" বললো সে।

একসাথে তিনটা করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে ব্লমকোভিস্ট। নিচ তলায় এসে সেলারের সিঁড়িতে সামান্য থামলো। একটু সামনে সেলারের দিকে এগুলো। সিঁড়ি

থেকে অর্ধেকটা নিচে পরিষ্কার একটা রিভলবার দেখা যাচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে কোল্ট.৪৫ ম্যাগনাম-ওলোফ পামের মৃত্যুতে এই ধরণের অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিলো?

অস্ত্রটা হাতে নেয়ার লোভ সম্বরণ করলো সে। তার বদলে ফ্রন্ট ডোর খুলে রাতের খোলা বাতাস নিলো বুক ভরে। গাড়ির হর্ণের শব্দ শুনে মনে পড়লো তার বোন অপেক্ষা করছে। রাস্তাটা পার হয়ে গেলো সে।

আনিকা তার ভাইয়ের কান্ডজ্ঞান নিয়ে কিছু বলতে যাবে তক্ষুনি তার চেহারার অভিব্যক্তি দেখে চুপ হয়ে গেলো।

"অপেক্ষা করার সময় কাউকে দেখেছ তুমি?" জানতে চাইলো ব্লমকোভিস্ট। তার কণ্ঠটা খুব রুক্ষ আর অস্বাভাবিক শোনালো।

"নাতো। কার কথা বলছো। কি হয়েছে?"

চুপ করে থেকে ব্লমকোভিস্ট ডানে বায়ে তাকালো। রাস্তায় সব স্বাভাবিক আছে। জ্যাকেটের পকেট হাতড়ে একটা সিগারেট পেলো সে। ওটা জ্বালানোমাত্র দূর থেকে সাইরেনের আওয়াজ শোনা গেলো। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলো ১১:১৭ বাজে।

"আনিকা, আজ রাতটা খুব দীর্ঘ হতে যাচ্ছে," তার দিকে না তাকিয়েই বললো, পুলিশের গাড়িটা তখন রাস্তায় চলে এসেছে।

• • •

প্রথমে এসে পৌছালো পুলিশ অফিসার ম্যাগনাসন এবং অলসন। ফিল্ড সুপার অসওয়াল্ড মার্টেনসনের স্টাফ গাড়িটা ফলো করতে করতে আসছে সে, সেন্ট্রাল সুইচবোর্ড থেকে এলাকার সব গাড়ি যখন চেয়ে পাঠায় অসওয়াল্ড ছিলো স্কান্সটেলে। বিভিন্ন স্থান থেকে এলেও তারা প্রায় একই সময় এসে পৌছেছে। জিন্স আর কালো জ্যাকেট পরা একটা লোক রাস্তার মাঝখানে হাত তুলে তাদের থামায়। একই সময় কয়েক গজ দূরে পার্ক করা একটা গাড়ি থেকে এক মহিলাও বেরিয়ে আসে।

তিনজন পুলিশ দাঁড়িয়ে পড়লো, সুইচবোর্ড থেকে তাদের বলা হয়েছে যে দুজন মানুষ খুন হয়েছে, আর এই লোকটার বাম হাতে একটা কিছু ধরা। কয়েক সেকেন্ড লাগলো বুঝতে যে ওটা একটা মোবাইল ফোন। সাথে সাথে নেমে তারা বেল্টটা ঠিক করে নিলো। মার্টেনসন বললো,

"আপনিই কি সেই ব্যক্তি যিনি গোলাগুলির কথা জানিয়ে ফোন দিয়েছিলেন?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। তাকে খুব কাঁপতে দেখা যাচ্ছে। সিগারেট ধরা হাতটাও কাঁপছে তার।

"আপনার নাম?"

“মিকাইল ব্লমকোভিস্ট। অল্প কিছুক্ষণ আগে এই বিল্ডিংএ দু'জনকে গুলি করা হয়েছে। তাদের নাম ড্যাগ সিভেনসন ও মিয়া জোহানসন। তিন তলার উপরে। তাদের প্রতিবেশিরা বাসার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।”

“হায় খোদা,” মহিলা বলে উঠলো।

“আর আপনি কে?” আনিকাকে জিজ্ঞাসা করলো মার্টেনসন।

“আনিকা জিয়ান্নি, ওর বোন।” ব্লমকোভিস্টকে দেখিয়ে বললো সে।

“আপনি কি এখানে থাকেন?”

“না, যে দু'জন গুলি খেয়েছে তাদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। একটা ডিনার পার্টি থেকে আমার বোন আমাকে নামিয়ে দিতে এসেছিলো।” ব্লমকোভিস্ট বললো।

“আপনি বলছেন ঐ দুজনকে গুলি করা হয়েছে। আপনি কি দেখেছেন কি ঘটেছিলো সেখানে?”

“না, আমি তাদের খুঁজে পেয়েছি।”

“চলুন, উপরে গিয়ে দেখি।” মার্টেনসন বললো।

“একটু দাঁড়ান,” বললো ব্লমকোভিস্ট। “প্রতিবেশিদের মতে আমি সেখানে পৌছানোর এক-দুই মিনিট আগে গুলী করা হয়। সেখানে গিয়ে কিছুক্ষনের মধ্যে আমি ১১২এ ডায়াল করি। তার পর থেকে পাঁচ মিনিট মাত্র গেছে। তার মানে, যে খুন করেছে সে এখনও অবশ্যই এই এলাকায় আছে।”

“আপনি কোনো বর্ণনা দিতে পারবেন?”

“আমরা কাউকেই দেখতে পাই নি, তবে কোনো প্রতিবেশি কেউ কিছু দেখে থাকতে পারে।”

ম্যাগনাসন ওয়্যারলেস তুলে নিচু স্বরে কারো সাথে কথা বলছে, তার দিকে এগুলো মার্টেনসন। ব্লমকোভিস্টকে বললো সে, “আমাদের পথটা দেখাবেন?”

ফ্রন্ট ডোর দিয়ে ঢুকতেই ব্লমকোভিস্ট সেলারের সিঁড়ির দিকে ঈঙ্গিত করলো। মার্টেনসন ঝুঁকে অস্ত্রটা দেখলো, সিঁড়ি দিয়ে নেমে সেলারের দরজাটা খোলার চেষ্টা করলো সে। ওটা তালা মারা।

“অলসন, এখানে দাঁড়িয়ে এদিকটা লক্ষ্য রাখুন,” মার্টেনসন বললো।

অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে প্রতিবেশিদের ভিড় হালকা হয়ে গেছে, দুইজন তাদের বাসায় ফিরে গেছে তবে ড্রেসিং গাউন পরা লোকটা এখনো তার দায়িত্ব পালন করছে। ইউনিফর্ম পরা অফিসারদের দেখে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

“কাউকে ভেতরে যেতে দেই নি আমি।” সে বললো।

“ভালো,” ব্লমকোভিস্ট আর মার্টেনসন একসাথে বলে উঠলো।

“সিঁড়িতে রক্তের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে,” ম্যগনাসন বললো।

সবাই দেখলো পায়ের ছাপ সিঁড়িতে। ব্লমকোভিস্ট তার চামড়ার জুতাটা দেখলো।

"সম্ভবত ওগুলো আমার জুতা থেকে হয়েছে," বললো সে। "অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে গিয়েছিলাম আমি। একটু রক্ত লেগেছে।"

ব্লমকোভিস্টের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো মার্টেনসন। একটা কলম দিয়ে ধাক্কা দিয়ে সে অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুললো এবং হলরুমে আরো অনেক রক্তমাখা পায়ের চিহ্ন দেখতে পেলো।

"ডানদিকে, লিভিংরুমে ড্যাগ সিভেনসন আর বেডরুমে মিয়া জোহানসন।"

দ্রুত অ্যাপার্টমেন্টটা দেখে নিয়ে একটু পরই ফিরে এলো মার্টেনসন। ওয়্যারলেসে ক্রিমিনাল ডিউটি অফিসারের কাছে ব্যাকআপ চাইলো। কথা শেষ করতেই এ্যাম্বুলেন্স এর কর্মীরা হাজির। তারা চলে যেতে নিলে তাদের থামালো মার্টেনসন।

"দু'জন শিকার হয়েছে, আমি যতদূর দেখেছি তারা কোন সাহায্যের উর্ধে চলে গেছে। আপনাদের কেউ কি অপরাধের আলামত নষ্ট না করে দেখতে পারবেন?"

নিশ্চিত হওয়ার জন্য খুব বেশি সময় লাগলো না। একজন প্যারামেডিক জানালো যে দু'জনের কাউকেই হাসপাতালে নিয়ে কোন লাভ নেই। তাদের আর কোনো সাহায্য দরকার নেই। হঠাৎ ব্লমকোভিস্টের পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠলে সে মার্টেনসনের দিকে তাকালো।

"আমি বাইরে যাচ্ছি, আমার একটু খোলা বাতাস দরকার।"

"দুর্ভাগ্য যে আমি এই মুহূর্তে আপনাকে বাইরে যেতে দিতে পারছি না।"

"দরজার বাইরে পোর্চে বসবো আমি।"

"আপনার পরিচয়পত্র দেখতে পারি আমি?"

ওয়ালেট বের করে ব্লমকোভিস্ট তা মার্টেনসনের হাতে দিলো। তারপর কোনো কথা না বলে সে বেরিয়ে গেলো, অফিসার অলসনসহ আনিকা তখনো সেখানে অপেক্ষা করছে। আনিকা এসে তার পাশে বসলো। "কি হয়েছে, মিকি?"

আমি ভিষন পছন্দ করি এমন দু'জন মানুষ খুন হয়েছে। ড্যাগ সিভেনসন আর মিয়া জোহানসন। এই পান্ডুলিপিটাই আমি তোমাকে পড়তে দিতে চেয়েছিলাম।"

আনিকা বুঝলো এই সময় তাকে প্রশ্ন করে বিরক্ত করা ঠিক না। বরং হাতটা নিয়ে তার ভাইয়ের কাঁধটা জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলো। আরো পুলিশের গাড়ি এলো। রাস্তায় কিছু দর্শনার্থী এসে থেমেছে। পুলিশ কর্ডন করে দাঁড়িয়েছে এরই মধ্যে। হত্যাকান্ডের তদন্ত শুরু হয়ে গেছে।

রাত ৩:০০টা বেজে গেছে। ব্লমকোভিস্ট আর তার বোনকে পুলিশ স্টেশন ত্যাগ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংএর বাইরে আনিকার গাড়িতে তারা এক ঘণ্টা কাটিয়েছে প্রাক তদন্ত শুরু করার জন্য একজন ডিউটি প্রোসিকিউটরের জন্য অপেক্ষা করে। যেহেতু হত্যাকান্ডের শিকার ব্যক্তিদ্বয় ব্লমকোভিস্টের খুব ভালো বন্ধু এবং তাদের খুঁজে বের করেছে সে, তদন্তে সহায়তার জন্য তাদের কুংসলমেনে যেতে বলা হলো।

অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর নাইবার্গ নামে একজন ইন্সপেক্টর তাদের ইন্টারভিউ নিলো। মহিলার চুলগুলো হালকা ব্লন্ড, দেখতে টিনেজার মনে হয়।

এর মধ্যে অনেক কাপ কফি খেয়েছে সে পুলিশ ক্যান্টিনে, তাই শরীরটা ভালো লাগছিলো না। ইন্টারভিউয়ের মাঝে বিরতি দিয়ে সে টয়লেটে গেছে, খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে। তার মাথায় তখনো জোহানসনের চেহারাটা ভাসছে। তিন কাপ পানি খেলো, মুখে পানির ঝাপটা দিলো, তারপর ইন্টারভিউতে ফিরে এলো। নাইবার্গের সব প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলো।

"ড্যাগ সিভেনসন অথবা মিয়া জোহানসনের কোনো শত্রু ছিলো কি?"

"না, আমি যতদূর জানি ছিলো না।"

"কোনো হুমকী দেয়া হয়েছিলো তাদের?"

"আমি তেমন কিছু জানি না।"

"তাদের সম্পর্কের ব্যাপারটা আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?"

"তাদের দেখেই বোঝা যেতো পরস্পরকে তারা খুব ভালোবাসে। ড্যাগ আমাকে বলতো মিয়ার ডক্টরেট পাওয়ার পর তারা একটা বাচ্চা নেবে।"

"তারা কি মাদক নিতো?"

"আমি নিশ্চিত বলতে না পারলেও আমার মনে হয় না, তবে যদি নিয়েও থাকে কোনো পার্টিতে কিছু সেলিব্রেট করার জন্যই নিয়ে থাকতে পারে শুধু।"

"এতো রাতে তাদের সাথে আপনি দেখা করতে গিয়েছিলেন কেন?"

"একটা বইয়ের উপর শেষ মুহূর্তের কাজ করছে তারা," বিষয়ের কথা উল্লেখ না করেই ব্লমকোভিস্ট বললো।

"কিন্তু এতোরাতে কাউকে ডেকে তোলা কি অস্বাভাবিক না?"

"এই প্রথম এমন কিছু করলাম।"

"তাদের আপনি কিভাবে চেনেন?"

"কাজের মাধ্যমে।"

জিজ্ঞাসাবাদ চলতে লাগলো।

বিল্ডিংয়ের সবখান থেকে গুলির আওয়াজ শোনা গেছে। পাঁচ সেকেন্ডর ব্যবধানে তাদের গুলি করা হয়। ড্রেসিং গাউন পরা সত্তুর বছর বয়সী ভদ্রলোক একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর, সেই ছিলো তাদের সবচেয়ে নিকটতম প্রতিবেশি। টিভি দেখছিলো সে, দ্বিতীয় গুলির পর সে সিঁড়িঘরে বের হয়। তার কোমরে একটু সমস্যা থাকায় সোফা থেকে উঠতে সময় লেগেছিলো। ল্যান্ডিংএ পৌছাতে তার আনুমানিক ৩০ সেকেন্ড লাগে। সে অথবা অন্য কোনো প্রতিবেশি সিঁড়িতে কাউকে দেখতে পায় নি।

প্রতিবেশিদের মতে দ্বিতীয় গুলিটা হওয়ার দুই মিনিটেরও কম সময় পর ব্লমকোভিস্ট অ্যাপার্টমেন্টে আসে।

হিসেব করে দেখা গেছে ব্লমকোভিস্ট আর আনিকার আধা মিনিট লেগেছে বিল্ডিংটা খুঁজে পেতে, তারপর একটু কথা বলে রাস্তা পার হয়ে সিঁড়িতে উঠেছে ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিটের মধ্যে। এই সময়ের মধ্যে খুনী অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হয়ে তিন তলা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমেছে, যাওয়ার পথে অস্ত্রটা ফেলেছে, তারপর বিল্ডিং ত্যাগ করেছে। আনিকা রাস্তায় গাড়িটা ঘোরানোর আগেই উধাও হয়ে গেছে। খুনীকে মিস করে ফেললো তারা।

এক মুহূর্তের জন্য ব্লমকোভিস্টের মনে হলো ইন্সপেক্টর নাইবার্গ তাকেই খুনী হিসেবে সন্দেহ করছে, সে হয়তো এক তলা নিচে দৌড়ে নেমে আবার উপরে এসে প্রতিবেশিদের মাঝে আবির্ভূত হয়েছে। তবে বোনের মত কাউকে অ্যালিবাই রেখেছে সে। তার পুরোটা সন্ধ্যা এমন কি সিভেনসনের সাথে টেলিফোনে কথোপকথন আর জিয়ান্নি পরিবারের এক ডজন সদস্য, সবাই তার নিরপরাধের স্বাক্ষী হতে পারে।

শেষপর্যন্ত আনিকা নাক গলালো। তাকে সবধরণের যৌক্তিক ও সাধ্যমত সাহায্য করলো ব্লমকোভিস্ট। তাকে ক্লান্ত আর অসুস্থ দেখাচ্ছিলো। ইন্সপেক্টরকে আনিকা বললো সে শুধু ব্লমকোভিস্টের বোনই নয়, তার উকিলও বটে। সব কিছু শেষ করে তাকে বাড়িতে যেতে দেয়া দরকার।

রাস্তায় নেমে আনিকার গাড়ির সামনে দাঁড়ালো দু'জন। "বাড়ি গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও," আনিকা বললে ব্লমকোভিস্ট মাথা নেড়ে বললো,

"এরিকার ওখানে যেতে হবে, সেও তাদের চেনে। ফোন করে তাকে বলতে পারবো না আমি, আমি চাই না ঘুম থেকে জেগে খবর শুনে সে ওদের কথা জানুক।"

একটু ইতস্তত করলেও আনিকা বুঝলো তার ভাই ঠিকই বলছে।

"তাহলে সালসোবাদেনে যাবে," বললো সে।

"আমাকে পৌছে দেবে?"

"ছোট বোনেরা আছে কেন?"

"নাকাতে নামিয়ে দিলেই আমি সেখান থেকে একটা ট্যাক্সি নিতে পারবো অথবা বাসের জন্য অপেক্ষা করবো।"

"ননসেন্স, উঠে পড়, তোমাকে নামিয়ে দেবো।"

১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত এবং ১৯৮২ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত সুইডেনের প্রধান মন্ত্রী ছিলো ওলোফ পাম। ১৯৮৬ সালে তাকে খুন করা হয়, স্টকহোমের এক রাস্তায় অতর্কিতে তাকে দুইবার গুলি করা হয়। তার খুনটা এখনো অমীমাংসিত রয়ে গেছে।

অধ্যায় ১২

বৃহস্পতিবার, মার্চ ২৪

আনিকা জিয়ান্নিও ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে আছে, ব্লমকোভিস্ট তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে এই এক ঘন্টার ধকল থেকে রেহাই দিলো, নাকাতে নেমে গেলো সে। তার গালে চুমু খেয়ে ধন্যবাদ জানালো, গাড়িটা ঘুরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর একটা ট্যাক্সি নিলো।

দুই বছর ধরে ব্লমকোভিস্ট সালসোবাদেনে আছে, মাত্র কয়েকবার সে বার্গারের বাড়ি গেছে। এটা অপরিপক্কতার লক্ষণ মনে করলো সে।

গ্রেগর বেকম্যানের সাথে কিভাবে বার্গারের বিয়ে হয়েছে সে জানে না। আশির দশকের শুরু থেকে সে বার্গারকে চেনে। সে চেয়েছিলো হুইলচেয়ারে ঘুরে বেড়ানোর মত বয়স না হওয়া পর্যন্ত বার্গারের সাথে সম্পর্ক রাখবে। আশির দশকের শেষদিকে তাদের সম্পর্কটা ছিন্ন হয় যখন দু'জনই অন্য কারো দেখা পেয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলো। তবে তাদের এই বিচ্ছেদ এক বছরের বেশি স্থায়ী হয় নি।

ব্লমকোভিস্টের ক্ষেত্রে তাদের এই সম্পর্কের পরিনতি হয়েছিলো ডিভোর্স। আর বার্গারের বেলায় বেকম্যানের কাছে ব্যাপারটা এমন যে তাদের মধ্যে দীর্ঘদিনের যৌন সম্পর্ক এতোটাই পোক্ত যা কোনভাবেই ছিন্ন করা যাবে না। বার্গারকে সে ডিভোর্স করতে চায় নি যেভাবে ব্লমকোভিস্ট তার স্ত্রীকে হারিয়েছে।

এফেয়ারটা চালিয়ে যাবার অনুমতি দেয়ার পর ব্লমকোভিস্টের কাছে এসেছিলো বেকম্যান। তার এভাবে আসাতে ব্লমকোভিস্ট ভয় পেলেও বেকম্যান তার চেহারায় কোনো ঘুষি না মেরে বাইরে ড্রিংক করতে যায় তারা। তিনটা বারে ঘুরে ঘুরে শেষমেষ একটা পার্কের বেঞ্চে বসে সূর্যোদয় পর্যন্ত তারা সিরিয়াস আলাপ চালায়।

প্রথমে ব্লমকোভিস্টের খটকা লাগলেও পরে বেকম্যান তাকে বোঝায় যে সে যদি বার্গার আর বেকম্যানের বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট করতে চায় তবে একটা বেসবলের ব্যাট নিয়ে আসবে সে, তবে যদি শুধুমাত্র দৈহিক আকর্ষনের ব্যাপার হয়ে থাকে, আত্মার কোনো সম্পর্ক এতে না থাকে তবে তার কাছে সেটা ঠিক আছে।

কাজেই বার্গার আর ব্লমকোভিস্ট বেকম্যানের আশীর্বাদতুষ্ট হয়ে আবারো মেলামেশা শুরু করলো, কোনো লুকোছাপা না করেই। বার্গারকে যা করতে হয় তা' হলে ফোনটা তুলে বেকম্যানকে জানানো যে সে ব্লমকোভিস্টের সাথে রাত কাটাতে যাচ্ছে, নিয়মিতই এটা হয়ে থকে।

ব্লমেকোভিস্টের বিরুদ্ধে একটা নিন্দা বাক্যও উচ্চারণ করে না বেকম্যান।

পারতপক্ষে, এই সম্পর্কটা তার কাছে আশীর্বাদ বলেই মনে হয়; স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসা আরো গভীর হয়েছে, কারণ সে জানে বার্গারকে চিরতরে কেড়ে নেবে না সে।

অন্যদিকে ব্লমকোভিস্ট কখনোই বেকম্যানের সঙ্গ সহজভাবে নেয় না–এটা মনে করে যন্ত্রণা হয় যে একটা দায়বদ্ধতাবিহীন সম্পর্কের জন্যও মূল্য দিতে হয়। আর তাই সালসোবাদেনে খুব কমই যায় সে, শুধুমাত্র বার্গারের দেয়া কোনো পার্টি যেখানে না গেলে তার অনুপস্থিতি চোখ লাগবে, তখনই কেবল যায়।

এখন সে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল ভবনের দরজায়। একটা খারাপ সংবাদ নিয়ে আসার অস্বস্তি স্বত্ত্বেও ডোরবেলে হাত রাখলো, চল্লিশ সেকেন্ড ওটা ধরে রাখার পর পায়ের আওয়াজ পেলো। কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে বেকম্যান দরজা খুললো তার চেহারার প্রচ্ছন্ন রাগ বিস্ময়ে পরিণত হলো স্ত্রীর প্রেমিককে দেখতে পেয়ে।

"হাই, গ্রেগর," ব্লমকোভিস্ট বললো।

"গুড মর্নিং, ব্লমকোভিস্ট, এটা কেমন সময়, হ্যা?"

ব্লন্ড চুলের বেকম্যানের গালে যত না চুল আছে তার এক ভাগও মাথায় নেই। ছোট ছোট দাঁড়ি আর ভ্রুতে একটা ক্ষতচিহ্ন, কয়েক বছর আগের একটা নৌ-দুর্ঘটনার ফল এটি।

"মাত্র ৫:০০টা বেজেছে," ব্লমকোভিস্ট বললো। "এরিকাকে ডেকে তুলবেন, একটু কথা বলতে হবে তার সাথে।"

বেকম্যান বুঝলো এই অসময়ে সালসোবাদেনে ব্লমকোভিস্টের আসার পেছনে নিশ্চয়ই গুঢ় কোনো কারণ আছে–কিছু একটা হয়েছে। আর লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে সে ভিষণ তৃষ্ণার্ত, অথবা ঘুমানোর জন্য একটা বিছানা দরকার। দরজাটা খুলে তাকে ভেতরে আসতে দিলো বেকম্যান।

"কি হয়েছে?"

ব্লমকোভিস্ট জবাব দেয়ার আগেই সিঁড়ির গোড়ায় বার্গার এসে দাঁড়িয়েছে, শরীরে সাদা একটা বাথরোব পেঁচানো। হলের কাছে ব্লমকোভিস্টকে দেখে থেমে গেছে।

"কি?"

"ড্যাগ আর মিয়া," ব্লমকোভিস্ট বললো।

তার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে কি বলতে এসেছে সে।

"না।" তার মুখে হাত চেপে ধরলো বার্গার।

"গতরাতে তারা খুন হয়েছে, আমি এইমাত্র পুলিশ স্টেশন থেকে এলাম।"

"খুন?" বার্গার আর বেকম্যান একসাথে কবলে উঠলো।

"ওদের অ্যাপার্টমেন্টে কেউ ঢুকে গুলি করেছে। আমিই তাদের খুঁজে

পেয়েছি।"

সিঁড়িতে বসে পড়লো বার্গার।

"আমি চাই নি মর্নিং নিউজ থেকে তুমি খবরটা শুনতে পাও।" বললো ব্লমকোভিস্ট।

ইস্টারের আগের বৃহস্পতিবার সকাল ৬:৫৯ এ বার্গার আর ব্লমকোভিস্ট মিলেনিয়ামের অফিসে, মাম আর এরিকসনকেও মিয়া আর সিভেনসনের মৃত্যু সংবাদ দিয়ে ডেকে তুলেছে বার্গার। খুব কাছাকাছি থকে বলে তারা এরই মধ্যে মিটিংএ চলে এসেছে। কিচেনে কফিমেকার চলছে।

"ঘটনাটা কি হয়েছিলো?" মাম জানতে চাইলো।

তাকে চুপ করতে বলে ৭:০০টার সংবাদের ভলিউম বাড়িয়ে দিলো এরিকসন।

দু'জন ব্যক্তি, একজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে গতরাতে এন্সকেডের অ্যাপার্টমেন্টে গুলি করা হয়েছে। পুলিশের ভাষ্যমতে এটা জোড়া খুন। মৃত দু'জনের কাউকে পুলিশ আগে থেকে চিনতো না। হত্যাকান্ডের উদ্দেশ্য এখনো অজ্ঞাত। আমাদের রিপোর্টার হানা ওলোফসন এখন ঘটনাস্থলে আছেন।

"মাঝরাতের একটু আগে পুলিশ এন্সকেডের বনবসবাগানের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংএ একটা গোলাগুলির সংবাদ পায়। কোন সন্দেহভাজনকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয় নি। অ্যাপার্টমেন্টটা কর্ডন করে রেখেছে পুলিশ এবং ঘটনাস্থলে তদন্তকাজ চলছে।"

"ঘটনার সারসংক্ষেপ ছাড়া কিছু না," বলে এরিকসন ভলিউম কমিয়ে দিলো। তারপর সে কাঁদতে শুরু করলো। তার কাঁধে একটা হাত রাখলো বার্গার। "হায় ঈশ্বর"–নিজে নিজে বলছে মাম। "সবাই বসুন।" দৃঢ় কণ্ঠে বললো বার্গার। "মিকাইল..."। ব্লমকোভিস্ট ঘটনা সম্পর্কে যা জানে সব খুলে বললো। একঘেয়ে নিরস কণ্ঠে কথাগুলো বলছে সে, শুনে মনে হচ্ছে রেডিও রিপোর্টারের ধারাভাষ্য।

"হায় খোদা, এটাতো কোনো উন্মাদের কাজ।" আবারো বললো মাম।

আবারো আবেগতাড়িত হলো এরিকসন। ফোঁপাতে শুরু করলো সে, চোখের পানি লুকাতে কোনো চেষ্টাই করলো না।

"দুঃখিত," বললো সে।

"আমারও একই অনুভূতি হচ্ছে," মাম বললো।

অবাক হয়ে ব্লমকোভিস্ট ভাবছে সে কেন কাঁদছে না। তার শুধু কেমন খালি খালি লাগছে, যেন তাকে অবশ করে ফেলা হয়েছে।

"আজ সকালে যে খবর শুনলাম আমরা তাতে দু'টো জিনিস আলোচনা করা দরকার।" বার্গার বললো। "একটা হচ্ছে : ড্যাগের ম্যাটেরিয়ালগুলো প্রেসে যাওয়ার জন্য তিন মাস সময় আছে আমাদের হাতে, আমাদের কি উচিৎ হবে এটা ছাপানো? আমরা কি ছাপাতে পারবো? এটা একটা ব্যাপার। অন্যটি নিয়ে আমি

আর মিকাইল এখানে আসার সময় আলোচনা করেছি।"

"আমরা জানি না খুনীর উদ্দেশ্য কি।" ব্লমকোভিস্ট বললো। হতে পারে এটা ড্যাগ আর মিয়ার ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সম্পর্কিত, অথবা একেবারেই অযৌক্তিক কোনকিছু, তবে এটাও আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না তারা যে বিষয় নিয়ে কাজ করছিলো তার সাথে সম্পর্কিত না।"

অবশেষে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে ব্লমকোভিস্ট বললো, "যেটা বলেছি আমি, এমন একটা গল্প প্রকাশ করতে যাচ্ছি আমরা যার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিরা তাদের নাম প্রকাশের ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন, কয়েক সপ্তাহ আগে ড্যাগ তাদের জেরা করা শুরু করে। আমি ভাবছি তাদের কেউ যদি– ।"

"দাঁড়ান," এরিকসন বললো। "আমরা তিনজন পুলিশের পরিচয় তুলে ধরছি, তাদের একজন সাপোতে কাজ করে, বাকি দু'জন অন্যখানে। আরো কিছু আইনজীবি, উকিল, বিচারক আর দু'জন বস্তা-পঁচা সাংবাদিক। ছাপানোর কাজে বাঁধা দিতে তাদের কেউ কি এই দু'জনকে হত্যা করতে পারে?"

"হুঁ, এর জবাব আমার কাছে নেই।" ব্লমকোভিস্ট বললো। "তাদের হারানোর মত অনেক কিছুই আছে। তবে এভাবে দু'জনকে হত্যা করে এরকম একটা গল্প ছাপানো বন্ধ রাখতে পারবে, এটা যদি ভেবে থাকে তবে তারা আহাম্মক ছাড়া কিছু না। তবে আমরা কিছু দালালের কথাও তুলে ধরছি, আসল নাম ব্যবহার না করলেও তাদের চিহ্নিত করা খুব কঠিন কিছু না। তাদের অনেকেরই সহিংস অপরাধ সংঘটনের রেকর্ড আছে।"

"আচ্ছা, তবে জিনিসটা বাস্তবায়নের আগেই হত্যাকান্ড ঘটানো হলো।" মাম বললো। "সিভেনসনের বইটা যদি আমি ঠিক ঠিক পড়ে থাকি, যাদের কথা বলছি আমরা তারা খুব একটা মেধাবী লোকজন না। তারা কি এভাবে জোড়া খুন করে রেহাই পাওয়ার কথা?"

"দু'জনকে খুন করার জন্য কতটা মেধাবী হওয়া প্রয়োজন বলে তুমি মনে কর?" এরিকসন বললো।

"এমন কিছু বিষয়ে আমরা ধারণা করছি যার ব্যাপারে আসলে কিছুই জানি না।" বার্গার নিরবতা ভাঙলো। "তবে প্রশ্ন করতে পারি আমরা। যদি ড্যাগের আর্টিকেল অথবা মিয়ার থিসিস সংক্রান্ত কিছু হয়, তাহলে এই অফিসে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।"

"তৃতীয় প্রশ্ন," এরিকসন বললো। "নামগুলো নিয়ে কি আমাদের পুলিশের কাছে যাওয়া উচিৎ? গতরাতে আপনি পুলিশকে কি বলেছেন, মিকাইল?"

"ড্যাগ কি নিয়ে কাজ করছে তা বলেছি, তবে তারা বিস্তারিত জানতে চায় নি, আর আমি কোনো নামও বলি নি।"

"আমরা বলতে পারি," বার্গার বললো।

"ব্যাপারটা এতো সহজ নয়," ব্লমকোভিস্ট বললো। "আমরা তাদের একটা তালিকা ধরিয়ে দিতে পারি, তবে পুলিশ যদি জানতে চায় কিভাবে তাদেরকে পেলাম? কোনো সোর্স বলতে পারবো না আমরা, তারা অজ্ঞাত থাকতে চায়। কয়েকটা মেয়ের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা প্রযোজ্য যেমনটি মিয়া বলেছিলো।"

"কি একটা ভজঘট, আবার সেই আসল প্রশ্ন, আমরা কি বইটা ছাপাবো?"

হাতটা তুলে ব্লমকোভিস্ট বললো, "দাঁড়াও, এ ব্যাপারে আমারা ভোট নিতে পারি। তবে প্রকাশক হিসেবে আমাকেই দায়িত্ব নিতে হবে, আর এই প্রথম আমার মনে হচ্ছে সিদ্ধান্তটা নিতে হবে আমাকেই। জবাবটা হলো–না। পরবর্তি সংখ্যাতে আমরা এটা ছাপাতে পারবো না। পরিকল্পনা মাফিক শেষ করতে হবে এটা আমার কাছে অযৌক্তিকই মনে হচ্ছে।"

নিরবতা নেমে এলো টেবিলে।

"অবশ্যই আমি ছাপতে চাই, তবে আরো একটু রি-রাইট করে নিতে হবে। এটা ড্যাগ আর মিয়ার লেখা, আর গল্পটার মূল ভিত্তি মিয়া যাদের বিরুদ্ধে পুলিশ রিপোর্ট করতে চেয়েছিলো তারা। তার বেশ ভালো জ্ঞান ছিলো। আমরা কি এ ব্যাপারে কোনো তথ্য পেয়েছি?"

দরজায় আওয়াজ হলো, কোর্তেজ এসে দাঁড়িয়েছে।

"তারা কি ড্যাগ আর মিয়া?" দম বন্ধ করে বললো সে।

তারা সবাই মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"ঈশ্বর, এটা উন্মাদের মত একটা কাজ।"

"কিভাবে শুনেছ তুমি?" ব্লমকোভিস্ট বললো।

"আমার বান্ধবীকে নিয়ে গাড়ি দিয়ে ফিরছিলাম, ট্যাক্সির রেডিওতে শুনতে পেয়েছি খবরটা। পুলিশ ওখানে যাওয়ার রাস্তা সম্পর্কে জানতে চাইছিলো, আমি ঠিকানা টা মনে করতে পারছিলাম না। আমাকে এখানে আসতে হয়েছে।"

কোর্তেজকে দেখে মনে হচ্ছে কেঁপে উঠছে, বার্গার দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বললো তাদের সাথে টেবিলে যোগ দিতে।

"আমার মনে হয়ে ড্যাগ চেয়েছে আমরা গল্পটা ছাপাই," বার্গার বললো।

"আমিও সমর্থন করি যে এটা করা উচিৎ, বইটাতো অবশ্যই। তবে পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমাদের সময়টা পিছিয়ে দিতে হচ্ছে।"

"তাহলে কি করবো আমরা?" এরিকসন বললো। "শুধু একটা আর্টিকেলতো নয়–পুরো থিমটাই পিছিয়ে দিতে হবে। পুরো ম্যাগাজিনটা আবার তৈরি করতে হবে।"

একটু চুপ করে রইলো বার্গার, তারপর দিনের প্রথম ক্লান্ত হাসিটা হাসলো সে।

"তুমি কি ইস্টারের ছুটিটা মাটি করার পরিকল্পনা করছো, ম্যালিন? বললো সে। "আচ্ছা, বাদ দাও। আমরা যা করবো তা হলো...ম্যালিন, তুমি আর

আমি–আর ক্রিস্টার–আমরা বসে ড্যাগের ম্যাটেরিয়াল বাদ দিয়ে নতুন ইস্যুর পরিকল্পনা করবো। দেখা যাক জুনের ইস্যুর জন্য কয়েকটা আর্টিকেল নেয়া যায় কি না। ড্যাগের কাছ থেকে কয়টা ম্যাটেরিয়াল পেয়েছ তুমি, মিকাইল?"

"বারোটা অধ্যায়ের মধ্যে নয়টার চূড়ান্ত বিষয়বস্তু পেয়েছি। দশ আর এগারো অধ্যায়ের ড্রাফ্‌ট আছে আমার হাতে–ওগুলোর চূড়ান্ত কপিও ড্যাগ আমাকে পাঠিয়ে দেয়ার কথা–মেইলবক্স চেক করে দেখবো আমি–তবে বারো অধ্যায়ের শুধু আউটলাইন আছে আমার কাছে। ওটাই ছিলো পুরো বিষয়বস্তুর সারাংশ আর উপসংহার।"

"কিন্তু তুমি আর ড্যাগতো সবগুলো অধ্যায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছ, তাই না?"

"হ্যা, আমি জানি শেষ অধ্যায়ে সে কি লেখার পরিকল্পনা করেছিলো, তুমি যদি সেরকম কিছু বুঝিয়ে থাক।"

"ঠিক আছে, তুমি পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে বসবে–বই এবং আর্টিকেল দু'টোরই। আমি জানতে চাই কতটা বাদ আছে এবং আমরা সেটার ব্যবস্থা করতে পারবো কি না। তুমি কি আজকে একটা বস্তুনিষ্ঠ ধারণা দিতে পারবে?"

ব্লমকোভিস্ট মাথা নাড়লো।

"আমার মনে হয় পুলিশকে আমরা কি বলবো সেটা নিয়ে ও চিন্তা করা দরকার। আয়ত্বের মধ্যে যতটুকু সম্ভব, আমাদের সোর্সের সাথে করা চুক্তি ভঙ্গ না করে গোপনীয়তার সীমা কতটা লঙ্ঘন করতে পারবো। তোমার অনুমোদন ছাড়া *মিলেনিয়াম*-এর কেউ বাইরে কোন কিছু বলবে না।"

"এটা বেশ ভালো কথা," ব্লমকোভিস্ট বললো।

"তোমার কাছে ঠিক কি মনে হয় যে ড্যাগের বইটা এই হত্যাকান্ডর একটা মোটিভ হতে পারে?"

"অথবা মিয়ার থিসিসটা...জানি না। তবে আমরা এটা লুকিয়ে যেতে পারি।"

"না, আমরা পারি না। সবকিছু এক সুতায় গাঁথতে হবে।"

"কি একসাথে গাঁথবো।"

"তদন্তকে।"

"কোন তদন্ত?"

"আমাদের তদন্ত, বাদ দাও।" হঠাৎ বার্গারের কণ্ঠস্বর চড়লো। "ড্যাগ একজন সাংবাদিক এবং *মিলেনিয়াম*-এর হয়ে কাজ করতো সে। যদি চাকুরির জন্য সে খুন হয়, আমাকে তা জানতে হবে। তাই আমরা–এডিটরিয়ালের টিম–আমাদের খুঁজে বের করতে হবে কি ঘটেছে। এই দিকটা তুমি দেখবে, ড্যাগ আমাদের যে ম্যাটেরিয়াল দিয়েছে তাতে খুনের কোনো মোটিভ আছে কি না।" এরিকসনের দিকে ফিরলো সে। "ম্যালিন, একটা নতুন ইস্যুর জন্য আউটলাইন

করতে তুমি আমাকে সাহায্য কর তাহলে ক্রিস্টার আর আমি ড্রাফ্‌ট লেআউট করে ফেলবো। তবে তুমিতো থিম সংখ্যার জন্য ড্যাগ এবং অন্যান্য আরো আর্টিকেল নিয়ে কাজ করেছ। আমি চাই মিকাইলের পাশে থেকে হত্যাকান্ডের তদন্তকাজটা দেখবে তুমি।"

এরিকসন সায় দিলো।

"হেনরি, তুমি কি কাজ করতে পারবে আজ?"

"নিশ্চয়ই।"

"আমাদের বাকি কর্মীদের ডেকে এনে জানাও কি হয়েছে। তারপর পুলিশের কাছে গিয়ে দেখ কি করছে তারা। তাদের কাছ থেকে জেনে নাও কোনো প্রেস কনফারেন্স বা অন্য কিছু করতে যাচ্ছে কি না, সংবাদের শিরোনামে থাকতে হবে আমাদের।"

"আমি আগে সবাইকে ডকবো, তারপর বাড়ি গিয়ে গোসল করবো। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে ফিরবো আমি।"

"সারাদিন একে অন্যের সাথে যোগাযোগ রাখবো আমরা।"

"ঠিক, তোমার শেষ হয়েছে। একটা ফোন করতে হবে।"

হেডেবিতে হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার তার বাড়ির কাঁচের বারান্দায় বসে নাশতা করছিলো, তখনি ফোনটা বেজে উঠলো। ডিসপ্লেতে না তাকিয়েই ফোনটা ধরলো সে।

"গুড মর্নিং, হ্যারিয়েট," বললো ব্লমকোভিস্ট।

"হায় খোদা, আমি ভেবেছি তুমি সেরকম মানুষ যার আটটার আগে ঘুম ভাঙ্গে না।"

"আমি উঠি না, বিছানাতে যাবার সুযোগ পেলে। তবে গতরাতে আমি বিছানায় যেতে পারি নি।"

"কিছু হয়েছে কি?"

"তুমি খবর শোন নি? তারপর রাতে যা যা হয়েছে তার একটা বিবরণ দিলো ব্লমকোভিস্ট।"

"কি ভয়ঙ্কর। তুমি কিভাবে নিজেকে ঠিক রেখেছ?"

"জানতে চাওয়াতে ধন্যবাদ। এখন অনেকটা ভালো লাগছে। তোমাকে জানানোর কারণ হলো তুমি *মিলেনিয়াম*-এর একজন বোর্ড মেম্বার, তোমার জানা উচিৎ। আমার ধারণা খুব শিগগিরই কিছু রিপোর্টার খুঁজে বের করবে যে আমিই মিয়া আর ড্যাগকে পেয়েছি, তারা বিভিন্নরকম ধারণা থেকে মন্তব্য করবে, আর যদি

জানতে পারে যে ড্যাগ *মিলেনিয়াম*-এর জন্য আলোড়ন তোলার মত কিছু নিয়ে কাজ করছিলো, তারা প্রশ্ন করতে শুরু করবে।"

"তাই আমার প্রস্তুত থাকা দরকার বলে মনে কর তুমি। তো, আমার কি বলা উচিৎ?"

"সত্যি বলবে। কি ঘটেছে তাতো বললাম তোমায়। খুনের ঘটনায় তুমি কষ্ট পেয়েছ, তবে তুমি সম্পাদকীয় কাজে যুক্ত ছিলে না, তাই কোনোরকম ধারণাপ্রসূত কথা বলতে পারবে না তুমি। খুনের তদন্ত করা পুলিশের কাজ, *মিলেনিয়াম*-এর না।"

"সতর্ক করার জন্য ধন্যবাদ। আমি কি কিছু করতে পারি?"

"ঠিক এই মুহূর্তে না। তবে আমার যদি কিছু মনে হয় তোমাকে জানাবো।"

"বেশ। আর মিকাইল...আমাকে সবকিছু জানাবে, প্লিজ।"

অধ্যায় ১৩

বৃহস্পতিবার, মার্চ ২৪

জোড়া খুনের প্রাথমিক তদন্তের দায়িত্ব অফিসিয়ালি শুরু হয়েছে প্রোসিকিউটর রিচার্ড একস্ট্রমের ডেস্কে বৃহস্পতিবার সকাল ৭:০০টায়। আগের রাতে ডিউটি প্রোসিকিউটর ছিলো অপেক্ষাকৃত তরুণ এক আইনজীবি, সে উপলব্ধি করতে পেরেছিলো যে এন্সকেডের এই জোড়া খুন মিডিয়াতে সেনসেশন তৈরি করবে। তাই সে এ্যাসিস্ট্যান্ট কাউন্টি প্রোসিকিউটরকে ডেকেছে, পালাক্রমে ডেকে তুলেছে পুলিশের এ্যাসিস্ট্যান্ট কাউন্টি চিফকে। তারা একসাথে সিদ্ধান্ত নিয়েছে দায়িত্বটা আরো দক্ষ আর অভিজ্ঞ প্রোসিকিউটর রিচার্ড একস্ট্রম এর উপর দেবে।

হালকা পাতলা গড়ন, পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি উচ্চতার বেয়াল্লিশ বছরের একস্ট্রমের মাথায় ব্লন্ড চুল আর ছাগলা দাঁড়ি। সবসময় পরিপাটি পোশাক আর একটু উচু জুতা পরে থাকে সে। উপসালার এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোসিকিউটর হিসেবে সে তার ক্যারিয়ার শুরু করে, তারপর জাস্টিস মিনিস্ট্রিতে ইনভেস্টিগেটর হিসেবে নিয়োগ পেয়ে সেখানে সুইডেনের আইনকে ইইউ'র সাথে সমন্বয় রাখার কাজ করে। সেখানে চার বছর কাজ করে স্টকহোমে প্রোসিকিউটর হিসেবে যোগ দেয়। এখানে অনেক বড় বড় ডাকাতি আর সহিংস অপরাধ নিয়ে কাজ করেছে সে।

প্রশাসনের কাছে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট হিসেবে উল্লেখ থাকলেও আসলে একস্ট্রম কোনো পার্টি পলিটিক্সে আগ্রহী না। এমন কি যখন মিডিয়াতে সবার মনোযোগ পেতে শুরু করেছে সে, উচু তলার মানুষও তার দিকে দৃষ্টি দিতে আরম্ভ করেছে। আইনের নীতিমালা প্রয়োগের জন্য আরো পুলিশ ফোর্স দরকার- যারা এ'ধরণের কথা বলতো তাদের কাছ থেকে সে কোন সাপোর্ট পায় নি। আবার অন্যদিকে কোনো কেস পরিচালনার সময় হাতটা যদি নোংরাও করতে হয়, তাতে পিছ পা হয় না সে।

এন্সকেডের ঘটনার উপর একস্ট্রম ডিউটি অফিসারের কাছ থেকে ব্রিফিং পেয়েছে, সাথে সাথে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে এই ঘটনাটি মিডিয়াতে আলোড়ন তুলবে। নিহত দু'জনের একজন অপরাধ বিশেষজ্ঞ ও অপরজন সাংবাদিক-পরের জন হয় একস্ট্রমের ঘৃণা নয়তো ভালোবাসার বস্তু, নির্ভর করছে পরিস্থিতির উপর।

দ্রুত সে পুলিশের কাউন্টি চিফের সাথে টেলিফোনে কথা বলে নেয়। ৭:১৫তে আবার ফোনটা তুলে ক্রিমিনাল ইন্সপেক্টর ইয়ান বাবলাস্কিকে জাগিয়ে তুলে, সহকর্মীদের কাছে সে বাবল্ নামে পরিচিত। গতবছরের অনেকগুলো ওভারটাইম

জমে গিয়ে এবার বাবলাস্কি ইস্টারের ছুটি কাটাচ্ছিলো। তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে তক্ষুনি তাকে এঙ্গকেডের হত্যাকান্ডের তদন্তের জন্য ডাকা হলো।

তেইশ বছর বয়স থেকে ফোর্সের সঙ্গে থাকা বাবলাস্কির বয়স এখন বায়ান্ন। গত দশ বছরে সে তেত্রিশটা খুন বা মানুষ হত্যার তদন্ত কাজে অংশ নিয়েছে, এর মধ্যে সতেরোটার দায়িত্বে ছিলো সে যার চৌদ্দটার মীমাংসা হয়েছে, দুইটার তদন্তকাজ বন্ধ হয়ে গেছে মানে পুলিশ খুনিকে চিনলেও পর্যাপ্ত প্রমানের অভাবে তাকে ট্রায়ালে আনা যায় নি। আর একটার তদন্ত চলছে প্রায় ছয় বছর ধরে, বাবলাস্কি ও তার সহকর্মীরা ব্যর্থ হয়েছে। কেসটা হলো এক বিখ্যাত মাদকাসক্ত ট্রাবলমেকার তার নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ছুড়ির আঘাতে মারা গিয়েছিলো। বছরের পর বছর ধরে অপরাধস্থলে আলামত হিসেবে প্রায় ডজনখানেক লোকের আঙ্গুলের ছাপ আর ডিএনএ পড়ে আছে। বাবলাস্কি ও তার সহকর্মীরা ধরেই নিয়েছে নিহত লোকটার পরিচিত মাদকাসক্ত বন্ধু-বান্ধবের মধ্যেই খুনি লুকিয়ে আছে, তবে এতো অনুসন্ধানের পরও কেউ একজন পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে।

পরিসংখ্যানের দিক থেকে বাবলাস্কি ভালো অবস্থানে থাকলেও তার সহকর্মীরা তাকে একটু অন্যচোখে দেখে, এর একটা কারণ সে ইহুদি। কোন এক হলি দিবসে তাকে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ইহুদিদের বিশেষ টুপি পড়তে দেখে রিটায়ারের পরপর এক পুলিশ কমিশনার মন্তব্য করে যে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে এই টুপি পরা ঠিক না, তেমনিভাবে ডিউটির সময় পুলিশর টার্বান পরাটাও ঠিক না। এই বিষয়ে আর কোনো আলোচনা হয় নি। কোন এক সাংবাদিক মন্তব্যটা শুনে প্রশ্ন করতে শুরু করলে কমিশনার দ্রুত অফিসে চলে আসে।

সোদারের কংগ্রেগেশনের একজন হলো বাবলাস্কি, যথাযথ খাবার না পেলে সে সব্জি খেয়ে থাকে। তবে সে এতোটা অর্থোডক্স না যে সাবাথে কাজে যেতে অস্বীকৃতি জানাবে। তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলো সে যে এঙ্গকেডের হত্যাকান্ড একটা রুটিন তদন্তকাজ। ৮:০০টার সময় পৌছানোমাত্র একস্ট্রম তাকে পাশে বসালো।

"এটা মনে হচ্ছে খুব মর্মান্তিক একটা কাহিনী।" একস্ট্রম বললো। "দু'জন মানুষ যাদের গুলি করা হয়েছে তাদের একজন সাংবাদিক, অন্যজন তার সঙ্গী। শুধু তাই নয়, আরেকজন সাংবাদিক তাদের খুঁজে পেয়েছে।"

বাবলাস্কি মাথা নাড়লো, তার মানে কেসটা মিডিয়া থেকে ওয়াচ করা হবে।

"ক্ষতের মধ্যে আরেকটু লবণ দেয়ার মত ব্যাপার হলো যে সাংবাদিক তাকে পেয়েছে সে হচ্ছে *মিলেনিয়াম* ম্যাগাজিনের ব্লমকোভিস্ট।

"হুমম," বাবলাস্কি বললো।

"ওয়েনারস্ট্রম অ্যাফেয়ার এর জন্য সুপরিচিত।"

"খুনের মোটিভ সম্পর্কে কি জানা গেছে?"

"যতদূর মনে হয়ে, কিছুই না। নিহতদের কেউ আমাদের পরিচিত না। মনে

হয় বেশ শক্ত জুটি ছিলো তারা। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মহিলাটি তার ডক্টরেট পেতে যাচ্ছিলো। কেসটা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়ার মত।"

বাবলাস্কির কাছে সব হত্যাকান্ডই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পায় সবসময়।

"আমরা একটা টিম ঠিক করবো। আপনাকে দ্রুত কাজ করতে হবে আর আপনার যা যা লাগবে তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমার। ফাস্ট আর অ্যান্ডারসনকে পাবেন আপনি, হোমবার্গকেও। সে এখন রিক্সেবিতে খুনের মামলা দেখছে, তবে মনে হয় অপরাধী দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। প্রয়োজনে ন্যাশনাল ক্রিমিনাল পুলিশের সাহায্য নিতে পারেন।"

"সোনিয়া মোদিজ্জিকে চাই আমি।"

"সে কি একটু কম বয়সী হয়ে যায় না?"

বিস্মিত হয়ে ভ্রূ কপালে তুললো বাবলাস্কি।

"তার বয়স উনচল্লিশ, আপনার মতই বয়স, আর তাছাড়া সে খুবই মেধাবী।"

"ঠিক আছে, আপনি ঠিক করুন কে থাকবে টিমে, তবে জলদি করুন। এরইমধ্যে মিডিয়া আমাদের পেছনে উঠেপড়ে লেগেছে।"

বাবলাস্কি এটাকে অতিশয়োক্তি হিসেবে নিলো।

৯:০০টার আগে একটা মিটিং হওয়ার পরই আনুষ্ঠানিকভাবে তদন্তকাজ শুরু হলো, ইন্সপেক্টর বাবলাস্কি কাউন্টি পুলিশ হেডকোয়ার্টারের কনফারেন্স রুমে তার ট্রুপ একসাথে করলো। গ্রুপটা পর্যবেক্ষণ করে সে পুরোপুরি খুশি হলো না।

মোদিজ্জির উপরে তার সবচেয়ে বেশি আস্থা। বারো বছরের অভিজ্ঞতা মেয়েটার, তার মধ্যে চারটা সহিংস অপরাধ বিভাগে, এখানে বাবলাস্কি পরিচালিত অনেকগুলো তদন্তে সে নিয়োজিত ছিলো। সুচারু দক্ষতায় পদ্ধতি মেনে কাজ করে সে, আর বাবলাস্কি তার মধ্যে কৌশলগত তদন্তের জন্য মূল্যবান যে জিনিসটি দেখতে পেয়েছে তা' হলো : তার মধ্যে কল্পনাশক্তি আর মানুষের সাথে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা আছে। অদ্ভুত আর অসম্ভব যোগসূত্র যা অন্যরা মিস করে তা'ই খুঁজে পায় সে, এটা তদন্তকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক হিউমার আছে, বাবলাস্কি এটা পছন্দ করে।

জার্কার হোমবার্গকে টিমে পেয়েও খুশি সে। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী হোমবার্গের মধ্যে মোডিজির মত কল্পনাশক্তি নেই, তবে বাবলাস্কির মতে অপরাধস্থল অনুসন্ধানে পুরো সুইডিশ পুলিশ ফোর্সে সেরা সে। বছরের পর বছর তারা একসাথে অনেক তদন্তকাজ করেছে, বাবলাস্কি দেখেছে অপরাধস্থলে যদি মূল্যবান কিছু থেকে থাকে তবে সেটা হোমবার্গের চোখ এড়াবে না। তার প্রথম কাজই হলো এন্সকেডের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে কমান্ড নেয়া।

আটত্রিশ বছরের অ্যান্ডারসনের ছোট ছোট ব্লন্ড চুল দেখে দূর থেকে টাক মাথা মনে হবে। সম্প্রতি সে হার্ডিঞ্জ থেকে এসেছে, ওখানে গ্যাং ক্রিমিনালদের নিয়ে

কাজ করেছে সে। বাবলাস্কি তাকে কমই চেনে। কড়া মেজাজ আর কঠোর চরিত্রের জন্য তার খ্যাতি আছে। নিষ্ঠুরতার জন্য দশ বছর আগে অভিযুক্ত হয় সে, তবে একটা অনুসন্ধান তাকে সব অপরাধ থেকে রেহাই দিয়েছে।

১৯৯৯ সালের অক্টোবরে এক সহকর্মীসহ তাকে অ্যালবিতে পাঠানো হয় একজন সন্ত্রাসীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। পুলিশের কাছে লোকটি বেশ পরিচিত, কয়েক বছর ধরে সে তার অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের অন্য প্রতিবেশিদের ভয় দেখিয়ে আসছে। তকে জিজ্ঞাসাবাদে নেয়ার কারন নর্সবর্গে একটা ভিডিও স্টোরে ডাকাতি। অ্যান্ডারসন এবং তার কলিগের জিজ্ঞাসাবাদের সময় লোকটি ছুড়ি নিয়ে এসেছিলো, অ্যান্ডারসনের সহকর্মীর হাতে কয়েকটা আঘাত করে আর বাম উরু টুকরো করে দেয়, তারপর অ্যান্ডারসনকে আঘাত করার প্রস্তুতি নিলে পেশাজীবনে এই প্রথম সে তার অস্ত্র ব্যবহার করে। তিনটা গুলি ছুঁড়ে মারে সে, প্রথমটা সতর্ক করার জন্য, দ্বিতীয়টা মিস হয় আর তৃতীয়টা গিয়ে লাগে বুকের ঠিক মাঝখানে। কয়েক মিনিটের মধ্যে লোকটা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তদন্তে সে নির্দোষ প্রমান হয়, তবে তার যে অপবাদটা আছে সেটা আরো পোক্ত হয়েছে এ' ঘটনায়।

প্রথমে অ্যান্ডারসনের ব্যাপারে বাবলাস্কির দ্বিধা থাকলেও ছয় মাস পরে তার ক্রোধ বা নিন্দাকে উস্কে দেয়ার মত কিছু করে নি সে। বরং অ্যান্ডারসনের সুপ্ত প্রতিভায় বাবলাস্কি তাকে সম্মান করতে শুরু করে।

টিমের শেষ সদস্য সাতচল্লিশ বছর বয়সের হ্যান্স ফাস্ট, সহিংস অপরাধ নিয়ে কাজ করার পনেরো বছরের অভিজ্ঞতা। বাবলাস্কি তাকে নিয়ে পুরোপুরি সন্তুষ্ঠ নয়, ফাস্টের কিছু ভালো এবং একই সাথে মন্দ দিক আছে। ভালো দিক হচ্ছে তার অনেক অভিজ্ঞতা–অনেক জটিল তদন্ত কাজেও। আর খারাপ দিক হচ্ছে, সে খুব আত্ম-অহঙ্কারী আর বাছবিচারহীন ঠাট্টা মশকরা করে, বাবলাস্কি এতে খুব বিরক্ত হয়। তবে তদন্ত কাজে সে খুব দক্ষ। তাছাড়া সে অ্যান্ডারসনের জন্য ভালো একজন উপদেষ্ঠা যাকে দেখে মনে হয় না তার ব্যাক্তিত্বের ব্যাপারে আপত্তি আছে।

মিটিংএ ইন্সপেক্টর নাইবার্গকে ডাকা হয়েছে, আগের রাতে সাংবাদিক ব্লমকোভিস্টের স্বাক্ষাৎকার নিয়েছিলো সে। অপরাধস্থলে কি ঘটেছিলো তার বিবরণ নেয়ার জন্য মার্টেনসনকেও ডাকা হয়েছে। দু'জনই একদম বিপর্যস্থ, বাড়ি যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে, তবে নাইবার্গ অ্যাপার্টমেন্টের ছবি তুলতে পেরেছে এবং টিমের কাছে তা পৌছে দিয়েছে।

আধঘণ্টার মধ্যে পুরো ঘটনাটি পরিষ্কার হয়ে গেলো তাদের কাছে। বাবলাস্কি বললো : "অপরাধস্থলের ফরেনসিক পরীক্ষা এখনো চলছে, বিষয়টি মাথায় রেখেই ঘটনাটি সম্পর্কে আমরা যা ভাবছি তা হলো...এন্সকেডের অ্যাপার্টমেন্টে প্রতিবেশি বা অন্য কারো অগোচরে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি প্রবেশ করে ড্যাগ সিভেনসন এবং মিয়া জোহানসনকে হত্যা করে।

"আমরা এখনো জানি না," নাইবার্গ বললো, "যে বন্দুকটা পাওয়া গেছে সেটা খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র কি না, তবে এটা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার সহ ন্যাশনাল ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে আছে। আমরা বুলেটের টুকরো পেয়েছি–সিভেনসনকে যে গুলিটা করা হয় সেটা বেডরুমের দেয়ালে এখনো অক্ষত আছে। তবে জোহানসনকে করা গুলিটা এতো গুঁড়া গুঁড়া হয়ে গেছে যে সেটা মনে হয় না কোনো কাজে লাগবে।"

"ধন্যবাদ তথ্যের জন্য। কোল্ট ম্যাগনামতো কাউবয় পিস্তল যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোন সিরিয়াল নাম্বার কি পাওয়া গেছে?"

"এখনো না," মার্টেনসন বললো। "অপরাধস্থল থেকে সরাসরি বন্দুক আর গুলীর টুকরো এনএফএলে পাঠিয়েছি, আমার চেয়ে তারাই অস্ত্রের বিষয়টা ভালো সামলাতে পারবে।"

"বেশ। অপরাধস্থলে যাওয়ার সুযোগ হয় নি আমার, তবে আপনারাতো গেছেন। কি মনে হয় আপনাদের কাছে?"

দু'জনের কথা বলায় বৃদ্ধ সহকর্মীর সাথে ভিন্নমত পোষণ করলো নাইবার্গ।

"প্রথমে আমরা ভেবেছি কোন একজন বন্দুকধারি। দ্বিতীয়ত, এটা পূর্বপরিকল্পিত, নিখাদ আর সোজাসাপ্টা। আমার মনে হয়েছে কারো সুনির্দিষ্ঠ কারণ আছে সিভেনসনকে হত্যা করার পেছনে, আর সুচারুভাবেই সেটা করেছে সে।"

"কিসের ভিত্তিতে আপনার এটা মনে হলো?" জানতে চাইলো ফাস্ট।

"অ্যাপার্টমেন্টটা একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এখানে কোনো ধস্তাধস্তি বা ডাকাতির চিহ্ন নেই। মাত্র দুইটা গুলি করা হয়েছে। দু'জনকেই মাথায় গুলি করা হয়েছে। কাজেই এমন কেউ কাজটা করেছে যে বন্দুক চালাতে জানে।"

"বুঝতে পেরেছি আমি।"

"আমরা যদি অ্যাপার্টমেন্টটার একটা ছবি মনে মনে আঁকি...ঘটনাটা দাঁড় করাতে পারি এভাবে, সিভেনসনকে খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়, ক্ষতস্থানের চারপাশে পোড়া দাগ আছে। আমাদের অনুমান তাকে আগে গুলি করা হয়েছে, তারপর ডাইনিং টেবিলের কাছে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। বন্দুকধারি হলঘর বা লিভিংরুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।"

"প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে গুলি দু'টো করা হয়েছে। মিয়া জোহানসনকে একটু দূর থেকে গুলি করা হয়। সম্ভবত সে বেডরুমের ঢোকার পথে দাঁড়িয়েছিলো, বাম কানের নিচ দিয়ে গুলিটা ঢুকে ডান চোখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। তাকে বেডরুমে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে, বিছানায় ধাক্কা খেয়ে সে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে।"

"বন্দুক চালাতে পারে এমন কেউ গুলিটা করেছে।" ফাস্ট বললো।

"তার চেয়েও বেশি : বেডরুমে গিয়ে মেয়েটার মৃত্যু নিশ্চিত করেছে, এরকম কোন পায়ের ছাপ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। সে জানতো ঠিকমতই গুলি করেছে সে,

তারপর অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে চলে গেছে। কাজেই দু'টো গুলি, দু'টো মৃতদেহ, তারপর উধাও। ফরেনসিক রিপোর্টের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, তবে আমার ধারণা খুনি শিকারের গুলি ব্যবহার করেছে। সাথে সাথেই মৃত্যু ঘটেছে। নিহত দু'জনের শরীরে ভয়াবহ ক্ষত।"

টিমের সবাই চুপচাপ শুনে গেলো। কাউকে মনে করিয়ে দেয়ার দরকার নেই যে এটা একটা বিতর্কিত বিষয়। দুই ধরণের খুনি শিকারের গুলি আছে, শক্তটা পুরো ধাতব আবরণে মোড়া, সোজা গিয়ে শরীরে ঢুকে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষত তৈরি করে। আরেকটা নরম গুলি, শরীরে ঢুকে ব্যাপক ক্ষত সৃষ্টি করে। নয় মিলিমিটার ব্যাসের বুলেট আর কয়েক সেন্টিমিটার ব্যাসের বুলেটের মধ্যে পার্থক্য আছে, পরেরটাকে বলে শিকারের গুলি, এর বৈশিষ্ট হলো প্রচুর রক্তপাত ঘটায়। শিকারের শরীরে খুব দ্রুত গিয়ে আঘাত করে ব্যথাহীনভাবে, তাই একে অনেকটা মানবিক মনে করা হয়। তবে যুদ্ধের সময় এটা আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ, কারণ এরকম বুলেটের আঘাতে সৈন্য প্রায় সবসময় মারা যায়, যে দিক থেকেই আসুক না কেন।

যাই হোক, দুই বছর আগে বিজ্ঞের মত সুইডিশ পুলিশ খুনির শিকারের গুলি নিয়ে এসেছে, কেন তা পরিষ্কার নয়, তবে এটা একদম পরিষ্কার যে ২০০১ সালে গোতেবার্গে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গনাইজেশনের ডেমোন্সট্রেটর হ্যান্স ওয়েস্টবার্গ পাকস্থলীতে গুলিবিদ্ধ হয়, তাকে যদি এই অস্ত্র দিয়ে গুলি করা হতো সে আর বেঁচে থাকতে পারতো না।

"সুতরাং প্রশ্নাতিতভাবে উদ্দেশ্যটা ছিলো হত্যাকান্ড ঘটানো।" অ্যান্ডারসন বললো।

নাইবার্গ এবং মার্টেনসন সমর্থন জানালো।

"এখন আমাদের হাতে আছে কঠিন টাইম ফ্রেম," বালবাস্কি বললো।

"ঠিক তাই। গুলিটা করার পরপর খুনি অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে যায়, সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামে, অস্ত্রটা রাখে এবং তারপর রাতের অন্ধকারে উধাও হয়ে যায়। তার কয়েক সেকেন্ড পরই ব্লমকোভিস্ট আর তার বোন গাড়ি দিয়ে এসে রাস্তার উপর পার্ক করে । একটা সম্ভাবনা আছে খুনি বেসমেন্ট দিয়ে পালিয়েছে। আরেকটা এনট্রেন্স আছে উঠানের পেছনে লন দিয়ে যেটা রাস্তার সাথে সমান্তরালে হয়ে গেছে। তবে তার কাছে বেসমেন্টর চাবি থাকতে হবে।"

"খুনি এই রাস্তা দিয়ে গেছে তার কোনো প্রমান কি আছে?"

"না।"

"তাহলে কোনো বর্ণনা দেয়ার দরকার নেই," মোদিজি বললো। "কিন্তু সে অস্ত্রটা ফেলে গেলো কেন? এটা যদি সে সাথে নিতো অথবা একটু দূরে কোথাও ছুঁড়ে ফেলতো, তাহলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমরা সেটা খুঁজে পেতাম না।"

এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারলো না কেউ।

“ব্লমকোভিস্টের ব্যাপারে আমরা কি ভাবতে পারি?” ফাস্ট বললো।

“খুব কষ্ট পেয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই,” মার্টেনসন বললো। “তবে সে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করেছে। তকে মনে হয়েছে বেশ বিচক্ষণ, আর তাকে আমার বিশ্বস্ত মনে হয়েছে। তার বোন একজন আইনজীবি, ফোন কলটা নিশ্চিত করেছে, তারপর গাড়ি চালিয়ে গেছে সেখানে। আমার মনে হয় না সে জড়িত।”

“সে একজন বিখ্যাত সাংবাদিক,” মোদিজি বললো।

“কাজেই এটা মিডিয়া সার্কাসে রূপ নিতে যাচ্ছে,” বাবলাস্কি বললো। “যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটার সুরাহা করবেন। তো...জার্কার, তুমি অপরাধস্থল দেখবে আর অবশ্যই প্রতিবেশিদেরকেও। ফাস্ট, তুমি আর কার্ট নিহতদের তদন্ত করবে। তারা কে, কি নিয়ে কাজ করছিলো, তাদের বন্ধু-বান্ধব কারা, তাদের খুন করার পেছনে কার মোটিভ থাকতে পারে? সোনিয়া, আপনি আর আমি রাত থেকে প্রত্যক্ষ্যদর্শীরা যে বিবরণ দিয়েছে তা যাচাই করে দেখবো। তারপর আপনি সিভেনসন আর জোহানসন গতকাল সারাদিন কি কি করেছে তার তালিকা বানাবে। দুপুর ২:০০টার সময় আমরা এখানে একসাথে হবো।”

সিভেনসনের ডেস্কে ব্লমকোভিস্ট তার কাজ শুরু করলো। অনেকক্ষণ নিথর হয়ে বসে রইলো সে, তার কাজটা করতে যেন মন টানছে না।

সিভেনসনের নিজের ল্যাপটপ ছিলো এবং বেশিরভাগ কাজ সে বাড়িতেই করতো। *মিলেনিয়াম*-এ যে কম্পিউটার সে ব্যবহার করতো, একটা পাওয়ারম্যাক জিথ্রি, সেটা চালু করলো ব্লমকোভিস্ট। সিভেনসনের করা কাজের অনেকগুলো ম্যাটেরিয়ালই পেলো সে। ডেস্ক ড্রয়ারে তালা মারা তার সব কাজের সম্পূর্ণ ব্যাকআপ ডিস্কে রাখা আছে। সাধারনত প্রতিদিনই সে নতুন ম্যাটেরিয়াল আপডেট করে রাখে, তবে কয়েকদিন অফিসে না আসায় রবিবার রাত থেকে লেটেস্ট কপিটা আছে, তিন দিনের কপি নেই।

জিপ ডিস্কের একটা কপি করে সে তার অফিসে নিরাপদে রেখে দিলো। তারপর আসল ডিস্কের কনটেন্ট পড়ে দেখলো পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে। এতে ত্রিশটা ফোল্ডার আর অসংখ্য সাবফোল্ডার আছে। চার বছর ধরে সিভেনসনের করা পাচারের উপর গবেষণা। নামগুলো পড়ে দেখলো, সবচেয়ে সেন্সিটিভ যেটাতে সোর্সের নামগুলো সুরক্ষিত রেখেছে সিভেনসন। সোর্সের ব্যাপারে সে খুব সাবধান ছিলো–এ'ধরণের সবগুলো একটা ফোল্ডারে যাতে আছে ১৩৪টা ফাইল, বেশিরভাগ ফাইলই বেশ ছোট। সবগুলো ফাইল হাইলাইট করে ব্লমকোভিস্ট গুছিয়ে ফেললো। বার্ন প্রোগ্রামে সে ওগুলো নষ্ট করতে লাগলো, এতে শুধু ফাইলগুলো মুছেই যায় না, বাইটের পর বাইট ধ্বংস হয়ে যায়।

তারপর সিভেনসনের ই-মেইল খুললো। *মিলেনিয়াম*-এ তাকে নিজস্ব ইমেল এড্রেস দেয়া হয় যা সে অফিসে এবং বাসার ল্যাপটপে ব্যবহার করতো। আলাদা পাসওয়ার্ড থাকলেও সমস্যা নেই, কারণ ব্লমকোভিস্টের রাইট আছে তাতে প্রবেশ করার। সিভেনসনের ইমেইলের একটা কপি করে তা সিডিতে বার্ণ করলো সে।

এরপর সে নজর দিলো বিভিন্ন রেফারেন্স, নোট, প্রেস ক্লিপিং, কোর্টের রায় এবং অন্যান্য কাগজপত্রের পাহাড়সমান স্তুপের দিকে। খুব সাবধানে নাড়চাড়া করে যেটা দেখে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে ওগুলোর প্রতিটার কপি করে নিলো। তাতে দুই হাজার পৃষ্ঠা লেগে গেলো আর সময় নিলো তিন ঘণ্টা।

গোপন সোর্সের সাথে সংশ্লিষ্ট কাগজগুলো একদিকে রাখলো। চল্লিশ পৃষ্ঠা, সিভেনসনের তালামারা ডেস্ক থেকে দুইটা প্যাডের নোট থেকে এগুলো নেয়া। খামে ভরে ব্লমকোভিস্ট প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তার অফিসে নিয়ে এলো। অন্যান্য জিনিসপত্র যেগুলো সিভেনসনের প্রোজেক্টের অংশ, তা নিয়ে এলো ব্লমকোভিস্টের নিজের ডেস্কে।

কাজ শেষে একটা গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে সে সেভেন-ইলেভেনে গিয়ে এক কাপ কফি আর এক স্লাইস পিজা খেলো। ভুল করে ভাবলো যে পুলিশ যেকোন সময় এসে সিভেনসনের ডেস্ক ঘাটাঘাটি করবে।

সকাল ১০:০০টায় অপ্রত্যাশিতভাবে তদন্তের মোড় ঘুরে গেলো যখন বাবলাস্কি এস্কেকেডের হত্যাকান্ডের ব্যাপারে ন্যাশনাল ফরেনসিক ল্যাবরেটরির লেনার্ট গ্রানলুন্ডের ডাক পেলো।

"এতো জলদি?"

"আজ সকালে আমরা অস্ত্রটা পেয়েছি, আমি ভালোমত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছি, কিছু তথ্য আছে আমার কাছে যা আপনার আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে।"

"বেশ। বলুন কি বলতে চান আপনি।"

"অস্ত্রটা কোল্ট.৪৫ ম্যাগনাম, ১৯৮১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি হয়েছে। আমরা হাতের ছাপ এবং সম্ভাব্য ডিএনএ পেয়েছি–তবে সেটা পরীক্ষার জন্য একটু সময় লাগবে। যে দুইটা বুলেট ব্যবহৃত হয়েছে সেটাও দেখেছি আমরা। ঐ অস্ত্রটা থেকেই ছোঁড়া হয়েছে ওগুলো। কোন অপরাধস্থলের সিঁড়িতে যখন অস্ত্রটা পাওয়া যায়, সাধারনত তাই হয়ে থাকে। বুলেটগুলো একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, তবে তুলনা করার জন্য একটা টুকরো আছে আমাদের কাছে। যতটা মনে হয় এটা ঐ হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত অস্ত্রেরই।"

"একটা অবৈধ অস্ত্র, আমার ধারণা। কোনো সিরিয়াল নাম্বার আছে?"

"অস্ত্রটা একেবারে বৈধ। এটা একজন আইনজীবির, নিল এরিক বুরম্যানের,

১৯৮৩ সালে এটা কিনেছে সে। পুলিশ শুটিং ক্লাবের একজন সদস্য। ওডেনপ্লানের কাছে আপলান্ডসগাটানে থাকে সে।"

"কি বলছেন আপনি?"

"আমরা অস্ত্রে বেশ কিছু ছাপও পেয়েছি। দু'জন আলাদা ব্যক্তির ছাপ। আমরা ধারণা করতে পারি একটা হচ্ছে বুরম্যানের, যেহেতু যতদূর মনে হয় তার অস্ত্রটা বিক্রি বা চুরি যায় নি–তবে আমার কাছে এ'ব্যাপারে কোনো তথ্য নেই।"

"আহ্‌, বলা যায় আমরা একটা দিকনির্দেশনা পেয়েছি।"

"দ্বিতীয় সেটের জন্য আমরা রেজিস্টারে দেখেছি ডান উরু আর তর্জনির ছাপ।"

"কার সেটা?"

"একজন মহিলার, জন্ম ১৯৭৮ সালের ৩০ এপ্রিল। ১৯৯৫ সালে গামলা স্টানে এক আক্রমনের জন্য এই প্রিন্ট নেয়া হয়েছিলো।"

"তার নামটা কি আছে?"

"হ্যা, লিসবেথ সালান্ডার।

নাম আর সোশাল সিকিউরিটি নাম্বারটা লিখে নিলো বাবলাস্কি।

দেরিতে লাঞ্চ সেরে ব্লমকোভিস্ট সোজা তার অফিসে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো যাতে কেউ তাকে বিরক্ত না করে। সিভেনসনের ই-মেইল আর নোটের সব তথ্য নিয়ে কাজ করার মত সময় তার হাতে নেই। তাকে পুরো বই আর আর্টিকেলগুলো একদম নতুন করে পড়তে হবে, মাথায় রাখতে হবে যে লেখক বেঁচে নেই এবং জানার দরকার এমন কোনো কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না।

তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বইটা প্রকাশ করা হবে কি না। ম্যাটেরিয়ালে খুনের কোনো মোটিভ আছে কি না তাও বের করতে হবে। কম্পিউটার চালু করে কাজ শুরু করলো সে।

একস্ট্রমকে ডেকে বাবলাস্কি এনএফএলের অগ্রগতি সম্পর্কে জানালো। ঠিক হলো বাবলাস্কি আর মোদিজি এ্যাডভোকেট বুরম্যানকে ডেকে আনবে। তার সাথে কথা বলা, জিজ্ঞাসাবাদ বা গ্রেফতার–যেকোনোটাই হতে পারে। ফাস্ট আর অ্যান্ডারসন লিসবেথ সালান্ডারকে খুঁজে বের করে তার কাছে জানতে চাইবে কিভাবে তার হাতের ছাপ এলো হত্যাকান্ডের অস্ত্রে। বুরম্যানকে খুঁজে বের করা কোনো ব্যাপারই না, তার ঠিকানা ট্যাক্স রেকর্ড, অস্ত্র রেজিস্ট্রি এবং পরিবহন লাইসেন্স ডাটাবেসে আছে, এমন কি টেলিফোন বুকেও। বাবলাস্কি আর মোদিজি ওডেনপ্লানে রওনা দেয়, আপলান্ডসগাটানের বিল্ডিংএ পৌছানো মাত্র একজন তরুণ এসে হাজির হলো। যাহোক, ওটা একটা ধোঁকা ছিলো। বুরম্যানের দরজায় বেল

বাজালেও কেউ জবাব দিলো না। সেন্ট এরিক্সপ্লানে তার অফিসে গেলো তারা, একই ফলাফল।

"হয়তো কোর্টে গেছে," মোদিজি বললো।

"এস্কেডেতে দু'জন মানুষকে খুন করে হয়তো ব্রাজিলে চলে গেছে," বাবলাস্কি বললো। মোদিজি তার সহকর্মীর দিকে তাকালো। তার সঙ্গ পছন্দ করে সে। তার সাথে ফ্লার্ট করতে না পারার কিছু নেই, তবে সে দুই সন্তানের মা, তাছাড়া বাবলাস্কি ও সে দু'জনই বিবাহিত। বুরম্যানের সবচেয়ে নিকটস্থ প্রতিবেশি ডঃ নরম্যান, একজন ডেন্টিস্ট, এবং রুনি হাকানসন, আইনজীবি, তাদের পিতলের নেমপ্লেট থেকে জানতে পারলো তারা।

প্রথমে হাকানসনের কাছে গেলো।

"হ্যালো, আমি মোদিজি আর ইনি ইন্সপেক্টর বাবলাস্কি। আমরা পুলিশের লোক, আপনার পাশের বাসার বুরম্যানের সাথে একটু দরকার ছিলো। বলতে পারবেন তাকে কোথায় খুঁজে পেতে পারি?"

হাকানসন মাথা ঝাঁকালো। "আমি তাকে দেখি নি এর মধ্যে। দুই বছর আগে সে খুব অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর কম-বেশি প্রাকটিস বন্ধ করে দিয়েছিলো। দুই মাসে একবার তাকে দেখতাম আমি।"

"খুব বেশি অসুস্থ?"

"আমি ঠিক নিশ্চিত নই। সবসময় সে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতো, তারপর অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমার ধারনা ক্যান্সার। খুব বেশি চিনতাম না তাকে ।"

"তার ক্যান্সার হয়েছে এটা আপনার ধারণা নাকি আপনি জানেন?" মোদিজি বললো।

"হুঁ...না, আমি ঠিক নিশ্চিত না। তার এক সেক্রেটারি আছে, ব্রিট কার্লসন, অথবা নিলসন, এরকমই কিছু হবে। বয়স্ক এক মহিলা। তাকে বাদ দিয়ে দেয় সে, তার কাছেই শুনেছি সে অসুস্থ। ২০০৩ সালের এপ্রিলের ঘটনা। এই বছরের ডিসেম্বরের আগে তাকে দেখি নি আমি। দেখে মনে হয়েছে তার বয়স বেড়ে গেছে দশ বছর, শরীর শুকিয়ে গেছে, চুলও পেকেছে। এই আমার নিজস্ব উপলব্ধি।"

তারা অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে গেলো। এখনো কোনো জবাব নেই। মোবাইলটা নিয়ে বুরম্যানের নাম্বারে ডায়াল করলো বাবলাস্কি। অটোম্যাটেড ম্যাসেজে শোনা গেলো : আপনি যাকে ফোন করেছেন এই মুহূর্তে তাকে পাওয়া যাবে না, কিছুক্ষন পর আবার চেষ্টা করুন।

অ্যাপার্টমেন্টের নাম্বারে চেষ্টা করলো সে। দরজার অপরপাশে রিং হওয়ার একটা ক্ষীন আওয়াজ শোনা গেলো, একটা এ্যান্সারিং মেশিন ক্লিক করে উঠলো এবং ম্যাসেজ রেখে দেয়ার অনুরোধ জানানো হলো। দুপুর ১:০০টা বাজে।

"কফি?"

"বার্গার দরকার আমার।"

ওডেনপ্লানের বার্গার কিং এ গিয়ে মোদিজি একটা হোপার নিলো এবং বাবলাস্কি নিলো ভেজি বার্গার। তারপর তারা পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ফিরে এলো।

• • •

দুপুর ২:০০টা সময় প্রোসিকিউটর একস্ট্রম তার অফিসের কনফারেন্স টেবিলে মিটিং ডাকলো। জানালার পাশে বাবলাস্কি ও মোদিজি কাছাকাছি আসনে বসলো। দুই মিনিট পর অ্যান্ডারসন হাজির হয়ে তাদের বিপরীতে বসলো। পেপার কাপে কফি নিয়ে ট্রে হাতে ঢুকলো হোমবার্গ। এন্সকেডেতে গিয়ে একটু ঘুরে দেখে এসেছে সে।

"ফাস্ট কোথায়?" একস্ট্রম জানতে চাইলো।

"সে ওয়েলফেয়ার এজেন্সিতে আছে। পাঁচ মিনিট আগে ফোন দিয়ে জানিয়েছে একটু দেরি হবে তার," অ্যান্ডারসন বললো।

"আমরা শুরু করে দেই। কি পেলাম আমরা?" কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই একস্ট্রম শুরু করলো। বাবলাস্কিকে প্রথম জিজ্ঞেস করলো।

"নিল বুরম্যানকে খুঁজেছি আমরা, বাড়িতে বা অফিসে কোথাও নেই সে। তার বিল্ডিংএর আরেকজন আইনজীবির মতে দুই বছর আগে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং প্রাকটিস প্রায় বন্ধ রাখে।"

মোদিজি বললো : বুরম্যানের বয়স পঞ্চান্ন, ক্রিমিনাল রেজিস্টারে নাম নেই। মূলত একজন ব্যবসা-সংক্রান্ত আইনজীবি। এর বাইরে তার সম্পর্কে আর কিছু গবেষণা করতে পারি নি আমি।"

"তবে এন্সকেডেতে যে বন্দুক ব্যবহৃত হয়েছে সেটা তার।"

"ঠিক। তার লাইসেন্সও আছে এবং সে পুলিশ শুটিং ক্লাবের সদস্য," বাবলাস্কি বললো। "ক্লাবের চেয়ারম্যান গুনারম্যানের সাথে কথা বলেছি আমি, বুরম্যানকে চেনে সে। ১৯৭৮ সালে যোগ দেয়ার পর ১৯৮৪ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত কোষাধ্যক্ষ ছিলো সে। বুরম্যানকে একজন দক্ষ পিস্তলবাজ হিসেবে বর্ণনা করেছে গুনারম্যান, শান্ত আর ধীরস্থির, কোন ফাজলামোর ধারে কাছে নেই।"

"বন্দুক আসক্ত একজন মানুষ?"

"গুনারম্যান মনে করে বুরম্যান শ্যুটিং এর চাইতে ক্লাব লাইফে বেশি আগ্রহী ছিলো। প্রতিযোগিতা করতে পছন্দ করলেও কখনো জয়ী হয় নি। মানে সে কোনো বন্দুকবাজ না। ১৯৮৩ সালে সুইডিশ চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়ে তেরোতম হয়। গত দশ বছর ধরে সে শ্যুটিং প্রাকটিস বাদ দিয়ে দিয়েছে, শুধু বার্ষিক সভা বা এই জাতীয় কিছুতে তাকে দেখো যেতো।"

"তার কি অন্য কোনো অস্ত্র আছে?"

"শুটিং ক্লাবে যোগ দেয়ার পর থেকে তার কাছে চারটা বন্দুক আছে, একটা কোল্ট, একটা বেরেটা, একটা স্মিথ এবং ওয়েসন, আর র‍্যাপিডের প্রস্তুতকৃত একটা প্রতিযোগিতার পিস্তল। অন্য তিনটা দশ বছর আগে ক্লাবের মধ্যেই বিক্রি করে দেয়ার পর লাইসেন্স অন্য সদস্যদের কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে।"

"আর আমাদের কোন ধারণাই নেই সে কোথায় আছে।"

"ঠিক তাই। তবে আমরা তাকে খুঁজতে শুরু করেছি আজ সকাল ১০:০০টা থেকে। হয়তো সে জুরগার্ডেনে কাজে গেছে অথবা হাসপাতালে বা অন্যকোথাও।"

ঠিক তখন ফাস্ট এলো হাঁপাতে হাঁপাতে।

"দেরি হওয়ার জন্য দুঃখিত। আমি কি ভেতরে আসতে পারি?"

একস্ট্রম হাত তুলে বললো, "আমার অতিথি হও।"

"লিসবেথ সালান্ডার খুব মজার একটা চরিত্র। আজ সকালটা আমি সমাজ কল্যাণ এজন্সি আর গার্জেনশিপ এজেন্সিতে পার করলাম।" লেদার জ্যাকেটটা খুলে চেয়ারের পেছনে ঝুলিয়ে দিলো সে। তারপর বসে নোটবুক খুললো।

"গার্জেনশিপ এজেন্সি?" ভ্রু কুঁচকে বললো একস্ট্রম।

"মহিলাটা খুব বিকারগ্রস্ত," ফাস্ট বললো। "তাকে অক্ষম ঘোষণা করে কারো অধীনে রাখা হয়েছে। বলুনতো কে তার গার্জেন?" একটু বিরতি দিয়ে সে বললো। "নিল বুরম্যান, এন্সকেডের খুনে যার অস্ত্রও ব্যবহৃত হয়েছে।"

এই কথায়ে ফাস্ট যেরকম অনুমান করেছিলো ঠিক তেমনই প্রভাব পড়লো সবার মাঝে। আরো পনেরো মিনিট ধরে সে সালান্ডার সম্পর্কে যা যা জেনেছে তা বর্ণনা করলো।

ফাস্টের কথা শেষ হলে একস্ট্রম বললো, "এক কথায়, আমরা অস্ত্রে এমন এক মহিলার হাতের ছাপ পেয়েছি যে কৈশোর থেকেই মানসিকভাবে অসুস্থ, পতিতা হিসেবে জীবন-যাপন করেছে, জেলা কোর্ট থেকে অক্ষম বলে ঘোষনা দেয়া হয়েছে তাকে, আর ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডে তার প্রবনতার ব্যাপারে নথিপত্র আছে। আমাদের জানা দরকার সে আসলে কি কাজ করে বেড়ায়।"

"প্রাথমিক স্কুলে পড়ার সময় থেকেই তার সহিংস ঘটনা ঘটানোর রেকর্ড আছে," ফাস্ট বললো। "তাকে আসলেই একটা সাইকো বলে মনে হচ্ছে।"

"তবে এন্সকেডের এই দম্পতির সাথে যতদূর মনে হচ্ছে কোনো সংযোগ পাওয়া যাচ্ছে না।" টেবিলের উপর আঙ্গুল দিয়ে টোকা মারতে মারতে বললো একস্ট্রম। "এই জোড়া খুনের নিষ্পত্তি করা খুব কঠিন কিছু হবে না। সালান্ডারের ঠিকানা পেয়েছি আমরা?"

"সোদারমামের লুন্ডাগাটানে। ট্যাক্স রেকর্ড অনুযায়ী সে মিল্টন সিকিউরিটি থেকে আয় করে থাকে?"

"খোদার কসম সে ওখানে কি কাজ করে?"

"জানি না। কয়েক বছর ধরে বেশ ভালো আয় করছে সে। হয়তো ওখানে পরিচ্ছন্নতার কাজ বা অন্যকিছু করে থাকে।"

"হুমম, আমরা ওটা খতিয়ে দেখবো। এখন তাকে খুঁজে বের করা দরকার।" একস্ট্রম বললো।

"ধীরে ধীরে সবকিছু নিয়ে কাজ করবো আমরা," বাবলাস্কি বললো। "তবে এখন আমাদের একজন সন্দেহভাজন আছে। হ্যান্স, তুমি আর কার্ট লুন্ডাগাটানে গিয়ে সালান্ডারকে নিয়ে আসবে। তবে সাবধান–তার কাছে অন্য কোনো অস্ত্র আছে কি না আমরা সেটা জানি না, আর সে কতটা বিপজ্জনক তাও জানি না।"

"আচ্ছা।"

"বাবল," একস্ট্রম বললো, "মিলটন সিকিউরিটির প্রধান হচ্ছেন ড্রাগন আর্মানস্কি। কয়েক বছর আগে তার সাথে দেখা হয়েছিলো আমার। তার অফিসে গিয়ে সালান্ডার সম্পর্কে ব্যাক্তিগত খোঁজ-খবর নিন। আপনি বরং ছুটির পরে তার সাথে দেখা করুন।"

বাবলাস্কিকে দেখে একটু বিরক্ত মনে হচ্ছে, এর একটা কারণ একস্ট্রম তার ডাকনাম ব্যবহার করেছে, আরেকটা কারণ তার অনুরোধটা নির্দেশের মত শোনা গেছে। সে বললো,

"মোদিজি, বুরম্যানকে খোঁজা অব্যাহত রাখুন। প্রত্যেক প্রতিবেশির কাছে যান। তাকে খুঁজে বের করাটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি আমি।"

"ঠিক আছে।"

"সালান্ডার এবং এন্সকেডের দম্পতিদের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে বের করতে হবে। খুনের সময় সালান্ডারকে এন্সকেডেতে থাকার কারণ জানতে হবে। জার্কার, মেয়েটার কিছু ছবি যোগাড় করে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংএর সবাইকে দেখাও, আজ রাতের মধ্যেই। সাহায্যের জন্য আরো কয়েকজনকে সাথে নাও।"

একটু থেমে বাবলাস্কি মাথার পেছনে চাপড় দিয়ে বললো,

"ধ্যাৎ, ভাগ্য সহায় হলে আজ রাতেই এটার মীমাংসা করে ফেলতে পারবো–আমার মনে হচ্ছে আজ রাতটা হবে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর।"

"আরেকটা ব্যাপার," একস্ট্রম বললো। "মিডিয়া থেকে আমাদের চাপ দেয়া হবে নির্ঘাত। ৩:০০টার সময় একটা প্রেস কনফারেন্সের জন্য কথা দিয়েছি আমি। প্রেস অফিস থেকে কাউকে দিলে আমি এটা সামলে নিতে পারবো। আমার ধারণা আপনাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে চাইবে অনেক সাংবাদিক। সালান্ডার অথবা

বুরম্যান সম্পর্কে আমরা যতক্ষণ সম্ভব কোন কিছু বলবো না।"

আরমানস্কি আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি যাবে বলে ঠিক করেছে। আজ ইস্টারের আগের বৃহস্পতিবার, ইস্টারের ছুটি উপলক্ষে সে তার স্ত্রীসহ ঠিক করেছে তাদের ব্লিদোর কেবিনে যাবে। বৃফকেসটা মাত্র বন্ধ করে কোটটা গায়ে দিয়েছে, তখনি রিসেপসনিস্ট ইন্টারকমে জানায় যে ক্রিমিনাল ইন্সপেক্টর বাবলাস্কি তার সাথে দেখা করতে চায়। বাবলাস্কিকে চেনে না আরমানস্কি, তবে একজন সিনিয়ার পুলিশ অফিসার এসেছে তার অফিসে, কাজেই সে কোট খুলে ফেললো। কারো সাথে দেখা করার ইচ্ছা না থাকলেও মিল্টন সিকিউরিটি পুলিশকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। করিডোরের কাছে এলিভেটরে বাবলাস্কির সাথে দেখা করলো সে।

"দেখা করার জন্য ধন্যবাদ। আমার বস প্রেসিকিউটর একস্ট্রম আপনাকে অভিনন্দন জানিয়েছে।" বাবলাস্কি বললো।

হাত মেলালো তারা।

"একস্ট্রম–তার সাথে কয়েকবার কাজ করেছি আমি। বেশ কয়েক বছর আগে। একটু কফি খাবেন?"

কফি মেশিনের সামনে গিয়ে আরমানস্কি দুই কাপ কফি ঢেলে জানালার পাশে বসলো তারা।

"আরমানস্কি...রাশিয়ান? আমার নামের শেষেও স্কি আছে।" বাবলাস্কি বললো।

"আমার পরিবার আর্মেনিয়া থেকে এসেছে। আপনার?"

"পোল্যান্ড।"

"আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?"

নোটবুকটা বের করলো বাবলাস্কি। আমি এন্সকেডের হত্যাকান্ডের ঘটনার তদন্ত করছি। আজকের খবরটা শুনেছেন নিশ্চয়ই?"

হালকা মাথা নাড়লো সে।

"একস্ট্রম বললো আপনি বিচক্ষণ ব্যক্তি।"

"আমার অবস্থানের কাউকে পুলিশকে সহায়তা করতেই হয়। আমি যেকোনো বিষয় গোপন রাখতে পারি, আপনারা যদি তা চান।"

"বেশ। আমরা একজনকে খুঁজছি যে একসময় আপনার এখানে কাজ করতো। লিসবেথ সালান্ডার। তাকে চেনেন আপনি?"

আরমানস্কির পেটে একদলা সিমেন্ট যেন মোচড় দিয়ে উঠলো। কিন্তু চেহারার অভিব্যক্তি পরিবর্তন হলো না তার।

"আপনারা সালান্ডারকে কেন খুঁজছেন?"

"তদন্তের স্বার্থে তাকে আমাদের দরকার বলতে পারেন।"

আরমানস্কির পেটে সিমেন্টের দলাটা আরো বড় হচ্ছে। তার সারা শরীরে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে যেন। সালান্ডারের সাথে প্রথম দেখা হওয়ার দিন থেকে তার মধ্যে তীব্র এক অনুভূতি হয়েছে যে মেয়েটার দিকে কোন অশুভ কিছু ধেয়ে আসছে, তবে ওকে তার ভিকটিম মনে হয়েছে সবসময়, আসামী নয়। এখনো সে কোন আবেগ প্রদর্শন করলো না।

"আপনি লিসবেথকে এন্সকেডের ঘটনায় সন্দেহ করছেন? আমি কি আপনার কথা বুঝতে পেরেছি ঠিকমত?"

একটু ইতস্তত করে মাথা নাড়লো বাবলাস্কি।

"তার ব্যাপারে কি বলবেন আপনি?"

"কি জানতে চান আপনি?"

"প্রথমত, তাকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে?'

"সে লুন্ডাগাটনে থাকে, ঠিকানাটা একটু দেখতে হবে আমার। তার একটা মোবাইল নাম্বার আছে আমার কাছে।"

"ঠিকানা আছে আমাদের কাছে। মোবাইল নাম্বারটা কাজে লাগবে।"

ডেস্কে গিয়ে আরমানস্কি নাম্বারটা দেখে জোরে জোরে বললো, বাবলাস্কি তা টুকে নিলো।

"আপনার এখানে কাজ করতো?"

"ওর নিজের ব্যবসা আছে। ১৯৯৮ সালের আগে প্রায় দেড় বছর আমি তাকে মাঝে মাঝে ফ্রিল্যান্স এ্যাসাইনমেন্ট দিতাম।"

"কি ধরণের কাজ সে করতো এখানে?"

"গবেষণা।"

নোট বুক থেকে চোখ তুললো বাবলাস্কি।

"গবেষণা?"

"আরো ভালোভাবে বললে ব্যাক্তিগত তদন্তকাজ।"

"একটু...আমরা কি ঐ মেয়েটার কথাই বলছি? আমরা যে লিসবেথ সালান্ডারের কথা জানি সে স্কুল পাশ করে নি এবং তাকে অক্ষম বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।"

"এখন আর তারা 'অক্ষম' বলে না," শান্তকণ্ঠে বললো আরমানস্কি বললো।

"এখন তারা কি বলে না বলে তা বলছি না আমি। ঐ মেয়েটা সম্পর্কে যে রেকর্ড দেখেছি তাতে সে খুবই তারছেঁড়া আর গন্ডগোলপ্রিয়। তার সোশাল ওয়েরফেয়ার এজন্সি থেকে বলা হয়েছে যে নব্বইয়ের শেষদিকে সে পতিতাবৃত্তি করতো। তার রেকর্ডে কোথাও পাওয়া যায় না যে সে কোন ভালো কাজ করতো।"

"ফাইলের লেখা আর মানুষের কথা এক নয়।"

"তার মানে আপনি বলছেন মিলটন সিকিউরিটির জন্য কাজ করার মতো যোগ্য সে।"

"শুধু তাই নয়, আমার দেখা সবচেয়ে সেরা গবেষক সে।"

কলমটা রেখে ভ্রু কুঁচকালো বাবলাস্কি।

"আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে তার জন্য আপনার সম্মান আছে।"

নিজের হাতের দিকে তাকালো আরমানস্কি। প্রশ্নটা যেন রাস্তু উপর কাঁটাতারের বেড়ার মত। সালান্ডারকে নিয়ে তার সবসময় ভয় ছিলো ডেকোন সময় মেয়েটা কোন বিপদে পড়বে, কিন্তু এভাবে জোড়া খুনের মত ঘটনায় নিজেকে জড়াবে ভাবে নি। কিন্তু তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কি জানে সে? সম্প্রতি তার অফিসে সালান্ডারের আসার কথা মনে পড়লো তার, সে বলেছিলো তার অনেক টাকা আছে এবং কোন চাকুরির প্রয়োজন নেই তার।

সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হলো সালান্ডারের কাছ থেকে নিজেকে এবং সর্বোপরি মিল্টন সিকিউরিটিকে দূরে রাখা। তবে সালান্ডার তাহলে সবচেয়ে একাকী ব্যক্তিতে পরিণত হবে।

"তার দক্ষতার ব্যাপারে আমার সম্মান আছে। স্কুল রেজাল্ট বা ব্যক্তিগত রেকর্ডে আপনি তা খুঁজে পাবেন না।"

'তাহলে আপনি তার ব্যাকগ্রাউন্ড জানেন।"

"সে একটা গার্জেনশিপ এজেন্সির অধীনে ছিলো এবং তার তার বেড়ে ওঠাটা বেশ অস্বাভাবিক, হ্যা এটা জানি।"

"আপনি এখনো তাকে বিশ্বাস করেন?"

"আমি কেন তাকে বিশ্বাস করি সংক্ষেপে তা'ই বললাম।"

"একটু ব্যাখ্যা করবেন, প্লিজ।"

"তার আগের গার্জেন হোলার পামগৃন পুরনো জে.এফ. মিল্টনের আইনজীবি ছিলো। টিনেজার বয়সে তাকে পালক নেয় সে এবং আমাকে বলে তার জন্য একটা চাকুরি দিতে। শুরুতে তাকে আমি চিঠিপত্র দেখা আর ফটোকপি করা, ইত্যাদির জন্য রাখি। কিন্তু তার অবিশ্বাস্য মেধা দেখে আপনি ভুলে যাবেন যে তার পতিতাবৃত্তির রেকর্ড আছে। ওটা বাজে কথা। কৈশোরে লিসবেথের খুব কঠিন সময় গেছে এবং নিঃসন্দেহে সে একটু জংলী ছিলো–তবে আইন ভাঙ্গার মত কিছু সে করে নি কখনো। পতিতাবৃত্তি হতো সম্ভবত ওর জন্য শেষ কাজ।"

"তার এখনকার গার্জেনও একজন আইনজীবি, নাম নিল বুরম্যান।"

"তার সাথে কখনো দেখা হয় নি আমার। দুই বছর আগ পামগৃনের সেরেব্রাল হেমারেজ হলে লিসবেথ এখানকার কাজকর্ম বাদ দিয়ে দেয়। দেড় বছর আগে সে শেষ কাজটা করে।"

"তাকে আপনি কাজ থেকে বাদ দিলেন কেন?"

"এটা আমার ইচ্ছায় হয় নি। সে'ই সব যোগাযোগ বন্ধ করে বিদেশে উধাও হয়ে যায়। কোন ব্যাখ্যা পর্যন্ত করে নি।"

"বিদেশে উধাও?"

"এক বছর আগে যায় সে।"

"এটা ঠিক না। গত এক বছরের মাসিক রিপোর্ট পাঠিয়েছে বুরম্যান যার কপি কুংসোলহোমেনে আছে।"

কাঁধ উপরে তুলে আরমানস্কি হাসলো।

"শেষ কবে তাকে দেখেছেন আপনি?"

"ফেব্রুয়ারীর শুরুতে। হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হয়ে আমার সাথে দেখা করে। গত বছরটা সে দেশের বাইরে কাটিয়ে এসেছে, এশিয়া আর ক্যারিবিয়ান দেশে ঘুরে বেরিয়েছে।"

"মাফ করবেন, আমার একটু ধন্ধ লাগছে এখানে, আমি যেটা জানতে পেরেছি এই লিসবেথ সালান্ডার মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, স্কুল পাশ করে নি আর গার্জেনশিপের অধীনে আছে। আর আপনি আমাকে বলছেন সে একজন ব্যতিক্রমধর্মী গবেষক, নিজের ব্যবসা আছে এবং এক বছর ছুটি কাটিয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানোন মত প্রচুর টাকা কামায়, তার গার্জেনদের সতর্কচক্ষু ছাড়াই। ঠিক মেলানো যাচ্ছে না।"

"সালান্ডারের ক্ষেত্রে কোনকিছুই ঠিক মেলানো যায় না।"

"আমি কি জানতে পারি, তার ব্যপারে আপনার সম্যক ধারণা কি?'

একটু ভাবলো আরমানস্কি, তারপর বললো : "আমার দেখা সবচেয়ে বিরক্তিকর আর অপরিবর্তনীয় একজন মানুষ সে।"

"অপরিবর্তনীয়?"

"সে যা করতে চায় না তা করবে না অন্যরা তার ব্যাপারে কি ভাবছে তার পরোয়া করে না সে। সাংঘাতিকরকম দক্ষ সে। আর আমার দেখা যত মানুষ আছে সে ত দের কারো মত নয়।"

"সে কি ভারসাম্যহীন?"

"ভারসাম্যহীন বলতে আপনি কে বোঝাচ্ছেন?"

"ঠাণ্ডা মাথায় দু'জন মানুষকে খুন করতে পারবে সে?"

আরমানস্কি দীর্ঘক্ষণ চুপ করে থাকলো। "আমি দুঃখিত। এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো না। আমি একটা ছিদ্রান্বেষী। আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেক মানুষের ভেতরে অন্যকে খুন করার প্রবনতা আছে। হতাশা বা ঘৃণা কিংবা নিজেকে বাঁচানোর জন্য।"

"সম্ভাবনাকে কোনভাবেই আপনি বাদ দিচ্ছেন না।"

"কোন বিশেষ কারণ ছাড়া লিসবেথ সালান্ডার কিছু করে না। কাউকে যদি সে

খুন করে থাকে তবে নিশ্চয়ই সে কোন বিশেষ কারণ খুঁজে পেয়েছে বলেই তা করেছে। কিসের ভিত্তিতে আপনি ভাবছেন যে সে এই খুনের সাথে জড়িত?"

বাবলাস্কির দিকে তাকালো আরমানস্কি।

"এটা কি আমরা গোপন রাখতে পারি?"

"অবশ্যই পারি।"

"খুনের অস্ত্রটা তার গার্জেনের এবং সালান্ডারের আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া গেছে তাতে।"

দাঁতে দাঁত চাপলো আরমানস্কি, বেশ উল্লেখযোগ্য প্রমানই বটে।

"রেডিওতে শুধু খুনের ঘটনাটা শুনেছি আমি। কেন ঘটেছে এটা? ড্রাগের জন্য?"

"সে কি মাদকের সাথে সংশ্লিষ্ট আছে?"

"আমি সেরকম কিছু জানি না। তবে, যেটা বলেছি, কৈশোরে সে খুব খারাপ সময়ের ভেতর দিয়ে গেছে। মাতাল অবস্থায় কয়েকবার সে গ্রেফতার হয়েছে। তার রেকর্ড দেখে আপনি বুঝবেন সে ড্রাগের সাথে জড়িত কি না।"

"খুনের মোটিভ আমরা জানি না এখনো। তারা দু'জন বেশ ভালো দম্পতি ছিলো। মেয়েটা অপরাধবিশেষজ্ঞ, কিছুদিনের মধ্যে ডক্টরেট পেয়ে যেত, আর ছেলেটা একজন সাংবাদিক। ড্যাগ সিভেনসন আর মিয়া জোহানসন। নাম দু'টো কি চেনা মনে হয়?"

আরমানস্কি মাথা ঝাঁকালো।

"লিসবেথ সালান্ডারের সাথে তাদের যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা করছি আমরা।"

"আমি তাদের কথা কখনো শুনি নি।"

বাবলাস্কি উঠে দাঁড়ালো। "সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। খুব চমৎকার আলাপ হলো আপনার সাথে। জানি না কতটা বিজ্ঞ আমি এ'ব্যাপারে, তবে আশা করবো কথাগুলো আমরা নিজেদের মধ্যে রাখবো।"

"অবশ্যই।"

"প্রয়োজন হলে আবার আসবো, আর যদি সালান্ডারের সাথে দেখা হয়..."

"নিশ্চয়ই," আরমানস্কি বললো।

হাত মেলালো তারা, দরজা দিয়ে বের হতে গিয়ে থামলো বাবলাস্কি।

"সালান্ডারের সাথে চেনাজানা আছে এমন কাউকে চেনেন আপনি?"

"তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। শুধু সেই বৃদ্ধ গার্জেন, হোলার পামগৃন, এর্স্টাতে একটা নার্সিং হোমে আছে সে। ফিরে আসার পরে তার সাথে দেখা করতে পারে সে।"

"এখানে কাজ করার সময় কোন অতিথি ছিলো না তার? কারো কোনো রেকর্ড কি আছে?"

"না। সে বাড়িতেই কাজ করতো আর রিপোর্ট জমা দেয়ার জন্য আসতো শুধুমাত্র। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ক্লায়েন্টের সাথেও দেখা করতো না। সম্ভবত..." আরমানস্কি কি যেন চিন্তা করে থামলো।

"কি?"

"একজন মানুষের সাথে তার যোগাযোগ থাকতে পারে, একজন সাংবাদিক, দুই বছর আগে তার সাথে পরিচয় হয় তার। দেশের বাইরে থাকার সময় ভদ্রলোক তার খোঁজ করেছিলো ।"

"একজন সাংবাদিক?"

"তার নাম মিকাইল ব্লমকোভিস্ট। ওয়েনারস্ট্রম অ্যাফেয়ারের কথা মনে আছে আপনার?'

আস্তে করে আরমানস্কির অফিসে ফিরে এলো বাবলাস্কি।

"এই দু'জন মানুষকে এন্সকেডেতে খুঁজে পেয়েছে ব্লমকোভিস্ট। সালান্ডারের সাথে এই নিহতদের যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করলেন আপনি।"

আবারো আরমানস্কির পেটে ব্যথা শুরু হলো।

অধ্যায় ১৪

বৃহস্পতিবার, মার্চ ২৪

আধঘণ্টার মধ্যে আরো তিনবার নিল বুরম্যানকে মোবাইলে চেষ্টা করলো মোদিজি। প্রতিবার সেই একই ম্যাসেজ সাবস্ক্রাইবারকে এখন পাওয়া যাবে না।

৩:৩০ এ ওডেনপ্লানে গিয়ে সে দরজার বেল চাপলো। আরো একবার, কোনো জবাব নেই। বিশ মিনিট সে অ্যাপার্টমেন্টের সবাইকে এক এক করে জিজ্ঞেস করলো বুরম্যান কোথায় আছে কেউ জানে কিনা।

অ্যাপার্টমেন্টের উনিশজনের মধ্যে এগারোজনই নেই, আসলে এখন কারো বাসায় যাবার জন্য সঠিক সময় না, তাছাড়া ইস্টারের ছুটির আগে কাউকে পাবার সম্ভাবনাও কম। যাদের পাওয়া গেলো তারা সবাই খুব সহযোগীতাপরায়ণ। পাঁচজন বুরম্যান সম্পর্কে বলেছে পঞ্চম তলার লোকটা বেশ ভদ্র, নম্র, ভালো মানুষ। সে কোথায় আছে এটা বলতে পারে নি কেউ। তবে মোদিজি কোনোভাবে উদ্ধার করতে পেরেছে যে বুরম্যান তার ঘনিষ্ঠ এক প্রতিবেশি, ব্যবসায়ী, নাম সিওমান, তার বাড়িতে গেছে। তবে কোন বাসায় সেটা তারা বলে নি।

হতাশ হয়ে মোদিজি তার মোবাইলে আবারো বুরম্যানকে ফোন করলো, বুরম্যানের এ্যান্সারিং মেশিনে আরো একবার ফোন করলো। তার নামটা বলে ফোন নাম্বারটা দিয়ে মোদিজি তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফোন করতে বললো।

বুরম্যানের বাসার সামনে এসে একটা নোট লিখলো তাকে ফোন করার জন্য। তার বিজনেস কার্ডটাও চিঠির বাক্সে ফেলে রাখলো। মাত্র ঢাকনাটা লাগাতে যাবে তক্ষুনি বাসার ভেতর থেকে টেলিফোন বাজার শব্দ শুনলো সে। ঝুঁকে চারবার রিং হতে শুনলো। এ্যান্সারিং মেশিনটা ক্লিক করলো কিন্তু কোনো ম্যাসেজ শুনতে পেলো না সে।

ঢাকনাটা বন্ধ করে সে দরজার দিকে তাকালো। ঠিক কি কারণে হাতলটা ঘুরিয়েছে বলতে পারবে না, তবে তাকে অবাক করে দিয়ে দরজাটা খুলে গেলো। ধাক্কা দিয়ে খুলে সে হলের দিকে উকি মারলো।

"হ্যালো," সাবধানে কথাটা বলে কান পাতলো সে। কোন আওয়াজ নেই। হলে ভেতর এক পা বাড়িয়ে ইতস্তত করলো সে। এই বাসা সার্চ করার কোনো ওয়ারেন্ট নেই তার কাছে, ভেতরে ঢোকারও অধিকার নেই তার। বামদিকে তাকিয়ে লিভিংরুমে দৃষ্টি বোলালো সে। মাত্র বেরিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঠিক তখন তার চোখ পড়লো হল টেবিলের দিকে। একটা কোল্ট ম্যাগনাম পিস্তলের বক্স।

হঠাৎ মোদিজ্জির খুব অস্বস্তি হতে লাগলো। জ্যাকেটটা খুলে অস্ত্রটা বের করলো, এর আগে কমই সে এটা বের করেছে।

লিভিংরুমে ঢোকার সময় সেফটি ক্যাচটা খুলে বন্দুকটা মেঝের দিকে তাক করলো। কিছুই দেখলো না সে, তবে তার আশংকা বাড়তে লাগলো। পেছনে এসে কিচেনে উঁকি দিলো। খালি। করিডোর দিয়ে গিয়ে বেডরুমের দরজা ধাক্কা দিলো সে।

বুরম্যানের নগ্ন দেহটা বিছানার অর্ধেকটা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে। হাঁটুজোড়া মেঝেতে। যেন সে প্রার্থনার জন্য ঝুঁকে আছে।

দরজা থেকেই মোদিজ্জি বুঝতে পারছে লোকটা মৃত। মাথার পেছন থেকে গুলি করে তার কপালে অর্ধেকটা উড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

অ্যাপার্টমেন্টের দরজাটা লাগিয়ে দিলো মোদিজ্জি। রিভলভারটা হাতে ধরা অবস্থায়ই সে মোবাইলটা নিয়ে ইন্সপেক্টর বাবলান্স্কিকে ফোন করলো। তাকে পেলো না। পরে প্রোসিকিউটর একস্ট্রমকে ফোন করলো সে। ৪:১৮ বাজে তখন।

লুন্ডাগাটানের বিল্ডিংএ এসে ফাস্ট প্রবেশ দরজায় তাকালো, ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলো ৪:১০ বাজে।

কেয়ারটেকারের কাছ থেকে এন্ট্রি কোড নিয়ে এরই মধ্যে তারা বিল্ডিংএ ঢুকে দরজার নেমপ্লেটটা দেখছে, লেখা সালান্ডার-উ। অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর থেকে কোনো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না, বেলের জবাব দিচ্ছে না কেউ। গাড়িতে ফিরে এসে এমন এক জায়গায় সেটা পার্ক করলো যেন দরজার দিকে নজর রাখা যায়।

গাড়ি থেকে তারা ফোনে জানতে পারলো যে লুন্ডাগাটানের অ্যাপার্টমেন্ট সম্প্রতি যার নামে চুক্তি করা হয়েছে সে মিরিয়াম উ, ১৯৭৪ সালে জন্ম এবং এর আগে থাকতো সেন্ট এরিকসপ্লানে।

গাড়ির ওয়্যারল্যাসের উপর টেপ দিয়ে আটকানো আছে সালান্ডারের একটা পাসপোর্ট সাইজ ছবি, ফাস্ট জোরে চেঁচিয়ে বললো তাকে একটা কুত্তি মনে হচ্ছে।

"যত্তসব, বেশ্যাগুলো সবসময়ই দেখতে জঘণ্য হয়। তাকে ধরার ব্যাপারে তোমার আরো তৎপর হওয়া দরকার।"

অ্যান্ডারসন মুখ বন্ধ করে রাখলো।

৪:২০ এ তারা বাবলান্স্কির ফোন পেলো, সে আরমানস্কির অফিস থেকে *মিলেনিয়াম*-এর অফিসে রওনা দিয়েছে। ফাস্ট আর অ্যান্ডারসনকে লুন্ডাগাটানে নজর রাখা অব্যাহত রাখতে বললো সে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সালান্ডারকে আনা যেতে পারে, তবে এটা মনে রাখতে হবে যে প্রোসিকিউটর মনে করে না এন্সকেডের খুনের সাথে সালান্ডার জড়িত।

"ঠিক আছে," ফাস্ট বললো, "বাবলের মতে প্রোসিকিউটর চাচ্ছে কাউকে গ্রেফতারের আগে স্বীকারোক্তি বের করতে।"

অ্যান্ডারসন কিছুই বললো না। নির্বিচারে তারা সকল প্রতিবেশির আসা-যাওয়ার দিকে নজর রাখতে লাগলো।

৪:৪০ এ প্রোসিকিউটর একস্ট্রম ফাস্টের মোবাইলে ফোন করলো।

"ঘটনা ঘটেছে। আমরা বুরম্যানকে তার অ্যাপার্টমেন্টে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পেয়েছি। চব্বিশ ঘণ্টা আগে সে মারা গেছে।"

ফাস্ট তার সিটে বসে বললো, "বুঝেছি, এখন আমাদের কি করা উচিৎ?"

"সালান্ডারের ব্যাপারে আমি একটা সতর্কবাণী জারি করছি। তিনটা খুনের জন্য তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে। দেশব্যাপী এই সতর্কাবস্থা চারি করা হবে। তাকে বিপজ্জনক এবং সশস্ত্র অবস্থায় আছে বলে মনে করছি।"

"আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি।"

"লুন্ডাগাটানে একটা সশস্ত্রবাহিনী পাঠাচ্ছি, তারা অ্যাপার্টমেন্টটার ভেতরে গিয়ে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করবে।"

"বুঝেছি।"

"বাবলাস্কির সাথে যোগাযোগ হয়েছে তোমার?'

"সে *মিলেনিয়াম*-এ আছে।"

"মনে হয় ফোন বন্ধ করে রেখেছে। তুমি কি একটু চেষ্টা করে দেখবে, তাকে জানিয়ে দেবে বিষয়টা?"

ফাস্ট আর অ্যান্ডারসন একে অপরের দিকে তাকালো।

"প্রশ্নটা হচ্ছে, মেয়েটাকে পেলে কি করবো?" অ্যান্ডারসন বললো।

"যদি একা থাকে তবে তো ভালোই, আমরা তাকে তুলে আনবো। মেয়েটা সাংঘাতিকরকমের পাগল আর খুনের নেশায় পেয়েছে তাকে। অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে আরো অস্ত্র থাকতে পারে।"

ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পাণ্ডুলিপিগুলো বার্গারের টেবিলে রাখলো ব্লমকোভিস্ট, তারপর জানালার পাশে চেয়ারে গা টা এলিয়ে দিয়ে গটগাটানের দিকে তাকিয়ে রইলো। সারাটা বিকেল সে সিভেনসনের অসম্পূর্ণ বইটা কি করা যেতে পারে তা সিদ্ধান্ত নিতে নিতে পার করে দিয়েছে।

মাত্র কয়েক ঘণ্টা হলো সিভনসন মারা গেছে, এরই মধ্যে তার প্রকাশক তার ফেলে যাওয়া কাজ নিয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েছে। বাইরে থেকে যে কেউ ভাবতে পারে এটা অস্বাভাবিক আর ঠাণ্ডা মাথার কাজ, কিন্তু ব্লমকোভিস্ট ব্যাপারটা সেভাবে দেখছে না। তার নিজেকে একেবারে নিরূপায় লাগছে। এটা এমন অনুভূতি যা সব

রিপোর্টার বা পত্রিকার সম্পাদক ভালোকরেই জানে, চরম বিপদের সময় কেবল এই অবস্থা হয় ।

অন্য মানুষেরা যখন শোক প্রকাশ করছে, তখন পত্রিকার লোকদের দেখাতে হয় দক্ষতা। আর প্রচন্ড দুঃখ পাওয়ার পরও *মিলেনিয়াম*-এর টিমকে তাদের ইস্টারের আগের বৃহস্পতিবারটা পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য কাজে ডুবে যেতে হয়েছে।

ব্লমকোভিস্টের বেলায় এটা না বললেও চলে, সে আর সিভেনসন একই ধরণের বলা যায়, আর সিভেনসনও একই কাজ করতো যদি তাদের ভূমিকাটা হতো একদম উল্টো। নিজে নিজে সে জানতে চাইতো ব্লমকোভিস্টের জন্য কি করা উচিৎ। পান্ডুলিপির মধ্য দিয়ে সিভেনসন একটা দায় রেখে গেছে যার ভেতরে আছে একটা বোমা ফাটানোর মত কাহিনী। চার বছর ধরে সে এটা নিয়ে কাজ করেছে : তার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে যে কাজটা করেছে সেটা সে সম্পূর্ণ করতে পারে নি।

আর সে *মিলেনিয়াম*কে বেছে নিয়েছে এই কাজের জন্য ।

ওলোফ পামের খুনের সাথে তুলনা করলে ড্যাগ সিভেনসন আর মিয়া জোহানসনের হত্যাকান্ডকে জাতীয় শোকের মত ব্যাপার বলা যাবে না, আর তদন্তের কাজটাও সেরকম হবে না। কিন্তু *মিলেনিয়াম*-এর কর্মীদের কাছে কষ্টটা অনেক বেশি–তারা ব্যক্তিগত ভাবে শোক পেয়েছে–তাছাড়া মিডিয়াতে সিভেনসনের বেশ বড় নেটওয়ার্ক আছে যারা তাদের সব প্রশ্নের জবাব জানার জন্য দাবী জানাবে।

তবে এখন ব্লমকোভিস্ট আর বার্গারের দায়িত্ব হলো বইটা শেষ করা, আর এই প্রশ্নের জবাব জানা কারা তাদের খুন করেছে? কেন?

"অসম্পূর্ণ লেখাগুলো আমি শেষ করতে পারবো না," ব্লমকোভিস্ট বললো। "অসম্পাদিত অধ্যায়গুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে হবে আমাকে আর ম্যালিনকে, দেখতে হবে কোথায় আরো কাজ করা দরকার। এর জন্য সবার আগে যা করা দরকার তাহলো ড্যাগের নোটগুলো ফলো করা, কিন্তু চতুর্থ আর পঞ্চম অধ্যায়ে একটু সমস্যা আছে, এগুলো বেশির ভাগ মিয়ার ইন্টারভিউএর উপর লেখা। একটা দু'টো ব্যতিক্রম ছাড়া ড্যাগ সোর্সের ব্যাপারে বলে নি, আমার মনে হয় তার থিসিসটা আমরা প্রাথমিক সোর্স বলে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করতে পারি।"

"শেষ অধ্যায়টার কি অবস্থা?"

"ড্যাগের আউটলাইনটা আছে আমার কাছে, আর আমাদের মাঝে এটা নিয়ে এতো কথাবার্তা হয়েছে যে আমি জানি সে এই অধ্যায়ে কি লিখতে চেয়েছিলো। আমার প্রস্তাব হচ্ছে এখানে সারাংশটা দিয়ে 'পরিশেষে' বলে এখানে তার যুক্তিগুলো তুলে ধরা।"

"ভালোইতো। তবে আমি দেখে দিতে চাই। তার মুখ দিয়ে কোনো কথা

বলাতে পারি না আমরা।"

"তাতে কোনো ভয় নেই। আমার নিজস্ব মতামত দিয়ে আমি এটা স্বাক্ষর করে দেবো। বিস্তারিত থাকবে কিভাবে সে এই বইটা লিখতে শুরু করেছে, গবেষণা করেছে এবং মানুষ হিসেবে সে কেমন ছিলো। গত কয়েকমাসে প্রায় ডজনখানেক আলাপ-আলোচনায় সে কি বলেছে তাও উল্লেখ করবো আমি। তার ড্রাফটে এমন অনেক উক্তি আছে যা আমি উল্লেখ করতে পারবো। মনে হয় এটাকে বেশ ভালো একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবো আমি।"

"আমি ভিষণভাবে চাই এই বইটা প্রকাশ হোক," বার্গার বললো।

সে ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছে ব্লমকোভিস্ট তা ঠিকই বুঝলো।

রিডিং গ্লাসটা ডেস্ক থেকে নিয়ে বার্গার মাথাটা ঝাঁকালো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ফ্লাস্ক থেকে দুই কাপ কফি ঢেলে ব্লমকোভিস্টের উল্টোদিকে বসলো।

"এর পরিবর্তে যে সংখ্যাটা বের করবো তার লেআউট নিয়ে আমি আর ক্রিস্টার বসেছিলাম। এর জন্য আমরা দুইটা আর্টিকেল ঠিক করেছি এখান থেকে আর বাকিগুলো ফ্রিল্যান্স ম্যাটেরিয়াল দিয়ে ভরতে হবে। তবে এর মধ্য থেকে একটু, ওর মধ্য থেকে আরেকটু এভাবেই এটা করতে হচ্ছে, বিশেষ কোন ফোকাস থাকছে না।"

কিছুক্ষণ তারা চুপ করে বসে রইলো।

"তুমি কি খবরটা শুনেছ?" বার্গার বললো।

"না শুনি নি, তারা কি বলবে আমি জানি।"

"প্রতিটা রেডিও স্টেশনে এটা টপ স্টোরি। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে কেন্দ্রিয় পার্টির রাজনৈতিক আন্দোলনের খবর।"

"তার মানে হচ্ছে দেশে তেমন কিছু হচ্ছে না।"

"পুলিশ এখনো তাদের নাম প্রকাশ করছে না, তাদেরকে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে সুখি দম্পতি হিসেবে। কেউ এটাও বলছে না যে তাদেরকে খুঁজে বের করেছ তুমি।"

"আমি বাজি ধরে বলতে পারি এটা গোপন রাখার জন্য তারা সবকিছু করবে। অন্তত এটা আমাদের জন্য ভালোই হলো।"

"পুলিশ কেন এটা করবে?"

"কারণ তদন্তকারিরা মূলত মিডিয়া সার্কাস ঘৃণা করে। আমার ধারণা আজ রাতে বা কাল সকালের মধ্যে কিছু একটা ধরা পড়বে।"

"পাগল আর বাচ্চাদের মত কথা।"

"আমরা আর বাচ্চা নই, রিকি। গতরাতে আমাকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তখনই এটা মনে হয়েছিলো আমার। পুলিশ ইন্সপেক্টরকে দেখে মনে হয়েছে মেয়েটা স্কুলে গেলেই পারতো।"

ম্লান হাসি হাসলো বার্গার। কাল রাতে কয়েক ঘন্টা ঘুম হয়েছে তার, তবে সে অনুভব করছে। এখনো যেকোনো সময় সে সুইডেনের সবচেয়ে বড় দপত্রের এডিটর ইন চিফ হয়ে যেতে পারে সে। না-এখন এই খবরটা কাভিস্টতে জানানো যাবে না।

"একটু আগে হেনরি ফোন করেছিলো। তদন্তকাজের প্রাথমিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব একস্ট্রম আজ বিকেলে প্রেস কনফারেন্সের মত করেছিলো।"

"রিচার্ড একস্ট্রম?"

"হ্যা, তুমি তাকে চেন?"

"রাজনৈতিক চামচা। মিডিয়া সার্কাসের জন্য মার্কামারা। বিষয়টা ব্যাপক রনা পাবে।"

"আচ্ছা, সে বলেছে এরই মধ্যে নাকি পুলিশ বেশ কিছু নিদর্শন পেয়ে গেছে আশা করছে শিগগিরই কেসটা সমাধান করে ফেলবে। এর বাইরে সে বেশি বলে নি। তবে বস্তুতই সেখানে রিপোর্টারদের ভীড় লেগে গেয়েছিলো।"

চোখটা রগড়ে নিলো ব্লমকোভিস্ট। "আমি কোনোভাবেই মিয়ার মৃত দেহের মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি না। ইশ, মাত্রই ওদের সাথে জানাশোনাটা হলো।"

"কিছু উন্মাদ লোক--"

"জানি না, সারাদিন আমি এটা নিয়ে ভেবেছি।"

"কি নিয়ে?"

"মিয়াকে পাশ থেকে গুলি করা হয়, তার ঘাড়ের পাশে গুলিটা ঢুকেছে আর য়েছে কপাল দিয়ে। ড্যাগকে সামনাসামনি গুলি করা হয়েছে। কপাল দিয়ে টা ঢুকে মাথার পেছন দিয়ে বেরিয়ে গেছে। মত্রি দু'টো গুলি, এটা কোনো দগ্রস্ত মাথামোটা লোকের কাজ না।"

চিন্তিত হয়ে বার্গার তার সঙ্গীর দিকে তাকালো। "তাহলে এটা কি ছিলো?"

"এটা যদি এলাপাথাড়ি গুলি না হয়ে থাকে, এখানে কোনো মোটিভ ছিলো। যতই ভাবছি ততোই মনে হচ্ছে এই পান্ডুলিপিটা একটা ভালো মোটিভ হতে া।" বার্গারের ডেস্কে রাখা কাজগুলোরদিকে ব্লমকোভিস্ট ঈঙ্গিত করলো। র ওগুলোর দিকে তাকিয়ে তার দিকে তাকালে পরস্পর চোখাচোখি হলো। তো এটা শুধুই একটা বই নয়, হয়তো তারা অনেকদূর পর্যন্ত হানা ছিলো...জানি না...কেউ হয়তো হুমকীর মুখে পড়ে গিয়েছিলো।"

"তারপর কাউকে ভাড়া করেছে। মিকি, এটা আমেরিকান ছবির মালমশলা। বইটা শোষনকারীদের উপর, ব্যবহারকারীদের উপর লেখা। এতে পুলিশ সার, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিকদের নাম আছে...তাহলে তাদের একজন খুন ছে ড্যাগ আর মিয়াকে?"

"জানি না, রিকি। তবে তিন সপ্তাহের মধ্যে আমাদের প্রেসে যেতে হবে পাচারের উপর সবচেয়ে সাংঘাতিক কিছু নিয়ে যা এর আগে সুইডেনে আর কখনোই হয় নি।"

ঠিক সেই সময় এরিকসন এসে দরজায় নক করে মাথাটা বাড়িয়ে দিলো। বাবলাস্কি নামে একজন ইন্সপেক্টর দেখা করতে চায়।

বার্গার আর ব্লমকোভিস্টের সাথে হাত মেলালো বাবলাস্কি, তারপর আরেকটা চেয়ারে বসে পড়লো। ব্লমকোভিস্টকে লক্ষ্য করলো সে, গর্তে ঢোকা চোখে একদিনের দাঁড়ি গজানো একটা মুখ।

"কোনো অগ্রগতি হয়েছে কি?" জানতে চাইলো ব্লমকোভিস্ট।

"হয়তো। আমি শুনেছি আপনি এই দম্পতিকে গতরাতে এন্সকেডের অ্যাপার্টমেন্টে খুঁজে পেয়েছেন এবং পুলিশকে জানিয়েছেন। তবে আমি চাইবো আপনি এ'সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিত বলবেন।"

"কি জানতে চান আপনি?"

"এতোরাতে কিভাবে আপনি সিভেনসন আর জোহানসনের সাথে দেখা করতে গেলেন?"

"এটা ঠিক বিস্তারিত না, একটা পুরো উপন্যাস হতে পারে।" ক্লান্ত হাসি হাসলো ব্লমকোভিস্ট। "আমি আমার বোনের বাড়িতে ডিনার পার্টিতে গিয়েছিলাম। সেখানে সিভেনসন আমাকে ফোন কের জানায় যে সে বৃহস্পতিবার অর্থাৎ আজ অফিসে আসতে পারবে না, কিন্তু তার কিছু ছবি দেয়ার কথা ছিলো আর্ট ডিরেক্টরকে পৌছে দেয়ার জন্য। না আসতে পারার কারণ হচ্ছে মিয়া ঠিক করেছে সে তার বাবা-মার সাথে দেখা করতে যাবে এবং আজ সকালেই তারা রওনা দিতে চেয়েছিলো। সে বলেছিলো কাউকে দিয়ে ছবিগুলো আমার কাছে রাতে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু আমি তার কাছে থাকায় বললাম বোনের বাড়ি থেকে ফেরা পথে আমিই ছবিগুলো নিয়ে নেবো।"

"তো, আপনি ছবিগুলো নেয়ার জন্য এন্সকেডে গিয়েছিলেন।"

"হ্যা।"

"সিভেনসন আর জোহানসনের হত্যাকান্ডের কোনো মোটিভ সম্পর্কে আপনি বলতে পারবেন?"

ব্লমকোভিস্ট আর বার্গার একে অন্যের দিকে তাকালো। কোনো কথা বললো না।

"কি সেটা?" বাবলাস্কি জানতে চাইলো।

"আমরা এটা নিয়ে আজ আলোচানা করেছি। একটু দ্বিমত আছে আমাদের মাঝে। না, ঠিক দ্বিমত না–আমরা ঠিক নিশ্চিত নই। আমরা ধারণাপ্রসূত মন্তব্য করতে পারবো না।"

"আমাকে বলুন।"

ব্লমকোভিস্ট তার কাছে সিভেনসনের বইয়ের বিষয়বস্তু বললো, আর কিভাবে সে আর বার্গার আলাপ করছিলো এর সাথে খুনের ঘটনার সংযোগ থাকার বিষয়ে। একটু শান্ত হয়ে বসলো বাবলাস্কি, তথ্যটা হজম করলো।

"তাহলে ড্যাগ সিভেনসন পুলিশ অফিসারদের স্বরূপ উন্মোচন করতে যাচ্ছিলো?'

কথোপাথনের অন্যদিকে মোড় নেয়ার বিষয়টা তার পছন্দ হচ্ছে না, কল্পনা করতে পারছে কিভাবে মিডিয়াতে 'পুলিশ ট্রেইল' হৈ চৈ ফেলে দিবে আর জন্ম দেবে ষড়যন্ত্র তত্ত্বের।

"না, সে অপরাধীদের তুলে ধরতে যাচ্ছিলো, তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন ছিলো পুলিশ অফিসার। আমার নিজের পেশারও কয়েকজন আছে, সাংবাদিক নামধারী।" ব্লমকোভিস্ট বললো।

"আপনি এগুলো প্রকাশ করতে চাচ্ছেন এখন?"

ব্লকোভিস্ট বার্গারের দিকে ঘুরলো।

"না," বার্গার বললো। "আজ সারাদিন আমরা পরবর্তি সংখ্যাটা নিয়ে কাজ করেছি। সম্ভাবনা আছে সিভেনসনের বইটা ছাপানোর, তবে আসলে কি ঘটেছে সেটা না জানা পর্যন্ত নয়, বইটার আরো কিছু কাজ করতে হবে। আমাদের দুই বন্ধুর খুনের তদন্তের জন্য ক্ষতিকর কিছু করবো না আমরা, যদি সেরকম কোনো ভয় পেয়ে থাকেন আপনি।"

"সিভেনসনের ডেস্কটা একটু দেখতে হবে আমাকে, তবে ম্যাগাজিনের সম্পাদকীয় অফিস হিসেবে সম্পূর্ণ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে হয়তো সেন্সিটিভ কিছু থাকতে পারে।"

"ড্যাগের সব ম্যাটেরিয়াল তার ল্যাপটপে আছে," বার্গার বললো।

"আমি তার ডেস্ক দেখেছি, কিছু ডকুমেন্ট পেয়েছি আমি যাতে সোর্স চিহ্নিত করা আছে যারা অজ্ঞাতে থাকতে চেয়েছে। সবকিছু পরীক্ষা করার স্বাধীনতা আপনার আছে। তার ডেস্কের জিনিসপত্রের উপর আমি একটা নোট নিয়েছি কিছু স্পর্শ না করে বা না সরিয়ে। তবে সমস্যাটা হচ্ছে বইটা প্রকাশ হবার আগে এর কনটেন্টগুলো গোপন রাখতে হবে। পুলিশ ফোর্সের মধ্যে লেখাগুলো যাতে না ছড়ায় সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, কারণটা হলো একজন বা দু'জন পুলিশকে ফাঁসাতে যাচ্ছি আমরা।"

ধ্যাৎ, বাবলাস্কি ভাবলো। সকালবেলা সরাসরি আমি এখানে এলাম না কেন? সে শুধু মাথা নেড়ে কথা ঘুরিয়ে দিলো।

"আচ্ছা, খুনের সাথে সংশ্লিষ্ট একজন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে চাই। আমার বিশ্বাস তাকে আপনি চেনেন। আমি জানতে চাই একজন মহিলা যার নাম লিসবেথ

সালান্ডার, তার সম্পর্কে আপনি কি বলবেন।"

কয়েক মুহূর্ত ব্লমকোভিস্টকে দেখে খাড়া প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত লাগলো। বাবলাস্কি খেয়াল করলো বার্গার তার সহকর্মীর দিকে তীক্ষ্ম চোখে তাকিয়েছে।

"এখন আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।"

"আপনি লিসবেথ সালান্ডারকে চেনেন?"

"হ্যা, তাকে চিনি আমি।"

"কিভাবে চেনেন?"

"আপনি কেন জানতে চাচ্ছেন?"

বাবলাস্কির বিরক্ত লাগছে, কিন্তু সে বললো,"খুনের সাথে সংশ্লিষ্টতার জন্য তার স্বাক্ষাৎকার নেবো আমি। কিভাবে চেনেন তাকে?"

"কিন্তু...কিছু বুঝতে পারছি না। লিসবেথ সালান্ডারের সাথে ড্যাগ সিভেনসন বা মিয়া জোহানসনের কোনো সংযোগ নেই।"

"সময়ের সাথে সাথে আমরা তা প্রতিষ্ঠা করবো।" ধৈর্যের সাথে বাবলাস্কি এটা বললো। "কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব পাই নি। লিসবেথ সালান্ডারকে আপনি কিভাবে চেনেন?"

গালে চাপড় দিয়ে চোখটা রগড়ে নিলো ব্লমকোভিস্ট, মাথায় নানা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। শেষমেষ বাবলাস্কির দিকে তাকালো সে। "দুই বছর আগে একদম ভিন্ন একটা প্রোজেক্টের জন্য গবেষণার কাজে তাকে নিয়োগ দেই আমি।"

"কি প্রোজেক্ট ছিলো সেটা?"

"আমি দুঃখিত, এ'ব্যাপারে আমার দেয়া কথা আমায় রাখতে হবে। ড্যাগ সিভেনসন বা মিয়া জোহানসনের জন্য বিন্দুমাত্র কাজে লাগবে না এই তথ্য। আর কাজটা শেষ হয়ে গেছে।"

যখন কেউ কোনো হত্যা তদন্তে কিছু না বলার দাবী জানায়, বাবলাস্কির ব্যাপারটা ভালা লাগে না, তবে ব্যাপারটা সে আপাতত এড়িয়ে গেলো।

"সালান্ডারকে আপনি শেষ কবে দেখেছেন?"

কিছু বলার আগে ব্লমকোভিস্ট একটু চুপ থাকলো।

"বলছি। দুই বছর আগে শরতে তার সাথে আমার দেখা হতো। ঐ বছরের খৃস্টমাসে তার সাথে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। তারপর সে উধাও হয়ে যায় শহর থেকে। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে তাকে দেখি নি, মাত্র এক সপ্তাহ আগে তাকে দেখি আমি।"

ভ্রু কপালে তুললো বার্গার। বাবলাস্কি বুঝলো এটা তার কাছে নতুন খবর।

"তাকে কোথায় দেখেছেন বলুন।"

গভীরভাবে দম নিয়ে ব্লমকোভিস্ট সংক্ষেপে লুন্ডাগাটানের ঘটনাটা বর্ণনা করলো। বিস্মিত হয়ে বাবলস্কি শুনলো, সে ঠিক নিশ্চিত নয় এর কতটা

ব্লমকোভিস্টের বানানো।

"তাহলে তার সাথে আপনার কোনো কথা হয় নি?"

"না, লুন্ডাগাটানের উপরে গিয়ে সে উধাও হয়ে যায়। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছি আমি, সে ফিরে আসে নি। আমি তাকে একটা নোট লিখেও পাঠিয়েছি এবং আমার সাথে দেখা করতে বলেছি।"

"আর আপনি নিশ্চিত তার সাথে এন্সকেডের ঐ দম্পতির কোনো যোগাযোগ নেই।"

"আমি এ'ব্যাপারে নিশ্চিত।"

"তাকে যে লোকটা আক্রমন করে তার কোন বিবরণ আপনি দিতে পারবেন?"

বিস্তারিত পারবো না। লোকটা আক্রমন করলো আর সে প্রতিরোধ করে পালালো। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ গজ দূর থেকে আমি তাকে দেখি। অনেক রাত আর বেশ অন্ধকার ছিলো।"

"আপনি কি মাতাল ছিলেন?"

"একটু প্রভাব থাকলেও পুরোপুরি মাতাল ছিলাম না আমি। হালকা রংয়ের পনিটেল করা চুল ছিলো লোকটার, পরনে গাঢ় রংএর কোমর সমান লম্বা জ্যাকেট। পেটটা বেশ দৃশ্যমান, লুন্ডাগাটানের সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় পেছন থেকে তাকে দেখি, কিন্তু ঘুরেই সে আমাকে মেরে বসে। আমার যা মনে আছে তার মুখটা পাতলা আর কাছাকাছি দূরত্বে থাকা চোখ দু'টো নীল।"

"আমাকে এটা আগে বল নি কেন?" বার্গার বললো।

কাঁধ উঠালো ব্লমকোভিস্ট। "এর মাঝে ছুটি পড়ে গেছে, আর তুমি ঐ বিতর্ক অনুষ্ঠানের জন্য গোতেবার্গে ছিলে। তুমি গেলে সোমবার, মঙ্গলবার আমাদের একটু দেখা হয়েছিলো, আর এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় নি।"

"এন্সকেডের ঘটনার পরে...এটা খুব অদ্ভূত লাগছে যে আপনি পুলিশের কাছে ব্যাপারটা উল্লেখ করেন নি," বাবলাস্কি বললো।

"পুলিশকে কেন জানাবো আমি? ব্যাপারটা এমন যে এক মাস আগে টি-সেন্ট্রালেনের টানেলবানাতে আমি একটা পকেট মার ধরেছি আমার কাছ থেকে টাকা পয়সা নেয়ার সময়, সেটা আমাকে পুলিশের কাছে জানাতে হবে। লুন্ডাগাটানে যা হয়েছে তার সাথে এন্সকেডের ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই।"

"কিন্তু আক্রমনের ঘটনার কোনো পুলিশ রিপোর্ট করেন নি আপনি?"

"না," একটু থেমে ব্লমকোভিস্ট বললো। "লিসবেথ সালান্ডার খুব অন্তর্মুখী মানুষ। পুলিশের কাছে যেতে চেয়েছিলাম আমি, কিন্তু পরে ঠিক করেছি এটা তার ব্যাপার, সে চাইলে করবে। আর তার সাথে আমি কথা বলতে চেয়েছিলাম আগে।"

"অথচ আপনি তা' করেন নি।"

"এক বছর আগে খৃস্টমাসের পর থেকেই তার সাথে আমার কথা হয় না।"

"আপনাদের–যদি এটাকে সম্পর্ক বলা যায়–তবে তা শেষ হলো কেন?"

ব্লমকোভিস্টের চোখ দু'টো আরো গভীর হলো।

"জানি না। সে সব ধরণের যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়–এক রাতের মধ্যে ঘটনাটা ঘটে।"

"কিছু হয়েছিলো আপনাদের মাঝে?"

"না, যদি কোন ঝগড়া বা এই ধরণের কিছু বুঝিয়ে থাকেন সেরকম কিছু হয় নি। আমরা একদিন ভালো বন্ধু ছিলাম। পরদিনই সে আমার টেলিফোন ধরে নি। তারপর সে বাতাসে মিলিয়ে যায়, আমার জীবন থেকেও হারিয়ে যায়।"

ব্লমকোভিস্টের কথাগুলো ভালোভাবে অনুধাবন করলো বাবলাস্কি। কথাগুলো সত্য মনে হচ্ছে, আরমানস্কিও বলেছে মেয়েটা মিল্টন সিকিউরিটি থেকে এভাবে উধাও হয়ে গিয়েছিলো। এক বছর আগে শীতে সালান্ডারের কিছু একটা হয়েছিলো বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। বার্গারের দিকে ফিরলো সে।

"আপনিও কি সালান্ডারকে চেনেন।"

"একবার তার সাথে দেখা হয়েছে আমার। আপনি কি বলবেন এন্সকেডের ঘটনায় আপনি তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন কেন?" বার্গার বললো।

বাবলাস্কি মাথা ঝাঁকালো। "অপরাধস্থলের সাথে তার যোগসূত্র আছে। এটুকুই বলতে পারি আমি। তবে একটা কথা বলতেই হবে, লিসবেথ সালান্ডার সম্পর্কে আমি যত শুনছি ততই অবাক হচ্ছি। ব্যক্তি হিসেবে সে কেমন?"

"কোন দিক থেকে?"

"তাকে আপনি কিভাবে বর্ণনা করবেন?"

"পেশাগতভাবে–আমার দেখা সবচেয়ে সেরা ফ্যাক্ট ফাইন্ডার্স।" ব্লমকোভিস্টের দিকে তাকিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ালো বার্গার। বাবলাস্কির মনে হলো কিছু একটা মিসিং আছে আর সেটা তারা বলতে চাচ্ছে না তার কাছে।

"আর ব্যাক্তিগতভাবে?"

অনেকক্ষণ চুপ থেকে ব্লমকোভিস্ট জবাব দিলো,

"সে খুব একা আর অদ্ভুত একটা মানুষ। সামাজিকভাবে অন্তর্মুখী, নিজের ব্যাপারে কিছু বলতে পছন্দ করে না। আর একই সাথে প্রবল ইচ্ছাশক্তির অধিকারি। তার নৈতিকতাবোধ আছে।"

"নৈতিকতা?"

"হ্যা, তার নিজস্ব নৈতিকতার মানদণ্ড আছে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে বলতে পারবেন না। তার জগতে হয় কিছু ভালো অথবা মন্দ বিষয় আছে, এইতো।"

আরমানস্কির মত আবারো ব্লমকোভিস্ট একই কথা বলছে। দুইজন মানুষ যারা তাকে চেনে, একইরকম মূল্যায়ন।

"আপনি ড্রাগান আরমানস্কিকে চেনেন?"

"কয়েকবার তার সাথে আমার দেখা হয়েছে। লিসবেথকে খোঁজার জন্য গতবছর তাকে বাইরে নিয়ে বিয়ার খাইয়েছিলাম।"

"আপনি বলছেন সে একজন দক্ষ গবেষক?"

"সবচেয়ে সেরা,"ব্লমকোভিস্ট বললো।

আঙ্গুল দিয়ে টেবিলে টোকা মারতে মারতে বাবলাস্কি গটগাটানের মানুষের স্রোত দেখতে লাগলো। সে খুব বিপর্যস্ত অনুভব করলো। গার্জেনশিপ এজেন্সি থেকে ফাস্ট যে রিপোর্ট এনেছে তাতে সালান্ডার মানসিক বৈকল্যে ভোগা অথর্ব একটা মেয়ে, অথচ আরমানস্কি আর ব্লমকোভিস্টের কাছ থেকে সে ভিন্ন চিত্র পেলো মেয়েটা সম্পর্কে। দু'জন মানুষই সালান্ডারকে অদ্ভূত চরিত্রের মানুষ তবে পেশাগতভাবে অনেক উচ্চ যোগ্যতার দাবী করেছে।

ব্লমকোভিস্ট যেভাবে বললো তার সাথে মেয়েটার দেখা হতো, তাতে মনে হয় তাদের যৌন সম্পর্ক ছিলো। বাবলাস্কি ভাবছে কোন বিধিমোতাবেক একজন মানুষকে অদক্ষ বলা হয়। কোনো মানুষের নির্ভরতার সুযোগ নিয়ে ব্লমকোভিস্ট কি তাকে নিপীড়ন করেছে।

"তার সামাজিক অক্ষমতাকে আপনি কিভাবে দেখবেন?"

"কি অক্ষমতা?"

"গার্জেনশিপ আর তার মানসিক সমস্যা?"

"গার্জেনশিপ?"

"কি ধরণের মানসিক সমস্যা?" বার্গার জানতে চাইলো।

বিস্মিত হয়ে বাবলাস্কি একবার ব্লমকোভিস্ট, আরেকবার বার্গারের দিকে তাকালো। তারা জানে না। আসলেই তারা জানে না। হঠাৎ বাবলাস্কি ব্লমকোভিস্ট ও আরমানস্কির উপর ক্ষেপে গেলো, আর বিশেষ করে বার্গারের উপর তার অভিজাত পোশাক এবং ফ্যাশনেবল অফিসের জন্য। এখানে বসে মানুষকে বলে কি চিন্তা করতে হবে না হবে। তবে তার বিরক্তিটা প্রকাশ করলো ব্লমকোভিস্টের উপর।

"আমি বুঝতে পারছি না আপনার ও আরমানিস্কির সমস্যাটা কি," বললো সে।

"এর মানেটা কি?"

"টিনেজার বয়স থেকে লিসবেথ সালান্ডার সাইকিয়াট্রিক ইউনিটে ছিলো, তাদের বিবেচনা আর ডিসট্রিক্ট কোর্টের রায় অনুযায়ী সে এখন পর্যন্ত তার নিজের দেখভাল করতে সক্ষম না, অর্থাৎ তাকে অক্ষম ঘোষণা করা হয়েছে। সহিংসতার প্রবতার জন্য এবং সবসময় গোলমাল পাকানোর ব্যাপারে ওস্তাদ মনে করা হয় তাকে। আর এখন একটা খুনের ঘটনার প্রধান সন্দেহভাজন সে। অথচ আপনি এবং আরমানস্কি এমনভাবে বলছেন তার সম্পর্কে যেন সে কোন প্রিন্সেস।"

ব্লমকোভিস্ট নিথর বসে বাবলাস্কির দিকে চেয়ে রইলো।

"আমি ব্যাপারটা অন্যভাবে দেখবো, আমরা সালান্ডারের সাথে এক্সকেডের দম্পতির যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা করছি। এখন দেখা যাচ্ছে আপনি শুধু তাদের খুঁজেই বের করেন নি, আপনিও একটা যোগসূত্র। এ'ব্যাপারে আর কিছু বলবেন আপনি?"

চোখটা বন্ধ করে পেছনে হেলান দিয়ে পরিস্থিতির আদ্যোপান্ত ভাবতে লাগলো ব্লমকোভিস্ট। সিভেনসন আর জোহানসন হত্যাকান্ডে সালান্ডার সন্দেহভাজন? এটা হতে পারে না। সে কি খুন করতে পারে? হঠাৎ ব্লমকোভিস্টের মনের পর্দায় ভেসে উঠলো দুই বছর আগের সালান্ডারের চেহারাটা, যখন মেয়েটা একটা গলফ ক্লাবে মার্টিন ভ্যাঙ্গারের পিছু ধাওয়া করে। কোন সন্দেহ নেই মার্টিনকে সে'ই খুন করেছে। তবে সে না করে পারে নি, কারণ আমার জীবন বাঁচাতে হতো তার। অজান্তে গলায় আঙ্গুল ছোয়ালো ব্লমকোভিস্ট, ভ্যাঙ্গারের ফাঁসটা এখনো টের পাচ্ছে। কিন্তু সিভেনসন আর জোহানসন...কোনভাবেই যৌক্তিক লাগছে না।

সে টের পাচ্ছে যে বাবলাস্কি তাকে লক্ষ্য করছে। আরমানস্কির মতো ব্লমকোভিস্টকেও ঠিক করতে হবে, যদি খুনের দায়ে সালান্ডার অভিযুক্ত হয় তবে কোন পক্ষে যাবে সে। অপরাধী অথবা নিরপরাধী?

কিছু বলতে যাবে তার আগেই বার্গারের ডেস্কে ফোন বেজে উঠলো। রিসিভারটা তুলে বাবলাস্কির হাতে দিলো।

"ফাস্ট নামে কেউ একজন আপনাকে চাচ্ছে?"

রিসিভারটা নিয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনলো বাবলাস্কি। তার অভিব্যাক্তির পরিবর্তন দেখতে পেলো বার্গার আর ব্লমকোভিস্ট।

"তারা কখন গেছে?"

নিরবতা।

"ঠিকানাটা আবার বলো, লুন্ডাগাটান, আর বাড়ির নম্বর? আচ্ছা। আমি কাছাকাছি আছি। সেখানে যাচ্ছি আমি।" উঠে দাঁড়ালো বাবলাস্কি।

"মাফ করবেন, আলাপটা শেষ করতে হচ্ছে। সালান্ডারের গার্জেনকে এইমাত্র গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে। তাকে এখন তিনটা খুনের জন্য অফিসিয়ালি অভিযুক্ত করা হয়েছে, তার অনুপস্থিতিতে।"

বার্গারের মুখটা হা হয়ে গেলো। ব্লমকোভিস্ট যেন বজ্রাহত হয়েছে।

লুন্ডাগাটানের অ্যাপার্টমেন্টের দখল নেয়াটা কৌশলগত দিক থেকে সহজ একটা ব্যাপার। গাড়িতে হেলান দিয়ে ফাস্ট আর অ্যান্ডারসন দেখতে লাগলো সশস্ত্র টিম

লুন্ডাগাটানের বিল্ডিংটার সিঁড়ি দখল করে পুরো বিল্ডিংএ নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে।

টিম জলদি নিশ্চিত হলো যখন বেল বাজানোর পরও কেউ দরজা খুললো না।

লুন্ডাগাটানের নিচে তাকিয়ে ফাস্ট দেখলো হোগালিদ চার্চ থেকে এটা জিংকেন্সড্যাম পর্যন্ত রাস্তা ব্লক হয়ে থাকাতে ৬৬ নম্বর বাসের যাত্রীরা যারপরনাই বিরক্ত।

একটা বাস টিলার কাছে আটকে সামনে এগুতে পারছে না, ফাস্ট এগিয়ে গিয়ে পুলিশবাহিনীকে একপাশে সরে যেতে বলে বাসাটা যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলো। লুন্ডাগাটানের উপর থেকে দর্শনার্থীরা এই কর্মযজ্ঞ দেখছে।

"আরো সহজতর হওয়া দরকার ছিলো," ফাস্ট বললো।

"কিসের চেয়ে সহজতর?" অ্যান্ডারসন বললো।

"সন্ত্রাসী ধরার জন্য প্রত্যেকবার ঝড়োবাহিনীকে ডেকে আনার চেয়ে আরো সহজতর কিছু।"

অ্যান্ডারসন কোন মন্তব্য করলো না।

"মেয়েটা মাত্র পাঁচ ফুট লম্বা আর নব্বই পাউন্ড ওজনের।"

এটা ঠিক হলো যে দরজা খোলার জন্য হাতুরির দরকার নেই। তালা ভাঙ্গার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখনি বাবলাস্কি এসে হাজির হলো, সে একপাশে সরে গেলো যেন বাহিনী ভেতরে ঢুকতে পারে। ৫০০ ব.ফুটের বাড়িটাতে চোখ বুলাতে মাত্র ৮ সেকেন্ড লাগলো, বোঝা গেলো সালান্ডার খাটের নিচে বা ওয়ার্ডরোবের ভেতর লুকিয়ে নেই। বাবলাস্কিকে ভেতরে আসতে বলা হলো।

তিনজন ডিটেকটিভ সাজানো-গোছানো পরিপাটি অ্যাপার্টমেন্টের চারপাশটা দেখতে লাগলো। সাদামাটা আসবাবপত্র, কিচেন চেয়ারগুলো ভিন্ন ধরণের পেস্টাল রং করা, দেয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো সাদা-কালো ছবি, হলে একটা শেলফে সিডি প্লেয়ার আর বিশাল সিডির কালেকশন–হার্ড রক থেকে অপেরা পর্যন্ত সব আছে। সবকিছুতে শিল্পের ছোঁয়া। অভিজাত, রুচিশীল।

কিচেনটা ঘুরে দেখলো অ্যান্ডারসন, অস্বাভাবিক কিছু নেই। সংবাদপত্রের স্তুপ আর উপরের তাক, কাপবোর্ড এবং রেফ্রিজারেটরের ফ্রিজারটা পর্যন্ত চেক করে দেখলো।

ওয়ার্ডরোব আর বিছানার পাশের ড্রয়ার খুলে দেখলো অ্যান্ডারসন, হ্যান্ডকাফ আর সেক্স টয় পেয়ে সে শিষ বাজালো। ওয়ার্ডরোবে কিছু ফিনফিনে কাপড়ের পোশাক পেলো যা দেখলে তার মা পর্যন্ত বিব্রত হবে।

"এখানে একটা পার্টি হয়েছিলো," জোরে চেঁচিয়ে বললো সে, ডোমিনো ফ্যাশনের একটা লেদার পোশাক তার হাতে ধরা।

বাবলাস্কি তার ডেস্কটা দেখতে লাগলো, সেখানে সালান্ডারকে লেখা কিছু চিঠি

স্তুপ করে রাখা আছে। বিল, ব্যাংক স্টেটমেন্ট আর একটা ব্যাক্তিগত চিঠি আছে সেখানে। মিকাইল ব্লমকোভিস্টের লেখা। যাইহোক, ব্লমকোভিস্টের কাহিনীর জলজ্যান্ত উদাহরণ। ডোরম্যাট থেকে সে চিঠিগুলো তুলে নিলো । ম্যাগাজিন, সোদারমামের সংবাদপত্র আর মিরিয়াম উ'র নাম লেখা তিনটা খাম।

বাবলাস্কির কেমন একটা সন্দেহ জাগলো মনে, সে দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে ঔষধ রাখার কেবিনেট খুললো। একটা বাক্সে ব্যথানিরামক প্যারাসিটামল, অর্ধেক টিউব সিটোডোন আর কোডিনযুক্ত প্যারাসিটামল পেলো। সিটোডোন একটা প্রেসক্রাইব করা ঔষধ, মিরিয়াম উ'কে প্রেসক্রাইব করা হয়েছে।

"ফাস্ট, দরজার নেমপ্লেটে সালান্ডার-উ লেখা কেন?" সে বললো।

"জানি না।"

"আচ্ছা, এভাবে দেখা যাক–ডোরম্যাটে আসা চিঠিতে মিরিয়াম উর নাম লেখা কেন, আর ঔষধের কেবিনেটে কেন মিরিয়াম উ'কে প্রেসক্রাইব করা সিটোডোন? একটা মাত্র টুথব্রাশ কেন? আর আমাদের তথ্য অনুযায়ী মাত্র এক হাত দৈর্ঘ্যের পোশাক পরতে পারে যে লিসবেথ সালান্ডার, তার পরনে কি তোমার হাতে ধরা চামড়ার প্যান্ট লাগবে? এগুলো পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের কারো জন্য মানানসই।"

অ্যাপার্টমেন্ট জুড়ে কেমন বিব্রতকর নিরবতা নেমে এলো। সব নিরবতা ভেঙ্গে অ্যান্ডারসন বলে উঠলো,

"ধ্যাত্তারিকা।"

অধ্যায় ১৫

বৃহস্পতিবার, মার্চ ২৪

আগে থেকে পরিকল্পিত ছিলো না এমন একটা দিনের কাজ শেষ করে মাম যখন বাড়ি ফিরলো, একেবারে বিপর্যস্ত আর বিরক্ত লাগছে তার। রান্নাঘর থেকে মসলার সুগন্ধ আসছে, রান্নাঘরে গিয়ে সে তার বন্ধুকে জড়িয়ে ধরলো।

"কেমন লাগছে তোমার?" আরনল্ড ম্যগনাসন জানতে চাইলো।

"গুয়ের বস্তার মত।"

"সারাদিন আমি এটার উপর সংবাদ শুনেছি। এখনো নাম প্রকাশ করে নি তারা। তবে ব্যাপারটা খুব যন্ত্রণাদায়ক শোনাচ্ছে।"

"যন্ত্রণাদায়কই বটে। ড্যাগ আমাদের জন্য কাজ করতো। বন্ধু ছিলো আমাদের, আমি বেশ পছন্দ করতাম। তার বান্ধবীকে আমি না চিনলেও মিকি এবং এরিকা চেনে।"

রান্নাঘরের চারপাশে তাকালো মাম। অ্যালেলগোনাগাটানের এই অ্যাপার্টমেন্টে মাত্র তিন মাস আগে উঠেছে তারা। হঠাৎ এই জায়গাটা তার অন্য এক জগৎ মনে হলো।

টেলিফোন বাজছে, তারা একে অন্যের দিকে তাকালো এবং উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলো। তখন অ্যান্সারিং মেশিনটা অন হয়ে পরিচিত কণ্ঠ বলে উঠলো,

"ক্রিস্টার, তুমি কি আছ। ফোনটা ধর।"

বার্গার তাকে বললো যে পুলিশ ব্লমকোভিস্টের পুরনো গবেষককে খুঁজছে, সিভেনসন আর জোহানসনের খুনের ঘটনায় তাকে প্রধান সন্দেহভাজন মনে করা হচ্ছে।

খবরটা শোনার সময় মামের মনে হলো সে বাস্তবে নেই।

লুন্ডাগাটানের পুলিশের কর্মকান্ডে কোর্তেজ থাকতে পারে নি, কারণ সে বিকেলের প্রেস কনফারেন্সে অবস্থান করছিলো, পুলিশ প্রেস অফিসের বাইরে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে সে বিরক্ত হচ্ছিলো যাদের সাথে যোগাযোগ করতে চায় তাদের না পেয়ে। ৬:০০টার সময় সালান্ডারের অ্যাপার্টমেন্টে রেইড শেষ হলে সে একটা গুজব শুনলো যে পুলিশ একজনকে সন্দেহ করছে। সান্ধ্য পত্রিকায় খবরটা এসেছে। তবে শিগগিরই প্রোসিকিউটর একস্ট্রমকে ফোনে পেলো সে। নিজের

পরিচয় দিয়ে জানতে চাইলো কে সেই সন্দেহভাজন, কিভাবে আর কেন।

"কোন ম্যাগাজিন থেকে বলছেন?" একস্ট্রম বললো।

"*মিলেনিয়াম* ম্যাগাজিন। নিহতদের একজনকে আমি চিনি। আমি বুঝতে পারছি পুলিশ বিশেষ একজনকে খুঁজছে। আপনি কি নিশ্চিত করতে পারবেন?"

"এই মুহূর্তে কোন মন্তব্য করতে পারছি না আমি।"

"আপনি বলবেন ঠিক কখন আপনি সঠিক তথ্যটা দিতে পারবেন?"

"আজ রাতে বরং আরেকটা প্রেস কনফারেন্স করবো আমরা।"

একস্ট্রমের কণ্ঠে রহস্য।

"প্রেস কনফারেন্সতো রিপোর্টারদের জন্য যাদের ডেডলাইন আছে। আমি কাজ করি মাসিক পত্রিকার হয়ে, আমাদের বিশেষ ব্যক্তিগত আগ্রহ আছে জানার জন্য ঠিক কি ঘটছে না ঘটছে।"

"আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারছি না। অন্য সবার মত আপনাকেও ধৈর্য্য ধরতে হবে।"

"আমার সোর্স জানিয়েছে একজন মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন আপনারা। কে সে?"

"এক্ষুণি কোন মন্তব্য করতে পারবো না আমি।"

"আপনি কি এটা নিশ্চিত করবেন যে একজন মহিলাকে আপনারা খুঁজছেন কি না?"

"আদৌ কোন কিছু নিশ্চিত বা অস্বীকার করছি না আমি। গুডবাই।"

মিয়া জোহানসনকে যেখানে পাওয়া গেছে সেই বেডরুমের মেঝেতে রক্তের ধারার দিকে তাকিয়ে হোমবার্গ গভীরভাবে ভাবতে লাগলো। ঘুরে সে একইরকম রক্তের ধারা দেখলো যেখানে সিভেনসনকে গুলি করা হয়েছে। প্রচুর রক্তপাত হয়েছে, গোলাগুলিতে যে পরিমান রক্ত দেখে এখানে সে তার চেয়েও বেশি রক্ত দেখতে পেলো। সুপারভাইজার মার্টেনসন ঠিকই ধারণা করেছে, শিকারের গুলি ব্যবহৃত হয়েছে। এমনভাবে রক্ত গড়িয়েছে যে অ্যাম্বুলেন্সের কর্মী আর অন্যান্য টেকনিক্যাল লোকজনকে তাদের পায়ের ছাপ রেখে এর উপর মাড়িয়ে যেতে হয়েছে, হোমবার্গ অবশ্য নীল প্লাস্টিকের জিম সু পরেছে।

তার মতে এখন শুরু হয়েছে সত্যিকারের অপরাধস্থল তদন্তের কাজ। মৃতদেহ সরানো হয়েছে। দু'জন টেকনিক্যাল লোক বিদায় নেয়ার পর হোমবার্গ নিজেই সেখানে রয়ে গেছে। তারা মৃতদেহের ছবি তুলে দেয়াল এবং আশেপাশে ছিটকে পড়া রক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। টেকনিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষায় হোমবার্গ নজর দেয় নি। এগুলো রিপোর্টে নথিবদ্ধ করা হবে যাতে শিকারির সাথে সাথে খুনীর

্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে, কতদূর থেকে কিভাবে গুলিটা ছোঁড়া হয়েছে, আর াঙ্গুলের ছাপটাও এখানে উল্লেখ্য। টেকনিক্যাল পরীক্ষায় এটা পাওয়া যাবে না যে নি কে বা কি উদ্দেশ্যে খুনটা করা হয়েছে–অবশ্য একজন মহিলাকে এখন প্রধান ন্দেহভাজন মনে করা হচ্ছে–হয়তো সে'ই খুনটা করেছে। এখন সে এই শ্নগুলোর জবাব জানার চেষ্টা করবে।

বেডরুমে গেলো হোমবার্গ। চেয়ারের উপর একটা পুরনো বৃফকেস রেখে কটা ডিক্টাফোন, একটা ডিজিটাল ক্যামেরা আর নোটবুক নিলো।

বেডরুমের দরজার কাছে রাখা চেস্ট অফ ড্রয়ার দিয়ে শুরু করলো সে। প্রথম ুইটা ড্রয়ারে মহিলাদের অন্তর্বাস, সোয়েটার আর জুয়েলারি। বিছানার উপর াজিয়ে রাখলো সবকিছু, জুয়েলারি বক্স খুলে একটা একটা করে দেখলো। তার াছে মনে হলো না মূল্যবান কিছু পাবে সে এখানে। নিচের ড্রয়ার থেকে ছবির ্যালবাম আর গৃহস্থালী সামগ্রী পেলো। টেপ রেকর্ডার অন করে দিলো।

"বর্নবগসবাগেন ৮বি কনফিসকেশন প্রোটোকল। বেডরুম, চেস্ট অফ ড্রয়ার, নচের বুরো ড্রয়ার। দুটি ছবির এ্যালবাম, এফোর সাইজ। একটা কালো মার্ক করা গৃহস্থালী' এবং নীল মার্ক করা 'ফিন্যান্সিয়াল ডকুমেন্ট' যাতে মর্টগেজ আর ঋণের ্যাপারে তথ্য দেয়া আছে। ছোট বাক্সে হাতে লেখা চিঠিপত্র, পোস্টকার্ড আর ্যাক্তিগত জিনিসপত্র।"

জিনিসগুলো হলে নিয়ে একটা স্যুটকেসে রাখলো। বিছানার দুইপাশের টবিলের ড্রয়ারে দেখলো, তেমন কিছু পেলো না। ওয়ার্ডরোব খুলে কাপড়চোপড় নড়েচেড়ে দেখলো, পকেটগুলোতে হাত দিয়ে দেখলো কোনোকিছু লুকোনো আছে ক না। বাক্সপেটরা, ছোট খাট স্টোরেজ খুলে দেখলো। কাগজপত্র যাই পেলো সব নফিসকেশন ইনভেন্টরির জন্য।

বেডরুমের কর্নারে একটা ডেস্ক আছে, ডেস্কটপ কম্পিউটার আর পুরনো নিটরসহ ছোট্ট হোম অফিস। ডেস্কের নিচে দুই ড্রয়ারের কেবিনেট, ডেস্কের াছেই মেঝেতে নিচু শেল্ফ।

হোমবার্গ জানে এই হোম অফিসেই সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু খুঁজে পাবে সে–যদি কছু পাওয়ার মত থাকে–তাই সবার শেষে ডেস্কটা দেখবে ঠিক করলো। তার দলে লিভিংরুমে গিয়ে অনুসন্ধান অব্যাহত রাখলো। কাঁচের ঢাকনাওয়ালা কবিনেট খুলে প্রতিটা বাটি, ড্রয়ার, শেল্ফ দেখলো। তারপর সে মনোযোগ দিলো াইরের দেয়াল আর বাথরুমের দেয়ালজুড়ে থাকা বিশাল বইয়ের তাকে। চেয়ারে ঠে উপর থেকে দেখা শুরু করলো, উপরের বইগুলোর ভেতরে কিছু লুকোনো াছে কি না। আস্তে আস্তে নিচে নামতে নামতে দ্রুত বইগুলোর ভেতর এমনভাবে দখলো যাতে কিছু লুকোনো থাকলে দেখতে পারে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে বই দখা শেষ করে টেপ রেকর্ডার চালু করলো।

"লিভিং রুমের বইয়ের তাক থেকে মিকাইল ব্লমকোভিস্টের 'দি মাফিয়াস ব্যাংকার' বইটা পাওয়া গেছে। একটা জার্মান ভাষার বই, একটা সুইডিশ বই নাম 'রেভ্যুশনারি টেররিজম' আর ইংরেজি বই 'ইসলামিক জিহাদ' পাওয়া গেছে।"

ব্লমকোভিস্টের বইটা সে অন্তর্ভূক্ত করেছে কারন তার লেখক নিহতদের খুঁজে বের করেছে। বাকি তিনটা বই হয়তো উল্লেখযোগ্য না। হোমবার্গ জানে না এই খুনটার সাথে রাজনৈতিক সংযোগ আছে কি না, কিংবা নিহতরা রাজনীতি সংশ্লিষ্ট কি না। নাকি বইগুলো তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা সাংবাদিকতার কাজের অংশ। অন্যদিকে নিহতদের এমন বাড়িতে পাওয়া গেছে যেখানে সন্ত্রাসের উপর বই আছে, তাই সে ব্যাপারটা নোট করেছে, বইগুলো সে সুটকেসে ভরে নিলো।

পুরনো দিনের একটা ডেস্কের ড্রয়ার খুলে একদম উপরের তাকে একটা সিডি প্লেয়ার আর অসংখ্য সিডি পেলো। আধ ঘন্টা সময় ধরে সে সিডিগুলো খুলে খুলে দেখলো কভারের সাথে বিষয়বস্তুর মিল আছে কি না। দশটা সিডিতে কোনো লেভেল নেই, সম্ভবত বাড়িতে বার্ণ করা বা পাইরেটেড কপি। একটা একটা করে চেক করে দেখলো তাতে গান ছাড়া অন্য কিছু আছে কি না। বেডরুমের কাছের টিভিশেল্ফ দেখলো, ভিডিও ক্যাসেটের বিশাল সংগ্রহ, কয়েকটা চালিয়ে পরীক্ষা করলো। এ্যাকশন মুভি থেকে শুরু করে হরেকরকম নিউজ প্রোগ্রাম আর রিপোর্ট, সে ছত্রিশটা ভিডিও ক্যাসেট নিলো ইনভেন্টরির জন্য। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে কফির ফ্লাস্ক থেকে কফি নিয়ে একটু বিরতিতে গেলো।

রান্নাঘরের কাপবোর্ড থেকে অনেকগুলো বয়াম আর মেডিসিনের বোতল নিয়ে ওগুলোও পরীক্ষার জন্য নিয়ে নিলো। রেফ্রিজারেটার খুলে প্রতিটা বয়াম, কফির প্যাকেট, আটকানো বোতল চেক করে দেখলো। বাথরুম থেকে সে কিছুই নিলো না, তবে লক্ষ্য করে দেখলো লন্ড্রির ঝুড়িটা উপচে পড়ছে। কাপড়গুলো ভালোমত দেখলো। হলের ক্লোসেট থেকে কোটগুলো নিয়ে সে প্রতিটা পকেট হাতড়ে দেখলো। একটা স্পোর্ট জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে সিভেনসনের ওয়ালেট পেলো, এটাও পরীক্ষার জন্য নিয়ে নিলো। জোহানসনের হাতব্যাগটা নিয়ে সবকিছু দেখলো সে।

"হলের কোটর‍্যাক থেকে পাওয়া জোহানসনের হ্যান্ডব্যাগে একটা পকেট ডায়েরী, আলাদা এড্রেস বুক আর চামড়ার বাঁধানো নোটবুক পাওয়া গেছে।"

আরেকটা কফির বিরতি নিয়ে হোমবার্গ লক্ষ্য করে দেখলো সিভেনসন আর জোহানসন দম্পতির এখানে বিব্রতকর বা অন্তরঙ্গ কিছু পাওয়া যায় নি, না কোনো গোপন যৌন সামগ্রী, বা আপত্তিকর অন্তর্বাস অথবা পর্ণোগ্রাফিক ভিডিও কিংবা মারিজুয়ানা সিগারেট, কোনো অবৈধ জিনিসের লেশমাত্র নেই।

অবশেষে বেডরুমে ফিরে গিয়ে ডেস্কের নিচে বসে উপরের ড্রয়ারটা খুললো। ডেস্ক আর শেল্ফটা জোহানসনের থিসিস "ফ্রম রাশিয়া উইথ লাভ" এর রেফারেন্স

টেরিয়াল দিয়ে পরিপূর্ণ। পুলিশ রিপোর্টের মতো সুন্দরভাবে গোছানো, লেখার টা শাখায় নিজেকে হারিয়ে ফেললো সে। পুলিশ ফোর্সে থাকলে মিয়া হানসন খুব ভালো করতে পারতো, নিজে নিজে বললো সে। বুকশেল্ফের একটা ণ শুধু সিভেনসনের জিনিসপত্র দিয়ে পরিপূর্ণ মনে হলো, মূলত তার লেখার জন্য ং তার পছন্দের বিষয়ের প্রেস ক্লিপিং।

কম্পিউটারের ফাইলগুলো দেখতে লাগলো হোমবার্গ, পাঁচ গিগাবাইটের দতে বিভিন্ন চিঠিপত্র, আর্টিকেল আর পিডিএফ এক রাতের মধ্যে পড়া সম্ভব । কম্পিউটারসহ সিডি আর জিপ ড্রাইভ পরীক্ষার জন্য নিলো।

কিছুক্ষণ বসে গভীরভাবে চিন্তা করলো সে। কম্পিউটারে জোহানসনের কাজ খতে পেয়েছে। সিভেনসন সাংবাদিক ছিলো, কম্পিউটার অবশ্যই তার গুরুত্বপূর্ণ টা হাতিয়ার, অথচ তার ডেস্কটপে কোনো ই-মেইল পর্যন্ত পায় নি সে। সুতরাং র কোথাও একটা কম্পিউটার অবশ্যই আছে। উঠে দাঁড়িয়ে হোমবার্গ াপার্টমেন্টের ভেতর হাটাহাটি করতে করতে ভাবতে লাগলো। হলে একটা কালো কপ্যাকে সিভেনসনের কিছু নোটবুক আর একটা কম্পিউটারের খালি পার্টমেন্ট আছে। কোথাও কোনো ল্যাপটপ দেখতে পেলো না সে। চাবিটা নিয়ে অ্যাপার্টমেন্টের নিচে গিয়ে জোহানসনের গাড়িতে খোঁজ করলো, তারপর সমেন্টের স্টোরেজ এলাকায়। কোনো কম্পিউটার নেই, অদ্ভূত ব্যাপারটা হচ্ছে ক্রটা ঘেউ ঘেউ করছে না, প্রিয় ওয়াটসন।

সে নোট লিখলো একটা কম্পিউটার পাওয়া যাচ্ছে না।

াগাটান থেকে ফেরার পরপরই সন্ধ্যা ৬:৩০এ ফাস্ট আর বাবলাস্কি একস্ট্রমের ফিসে তার সাথে দেখা করলো। অ্যান্ডারসনকে স্টকহোম ইউনিভার্সিটিতে াহানসনের টিউটরের সাথে তার থিসিসির বিষয়ে কথা বলার জন্য পাঠানো য়েছে। হোমবার্গ এখনো এন্সকেডেতে, আর মোডিজি ওডেনপ্লানে অপরাধস্থল ন্ত করছে। তদন্ত টিমের প্রধান হিসেবে বাবলাস্কির দশ ঘণ্টা পার হয়েছে, আর ত ঘণ্টা ধরে সালান্ডারকে খোঁজার কাজ চলছে।

"মিরিয়াম উ কে?" একস্ট্রম জানতে চাইলো।

"তার সম্পর্কে আমরা খুব বেশি কিছু জানি না। তার কোনো অপরাধের রেকর্ড ই। কাল সকালে ফাস্টের কাজ হচ্ছে তার ব্যাপারে খোঁজ খবর নেয়া। তবে দূর দেখেছি, সালান্ডারের লুন্ডাগাটানে থাকার কোনো চিহ্ন নেই। একটা কারণ চ্ছ ওয়ার্ডরোবের কোনো কাপড়ই তার মাপের না।"

"আর এগুলো সাদামাটা কোনো পোশাকও নয়," ফাস্ট বললো।

"মানে কি?" একস্ট্রম বললো।

"আচ্ছা বলছি, ওগুলো এমন পোশাক যা মা দিবসের জন্য আপনি কিনবেন না।"

"উ নামের ঐ মহিলা সম্পর্কে আমরা বর্তমানে কিছুই জানি না," বাবলাস্কি বললো।

"কতদূর জানতে চান আপনি, আল্লার কসম? তার ক্লোসেট ভরা বেশ্যাদের কাপড়চোপড়ে।"

"বেশ্যাদের পোশাক?"একস্ট্রম বললো।

"কালো আর চকচকে চামড়া, টাইট ফিটিংস, উত্তেজক সব পোশাক এবং সেক্স টয় দিয়ে ভরা ড্রয়ার। যত যাই হোক, ওগুলো সস্তা মনে হচ্ছে না।"

"আপনি কি বলছেন মিরিয়াম উ একজন পতিতা?"

"এই মুহূর্তে আমরা মিরিয়াম উ সম্পর্কে কিছুই জানি না," একটু ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো বাবলাস্কি।

"সালান্ডারের সোশাল ওয়েলফেয়ার রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে কয়েক বছর আগে সালান্ডার পতিতাবৃত্তি করতো," একস্ট্রম বললো।

"আর সোশাল ওয়েলফেয়ার সাধারনত জেনেশুনেই কথা বলে," ফাস্ট বললো।

"সোশাল ওয়েলফেয়ার রিপোর্ট সমর্থন পায় না পুলিশ রিপোর্ট দ্বারা," বাবলাস্কি বললো। "তার ষোল সতেরো বছর বয়সে একটা ঘটনা ঘটে, তাকে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক একজনের সাথে পাওয়া যায়। পরে একই বছর তাকে জনসমক্ষে মাতাল অবস্থায় গ্রেফতার করা হয়, তাও অপেক্ষাকৃত বয়স্ক একজনের সাথে।"

"তার মানে আমাদের এক্ষুণি কোনো সিদ্ধান্তে যাওয়া উচিৎ হবে না," একস্ট্রম বললো। "আচ্ছা, জোহানসনের থিসিসটা পাচার এবং পতিতাবৃত্তির উপর, এটা আমাকে ভাবাচ্ছে, সম্ভাবনা আছে এই থিসিসের কাজে তার সাথে সালান্ডার ও এই উ'র সাথে যোগাযোগ হয়েছে, তাদেরকে কোনোভাবে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। এটা খুনের মোটিভ তৈরি করতে পারে।"

"সালান্ডারের গার্জেনের সাথে যোগাযোগ হতে পারে জোহানসনের এবং তক্ষুনি শুরু হলো খেলা।" ফাস্ট বললো।

"এটা হতে পারে," বাবলাস্কি বললো। "তবে তদন্তে এটা থাকা দরকার। এখন গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে সালান্ডারকে খোঁজা। সে আর লুন্ডাগাটানে থাকছে না। তার মানে আমাদের উ'কেও খুঁজতে হবে এবং জানতে হবে সে কিভাবে লুন্ডাগাটানের অ্যাপার্টমেন্টে থাকছে আর সালান্ডারের সাথে তার কি সম্পর্ক।

"এবং আমরা সালান্ডারকে কিভাবে খুঁজে পাবো?"

"সে কোথাও না কোথাও আছে। সমস্যাটা হচ্ছে তার একটাই ঠিকানা আছে, লুন্ডাগাটানে। ঠিকানা পরিবর্তনের কোনো দলিল নেই।"

"আপনি ভুলে যাচ্ছেন সে সেন্ট স্টেফানে ভর্তি হয়েছিলো এবং বিভিন্ন আশ্রয়দাতার পরিবারে ছিলো।"

"আমি ভুলে যাই নি," বাবলাস্কি কাগজপত্র চেক করে দেখলো। "পনেরো বছর বয়সে তিনটা পরিবারে ছিলো। সেখানে তার সময় ভালো কাটে নি। ষোলো বছর পূর্ণ হওয়ার আগে থেকে আঠারো বছর পর্যন্ত সে হ্যাগার্স্টেনে ফ্রেডরিক আর মনিকা গুলবার্গ নামের এক দম্পতির সাথে থেকেছে। ইউনিভার্সিটির কাজ শেষ করে অ্যান্ডারসন আজ রাতে তাদের সাথে দেখা করবে।"

"প্রেস কনফারেন্সে কি করছি আমরা?" ফাস্ট জানতে চাইলো।

সন্ধ্যা ৭:০০টার সময় বার্গারের অফিসের পরিবেশটা ভারি হয়ে আছে। বাবলাস্কি চলে যাবার পর থেকে ব্লমকোভিস্ট চুপচাপ নিথর বসে আছে। এরিকসন গেছে লুন্ডাগাটানে কি হচ্ছে দেখার জন্য। সে জানিয়েছে এখনো কাউকে গ্রেফতার করা হয় নি এবং আবারো সেখানে পুলিশের আনাগোনা শুরু হয়েছে। ম্যের্তেজকে ফোন করে জানানো হয়েছে যে পুলিশ আরেকজন মহিলাকে খুঁজছে। বার্গার তাকে নামটা বললো।

কি করা দরকার তা নিয়ে কথা বললো বার্গার ও এরিকসন, কিন্তু পরিস্থিতিটা জটিল হয়ে গেছে কারণ বার্গার আর ব্লমকোভিস্ট জানে ওয়েনারস্ট্রম অ্যাফেয়ারে সালান্ডার কি ভূমিকা রেখেছে–উচ্চ পর্যায়ের হ্যাকার হিসেবে সে ব্লমকোভিস্টের সোর্স হিসেবে কাজ করেছে। এরিকসন তার কিছুই জানে না, সালান্ডারের নামও শোনে নি সে কখনো। তাই কথাগুলো অস্পষ্ট নিরবতায় তলিয়ে গেলো।

"বাড়ি যাচ্ছি আমি, হুট করে উঠে দাঁড়িয়ে বললো ব্লমকোভিস্ট। "এতো ক্লান্ত আমি যে সহজভাবে চিন্তা করতে পারছি না। একটু ঘুমের দরকার। আগামীকাল গুড ফ্রাইডে, আমি ঘুমাবো আর পত্রিকা পড়বো। ম্যালিন, ইস্টারে কাজ করতে পারবে তুমি?"

"আর কোন উপায় আছে?"

"না, শনিবার দুপুরে আমরা কাজ শুরু করবো। অফিসের বদলে আমার বাসায় কাজ করতে পারি?"

"ভালোই তো হয়।"

"সকালে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি ভাবছি সেটা নতুন করে ঠিক করতে হবে। এখন ব্যাপারটা শুধু ড্যাগের কাজে খুনের মোটিভ খোঁজা নয়। ড্যাগ আর মিয়াকে কে খুন করেছে সেটা বের করা।"

এরকম কাজ কিভাকে করবে তারা ভাবছে এরিকসন, তবে কিছু বললো না সে। হাত নেড়ে বিদায় জানালো ব্লমকোভিস্ট, কোনো কথা না বলে চলে গেলো।

৭:১৫তে প্রোসিকিউটর একস্ট্রমের সাথে পুলিশ প্রেস সেন্টারের পোডিয়ামে গেলো বাবলাস্কি। তার একদম ইচ্ছা ছিলো না একডজন টিভি ক্যামেরার সামনে যাওয়ার, এরকম মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে সে বিরক্ত হচ্ছে, কখনোই নিজেকে টেলিভিশনে দেখতে সে অভ্যস্ত হয় নি বা উপভোগ করতে শুরু করে নি।

অন্যদিকে একস্ট্রম সহজেই এগিয়ে গিয়ে চশমাটা ঠিক করে নিলো আর চেহারায় একটা সিরিয়াস ভাব করলো। ফটোগ্রাফারদের ছবি তোলার সুযোগ দিয়ে পরে হাত তুলে থামতে বললো।

"তাড়াহুড়া করে আয়োজিত আজকের এই প্রেস কনফারেন্সে সবাইকে স্বাগতম, গতরাতে সংঘটিত এন্সকেডের ঘটনার উপর এই প্রেস কনফারেন্সে আরো কিছু শেয়ার করতে চাই আপনাদের সাথে। আমি প্রোসিকিউটর রিচার্ড একস্ট্রম আর উনি ক্রিমিনাল ইন্সপেক্টর ইয়ান বাবলাস্কি, তদন্তকাজে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমি একটা বিবৃতি পড়ে শোনাবো, তারপর আপনারা আপনাদের প্রশ্ন করার সুযোগ পাবেন।"

উপস্থিত সাংবাদিকদের দিকে তাকালো একস্ট্রম। এন্সকেডের হত্যাকান্ড অনেক বড় খবর, ভীড়ও হয়েছে তাই। *আকতুয়েল্ট*, *রাপোর্ট*, *টিভি৪* আছে দেখে খুশি হলো সে। টিটি ওয়্যার সার্ভিস আর সান্ধ্যকালীন ও প্রভাতের পত্রিকা থেকেও রিপোর্টার এসেছে দেখলো সে। কয়েকজন রিপোর্টারকে চিনতে পারলো না।

"আপনারা জানেন গতরাতে এন্সকেডেতে দু'জন মানুষ খুন হয়েছে। অপরাধস্থলে কোল্ট.৪৫ ম্যাগনাম অস্ত্র পাওয়া গেছে, ন্যাশনাল ফরেন্সিক ল্যাবরেটরি নিশ্চিত করেছে এটা দিয়েই খুন করা হয়েছে। অস্ত্রের মালিককেও চিহ্নিত করা হয়েছে, আজ তাকে আমরা খুঁজতে গিয়েছিলাম।"

একটু থেমে একস্ট্রম দেখলো সবাইকে।

"আজ বিকাল ৪:১৫তে অস্ত্র মালিকের ওডেনপ্লানের অ্যাপার্টমেন্টে তাকে মৃত পাওয়া গেছে। তাকেও গুলি করা হয়েছে। এন্সকেডের খুনের ঘটনার সময়ই তাকেও খুন করা হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে।" বাবলাস্কির দিকে ইঙ্গিত করে একস্ট্রম বললো—"পুলিশ যৌক্তিক কারণেই মনে করছে যে তিনটা খুনের ঘটনা একজনই ঘটিয়েছে।"

রিপোর্টারদের মাঝে গুঞ্জন শুরু হলো, কয়েকজন মোবাইল ফোনে নিচুস্বরে কথা বলতে শুরু করেছে। সুইডিশ রেডিওর একজন রিপোর্টার জিজ্ঞেস করলো, "কাউকে সন্দেহভাজন পেয়েছেন?"

গলা চড়িয়ে একস্ট্রম বললো, "আপনারা যদি আমার বিবৃতির মাঝে কথা না বলেন আমরা আপনাদের জানাবো। আজ সন্ধ্যায় একজনের নাম পাওয়া গেছে যাকে পুলিশ এই তিন খুনের দায়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায়।"

"লোকটার নামটা কি দয়া করে আমাদের বলবেন?"

"এটা পুরুষ না, মহিলা। একজন ছাব্বিশ বছরের মহিলাকে খুঁজছে পুলিশ যার সাথে অস্ত্রের মালিকের একটা সম্পর্ক আছে, এন্সকেডের খুনের ঘটনাস্থলে সে উপস্থিত ছিলো বলে আমরা জেনেছি।"

ভ্রূ কুঁচকালো বাবলাস্কি, তার চেহারা কালো হয়ে গেছে। এই পয়েন্টে সে আর একস্ট্রম ভিন্নমত পোষণ করেছে, মানে সন্দেহভাজনের নাম তারা বলবে কি বলবে না এই প্রশ্নে।

একস্ট্রম বলে চললো যে সালান্ডার মানসিকভাবে অসুস্থ, সম্ভাব্য সহিংস একটা মহিলা, তার এই খুনের নেশা শেষ হয়েছে বলে কোন গ্যারান্টি দেয়া যায় না, আর জনস্বার্থে তার নাম যত শিঘ্র সম্ভব ঘোষণা করা হবে।

বাবলাস্কি কারণটা দেখিয়েছিলো এই যে বুরম্যানের অ্যাপার্টমেন্টের টেকনিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষার আগে পুলিশ কোনো কিছু প্রকাশ করা ঠিক নয়। কিন্তু একস্ট্রম তার সিদ্ধান্তে অনড় থাকলো।

রিপোর্টারদের হৈ চৈ থামাতে হাত তুললো একস্ট্রম, একজন মহিলাকে সন্দেহ করা হচ্ছে এই খবরটা যেন বোমা ফাটালো। সে বাবলাস্কির দিকে মাইক্রোফোনটা এগিয়ে দিলে বাবলাস্কি গলাটা পরিষ্কার করলো দু'বার, চশমাটা ঠিকঠাক করে কাগজটা দেখে বলতে লাগলো;

"লিসবেথ সালান্ডার নামে একজনকে খুঁজছে পুলিশ, পাসপোর্ট অফিস থেকে ছবি বিতরণ করা হবে সবাইকে। আমরা জানি না সে এখন কোথায় আছে, তবে আমাদের বিশ্বাস সে স্টকহোমেই আছে। মহিলাকে খুঁজে বের করতে পুলিশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জনগনের সাহায্য চাইবে। চার ফুট এগারো ইঞ্চি উচ্চতার লিসবেথ হালকা পাতলা গড়নের।"

নার্ভাস হয়ে গভীর শ্বাস নিলো সে। টের পাচ্ছে তার হাতের নিচে ঘামছে।

"লিসবেথ সালান্ডার আগে সাইকিয়াট্রিক ক্লিনিকে ছিলো এবং নিজের ও অন্যদের জন্য সে বিপজ্জনক বলে বিবেচিত। আমরা জোর দিয়ে বলছি যে তাকে আমরা নিশ্চিতভাবে খুনি বলতে পারছি না, তবে পরিস্থিতির কারণে তাকে আমাদের এক্ষুণি জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে এন্সকেডে আর ওডেনপ্লানের হত্যাকান্ডের ঘটনায় সে কি জানে।"

একটা সান্ধ্য পত্রিকার রিপোর্টার চেঁচিয়ে উঠলো, "আপনারা দুইরকম কথা বলতে পারেন না, হয় তাকে খুনি হিসেবে সন্দেহ তালিকায় রাখবেন অথবা রাখবেন না।"

একস্ট্রমের দিকে অসহায় চোখে তাকালো বাবলাস্কি।

"পুলিশ অনেক বড় জায়গা থেকে বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছে। তবে এই মহিলাকে সন্দেহ করার কারণ আছে, আর পুলিশ জরুরীভিত্তিতে তাকে কাস্টডিতে

নিতে চাচ্ছে। অপরাধস্থলের ফরেনসিক প্রমানে মহিলা সন্দেহের তালিকায় পড়েছে।"

"কেমন ধরণের প্রমান?"

"আমরা এটা বলতে চাইছি না।"

সাথে সাথে কয়েকজন রিপোর্টার কথা বলতে শুরু করলো। একস্ট্রম তহাত তুলে ডাসন্স ইকোর রিপোর্টারকে ইঙ্গিত করলো। তার সাথে আগে কাজ করেছে আর তাকে বস্তুনিষ্ঠ মনে করে সে।

"ইন্সপেক্টর বাবলাস্কি বললেন সালান্ডার সাইকিয়াট্রিক ক্লিনিকে ছিলো, কি কারণে?"

"এই মহিলার শৈশবটা অনেক সমস্যার মধ্যে কেটেছে, সে গার্জেনশিপের আওতায় আছে আর যে অস্ত্রটা পাওয়া গেছে সেটা তার গার্জেনের।"

"কে সে?"

"ওডেনপ্লানের অ্যাপার্টমেন্টে যাকে গুলি করা হয়েছে। এখন তার নামটা আমরা গোপন রাখছি যতক্ষণ তার পোষ্যকে না পাওয়া যায়।"

"এই মার্ডারের পেছনে তার মোটিভ কি?"

মাইক্রোফোনটা হাতে নিয়ে বাবলাস্কি বললো,

"সম্ভাব্য মোটিভ নিয়ে আমরা কোনো অনুমান করবো না।"

"তার কোনো পুলিশ রেকর্ড আছে?"

"হ্যা।"

তারপর একজন রিপোর্টার ভরাট গলায় এমনভাবে প্রশ্ন করলো যে ভীড়ের মধ্যে তার কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।

"জনগনের জন্য কি সে বিপজ্জনক?"

একটু বিব্রত হলো একস্ট্রম। তারপর বললো "আমাদের কাছে যে রিপোর্ট আছে তাতে মারাত্বক চাপের মধ্যে সে সহিংস আচরণ করতে পারে। আমরা এই বিবৃতি দিচ্ছি এই কারনে যে আমরা যত শিগগির সম্ভব তাকে ধরতে চাই।"

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো বাবলাস্কি।

ঐদিন রাত ৯:০০টার সময় ক্রিমিনাল ইন্সপেক্টর সোনিয়া মোদিজি এ্যাডভোকেট বুরম্যানের অ্যাপার্টমেন্টে, তার স্বামীকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলতে হয়েছে। বিয়ের এগারো বছর পরে তার স্বামী এটা মেনে নিয়েছে যে তার নয়টা পাঁচটা চাকুরি না। বুরম্যানের ডেস্কে বসে তার ড্রয়ারে পাওয়া কাগজগুলো পড়ার সময় দরজায় কেউ টোকা দিলো, ঘুরে দেখলো অফিসার বাবল তার নোটবুকের উপর দুইকাপ কফি নিয়ে আসছে, সাথে স্থানীয় দোকান থেকে সিনামোনের রোল। তাকে ভেতরে আসতে বললো।

"আমি এখানে কি দেখতে পারি?" বাবলাস্কি বললো।

"টেকনিক্যাল টিম এখানে শেষ করে রান্নাঘর আর বেডরুমে কাজ করছে। মৃতদেহ এখনো আছে সেখানে।"

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বাবলাস্কি বসলো। প্যাকেট খুলে মোদিজি একটা রোল নিলো।

"ক্যাফেইন ছাড়া আমি মরে যাচ্ছিলাম, ধন্যবাদ।"

আস্তে আস্তে চিবুতে লাগলো তারা।

আঙ্গুলে তুড়ি বাজিয়ে মোদিজি বললো, "শুনেছি লুন্ডাগাটানের খবর ভালো না।"

"সেখানে কেউই নেই। সালান্ডারের না খোলা চিঠি আছে সেখানে, তবে মিরিয়াম উ নামে কেউ থাকে ওখানে। তাকে যদিও আমরা খুঁজে পাই নি এখনো।"

"কে সে?"

"সত্যিকার অর্থে জানি না। তার ব্যাপারে জানতে ফাস্ট কাজ করছে। একমাস আগে তার সাথে অ্যাপার্টমেন্টে থাকার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে, তবে মনে হয় সে অ্যাপার্টমেন্টে থাকে শুধুমাত্র। আমার ধারণা ঠিকানা পরিবর্তনের কোন ফর্ম না পূরণ করেই সালান্ডার চলে গেছে।"

"হয়তো পরিকল্পনা করেই সে এসব করেছে।"

"কি করেছে? তিনটা খুন?" কথাটা সমর্থন করলো না বাবলাস্কি। "কি ভজগট লেগে গেছে সবকিছুতে। একস্ট্রম প্রেস কনফারেন্সটা করলো জোর করে, আর এখন আমরা মিডিয়াকে আমাদের ঘাড়ে চড়ে বসাতে যাচ্ছি। আপনি খুঁজে পেয়েছেন কিছু?"

"বুরম্যানের মৃতদেহ ছাড়া? ম্যাগনামের খালি বাক্স পেয়েছি, এটা চেক করা হয়েছে। সালান্ডারের উপর যে মাসিক রিপোর্টগুলো গার্জেনশিপ এজন্সিতে পাঠাতো, তার একটা ফাইল আছে। ওগুলো যদি বিশ্বাস করেনতো সালান্ডার ছোট্ট একটা স্বাভাবিক পরী, চমৎকার।"

"শুধু তার কথাই না।" বাবলাস্কি বললো।

"কি তার কথা না?"

"সালান্ডারের আরো একজন গুনমুগ্ধ।"

"আরমানস্কি আর ব্লমকোভিস্টের কাছে যা শুনেছে, সংক্ষেপে তা বললো বাবলাস্কি। একটানা শুনে গেলো মোদিজি। তার কথা শেষ হলে চুলের ভেতর আঙ্গুল চালিয়ে চোখটা রগড়ালো সে।

"একেবারে অবাস্তব মনে হচ্ছে।"

বাবলাস্কি নিচের ঠোট উল্টালে মোদিজি সামান্য হাসলো। তার দৃঢ় আর কঠোর চেহারাটা কেমন বির্ণ হয়ে যায় যখন কোনোকিছুতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ঐ

মুহূর্তে তাকে মোদিজির অফিসার বাবল মনে হয়। এই ডাকনামটা কখনো তার মুখের উপর উচ্চারণ করে নি সে, তবে নামটা তাকে বেশ মানিয়ে যায়।

"আমরা কতোটা নিশ্চিত?"

"প্রোসিকিউটরকে মনে হচ্ছে একদম নিশ্চিত। সালান্ডারের ব্যাপারে জাতীয়ভাবে একটা APB জারি করা হয়েছে। এর আগে সালান্ডার দেশের বাইরে ছিলো, এখনো সম্ভাবনা আছে আবার সে দেশ ছেড়ে চলে যাবে।" বাবলাস্কি বললো।

"কিন্তু আমরা নিশ্চিত কতোটুকু?"

কাঁধটা উপরে তুলে বললো সে, "আমরাতো এর চেয়ে কম অজুহাতে মানুষকে জেলে ভরেছি।"

"এন্সকেডের অস্ত্রের গায়ে তার হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। তার অভিভাবক মারা গেছে। কোনো কিছু না দেখেও আমি অনুমান করতে পারি এখানেও একই অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে। আগামীকাল জানতে পারবো-টেকনিক্যাল কর্মীরা বিছানায় একটা অক্ষত গুলির টুকরা পেয়েছে।"

"বেশ।"

"ডেস্কের নিচের ড্রয়ারে রিভলভারের কয়েক রাউন্ড বুলেট পাওয়া গেছে যার মাঝখানে ইউরেনিয়াম আর কিনারে স্বর্ণ দেয়া।"

"কাজে লাগবে।"

"আমাদের কাছে প্রচুর কাগজপত্র আছে যাতে সালান্ডারকে অসুস্থ বলা আছে আর তার গার্জেন বুরম্যান ঐ অস্ত্রটার মালিক।"

"হুমম..." নির্লিপ্তভাবে বললো বাবলাস্কি।

"সালান্ডার আর এন্সকেডের দম্পতির মধ্যে যোগসূত্র আছে-মিকাইল ব্লমকোভিস্ট।"

"হুমম..." আবারো বললো সে।

"আপনি মনে হয় মানতে পারছেন না।"

"সালান্ডারের ব্যাপারে পরিস্কার কিছু পাচ্ছি না আমি। কাগজপত্র বলছে একটা, আর ব্লমকোভিস্ট, আরমানস্কি বলছে আরেকটা। কাগজ অনুযায়ী সালান্ডার অক্ষম, প্রায় সাইকোপ্যাথের পর্যায়ে পড়ে। আর ঐ দুইজনের কথায়, যারা তার সাথে কাজ করেছে, সে একজন দক্ষ গবেষক। বিশাল অসামঞ্জস্য। বুরম্যানের ব্যাপারে আমাদের কাছে কোনো মোটিভ নেই, আর মেয়েটা ঐ দম্পতিকে চিনতো তাও বলা যাচ্ছে না।"

"একটা মানসিক ব্যাধিগ্রস্তের জন্য কতটা মোটিভ প্রয়োজন?"

"বেডরুমে যাই নি আমি এখনো। কি অবস্থা এখানে?"

"মৃতদেহটা আমি বিছানায় উপুর হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি। হাঁটুটা

এমনভাবে পড়েছিলো যেন সে প্রার্থণা করছে। শরীরে কাপড় নেই। গলার পেছনে গুলি করা হয়েছে।"

"এস্পকেডের মতোই একটা গুলি?"

"যতদূর আমি দেখেছি। দেখে মনে হচ্ছে সালান্ডার, যদি সে কাজটা করে থাকে, তাকে জোর করে বিছানায় হাঁটু গাড়তে বাধ্য করেছে। মাথার পেছন দিয়ে গুলিটা ঢুকে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।"

"মৃত্যুদণ্ডের মতো।"

"ঠিক তাই।"

"আমি ভাবছি...কেউ না কেউ গুলির শব্দ শুনেছে।"

"উঠান থেকে তার বেডরুম দেখা যায় না, উপর এবং নিচতলার প্রতিবেশিরা ছুটিতে বাইরে গেছে। জানালাটা বন্ধ ছিলো। তাছাড়া আওয়াজটা বন্ধ করার জন্য বালিশ ব্যবহার করা হয়েছে।"

"বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাভাবনা।"

ঠিক সেই সময় গনার স্যামুয়েলসন দরজা দিয়ে উকি দিলো।

"হাই বাবল," বলে তার সহকর্মীর দিকে ঘুরলো, "মোদিজি, আমরা মৃতদেহ সরিয়ে ফেলতে চাইছি, তাকে উল্টো করে ফেলেছি। আপনার একটু দেখা দরকার।"

সবাই মিলে বেডরুমে গেলো। বুরম্যানের শরীরটা স্ট্রেচারে তোলা হয়েছে, প্যাথোলজিস্টের কাছে নেয়ার আগে থামানো হয়েছে। কিভাবে মারা গেছে সে ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ নেই। তার কপালে চার ইঞ্চি গভীর ক্ষত, মাথার খুলির একটা বড় অংশ চামড়ার উপর ঝুলে আছে। বিছানা আর দেয়ালে ছিটকে পড়া রক্ত সব বলে দিচ্ছে।

বাবলাস্কি বিচলিত হলো।

"আমরা কি দেখবো?"

বুরম্যানের শরীরের নিচের অংশে ঢাকা দেয়া প্লাস্টিকের কভারটা তুলে ফেললো স্যামুয়েলসন। তারা দু'জন সামনে এগুলো বুরম্যানের তলপেটে আঁকা ট্যাটুর লেখাটা পড়ার জন্য, বাবলাস্কি তার চশমাটা ঠিক করে নিলো-লেখাগুলো ঝাপসা আর এলোমেলো-যেই লিখে থাকুক একজন অপটু আঁকিয়ে-তবে ম্যাসেজটা পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে :

আমি এক মর্ষকামী শূয়োর, বিকৃত মানসিকতার এবং একজন ধর্ষণকারী।

মোদিজি আর বাবলাস্কি বিস্ময়ে পরস্পর তাকালো।

"আমরা কি কোনো সম্ভাব্য মোটিভ খুঁজে পাচ্ছি?" শেষমেষ বললো মোদিজি।

বাড়ি ফেরার সময় সেভেন-ইলেভেন থেকে একটা পাস্তা কিনলো ব্লমেকাভিস্ট। মাইক্রোওভেনে দিয়ে সে কাপড় খুলে তিন মিনিট শাওয়ারের নিচে থাকলো। দাঁড়িয়েই সে কাটা চামচ দিয়ে খেয়ে নিলো, তার খুব ক্ষুধা পেয়েছিলো, তবে খাওয়ার কোনো তাগিদ ছিলো না তার, তাই যত তাড়াতাড়ি পারে খেয়ে নিলো। তারপর সরাসরি বোতল থেকে বিয়ার নিয়ে খেলো।

কোনো বাতি না জ্বালিয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে বিশ মিনিটের বেশি সময় ধরে গামলাস্টানের দিকে তাকিয়ে থেকে চিন্তা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে চাইলো।

চব্বিশ ঘণ্টা আগে সে তার বোনের বাড়িতে ছিলো, তখনই সিভেনসন তাকে ফোন করে। তখনো সে আর জোহানসন বেঁচে ছিলো।

ছত্রিশ ঘণ্টা ধরে ব্লমকোভিস্ট ঘুমায় নি, নিশ্চিন্তে ঘুমানোর সেই দিন অনেক আগে পার হয়েছে। আর সে জানে যা দেখেছে সেটা না চিন্তা করে তার ঘুম আসবে না। এন্সকেডের ঐ দৃশ্য তার স্মৃতিতে সর্বক্ষনের জন্য প্রোথিত হয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত তার মোবাইল বন্ধ করে বিছানায় গেলো। রাত ১১:০০টা বাজে, এখনো সে জেগে আছে। উঠে একটু কফি নিলো, সিডি প্লেয়ার ছেড়ে ডেবি হ্যারির "মারিয়া" গানটা শুনলো। কম্বলে শরীরটা মুড়ে সে লিভিং রুমের সোফায় বসে কফি খেতে খেতে সালান্ডারের জন্য চিন্তিত হলো। আসলে মেয়েটা সম্পর্কে কি জানে সে? খুব সামান্যই।

মেয়েটার অসাধারণ ফটোগ্রাফিক মেমোরি আছে আর খুব ভালো হ্যাকার। জানে একটু অদ্ভুত, অন্তর্মুখী একজন নারী যে নিজের ব্যাপারে সহজে কিছু বলে না, আর কোনো কর্তৃপক্ষের উপর তার আস্থা নেই।

সে তো সহিংস হতেই পারে। ব্লমকোভিস্টের জীবনটাও এ'কারণেই বেঁচে গেছে।

তবে তার কোনো ধারণাই ছিলো না যে সালান্ডারকে অক্ষম ঘোষণা দিয়ে গার্জেনশিপের আওতায় রাখা হয়েছে, অথবা তার টিনেজ বয়সের একটা সময় সে সাইকিয়াট্রিক ক্লিনিকে ছিলো।

তাকে বেঁছে নিতে হবে সে কোন দিকে যাবে।

মাঝরাতের পরে কোনো এক সময় সে এই সিদ্ধান্তে এলো সিভেনসন আর জোহানসনের হত্যাকান্ডে সালান্ডারের জড়িত হওয়ার ব্যাপারে পুলিশের অনুমান মেনে নেবে না। অন্ততপক্ষে কোন রায়ের আগে তাকে একটা সুযোগ দিতে চায় সে নিজের ব্যাপারে বলার জন্য।

জানে না কখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো, তবেসোফার উপরে সে যখন জেগে উঠেছে তখন ভোর ৪:৩০। ঢুলতে ঢুলতে বেডরুমে সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়লো।

অধ্যায় ১৬

শুক্রবার, গুড ফ্রাইডে, মার্চ ২৫–শনিবার, ইস্টার স্যাটারডে, মার্চ ২৬

ব্লমকোভিস্টের সোফায় হেলান দিয়ে বসেছে এরিকসন, কিছু না ভেবেই সে তার পা তুলে দিয়েছে কফির টেবিলে–ঠিক যেভাবে তার বাড়িতে তুলে দেয়–তারপর আবার দ্রুত সেটা সরিয়ে ফেললো।

"ঠিক আছে, বাড়ির মতো মনে কর।" বললো ব্লমকোভিস্ট।

দাঁত বের করে হেসে আবারো পা তুলে দিলো।

গুড ফ্রাইডেতে ব্লমকোভিস্ট *মিলেনিয়াম*-এর অফিস থেকে সিভেনসনের কাগজপত্র তার অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে এসেছে। লিভিংরুমের মেঝের উপর সেগুলো ছড়িয়ে নিয়ে সে আর এরিকসন আট ঘণ্টা ধরে যাবতীয় ই-মেইল, নোট, সিভেনসনের নোটবুকের লেখা আর সর্বোপরি তার পাণ্ডুলিপি পড়ে দেখলো।

শনিবার সকালে আনিকা জিয়ান্নি তার ভাইকে দেখতে এসেছে। আগের দিনের সান্ধ্যকালীন পত্রিকাটা সাথে নিয়ে এসেছে যেখানে বিশাল শিরোনামের সাথে সালান্ডারের পাসপোর্ট সাইজ ছবিটা দেয়া : ওয়ান্টেড ফর ট্রিপল মার্ডার। আরেকটা পত্রিকায় আরো স্পর্শকাতর শিরোনাম পুলিশ হান্ট সাইকোটিক মার্ডারার। এক ঘণ্টা ধরে তারা কথা বললো, এই সময় ব্লমকোভিস্ট তার সাথে সালান্ডারের সম্পর্ক এবং কেন তার বিশ্বাস হয় না সালান্ডার অপরাধী এসব ব্যাখ্যা করলো বোনের কাছে। তারপর শেষে বোনকে জিজ্ঞেস করলো সালান্ডার যদি ধরা পড়ে তবে তাকে সে প্রতিনিধিত্ব করবে কি না।

"সহিংসতা আর নির্যাতনের শিকার অনেক মহিলার প্রতিনিধিত্ব করেছি আমি, তবে ঠিক অপরাধীকে বাঁচানোর উকিল আমি নই।"

"আমি জানি তুমি খুব প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন উকিল, লিসবেথেরও এমন কাউকে দরকার যাকে সে বিশ্বাস করতে পারে। আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত তোমাকে মেনে নেবে সে।"

একটু ভেবে আনিকা দায়সারাভাবে রাজী হলো যদি কাঠগড়ায় দাঁড়ায় তবে অন্তত সালান্ডারের সাথে আলোচনা করবে।

শনিবার দুপুর ১:০০টায় ইন্সপেক্টর মোদিজিকে ফোন করে সালান্ডারের কাঁধের ব্যাগটা নিয়ে যেতে বলা হলো। প্রমানের জন্য লুন্ডাগাটানে সালান্ডারের কাছে পাঠানো তার চিঠিটা পড়লো পুলিশ।

বিশ মিনিট পরে মোদিজ্জি এলে ব্লমকোভিস্ট তাকে লিভিংরুমে এরিকসনের সাথে টেবিলে বসতে বললো। রান্নাঘরে গিয়ে মাইক্রোওয়েভের নিচে শেল্ফ থেকে ব্যাগটা নিয়ে একটু ইতস্তত করলো, তারপর ব্যাগটা খুলে সেখান থেকে হাতুড়ি আর মরিচের গুঁড়োর ক্যানটা বের করলো। একটা অবৈধ হাতিয়ার, এটা রাখা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। হাতুড়িটা তাদের কাছে সালান্ডারের সহিংস প্রবনতাকে সমর্থন যোগাবে।

মোদিজিকে কফি দিলো সে।

"আমি কি আপনাকে কিছু প্রশ্ন বরতে পারি?"

"প্লিজ।"

"সালান্ডারের কাছে লেখা চিঠিতে আপনি উল্লেখ করেছেন তার কাছে আপনার ঋণ আছে, এ'কথায় আপনি কি বোঝাতে চেয়েছেন?"

"লিসবেথ সালান্ডার আমার জন্য বড় একটা উপকার করেছিলো।"

"কি ধরণের উপকার ছিলো সেটা?"

"এমন একটা উপকার যা তার আর আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ, আমি এটা আলাপ করতে চাই না।"

তার দিকে গভীর মনোযোগের সাথে তাকালো মোদিজি। "এখানে একটা খুনের তদন্ত করছি আমরা।"

"আর আমি আশা করি আপনারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ড্যাগ আর মিয়ার খুনিকে ধরবেন।"

"আপনি কি মনে করেন না সালান্ডার সেই খুনি?"

"না, মনে করি না।"

"সে ক্ষেত্রে আপনার বন্ধুদের কে খুন করেছে বলে আপনি মনে করেন?"

"জানি না। তবে ড্যাগ বেশ কয়েকজন মানুষের মুখোশ খুলে দিতে চাচ্ছিলো যাদের অনেক কিছু হারানোর ব্যাপার আছে। তাদের কেউ একজন খুন করতে পারে।"

"সেরকম কেউ একজন আইনজীবি নিল বুরম্যানকে কেন খুন করতে যাবে?"

"জানি না, অন্তত এখন পর্যন্ত না।"

ব্লমকোভিস্টের চোখ দু'টো বেশ স্থির। হঠাৎ হেসে উঠলো মোদিজি। সে জানে ব্লমেকোভিস্টের ডাক নাম ক্যাল ব্লমকোভিস্ট, অ্যাস্ট্রিড লিন্ডগ্রেনের ডিটেকটিভ বইয়ের অনুসরনে তার এমন নামকরন, এখন বুঝলো কেন।

"কিন্তু আপনি চান তাকে খুঁজে বের করতে?"

"যদি পারি। ইন্সপেক্টর বাবলাস্কিকে বলে দেখতে পারেন।"

"আমি বলবো। আর সালান্ডারের সাথে দেখা হলে আশা করি আমাদের ানাবেন।"

"আমি আশা করি না সে আমার সাথে যোগাযোগ করে জানাবে সে খুনের পরাধী, তবে যদি করে তবে আমি তাকে সাধ্যমত বোঝাবো আত্মসমর্পন রতে। সে ক্ষেত্রে তাকে আমি যেকোনভাবে হোক সমর্থন করবো–তার একজন ন্ধু লাগবে।"

"আর যদি বলে সে অপরাধী না?"

"তাহলে আমি শুধু চাইবো কি ঘটেছিলো তা সে তুলে ধরবে।"

"ব্লমকোভিস্ট সাহেব, আমাদের আর আপনার মাঝে ব্যাপারটা অফ দা রেকর্ড াকবে, আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন যে সালান্ডারতে ধরতে হবে। আপনার াথে যোগাযোগ হলে বোকার মত কিছু করে বসবেন না। যদি ভুল করেন আর সে াই খুনের জন্য দায়ী হয় তবে তা আপনার জন্য বিপদ নিয়ে আসবে।"

ব্লমকোভিস্ট মাথা নেড়ে সায় দিলো ।

"আশা করি আপনাকে চোখে চোখে রাখার দরকার নেই আমাদের। আপনি ানেন নিশ্চয়, কোনো ফেরারীকে সাহায্য করা আইনের চোখে অবৈধ। খুনের াসামীকে সহায়তা বা রক্ষা করা মারাত্মক অপরাধ।"

"আমার পক্ষ থেকে আশা করবো আপনারা কিছু সময় নেবেন এই সম্ভাবনায় য সালান্ডার এই খুনের সাথে জড়িত না।"

"আমরা তা করবো। আপনি জানেন ড্যাগ কি ধরণের কম্পিউটার ব্যবহার রতো?"

"তার কাছে একটা ম্যাক ঔ্যাপটপ ৫০০ ছিলো, সাদা রং এর, চৌদ্দ ইঞ্চি ক্রিন। আমারটার মতোই, তবে একটু বড় ডিসপ্লে।" টেবিলের উপর তারটা দখিয়ে বললো ব্লমকোভিস্ট।

"আপনি জানেন সে এটা কোথায় রাখতো?"

"একটা কালো ব্যাগে রাখতো সেটা। আমার ধারণা তার অ্যাপার্টমেন্টে।"

"সেখানে নেই। অফিসে থাকতে পারে কি?"

"না, তার ডেস্ক দেখেছি আমি। নিশ্চিত সেখানে নেই।"

চুপচাপ বসে রইলো তারা কিছুক্ষণ।

শেষশেষ ব্লমকোভিস্ট বললো, "তাহলে কি ধরে নেবো ড্যাগের কম্পিউটার াওয়া যাচ্ছে না?"

সিভেনসনকে হত্যার জন্য মোটিভ থাকতে পারে এমন কয়েকজনের তালিকা রেছে ব্লমকোভিস্ট আর এরিকসন। বড় কাগজে তাদের প্রত্যেকের নাম লিখে

লিভিংরুমের দেয়ালে টেপ দিয়ে আটকে দিয়েছে ব্লমকোভিস্ট। পতিতার খদ্দেররা সবাই পুরুষ এবং বইয়ে তাদের উল্লেখ আছে। রাত ৮:০০টার মধ্যে ৩৭টা নাম পাওয়া গেলো, তাদের মধ্যে ত্রিশজনকে সাথে সাথে চেনা গেলো। সিভেনসনের লেখায় সাতজনকে ছদ্মনাম দেয়া হয়েছে। একুশ জন পতিতার খদ্দের বিভিন্ন সময় এক বা একাধিক মেয়েকে নির্যাতন করেছে। বাস্তব সমস্যাটা হলো–বইটি প্রকাশ করবে কি না সেই দিক থেকে–অনেকগুলো দাবি সিভেনসন আর জোহানসনের তথ্যের উপর ভিত্তি করে দেয়া। বিষয়টা সম্পর্কে কম জানে এমন কেউ লিখতে গেলে আলাদা আলাদাভাবে তথ্যগুলো যাচাই করতে হবে।

পরিমাপ করে দেখলো তারা যে লেখাটা আছে তার ৮০ শতাংশ বড় কোন সমস্যা ছাড়াই ছাপানো যাবে, তবে বাকি ২০ শতাংশ ছাপানোর ঝুঁকি নিতে হলে *মিলেনিয়াম*কে বেশ ভালো খাটতে হবে। কনটেন্টএর সত্যতা নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো সংশয় নেই, তবে বইয়ে সবচেয়ে বোমা ফাটানো তথ্যটা সম্পর্কে বিস্তারিত কাজের সাথে পরিচিত নই আমরা। সিভেনসন বেঁচে থাকলে কোন প্রশ্ন ছাড়াই তারা এটা ছাপিয়ে ফেলতো–সে কিংবা জোহানসন যেকোন আপত্তির মোকাবেলা করতে পারতো।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ব্লমকোভিস্ট দেখলো রাত হয়ে গেছে, বৃষ্টি নেমেছে। এরিকসনকে জিজ্ঞেস করলো আরো কফি লাগবে কি না। সে না করলো।

"পান্ডুলিপিটা আমাদের আওতার মধ্যেই আছে," এরিকসন বললো। "তবে ড্যাগ আর মিয়ার খুনির ব্যাপারে কাউকে ঠিক নিশ্চিত করতে পারছি না।"

"দেয়ালে লেখা নামগুলোর কেউ একজন হবে," ব্লমকোভিস্ট বললো।

"এমন কেউও হতে পারে বইয়ের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই। অথবা আপনার বন্ধবীও হতে পারে।"

"লিসবেথ," ব্লমকোভিস্ট বললো।

আড়চোখে তার দিকে তাকালো এরিকসন। আঠারো মাস ধরে সে *মিলেনিয়াম* এ কাজ করছে, ওয়েনারস্ট্রম অ্যাফেয়ারের গোলমালের মাঝামাঝি পর্যায়ে সে যোগ দিয়েছে। একবছরের সাময়িক চাকুরির পরে *মিলেনিয়াম* হচ্ছে তার প্রথম ফুলটাইম চাকরি। চমৎকার কাজ করছে সে। *মিলেনিয়াম*-এ কাজ করা একটা স্ট্যাটাসের ব্যাপার। বার্গারসহ অন্যান্য কর্মীদের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তবে ব্লমকোভিস্টের সাথে একটু অস্বস্তি অনুভব করে সে। এর কোনো স্পষ্ট কারণ নেই, তবে *মিলেনিয়াম*-এর সবার মাঝে ব্লমকোভিস্ট সবচেয়ে গম্ভীর আর চাপা স্বভাবের।

গত বছর ধরে সে অফিসে এসে তার রুমে অথবা বার্গারের রুমে একা একা কাটিয়েছে। মাঝে মাঝে সে আসতোই না, চাকুরির প্রথম কয়েক মাস এরিকসন তাকে বাস্তবের চেয়েও বেশিরভাগ দেখেছে টিভি স্টুডিওর সোফায় বসা। কম কথা

কে উৎসাহিত করে না সে, আর অন্যান্য কর্মীদের মন্তব্য থেকে শুনেছে তার
্য পরিবর্তন এসেছে। আগের চেয়ে শান্ত আর কম কথা বলে।

"ড্যাগ আর মিয়া কেন গুলিবিদ্ধ হয়েছে সেটা যদি আমি বের করার চেষ্টা করি, ান্ডারের ব্যাপারে আমার আরো জানতে হবে। জানি না কিভাবে শুরু করবো, ..."

এরিকসন কথাটা শেষ করলো না, তার দিকে তাকালো ব্লমকোভিস্ট। শেষে তার দিকে কোনাকুনি ঘুরে বসলো ব্লমকোভিস্ট।

"তুমি কি *মিলেনিয়াম*-এ কাজ করতে পছন্দ কর? মানে তুমিতো এক বছর আমাদের জন্য কাজ করছ, তবে আমি এতো ব্যস্ত থেকেছি যে কখনো পরস্পর াজানার সুযোগ হয় নি।" বিরক্তির সাথে বললো ব্লমকোভিস্ট।

"এখানে কাজ করতে খুব পছন্দ করি আমি। আমার কাজে আপনি কি সন্তুষ্ঠ?"

"এরিকা আর আমি বহুবার আলাপ করেছি যে আমাদের কোনো ভালো নেজিং এডিটর নেই। আমার মনে হয় তুমি ভালো করবে। তবে এর আগে মাকে বেশি কিছু না বলার জন্য ক্ষমা করবে।"

এরিকসন খুশি হয়ে হাসলো। ব্লমকোভিস্টের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়া ভীষণ নন্দের ব্যাপার।

"আমি ঠিক সেটা জানতে চাই নি," বললো এরিকসন।

"তুমি লিসবেথ সালান্ডারের সাথে *মিলেনিয়াম*-এর সংযোগ খুঁজছিলে।"

"আপনি কখনো কিছু বলেন নি, এরিকাও তার ব্যাপারে মুখ খুলতে চায় না।"

ব্লমকোভিস্ট তাকালো তার দিকে, বার্গার এবং সে মেয়েটাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস লেও কিছু ব্যাপার তার সাথে সে আলোচনা করতে পারে না।

"তোমার সাথে একমত আমি," ব্লমকোভিস্ট বললো। "খুনের ব্যবচ্ছেদ করতে া তোমার আরো তথ্য জানা প্রয়োজন। আমি একজন প্রত্যক্ষ সোর্স, লিসবেথ, গ আর মিয়ার সাথে সংযোগসূত্র। আমাকে প্রশ্ন করতে পার। যতটা সম্ভব আমি াব দেয়ার চেষ্টা করবো। আর যখন জবাব দিতে পারবো না আমি সেটা বো।"

"এতো গোপনীয়তা কেন? লিসবেথ সালান্ডার কে, আর *মিলেনিয়াম*-এর সাথে া কাজটা কি?"

"আমি বলছি। দুই বছর আগে তাকে খুব জটিল একটা কাজে গবেষক হিসেবে য়াগ দিয়েছিলাম আমি। এটাই হলো সমস্যা। আমি বলতে পারবো না সে ার জন্য কি কাজ করেছে। এরিকা সেটা জানে, সেও গোপনীয়তা রক্ষার জন্য ্য।"

"দুই বছর আগে, মানে আপনি ওয়েনারস্ট্রমের ঘটনা বের করার আগে। আমি ধরে নিতে পারি এই কেসের ব্যাপারে গবেষণায় সে জড়িত ছিলো?"

"না, তুমি সেটা ধরে নিতে পার না। আমি এটা নিশ্চিতও করবো না, অস্বীকারও করবো না। তবে আমি বলতে পারি যে লিসবেথকে আমি একবারে ভিন্ন একটা প্রোজেক্টে নিয়েছিলাম এবং সে মারাত্মক কাজ করেছিলো।"

"আচ্ছা, আপনি যখন হেডেস্টাডে নিভৃতে কাটাচ্ছিলেন, যতদূর আমি শুনেছি, সেসময় হেডেস্টাডের কথা মিডিয়াতে একেবার চাপা পড়ে ছিলো না। হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার মৃত অবস্থা থেকে জীবিত হয়ে উঠে, এই আর কি। অবাক ব্যাপার হলো আমরা *মিলেনিয়াম*-এ তার ব্যাপারে কিছুই লিখি নি।"

"হ্যারিয়েট সম্পর্কে না লেখার কারণ হলো সে আমাদের বোর্ডে আছে। অন্য মিডিয়াকে আমরা তার ব্যাপারে খুঁটিনাটি তথ্য লিখতে দিয়েছি। আর সালান্ডারের ব্যাপারে বলছি, আমার কথা শোন আমি বলছি আমার আগের প্রোজেক্টের কাজের সাথে এন্সকেডের ঘটনার কোনো যোগসূত্র নেই।"

"আপনার কথা আমি মেনে নিচ্ছি।"

"তোমাকে একটা উপদেশ দেই, অনুমান করবে না, এক লাফে কোনো সমাধানে চলে যাবে না। শুধু মেনে নাও যে সে আমার হয়ে কাজ করেছে, কি কাজে নিযুক্ত ছিলো এটা আমি বলতে পারবো না। সেই সময় আমার জীবন বাঁচায় সে, আক্ষরিক অর্থেই।"

বিস্মিত হয়ে তাকালো এরিকসন। এ'ব্যাপারে সে *মিলেনিয়াম*-এ কোনো কথা শোনে নি।

"তার মানে আপনি তার সম্পর্কে ভালোই জানেন।"

"আমার ধারণা অন্য যে কেউ লিসবেথ সালান্ডার সম্পর্কে এমনই জানবে, সে হচ্ছে আমার দেখা সবচাইতে অন্তর্মুখী ব্যাক্তি।"

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ব্লমকোভিস্ট অন্ধকারে তাকালো।

"জানি না তোমার লাগবে কিনা, তবে আমার এখন ভোদকা আর লেবুর সরবত দরকার।" বললো সে।

"আরেক কাপ কফির চেয়ে ভালো হবে।"

ব্লিদো দ্বীপের কেবিনে ইস্টারের ছুটি কাটানোর সময় আরমানস্কি সালান্ডারের কথা ভেবেছে। তার ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেছে, তাই বাব-মার সাথে ছুটি কাটাতে চায় নি। পঁচিশ বছর দাম্পত্য জীবন কাটানো তার স্ত্রী লক্ষ্য করছে প্রায়ই সে দূরে বসে থাকে। চুপচাপ গভীর চিন্তায় মগ্ন হয় সে, কিছু জিজ্ঞেস করলে আনমনা হয়ে জবাব দেয়। কাছের দোকানে গিয়ে প্রতিদিন সংবাদপত্র কেনে। বারান্দায় জানালার পাশে বসে সে সালান্ডারকে খোঁজার সংবাদ পড়ে।

হতাশ হয়ে আরমানিস্কি ভাবলো সে এতোটা ভুল ভেবেছে সালান্ডারকে।

ক বছর ধরে সে জানে যে তার মানসিক সমস্যা আছে। সহিংস অবস্থায় তার হুমকী এমন কাউকে আঘাত করবে এটা ভাবা কোনো বিস্ময়ের কিছু না। তার র্জনকে আক্রমন করা যাকে তার কাছে মনে হয়েছে তার ব্যাপারে নাক চ্ছে–এটা বোধগম্য। অযাচিতভাবে আর সম্ভাব্য শত্রুভাবাপন্ন কেউ তার জীবন ন্নন করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করেছে সে।

অন্যদিকে এটাও তার বোঝার অসাধ্য কেন সালান্ডার তার কাছে একবারে না দু'জন ব্যক্তিকে, যতটুকু তথ্য পাওয়া গেছে, খুন করতে গেলো।

সালান্ডার এবং এন্সকেডের দম্পতির মধ্যে সংযোগ বের হওয়ার জন্য অপেক্ষা ছে আরমানস্কি। কিন্তু সংবাদপত্রে এ'রকম কোনো যোগসূত্রের রিপোর্ট নেই, বদলে এমন সব অনুমান ভিত্তিক রিপোর্ট যে ঐ মানসিক অসুস্থ মহিলা হয়তো নোভাবে নিয়ন্ত্রনহীন হয়ে পড়েছে।

ইন্সপেক্টর বাবলাস্কিকে দুইবার ফোন করে অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলো কিন্তু তদন্তের পরিচালকও তাকে কোনো যোগসূত্রের কথা জানাতে পারলো। ব্লমকোভিস্ট ঐ দম্পতি ও সালান্ডার উভয়কে চেনে, তবে সালান্ডার কখনো নোভাবে সিভেনসন বা জোহানসনকে চিনতো কিংবা তাদের নাম শুনেছে, কম কিছু জানা যায় নি। অস্ত্রের মধ্যে যদি সালান্ডারের আঙ্গুলে ছাপ না পাওয়া তো, এমনকি বুরম্যানের সাথে তার অনস্বীকার্য সম্পর্ক না থাকতো, পুলিশকে কারে হাতড়ে বেড়াতে হতো।

"তাহলে এভাবে শেষ করা যাক," এরিকসন বললো, "আমাদের কাজ হচ্ছে শের দাবী অনুযায়ী সালান্ডার আসলেই ড্যাগ আর মিয়াকে খুন করেছে কি না জ বের করা। কিভাবে শুরু করা যায়?"

"কাজটাকে দেখ গভীর অনসন্ধান হিসেবে। আমাদের নিজেদের পুলিশি সন্ধানের প্রয়োজন নেই। তবে পুলিশ কি উদঘাটন করছে তার উপর দাঁড়িয়ে রা কি জানতে পেরেছে সেটাকে খতিয়ে দেখা। অন্য কাজের মতই হবে এটা, পার্থক্য হচ্ছে আমরা যা জানবো তা ছাপতে যাবো না।

"তবে সালান্ডার যতি খুনি হয়ে থাকে তার সাথে ড্যাগ আর মিয়ার ভালোরকম গসূত্র থাকতে হবে। আর আপনিই হলেন হলেন সেই যোগসূত্র।"

"সত্যি কথা আমি আদৌ কোনো যোগসূত্র নই। এক বছরের উপর আমার থ লিসবেথের কোন কথা হয় না। সে কি করে জানবে যে..."

হঠাৎ চুপ হয়ে গেলো ব্লমকোভিস্ট। লিসবেথ সালান্ডার বিশ্বমানের হ্যাকার। কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে তার আইবুকে সিভেনসনের অসংখ্য লেখা, য়ের অনেক বিষয়বস্তু আর জোহানসনের থিসিসটা আছে। সালান্ডার তার ম্পউটারে ঢুকলে সে জানতেও পারবে না। কিন্তু জোহানসন আর সিভেনসনের হ্যাকান্ড ঘটানোর মত সম্ভাব্য কি কারণ থাকতে পারে সালান্ডারের? তারা কাজ

করছিলো নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার উপর একটা রিপোর্ট নিয়ে, তাদেরতো উৎসাহিত করার কথা সালান্ডারের, যদি তাকে আদৌ চিনে থাকে ব্লমকোভিস্ট।

"আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে কিছু ভাবছেন," এরিকসন বললো।

"না, একটু ক্লান্ত লাগছে, তাই মাথাটা হালকা করছিলাম," ব্লমকোভিস্ট বললো।

"তো আপনার লিসবেথতো এখন শুধু ড্যাগ আর মিয়াই নয়, তার গার্জেনকেও হত্যার জন্য সন্দেহ করা হচ্ছে, এতে তার সংশ্লিষ্টতা একেবারে পরিষ্কার। লোকটা সম্পর্কে আপনি কি জানেন?"

"কিচ্ছু না। তার নামও শুনি নি কখনো; এমনকি এটাও জানতাম না যে তার কোনো গার্জেন আছে।"

"তবে তিনজন মানুষকে একই ব্যক্তির খুন করার ব্যাপারটা উপেক্ষা করার মত। এমন কি যদি কেউ ড্যাগ আর মিয়াকে তাদের গল্পের জন্য খুন করে থাকে, তার জন্য সালান্ডারের গার্জেনকে খুন করার বিন্দুমাত্র কারণ থাকতে পারে না।"

"আমি জানি, আর এটা ভেবেই আমি উদ্বিগ্ন হচ্ছি। তবে একটা জিনিস অন্ততপক্ষে কল্পনা করতে পারি আমি, যেখানে কোনো বহিরাগত ব্যক্তি ড্যাগ, মিয়া আর সালান্ডারের গার্জেনকে হত্যা করতে পারে।"

"তাহলে সেটা কি?"

"ধরে নাও ড্যাগ আর মিয়াকে খুন করা হয়েছে কারণ তারা সেক্স ট্রেডের পেছনে লেগেছিলো, আর সালান্ডার কোনোভাবে তৃতীয় পার্টির সাথে সংযুক্ত হয়েছে। গার্জেন হিসেবে বুরম্যানকে কিছু বলেছে লিসবেথ, তাতে সে হয়তো কোনোকিছু জেনেছে বা প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছে এবং সেভাবে খুনের শিকার হয়েছে।"

"আপনি কি বোঝাতে চেয়েছেন বুঝতে পেরেছি," এরিকসন বললো। "তবে এই ব্যাখ্যার পেছনে আপনার কাছে কোনো প্রমান নেই।"

"না, কিছুই নেই।"

"তাহলে আপনার কি ধারণা, সে অপরাধী নাকি অপরাধী না?"

অনেকক্ষণ ভাবলো ব্লমকোভিস্ট।

"তুমি কি আমার কাছে জানতে চাইছ সে খুন করতে সক্ষম কি না? জবাবটা হলো হ্যা। তার মধ্যে সহিংস মনোভাব আছে। তাকে আমি তৎপর হতে দেখেছি যখন..."

"যখন সে আপনার জীবন বাঁচায়?"

তার দিকে তাকালো ব্লমেকাভিস্ট। তারপর বললো, "আমি তোমাকে পরিস্থিতিটা বোঝাতে পারবো না। তবে একজন মানুষ আমাকে খুন করার উপক্রম হয়েছিলো এবং প্রায় করেই ফেলেছিলো। সে এসে তাকে গল্ফ ক্লাব দিয়ে মেরে অজ্ঞান করে ফেলে।

"আপনি পুলিশকে এর কিছুই বললেন না?"
"একদমই না। এটা শুধু তোমার আর আমার মাঝে থাকবে।" তার দিকে স্বচোখে তাকিয়ে বললো সে। "ম্যালিন, এ'ব্যাপারে আমি তোমাকে বিশ্বাস তে চাই।"
"আমরা যা আলাপ করলাম তার কিছুই আমি কাউকে বলবো না। আপনি শুধু মার বসই না, আপনাকে আমি পছন্দও করি, আপনাকে কষ্ট দেবে এমন কিছু মি করবো না।"
"দুঃখিত।"
"মাফ চাইতে হবে না।"
একটু হেসে আবার সিরিয়াস হয়ে গেলো ব্লমকোভিস্ট। "আমি এটা জানি যে দ প্রয়োজন হতো, আমাকে বাঁচানোর জন্য সে লোকটাকে মেরে ফেলতো। একই থে আমি এটাও বিশ্বাস করি মেয়েটা খুব যুক্তিবান। অদ্ভুত, হ্যা, তার নিজস্ব গতে সে খুব যুক্তিবান। তাকে সহিংস হতে হয়, কারণ এই না যে সে এরকম রতে চায়। কাউকে খুন করতে হলে তার দ্বারা সে মারাত্মক হুমকীর সম্মুখীন য়েছিলো অথবা তাকে খুনের ব্যাপারে উস্কানি দেয়া হয়েছে।"
কিছুক্ষণ ভাবতে লাগলো সে। এরিকসন ধৈর্য্য ধরে তাকে লক্ষ্য করছে।
"উকিলের কাছে আমি ব্যখ্যা করতে পারবো না। লোকটার ব্যাপারে আমি নি না। তবে আমি কল্পনাও করতে পারছি না ড্যাগ আর মিয়ার দ্বারা কোনোভাবে উসকানি বা হুমকীর সম্মুখীন হয়েছে। এটা অসম্ভব।"
অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো তারা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে এরিকসন খলো ৯:৩০ বাজে।
"দেরি হচ্ছে, বাড়ি যেতে হবে।"
"অনেকক্ষণ কাজ করেছি, আমরা আবার কাল বসবো। না, প্লেটগুলো রেখে ও, আমি ধুয়ে নেবো।"

স্টারের আগেরদিন শনিবার রাতে আরমানস্কি জেগে আছে, শুনতে পাচ্ছে রিতভা মোচ্ছে। নাটকটার মাথামুন্ডু বুঝতে পারছে না সে। শেষমেষ বিছানা থেকে উঠে পার আর ড্রেসিং গাউন পরে লিভিং রুমে গেলো। বাতাস ঠাণ্ডা, কয়েকটা কাঠের করা ফেললো সে সোপস্টোনের চুলায়। তারপর বিয়ার নিয়ে ফুরুসান্ড চ্যানেলের নি দেখতে লাগলো। আমি কি জানি?
সালান্ডারকে বোঝা যায় না, এতে কোনো সন্দেহ নেই।
২০০৩ সালের শীতে কিছু একটা হয়েছিলো, যখন সে এখানে কাজ করা বন্ধ রে এক বছরের জন্য ছুটি কাটাতে বিদেশে চলে যায়। তার হঠাৎ চলে যাওয়ার

সাথে ব্লমকোভিস্ট জড়িয়ে গিয়েছিলো–তবে তার আসলে কি হয়েছিলো জানে না সে।

ফিরে এসে তাকে দেখতে আসে সালান্ডার, দাবী করে যে সে আর্থিকভাবে সক্ষম, তার মানে দাঁড়ায় অল্পদিনের মধ্যে সে অনেক টাকার মালিক হয়ে গেছে।

নিয়মিত সে পামগৃনের সাথে দেখা করতো। ব্লমকোভিস্টের সাথে তার কোনো যোগাযোগ নেই।

তিন জন ব্যক্তিকে খুন করেছে সে যার মধ্যে দু'জন আপাতদৃষ্টিতে অচেনা তার কাছে। এটা বোঝা যাচ্ছে না।

বিয়ারে চুমুক দিয়ে সিগারিলো ধরালো আরমানস্কি। তার অপরাধবোধ হচ্ছে আর তাই তার মেজাজ খারাপ।

বাবলাস্কি যখন তার সাথে দেখা করতে আসে, তাকে নিঃসঙ্কোচে যতদূর সম্ভব তথ্য দিয়েছে সে, সালান্ডারকে ধরতে পারে। তার কোনো সন্দেহ নেই মেয়েটা ধরা পড়বে। আরমানস্কি বাস্তববাদী। পুলিশ যদি তাকে বলে একজন ব্যক্তিকে খুনের জন্য সন্দেহ করা হচ্ছে, তার মানে এটা সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাজেই সালান্ডার অপরাধী।

কিন্তু পুলিশ এটা দেখবে না যে তার কাজটাও ব্যাখ্যার দাবী রাখে–অথবা এমন কোনো অপরিহার্য পরিস্থিতির শিকার হতে পারে সে যা তাকে হিংস্র করে তুলেছে। পুলিশ নিয়োজিত আছে তাকে ধরতে আর এই প্রমান করতে যে সে গুলিটা ছুঁড়েছে, তার মানসিক অবস্থাটা খতিয়ে দেখবে না তারা।

কোনো মোটিভ খুঁজে পেলেই তারা সন্তুষ্ট থাকবে, তবে ব্যাপারটাকে উন্মাদনাপ্রসুত গন্য করতে তারা ব্যর্থ। মাথা ঝাঁকালো সে। সে মানতে পারছে না যে সালান্ডার একজন উন্মাদগ্রস্ত গণহত্যাকারি। ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা ঘটনার তাৎপর্য না জেনে সালান্ডার কোনো কিছু করে না। অদ্ভুত–হ্যা, উন্মাদ–না।

কাজেই এর একটা ব্যাখ্যা থাকতে হবে। সালান্ডারকে চেনে না এমন কারো কাছে ব্যাপারটা যত অস্পষ্টই লাগুক না কেন।

রাত ২:০০টার সময় একটা সিদ্ধান্তে এলো সে।

অধ্যায় ১৭

রবিবার, ইস্টার সানডে, মার্চ ২৭–মঙ্গলবার, মার্চ ২৯

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কয়েকঘণ্টা কাটিয়ে রোববার খুব সকালে ঘুম থেকে উঠলো আরমানস্কি। রিটভাকে না জাগিয়েই নিচে নেমে এলো সে, কফি বানিয়ে স্যান্ডউইচ নিলো। তারপর ল্যাপটপটা চালু করলো সে।

ব্যক্তিগত তদন্তে মিল্টন সিকিউরিটি যে রিপোর্ট ফরম ব্যবহার করে সেটা খুললো। সালান্ডারের ব্যক্তিত্ব নিয়ে সে যা যা তথ্য জানে তার সব টাইপ করলো।

সকাল ৯:০০টায় রিটভা নিচে নেমে এলো। সে কি করছে জানতে চাইলো রিটভা। অস্পষ্ট জবাব দিয়ে লিখতে লাগলো সে। সারাদিনের জন্য খোড়া যুক্তি দাঁড় করাচ্ছে সে।

একটা ভুল হয়ে গেছে ব্লমকোভিস্টের, সম্ভবত আজ ইস্টারের ছুটি, পুলিশ হেডকোয়ার্টার খালি দেখা যাচ্ছে। রোববার সকালের আগে মিডিয়া জানতে পারবে না যে সে'ই খুঁজে পেয়েছে সিভেনসন আর জোহানসনকে। প্রথম তার সাথে দেখা করতে এসেছে *আফটোনব্লাডেট*-এর রিপোর্টার তার পুরনো বন্ধু।

"হ্যালো ব্লমকোভিস্ট, আমি নিকলাসন।"

"হ্যালো, নিকলাসন।"

"তাহলে তুমিই সেই যে এন্সকেডের দম্পতিকে খুঁজে পেয়েছিলো।"

ব্লমকোভিস্ট সত্যতা স্বীকার করলো।

"আমার সোর্স বলেছে তারা নাকি *মিলেনিয়াম*-এ কাজ করতো।"

"তোমার সোর্স অংশত সঠিক আবার অংশত ভুল। ড্যাগ সিভেনসন *মিলেনিয়াম*-এ পার্টটাইসম কাজ করতো।"

"ওঃহো। ঘটনাটা খুব জঘণ্য, তোমাকে মানতেই হবে।"

"আমি জানি।" ব্লমকোভিস্ট বললো।

"তুমি কোনো বিবৃতি দিচ্ছ না কেন?"

"ড্যাগ আমার সহকর্মী ও বন্ধু ছিলো। কোন খবর তৈরির আগে আমরা ভেবেছি ড্যাগ আর মিয়ার আত্মীয়স্বজনকে কি ঘটেছে তা জানানো জরুরী।"

ব্লমকোভিস্ট জানে এই পয়েন্টটা সে কোট করবে।

"এটা ঠিক। ড্যাগ কি কাজ করতো?"

"একটা গল্প নিয়ে কাজ করছিলো।"

"কিসের উপর?"

"*আফটোনব্লাডেট*-এর জন্য আমারা কি স্কুপ খবর বানাচ্ছিলাম তা জানতে চাও?"

"তার মানে এটা কোনো স্কুপ ছিলো।"

"এবার লাগাম ধর, নিকলাসন।"

"আ-হা, বলো না ব্লোম্যান। তোমার ধারণা ড্যাগ সিভেনসন যেটা নিয়ে কাজ করছিলো তাতে খুন হওয়ার মত এমন কিছু ছিলো?"

"আরো একবার তুমি আমাকে ব্লোম্যান বললে, আমিও বছরের বাকি দিনগুলোয় তোমার সাথে আর কথা বলবো না।"

"আচ্ছা, আমি দুঃখিত। ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট হিসেবে তোমার কি মনে হয় ড্যাগ তার কাজের জন্য খুন হয়েছে?"

"ড্যাগ কেন খুন হয়েছে সে'ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই নেই।

"যে বিষয়টা নিয়ে সে কাজ করছিলো তার সাথে লিসবেথ সালান্ডারের কোনো সম্পর্ক আছে?"

"না, কোনো সম্পর্ক নেই।"

"ড্যাগ কি ঐ ডাইনিটাকে চিনতো?"

"আমার কোনো ধারণা নেই।"

"ড্যাগ সম্প্রতি কম্পিউটার ক্রাইমের উপর বেশ কিছু লেখা লিখেছিলো। সে'ধরণের কোনো লেখাই কি সে *মিলেনিয়াম*-এর জন্য লিখছিলো?"

তুমি সহজে ছাড়বে না, তাই না? ব্লমকোভিস্ট ভাবলো। বিছানার উপর সোজা বসে সে নিকলাসনকে চলে যেতে বলতে উদ্যত হচ্ছিলো। তার মাথায় দু'টো বড় আইডিয়া এসেছে। নিকলাসন আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো।

"থাম, নিকলাসন। আর না। আমি নিজেই পরে কথা বলবো।"

উঠে দাঁড়িয়ে ব্লমকোভিস্ট তার হাতটা রাখলো মাউথপিসের উপর। হঠাৎ সে একবারে ভিন্ন একটা জগতে হারিয়ে গেছে।

খুনের ঘটনাগুলোর পরে সে শুধু ভাবছিলো কিভাবে সালান্ডারের সাথে যোগাযোগ করবে। একটা সুযোগ এসেছে–বেশ ভালো সুযোগ–সংবাদপত্রে সে কি বলে এটা পড়ে দেখবে সালান্ডার, যেখানেই থাকুক না কেন। যদি সে তাকে চেনার কথা অস্বীকার করে তবে ভাববে তাকে অবজ্ঞা করেছে বা তার সাথে প্রতারনা করেছে। যদি তাকে বাঁচাতে চায়, অন্যরা ভাববে সে খুনের ব্যাপারটা ভালোভাবে জেনেই কথা বলতে এসেছে। তবে যদি সে ঠিকমত বিবৃতিটা দিতে পারে তবে সালান্ডার তার সাথে দেখা করার তাগিদ অনুভব করবে।

"দুঃখিত, আমি কথা বলছি। তুমি কি বললে?"

"ড্যাগ কি কম্পিউটার ক্রাইমের উপর কিছু লিখছিলো?"
"আমার কাছ থেকে যদি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শুনতে চাও, আমি বলতে পারি।"
"বলে যাও।"
"যদি আমার সব কথা হুবুহু লিখে দাও, তবে বলবো।"
"আমি কতটা লিখতে পারবো তোমার কথা?"
"এই প্রশ্নের জবাবটা না দেই।"
"তাহলে কি বলতে চাইছ তুমি?"
"পনেরো মিনিটের মধ্যে আমি সেটা ইমেল করছি তোমায়।"
"কি?"
"তোমার মেইল চেক কর," বলেই ব্লমকোভিস্ট কথা বলা বন্ধ করে তার ক্ষ গিয়ে ল্যাপটপটা চালু করলো। ওয়ার্ড ওপেন করে দুই মিনিট মনোসংযোগ লিখতে শুরু করলো সে।

নিয়াম-এর এডিটর ইন চিফ এরিকা বার্গার তাদের ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক এবং র্মী ড্যাগ সিভেনসনের মৃত্যুতে গভীর শোকাহত হয়েছে। সে আশা করছে গিরই খুনের ব্যাপারটা সমাধান হয়ে যাবে।

গত বুধবার রাতে *মিলেনিয়াম*-এরই প্রকাশক মিকাইল ব্লমকোভিস্ট ড্যাগ ভনসন আর তার বান্ধবীর মৃতদেহ আবিষ্কার করে।

আফটোনব্লাডেটকে ব্লমকোভিস্ট যা বলেছে; "ড্যাগ সিভেনসন খুই চমৎকার মেধাবী একজন সাংবাদিক ও ব্যক্তি যাকে আমি ভীষণ পছন্দ করতাম। িকেলের জন্য বেশ কিছু বিষয় সে প্রস্তাব করার পর অন্যান্য অনেক বিষয়ের সাথে সে অবৈধ কম্পিউটার হ্যাকিংয়ের উপর বড় একটা তদন্ত করছিলো।"

বার্গার অথবা ব্লমকোভিস্টের কেউই জানে না খুনের জন্য দায়ী কে, কিংবা এর নে কি মোটিভ লুকিয়ে আছে।

ফোনটা তুলে বার্গারকে কল করলো ব্লমকোভিস্ট। "হাই রিকি। এইমাত্র তুমি *ফটোনব্লাডেট*-এর কাছে ইন্টারভিউ দিলে।"
"বল।"
সে পড়ে শোনালো।
"কিভাবে?"
"প্রতিটা শব্দ সত্য। ড্যাগ দশ বছর ধরে ফ্রিল্যান্স কাজ করে, তার একটা ষত্ব হলো কম্পিউটার সিকিউরিটি। অনেকবার আমি এ ব্যাপারে তার সাথে াপ করেছি, আর এ নিয়ে একটা আর্টিকেল করার জন্য ভাবছিলাম আমরা, রের উপর লেখাটা শেষ হওয়ার পরপরই। তুমি কি কাউকে চেন যার

হ্যাকিংয়ের ব্যপারে আগ্রহ আছে?"

বার্গার বুঝতে পারলো সে কি করতে চাইছে।

"স্মার্ট, মিকি। সত্যি স্মার্ট। ঠিক আছে দিয়ে দাও।"

ব্লমকোভিস্টের ইমেল পাওয়ার একটু পরই নিকলাসন ফোন করলো আবার। "এটা বেশি কিছু হলো না।"

"তুমি এইটুকু পাচ্ছ, অন্য পত্রিকা যা পাবে এটা তার চেয়েও বেশি কিছু। পুরো কথাটা তুমি উল্লেখ করবে অথবা কিছুই উল্লেখ করবে না।"

ল্যাপটপের কাছে ফিরে গেলো ব্লমকোভিস্ট। একটু ভেবে লিখতে লাগলো "ডিয়ার লিসবেথ, এই চিঠিটা লিখে আমি আমার ডেস্কটপে রাখছি, জানি যখনই হোক না কেন তুমি এটা পড়বে। আমার মনে আছে তুমি কিভাবে দুই বছর আগে ওয়েনারস্ট্রমের হার্ডড্রাইভে ঢুকেছিলে, আর আমি নিশ্চিত তুমি আমার মেশিনটাও হ্যাক করেছ। এটা পরিষ্কার যে, তুমি আর আমার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখতে চাইছ না। জানতে চাইছি না কেন, তোমার ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই।

তুমি চাও বা না চাও, গত কয়েক দিনের ঘটনা আবারো আমাদের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়েছে। পুলিশ বলছে তুমি দু'জন ব্যক্তিকে খুন করেছ যাদের আমি ভীষণ পছন্দ করতাম। তাদের গুলি করার মাত্র কয়েক মিনিট পরেই আমি তাদের আবিষ্কার করি। আমার মনে হয় না তুমি তাদের গুলি করেছ, একদম আশা করি এটা তুমি কর নি। পুলিশ তোমাকে উন্মাদ খুনি দাবী করছে, তবে এতে প্রতীয়মান হয় যে আমি তোমাকে একেবারে ভুল ভেবে এসেছি অথবা এক বছরে তুমি আমূল বদলে গেছ। আর তুমি যদি খুনি না হয়ে থাক তাহলে পুলিশ ভুল ব্যক্তির পেছনে ছুটছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি তোমার কাছে আর্জি জানাচ্ছি তুমি পুলিশের কাছে ধরা দাও, তবে আমার ধারণা আমি বৃথাই বলছি। আগে অথবা পরে তুমি ধরা পড়বেই, সেসময় তোমার একজন বন্ধু দরকার হবে। আমার সাথে কোন যোগাযোগ না রাখতে চাইলেও আমার এক বোন আছে আনিকা জিয়ান্নিনি, সে একজন উকিল। সবার সেরা। তার সাথে যোগাযোগ কর, সে তোমার হয়ে লড়তে চায়। তাকে বিশ্বাস করতে পার।

ব্যাপারটার সাথে *মিলেনিয়াম* জড়িয়ে গেছে, তাই ড্যাগ আর মিয়া কেন খুন হলো তার নিজস্ব তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। ড্যাগকে সারিয়ে ফেলতে পারে এমন ব্যাক্তিদের তালিকা করছি আমি। জানি না ঠিক পথে আছি কি না, তবে একবারে একজন করে ব্যাক্তির ব্যাপারে আমি চেক করে দেখছি।

একটা ব্যাপার আমার কাছে বোধগম্য না, নিলস বুরম্যান কিভাবে দৃশ্যপটে এলো। ড্যাগের ম্যাটেরিয়ালের কোথাও তার নাম উল্লেখ নেই, ড্যাগ আর মিয়ার সাথেও আমি তার কোনো সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছি না। যোগসূত্রটা কি?

মিকাইল

পুনশ্চ : তোমার আরেকটা পাসপোর্ট ছবি করা উচিত। এটা তোমার সাথে ঠিক রবিচার করছে না।

ডকুমেন্টের নাম দিলো সে–টু স্যালি। তারপর একটা ফোল্ডার বানিয়ে নাম য় তার ডেস্কটপে একটা আইকন করে রেখে দিলো।

লবার সকালে আরমানস্কি তার অফিসে একটা মিটিং ডাকলো। তিনজনকে কলো সে।

জোহান ফ্রাকলান্ড, সোলনা পুলিশের একজন প্রাক্তন ক্রিমিন্যাল ইন্সপেক্টর, সে ল্টন সিকিউরিটির অপারেশনস ইউনিটের প্রধান। পরিকল্পনা আর বিশ্লেষনের য়িত্বে আছে সে। দশ বছর আগে তাকে নিয়োগ দিয়েছে আরমানস্কি, আর এখন র ষাট বছর বয়সে তাকে কোম্পানির সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ মনে করে।

সনি বোমান আর নিকলাস হেডস্ট্রমকে ডেকেছে আরমানস্কি। বোমানও কজন প্রাক্তন পুলিশ। আশির দশকে সে নরমামে ট্রেনিং নিয়ে সহিংস অপরাধ ভাগে যোগ দেয়। ওখানে সে এক ডজনে মত নাটকীয় তদন্তকাজে অংশ য়েছে। নব্বইয়ে শুরুতে 'ল্যাজার ম্যান'-এর ভয়াবহ দাপটের সময় বোমান মূল মিকা রাখে। ১৯৯৭ সালে মিল্টন সিকিউরিটিতে যোগ দেয় সে অনেক অনুরোধ ার তুলনামূলক বেশি বেতনের জন্য।

নিকলাস হেডস্ট্রম একজন তরুণ অনভিজ্ঞ, পুলিশ একাডেমীতে প্রশিক্ষণ য়েও ফাইনাল পরীক্ষার আগে জানতে পারে তার হার্টে জন্মগত ত্রুটি আছে। এর নে তার যে শুধুমাত্র বড় একটা অপারেশন লাগবে তাই নয়, তার পুলিশ ্যারিয়ারও শেষ হয়ে গেছে।

হেডস্ট্রমের বাবার বয়সী ফ্রাকলান্ড বললো তাকে সুযোগ দেয়া হোক। নালাইসিস ইউনিটে একটা পদ খালি থাকায় আরমানস্কি তাকে নিয়োগ দেয়, র জন্য কখনো তাকে অনুতাপ করতে হয় নি। পাঁচ বছর ধরে সে মিল্টনে কাজ রছে। তার মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা না থাকলেও খুবই বুদ্ধিদীপ্ত একজন হিসেবে খানে অবস্থান রয়েছে তার।

"গুড মর্নিং, আপনারা বসে লেখাটা পড়তে শুরু করুন।" আরমানস্কি বললো। ালান্ডারকে ধরার ব্যাপারে তিনটা ফোল্ডারের পঞ্চাশ পৃষ্ঠার প্রেস কাটিং দিলো াদের হাতে। সেই সাথে আরমানস্কির লেখা সালান্ডারের উপর তিন পৃষ্ঠার ারসংক্ষেপ। হেডস্ট্রম প্রথম পড়া শেষ করে ফোল্ডারটা রাখলো। বোমান আর াকলান্ডের জন্য অপেক্ষা করলো আরমানস্কি।

"আমার ধারণা ছুটির মধ্যে পত্রিকাগুলোর শিরোনাম আপনাদের কারো চোখ এড়িয়ে যায় নি।"

"লিসবেথ সালান্ডার," ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললো ফ্রাকল্যান্ড।

বোমান মাথা নাড়লো।

হেডস্ট্রম শূন্যের দিকে তাকিয়ে ব্যথাতুর চেহারা করে বিষন্ন হাসি হাসলো।

তিনজনের দিকে অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকালো আরমানস্কি।

"আমাদের একজন কর্মী," বললো সে। "এখানে কাজ করার সময় তাকে কতটা চিনতেন আপনারা?"

"একবার তার সাথে একটু হাসি ঠাট্টা করার চেষ্টা করেছিলাম," হেডস্ট্রম বললো, আবারো তার মুখে একটা হাসির আভাস। "বেশিদূর এগোয় নি তা। আমার মনে হচ্ছিলো সে আমার মাথাটা চিবিয়ে খেতে যাচ্ছে। প্রথম শ্রেণীর বিষন্ন একটা মেয়ে সে। দশটা বাক্যের বেশি তার সাথে বলি নি আমি।"

"তাকে আমার সাংঘাতিক অদ্ভুত মনে হয়েছে," ফ্রাকল্যান্ড বললো।

বোমান কাঁধটা উপরে তুলে বললো। "তার সাথে কাজ করাটা খুব যন্ত্রনাদায়ক ছিলো। আমি জানতাম সে একটু তারছেঁড়া ছিলো, তবে সে এতোটা উন্মাদ নয়।"

"সে তার নিজের নিয়মে চলে," আরমানস্কি বললো। "তাকে সামলানো সহজ না। তবে তাকে আমি বিশ্বাস করতাম কারণ সে ছিলো আমার দেখা সেরা গবেষক। প্রত্যাশার চেয়েও ভালো ফলাফল দিতো সে প্রতিবার।"

"আমি সেটা বুঝি নি কখনো," ফ্রাকল্যান্ড বললো। "আমি ঠিক বুঝতাম না সে এতো দক্ষ হলো কি করে আর একইসাথে সামাজিকভাবে এতোটা ব্যর্থ।"

"ব্যাখ্যাটা লুকিয়ে আছে তার মানসিক অবস্থার উপর," একটা ফোল্ডারে ইঙ্গিত করে আরমানস্কি বললো, "তাকে অক্ষম ঘোষণা করা হয়েছে।"

"আমার কোনো ধারণাই নেই," হেডস্ট্রম বললো। "তার পিঠে কোনো চিহ্ন ছিলো না, আপনিও কিছু বলেন নি।"

"না, আমি ভেবেছি তাকে আর মানসিক কষ্টের মধ্যে ফেলার দরকার নেই। সবাইকেই একটা সুযোগ দেয়া দরকার।"

"আর সেই নিরীক্ষার ফলাফল হচ্ছে আমরা এন্সকেডেতে যা ঘটতে দেখলাম," বোমান বললো।

"হতে পারে," বললো আরমানস্কি।

সালান্ডারের প্রতি আরমানস্কির দূর্বলতাকে এই তিনজন প্রোফেশনালের সামনে প্রকাশ করতে চাইলো না, তাকে গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছে এরা। একেবারে সাদামাটা কণ্ঠে কথা বলছে তারা, অথচ আরমানস্কি জানে যে তারা তিনজনই সালান্ডারকে আসলে অপছন্দ করতো, মিল্টন সিকিউরিটির বাকি কর্মীরাও তাই। নরম কিংবা দ্বিধাগ্রস্থ ভাব দেখাতে চাইলো না সে। ব্যাপারটা এমনভাবে

তুলে ধরতে হবে যেন সবার মধ্যে উৎসাহ-উদ্দিপনা আর পেশাদারিত্ব তৈরি হয়।

"প্রথমবারের মত আমি ঠিক করেছি মিল্টনের কর্মচারীদের ব্যবহার করবো একদম নিজেদের একটা কাজে," বললো সে। "খুব বেশি খরচ হবে না, তবে আমি আপনাদের দু'জনকে বর্তমান দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দিতে চাই। আপনাদের কাজ হবে, একটু অস্পষ্টভাবেই আমি সাজিয়েছি, সেটা হলো 'লিসবেথ সালান্ডারের ব্যাপারে প্রকৃত সত্য উদঘাটন'।"

তারা দু'জনই অদ্ভুত চোখে তাকালো আরমানস্কির দিকে।

"ফ্রাকলান্ড, আমি চাই আপনি এই তদন্তে নেতৃত্ব দেবেন আর কি হচ্ছে না হচ্ছে খোঁজ-খবর রাখবেন। আমি জানতে চাই আসলে কি হয়েছে আর কি কারণে সালান্ডার তার গার্জেনকেসহ এন্সকেডের দম্পতিকে খুন করলো। একটা যৌক্তিক ব্যাখ্যা থাকতে হবে।"

"আমার কথায় কিছু মনে করবেন না, কাজটা পুলিশের বলে মনে হচ্ছে," ফ্রাকলান্ড বললো।

"কোনো প্রশ্ন নয়।" আরমানস্কি থামিয়ে দিয়ে বললো, "পুলিশের চেয়েও বেশি কিছু সুবিধা আছে আমাদের। আমরা সালান্ডারকে চিনতাম, আমারা জানি সে কিভাবে কি কাজ করে।"

"ঠিক আছে, আপনি যদি তাই বলেন," বোমান একটু অনিশ্চয়তা নিয়ে বললো, "আমার বিশ্বাস হয় না এই ফার্মের কারো কোনো ধারণা আছে সালান্ডারের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে কখন কি বিরাজ করতো।"

"এটা কোনো ব্যাপার না, সালান্ডার মিল্টন সিকিউরিটিতে কাজ করতো। আমার দৃষ্টিকোন থেকে সত্যটা প্রতিষ্ঠা করা আমাদের দায়িত্ব।" আরমানস্কি বললো।

"সালান্ডার আমাদের এখানে কাজ করে না...প্রায় দুই বছর হবে," ফ্রাকলান্ড বললো। "সে কি করেছে না করেছে তার জন্য আমি আমাদের কোনো দায়বদ্ধতা খুঁজে পাই না। তাছাড়া আমার মনে হয় না পুলিশের কাজে নাক গলানোটা তারা পছন্দ করবে।"

"বিপরীতটাও হতে পারে," বললো আরমানস্কি। এটা তার জন্য ট্রাম্প কার্ড, তাকে ভালোভাবে খেলতে হবে।

"কিভাবে?" বোমান জানতে চাইলো।

"গতকাল প্রাথমিক তদন্তে নেতৃত্বদানকারি প্রোসিকিউটর একস্ট্রমের এবং তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্রিমিনাল ইন্সপেক্টর বাবলাস্কির সাথে দু'দফা কথা হয়েছে আমার। একস্ট্রম চাপের মধ্যে আছে। এটা কোনো গ্যাংস্টারের শোডাউনের ঘটনা নয়, এতে আইনজীবি, অপরাধতাত্ত্বিক আর সাংবাদিক–গণমাধ্যমে সবার উপস্থিতি ঘটবে। আমি তাকে ব্যাখ্যা করেছি যে প্রাথমিক সন্দেহভাজন মিল্টন সিকিউরিটির

একজন সাবেক কর্মচারী, আমরা নিজেরা একটা তদন্ত চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" আরমানস্কি একটু থামলো যাতে কথাটা সবাই অনুধাবন করতে পারে। "একস্ট্রম আর আমি একমত হয়েছি যে এই মুহূর্তে জরুরী বিষয় হলো যত দ্রুত সম্ভব সালান্ডারকে কাস্টডিতে নেয়া যাতে সে আর কারো এমনকি নিজের কোনো ক্ষতি না করতে পারে। যেহেতু পুলিশের চেয়ে আমরা তার সম্পর্কে বেশি জানি, তাই তদন্ত কাজে আমরা সহযোগিতা করতে পারবো। একস্ট্রম আর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আপনারা দু'জন কুংসোলমেনে যাবেন বাবলাস্কির দ্বিতীয় টিম হয়ে-" আরমানস্কি বোমান আর হেডস্ট্রমকে দেখিয়ে বললো।

"মাফ করবেন, একটা ছোট প্রশ্ন ছিলো...কিন্তু আমরা সবাই সিভিলিয়ান," বোমান বললো। "পুলিশ কি একটা খুনের তদন্তে এভাবে আমাদের জড়াতে দেবে?"

"আপনারা বাবলাস্কির হয়ে কাজ করবেন, তবে আমাকেও আপনারা রিপোর্ট করবেন। তদন্তে পুরোপুরি আপনারা থাকবেন, যা যা জিনিস আমাদের কাছে আছে এবং আপনারা যা বের করবেন তার সবকিছু বাবলাস্কির কাছে চলে যাবে। তার মানে পুলিশ এই টিমটার কাছ থেকে ফ্রি তথ্য পাবে। আর আপনারা কেউ কিন্তু 'শুধুমাত্র সিভিলিয়ান' না। ফ্রাকেলান্ড ও বোমান, আপনারা দু'জন অনেকদিন পুলিশে কাজ করেছেন, এমনকি হেডস্ট্রম তুমিও পুলিশ একাডেমীতে ছিলে।"

"কিন্তু এটা নিয়মবহির্ভূত-"

"একদম না। পুলিশ প্রায়ই তাদের তদন্তে সিভিলিয়ান কনসালটেন্ট নিয়ে আসে। যেমন যৌন অপরাধের জন্য মনোবিজ্ঞানী, কিংবা বিবৃতিদাতা যেখানে বহিরাগতরা জড়িত থাকে। আপনারা সিভিলিয়ান কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করবেন যারা প্রধান সন্দেহভাজন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে।"

আস্তে মাথা নেড়ে সায় দিলো ফ্রাকলান্ড। "আচ্ছা, মিল্টন পুলিশি তদন্তে যোগ দিবে এবং সালান্ডারকে ধরতে সাহায্য করবে। আর কিছু?"

"হ্যা, মিল্টনের যেটা বিবেচ্য আপনাদের প্রধান কাজ হচ্ছে সত্য প্রতিষ্ঠা করা। আর কিছু না। আমি জানতে চাই সালান্ডার এই তিনজনকে গুলি করেছে কি না-করে থাকলে কেন।"

"তার অপরাধ নিয়ে কোনো সন্দেহ আছে কি?" হেডস্ট্রম জানতে চাইলো।

"পুলিশের কাছে যে প্রমান আছে সেটা তার জন্য ক্ষতিকর। তবে আমি জানতে চাই এই গল্পের অন্য কোনো দিক আছে কি না। এর পেছনে কলকাঠি নাড়াকেই আছে কি না আমরা জানি না, হয়তো অন্য কারো হাতে আসলে বন্দুকটা ধরা ছিলো, অথবা অন্য কোন অজানা ঘটনা লুকিয়ে আছে।"

"ট্রিপল মার্ডারের ক্ষেত্রে শাস্তি কমানোটা বেশ কঠিন কাজ হয়ে যাবে," ফ্রাকলান্ড বললো। "আমরা যদি তাই খুঁজে বের করতে চাই তাহলে তার নির্দোষ

ওয়ার সম্ভাবনাটা মাথায় রাখতে হবে। আমি এটা বিশ্বাস করি না।"

"আমিও না, তবে আপনার কাজ হলো প্রতিটা ক্ষেত্রে পুলিশকে সাহায্য করা ার অল্প সময়ের মধ্যে তাকে কাস্টডিতে নিয়ে আসতে সাহায্য করা।" আরমানস্কি বললো।

"বাজেট?" বললো ফ্রাকলান্ড।

"কোনো বাধাধরা কিছু না। কত খরচ হচ্ছে নিয়মিত আমাকে সেটা জানাতে ়ব, যদি আমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, আমরা বন্ধ করে দেবো। তবে ধরে ন অন্তত এক সপ্তাহ কাজটার মধ্যে থাকতে হবে আপনাদের, আজ থেকে শুরু। ার আমি যেহেতু সালান্ডার সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানি, আমাকেও ইন্টারভিউ রতে হবে।"

রিডোর দিয়ে দ্রুতবেগে এসে কনফারেন্স রুমে ঢুকলো মোদিজি যেখানে তার হকর্মীরা বসে আছে। বাবলাস্কির পাশের সিটে বসলো সে, প্রাথমিক তদন্তকাজের াতৃত্বদাতাসহ পুরো টিমকে এখানে ডেকেছে বাবলাস্কি। মোদিজির দিকে বিরক্ত ়য়ে তাকিয়ে ফাস্ট শুরু করলো, তাকেই মিটিংয়ের কথা জানাতে হয়েছে।

গত কয়েক বছর ধরে সমাজ কল্যাণ আমলাতন্ত্র আর সালান্ডারের মধ্যে চলা দ্ব বা জেরাগুলো দেখেছে সে–এটাকে সে বলছে 'সাইকোপ্যাথ ট্রেইল'–বেশকিছু াটেরিয়াল জোগার করেছে। গলাটা পরিস্কার করে তার ডানদিকের লোকটার কে ঘুরলো।

"উনি হচ্ছেন সেন্ট স্টেফান্স সাইকিয়াট্রিক ক্লিনিকের প্রধান ডঃ পিটার টেলিবোরিয়ান। তদন্তে সাহায্য করার জন্য সে স্টকহোমে এসেছে, সে আমাদের সবেথ সালান্ডার সম্পর্কে বলবে।"

ডঃ টেলিবোরিয়ানকে পর্যবেক্ষণ করলো মোদিজি। লোকটা ছোটখাট, কোঁকড়া দামি চুল, স্টিলের রিমড চশমা আর ছাগলা দাড়ি। ক্যাজুয়াল পোশাক গায়ে, ্যাকেট, জিন্স আর হালকা নীল স্ট্রাইপ শার্ট। শিশুসুলভ চেহারায় বেশ চৌকশ াগছে। বেশ কয়েকটা অনুষ্ঠানে মোদিজি তাকে দেখলেও কখনো কথা বলার ়যোগ হয় নি। পুলিশ একাডেমীতে থাকার সময় মানসিক অসুস্থতার উপর াকচার দিয়েছিলো সে, আরেকটা অনুষ্ঠানে একটা কোর্সে তরুণদের মধ্যে নসিক সমস্যা এবং এরকম আচরনের উপর বক্তব্য রাখে। একটা সিরিয়াল াপিস্টের ট্রায়ালের সময় তাকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে আনা হয়, সেখানেও মোদিজি লো। সুইডেনের অন্যতম বিখ্যাত সাইকিয়াট্রিস্ট ডঃ টেলিবোরিয়ান। ইকিয়াট্রিক কেয়ারে খরচ কমানোর জন্য কঠিন সমালোচনা করে বেশ নাম মিয়েছিলেন তিনি, যার ফলশ্রুতিতে মানসিক হাসপাতাল বন্ধ হয়ে যায়। যেসব

ব্যক্তির এধরনের কেয়ার প্রয়োজন ছিলো তারা রাস্তায় পড়ে রইলো, আশ্রয়হীন হিসেবে বিবেচিত হলো। প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালিদের গুপ্ত হত্যার পর থেকে ডঃ টেলিবোরিয়ান সরকারি কমিশনের সদস্য যারা সাইকিয়াট্রিক কেয়ারের পতনের উপর রিপোর্ট করে।

সবার দিকে তাকিয়ে মাথাটা নেড়ে ডঃ টেলিবোরিয়ান প্লাস্টিকের কাপে পানি ঢাললো।

"দেখা যাক আমি কোনো সহযোগিতা করতে পারি কি না," সে ধীরেসুস্থে বলতে লাগলো। "এরকম পরিস্থিতিতে আমি আমার পূর্বানুমানে অটল থাকাটা অপছন্দ করছি।"

"আপনার পূর্বানুমান?" বাবলাস্কি বললো।

"হ্যা, এটা অদ্ভুত। এন্সকেডের খুনের ঘটনার দিন রাতে আমি টিভি প্যানেলে আলোচনা করছিলাম আমাদের সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া টাইম বোমার উপর। এটা ভয়ংকর। সেই সময় আমি ঠিক লিসবেথ সালান্ডারকে নিয়ে ভাবছিলাম না, তবে আমি বেশ কয়েকটা রোগীর উদাহরণ দিয়েছিলাম–অবশ্যই ছদ্মনাম ব্যবহার করে–যাদেরকে এভাবে বাইরে না রেখে কোনো ইন্সটিটিউশনে রাখা উচিৎ, আমি অনুমান করে বলতে পারি যে এই বছর পুলিশকে আধ ডজন খুনের সুরাহা করতে হবে যার খুনি এই রোগীদের মধ্যেই কেউ না কেউ।"

"আপনি ভাবছেন লিসবেথ সালান্ডার তাদেরই মতো একজন ছিটগ্রস্ত?" ফাস্ট জানতে চাইলো। "আমরা ব্যবহার করতে চাইবো না। যদিও কোনো সন্দেহ নেই সে এরকমই একজন যাকে আমরা সমাজে ছেড়ে দিতে চাই না।"

"তাহলে কি আপনি বলবেন কোনো অপরাধ করার আগেই তাকে তালাবদ্ধ করে রাখা উচিৎ?" মোদিজি জানতে চাইলো। "আইনের শাসন মেনে চলা কোনো সমাজের নীতিমালার সাথে এটা আসলেই যায় না।"

ভ্রু কুঁচকে তার দিকে বিশ্রীভাবে তাকালো ফাস্ট। মোদিজি অবাক হয়ে ভাবে কেন ফাস্ট সবসময় তার প্রতি এমন শত্রুভাবাপন্ন।

"একদম ঠিক বলেছেন আপনি," টেলিবোরিয়ান বললো। "আইনের শাসন আছে এরকম দেশে এটা একদম সম্ভব নয়, অন্তত বর্তমানে যেভাবে আছে সেভাবেতো নয়ই। এটা হলো কোনো ব্যাক্তিসত্ত্বাকে সম্মান এবং পাশাপাশি সম্মান জানানো সেই সম্ভাব্য শিকারকে যে কিনা মানসিক অসুস্থ কারো দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে, এই দুইয়ের মাঝে সমন্বয় করা। প্রতিটা কেসই আলাদা, প্রতিটা রোগীর চিকিৎসাও হবে ভিন্ন ভিন্ন। এটা অনস্বীকার্য যে আমরাও ভুল করে থাকি এবং রোগীকে ছেড়ে দেই যাদের বাইরে থাকা উচিৎ না।"

"আচ্ছা, আমার মনে হয় না আমাদের সমাজ আর রাজনীতি নিয়ে এতো গভীরে যাওয়ার দরকার আছে।" বাবলাস্কি সতর্ক হয়ে বললো।

"অবশ্যই, আমরা একটা বিশেষ কেস নিয়ে কথা বলছি। তবে আমাকে এটা শুধু বলতে দিন যে আপনাদের জানা দরকার লিসবেথ সালান্ডার একটা অসুস্থ মানুষ যার কেয়ারের প্রয়োজন, যেমন করে কোনো দাঁতের ব্যথা বা হার্টের রোগীর কেয়ার প্রয়োজন হয়ে থাকে। সে ভালো হয়ে যেতে পারে, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পেলে সে ভালো হয়ে যেতে পারতো যেটা তার দরকার ছিলো।"

"আপনি তাহলে তার ডাক্তার নন," ফাস্ট বললো।

"অনেকের মাঝে আমিও একজন যে লিসবেথের কেসের সাথে জড়িত ছিলাম। কৈশোরের শুরুর দিকে সে আমার রোগী ছিলো, আঠারো বছর বয়সে তাকে গার্জেনশিপের আওতায় নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার ঠিক আগে আগে আমিও তার একজন ডাক্তার ছিলাম।"

"তার সম্পর্কে একটু বলতে পারবেন?" বাবলাস্কি জানতে চাইলো। "সে চেনে না এমন দু'জনকে খুন করার জন্য কি কাজ করেছে তার মধ্যে, তার গার্জেনকেও বা কেন মারতে গেলো সে?"

ডা : টেলিবোরিয়ান হাসলো।

"না, আমি আপনাকে সেটা বলতে পারবো না। কয়েক বছর ধরে তার অগ্রগতি আমি খেয়াল করতে পারি নি, জানি না সে এখন কোন পর্যায়ের মানসিক রোগী। তবে আমার কোনো সন্দেহ নেই যে এন্সকেডের দম্পতিকে সে চিনতো।"

"আপনি এতোটা নিশ্চিত হলেন কিভাবে?" ফাস্ট জানতে চাইলো।

"সালান্ডারের চিকিৎসায় গাফিলতির কারণ হলো কখনোই তার সম্পূর্ণ ডায়াগনোসিস হয় নি। এর কারণ হলো চিকিৎসায় সে ঠিকমত সাড়া দেয় নি, মানে থেরাপির সময় যেকোন ধরণের প্রশ্নের জবাব দিতে চাইতো না সে।"

"তার মানে আপনি ঠিক জানেন না সে আসলেই অসুস্থ কি না। অর্থাৎ, যদি কোনো ডায়াগনসিস না হয়ে থাকে।" মোদিজি বললো।

"ব্যাপারটা এভাবে দেখা যাক," ডা টেলিবোরিয়ান বললো, "তেরো বছর বয়সে আমি লিসবেথকে পাই। মেয়েটা সাইকোটিক ছিলো, অদ্ভূত আচরণ করতো সে, আর নিশ্চিতভাবে প্যারানয়াতে ভুগছিলো। দুই বছর সে আমার রোগী ছিলো, তারপর তাকে সেন্ট স্টেফানে পাঠানো হয়। এর কারণ হচ্ছে পুরো শৈশব জুড়ে সে তার ক্লাসমেট, শিক্ষক আর পরিচিতদের প্রতি সহিংস আচরণ করতো, অনেকবার তার বিরুদ্ধে কাউকে আঘাত করার অভিযোগ উঠে। সবক্ষেত্র দেখা গেছে সে যাদের আক্রমন করতো তারা সবাই তার পরিচিত গন্ডির মানুষ, মানে যাদের সে চিনতো তাদের কারো কথা বা কাজে সে অপমানবোধ করতো। এমন কোন ঘটনা নেই যেখানে সে কোন অপরিচিত কাউকে আক্রমন করেছে। আর এজন্যই আমার বিশ্বাস এন্সকেডের ঐ দম্পতির সাথে তার কোনো না কেনো সংযোগ আছে।"

"সতেরো বছর বয়সে টানেলবানার ঘটনাটা এর ব্যতিক্রম।" ফাস্ট বললো।

"হ্যা, সে সময় তাকে আক্রমন করা হয়েছিলো এবং সে নিজেকে বাঁচাতে গিয়েছিলো," টেলিবোরিয়ান বললো। "একজন যৌন অপরাধীর বিরুদ্ধে এটা করে সে। তবে এটা একটা ভালো উদাহরণ তার আচরণ বোঝার জন্য। সে চলে যেতে পারতো বা অন্যান্য পথচারীদের কাছে সাহায্য চাইতে পারতো। তার বদলে সে পাল্টা আক্রমন চালায়। কেউ তাকে হুমকী দিলে সে ভয়াবহভাবে হিংস্র হয়ে ওঠে।"

"তার ব্যাপারটা কি আসলে?" বাবলান্সি জানতে চাইলো।

"যেমনটি বলেছি, তার কোনো ডায়াগনসিস করা হয় নি। আমি বলতে পারি সে সিজোফ্রেনিয়াতে ভুগছে আর মানসিক সমস্যার শেষ প্রান্তে থেকে সুস্থ আর অসুস্থ অবস্থার মাঝামাঝি আছে। কারো সহানুভূতি পাচ্ছে না আর অনেকক্ষেত্রে সোশিওপ্যাথ বলে বিবেচিত হচ্ছে। সত্যি বলতে কি, এটা বিস্ময়কর যে আঠারো বছর বয়স থেকে সে নিজের দেখভাল করছে, সমাজে টিকে আছে, কাজকর্ম করছে, যদিও গার্ডেনশিপের আওতায় থেকে। আট বছর ধরে সে কোনো পুলিশ রিপোর্ট বা গ্রেফতার হওয়ার মত ঘটনা ঘটায় নি। তবে তার রোগের পূর্বানুমান..."

"রোগের পূর্বানুমান?"

"এই পুরো সময়টাতে সে কোনো চিকিৎসা নেয় নি। আমার ধারণা দশ বছর আগে আমরা যে রোগের চিকিৎসা করে তাকে সুস্থ করে ফেলতে পারতাম সেটা তার ব্যক্তিত্বের অংশ হয়ে গেছে। আমি বলতে পারি যে তাকে কাস্টডিতে নিলে তাকে কোনো জেল দেয়া হবে না। তার চিকিৎসা প্রয়োজন হবে।"

"তাহলো ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট তাকে সমাজে চলার মত সার্টিফিকেট দিলো কেন?" ফাস্ট বললো।

"এখানে অনেকগুলো বিষয়ের সমন্বয় ঘটেছে। তার একজন উকিল ছিলো খুব ভালো বক্তা, তবে এটা বর্তমান লিবারাইজেশন পলিসি এবং কাটব্যাকের ফলাফলও বটে। ফরেনসিক মেডিসিনের সাথে আলোচনায় আমি এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলাম, এব্যাপারে কিন্তু আমার কিছুই বলার ছিলো না।"

"তবে এধরনের পূর্বানুমান অনেকটাই অনুমাননির্ভর, আপনার মনে হয় না?" মোদিজি বললো। "আঠারো বছর বয়স থেকে তার কি হয়েছে না হয়েছে আপনিতো সেটা জানেন না।"

"এটা অনুমানের চেয়েও বেশি কিছু। আমার পেশাগত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এটা বলেছি।"

"সে কি আত্মবিধ্বংসী?" মোদিজি জানতে চাইলো।

"মানে তার কোনো আত্মহত্যা করার প্রবণতা আছে কি না? না, আমার সন্দেহ আছে। সে একটু আত্ম-অহংকারি সাইকোপ্যাথ। সে এরকমই। তার চারপাশের

সবাই তার কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ।"

"আপনি বলছেন সে প্রচণ্ডভাবে আক্রমনাত্মক হতে পারে," ফাস্ট বললো। "অন্য কথায় তাকে কি আমরা বিপজ্জনক বলতে পারি?"

তার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো ডা টেলিবোরিয়ান। তারপর সামনে ঝুঁকে সে কপাল ঘষতে লাগলো।

"আপনার কোনো ধারণা নেই একজন মানুষ সম্পর্কে সে কি আচরন করবে তা বলা কতটা কঠিন। আমি চাইবো না কাস্টডিতে নিয়ে লিসবেথ সালান্ডারের কোনো ক্ষতি করেন...তবে হ্যা, তার ক্ষেত্রে আমি এটা নিশ্চিত করতে চাইবো যে তাকে গ্রেফতারের সময় যেন সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখা হয়। তার সাথে যদি অস্ত্র থাকে তবে এটা সত্যিই ঝুঁকিপূর্ণ সে ওটা ব্যবহার করতে চাইবে।"

সুইডেনের অন্যতম জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ আনা লিদ ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী গোরান পার্সনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলো। ২০০৩ সালে তাকে পেছন থেকে ছুঁড়ি মেরে হত্যা করা হয়। অভিযুক্ত খুনিকে সাইকিয়াট্রিক ইভালুয়েশনের পরে সে খুনের কথা স্বীকার করে এবং তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। যাইহোক, ২০০৪ সালে আপিল কোর্ট এই শাস্তির বিরুদ্ধে রায় প্রদান করলে তাকে জেলখানা থেকে সাইকিয়াট্রিক ওয়ার্ডে ট্রান্সফার করা হয়। সুইডেনের সুপ্রিমকোর্টে প্রোসিকিউটররা পুণঃআপিল করে, এতে যাবজ্জীবন সাজা পুণরায় বহাল করা হয় আবার।

অধ্যায় ১৮

মঙ্গলবার, মার্চ ২৯–বুধবার, মার্চ ৩০

এঙ্গকেডের হত্যাকান্ডের উপর সমান্তরালভাবে তিনটা তদন্ত চলতে থাকলো। অফিসার বাবলের তদন্ত কর্তৃপক্ষের কৃপা পেয়ে এগুতে থাকলো। উপর থেকে দেখে মনে হবে সমাধানটা একদম হাতের নাগালে; তাদের কাছে একজন সন্দেহভাজন আছে এবং খুনের অস্ত্রটার সাথেও তার যোগসূত্র আছে। একজন শিকারের সাথে তাদের বেশ শক্তপোক্ত সংশ্লিষ্টতা আর ব্লমকোভিস্টের সাথে অন্য দুই শিকারের সম্ভাব্য সংযোগ আছে। বাবলাস্কির কাছে মূলত ব্যাপারটা হলো সালান্ডারকে খুঁজে বের করা এবং তাকে ক্রোনোবার্গের জেলে ভরা।

আরমানস্কির তদন্তকাজ চলছে পুলিশের অধীনে, তার নিজস্ব এজেন্ডাও আছে। তার লক্ষ্য হচ্ছে কোনোভাবে সালান্ডারের স্বার্থ রক্ষা করা–সত্য উদঘাটন করা, এমন কোন সত্য যাতে সালান্ডারের সাজাকে কমিয়ে আনা যায়।

মিলেনিয়াম-এর তদন্তটা একটু কঠিন হয়ে গেছে। তাদের কাছে আরমানস্কির প্রতিষ্ঠানের মত কোনো পুলিশের রিসোর্স নেই। ব্লমকোভিস্টের প্রাথমিক আগ্রহ একটা যৌক্তিক কাহিনী দাঁড় করানো যে সালান্ডার কি কারনে এঙ্গকেডেতে গিয়ে তার দুই বন্ধুকে খুন করলো। ইস্টারের ছুটিতে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে এই গল্পটা একদম বিশ্বাস করবে না। সালান্ডার যদি এই খুনে জড়িত থেকেও থাকে তবে সেক্ষেত্রে পুলিশ যে ধারণা করছে তার চেয়ে ভিন্ন কোনো পটভূমি থাকতে পারে–অন্য কেউ হয়তো বন্দুকটা ধরেছে অথবা এমন কিছু ঘটেছে যা তার নিয়ন্ত্রনের বাইরে ছিলো।

স্লাসেন থেকে কুংসোলমেনে ট্যাক্সিতে যাওয়ার সময় হেডস্ট্রম কিছুই বললো না। একটা সত্যিকারের পুলিশি তদন্ত করতে গিয়ে সে রীতিমত বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছে। বোমানের দিকে তাকিয়ে দেখলো সে আরমানস্কির প্রেজেন্টেশনটা আবার পড়ছে।

তারপর হঠাৎ সে নিজে নিজে হেসে উঠলো। এই এসাইনমেন্টটা তাকে এমন এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ এনে দিয়েছে যার ব্যাপারে আরমানস্কি বা বোমান কিছুই জানে না। সে আবার সালান্ডারের কাছে ফিরে যাচ্ছে। তার বিশ্বাস মেয়েটাকে ধরতে পারবে তারা। সর্বোপরি সে আশা করে তাকে যাবজ্জীবন সাজা পেতে হবে।

এটা সবাই জানে যে মিল্টন সিকিউরিটিতে কেউ সালান্ডারকে পছন্দ করতো া। বেশিরভাগ কর্মী যারা তার সাথে কিছুই করতে পারতো না, তাকে একটা যন্ত্রণা নে করতো। কিন্তু কেউ জানে না কতটা ব্যাপকভাবে হেডস্ট্রম তাকে ঘৃণা রতো।

হেডস্ট্রমের কাছে জীবনটা দুঃসহ হয়ে গেছে। সে দেখতে সুন্দর, তরুণ এবং লাকও বটে। অথচ সারাজীবনের জন্য পুলিশ হওয়ার সম্ভাবনা হারিয়ে গেছে তার বিন থেকে। তার পেরিকার্ডিয়ামে একটা ছোট ছিদ্র হচ্ছে তার একিলিস হিল টার কারনে হার্টে একটা শব্দ হয়, অর্থাৎ তার হার্টের একটা চেম্বারের দেয়াল তিগ্রস্থ হয়েছে। একটা অপারেশনও হয়েছিলো, তবে সমস্যাটা স্থায়ী আর এই বস্থায় পুলিশ ফোর্সে কোনো জায়গা করতে পারবে না সে। সেকেন্ড-ক্লাস হিসেবে বেচিত হয়েছে সে।

মিল্টন সিকেউরিটিতে কাজ করার সুযোগ পেয়ে সে তা গ্রহণ করে, তবে ৎসাহটা ছিলো সামান্যই। মিল্টনে সব যোগ্য ব্যক্তিদের সমারোহ। প্রথম সাইনমেন্টটা ছিলো একজন বিখ্যাত গায়িকার ব্যক্তিগত সুরক্ষার বিশ্লেষন। কজন অতিউৎসাহী ভক্ত দ্বারা হুমকীর মুখে ছিলো সে, লোকটা মানসিক রোগীতে রিণত হয়েছিলো। সোদারটর্নে একটা গ্রামে বাস করতো মহিলা, মিল্টন তার জন্য ার্ভিলেন্স যন্ত্রপাতি, অ্যালার্ম আর একজন বডিগার্ডের ব্যবস্থা করে।

মিল্টনের অন্যান্য কর্মীদের নিয়ে হেডস্ট্রম দুই সপ্তহের বেশি সময় াদারটার্নের গ্রামে গিয়েছে, ঐ গায়িকাকে তার উন্নাসিক এক কুত্তি মনে হয়েছে। াকে দেখে মুগ্ধ হতে দেখে মহিলা তাচ্ছিল্যভরে তাকালো তার দিকে, তবে কোনো ক্ত তাকে চিনেছে এটা ভেবে সে কৃতজ্ঞ হলো যেন।

তার কাজটা করতে পেরে মিল্টনের সবাইকে বেশ উৎফুল্ল মনে হয়েছে, তবে ন তার নিজের অনুভূতির কথা বলে নি কাউকে।

এক বিকেলে মিল্টনের দুই কর্মীসহ গায়িকা পুলের পাশে ছিলো, সেসময় হডস্ট্রম বাড়ির জানালা আর দরজার ছবি তুলতে এঘর ওঘর ছুটছিলো। বেডরুমে ায়ে সে তার ডেস্ক খোলার লোভ সামলাতে পারে নি। সেখানে একটা এ্যালবামে ন এক ডজন ছবি পেলো, সত্তুর আর আশির দশকে যখন তার জনপ্রিয়তা তুঙ্গে বং বিভিন্ন দেশ ঘুরে বেরিয়েছে তার ছবি। একটা বাক্সে গায়িকার খুব ব্যাক্তিগত িছু ছবিও পেলো, ছবিগুলো তুলনামূলক নির্দোষ মনে হলেও একটু কল্পনার আশ্রয় লে সেগুলো "যৌন শিক্ষা" বলে প্রতীয়মান হতে পারে। ঈশ্বর, কি সাংঘাতিক র্বোধ ছিলো মহিলা। সবচেয়ে বিপজ্জনক পাঁচটা ছবি চুরি করলো সে, সেগুলো বশ্যই তার কোনো প্রেমিকের তোলা।

ছবিগুলোর আরেক কপি ইমেজ ক্যামেরায় তুলে নিয়ে আসলগুলো ফেরত লো সে। কয়েকমাস অপেক্ষা করে এগুলো বৃটিশ টেবলয়েডে বিক্রি করে দিলো

সে। ছবিগুলোর জন্য ৯,০০০ পাউন্ড দেয়া হলো তাকে, এগুলো স্পর্শকাতর শিরোনাম হলো।

সে জানে না সালান্ডার কিভাবে জানতে পেরেছে, তবে ছবিগুলো ছাপা হওয়ার পরে তার কাছে এসেছিলো মেয়েটা। সে জানতো যে হেডস্ট্রমই এগুলো বিক্রি করেছে। আর কখনো এমন কাজ করলে আরমানস্কির কাছে ব্যাপারটা ফাঁস করে দিতে যচ্ছিলো সে, তক্ষুনি দিতো যদি এটা প্রমান করতে পারতো–কিন্তু অবশ্যই এটা সে পারতো না। ঐ দিন থেকে সে টের পেতো যে সালান্ডার তাকে লক্ষ্য করে, তার আশেপাশে গেলে ছোট চোখ দু'টো তার দিকে তাক করা দেখতো হেডস্ট্রম।

তার খুব হতাশ লাগতো, নিজের মধ্যে চাপ আনুভব করতো। এ' থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় ছিলো সালান্ডারের বিশ্বাসযোগ্যতাকে খাট করার জন্য ক্যান্টিনে অন্যদের সাথে গল্প-গুজবে মত্ত হওয়া।

তবে তাতেও কোন লাভ হয় নি। কোন এক অজানা কারণে মেয়েটা আরমানস্কির ছত্রচ্ছায়ায় থাকতো, তাই তার মনোযোগ আকর্ষণের সাহস করে নি সে। ভাবতো মিল্টনের সিইও'র উপর তার কি ধরণের প্রভাব আছে, নাকি লোকটা গোপনে তার সাথে বিছানায় যায়। তবে যদিও মিল্টনে কেউ সালান্ডারকে পছন্দ করতো না, আরমানস্কির প্রতি সবার খুব সম্মান ছিলো, আর তাই উদ্ভট মেয়েটার উপস্থিতি মেনে নিয়েছে সবাই। মেয়েটা যখন মিল্টনে আসা কমিয়ে দিলো এবং একেবারেই আসা ছেড়ে দিলো, বিশাল এক বোঝা নেমে গেলো তার বুক থেকে।

এখন একটা সুয়োগ এসেছে, আর এতে কোন ঝুঁকি নেই। যা খুশি তার বিরুদ্ধে নালিশ করুক মেয়েটা, কেউ এটা বিশ্বাস করবে না। একটা মানসিক ব্যাধিগ্রস্থ খুনির কথা আরমানস্কি শুনবে না।

মিল্টন থেকে বোমান আর হেডস্ট্রমকে সাথে নিয়ে ফাস্টকে এলিভেটর থেকে নামতে দেখলো বাবলাস্কি। এই নতুন সহকর্মীদের সিকিউরিটি দিয়ে নিয়ে আসার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছিলো। একটা খুনের তদন্তে বাইরের কাউকে নিযুক্ত করার আইডিয়াটা বাবলাস্কির খুব একটা পছন্দ হয় নি, তবে সিদ্ধান্তটা সেই নিয়েছে...যাকগে, বোমান সত্যিকারের পুলিশ অফিসার, হেডস্ট্রম পুলিশ একাডেমী থেকে গ্রাজুয়েট করেছে, সুতরাং একেবারে মাথামোটা হবে না। কনফারেন্স রুমের দিকে ঈঙ্গিত করলো সে।

আজ ছয়দিন হলো সালান্ডারকে খোঁজার কাজ চলছে, বড় ধরণের মূল্যায়নের দরকার এখন। প্রেসিকিউটর একস্ট্রম মিটিংএ আসে নি। ইন্সপেক্টর মোদিজ্ঞি, ফাস্ট, অ্যান্ডারসন আর হোমবার্গকে নিয়ে গ্রুপটাতে আরো আছে ন্যাশনাল ক্রিমিনাল পুলিশের সার্চ ইউনিটের চারজন অফিসার। মিল্টন থেকে আসা নতুন সহকর্মীমের পচিয় করিয়ে দিলো বাবলাস্কি। তাদেরকে কিছু বরতে বলা হলে বোমান গলাটা পরিষ্কার করে শুরু করলো।

"অনেকদিন হয়ে গেছে এই বিল্ডিংএ ছিলাম আমি, আপনাদের কেউ কেউ হয়তো আমাকে চেনেন আমি এখানে বহুদিন পুলিশ অফিসার ছিলাম, তারপর প্রাইভেট সেক্টরে চলে যাই আমি। আমাদের এখানে আসার কারণ হচ্ছে সালান্ডার কয়েক বছর মিল্টনে কাজ করেছে এবং আমরা কিছুটা দায়িত্ব অনুভব করছি। আমাদের কাজ হচ্ছে তাকে গ্রেফতার করার ব্যাপারে চেষ্টা ও সহযোগিতা করা। তার সম্পর্কে ব্যাক্তিগত কিছু জানা আছে আমাদের যা আমরা আপনাদের বলতে পারি, তবে তদন্তকাজে কোনো বিঘ্ন তৈরি করা বা আপনাদের কাজে নাক গলানোর চেষ্টা করবো না আমরা।"

"সে কি ধরণের কাজ করতো বলুন আমাদের," ফাস্ট বললো।

"ঠিক এমন কেউ ছিলো না সে যাকে আপনার ভালো লাগবে," হেডস্ট্রম বললো। বাবলাস্কি হাত তুললে সে থামলো।

"মিটিংএ আমাদের বিস্তারিত কথা বলার সুযোগ পাবো। এখন একটা একটা করে বিষয়গুলো তুলে ধরে দেখা যাক আমরা কোথায় আছি। মিটিংয়ের পরে আপনারা দু'জন প্রোসিকিউটর একস্ট্রমের সাথে দেখা করে গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য একটা বিবৃতিতে স্বাক্ষর করবেন। সোনিয়া শুরু করুন।"

"এটা হতাশাব্যাঞ্জক, খুনের কয়েক ঘণ্টা পরেই আমরা মাঠে নামলাম এবং সালান্ডারকে চিহ্নিত করতে পারলা। সে কোথায় থাকে আমরা খুঁজে পেয়েছি–কিংবা অন্তত কোথায় থাকতো সে এটা জেনেছি। তারপর, আর কোন খোঁজ নেই। প্রায় ত্রিশটা ফোন পেয়েছি আমরা মানুষের কাছ থেকে যারা মনে করে সালান্ডারকে দেখেছে তারা, তবে সবগুলোই কমবেশি ভুল। যেন মেয়েটা বাতাশে মিলিয়ে গেছে।"

"এটা বিশ্বাস করা কঠিন," অ্যান্ডারসন বললো। "সে দেখতে অন্যরকম, টাট্টু আছে গায়ে, কাজেই তাকে খুঁজে বের করা অবশ্যই কঠিন নয়।"

"উপসালার পুলিশ গতকাল একটা খবর পেয়ে অস্ত্র নিয়ে বাড়ি ঘেরাও করে এবং একটা চৌদ্দ বছরের বালককে খুঁজে পায় যে দেখতে অনেকটাই সালান্ডারের মত। ছেলেটার বাব-মা খুব মুষড়ে পড়েছে।"

"আমরা এমন কাউকে খুঁজছি যে দেখতে চৌদ্দ বছরের বালকের মত, এটা আমাদের জন্য একটা সমস্যা। ভীড়ের মধ্যে অনেক টিনেজারের সাথে মিশে যেতে পারে মেয়েটা।"

"কিন্তু মিডিয়াতে সে যেভাবে দৃষ্টি কেড়েছে, কেউ না কেউ এটা দেখার কথা," অ্যান্ডারসন বললো। "এই সপ্তাহে তার ছবিটা দিয়ে মোস্টওয়ান্টেড হিসেবে প্রচার করা হয়েছে, সুতরাং এতে নতুন কিছু পাওয়া যেতেও পারে।"

"আমার সন্দেহ আছে, কারণ তার ছবি দেশের প্রতিটা সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় চাপা হয়েছে," ফাস্ট বললো।

"মনে হচ্ছে আমাদেরকে একটু অন্যভাবে এগুতে হবে," বাবলাস্কি বললো। "সঙ্গীদের সাথে সে দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারে, তবে সম্ভাবনা আছে সে আড়ালে আছে।"

বোমান হাত তুললে বাবলাস্কি মাথা নেড়ে সায় জানালো।

"তার যে প্রোফাইল আছে আমাদের কাছে তাতে সে আত্মবিধ্বংসী। অন্যদিকে বেশ কৌশলী যে সতর্কতার সাথে সবকিছু পরিকল্পনা করে। ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ না করে কিছু করে না সে। অন্তত ড্রাগন আরমানস্কি তাই মনে করে।"

"তার এক সময়ের সাইকিয়াট্রিস্ট একই মতামত দিয়েছে। তবে তার ব্যক্তিত্বের ব্যাপারটা আপাতত বাদ দেই।" বাবলাস্কি বললো। "যখনই হোক না কেন তাকে চলাফেরা করতেই হবে। জার্কার, তার কাছে কি ধরণের রিসোর্স আছে?"

"এই ব্যাপারটাতে আপনার মাথা ঘামাতে হবে এখন।" হোমবার্গ বললো। "কয়েক বছর ধরে তার হান্ডেলসবাঙ্কেনে একটা ব্যাংক একাউন্ট আছে। এখানে তার আয়ের কথা সে অথবা বলা যায় তার গার্জেন নিল বুরম্যান উল্লেখ করেছে। এক বছর আগে একাউন্টে ১০০,০০০ ক্রোনার ছিলো। ২০০৩ এর শরতে সে পুরো টাকাটা তুলে নিয়েছে।"

"২০০৩ এর শরতে তার নগদ টাকার দরকার হয়েছে। তার মানে যখন সে মিল্টন সিকিউরিটিতে কাজ করা বন্ধ করেছে।" বোমান বললো।

"সম্ভবত। দুই সপ্তাহ একাউন্টটা শূন্য থাকে, তারপর সে আবার একই সমান টাকা জমা দেয়।"

"কোন কারনে তার টাকার দরকার হবে ভেবেছিলো। তবে টাকাটা খরচ না করে সে ফেরত দেয়?"

"হয়তো। ২০০৩ এর ডিসেম্বরে সে বেশ কয়েকটা বিল আর তার এক বছরের ভাড়ার টাকা অগ্রীম পরিশোধ করে। একাউন্টে টাকার পরিমান ৭০,০০০এ নেমে যায়। তারপর এক বছরের মধ্যে একাউন্টটা একভাবেই থাকে, শুধু একবার ৯,০০০ ক্রোনার জমা দেয়া হয়েছিলো। এটা তার মায়ের কাছ থেকে পাওয়া টাকা-আমি চেক করে দেখেছি। এই বছর মার্চে সে টাকাটা তুলে, পুরো টাকার আসল পরিমান ছিলো ৯,৩১২ ক্রোনার-আর তখনই শুধুমাত্র একাউন্টটা সে টাচ করে।"

"তাহলে সে কিভাবে চলে?"

"শুনুন, এই বছর জানুয়ারিতে সে একটা নতুন একাউন্ট খুলে, এটা সিভেন্সকা এন্সকিল্ডা ব্যাংকে। দুই মিলিয়ন ক্রোনার জমা করে সে।"

"এই টাকাটা কোত্থেকে এলো?" মোদিজি জানতে চাইলো।

"চ্যানেল আইল্যান্ডের একটা ব্যাংক থেকে টাকাটা ট্রান্সফার হয়েছে।"

কনফারেন্স রুমে নিরবতা নেমে এলো।

"এর কিছুই বুঝতে পারছি না," একটু পর মোদিগ্সি বললো।

"তার মানে এই টাকার কথা সে উল্লেখ করে নি?" বাবলাস্কি বললো।

"না, তবে আগামী এক বছর তাকে উল্লেখ করতে হবে না। তবে মজার ব্যাপার হলো এই টাকার পরিমানটা বুরম্যানের রিপোর্টে নেই যা সে প্রতি মাসে ফাইল করে।"

"কাজেই-হয় সে এটার কথা জানতো না অথবা তারা একসাথে অন্যকোন মতলব করছিলো। জার্কার, ফরেন্সিকের কি অবস্থা?"

"গতকাল সন্ধ্যায় আমি এ'ব্যাপারে একটা রিপোর্ট পেয়েছি। একটা হলো দু'টো অপরাধস্থলে সালান্ডারকে আমরা এক করে দেখতে পারি। খুনের অস্ত্রে এবং এঙ্গকেডের বাড়িতে একটা কফির কাপে আমরা তার হাতের ছাপ পেয়েছি। সবগুলো ডিএনএ স্যাম্পলের রিপোর্ট পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি আমরা, তবে সন্দেহ নেই যে সে ঐ অ্যাপার্টমেন্টে ছিলো। দুই নম্বর বুরম্যানের অ্যাপার্টমেন্টে পাওয়া বাক্সে তার ছাপ পেয়েছি, বন্দুকটা ওখান থেকেই নেয়া হয়েছে। কর্নারের দোকানের মালিক ফোন করে জানিয়েছে যে খুনের রাতে সালান্ডার নিশ্চিতভাবে তার দোকানে গিয়েছিলো। সে এক প্যাকেট মার্লবোরো লাইট সিগারেট কিনেছিলো।"

"মানুষের কাছ থেকে তথ্য চাওয়ার পরে সে এটা জানাতে এসেছিলো?"

"ছুটির দিনগুলোয় সে অন্যদের মতোই বাইরে ছিলো।" একটা মানচিত্রের দিকে আঙ্গুল তুলে হোমবার্গ বললো, "কর্ণারের দোকানটা হলো এখানে ঠিক ১০:০০টার সময় দোকান বন্ধ করার সময় সালান্ডার আসে। একবারে সঠিক বর্ণনা দিয়েছে সে মেয়েটার।"

"তার গলায় টাট্টু ছিলো?" অ্যান্ডারসন বললো।

"এটা তার কাছে ঠিক পরিস্কার না। তবে সে ভাবছে যে টাট্টু দেখেছে। তবে তার ভ্রুতে সে ছিদ্র দেখেছে এটা নিশ্চিত।"

"আর কিছু?"

"টেকনিক্যাল এভিডেন্সে আর কিছু নেই। তবে এগুলো খতিয়ে দেখা দরকার।"

"ফাস্ট-লুন্ডাগাটানের অ্যাপার্টমেন্টের কি খবর?"

"তার প্রিন্ট পাওয়া গেছে, তবে আমাদের মনে হয় না সে ওখানে থাকে। জায়তাটা ভালোমত দেখে মনে হচ্ছে মিরিয়াম উ নামে কেউ থাকে সেখানে। এই ফেব্রুয়ারীতে তার নাম চুক্তিতে যোগ করা হয়েছে।"

"উ সম্পর্কে আমরা কি জেনেছি?"

"কোনো পুলিশ রেকর্ড নেই। লেসবিয়ান বলে পরিচিত। গে প্রাইড

ফেস্টিভ্যালের শোতে তকে দেখা যায় মনে হয় সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে পড়ে সে, ডোমিনো ফ্যাশনের অংশীদার, এটা টেগনারগাটানের একটি সেক্স শপ।"

"সেক্স শপ?" ভ্রু তুলে বললো মোদিজি।

একবার কোন একটা উপলক্ষ্যে স্বামীকে খুশি করতে ডোমিনো ফ্যাশন থেকে কিছু সেক্সি পোশাক কিনেছিলো সে। আর রুমের অন্য কারো কাছে এটা প্রকাশ করার কোন ইচ্ছাই তার নেই।

"হু, তারা হ্যান্ডকাফ এবং বেশ্যাদের পোশাক-আশাক এসব বিক্রি করে। তোমার কি চাবুক দরকার?"

"এটা কোনো সেক্স শপ না, যারা সেক্সি অন্তর্বাস চায় তাদের জন্য ফ্যাশন বুটিক।"

"একই কথা।"

"বলে যান," রেগে মেগে বললো বাবলাস্কি, "ঐ উ মেয়েটার কোনো চিহ্ন পাওয়া গেছে এখানে?"

"কিচ্ছু নেই।"

"সে হয়তো ইস্টারে কোথাও গেছে।" মোদিজি বললো।

"অথবা সালান্ডারই হয়তো তাকে কিছু করেছে।" ফাস্ট বললো "হয়তোবা সে তার পরিচিত সবাইকে শেষ করে দিতে চায়।"

"উ একজন লেসবিয়ান। আমরা কি এটা বলে শেষ করতে পারি যে সে আর সালান্ডার একটা জুটি ছিলো?"

"আমার মনে হয় আমরা এটা বলতে পারি যে তাদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক ছিলো," অ্যান্ডারসন বললো। "প্রথমত, আমরা অ্যাপার্টমেন্টের বিছানা ও এর আশেপাশে সালান্ডারের হাতের ছাপ পেয়েছি। একজোড়া হ্যান্ডকাফেও আমরা তার ছাপ পেয়েছি।"

"তারপর উনি কাফ দুটোরও প্রশংসা করবেন, আমি এজন্য প্রস্তুত আছি।" ফাস্ট বললো।

মোদিজি গজগজ করতে লাগলো

"আপনি বলে যান।" অ্যান্ডারসনের দিকে তাকিয়ে বললো বাবলাস্কি।

"একটা ঈঙ্গিত আমরা পেয়েছি যে মিরিয়াম উকে ক্যান্ডারনে একটা মেয়েকে চুমু খেতে দেখা গিয়েছিলো যার সাথে সালান্ডারের মিল পাওয়া যায়। তথ্যদাতা দাবী করেছে যে সে সালান্ডারকে চেনে এবং এর আগেও সেখানে গেছে মেয়েটা, যদিও গত বছর তাকে দেখেনি সে। কর্মচারীদের সাথে ডাবল চেক করার সময় পাইনি আমি, তবে আজ বিকেলে করবো।"

"সোশাল ওয়েলফেয়ার এর কেসবুকে তার লেসবিয়ান হওয়ার ব্যাপারে কোনো কিছু বলা হয়নি। কৈশোরে বেশ কয়েকবার সে তার আশ্রয়দাতার বাড়ি থেকে বের

হয়ে বারে গেছে পুরুষ সঙ্গী নিয়ে। পুলিশ তাকে অনেকবার বয়স্ক পুরুষের সাথে দেখেছে।"

"এর মানে এটা বোঝায় না যে সে একটা বেশ্যা ছিলো," ফাস্ট বললো।

"তার চেনাজানা মানুষদের সম্পর্কে তুমি কি জেনেছে? কার্ট?"

"খুব কম। আঠারো বছর বয়স থেকে সে পুলিশের কাছে যায়নি। ড্রাগান আরমানস্কি আর মিকাইল ব্লমকোভিস্টকে চেনে সে, আমরাতো জানিই। আর সে চেনে মিরিয়াম উকে। ক্যাভারনে উ এবং সালান্ডারের অভিন্ন সোর্স থেকে আমরা জানি যে বেশ কয়েকটা মেয়েকে নিয়ে কিছুদিন আগে তারা সেখানে ফুর্তি করেছে, এভিল ফিঙ্গার্স নামে একটা ব্যান্ডের মেয়ে ওরা।"

"এভিল ফিঙ্গার্স?" বাবলাস্কি পুনরুক্তি করলো।

"শুনে তো গুপ্তবিদ্যা জাতীয় কিছু মনে হচ্ছে।"

"আবার বলবেন না যে সালান্ডার একজন স্যাটানিস্ট, মানে শয়তানের পূজারীও," বাবলাস্কি বললো। "মিডিয়া এটা তিল থেকে তাল বানাবে।"

"লেসবিয়ানদের স্যাটানিস্ট," ফাস্ট বললো।

"হ্যান্স, মেয়েদের সম্পর্কে তোমার ধ্যান-ধারণা মধ্যযুগীয়," মোদিজি বললো। "আমিওতো এভিল ফিঙ্গার্স এর নাম শুনেছি।"

"আপনি শুনেছেন?" বাবলাস্কি জানতে চাইলো।

"নব্বইয়ের শেষদিকের একটা মেয়েদের রক ব্যান্ড। কোনো সুপারস্টার নেই, তবে তারা কিছুদিনের জন্য বেশ খ্যাতিও পেয়েছিলো।"

"তাহলে হার্ড-রকিং লেসবিয়ানদের স্যাটানিস্ট," ফাস্ট বললো।

"আচ্ছা আচ্ছা, অনেক হয়েছে," বাবলাস্কি বললো। "হ্যান্স, তুমি আর কার্ট চেক করে দেখবে এভিল ফিঙ্গার্সে কারা কারা ছিলো এবং তাদের সাথে কথা বলবে। সালান্ডারের আর কোনো বন্ধু-বান্ধব আছে?"

"তার আগের গার্জেন হোলার পামগ্রন ছাড়া আর কেউ নেই। একটা স্ট্রোক হওয়ার পর থেকে সে দীর্ঘদিন যাবৎ চিকিৎসাধীন আছে এবং অসুস্থই বলা যায়। সত্যি বলতে কি আমি তার কোনো ফ্রেন্ড সার্কেল পাইনি, অবশ্য তার এড্রেস বুক দেখিনি আমরা। সে কোথায় থাকে তাইতো আমরা জানি না এখনো।"

"কোনো চিহ্ন না রেখে কোথাও যেতে পারে না কেউ, কিছু কিছু ভুতের মতো। মিকাইল ব্লমকোভিস্ট সম্পর্কে আমরা কি ভাবছি?"

"তার উপর আমরা সরাসরি চোখ রাখছি না, তবে ছুটির দিনগুলোতে আমরা তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছি," ফাস্ট বললো। "সালান্ডার উদয় হতে পারে এই ভেবে। বৃহস্পতিবার কাজ শেষে বাড়ি ফিরেছে সে এবং তারপর সারা সপ্তাহ আর অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে বের হয় নি।"

"এই খুনের সাথে তার কোনো সম্পর্ক দেখছি না আমি," মোদিজি বললো।

"তার গল্পটা আপাতত স্থগিত আছে, আর ঐ রাতের প্রতিটা মুহূর্ত তার মাথায় আছে।"

"কিন্তু সে সালান্ডারকে চেনে। সালান্ডার এবং ঐ দম্পতির একমাত্র যোগসূত্র সে, তাছাড়া বিবৃতিতে সে বলেছে যে এক সপ্তাহ আগে খুন হওয়ার আগে সালান্ডা কে একজন আক্রমন করেছিলো। এ থেকে আমরা কি ধরে নিতে পারি?" বাবলাস্কি বললো।

"ব্লমকোভিস্ট যে এই আক্রমনের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলো সেটা বাদ দিয়ে বলবো?" ফাস্ট বললো।

"তোমার ধারণা ব্লমকোভিস্ট কল্পনাপ্রসুত কিছু বলেছে কিংবা সে মিথ্যে বলছে?"

"জানি না। তবে আমার কাছে এটা গাজাখুরি গল্প মনে হচ্ছে। একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি সালান্ডারের মত হালকা পাতলা মাত্র নব্বই পাউন্ডের মেয়ের সাথে পারলো না, এটা কিভাবে হয়?"

"ব্লমকোভিস্ট মিথ্যে বলবেন কেন?"

"সালান্ডার সম্পর্কে আমাদের চিন্তাভাবনাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে?"

"কিন্তু এতে কিছুই এসে যায় না। ব্লমকোভিস্টের হাইপোথিসিস হলো তার বন্ধুদের খুন হতে হয়েছে সিভেনসন যে বইটা লিখেছে তার জন্য।"

"ফালতু কথা," ফাস্ট বললো। "এটা সালান্ডারই করেছে। সিভেনসনের জন্য তার গার্জেনকে খুন করতে যাবে কে? আর এটা কে করতে পারে...পুলিশ?"

"ব্লমকোভিস্ট যদি তার হাইপোথিসিস নিয়ে মানুষের কাছে যায়, পুলিশ নিয়ে ব্যাপক ষড়যন্ত্রের কাহিনী আমরা দেখতে থাকবো।" অ্যান্ডারসন বললো।

উপস্থিত সবাই তা মেনে নিয়ে গুঞ্জন করতে লাগলো

"ঠিক আছে," মোদিন্জি বললো। "সে বুরম্যানকে গুলি করলো কেন?"

"আর ঐ টাট্টুর মানে কি?" বাবলাস্কি বললো, বুরম্যানের শরীরের নিচের অংশের একটা ছবির দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো সে।

আমি এক মর্ষকামী শূয়োর, বিকৃত মানসিকতার এবং একজন ধর্ষণকারী।

"প্যাথলজি রিপোর্ট কি বলে?" বোমান বললো।

"টাট্টুটা সাড়ে তিন বছরের পুরনো। এটা চামড়ার নিচে যে রক্ত জমে আছে তা থেকে পরিমাপ করা হয়েছে," মোদিন্জি বললো।

"আমার মনে হয় বুরম্যানের এই আলামতটা আমরা অফিসিয়ালি সংগ্রহ করতে পারি।"

"এমন অনেক পাগলামি আছে আমাদের চারপাশে, তবে টাট্টু অনুরাগীদের কাছে এটা খুব স্ট্যান্ডার্ড কোনো নক্সা নয়।"

তর্জনি তুলে মোদিজি বললো, "প্যাথলজিস্টদের মতে টাট্টুটা এঁকেছে কোনো সৌখিন লোক। সুঁইটা এলোমেলোভাবে ফোটানো হয়েছে, আর শরীরের স্পর্শকাতর একটা অংশে বড় একটা টাট্টু, এটা অবশ্যই খুব যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা, জোরপূর্বক আক্রমন করার সাথে তুলনা করার মত একটা বিষয়।"

"আর বুরম্যান এ'ব্যাপারে কোনো পুলিশ রিপোর্ট করে নি," ফাস্ট বললো।

"আমাকেও যদি এরকম টাট্টু করে দিতো আমিও পুলিশ ফাইল করতাম না," অ্যান্ডারসন বললো।

"আরেকটা ব্যাপার," মোদিজি বললো। "এতে করে তার স্বীকারোক্তিটা আরো পোক্ত করা হয়েছে, যেভাবে টাট্টুতে আছে আর কি।" ছবির কয়েকটা পৃন্ট আউট বের করে সে সবাইকে দিলো। "বুরম্যানের হার্ডড্রাইভ থেকে কয়েকটা স্যাম্পল নিয়ে আমি পৃন্ট করেছি। এগুলো ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা। একই ধরনের প্রায় দুই হাজার ছবি আছে তার কম্পিউটারে।"

শিষ বাজাতে বাজাতে ফাস্ট একটা ছবি হাতে নিলো, একজন মহিলাকে বর্বরের মত বেঁধে রাখা হয়েছে। "এটা হয়তো ডোমিনো ফ্যাশন বা এভিল ফিঙ্গার্সের জন্য নামানো হয়েছে।" বললো সে।

বিরক্ত হয়ে বাবলাস্কি ফাস্টকে থামার জন্য ঈঙ্গিত করলো।

"এ থেকে আমরা কি ধরে নিতে পারি?" বোমান বললো।

"ধরে নেবো টাট্টুটা প্রায় দুই বছর আগের," বাবলাস্কি বললো। "বুরম্যান অসুস্থ ছিলো যে সময়, তারই কাছাকাছি কোনো একটা সময় এটা করা হয়েছে। শুধুমাত্র উচ্চ রক্তচাপ ছাড়া তার অসুস্থতার ব্যাপারে কোনো মেডিক্যাল রেকর্ড নেই, কাজেই এর সাথে কোনো সম্পর্ক আছে এটা অনুমান করা যায়।"

"ঐ বছরই সালান্ডারের মধ্যে পরিবর্তন আসে," বোমান বললো। "আমি বুঝতে পারছি সে কোনো পূর্ভাবাস ছাড়াই মিল্টনের চাকরি ছেড়ে দেয়, সে বিলেতে চলে যায়।"

"আমরা কি এটা অনুমান করে নিতে পারি যে এ ঘটনার সাথেও কোনো যোগসূত্র আছে? টাট্টুর মেসেজটা স্পষ্টই বলছে যে বুরম্যান কাউকে ধর্ষণ করেছে। সালান্ডার এরকই কোনো ভিক্টিম। আর এটাই খুনের মোটিভ হতে পারে।"

"এটাকে অবশ্য অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়।" ফাস্ট বললো। "আমি একটা দৃশ্য এভাবে কল্পনা করতে পারি যে সালান্ডার এবং ঐ চাইনিজ মেয়েটা কোনো প্রহরীর কাজ করতো এসএন্ডএম নাম নিয়ে। বুরম্যান হয়তো তাদেরই একজন যে ছোট ছোট মেয়েদের দ্বারা চাবুক পেটা খায়। সালান্ডারের সাথে তার হয়তো কোনো নির্ভরতার সম্পর্ক ছিলো এবং ব্যাপারটা খারাপ দিকে মোড় নেয়।"

"তবে এতে বোঝা যাচেছ না সে এন্সকেডেতে কি করছিলো।"

"সিভেনসন আর জোহানসন যদি সেক্স ট্রেডের বিষয়টা প্রকাশ করে দেয়,

তারা হয়তো সালান্ডার এবং উ'র বিষয়ে ফাঁস করে দিচ্ছিলো, আর একারনেই সালান্ডার খুনটা করেছে।"

"যতদূর মনে হচ্ছে এটা একবারেই ঠুনকো অনুমান।" মোদিজি বললো।

আরো এক ঘন্টা ধরে মিটিংটা চললো, সিভেনসনের ল্যাপটপ হারানোর বিষয়টাও আলোচনায় এলো। লাঞ্চের জন্য সবাই যখন উঠলো, সবার মধ্যে হতাশা। এর আগে আর কোনো তদন্ত এতো এতো প্রশ্নের সম্মুখিন হয় নি।

মঙ্গলবার সকালে অফিসে পৌছেই বার্গার সিভেন্সকা মর্গন-পোস্টনের সিইও ম্যাগনাস বোর্জোকে ফোন দিলো।

"আমি আগ্রহী," বললো সে।

"আমি এরকমই ভেবেছিলাম।"

"ইস্টারের ছুটির পরপরই আপনাকে জানাতে চেয়েছিলাম আমি। কিন্তু আপনি তো শুনেছেনই, কি একটা অবস্থা।"

"ড্যাগ সিভেনসনের হত্যাকান্ড। খুবই দুঃখিত, ভয়াবহ ব্যাপার।"

"আপনিতো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমার এখন চাকুরি ছাড়ার ঘোষণা দেয়া সম্ভব না।"

একটু চুপ করে রইলো সে।

"আমাদের একটা সমস্যা আছে," বোর্জো বললো। "শেষবার যখন কথা হয়, বলেছিলাম আমরা আগস্টের ১ তারিখ থেকে শুরু করবো। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের এডিটর ইন চিফ হাকান মরান্ডারের শরীরটা একদম ভালো না, তার জায়গায় আপনার আসার কথা। তার হার্টের সমস্যা তাই কাজ থেকে বিরত আছে এখন। কয়েকদিন আগে সে ডাক্তারের সাথে কথা বলেছে এবং এই ছুটিতে আমি জানতে পেরেছি সে জুলাইর ১ তারিখ থেকে অবসরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে। আমার ধারণা ছিলো সে পুরোপুরি বিছানায় পরার আগ পর্যন্ত এখানে কাজ করলে আপনি তারই সাথে আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কাজ করতে পারতেন। কিন্তু এখন পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, আমদের এখন সঙ্কট। এরিকা–মে মাসের ১ তারিখ থেকেই আপনাতে আমরা চাইছি এবং অবশ্যই ১৫ তারিখের পরে না।"

"হায় খোদা, মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাকি।"

"আপনি কি এখনো আগ্রহী?"

"হ্যা, অবশ্যই...তবে এর মানে এই যে মাত্র একটা মাস আমি *মিলেনিয়াম*-এর সবকিছু গোছগাছ করতে সময় পাচ্ছি।"

"জানি। এটা করতে হলো বলে আমি দুঃখিত, এরিকা, তবে আমার তাড়া আছে। মাত্র আধ ডজন কর্মচারীসহ একটা ম্যাগাজিনের সবকিছু গোছাতে এক মাস

থষ্ঠ।"

"কিন্তু এর মানে হয় একটা সঙ্কটের মাঝখানে চলে যাওয়া।"

"কোনো না কোনোভাবে আপনাকে ছাড়তেই হতো। আমরা শুধু আপনার ড়ার সময়টা কয়েক সপ্তাহ এগিয়ে আনলাম।"

"আমার কিছু শর্ত আছে।"

"শুনি সেটা।"

"*মিলেনিয়াম*-এর বোর্ড অফ ডিরেক্টরে থাকতে হবে আমায়।"

"এটা ঠিক হবে না। *মিলেনিয়াম* এতো ছোট আর একটা মাসিক পত্রিকা, ছাড়া আমরাতো পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী।"

"এছাড়া উপায় নেই। *মিলেনিয়াম*-এর এডিটরিয়াল কাজে আমার করনীয় কিছু কবে না, তবে ব্যবসার অংশীদারিত্ব ছাড়তে পারবো না আমি। কাজেই বোর্ডে কতে হবে আমায়।"

"ঠিক আছে, সেটা নিয়ে আমরা চুক্তি করবো।"

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বিস্তারিত আলোচনা ও চুক্তিপত্রের জন্য তারা বোর্ডে নার সিদ্ধান্ত নিলো।

টর সময়টাতে ব্লমকোভিস্ট আর এরিকসন বসে যে সন্দেহভাজনের তালিকা রেছিলো তা পড়তে গিয়ে অন্যরকম একটা অনুভূতি খেলা করলো ব্লমকোভিস্টের ন। সাইত্রিশজনের নাম, ড্যাগ সিভেনসন তার বইয়ে এদের কথা শক্তভাবে তুলে রেছে, এদের মধ্যে একুশ জন পতিতার খদ্দেরকে সে চিহ্নিত করেছিলো।

দু'বছর আগে হেডেস্টাডে এক সম্ভাব্য খুনিকে খুঁজে বের করতে ন্দেহভাজনদের কথা মনে পড়লো ব্লমকোভিস্টের।

মঙ্গলবার সকাল ১০:০০টায় সে এরিকসনকে তার *মিলেনিয়াম*-এর অফিসে াসতে বললো। মেয়েটা এলে সে তার রুমের দরজা বন্ধ করে দিলো। কিছুক্ষণ স রইলো তারা, কফি খেলো। তারপর নামের তালিকাটা তার দিকে বাড়িয়ে লো।

"কি করা উচিৎ আমাদের?" এরিকসন জানতে চাইলো।

"প্রথমে এরিকাকে তালিকাটা দেখাবো–দশ মিনেটের মধ্যে। তারপর একজন কজন করে তাদের খোঁজ-খবর নিয়ে দেখবো, এটা সম্ভব, এমনকি এদের মধ্যেই রো সাথে খুনের সংশ্লিষ্টতা আছে।"

"কিভাবে তাদের খোঁজ-খবর নেবো?"

"একুশ জন পতিতার খদ্দেরদের উপর আমি মনোযোগ দিতে চাচ্ছি। অন্যদের ইতে তাদের হারানোর ভয় বেশি। ড্যাগ এর পদাঙ্ক অনুসরণ করবো আমি, কজন একজন করে দেখা করবো।"

"আমি কি করবো?"

"দু'টো কাজ। প্রথমটা হলো, এখানে সাতজন আছে যাদের চিহ্নিত করা যায় নি। আগামী দুই দিন তোমার কাজ হবে তাদের খুঁজে বের করে চিহ্নিত করা। মিয়ার থিসিসে কয়েকজনের নাম আছে, তুমি দু'টো রেফারেন্স দেখে তুলনা করে নিতে পার, এতে তাদের প্রকৃত পরিচয় পেতে সহায়ক হবে। দ্বিতীয়ত, লিসবেথের গার্জেন নিল বুরম্যান সম্পর্কে আমরা কমই জানি। পত্রিকায় একটা সংক্ষিপ্ত সিভি আছে, তবে আমার ধারণা এটা অর্ধেক করে দেয়া আছে।"

"তো আমাকে তার ব্যাপারে আদ্যোপান্ত জানতে হবে।"

"সংক্ষেপে। সবকিছু তুমি খতিয়ে দেখতে পার।"

বিকেল ৫:০০টার সময় হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার ফোন করলো ব্লমকোভিস্টকে।

"কথা বলতে পারবে?"

"এক মিনিটের জন্য।"

"পুলিশ যে মেয়েটাকে খুঁজছে...আমাকে খুঁজতে এই মেয়েটাই কি তোমায় সাহায্য করেছিলো না?"

হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গারের সাথে সালান্ডারের কখনোই দেখা হয় নি।

"ঠিক তাই," ব্লমকোভিস্ট বললো। "তোমাকে ফোন করে আপডেট জানাতে পারি নি, দুঃখিত। তবে হ্যা, সেই মেয়েটাই।"

"এর মানেটা কি?"

"তোমার কি মনে হয়? আশা করি কিছু হবে না।"

"কিন্তু সে আমার সম্পর্কে এবং কি হয়েছে না হয়েছে সব জানে।"

"হ্যা, সে সবই জানে।"

লাইনের অপর প্রান্তে হ্যারিয়েট চুপ করে আছে।

"হ্যারিয়েট, আমার মনে হয় না সে কিছু করেছে। আমি এই অনুমানের উপর কাজ করে যাচ্ছি যে সে এই হত্যাকান্ডগুলোর ব্যাপারে একদম নির্দোষ। তাকে বিশ্বাস করি আমি।"

"পত্রিকার কথাগুলো যদি আমায় বিশ্বাস করতে হয় তাহলে–"

"তোমার কিন্তু পত্রিকার কথা বিশ্বাস করা উচিৎ না। আর তোমার ব্যাপারটা একদম সোজাসাপ্টা বলা যায় সে কথা দিয়েছে তার মুখ বন্ধ রাখবে। আমার বিশ্বাস বাকি জীবনটা সে তার এই প্রতিজ্ঞা বজায় রাখবে। তার সম্পর্কে আমি যতটা বুঝেছি সে খুব নীতিবান।"

"আর সে যদি এটা না করে?"

"জানি না। হ্যারিয়েট, আমি আমার ক্ষমতার মধ্যে সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছি কি ঘটেছে তা বের করতে। ভয় পেও না।"

"ভয় পাচ্ছি না, তবে খারাপ কিছুর জন্য আমি প্রস্তুত থাকতে চাই। তুমি কেমন আছ, মিকাইল?"

“এই তো। আমরা নিরন্তর কাজ করছি।”

“মিকাইল...এই মুহূর্তে আমি স্টকহোমে আছি। আগামীকাল অস্ট্রেলিয়া চলে যাবো– এক মাসের জন্য।”

“তাই নাকি।”

“আমি হোটেলে আছি।”

“জানি না, হ্যারিয়েট। । আজ রাতে আমাকে কাজ করতে হবে, আমি কোনো ভালো সঙ্গী হতে পারবো না।”

“তোমার ভালো সঙ্গী হবার দরকার নেই। কিছুক্ষনের জন্য এসে রিল্যাক্স করে যাও।”

রাত একটায় মিকাইল বাড়ি ফিরলো। ক্লান্ত শরীরে তার সবকিছু নরকের মত লাগছিলো, বিছানায় গা এলিয়ে দিতে চেয়েও সে তার বদলে ল্যাপটপটা চালু করে ই-মেইল চেক করলো। আগ্রহ তৈরির মত নতুন কোনো মেইল নেই।

ফোল্ডারটা খুলে একটা নতুন ডকুমেন্ট খুঁজে পেলো সে, নাম (টু মিকব্লম), তার ডকুমেন্টটার নিচেই (টু স্যালি)।

তার কম্পিউটারে ডকুমেন্টটা দেখে সে রীতিমত বজ্রাহত হলো। সে এখানে, আমার কম্পিউটারে আছে, হয়তো সে এখন কানেকটেড আছে। ডাবলক্লিক করলো সে।

ব্লমকোভিস্ট ঠিক নিশ্চিত না কি আশা করেছিলো। একটা চিঠি, জবাব, নির্দোষিতার জন্য প্রতিবাদ, কোনো ব্যাখ্যা। ভীতিকর একটা সংক্ষিপ্ত জবাব। চার অক্ষরের একটা শব্দ–জালা।

নামটার দিকে তাকিয়ে রইলো মিকাইল।

সিভেনসন তার শেষ ফোনকলে এই নামটার উল্লেখ করেছিলো, খুন হওয়ার তিন ঘণ্টা আগে।

কি বলতে চায় সে? বুরম্যান, ড্যাগ আর মিয়ার মধ্যে কি যোগসূত্র এই জালা।

কিভাবে? কেন? কে সে? সালান্ডারইবা তাকে চেনে কিভাবে? সে কিভাবে তার সাথে জড়ালো?

ডকুমেন্টটার প্রোপার্টি ওপেন করে সে দেখলো লেখাটা পনেরো মিনিটেরও কম সময় আগে তৈরি হয়েছে। হাসলো সে। মিকাইল ব্লমকোভিস্টকে অথোর দেখাচ্ছে, মেয়েটা তারই কম্পিউটারে তার লাইসেন্স করা ওয়ার্ড প্রোগ্রামে এটা তৈরি করেছে। ইমেইলের চেয়ে এটা ভালো, কোনো আইপি এড্রেস খুঁজে পাওয়া যায় না। যদিও ব্লমকোভিস্ট নিশ্চিত যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সালান্ডারকে খুঁজে বের করা অসম্ভব। আর কোনো সন্দেহ নেই যে সালান্ডার তার কম্পিউটারের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করেছে।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সে সিটি হলটা দেখতে লাগলো। এই অনুভূতি

তাড়াতে পারলো না যে সালান্ডার প্রতি মুহূর্তে তাকে লক্ষ্য করছে, যেনবা এই রুমেই তার আইবুকের মাধ্যমে নজর রাখছে তার উপর। বিশ্বের যে প্রান্তেই থাকুক না কেন সে পারবে, তবে তার সন্দেহ হচ্ছে মেয়েটা বন্দী। সোদারমামের কোথাও, তার এখান থেকে কয়েক মাইল ব্যাসের মধ্যেই।

আরেকটা নতুন ওয়ার্ড ডকুমেন্ট তৈরি করলো সে, নাম দিলো (স্যালি-২), তারপর ডেস্কটপে রাখলো। একটা অর্থপূর্ণ বার্তা লিখলো।

লিসবেথ,

তুমি বেশ ঝামেলার মানুষ। জালাটা আবার কে? সে কি কোনো যোগসূত্র? তুমি কি জান কারা ড্যাগ আর মিয়াকে খুন করেছে? যদি জান আমাকে বলো যাতে আমরা এই রহস্য সমাধান করতে পারি এবং ঘুমাতে পারি।

মিকাইল

সে এখন ব্লমকোভিস্টের আইবুকে আছে। মিনিটের মধ্যে জবাব এলো। একটা নতুন ডকুমেন্ট দেখা গেলো তার ডেস্কটপের ফোল্ডারে। এবার (ক্যাল ব্লমকোভিস্ট) নামে। তুমিতো সাংবাদিক, খুঁজে বের কর।

ভ্রু কুঁচকালো ব্লমকোভিস্ট। তাকে খোঁচা মারছে এবং তার ডাক নামটা ব্যবহার করেছে জানে যে এটা সে অপছন্দ করে। আর তাকে কোনো ধরণের সাহায্য করছে না সে। স্যালি-৩ নামে ডকুমেন্ট তেরি করে সে ডেস্কটপে রাখলো।

লিসবেথ,

সাংবাদিকরা কিছু খুঁজে বের করে যারা জানে তাদের প্রশ্ন করে করে। আমি তোমাকে প্রশ্ন করছি। তুমি কি জান ড্যাগ আর মিয়া কেন খুন হয়েছে এবং কে খুন করেছে তাদের? জানলে প্লিজ আমাকে বলো। এগিয়ে যাবার জন্য কিছু তথ্য দাও।

মিকাইল

আরেকটা জবাব পাবার জন্য কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা করেও সে পেলো না। ভোর ৪:০০টায় হাল ছেড়ে দিয়ে বিছানায় গেলো সে।

অধ্যায় ১৯

ধবার, মার্চ ৩০–শুক্রবার, এপ্রিল ১

ধবার সারাদিন ব্লমকোভিস্ট সিভেনসনের ম্যাটারিয়ালে জালা সম্পর্কে সব রফারেন্স খুঁজে বেড়ালো। সালান্ডার যেভাবে এর আগে করেছিলো সেভাবে সে ন্ভেনসনের কম্পিউটারে তিনটা ডকুমেন্ট পড়ে দেখলো–ইরিনা পি, স্যান্ডস্টর্ম াবং জালা। সালান্ডারের মতই সে গুলব্রান্ডসন নামে একটা পুলিশ সোর্স আবিষ্কার করলো। সোদারতালের ক্রিমিনাল পুলিশে তাকে খুঁজে পেলো, তবে তাকে ফোন করলে বলা হলো যে গুলব্রান্ডসন অফিস থেকে দূরে কোথাও বেড়াতে গেছে, াগামী মঙ্গলবারের আগে ফিরবে না।

দেখতে পেলো সিভেনসন ইরিনা পি এর উপর অনেক সময় ব্যয় করেছে। য়নাতদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী জানতে পারলো মহিলাকে খুব ধীরে ধীরে নিষ্ঠুরভাবে ত্যা করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারীর শেষ নাগাদ খুনটা করা হয়েছে। কে খুন করতে ারে সে ব্যাপারে পুলিশ কিছুই বের করতে পারে নি, তবে যেহেতু মেয়েটা একজন াতিতা, সুতরাং ধরে নেয়া হয় যে তার কোনো খদ্দেরই খুনটা করেছে।

ব্লমকোভিস্ট ভাবছে কেন সিভেনসন ইরিনা পি ডকুমেন্টটা ফোল্ডারে রেখেছে। ালাকে সে ইরিনা পির সাথে লিংক করেছে, তবে লেখায় সেরকম কোনো রফারেন্স দেয়া নেই। মনে হচ্ছে সে পরে এই সংযোগটা করেছে।

জালা ডকুমেন্টটা খসড়া নোট মনে হচ্ছে। জালাকে (যদি তার অস্তিত্ব থেকে াকে) মনে হচ্ছে অপরাধ জগতে একজন রহস্যমানব। তাকে পুরোপুরি শ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না, লেখাটায় সোর্সের উল্লেখ নেই।

ডকুমেন্টটা বন্ধ করে মাথা চুলকাতে লাগলো সে। এই হত্যাকান্ডের রহস্য ন্মোচন তার ধারণার চেয়েও বেশি কঠিন মনে হচ্ছে। সন্দেহ থেকে সে দূরে যেতে ারছে না। সালান্ডার নির্দোষ এটা সে নিশ্চিত বলতে পারছে না। তার প্রবৃত্তি তাকে গিয়ে যেতে বলছে।

সে জানে সালান্ডারের টাকার অভাব নেই। হ্যাকিংয়ের দক্ষতাকে কাজে াগিয়ে কয়েক বিলিয়ন ক্রোনার চুরি করেছে সে, তবে ব্লমকোভিস্ট যে এটা জানে া জানে না সালান্ডার। বার্গারের কাছে মেয়েটার কম্পিউটার দক্ষতা ব্যাখ্যা করার ন্য সে বলেছিলো, তবে এর বাইরে কারো কাছে এই বিষয়টা ফাঁস করে নি।

সে বিশ্বাস করতে চায় না যে সালান্ডার খুনের আসামী। মেয়েটার কাছে তার ণ কখনোই শোধ করতে পারবে না সে। তার জীবনই শুধু বাঁচায় নি, তার

ক্যারিয়ার এবং সম্ভবত *মিলেনিয়াম* ম্যাগাজিনকেও বাঁচিয়ে দিয়েছে।

মেয়েটার প্রতি আনুগত্য অনুভব করছে সে। অপরাধী হোক বা না হোক, তাকে সাহায্য করার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করবে সে যখন সত্যি সত্যি ধরা পড়বে ও।

তবে তার সম্পর্কে অনেক কিছুই সে জানে না, সাইকিয়াট্রিক এসেসমেন্ট, দেশের অন্যতম খ্যাতনামা একটা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ছিলো সে, তাকে অক্ষম ঘোষণা করা হয়েছিলো, এ থেকে বোঝা যায় কিছু সমস্যা রয়েছে মেয়েটার। উপসালার সেন্ট স্টিফেন্স সাইকিয়াট্রিক ক্লিনিকের চিফ অব স্টাফ ডা : পিটার টেলিবোরিয়ান প্রেসে বিশাল বিবৃতি দিয়েছে। সত্যি বলতে কি তিনি সালান্ডার সম্পর্কে কোনো বিবৃতি দেন নি, তবে মানসিক স্বাস্থ্যে ব্যাপক ধসের উপর মন্তব্য করেছেন। শুধু সুইডেন নয়, আন্তর্জাতিকভাবেও তিনি বিখ্যাত ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। তিনি খুনের শিকার ব্যক্তিদের এবং তাদের পরিবারের প্রতি তার সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন এবং এটাও জোর দিয়ে বলেছেন যে সালান্ডারের মঙ্গলের জন্য তিনি উদ্বিগ্ন।

ডঃ টেলিবোরিয়ানের সাথে দেখা করে তার কাছ থেকে কোনো ধরণের সাহায্য পাওয়া যাবে কি না ভাবছে ব্লমকোভিস্ট। তারপর বাদ দিলো এই চিন্তা, সালান্ডার ধরা পড়লে তাকে সাহায্য করার অনেক সময় পাবে ডাক্তার।

কিচেনে গিয়ে কাপে কফি ঢেলে নিয়ে সে ভেতরে বার্গারের সাথে দেখা করতে গেলো।

"আমার কাছে পতিতার খদ্দের আর দালালদের যে লম্বা তালিকা আছে তাদের স্বাক্ষাৎকার নেবো আমি," বললো সে।

তার দিকে চিন্তিতভাবে তাকালো বার্গার।

"তালিকার সবাইকে পেতে এক থেকে দুই সপ্তাহ লাগবে। স্ট্রাংনাস থেকে নরকোপিং পর্যন্ত তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। একটা গাড়ি লাগবে আমার।"

হ্যান্ডব্যাগটা খুলে বিএমডব্লুর চাবীটা ব্লমকোভিস্টের হাতে দিলো।

"এটা নেয়া কি আসলে ঠিক হচ্ছে?"

"অবশ্যই, আমি খুব কমই এটা ব্যবহার করি, মাঝে মাঝে কাজে যাই আর কখনো কখনো সালসোবাদেনে। আর প্রয়োজন হলে আমি গ্রেগরের গাড়ি নিতে পারবো।"

"ধন্যবাদ"

"একটা শর্ত আছে অবশ্য।"

"কি শর্ত?"

"এই লোকগুলো অনেকে সাংঘাতিক বদমাস। তুমি যদি ড্যাগ আর মিয়ার খুনের জন্য দালালদের দায়ী কর, আমি চাই তুমি এটা সাথে নিয়ে সবসময় তোমার জ্যাকেটের পকেটে রাখবে।"

ডেস্কের উপর একটি মরিচের গুঁড়োর ক্যান রাখলো বার্গার।

"এটা তুমি কোথায় পেলে?"

"গত বছর স্টেটস থেকে এটা কিনেছিলাম। রাতের বেলা একা একা কোনো অস্ত্র ছাড়া চলাফেরা করলে বিপদে পড়তে পারি।"

"কোনো অবৈধ অস্ত্রের পাল্লায় পড়লে আমার কিছুই করার থাকবে না।"

"তোমার শোক সংবাদ পত্রিকায় লেখার চেয়ে বরং সেটা ভালো, মিকাইল...আমি ঠিক নিশ্চিত না তুমি জান কি না, তোমাকে নিয়ে মাঝে মাঝে আমার খুব দুশ্চিন্তা হয়।"

"আচ্ছা, তাই।"

"তুমি ঝুঁকি নাও আর এতোটা গোঁয়ার তুমি যে কোনো সিদ্ধান্ত নিলে তা থেকে ফেরানো যায় না।"

একটু হেসে ব্লমকোভিস্ট মরিচের গুঁড়োর ক্যানটা বার্গারের ডেস্কে রেখে দিলো।

"আমার ব্যাপারে তোমার এই কেয়ারের জন্য ধন্যবাদ। তবে আমার এটা দরকার নেই।"

"আমি বলছি, মিকি।"

"এটা ঠিক আছে, তবে আমি ব্যবস্থা নিয়েছি।"

পকেটে হাত দিয়ে একটা ক্যান বের করলো। সালাভারের ব্যাগ থেকে সে এই মরিচের গুঁড়োর ক্যানটা নিয়ে তার সাথেই রাখছে।

মোদিজির অফিসে তার রুমের খোলা দরজায় টোকা দিলো বাবলাস্কি, তারপর ঢুকে ডেস্কের সামনের ভিজিটর চেয়ারটাতে বসে পড়লো।

"ড্যাগ সিভেনসনের কম্পিউটার," বললো সে।

"আমিও এটা নিয়ে ভাবছিলাম," মোদিজি বললো, "সিভেনসন আর জোহানসনের শেষ দিনটার সময়সূচীর উপর কাজ করেছি আমি। এখনো কয়েকটা ফাঁক রয়ে গেছে, তবে ঐদিন সিভেনসন *মিলেনিয়াম*-এর অফিসে যায় নি। বরং সে শহরের কেন্দ্রে গিয়েছিলো এবং বিকাল ৪:০০টা নাগাদ এক পুরনো বন্ধুর ওখানে যায় সে। সম্ভবত ড্রনিংগাটানে একটা ক্যাফেতে দেখা করেছে। সেই বন্ধুটা বলেছে সিভেনসনের কাছে অবশ্যই কম্পিউটার ছিলো। এটা সে দেখেছে, এমনকি এটা নিয়ে মন্তব্যও করেছিলো সে।"

"আর ঐদিন রাত ১১:০০টায় অ্যাপার্টমেন্টে পুলিশ এসে পৌছানোর আগেই কম্পিউটারটা উধাও হয়ে গেছে।"

"ঠিক তাই।"

"এ থেকে কি ধরে নিতে পারি আমরা?"

"সে হয়তো কোনো কারণে অন্য কোথাও থেমেছে এবং ভুলে কম্পিউটারটা ফেলে চলে এসেছে।"

"এটা কতটা বাস্তব?"

"খুব বেশি না। তবে সে এটা রিপেয়ারের জন্য রেখে আসতে পারে। এখানে সম্ভাবনা আছে সে হয়তো অন্য কোথাও কাজ করে যেটা সম্পর্কে আমরা জানি না।"

"যেমন, একবার সে সেন্ট এরিক্সপ্লানের কাছে একটা ফ্রিল্যান্সার্স অফিস ভাড়া নিয়েছিলো। আর হ্যা, অবশ্যই এটাও হতে পারে যে খুনি তার কম্পিউটারটা সাথে করে নিয়ে গেছে।"

"আরমানস্কির মতে সালান্ডার কম্পিউটারে বেশ পারদর্শী।"

"ঠিক তাই," মোদিজ্ঞি মাথা নেড়ে বললো।

"হুমম, ব্রমকোভিস্টের ধারণা হলো সিভেনসন আর জোহানসনকে খুন করা হয়েছে কারণ সিভেনসনের রিসার্চ যা তার কম্পিউটারে ছিলো।"

"আমরা একটু পেছনে ঘুরপাক খাচ্ছি। খুন হওয়া তিনজন ব্যক্তি এতো খাপছাড়া জিনিস ফেলে গেছে যে আমাদের পক্ষে সব এক করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে সিভেনসনের কর্মক্ষেত্র *মিলেনিয়াম*-এ আমরা এখনো সত্যিকারের কোনো তল্লাশি চালাই নি।"

"আমি আজ সকালে এরিকা বার্গারের সাথে কথা বলেছি, সে বিস্মিত হয়েছে যে আমরা এখনো সেখানে দেখতে যাই নি সিভেনসন কিছু ফেলে গেলো কি না।"

"সালান্ডারকে খুঁজে বের করার উপর আমরা এতো বেশি জোর দিচ্ছি যে খুনের কোনো মোটিভ এর ক্লু পর্যন্ত পাই নি। আপনি কি...?"

"আগামীকাল আমি বার্গারের সাথে *মিলেনিয়াম*-এ একটা সৌজন্য স্বাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছি।"

"ধন্যবাদ।"

বৃহস্পতিবার ব্রমকোভিস্ট তার অফিসে বসে এরিকসনের সাথে কথা বলছিলো, সেসময় অফিসের কোথাও একটা ফোন বেজে উঠলো। দরজার ফাঁক দিয়ে সে কোর্তেজকে দেখলো ফোনটা ধরার জন্য যাচ্ছে। তখনি মাথায় কাজ করলো যে ফোনটা সিভেনসনের ডেস্কে বেজেছে। লাফিয়ে উঠলো সে।

"দাঁড়াও–ফোনটা ধরবে না!" চেঁচিয়ে বললো সে।

রিসিভারে মাত্র হাতটা রেখেছে কোর্তেজ। কোন ফোনি কোম্পানির নাম যেন দিয়েছিলো সিভেনসন, ভাবতে ভাবতে দ্রুত রুম থেকে বেরিয়ে এলো ব্রমকোভিস্ট।

"ইনডিগো মার্কেট রিসার্চ, মিকাইল বলছি। কি সাহায্য করতে পারি?"

"হ্যা, আমার নাম গুনার বিয়র্ক। আমি একটা চিঠি পেয়েছি যাতে বলা হয়েছে আমি একটা মোবাইল ফোন পেয়েছি।"

"কংগ্রাচুলেশন্স, এটা সনি এরিকসনের লেটেস্ট মডেল।"

"এটা ফ্রি?"

"ঠিক তাই, ফ্রি। পুরস্কারটা নিতে হলে আপনাকে শুধু একটা স্বাক্ষাৎকার দিতে হবে। আমরা বিভিন্ন কোম্পানির মার্কেট রিসার্চ এবং ইন ডেপ্‌থ এনালাইসিস করে থাকি। মাত্র এক ঘণ্টা লাগবে সব প্রশ্নের জবাব দিতে। এর পর আপনার নামটা আরেকটা জায়গায় যোগ করা হবে এবং আপনি ১০০,০০০ ক্রোনার জেতার সুযোগ পাবেন।"

"বুঝতে পেরেছি। আমরা কি ফোনে কথা বলতে পারি না?"

"দুঃখিত, না। প্রশ্নপত্রে কোম্পানির লোগো আছে যা চিহ্নিত করার ব্যাপার থাকবে। বিভিন্নরকম বিজ্ঞাপন দেখিয়ে আমরা এটাও জানতে চাইবো যে কি ধরনের বিজ্ঞাপন ইমেজ আপনি পছন্দ করেন। আমাদের একজন কর্মচারীকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবো।"

"আচ্ছা...আর আমাকে কিভাবে নির্বাচন করা হলো?"

"এই ধরণের রিসার্চ প্রতি বছর কয়েকবার করে থাকি আমরা। এবার যেটা করা হয়েছে তা হলো আমরা আপনার বয়সী বেশ কয়েকজন সফল পুরুষকে বেছে নিয়েছি। এই শ্রেণীর মধ্যে আপাতচয়নের মাধ্যমে সোশাল সিকিউরিটি নাম্বার তুলেছি আমরা।"

শেষমেষ বিয়র্ক একটা মিটিং করতে রাজি হলো। ব্লমকোভিস্টকে সে বললো যে সে সিক লিভে আছে এবং সামাডালারোতে একটা কেবিনে সময় কাটাচ্ছে। সেখানে আসার পথ বলে দিলো সে। শুক্রবার সকালে দেখা করবে ঠিক করলো তারা।

"ইয়েস!" ফোনটা ধরে রেখেই ব্লমকোভিস্ট জোরে চেঁচিয়ে উঠলো। বাতাসে ঘুষি চালালো সে। এরিকসন আর কোর্তেজ বিস্মিত হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১:০০টায় পাওলো রবার্তো আর্লান্ডাতে পৌছালো। নিউ ইয়র্ক থেকে আসার পথে বেশির ভাগ সময় সে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে, আর এবারই তার মধ্যে কোনো ক্লান্তি ভর করে নি।

ইউনাইটেড স্টেটসে এক মাস কাটিয়েছে সে বক্সিং নিয়ে কথা বলে, প্রদর্শনী লড়াই দেখে আর স্ট্রিক্স টেলিভিশনের জন্য একটা প্রযোজনার ব্যাপারে আইডিয়া খুঁজে। দুঃখের বিষয় তাকে তার পরিবারের চাপাচাপিতে পেশাগত ক্যারিয়ার আলমারিতে তুলে রাখতে হয়েছে, তবে তার বয়সটাও অনুভব করছে সে। এর কারণ এই নয় তার শরীর ঠিক নেই, সে এখনো সপ্তাহে একবার কঠিন অনুশীলন

করে। বক্সিং এর জগতে তার নামটা এখনো বজায় আছে, বাকি জীবনটা সে খেলাধূলা নিয়ে যতটা সম্ভব কাজ করে যাওয়ার প্রত্যাশা করে।

কনভেয়ার বেল্ট থেকে স্যুটকেসটা নিলো সে। কাস্টমসে থামতে হলো, তাকে পাশে টেনে নিয়ে যাবার সময় একজন কাস্টম অফিসার তাকে চিনলো।

"হ্যালো, পাওলো। তোমার স্যুটকেসে গ্লাভস ছাড়া আর কিছু আছে বলে মনে হয় না আমার, তাই না?"

এসকেলেটরে আর্লান্ডা এক্সপ্রেসে নামার সময় হলে ঢোকার পথে একটু থামতে হলো তাকে, সান্ধ্য পত্রিকায় সালান্ডারের মুখটা দেখে অবাক হলো। ভাবছিলো সে আসলে ভ্রমনের ক্লান্তিতে ভুগছে কি না। শিরোনামটা আবার পড়লো। 'হান্ট ফর লিসবেথ সালান্ডার!' আরেকটা পত্রিকার শিরোনাম দেখলো, 'এক্সট্রা! সাইকোপ্যাথ সট ফর ট্রিপল কিলিং'। দুটো পত্রিকাই কিনে নিলো সে, সকালেরটাও নিলো। তারপর ক্যাফেটেরিয়ার দিকে গেলো। অবাক বিস্ময়ে সে লেখাটা পড়তে লাগলো।

বৃহস্পতিবার রাত ১১:০০টায় যখন ব্লমকোভিস্ট তার বেলমাসগাটানের বাড়িতে এলো তখন সে একেবারে ক্লান্ত আর বিষন্ন। সে আজ তাড়াতাড়ি ঘুমাতে চাইলো, কিন্তু ল্যাপটপটার সুইচ অন করার লোভ সামলাতে পারলো না সে। ই-মেইল চেক করে তেমন কিছু পেলো না, তবে সে ফোল্ডারটা ওপেন করলো। তার নাড়িস্পন্দন বেড়ে গেলো একটা নতুন ডকুমেন্ট দেখে (এমবি ২)। ডাবল ক্লিক করলো।

"প্রোসিকিউটর ই. মিডিয়াতে তথ্য দিয়ে দিচ্ছে। তাকে জিজ্ঞস কর কেন সে পুরনো পুলিশ রিপোর্ট ফাঁস করে নি।"

মেসেজের কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করলো ব্লমকোভিস্ট। কোন পুরনো পুলিশ রিপোর্ট? কেন সবগুলো মেসেজ সে ধাঁধাঁর মত করে লিখছে? নতুন একটা ডকুমেন্ট লিখে নাম দিলো (ক্রিপটিক)।

হাই স্যালি। আমি ক্লান্ত, বিপর্যস্ত। খুন হওয়ার পর থেকে আমি অবিরাম কাজ করে যাচ্ছি। আমি এই অনুমানের খেলা খেলবার মুডে নেই। হয়তো তোমার কিছু যায় আসে না, তবে আমি জানতে চাই আমার বন্ধুদের কে খুন করেছে। এম

ডেস্কে অপেক্ষা করলো সে। এক মিনিট পরে জবাব এলো (ক্রিপটিক ২)। যদি আমি হই কি করবে তুমি?

সে জবাব দিলো (ক্রিপটিক ৩)।

লিসবেথ, এটা যদি সত্যি হয় যে তুমি আসলেই চূড়ান্ত অবস্থায় চলে গেছ, তবে তুমি ডঃ পিটার টেলিবোরিয়ানের সাহায্য নিতে পার। তবে আমার বিশ্বাস হয় না তুমি ড্যাগ আর মিয়াকে খুন করেছ। আমি আশা করি এবং প্রার্থনা করি যে আমিই ঠিক।

ড্যাগ আর মিয়া সেক্স ট্রেডের ব্যাপারটা তুলে ধরতে যাচ্ছিলো। আমার ধারণা এটাই খুনের কারণ হতে পারে। তবে আমার কিছু করার নেই।

আমি জানি না কি সমস্যা হয়েছে আমাদের মাঝে, তবে তুমি আর আমি একসময় বন্ধু ছিলাম। আমি বলেছিলাম যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে দুটো জিনিসের উপর–সম্মান আর আস্থা। এমন কি তুমি যদি আমাকে পছন্দ নাও কর তুমি এখনো আমার উপর নির্ভর করতে পার। তোমার গোপন বিষয় আমি কাউকে বলি নি, এমন কি ওয়েনারস্ট্রমের বিলিয়ন ক্রোনার কি হয়েছে তাও বলি নি। আমাকে বিশ্বাস কর। তোমার শত্রু নই আমি। এম

প্রায় পঞ্চাশ মিনিট পার হয়ে গেলে ব্লমকোভিস্ট প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলো, তখনি নতুন ফাইল (ক্রিপটিক ৪) আবির্ভূত হলো।

ব্যাপারটা আমি ভেবে দেখবো।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো ব্লমকোভিস্ট। আশার আলো দেখলো সে। জবাবটা পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে। ব্যাপারটা নিয়ে সে ভাববে। কোনোরকম ব্যাখ্যা না দিয়ে তার জীবন থেকে হারিয়ে যাবার পর থেকে এই প্রথমবার সে তার সাথে যোগাযোগ করার সম্ভাবনার কথা জানালো। ব্লমকোভিস্ট লিখলো (ক্রিপটিক ৫)।

আচ্ছা, আমি অপেক্ষায় আছি। তবে প্লিজ খুব বেশি সময় নিও না।

শুক্রবার সকালে ইন্সপেক্টর ফাস্ট কাজের উদ্দেশ্যে ল্যাংহোমগাটানে আসতেই ফোনটা বেজে উঠলো। লুন্ডাগাটানের অ্যাপার্টমেন্টে চব্বিশ ঘণ্টা নজরদারি করার মত রিসোর্স পুলিশের নেই, তাই তারা এক প্রতিবেশি অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকে ঠিক করেছে সেখানে সারাক্ষণ চোখ রাখার জন্য।

"চাইনিজ মেয়েটা মাত্র এসেছে," প্রতিবেশি জানালো।

বেশি সুবিধাজনক জায়গায় ছিলো না ফাস্ট। সে অবৈধভাবে উল্টোদিকে ঘুরে লুন্ডাগাটানের পথ ধরলো। ফোন পাওয়ার দুই মিনিটের মধ্যে সে রাস্তা পার হয়ে বিল্ডিংএর পেছনে চলে এলো।

অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় দাঁড়িয়ে তখনো মিরিয়াম উ তার ভাঙ্গা তালা আর পুলিশ টেপ দেখছিলো, তখুনি পেছনে পায়ের আওয়াজ পেলো। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলো একজন শক্ত-সমর্থ লোক তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার মনে হলো লোকটা তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, মেঝেতে ব্যাগটা এমনভাবে ফেললো যেন এক্ষুণি দরকার হলে একটা থাই বক্সিং দিয়ে দেবে।

"আপনি মিরিয়াম উ?" বললো লোকটা। তাকে অবাক করে দিয়ে একটা পুলিশের আইডি বের করে দেখালো।

"হ্যা, কি হচ্ছে এখানে?" জানতে চাইলো মেয়েটা।

"গত সপ্তাহে কোথায় ছিলেন আপনি?"

"আমি বাইরে ছিলাম। কি হয়েছে? কেউ কি ভেতরে ঢুকেছিলো?

"আমি এসেছি আপনাকে কুংসোলমেনে যাওয়ার কথা বলতে," মেয়েটার কাঁধে একটা হাত রেখে বললো সে।

বাবলাস্কি আর মোদিজি দেখলো যে মিরিয়াম উ'কে ইন্টারভিউ রুমে ধরে নিয়ে এসেছে ফাস্ট। মেয়েটা একদম রেগে আছে।

"প্লিজ বসুন। আমার নাম ক্রিমিনাল ইন্সপেক্টর ইয়ান বাবলাস্কি, আর উনি আমার সহকর্মী ইন্সপেক্টর সোনিয়া মোদিজি। আপনাকে নিয়ে আসার জন্য আমরা দুঃখিত, কিন্তু আমাদের কিছু প্রশ্নের জবাব জানা দরকার।"

"ঠিক আছ, কিন্তু কেন? এই লোকটা একদম কথা বলায় পটু না।" ফাস্টের দিকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখালো সে।

"আপনাকে আমরা খুঁজছি কিছুদিন ধরে। আপনি কি বলবেন কোথায় ছিলেন আপনি?"

"হ্যা, পারি। তবে আমি চাই না, আর যতদূর মনে হয় এটা আপনাদের ব্যাপার না।"

ভ্রু তুললো বাবলাস্কি।

"বাড়ি এসে আমি আমার দরজা ভাঙ্গা পেয়েছি, তাতে পুলিশ টেপ লাগানো। আর একটা লোক সেখানে ভুস করে এসে আমাকে এখানে নিয়ে এলো। এর ব্যাখ্যা জানতে পারি?"

"আপনি কি পুরুষ পছন্দ করেন না?" ফাস্ট বললো।

মিরিয়াম উ ঘুরে তার দিকে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলো। বাবলাস্কি তার দিকে কটমট করে তাকালো।

"গত সপ্তাহে আপনি কোনো পত্রিকা পড়েন নি? আপনি কি দেশের বাইরে ছিলেন?

"না, কোনো পত্রিকা পড়ি নি। প্যারিসে আমি আমার বাবা-মার কাছে গিয়েছিলাম। দুই সপ্তাহের জন্য। সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে এইমাত্র এলাম আমি।"

"আপনি ট্রেনে এসেছেন?"

"বিমান ভালো লাগে না আমার।"

"আপনি কোনো সংবাদের শিরোনাম বা সুইডিশ কোনো পত্রিকা দেখেন নি আজ?"

"রাতের ট্রেনে নেমে আমি টানেলবানায় বাড়ি এসেছি।"

একটু ভাবলো বাবলাস্কি। আজকের সকালের পত্রিকায় সালান্ডারের উপর কিছু নেই। উঠে দাঁড়িয়ে রুম থেকে বের হয়ে গেলো সে। ফিরে এলো আফটোব্লাদেতের ইস্টার সংখ্যার ফ্রন্ট পেজে সালান্ডারের ছবিটা নিয়ে। মিরিয়াম উ প্রায় মূর্ছা যাচ্ছিলো।

বিয়র্কের দেয়া নির্দেশনা অনুযায়ী সামাদালারোর কেবিনে পৌঁছালো ব্লমকোভিস্ট। পার্ক করার পর সে খেয়াল করে দেখলো কেবিনটা একজনের উপযোগী আধুনিক একটা বাড়ি যা সারা বছর ব্যবহারের যোগ্য। এখান থেকে জুসফ্রুইফিয়ারডেনের সমুদ্র দেখা যায়। খোয়া বিছানো পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে বেল বাজালো সে। সিভেনসনের ফাইলে থাকা বিয়র্কের পাসপোর্ট ছবিটা দিয়ে তাকে সহজেই চেনা যায়।

"গুড মর্নিং," ব্লমকোভিস্ট বললো।

"বাহ্, জায়গাটা খুঁজে পেয়েছেন আপনি।"

"আপনার নির্দেশনার জন্য ধন্যবাদ।"

"আসুন, আমরা রান্নাঘরে বসতে পারি।"

বিয়র্কের স্বাস্থ্য ভালো, তবে একটু কুঁজো লাগছে।

"আমি সিক লিভে আছি," বললো সে।

"আশা করি সিরিয়াস কিছু না।"

"স্লিপ ডিস্কে একটা সার্জারির জন্য অপেক্ষা করছি আমি। আপনি কফি খাবেন?"

"না, ধন্যবাদ," বলে ব্লমকোভিস্ট কিচেনের দিকে তাকালো, তারপর বৃফকেসটা খুললো। একটা ফোল্ডার বের করলো। তার দিকে মুখ করে বিয়র্ক বসলো।

"আপনাকে পরিচিত লাগছে। এর আগে আমাদের দেখা হয়েছে?"

"মনে হয় না," ব্লমকোভিস্ট বললো।

"আপনাকে কোথাও দেখেছি, নিশ্চিত আমি।"

হয়তো পত্রিকায় হতে পারে।

"আপনার নাম টা যেন কি বললেন?"

"মিকাইল ব্লমকোভিস্ট। আমি একজন সাংবাদিক, *মিলেনিয়াম* ম্যাগাজিনে কাজ করি আমি।"

বিয়র্ককে দ্বিধাগ্রস্থ মনে হলো। তখুনি মনে পড়লো, ক্যাল ব্লমকোভিস্ট। ওয়েনারস্ট্রম অ্যাফেয়ার। তবে এখনো ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকছে না। "*মিলেনিয়াম?* আমি জানতাম না আপনি মার্কেট রিসার্চ করেন।"

"মাঝে মাঝে। আমি আপনাকে তিনটা ছবি দেখিয়ে জানতে চাইবো আপনার সবচেয়ে ভালো লেগেছে কোনটা।"

তিনটা মেয়ের ছবি টেবিলে রাখলো ব্লমকোভিস্ট। একটা ছবি ইন্টারনেটের একটা পর্নোসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে। বাকি দুটো ধুসর হয়ে যাওয়া পাসপোর্ট ছবি।

বিয়র্ককে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

"আমি এ'ব্যাপারে জানি না।"

"জানেন না? এটা লিদিয়া কোমারোভা, ষোল বছরের মেয়ে, মিনস্ক থেকে এসেছে। তার পরের জন মিয়াং সো চিন, জো জো নামে পরিচিত, থাইল্যান্ড থেকে এসেছে, বয়স একুশ। আর শেষের জন এলেনা বারাসোভা, উনিশ বছর, টালিন থেকে এসেছে। এই তিন জনের কাছ থেকেই আপনি সেক্স কিনেছেন। আর আমার প্রশ্ন হলো কাকে আপনার সবচেয়ে ভালো লেগেছে? ধরে নিন এটা মার্কেট রিসার্চ।"

"সংক্ষেপে বলি, আপনি দাবী করছেন যে আপনি লিসবেথ সালান্ডারকে তিন বছর ধরে চেনেন। কোনো টাকাপয়সা ছাড়াই সে আপনাকে এই বসন্তে তার অ্যাপার্টমেন্টটা দিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। আপনার সাথে যখনই দেখা হয় আপনারা সেক্স করেন, অথচ জানেন না সে কোথায় থাকে, কি ধরনের কাজ করে, অথবা কিভাবে চলে। এটা বিশ্বাস করতে বলেন?"

মিরিয়াম উ তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। "আপনি বিশ্বাস করবেন কি করবেন না কিছু যায় আসে না আমার। আমি অবৈধ কিছু করছি না, আর আমি কিভাবে চলবো, কার সাথে সেক্স করবো না করবো সেটা আপনাদের কিংবা অন্যকারো দেখার বিষয় না।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো বাবলাস্কি। সকালবেলা মিরিয়াম উর আবির্ভাবের সংবাদ শুনে সে স্বস্তি বোধ করেছিলো। অবশেষে একটা কিছু পাওয়া যাবে। কিন্তু মেয়েটার কাছ থেকে যা জানতে পারলো তা শুধু কৌতুহলোদ্দীপক নয়, বেশ অদ্ভুত। সমস্যাটা হচ্ছে তাকে বিশ্বাস করছে সে। কোনো ধরনের বিব্রত না হয়ে স্পষ্ট, বুদ্ধিদীপ্ত জবাব দিচ্ছে সে। সালান্ডারের সাথে তার কবে কোথায় দেখা হয়েছে, তারপর লুন্ডাগাটনে যাওয়ার ব্যাপারটা কিকরে ঘটলো, সবকিছু খুটিনাটি বলছে সে। বাবলাস্কি আর মোদিজির দৃঢ় বিশ্বাস হলো এই কাহিনী অবশ্যই সত্যি।

বিরক্তির সাথে এই স্বাক্ষাৎকারটা শুনছিলো ফাস্ট, জোর করে মুখ বন্ধ রাখলো সে। চাইনিজ মেয়েটার ব্যাপারে বাবলাস্কিকে বেশ নরম মনে হচ্ছে, একটা বেয়াদব কুত্তি, একটা প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য এতো এতো কথা বলছে। প্রশ্নটা হলো ঐ বেশ্যা সালান্ডার কোথায় লুকিয়ে আছে?

কিন্তু উ জানে না সালান্ডার কোথায় আছে। সে জানে না সালান্ডার কি ধরনের কাজ করে। মিল্টন সিকিউরিটির নামও শোনে নি সে। কখনো ড্যাগ সিভেনসন বা মিয়া জোহানসনের নাম শোনে নি, আর তাই এক ফোঁটা তথ্যও দিতে পারে নি সে। সালান্ডার যে গার্জেনশিপের অধীনে আছে তাও জানতো না সে, কিংবা কৈশোরে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিলো, তার সিভিতে সাইকিয়াট্রিক এসেসমেন্ট আছে।

অন্যদিকে এটা স্বীকার করেছে যে সালান্ডার আর সে ক্যাভারনে গিয়ে চুমু

খেয়েছিলো এবং তারপর লুন্ডাগাটানের বাড়িতে আসে এবং পরদিন খুব সকালে আলাদা হয়ে যায়। তার কয়েকদিন পরে মিরিয়াম উ প্যারিসের ট্রেনে চড়ে এবং সুইডিশ পত্রিকার সব শিরোনাম মিস করে। গাড়ির চাবিটা নেয়ার জন্য অল্প সময়ের জন্য আসে সালান্ডার, এরপর ক্যাভারনের ঐ সন্ধ্যার পরে সালান্ডারের সাথে আর দেখা হয় নি তার।

"গাড়ির চাবি?" বাবলাস্কি বললো। "সালান্ডারেরতো কোনো গাড়ি নেই।"

মিরিয়াম উ বললো যে তার একটা বারগান্ডি রংএর হোন্ডা আছে, লুন্ডাগাটানের অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে পার্ক করা। বাবলাস্কি উঠে দাঁড়িয়ে মোদিজির দিকে তাকোলো।

"আপনি কি ইন্টারভিউটা চালিয়ে যাবেন?" বলে সে রুম থেকে বেরিয়ে গেলো।

হোমবার্গকে খুঁজে বের করতে হবে তার, লুন্ডাগাটানে পার্ক করা হোন্ডাটার ফরেন্সিক পরীক্ষা করতে হবে। তার একটু একা থেকে ভাবতে হবে।

ইমিগ্রেশন ডিভিশনের সিকিউরিটি পুলিশের এসিস্ট্যান্ট চিফ গুনার বিয়র্ক এখন সিক লিভে আছে, কিচেনে বসে আছে বিবর্ণ আর ভুতুড়ে চেহারা নিয়ে। ধীরস্থির শান্ত দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগলো ব্লমকোভিস্ট। এখন সে এটা বুঝে গেছে যে খুনের ব্যাপারে বিয়র্কের কিছুই করার নেই। সিভেনসন তার সাথে দেখা করতে পারছিলো না, বিয়র্কের কোনো ধারনাই নেই যে তার নাম ও ছবি ছাপা হতে যাচ্ছে *মিলেনিয়াম* পত্রিকা এবং একটা বইয়ে।

বিয়র্ক একটা মূল্যবান তথ্য দিয়েছে। সে নিল বুরম্যানকে চেনে। পুলিশ স্যুটিং ক্লাবে তাদের দেখা হয়েছিলো, এখানে বিয়র্ক আঠাশ বছর ধরে সক্রিয় সদস্য ছিলো। এক সময় সে বুরম্যানের সাথে এক টেবিলে বসতো। তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু না হলেও একসাথে সময় কাটিয়েছে এবং মাঝে মাঝে ডিনারও করেছে।

না, কয়েকমাসের মধ্যে বুরম্যানকে দেখে নি সে। গত গ্রীষ্মে শেষবার তারা এক সাথে একটা বারে ড্রিংক করে। ঐ সাইকোপ্যাথের হাতে বুরম্যান খুন হয়েছে জেনে সে দুঃখপ্রকাশ করলো–তবে শেষকৃত্যে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই তার।

এই কাকতালীয় ব্যাপারটা ব্লমকোভিস্টকে বিচলিত করলেও সে আস্তে আস্তে প্রশ্ন চালিয়ে যেতে লাগলো। পেশাগত এবং সামাজিকভাবে শত শত মানুষকে চিনতে পারে বুরম্যান। সিভেনসনের ম্যাটেরিয়ালে থাকা কোনো ব্যক্তিকে চেনার ব্যাপারটা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক কিছু না। বইয়ে উল্লেখিত এক সাংবাদিককে ব্লমকোভিস্ট চেনে।

এখন সময় আসল প্রসঙ্গে যাওয়ার। বিয়র্ক সবগুলো ধাপ এর মধ্য দিয়ে গেছে। প্রথমে অস্বীকার করলেও যখন তথ্য উপাত্ত প্রদর্শন করা হলো রেগে গেলো, হুমকী দেখালো, ঘুষ সাধলো, সবশেষে দয়া ভিক্ষা চাইলো। তার সব কিছু উপেক্ষা করে গেলো ব্লমকোভিস্ট।

"এগুলো ছাপা হলে আপনি আমার জীবনটা ধ্বংস করে দেবেন," বললো বিয়র্ক।

"হ্যা।"

"আপনি এটা করবেন।"

"অবশ্যই।"

"কেন? আমাকে একটা সুযোগ দেবেন? আমি সুস্থ নই।"

"মজার ব্যাপার হলো, আপনি মানুষের দয়ামায়ার বিষয়টা আলোচনায় আনছেন।"

"দয়ালু হওয়ার জন্য পয়সা লাগে না।"

"আপনি এটা ঠিকই বলেছেন। আপনার জীবন ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচাতে আমার কাছে করুনা চাইছেন, অথচ তরুনী মেয়েদের জীবন নষ্ঠ করে আপনি নিজে ভোগ করেছেন যেটা অপরাধ হিসেবে গন্য। এই তিনজনেরই প্রমান আছে। তখন আপনার দয়ামায়া কোথায় ছিলো?"

কাগজগুলো তুলে নিয়ে ব্লমকোভিস্ট বৃফকেসে ভরলো।

"আমি নিজে নিজেই যা করার করবো।"

দরজার কাছে গিয়ে সে কুজর্কের দিকে ফিরলো।

"আপনি কি জালা নামে কারো কথা শুনেছেন?" বললো সে।

বিয়র্ক তার দিকে তাকিয়ে রইলো। সে এতোটাই ক্ষেপে আছে যে ব্লমকোভিস্টের কথা ভালোমত খেয়াল করে নি। তারপর তার চোখ দুটো বিস্ফারিত হলো।

জালা!

এটা অসম্ভব!

বুরম্যান!

এটা কি করে সম্ভব হতে পারে?

তার চেহারার পরিবর্তন লক্ষ্য করলো ব্লমকোভিস্ট। ফিরে এসে টেবিলে বসলো।

"আপনি জালা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন কেন?"

বিয়র্কের মাথায় যে একটা ঘূর্ণি বয়ে যাচ্ছে তা টের পেলো ব্লমকোভিস্ট। কিছুক্ষণ পর জানালার পাশ থেকে সিগারেট নিয়ে আগুন জ্বালালো।

"জালা সম্পর্কে যদি কিছু জেনে থাকি...সেটা আপনার কি কাজে লাগবে?"

“এটা নির্ভর করে আপনি কতটকু জানেন তার উপর।”

বিয়র্কের মাথায় অনেক কিছু খেলা করছে।

জালাচেঙ্কো সম্পর্কে এই ব্লমকোভিস্ট কি করে জানতে পারলো?

“বহুদিন ধরে এই নামটা শুনি নি আমি,” অবশেষে বিয়র্ক বললো।

“তার মানে আপনি জানেন সে কে?”

“আমি তা বলি নি। আপনার তাকে কি দরকার?”

“সিভেনসন যাদের উপর তদন্ত করছে এই নামটাও তাতে আছে।”

“আপনার কাছে কতটা মূল্যবান সে?” আবারো বললো সে।

“কিসের মূল্যের কথা বলছেন?”

“আমি যদি আপনাকে জালার কাছে নিয়ে যাই...আপনি কি তালিকা থেকে আমাকে বাদ দেবেন?”

আস্তে বসে পড়লো ব্লমকোভিস্ট। হেডেস্টাডের পর থেকে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো কোনো খবর নিয়ে সে আর দামাদামি করবে না। বিয়র্কের সাথে সে এটা করতেও চাইছে না, তার কথা প্রকাশ করলে যাই ঘটুক না কেন। তবে বুঝতে পারছে বিয়র্কের সাথে কোনো চুক্তি করাটা অনৈতিক হবে, তারপর সে আবারো ভেবে দেখলো। তার মধ্যে কোনো অপরাধবোধ তৈরি হচ্ছে না। বিয়র্ক একজন পুলিশ যে অপরাধ করেছে। সে যদি কোনো সম্ভাব্য খুনি সম্পর্কে জানতে পারে, তবে তার কাজ এটা অনুসন্ধান করে দেখা–তথ্যটা নিজের ভেতরে রেখে দেয়া না। জ্যাকেটের পকেটে হাত দিয়ে ব্লমকোভিস্ট টেপ রেকর্ডারটা চালু করে দিলো, টেবিল থেকে ওঠার সময় ওটা বন্ধ করে দিয়েছিলো সে। বললো, “ঠিক আছে বলুন।”

ফাস্টের উপর বিরক্ত হয়ে আছে মোদিদিজি, তবে সে তার এই মনোভাব প্রকাশ হতে দিলো না। বাবলাস্কি চলে যাওয়ার পরে মিরিয়াম উর ইন্টারভিউটা চালিয়ে যাচ্ছে নিয়ম রক্ষার জন্য।

মোদিদিজিও বিস্মিত হয়েছে। ফাস্টকে, তার পুরুষালি ভাবকে সে কখনোই পছন্দ করতো না, তবে তাকে একজন দক্ষ পুলিশ অফিসার হিসেবে গন্য করতো। আজ তার মধ্যে সেই দক্ষতার লেশমাত্র নেই। এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে ফাস্ট একজন সুন্দরী, বুদ্ধিমতি আর সুবক্তা লেসবিয়ানকে হুমকী মনে করছে। সাথে সাথে এটাও স্পষ্ট যে ফাস্টের এই গাত্রদাহের ব্যাপারে মিরিয়াম উ যথেষ্ট সচেতন আর সেভাবেই মেয়েটা তা নিয়ে খেলছে।

“তাহলে আপনি আমার ড্রয়ারে চাবুকটা পেয়েছেন। তারপর কি কল্পনা করলেন ওটা নিয়ে?”

কৌতূহলী চোখে তাকালো মিরিয়াম উ। ফাস্টকে দেখে মনে হচ্ছে রাগে ফেটে পড়বে এক্ষুণি।

"থামুন, আমার প্রশ্নের জবাব দিন।"

"আপনি প্রশ্ন করেছেন এটা দিয়ে আমি কখনো লিসবেথ সালান্ডারের সাথে সেক্স করেছি কি না। আর আমার জবাবটা হচ্ছে এটা আপনার ব্যাপার না।"

মোদিজি তার হাত তুললো "১১:১২তে মিরিয়াম উর সাথে ইন্টারভিউটা বাঁধাগ্রস্ত হয়েছে একটা ব্রেকের জন্য।"

টেপ রেকর্ডারটা বন্ধ করলো সে।

"আপনি কি এখানে থাকবেন প্লিজ, মিরিয়াম? ফাস্ট, আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই।"

মোদিজির পেছনে হেঁটে যেতে যেতে ফাস্ট যখন মিরিয়ামের দিকে বিশ্রীভাবে তাকালো সে মিষ্টি করে হাসলো। করিডোরে গিয়ে মোদিজি ফাস্টের দিকে ঘুরে তার চোখের দিকে তাকালো, তার নাকটা ফাস্টের নাক ছুঁয়ে গেলো প্রায়।

"বাবলাস্কি আমাকে ইন্টারভিউটা চালিয়ে যেতে দায়িত্ব দিয়েছে। আপনার সাহায্যের কোনো প্রয়োজন নেই।"

"আহা, বাদ দিনতো। ঐ বিশ্রী মাগীটা কেমন সাপের মত ফোঁস ফোঁস করছে।"

"হতে পারে আপনার শব্দচয়নে ফ্রয়েডিয় সিম্বোলিজমের প্রভাব আছে?"

"মানে?"

"বাদ দিন। যান, কার্টকে খুঁজে বের করে তার সাথে খেলুন গিয়ে, কিংবা ক্লাব রুমে গিয়ে পিস্তল প্রাকটিস করুন, অথবা যা খুশি তাই করুন। ইন্টারভিউটা থেকে দূরে থাকুন।"

"আপনি আমার সাথে এরকম করছেন কেন, মোদিজি?"

"কারণ আপনি আমার ইন্টারভিউর বারোটা বাজাচ্ছেন।"

"আপনি কি নিজেকে এতোটাই গরম মনে করেন যে তাকে একাই পেতে চাইছেন?"

নিজেকে কোনোভাবে আটকাতে না পেরে মোদিজি হাতটা তুলে ফাস্টের মুখে চড় মেরে বসলো। সাথে সাথেই তার অনুতাপ হলো, তবে ততক্ষনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। হলের চারদিকে তাকিয়ে দেখলো সে, না কেউ দেখে নি, খোদা রক্ষা করেছেন।

প্রথমে বিস্মিত হয়ে গেলো ফাস্ট। তারপর ধূর্ত হাসি হাসলো, জ্যাকেটের উপর

কাঁধটা ঝাঁকিয়ে হেঁটে চলে গেলো। ক্ষমা চাওয়ার জন্য ডাকবে ভেবেও তা করলো না। পুরো এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে সে শান্ত হলো। তারপর মেশিন থেকে দুই কাপ কফি নিয়ে মিরিয়াম উর কাছে ফিরে এলো।

চুপচাপ বসে তারা কফি খেতে লাগলো। তারপর মোদিদিজি তাকিয়ে বললো,

"দুঃখিত, পুলিশ হেডকোয়ার্টারে সম্ভবত এটাই সবচেয়ে বাজে ইন্টারভিউ হলো।"

"তার সাথে কাজ করাটা মনে হচ্ছে বেশ ঝামেলার। আমি অনুমান করছি সে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আসক্ত, ডিভোর্স হয়ে গেছে এবং কফি ব্রেকের সময় সমকামী কৌতুক করে মজা পায়।"

"সে...একটা পুরাকীর্তি ছাড়া কিছু না, এটাই বলবো আমি।"

"আর আপনি?"

"অন্তত সমকামীতাভীতি নেই আমার।"

"এটা সত্যি ধরে নিলাম আমি।"

"মিরিয়াম, আমি...আমরা সবাই দশ দিন যাবৎ একটানা কাজ করে যাচ্ছি। আমরা ক্লান্ত-শ্রান্ত। এন্সকেডেতে ঘটে যাওয়া একটা ভয়াবহ জোড়া খুন আর একই সময় ওডেনপ্লানে আরেকটা ভয়ঙ্কর খুনের তল খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি আমরা। দুটো ঘটনার সাথেই আপনার বান্ধবী সালান্ডারের যোগসূত্র পাওয়া গেছে। আমাদের কাছে ফরেন্সিক এভিডেন্স আছে। তার ব্যাপারে সারাদেশে সতর্কাবস্থা জারির করা হয়েছে। যেভাবেই হোক আপনাকে ব্যাপারটা বুঝতে হবে, অন্যকারো এমন কি নিজের কোনো ক্ষতি করার আগেই তাকে আমাদের ধরতে হবে।"

"লিসবেথ সালান্ডারকে আমি চিনি। আমার বিশ্বাস হয় না সে কাউকে খুন করতে পারে।"

"আপনি এটা বিশ্বাস করেন না, নাকি বিশ্বাস করতে চান না? মিরিয়াম, কোনো প্রকৃত কারণ ছাড়া আমরা দেশব্যাপী কারো বিরুদ্ধে সতর্কাবস্থা জারি করতে পারি না। তবে আমি আপনাকে এটা বলতে পারি যে আমার বস ক্রিমিনাল ইন্সপেক্টর বাবলাস্কিও মনে করে না সে অপরাধী। আমরা একটা সম্ভাবনার কথা বলছি যে সে হয়তো জড়িত থাকতে পারে, অথবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এই খুনগুলো তাকে করতে হয়েছে। তবে তাকে খুঁজে বের করতে হবে। মিরিয়াম, আপনি বিশ্বাস করেন যে সে নির্দোষ, কিন্তু আপনার ধারণা যদি ভুল হয় তাহলে কি করবেন আপনি। আপনি নিজেই বলেছেন যে তার সম্পর্কে আপনি খুব বেশি কিছু জানেন না।"

"আমি জানি না কোনটা বিশ্বাস করবো।"

"তাই সত্যটা খুঁজে বের করতে আমাদের সাহায্য করুন।"

"কোনো কারনে কি আমায় গ্রেফতার করা হবে?"

"না।"

"আমার যখন খুশি তখন কি আমি এখান থেকে চলে যেতে পারবো?"

"টেকনিক্যালি বললে, হ্যা।"

"আর টেকনিক্যালি না বললে?"

"আমাদের চোখে আপনি অনেক প্রশ্নের উদয় করেছেন।"

মিরিয়াম উ বুঝতে পারলো মোদিজি কি বলতে চায়। "প্রশ্ন করুন। প্রশ্নগুলো যদি আমার ব্যাপারে নাক গলানো হয়, আমি জবাব দেবো না।"

মোদিজি আবার টেপ রেকর্ডার চালু করলো।

়া একটা ঘণ্টা মোদিজির সাথে থাকলো মিরিয়াম উ। ইন্টারভিউর শেষ পর্যায়ে াস্কি রুমে ঢুকলো, কোনো কথা না বলে চুপচাপ বসে শুনতে লাগলো। য়াম উ তার দিকে তাকিয়ে হালাকা মাথা নেড়ে মোদিজির সাথে কথা চালিয়ে া।

অবশেষে বাবলাস্কির দিকে তাকালো মোদিজি, জানতে চাইলো আর কোনো আছে কি না তার। বাবলাস্কি মাথা নাড়লো।

"মিরিয়াম উর সাথে আমার ইন্টারভিউর সমাপ্তি ঘোষণা করছি। এখন দুপুর ৯।" টেপ রেকর্ডারটা বন্ধ করে দিলো সে।

"বুঝতে পারছি ক্রিমিনাল ইন্সপেক্টর ফাস্টের সাথে কোনো সমস্যা হয়েছে," াস্কি বললো।

"সে ঝামেলা করছিলো।," মোদিজি সাদামাটা কণ্ঠে বললো।

"লোকটা আহাম্মক," মিরিয়াম উ বললো।

"ক্রিমিনাল ইন্সপেক্টর ফাস্ট অনেক ভালো ভালো কাজ করলেও কোনো ার ইন্টারভিউ নেয়ার জন্য ভালো নাও হতে পারে।" মিরিয়াম উর চোখের ঃ তাকিয়ে বললো বাবলাস্কি। "তাকে এই কাজটা দেয়া আমার ঠিক হয় নি, করবেন।"

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো মিরিয়াম উ। "ক্ষমা গ্রহণ করা হলো। প্রথমে ও আপনার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলাম না।"

কথাটা আমলে নিলো না বাবলাস্কি।

"আমি কি আপনাকে আরো কিছু প্রশ্ন করতে পারি? টেপ রেকর্ডার অফ ?"

"করুন।"

"লিসবেথ সালান্ডার সম্পর্কে যতই শুনছি, ততোই আমি হতবিহ্বল হয়ে । তাকে যারা চেনে তাদের কাছ থেকে তার যে চিত্র পাওয়া যায় তার সাথে াল ওয়েলফেয়ারের এবং সাইকিয়াট্রিক এজেন্সির তথ্যের বিশাল ভিন্নতা দেখা "

'তো?"

'আমাকে কিছু সোজাসাপ্টা জবাব দিন।"

"ঠিক আছে।"

"সালান্ডারের আঠারো বছর বয়সে সাইকিয়াট্রিক বিশ্লেষনে এই বলে তাকে মূল্যায়ন করা হয়েছে যে সে মানসিকভাবে অসুস্থ।"

"ননসেন্স। আমি যত মানুষকে চিনি তাদের সবার চেয়ে লিসবেথ অনেক বেশি স্মার্ট।"

"সে কখনো স্কুল থেকে গ্রাজুয়েশন নেয় নি, সে লিখতে বা পড়তে পারে এমন কোনো সার্টিফিকেট তার নেই ।"

"আমার চেয়েও অনেক ভালো লিখতে ও পড়তে পারে লিসবেথ। মাঝে মাঝে সে গানিতিক সূত্র নিয়ে সময় পার করে দেয়। খাঁটি বীজগনিত। ঐসব অংকের ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই নেই।"

"গনিত?"

"এটা তার শখের মধ্যে পড়ে।"

"শখ?" একটু পরে জানতে চাইলো বাবলাস্কি।

"সমীকরনের মত কিছু। ঐ প্রতীকগুলো আসলে কি বোঝায় তাও জানি না আমি।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো বাবলাস্কি।

"সোশাল সার্ভিস তাদের রিপোর্টে লিখেছে যে সতেরো বছর বয়সে তাকে টান্টোলুন্ডেন থেকে নিয়ে আসে, তারা বলছে যে সে পতিতা হিসেবে কাজ করতো।"

"লিসবেথ পতিতা? ফালতু কথা। আমি জানি না সে কি ধরনের কাজ করে, তবে আমি একদম অবাক হচ্ছি না যে সে কোনো সিকিউরিটি এজেন্সিতে কাজ করতো।"

"সে কিভাবে চলতো?"

"আমি জানি না।"

"সে কি লেসবিয়ান?"

"না। আমার সাথে লিসবেথের সেক্স হয়েছে, তবে এর মানে এই না সে লেসবিয়ান। আমার মনে হয় না সে জানে সে কোন ধরনের সেক্স করতে চায়, তবে আমার ধারণা সে বাইসেক্সুয়্যাল।"

"আপনারা দু'জন হ্যান্ডকাফ ব্যবহার করেছেন আর ঐসব জিনিস? সালান্ডার কি মর্ষকামী, তাকে আপনি কিভাবে বর্ণনা করবেন?"

"সেক্স টয়গুলো নিয়ে আপনারা ভুল বুঝেছেন। মাঝে মাঝে হ্যান্ডকাফ ব্যবহার করা হয়, তবে এর সাথে মর্ষকামীতা বা সহিংসতার কোনো সম্পর্ক নেই। এটা একটা খেলা।"

"আপনার প্রতি সে কখনো সহিংস আচরণ করেছে কি?"

"না, আমাদের খেলায় আমিই কর্তৃত্ব বজায় রাখতাম।"

মিষ্টি করে হাসলো মিরিয়াম উ।

বিকেল ৩:০০টার মিটিংটা তদন্তকাজে ভিন্নমত নিয়ে শেষ হলো। বাবলাস্কি আপডেট জানালো এবং বললো যে তাদের ক্ষেত্র আরো বাড়ানো দরকার।

"প্রথমদিন থেকেই আমরা আমাদের সব শক্তি প্রয়োগ করছি লিসবেথ সালান্ডারকে ধরার পেছনে। অবশ্যই সে আমাদের সর্বোচ্চ সন্দেহভাজন–এটা একটা প্রমান–কিন্তু তার ব্যাপারে তার পরিচিতজনদের মতামত একটু আলাদা। আরমানস্কি, ব্লমকোভিস্ট এবং মিরিয়াম উ কেউই তাকে সাইকোটিক খুনি ভাবে না একদম। সুতরাং আমরা আমাদের ভাবনাটা আরেকটু অন্যদিকে প্রসারিত করি, বিকল্প কোনো খুনির কথা ভাবতে পারি, সম্ভাবনা আছে সালান্ডারের তাতে জড়িত থাকার অথবা যখন গুলি ছোড়া হয়, শুধুই সেখানে উপস্থিত ছিলো সে।"

বাবলাস্কির মন্তব্য বিতর্ক ছড়ালো, ফাস্ট আর মিল্টন সিকিউরিটির বোমানের কাছ থেকে তার কথার বিরোধিতা এলো, বোমান মনে করিয়ে দিলো যে সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যাটাই প্রায় সময় সবচাইতে ঠিক হয়।

"এটা অবশ্যই হতে পারে, সালান্ডার একা কাজটা করে নি, তবে আমাদের কাছে কোনো ফরেন্সিক প্রমান নেই যে সেখানে অন্য কেউ ছিলো।"

"আমরা পুলিশের ভেতর সবসময় ব্লমকোভিস্টের কথা অনুসরণ করছি," রুক্ষ কণ্ঠে বললো ফাস্ট।

আলোচনায় শুধু মোদিজির সমর্থন পেলো বাবলাস্কি। অ্যান্ডারসন এবং হোমবার্গ কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকলো। পুরো আলোচনায় মিল্টনের হেডস্ট্রম একটা কম্পিউটার মাউসের মতোই নিরব থাকলো। শেষে প্রোসিকিউটর একস্ট্রম হাত তুললো।

"বাবলাস্কি– আমি যতোটা বুঝতে পেরেছি, আপনি সালান্ডারকে এই তদন্ত থেকে বাদ দিতে চাইছেন না।"

"না, অবশ্যই না। তার আঙ্গুলের ছাপ পেয়েছি আমরা। তবে আমাদের কাছে কোনো মোটিভ নেই, একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে চিন্তা-ভাবনা শুরু করতে চাই আমি। আরো কোনো ব্যক্তি কি জড়িত আছে? এটা কি সেক্স ট্রেড নিয়ে সিভেনসনের লেখা বইয়ের সাথে সম্পর্কিত? ব্লমকোভিস্ট ঠিকই বলেছে, বইয়ে উল্লেখিত অনেকেরই এই খুনের পেছনে মোটিভ থাকতে পারে।"

"আপনি কিভাবে এগুতে চান?" একস্ট্রম জিজ্ঞেস করলো।

"আমি চাই বিকল্প খুনিদের খুঁজে বের করতে দু'জন কাজ করবে। সোনিয়া আর নিকলাস একসাথে কাজ করতে পারে।"

"আমি?" অবাক হয়ে বললো হেডস্ট্রম।

বাবলাস্কি তাকে পছন্দ করার কারণ সে হচ্ছে এখানে সবচেয়ে কনিষ্ঠ ব্যক্তি

এবং সেই একমাত্র ভিন্নভাবে চিন্তা করতে পারবে।

"আপনি মোদিজির সাথে কাজ করবেন। আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি তা নিয়ে কাজ শুরু করুন এবং যা যা মিস করে গেছি সেগুলো খুঁজে দেখুন। ফাস্ট, আপনি, অ্যান্ডারসন আর বোমানকে সাথে নিয়ে সালান্ডারকে খুঁজে বের করবেন। এটা আমাদের এক নম্বর প্রায়োরিটি।"

"আমি কি করবো?" হোমবার্গ বললো।

"অ্যাডভোকেট বুরম্যান এর ব্যাপারটা ফোকাস করুন। তার অ্যাপার্টমেন্টটা নতুন করে পরীক্ষা করে দেখেন আমরা কিছু মিস করলাম কি না। আর কোনো প্রশ্ন?"

কারো কোনো প্রশ্ন নেই দেখে বললো সে,

"আচ্ছা, মিরিয়াম উকে পাওয়া গেছে এটা আমরা গোপন রাখছি। তার হয়তো আরো কিছু বলার আছে, আমি চাই না তার উপর মিডিয়া হুমড়ি খেয়ে পড়ুক।"

একস্ট্রম এতে সম্মতি জানিয়ে সবাইকে বাবলান্স্কির পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে বললো।

"ঠিক, আপনি তো গোয়েন্দা, আমাকে বলুন কিভাবে শুরু করবো আমরা।" মোদিজির দিকে তাকিয়ে হেডস্ট্রম বললো।

কনফারেন্স রুমের বাইরে করিডোরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে তারা।

"আমার মনে হয় মিকাইল ব্লমকোভিস্টের সাথে আমাদের আবার কথা বলা দরকার," বললো মোদিজি। "তবে তার আগে একটা-দু'টো বিষয়ে আমার বাবলান্স্কির সাথে কথা বলতে হবে। আগামীকাল এবং রবিবার আমার ছুটি। তার মানে সোমবারের আগে আমরা শুরু করতে পারছি না। এই ছুটির মধ্যে কেস ম্যাটেরিয়ালগুলো দেখবো আমি।"

তারা পরস্পর বিদায় জানালো। বাবলান্স্কির অফিসে গেলো মোদিজি, একস্ট্রম তখন চলে যাচ্ছিলো।

"একটু সময় হবে?"

"বসুন।"

"ফাস্টের উপর আমি এতোটাই রেগে গিয়েছিলাম যে আমার মেজাজ ঠিক রাখতে পারি নি।"

"সে বলেছে আপনি সত্যি সত্যি তাকে মেরেছেন।"

"আমাকে সে বলেছিলো যে আমি উঁকে নিয়ে একা থাকতে চাচ্ছি কারণ আমি মেয়েটার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেছি।"

"এটাতো যৌন হয়রানির পর্যায়ে পড়ে। আপনি কি কোনো অভিযোগ দায়ের করতে চান?"

"আমি তাকে চড় মেরেছি। এটাই যথেষ্ট।"

"আপনাকে চূড়ান্তভাবে উত্তেজিত করা হয়েছে।"

"হ্যা, তাই।

"শক্তিশালী নারীদের ব্যাপারে ফাস্টের সমস্য আছে।"

"এটা লক্ষ্য করেছি আমি।"

"আপনি বেশ শক্তিশালী নারী এবং একজন ভালো পুলিশ।"

"ধন্যবাদ।"

"তবে আপনি কোনো স্টাফকে না মারলে আমি খুশি হবো।"

"আর এমন হবে না। আজ *মিলেনিয়াম*-এ সিভেনসনের ডেস্কটা দেখার সুযোগ পর্যন্ত পাই নি আমি।"

"বাড়ি যান এবং ছুটিটা স্বস্তির সাথে কাটিয়ে আসুন। সোমবার থেকে আমরা নতুনভাবে সব শুরু করবো।"

সেন্ট্রাল স্টেশনে একটু থেমে জর্জ ক্যাফেতে কফি খেলো হেডস্ট্রম। তার হতাশ লাগছে। সারাটা সপ্তাহ সে অপেক্ষায় কাটিয়েছে সালান্ডারের ধরা পড়ার আশায়। সে যদি গ্রেফতার এড়িয়েও যায়, ভাগ্যে থাকলে কোনো নীতিবান পুলিশ তাকে গুলি করতে পারে।

আর এটা বেশ চমৎকার ফ্যান্টাসী।

তবে সালান্ডার এখনো মুক্ত। শুধু তাই না, বাবলাস্কি এমন ধারণা ছড়িয়ে দিচ্ছে যে সে হয়তোবা খুনের সাথে জড়িত নয়। কোনো ইতিবাচক অগ্রগতি হয় নি।

বোমানের অধীনে কাজ করাটা খুবই বাজে ছিলো–মিল্টনে সবচেয়ে বিরক্তিকর আর সবচেয়ে কম ভাববাদী মানুষ সে–তবে এখন সে ইন্সপেক্টর মোদিজির অধীনে, আর সালান্ডারের ব্যাপারে সে সবচেয়ে বেশি সন্দেহগ্রস্ত। এই মহিলাই বাবলাস্কির মাথায় সন্দেহ ঢুকিয়েছে। সে ভাবছে এই কুত্তিটার সাথে বিখ্যাত পুলিশ অফিসার বাবলের কেনো কিছু আছে কিনা কে জানে। এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। তাকে দেখে মনে হয় মহিলার পোষ্য-তাকে চাবকে বেড়ায় সে। সব অফিসারদের মধ্যে শুধু ফাস্টেরই যেটা ভাবে সেটা বলার মত বিচি আছে।

গভীরভাবে ভাবছিলো হেডস্ট্রম। আজ সকালে সে আর বোমান মিল্টনে আরমানস্কি আর ফ্রাকল্যান্ডের সাথে সংক্ষিপ্ত মিটিংএ বসেছিলো। এক সপ্তাহ হয়ে গেছে তদন্তের কিছুই এগোয় নি। কেউ খুনের কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারছে না বলে আরমানস্কি হতাশা ব্যক্ত করেছে। ফ্রাকল্যান্ড পরামর্শ দিয়েছে মিল্টন সিকিউরিটি এতে যুক্ত থাকবে কি না তা ভেবে দেখা দরকার–বোমান আর হেডস্ট্রমের জন্য আরো অনেক কাজ রয়েছে–পুলিশের এই মাগনা কাজের চাইতে।

আরমানস্কি সিদ্ধান্ত দিলো যে বোমান আর হেডস্ট্রম আরো এক সপ্তাহ থাকবে, যদি এর মধ্যে কোনো ফলাফল না আসে এই এসাইনমেন্ট বাতিল করা হবে।

বলতে গেলে হেডস্ট্রমের হাতে তদন্তে যুক্ত থাকার জন্য আর মাত্র এক সপ্তাহ আছে, সে নিশ্চিত না কি করতে যাচ্ছে সে।

একটু পর সে তার মোবাইল নিয়ে টনি স্কালা নামে একজন ফ্রিল্যান্স সাংবাদিককে ফোন করলো, পুরুষদের ম্যাগাজিনে আজেবাজে লেখা লিখে সে জীবিকানির্বাহ করে। তার সাথে কয়েকবার দেখা করেছে হেডস্ট্রম। সে স্কালাকে জানালো যে এন্সকেডের খুনের তদন্তের ব্যাপারে তার কাছে কিছু তথ্য আছে। সে কিভাবে এই সাংঘাতিক তদন্তের সাথে জড়িয়েছে তাও বললো তাকে। স্কালা সাথে সাথে এই প্রস্তাব লুফে নিলো : বড় কোনো ম্যাগাজিনের জন্য এটা একটা স্কুপ খবর হতে পারে। কান্সগাটানের এভেনিতে এক ঘণ্টা পরে কফি খাওয়ার জন্য দেখা করবে তারা।

স্কালা বেশ মোটাসোটা।

"আপনি যদি আমার কাছ থেকে তথ্য চান, তাহলে দুটো পূর্বশর্ত আছে," হেডস্ট্রম বললো।

"বলুন।"

"প্রথমত, আর্টিকেলে মিল্টন সিকিউরিটির নাম উল্লেখ করবেন না। আমাদের ভূমিকা শুধুই কনসালটেন্ট হিসেবে।"

"যদিও সালান্ডার ওখানে কাজ করতো এটা বেশ দামি খবর হবে।"

"পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মত কাজ আর কি," হেডস্ট্রম বললো। "এটা কোনো খবর না।"

"আপনি যদি বলেন তো তাই।"

"দ্বিতীয়ত, আপনি এমনভাবে তথ্যটা দেবেন যেন মনে হয় কোনো মহিলা এটা ফাঁস করেছে।"

"কিভাবে?"

"আমার উপর থেকে সন্দেহটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য।"

"ঠিক আছে, তো কি তথ্য আছে আপনার কাছে?"

"সালান্ডারের লেসবিয়ান বান্ধবীর দেখা মিলেছে।"

"আচ্ছা, চমৎকার! লুন্ডাগাটানের অ্যাপার্টমেন্টটা যাকে দেয়া হযেছে? যে কি না উধাও হয়ে গিয়েছিলো?"

"মিরিয়াম উ। আপনার কাছে এটার মূল্য আছে?"

"তুমি এটা বিশ্বাস করতে পার। সে কোথায় ছিলো?"

"দেশের বাইরে। সে দাবী করছে খুনের ব্যাপারে সে নাকি কিছুই শোনে নি।"

"সে কি সন্দেহভাজন কেউ?"

"না। কোনোভাবেই না। আজ তার ইন্টারভিউ নিয়ে তাকে ছেড়েও দেয়া হয়েছে তিন ঘণ্টা আগে।"

"আচ্ছা। তার কথা কি আপনি বিশ্বাস করেছেন?"

"আমার মনে হয়েছে সে মিথ্যে বলেছে। কিছু একটা জানে সে।"

"চমৎকার জিনিস, নিকলাস।"

"তবে তার ব্যাপারটা খতিয়ে দেখুন। এমন একটা মেয়ে সম্পর্কে কথা বলছি আমরা যে সালান্ডারের সাথে এসএন্ডএমে গেছে।"

"আপনি কি ঠিক জানেন?"

"ইন্টারভিউয়ের সময় সে এটা স্বীকার করেছে। আমরা তার ওখানে সার্চ করার সময় হ্যান্ডকাফ, লেদারের পোশাক-আশাক, চাবুক এবং আরো অনেক কিছু পেয়েছি।"

চাবুকের ব্যাপারটা একটু বাড়িয়ে বলা হয়েছে। ঠিক আছে, এটা একেবারেই মিথ্যে, তবে ঐ চাইনিজ মেয়েটা নিশ্চিত চাবুক দিয়ে খেলে।

"আপনি কি মশকরা করছেন?" স্কালা বললো।

পাওলো রবার্তো সবার শেষে লাইব্রেরি ত্যাগ করলো। সালান্ডারকে ধরার ব্যাপারে যে লেখাগুলো পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তার প্রতিটি লাইন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে সারাটা বিকেল কাটিয়েছে সে।

সভিয়াভাগেন থেকে সে হতাশ, দ্বিধাগ্রস্ত আর ক্ষুধার্ত অবস্থায় বেরিয়ে এসেছে। ম্যাকডোণাল্ডসে গিয়ে কর্নারের একটা টেবিলে বসলো। লিসবেথ সালান্ডার তিনটা খুন করেছে। তার এটা বিশ্বাস হচ্ছে না। ঐ কঙ্কালসার পুঁচকে মেয়েটা। কিন্তু এ'ব্যাপারে তার কি করার আছে? আর যদি হয়েই থাকে, তো?

লুন্ডাগাটানে ফেরার সময় ক্যাব নিলো মিরিয়াম উ। তার নতুন সজ্জিত অ্যাপার্টমেন্টে আস্তে আস্তে ঢুকলো। কাপবোর্ড, ওয়ার্ডরোব, স্টোরেজ বক্স, ডেস্ক ড্রয়ার সব খালি করে ফেলেছে। সবকিছুর উপরে ফিঙ্গারপৃন্ট পাউডার। তার গোপন থেকে গোপনতর সেক্স টয়গুলো বিছানার উপর ছড়ানো ছিটানো। তবে যতদূর মনে হচ্ছে তার, কোনো কিছু নেয়া হয় নি।

কফিমেকারটা চালু করে ভাবছে সে, লিসবেথ, তুমি কাদের পাল্লায় পড়েছ?

মোবাইলটা নিয়ে সে সালান্ডারকে ফোন করলো, কিন্তু মেসেজ আসছে গ্রাহককে এখন পাওয়া যাচ্ছে না। কিচেন টেবিলে অনেকক্ষণ বসে বসে ভাবতে লাগলো কোনটা ঠিক আর কোনটা ঠিক না। সে যেই সালন্ডারকে চেনে সে কোনো সাইকোটিক খুনি নয়, আবার অন্যদিকে তাকেতো সে ভালোমত চেনেও না। বিছানায় সালান্ডার বেশ গরম, এটা ঠিক, তবে তার মেজাজমর্জি পাল্টে গেলো সে

খুব ঠাণ্ডা মাথার মানুষ হতে পরে।

নিজে নিজে প্রতিজ্ঞা করলো সালান্ডারের সাথে দেখা না হওয়া পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তে আসবে না সে। তার কান্না পেলো, দুই ঘণ্টা ধরে সব সাফ করলো।

সন্ধ্যা ৭:০০টার মধ্যে অ্যাপার্টমেন্টটা আবার বসবাসযোগ্য হয়ে উঠলো। গোসল সেরে কালোর মধ্যে সোনালী সিল্কের একটা কিচেন পোশাক পরে নিলো, তখনি ডোরবেল বাজলো। দরজায় শেভবিহীন একটা মোটাসোটা লোক দাঁড়িয়ে।

"হাই, মিরিয়াম উ। আমার নাম টনি স্কালা, একজন সাংবাদিক। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?"

তার পাশে দাঁড়ানো একজন ফটোগ্রাফার তার ছবি তুলতে লাগলো।

মিরিয়াম উ তাকে একটা লাথি মেরে কনুই দিয়ে নাকটা ফাটিয়ে দিতে চাইলো কিন্তু পরমুহূর্তেই ভাবলো এতে করে তাদের হাতে ছবি তোলার জন্য বিষয় তুলে দেয়া হবে।

"আপনি কি লিসবেথ সালান্ডারের সাথে দেশের বাইরে ছিলেন? আপনি জানেন সে কোথায় আছে?"

তাদের মুখের উপর মিরিয়াম উ দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে নতুন লাগানো ডেড বোল্ট দিয়ে লক করে দিলো। স্কালা সজোরে মেইলের বাক্সটা খুললো।

"আপনাকে প্রেসের সাথে যখনই হোক কথা বলতেই হবে। আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।" মুঠো শক্ত করে সে স্কালার আঙুলগুলো মচকে দিলো। ব্যাথায় লোকটা কঁকিয়ে উঠার শব্দ শুনলো সে। তারপর ভেতরের দরজাটা লাগিয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়লো বিছানায়। লিসবেথ, তোমাকে পেলে তোমার ঘাড়টা আমি মটকে দেবো।

সামাদালারোর পরে ব্লমকোভিস্ট সেইদিন বিকেলে আরো একজনের কাছে গেলো যার নাম প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলো সিভেনসন। সাইত্রিশজনের মধ্যে ঐ সপ্তাহে সে মোট ছয় জনের সাথে যোগাযোগ করে। সব শেষজন এক অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, টুম্বাতে থাকে। পতিতা সংক্রান্ত বেশ কিছু কেসে সে নেতৃত্ব দিয়েছে।

স্বস্তির বিষয় যে নিরীহ লোকটা কোনো কিছু অস্বীকার, ভয়ভীতি প্রদর্শন বা কোনো রকম করুনা ভিক্ষা করে নি। বরং, আনন্দের সাথে জানায় যে সে পূর্ব থেকে আসা পতিতাদের ভোগ করে, এতে তার কোনোরকম অনুশোচনা নেই। পতিতাবৃত্তি একটা সম্মানজনক পেশা আর তাদের গ্রাহক হয়ে সে বরং মেয়েগুলোর উপকারই করেছে।

রাত ১০:০০টায় লিলিয়েহোমেন থেকে আসার সময় তাকে ফোন করলো এরিকসন।

"হাই, আপনি কি মর্গন-পোস্টেন এর অনলাইন এডিশনটা পড়েছেন?" বললো সে।

"না, কি লিখেছে তারা?"

"সালান্ডারের বান্ধবী আজ ফিরেছে।"

"কি? কে ফিরেছে?"

"ঐ সমকামী মিরিয়াম উ, লুন্ডাগাটানের অ্যাপার্টমেন্টে থাকে যে মেয়েটা।" উ, ভাবলো ব্লমকোভিস্ট। নেমপ্লেটে লেখা : সালান্ডার-উ।

"ধন্যবাদ। আমি বড়ি ফিরছি।"

অ্যাপার্টমেন্টের ফোনের লাইনটা খুলে ফেলে মোবাইলটা বন্ধ করে দিলো উ। ৭:৩০টার মধ্যে একটা প্রভাত পত্রিকার ওয়েবসাইটে তার বাড়ি ফেরার খবর চাউর হয়ে গেছে। শিঘ্রই আফতোনব্লাদে থেকে ফোন এলো, তার তিন মিনিট পরে এক্সপ্রেশন থেকে। আকটুয়েল্টে তার নাম উল্লেখ না করে খবর ছাপা হলো। রাত ৯:০০টার মধ্যে ষোলটা বিভিন্ন গনমাধ্যমের রিপোর্টার তার মন্তব্য জানার জন্য চেষ্টা করলো।

দুইবার ডোরবেল বাজলো। সে দরজা খুললো না, অ্যাপার্টমেন্টের সব বাতি নিভিয়ে দিলো। মনে হচ্ছিলো এরপর আর কোনো রিপোর্টার তাকে বিরক্ত করলে তার নাকটাই ভেঙ্গে দেবে সে।

অবশেষে মোবাইলটা চালু করে তার এক বান্ধবীকে ফোন করলো, মেয়েটা কাছেই হাঁটা দূরত্বে থাকে, তাকে জিজ্ঞেস করলো আজ রাতটা সে তার এখানে কাটাতে পারবে কি না। পাঁচ মিনিটের কম সময়ের জন্য সে প্রবশদ্বার খুলেছে, তখনই ব্লমকোভিস্ট বেল বাজালো।

• • •

শনিবার সকাল ১০:০০টার পরপর মোদিজিকে ফোন করে বাবলাস্কি। ৯:০০টা পর্যন্ত ঘুমিয়েছে মোদিজি, তারপর যতক্ষণ না তার স্বামী বাচ্চাদের বাইরে নিয়ে গেছে ততক্ষণ ওদের সাথে খেলেছে।

"আজ পত্রিকা পড়েছেন আপনি?"

"না, এখনো পড়ি নি। মাত্র একঘণ্টা আগে উঠেছি আমি, বাচ্চাদের সাথে ব্যস্ত ছিলাম এতোক্ষণ। কিছু হয়েছে কি?"

"আমাদের টিমের কেউ প্রেসের কাছে খবর পাচার করছে।"

"আমরাতো তা জানি। কিছুদিন আগে সালান্ডারের সাইকিয়াট্রিক রিপোর্ট ফাঁস করেছে কেউ।"

"সেটা একস্ট্রম করেছে।"

“তাই নাকি?” মোদিজি বললো।

“অবশ্যই, যদিও এটা সে স্বীকার করবে না। সে আগ্রহ বাড়াতে চেষ্টা করছে কারণ এটা তার জন্য সুবিধা বয়ে আনবে। টনি স্কালা নামক একজন ফ্রিল্যান্সারের কাছে মিরিয়াম উ সম্পর্কে সবকিছু বলেছে কেউ। অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি সে গতকাল ইন্টারভিউতে যা যা বলেছে তার সব বিবরন তাকে বলেছে। আমরা এটা গোপন রাখতে চেয়েছিলাম, অথচ একস্ট্রম সবকিছু বলে দিচ্ছে।”

“বাদ দিন।”

“রিপোর্টার কারো নাম বলে নি। সোর্স সম্পর্কে বলা হয়েছে ‘তদন্তকাজে কেন্দ্রিয় অবস্থানে থাকা একজন’।

“ধ্যাৎ,” বললো মোদিজি।

“আর্টিকেলে তাকে মহিলা হিসেবে বর্ননা করা হয়েছে।”

বেশ কিছুক্ষণ কোন কথা বললো না মোদিজি। তদন্ত টিমে সেই হচ্ছে একমাত্র মহিলা।

“বাবলাস্কি...কোনো সাংবাদিকের কাছে আমি একটি কথাও বলি নি। আমাদের করিডোরের বাইরে কারো সাথে আমি আমাদের তদন্তের ব্যাপারে বলি নি। এমন কি আমার স্বামীকেও না।”

“আমি ঘুণাক্ষরেও বিশ্বাস করি না আপনি তথ্য ফাঁস করবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবসত একস্ট্রম বিশ্বাস করেছে। আর ফাস্ট, সে ছুটির দিনে দায়িত্বে আছে, সেও পরোক্ষভাবে ইন্ধন জোগাচ্ছে।”

মোদিজির কেমন অসাড় লাগছে সবকিছু। “এখন তাহলে কি হবে?”

“একস্ট্রম চাইছে আপনি তদন্ত থেকে সরে দাঁড়ান যেহেতু একটা অভিযোগ উঠেছে।”

“কি অভিযোগ? অসম্ভব। আমি কিভাবে প্রমান করবো–”

“আপনাকে কিছু প্রমান করতে হবে না। যে ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলবে, তাকেই প্রমান নিয়ে আসতে হবে।”

“জানি, কিন্তু...যত্ত সব। কতদিন লাগবে এতে?’

“এটা এরইমধ্যে শেষ হয়ে গেছে।”

“মানে?”

“আমি শুধু জানতে চাইছিলাম আপনার কাছে, আর আপনি বলেছেন আপনি কোনো তথ্য ফাঁস করেন নি। কাজেই তদন্ত শেষ, আমি একটা রিপোর্ট লিখবো। সোমবার সকাল ৯:০০টায় একস্ট্রমের অফিসে আপনার সাথে দেখা হবে, আমি সব প্রশ্ন মোকাবেলা করবো।”

“ধন্যবাদ, বাবলাস্কি।”

“মাই প্লেজার।”

"একটা সমস্যা আছে।"

"জানি।"

"যেহেতু আমি কিছু ফাঁস করি নি, তাহলে টিমের অন্য কেউ এটা করেছে অবশ্যই।"

"কাউকে সন্দেহ করেন?"

"আমার প্রথম সন্দেহ ফাস্টকে। তবে আমার আসলে মনে হয় না সেই একমাত্র একাজ করতে পারে।"

"আমিও আপনার সাথে একমত। সে একটা আস্ত ফুটো, তবে খবরটা ফাঁস হয়েছে শুনে সে সত্যি সত্যি বেশ রেগে গিয়েছিলো।"

হাঁটতে পছন্দ করে বাবলাস্কি, তবে এটা নির্ভর করে আবহাওয়া আর তার হাতে কতক্ষণ সময় আছে। ব্যায়ামটা সে উপভোগ করে। সোদারমামের ক্যাটারিনা বাংগাটায় থাকে সে, *মিলেনিয়াম*-এর অফিস থেকে খুব একটা দূরে না, মিল্টন সিকিউরিটিও কাছেই, সালান্ডার যেখানে থাকতো সেই লুন্ডাগাটানও। সেন্ট পল্‌সগাটানের সিনাগগও হাটা দূরত্বে অবস্থিত। শনিবার বিকেলে এই জায়গাগুলোয় হেটে ঘুরে এলো সে।

প্রথমদিকে তার স্ত্রী এগনেস তাকে সঙ্গ দিলো। তেইশ বছর ধরে তারা বিবাহিত, এই সময়ের মধ্যে একবারের জন্যও সে এই সম্পর্ক থেকে বিচ্যুত হয় নি।

সিনাগগে এসে তারা একটু থেমে সেখানকার রাব্বির সাথে কথা বললো। বাবলাস্কি পোলিশ ইহুদি হলেও তার স্ত্রী এগনেসদের পরিবার বেঁচে যাওয়া অশুইৎজ–আসলে তারা হাঙ্গেরীয়। সিনাগগ থেকে দু'জন আলাদা পথ ধরলো, এগনেস গেলো কেনাকাটা করতে, বাবলাস্কি হাঁটা অব্যাহত রাখলো। তদন্তের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করার জন্য তার একটু একা থাকা দরকার। এই কাজটা যেদিন তার উপর ন্যাস্ত হলো সেদিনে ফিরে গিয়ে ভাবতে লাগলো, মাত্র দুটো ভুল সে চিহ্নিত করতে পারলো।

একটা হচ্ছে সে তৎক্ষণাৎ কাউকে *মিলেনিয়াম*-এ গিয়ে সিভেনসনের ডেস্ক তল্লাশি করতে পাঠায় নি। যখন সে এটা মনে করেছে এবং নিজেই দৌড়ে গেছে–ব্লমকোভিস্ট ততক্ষনে সেটা পরিস্কার করে ফেলেছে, আল্লাই জানে কি পরিস্কার করেছে।

আরেকটা ভুল হচ্ছে সালান্ডার যে একটা গাড়ি কিনেছে তা সে মিস করে গেছে। তবে হোমবার্গ রিপোর্ট করেছে যে গাড়িটাতে তেমন কিছু পাওয়া যায় নি। এই দুটো ভুল ছাড়া তদন্তকাজ তার প্রত্যাশা অনুযায়ী চলছে।

জিঙ্কেসড্যামে একটা দোকানে থামলো সে, একটা পত্রিকার শিরোনাম দেখলো। সালান্ডারের পাসপোর্ট সাইজ ছবিটা একটু ছোট করে দেয়া, তবে

সহজেই সেটা চেনা যাচ্ছে, আর ফোকাসটা করা হয়েছে আরো স্পর্শকাতর একটা খবরে লেসবিয়ান স্যাটানিক গোষ্ঠীকে পুলিশ খুঁজছে। একটা কপি কিনে সে দেখলো খবরটার প্রধান আকর্ষণ পাঁচটা কৈশোর পেরোনো মেয়ের ছবি, পরনে কালো লেদার জ্যাকেট, ছেঁড়া কালো জিন্স আর টাইট টি-শার্ট। একটা মেয়ে পেন্টাগ্রাম আঁকা একটা পতাকা ধরে আছে, আরেকজন তর্জনি আর কনিষ্ঠ আঙুল দিয়ে একটা সাইন দেখাচ্ছে। ক্যাপশনে লেখা একটা ডেথ মেটাল ব্যান্ড যারা ছোট ছোট ক্লাবে গান করে, তাদের সাথে লিসবেথ সালান্ডার আনন্দ-ফুর্তিতে মেতেছে। এই ব্যান্ডটি ১৯৯৬ সালে স্যাটানদের চার্চে দীক্ষা নেয়, তাদের একটি হিট গান *অ্যাটিকুয়েট অব এভিল*।

এভিল ফিঙ্গার্স নামটা উল্লেখ করে নি, মেয়েগুলোর চোখ বাদ দিয়ে দিয়েছে পত্রিকাটি, তবে রক গ্রুপের বন্ধুরা ঠিকই তাদের চিনতে পারবে।

খবরটা মূলত মিরিয়াম উর উপর, বার্নসের একটা শো থেকে তার ছবিটা নেয়া হয়েছে যেখানে মেয়েটা পারফর্ম করেছিলো। একটা রাশিয়ান ক্যাপ মাথায় টপলেস মিরিয়াম উর চোখটাও বাদ দেয়া হয়েছে। শিরোনাম সালান্ডারের বান্ধবী তাদের এসএন্ডএম সেক্স সম্পর্কে লিখেছে। একত্রিশ বছর বয়সী এই মহিলা স্টকহোমের চলতি নাইটস্পটগুলোতে বেশ পরিচিত। এটা সে লুকায় নি যে সে মহিলাদের তুলে নিয়ে যায় এবং তাদের ডমিনেট করতে পছন্দ করে।

সারা নামের একটা মেয়েকে রিপোর্টার পেয়েছে যার ভাষ্যমতে সে ঐ মহিলার দ্বারা এরকম পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলো। এতে তার বয়ফ্রেন্ড খুব বিরক্ত হয়েছে। আর্টিকেলের মূল প্রতিপাদ্য হলো এই ব্যান্ডটা গোপন আর অভিজাত নারীবাদি একটা দল যারা সমকামী আন্দোলনের সাথে জড়িত। গে প্রাইড ফেস্টিভ্যালে তারা 'বন্ডেজ ওয়ার্কশপ' করে বিশেষ খ্যাত অর্জন করেছে। আর্টিকেলের বাকি অংশে ছয় বছর আগে নারীবাদি আন্দোলনের উপর মিরিয়াম উর লেখা উস্কানিমূলক অংশ ছাপা হয়েছে। লেখাটা স্ক্যান করে পত্রিকাটা ময়লার ক্যানে ফেলে দিলো বাবলাস্কি।

ফাস্ট আর মোদিজিকে নিয়ে সে গভীরভাবে চিন্তা করলো, দুজনই দক্ষ গোয়েন্দা। কিন্তু ফাস্টের সমস্যা আছে; সে মানুষের স্নায়ুকে উত্তেজিত করে তুলে। লোকটার সাথে কথা বলা দরকার, তবে তার মনে হয় না সে সোর্স ফাঁস করেছে।

যখন সম্বিত ফিরে পেলো, বাবলাস্কি দেখলো সে লুন্ডাগাটানের অ্যাপার্টমেন্টের গেটের দিকে তাকিয়ে আছে। সচেতনভাবে সেখানে যায় নি সে।

সিঁড়ি বেয়ে লুন্ডাগাটানের উপরের দিকে উঠলো, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো সালান্ডারের উপর আক্রমনসংক্রান্ত ব্লমকোভিস্টের গল্পটা। এটার সাথে কোনোকিছুর সম্পর্ক নেই। কোনো পুলিশ রিপোর্ট নেই, জড়িত ব্যক্তিদের ব্যাপারে কোনো তথ্য নেই, এমনকি আক্রমনকারির কোনো বর্ণনাও দিতে পারে নি। সেখান

থেকে যে ভ্যানটা চলে যেতে দেখেছে, তার লাইসেন্স প্লেটটাও পড়তে পারে নি ব্লমকোভিস্ট।

আদৌ কিছু ঘটেছে কি না ভাবতে হবে।

আরেকটা কানাগলি।

রাস্তার উপর তখনো পার্ক করে রাখা বার্গান্ডি হোন্ডাটা দেখলো বাবলাস্কি. সেই সময় ব্লমকোভিস্ট ফ্রন্টডোরের দিকে হেটে গেলো।

মিরিয়াম উ অনেক দেরি করে ঘুম থেকে উঠেছে, মাথাটা জ্যাম হয়ে আছে। বসে বসে অপরিচিত ঘরটা দেখতে লাগলো। বান্ধবীকে ডাকার কারণ হিসেবে সে মিডিয়ার বাড়াবাড়ি রকমের মনোযোগকে উল্লেখ করেছে। তবে সে অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে চলে গেছে, কারণ সে ভয় পাচ্ছিলো সালান্ডার হয়েতো দরজায় কড়া নাড়তে পারে। পুলিশের কাছে তার ইন্টারভিউ আর পত্রিকায় কভারেজ তাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে, আর যেহেতু সে তখনো সালান্ডারের অপরাধের ব্যাপারে মনস্থির করতে পারে নি, কিংবা সালান্ডার এখন পর্যন্ত কোনো ব্যাখ্যা করার সুযোগ পায় নি, তাই তার সন্দেহ হলো হয়তো তার বন্ধু অপরাধী হলেও হতে পারে।

ভিক্টোরিয়ার দিকে তাকালো সে, সত্যিই একটা ডাইনি মেয়েটা, তাকে সবাই ডাবল ভি ডাকে–তার পেটের কাছে শুয়ে ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করছে মেয়েটা। বিছানা থেকে উঠে মিরিয়াম উ গোসল সেরে নিলো। তারপর ব্রেকফাস্টের জন্য রোল কিনতে বের হলো। ক্যাফে সিনামনের পাশের দোকানের ক্যাশ রেজিস্টারে দাঁড়িয়ে সে শিরোনাম দেখলো। ডাবল ভির অ্যাপার্টমেন্টে পালিয়ে এলো সে।

এন্ট্রিকোড পাঞ্চ করে ভেতরে দাঁড়িয়ে রইলো ব্লমকোভিস্ট। দুই মিনিট পরেই আবার তাকে ফিরে আসতে দেখা গেলো। বাড়িতে কেউ নেই। সিদ্ধান্তহীনভাবে সে রাস্তার এপাশ-ওপাশ দেখছে। তাকে গভীরভাবে লক্ষ্য করছে বাবলাস্কি।

যে বিষয়টা বাবলাস্কিকে পীড়া দিচ্ছে তা হলো ব্লমকোভিস্ট যদি লুন্ডাগাটানের ঘটনাটা নিয়ে মিথ্যে বলে থাকে তবে সে এক ধরনের খেলা খেলছে, যার মানে দাঁড়ায় সে এই খুনের ঘটনায় জড়িত। আর যদি সে সত্যি বলে মাথাকে তবে এই নাটকের পেছনে কোনো গোপন বিষয় এখনো লুকিয়ে আছে; দৃশ্যমানদের আড়ালে আরো কিছু খেলোয়ার আছে, আর খুনের ঘটনাটা একজন মানসিক ব্যাধিগ্রস্থ তরুণীর পাগলামির চেয়েও আরো জটিল কিছু হবে।

ব্লমকোভিস্ট জিঙ্কেসড্যামের দিকে এগিয়ে এলে বাবলাস্কিকে ডাকলো। :গোয়েন্দাকে দেখে থামলো ব্লমকোভিস্ট, তার দিকে হেটে গেলো।

"হ্যালো ব্লমকোভিস্ট। লিসবেথ সালান্ডারকে খুঁজছেন?"

"সত্যি বলতে কি, না। আমি মিরিয়াম উকে খুঁজছি।"

“সে বাড়িতে নেই। প্রেসে কেউ খবরটা ফাঁস করে দিয়েছে যে সে ফিরে এসেছে।”

“তার কি বলার আছে?”

অনুসন্ধিৎসু চোখে ব্লমকোভিস্টের দিকে তাকালো সে। ক্যাল ব্লমকোভিস্ট।

“আসুন আমার সাথে, একটু কফি খাবো।” বললো বাবলাস্কি।

চুপচাপ চার্চটা পার হলো তারা। ক্যাফে লিয়াসিস্টারে নিয়ে গেলো তাকে বাবলাস্কি। এক চামচ ঠাণ্ডা দুধের ডাবল এক্সপ্রেসো নিলো সে, আর ব্লমকোভিস্ট নিলো ক্যাফে লাত্তে। স্মোকিং সেকশনে বসলো তারা।

“এই কেসটা নিয়ে অনেকদিন ধরে পড়ে আছি আমি,” বাবলাস্কি বললো। “কালকের এক্সপ্রেসেন পত্রিকায় দেখা যাবে না সেই আশ্বাস নিয়ে আপনার সাথে কতটা আলাপ করতে পারি আমি?”

“আমি এক্সপ্রেসনে কাজ করি না।”

“আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি।”

“বাবলাস্কি–আমি বিশ্বাস করি না লিসবেথ কোনো অপরাধ করেছে।”

“এখন আপনি ব্যক্তিগত তদন্ত চালাচ্ছেন?”

হাসলো ব্লমকোভিস্ট। “তারা আপনাকে অফিসার বাবল ডাকে।”

মুচকি হাসলো বাবলাস্কি। “আপনি কেন ভাবছেন যে সালান্ডার নির্দোষ?”

“আমি তার গার্জেনদের ব্যাপারে জানি না। তবে ড্যাগ আর মিয়াকে খুন করার কোনো কারন তার নেই। বিশেষ করে মিয়াকে। যেসব পুরুষ মেয়েদের ঘৃণা করে তাদের লিসবেথ অপছন্দ করে। আর মিয়া পতিতাদের গ্রাহকদের একটা বিশাল গোষ্ঠির উপর পেরেক ঠোকার কাজ করছিলো। মিয়া যা করছিলো সেই একই কাজ লিসবেথও করতে পারতো। সে খুবই নীতিবান একজন মানুষ।”

“তার খন্ড খন্ড চিত্রগুলোকে আমি এক করতে পারছি না। একজন মানসিক ব্যধিগ্রস্ত আর দক্ষ একজন গবেষক?”

“লিসবেথ একেবারেই আলাদা ধরনের মানুষ। সে অস্বাভাবিকরকম অসামাজিক, তবে তার বুদ্ধিমত্তার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। অন্যদিকে সম্ভবত সে আমার আপনার চেয়েও বেশি স্মার্ট।”

দীর্ঘশ্বাস ফেললো বাবলাস্কি। মিরিয়াম উ যা বলেছে ব্লমকোভিস্টও সেই একই কথা বলছে।

“তাকে ধরা পড়তে হবে, যাই হোক না কেন। আমি বেশি কিছু বলবো না, তবে সে খুনের স্থানে ছিলো এবং খুনে ব্যবহৃত অস্ত্রের সাথেও তার যোগসূত্র আছে।”

“মানে আপনি তার হাতের ছাপ পেয়েছেন সেখানে। এটা প্রমান করে না যে সেই গুলিটা ছুঁড়েছে।”

সায় দিলো বাবলাস্কি। "ড্রাগান আরমানস্কিও এটা বিশ্বাস করে না। এটা স্পষ্ট বলতে সে সতর্কতা বজায় রাখছে, তবে সেও সালান্ডারকে নির্দোষ প্রমান করার জন্য চেষ্টা করছে।"

"আর আপনি? আপনার কি ধারণা?"

"আমি একজন গোয়েন্দা। মানুষজনকে গ্রেফতার করে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করি। এখনতো এই সালান্ডারের ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। দূর্বল প্রমান আছে এমন খুনিদের আমরা দূরে সরিয়ে রেখেছি এখন।"

"আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দেন নি।"

"আমি জানি না। সে যদি নির্দোষ প্রমান হয় তবে...আপনার দুই বন্ধুকে আর তার গার্জেনকে খুন করার জন্য কার মোটিভ থাকতে পারে বলে মনে করেন আপনি?"

এক প্যাকেট সিগোরেট নিয়ে বাবলাস্কিকে অফার করলো ব্লমকোভিস্ট, সে মাথা ঝাঁকালো। পুলিশের কাছে মিথ্যে বলতে চায় না সে। জালা নামের লোকটা সম্পর্কে কিছু বলতে চায় সে। সিকিউরিটি পুলিশের সুপারিন্টেন্ডেন্ট গুনার বিয়র্ক সম্পর্কেও বলা উচিত।

তবে বাবলাস্কি আর তার সহকর্মীরা সিভেনসনের ম্যাটেরিয়াল দেখেছে, সেখানে ই ফোল্ডারটা আছে। তাদের সবার সেটা পড়ে দেখা উচিত ছিলো। তার বদলে তারা প্রেসে সালান্ডারের ব্যাপারে অশ্লীলভাবে উঠে পড়ে লেগেছে।

তার একটা আইডিয়া এসেছে, তবে জানে না এর ফলাফল কি হবে। নিশ্চিত না হয়ে সে বিয়র্ক সম্পর্কে কিছু বলবে না। জালাচেঙ্কো। বুরম্যান এবং ড্যাগ আর মিয়ার মধ্যে যোগসূত্র সে। তবে সমস্যাটা হলো বিয়র্ক তাকে খুব একটা কিছু বলে নি।

"আরেকটু গভীরে যাই, তারপর আপনাকে আমি বিকল্প গল্পটা শোনাবো।"

"আশা করি কোনো পুলিশ ট্রেস নয়।"

"এখনো না। মিরিয়াম উ কি বলেছে?"

"আপনি যা বলেছেন তাই। তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে।"

"এটা আমার দেখার বিষয় না।" ব্লমকোভিস্ট বললো।

"তিন বছর ধরে তারা দু'জন পরস্পরকে চেনে। সে বলছে সালান্ডারের ব্যাকগ্রাউন্ড জানে না সে এবং কোথায় কাজ করে তাও না। বিশ্বাস করা কঠিন, আমার মনে হয় সে সত্যিই বলেছে।"

"লিসবেথ খুব গোপনীয়তাপ্রিয়। মিরিয়াম উর ফোন নাম্বার আছে আপনার কাছে?" ব্লমকোভিস্ট বললো।

"হ্যা।"

"আমাকে দেবেন?"

"না।"

"কেন নয়?"

"মিকাইল, এটা পুলিশের ব্যাপার। আমাদের কোনো ফালতু প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের প্রয়োজন নেই।"

"আমি এখনো কোনো তত্ত্ব দেই নি। অন্যদিকে, সিভেনসনের ম্যাটেরিয়ালে জবাবটা লুকিয়ে আছে বলে মনে হয় আমার।"

"চেষ্টা করলেই আপনি উএর সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন।"

"হয়তো, তবে সবচেয়ে সহজ হলো এমন কাউকে জিজ্ঞেস করা যার কাছে নাম্বারটা আছে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো বাবলাস্কি।

হঠাৎ ব্লমকোভিস্ট তার উপর বিরক্ত হয়ে গেলো। "আপনারা পুলিশের লোকেরা কি সাধারন মানুষের চেয়ে বেশি মেধাবী যাদের আপনারা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর বলেন?"

"না, আমি সেটা মনে করি না। তবে পুলিশের ট্রেনিং করা থাকে আর অপরাধবিষয়ে সমাধান করা তাদের কাজ।"

"সাধারন মানুষেরও ট্রেনিং করা আছে," আস্তে আস্তে বললো ব্লমকোভিস্ট। "একজন সত্যিকারের গোয়েন্দার চাইতে কখনো কখনো প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটররা ভালো কাজ করতে পারে।"

"আপনি তাই বিশ্বাস করেন।"

"আমি জানি। রহমান কেসটার কথাই ধরুন। রহমানকে যখন আটকে রাখা হলো, একদল পুলিশ পাঁচ বছর ধরে তাদের চোখ বন্ধ করে বসে রইলো। আজও সে বন্দী হয়েই থাকতো যদি না একজন স্কুল শিক্ষক কয়েক বছর ধরে সিরিয়াস তদন্ত করতো, আপনাদের কাছে যে রিসোর্স আছে সেগুলো ছাড়াই সে এটা করেছে। তাকে শুধু নির্দোষ প্রমান করে নি, সত্যিকারের খুনিকেও সে চিহ্নিত করেছে।"

"আমরা রহমান কেসে গণ-অসন্তোষের শিকার হয়েছিলাম। প্রসিকিউটর সত্যি কথা শুনতে অস্বীকার করে।"

"বাবলাস্কি...আমি আপনাকে কিছু বলবো। এই মুহূর্তে সালান্ডারের কেসেও আপনারা একইভাবে গণ-অসন্তোষের শিকার হবেন। আমি পুরোপরি নিশ্চিত সে ড্যাগ আর মিয়াকে খুন করে নি, আমি এটা প্রমাণ করবো। আরেকজন খুনিকে হাজির করবো আমি আপনাদের সামনে, আর এটা করার পর আমি একটা আর্টিকেল লিখবো যা আপনার এবং আপনার সহকর্মীদের পড়তে ভালো লাগবে না।"

বাড়ি ফেরার পথে বাবলাস্কির মনে হলো এই কেসটা নিয়ে সে ঈশ্বরের সাথে

কথা বলবে, কিন্তু সিনাগনে না গিয়ে সে ক্যাথলিক চার্চে গেলো। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে পেছনের একটা বেঞ্চে বসে রইলো। ইহুদি হিসেবে তার চার্চে করার কিছু নেই, তবে এই জায়গাটা এতো শান্তিপূর্ণ যে সে নিয়মিত এখানে আসে যখনই চিন্তাভাবনাগুলো এলামেলো হয়ে যায়। আর সে জানে এতে খোদা নিশ্চয়ই কিছু মনে করবেন না। ইহুদি আর ক্যাথলিকদের মধ্যে পার্থক্য আছে, সে সিনাগগে যায় যখন অন্যকারো সঙ্গ এবং ফেলোশিপ দরকার হয়। চার্চে নিরবতা থাকে আর অতিথিরা নিজদের মধ্যে থাকে।

সালান্ডার এবং উএর ব্যাপারে ভাবছে সে। ভাবলো বার্গার এবং ব্লমকোভিস্ট তার কাছ থেকে কিছু লুকাচ্ছে– সালান্ডারের ব্যাপারে নিশ্চয়ই তারা কিছু জানে যা তাকে বলে নি। ব্লমকোভিস্টের জন্য কি গবেষণা করেছে সালান্ডার। একটু ভেবে বাবলাস্কির মনে হলো মেয়েটা কি ওয়েনারস্ট্রম এফেয়ারের উপর কাজ করেছে, কিন্তু পরমুহূর্তেই এই চিন্তাটা বাতিল করে দিলো। এই কাজে সালান্ডারের পক্ষে কোনো কিছু করা সম্ভব না, ব্যক্তিগত তদন্তকাজে যত দক্ষই সে হোক না কেন।

বাবলাস্কি উদ্বিগ্ন হলো সালান্ডার নির্দোষ এব্যাপারে ব্লমকোভিস্টের দৃঢ় নিশ্চয়তা ভালো লাগছে না তার। গোয়েন্দা হিসেবে একটা বিষয় থাকতে হয়–সবকিছুতে সন্দেহগ্রস্ত হওয়া–সন্দেহ করাই তার কাজ। ব্লমকোভিস্টের কাছে বিষয়টা হলো প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসেবে চূড়ান্ত ঘোষণা দেয়া।

প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরদের সে পাত্তা দেয় না, কারণ তারা প্রায়ই ষড়যন্ত্র তত্ত্বের জন্ম দেয়, যা থেকে পত্রিকায় শিরোনাম আসে, অথচ পুলিশের জন্য প্রচুর অহেতুক কাজের জন্ম দেয়।

অধিকাংশ যন্ত্রণাদায়ক খুনের তদন্তগুলোতে এরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। কোনোভাবে সে লক্ষ্যভ্রষ্ঠ হয়েছে। যৌক্তিক ঘটনাগুলোর মধ্যে সংযোগ থাকতে হয়।

মারিয়াটোর্গেটে কোনো টিনেজারকে যদি ছুঁড়ির আঘাতে খুন করা হয়, তাহলে এটা ন্যাড়া মাথার কোনো গুন্ডার কাজ বা এক ঘণ্টা আগে সোদার স্টেশনে অন্যান্য মাস্তানদের মধ্যে সহিংসতার শিকার হয়েছে সে। এক্ষেত্রে বন্ধু-বান্ধব, পরিচিতজন এবং স্বাক্ষী থাকে, তারা শিগগরিই সন্দেহভাজন হবে।

স্কারহোমেনের বারে যদি কোনো যুবক তিনটা গুলি খায়, তাহলে সে একজন যুগোস্লাভ মাফিয়া, সুতরাং এক্ষেত্রে কাজ হলো সিগারেট স্মাগলিংএর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা নেয়ার চেষ্টা করছে যে চক্র তাদের খুঁজে বের করা।

ভদ্র এবং সাধারণ জীবন-যাপনকারি কোনো তরুণীকে তার অ্যাপার্টমেন্টে নিহত পাওয়া গেলে খুঁজে বের করতে হবে তার বয়ফ্রেন্ডকে, অথবা আগের রাতে বারে কার সাথে সর্বশেষ কথা বলেছে সে।

এ'ধরনের এতো এতো তদন্ত বাবলাস্কি করেছে যে সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তা করতে পারবে এখন।

বর্তমান তদন্তটা ভালোমতই শুরু হয়েছিলো। অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তারা প্রধান সন্দেহভাজনকে পেয়ে গিয়েছিলো। সালান্ডারকেই এই ভূমিকায় রাখা হয়েছিলো–একটা সাইকো কেস, সহিংসতার অতিত ইতিহাস আছে, নিয়ন্ত্রনবিহীন ক্রোধ। তাকে ধরাটাই শুধু বাকি ছিলো, আর তার স্বীকারোক্তি আদায়, অবস্থা বুঝে তাকে সাইকিয়াট্রিক সেন্টারে পাঠানো।

অথচ এতো সুন্দর একটা শুরুর পরে সব গুবলেট হয়ে গেলো। সালান্ডার তার বাড়িতে থাকে না, ব্লমকোভিস্ট এবং আরমানস্কি তার বন্ধু, আর একটা লেসবিয়ানের সাথে তার সম্পর্ক আছে যে হ্যান্ডকাফ দিয়ে সেক্স করতে পছন্দ করে–বিষয়টা মিডিয়াতে ঝড় তুলেছে। ব্যাংকে তার ২.৫ মিলিয়ন ক্রোনার আছে, কিন্তু সে কোথাও চাকরি করে না। তারপর ব্লমকোভিস্ট পাচার এবং ষড়যন্ত্র তত্ত্ব নিয়ে হাজির হয়েছে–একজন সেলিব্রেটি সাংবাদিক হিসেবে একটা মাত্র আর্টিকেল দিয়ে তদন্তকাজে হৈ চৈ ফেলে দেয়ার মত রাজনৈতিক প্রভাব আছে তার।

সবচেয়ে বড় কথা, প্রধান যে সন্দেহভাজন তাকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যদিও মেয়েটা মাত্র এক হাতের চেয়ে একটু বেশি লম্বা আর সারা শরীরে টাট্টু আঁকা। খুনের পর দুই সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও মেয়েটা কোথায় আছে তার টিকিটাও পাওয়া যাচ্ছে না।

খুব খারাপ একটা দিন কাটছে বিয়র্কের ব্লমকোভিস্ট তার জগতে হানা দেয়ার পর থেকে। তার পিঠে অনবরত ব্যথা হচ্ছে, তবে তার ভাড়া করা বাড়ির এদিক থেকে ওদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে সে, কোনো স্বস্তি পাচ্ছে না, কিছু করার ব্যাপারে উদ্যোগও নিতে পারছে না। ঘটনাটার মাথামুন্ডু খুঁজে পাচ্ছে না সে, পাজলের টুকরোগুলো মিলছে না।

বুরম্যানের খুন হওয়ার ব্যাপারটা প্রথম যখন শুনেছিলো, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলো সে। তবে সে বিস্মিত হয় নি সালান্ডারকে প্রাথমিক সন্দেহভাজন হিসেবে চিহ্নিত করায়, তারপর মেয়েটাকে নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গেলো। টিভির প্রতিটা রিপোর্ট সে দেখেছে, যতগুলো পারে সবগুলো দৈনিক পত্রিকা কিনে কেস সংক্রান্ত খবরগুলো পড়েছে।

তার একটুও সন্দেহ নেই যে সালান্ডার মানসিকভাবে অসুস্থ এবং খুন করতে সক্ষম। তার অপরাধ বা পুলিশের অনুমান নিয়েও তার মনে কোনো প্রশ্ন জাগে নি–অন্যদিকে সালান্ডার সম্পর্কে সে যতটা জানে তাতে মেয়েটা আসলেই একটা সাইকোটিক পাগলী। সে পুলিশকে তদন্তের ব্যাপারে ফোন করে পরামর্শ দিতে যাবে কিংবা কেসটা ঠিকমত চলছে অন্তত এটা খতিয়ে দেখবে, তখনই তার মনে হলো এটা তার ব্যাপার না। তাছাড়া একটা ফোন করা মানে তার দিকে মনোযোগ

আকৃষ্ট হওয়া, এটা সে এড়িয়ে চলতে চাইছে। এর চেয়ে বরং সে উদাসভঙ্গীতে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে শেষ খবর কি আছে দেখতে লাগলো।

ব্লমকোভিস্টের আসাটা তার শান্তি নষ্ট করে দিলো, সব ওলট-পালট করে দিলো। বিয়র্কের কোনো ধরনের ধারণা ছিলো না যে সালাভারের এই নির্বিচার খুনের ঘটনায় ব্যক্তিগতভাবে সে জড়িয়ে যাবে–মেয়েটার অন্যতম এক শিকার গনমাধ্যমের মহারথি যে কিনা পুরো সুইডেনে তার মুখোশ উন্মোচন করে দিতে যাচ্ছে।

এমন কি তার এটাও ধারণাতীত ছিলো যে জালা নামটা এই ঘটনায় একটা পিন খুলে ফেলা গ্রেনেডের মত জড়িয়ে যাবে, সবচেয়ে খারাপ দিক হলো এই নামটা ব্লমকোভিস্টের মত সাংবাদিকও জেনে যাবে। তার বোধশক্তিতে হার মানিয়েছে এটা।

ব্লমকোভিস্ট এখানে আসার পরদিন বিয়র্ক তার প্রাক্তন বসকে ফোন করলো, আটাত্তর বছর বয়সী লোকটা লাহোমে থাকে। অন্যকোনো বিষয় উল্লেখ না করে সে সরাসরি আসল কথায় গেলো। সংক্ষিপ্ত কথোপকথন হলো তাদের মধ্যে।

"বিয়র্ক বলছি। নিশ্চয়ই পত্রিকা পড়েছেন।"

"পড়েছি, মেয়েটা আবার উদয় হয়েছে।"

"মনে হয় না কোনো পরিবর্তন হয়েছে তার।"

"এটা আর আমাদের ব্যাপার না।"

"আপনি ভাববেন না যে–"

"না, ভাবছি না। সব শেষ হয়ে চুকেবুকে গেছে। এর সাথে কোনো সংযোগ নেই।"

"কিন্তু, বুরম্যানের বিষয়টা। আমার ধারণা তার গার্জেন হওয়াটা কাকতালীয় কোনো বিষয় ছিলো না।"

কিছুক্ষনের জন্য নিরবতা নেমে এলো।

"না, এটা কোনো দুর্ঘটনা নয়। দুই বছর আগে ভালো একটা আইডিয়া ছিলো এটা। কে বুঝেছে এটা?"

"বুরম্যান কতটুকু জানতো?"

তার বস খিক খিক করে হাসলো। "তুমিতো বুরম্যানকে ভালোমতই চেন। খুব মেধাবী কোনো অভিনেতা নয় সে।"

"মানে বলতে চাচ্ছিলাম...সে কি এই যোগসূত্রটা সম্পর্কে জানতো? তার কাগজপত্র বা ব্যক্তিগত কোনোকিছুতে কি এমনকিছু ছিলো যা কাউকে উদ্বুদ্ধ করেছে–"

"অবশ্যই না। বুঝতে পারছি তুমি বিষয়টা নিয়ে চিন্তিত, চিন্তা করো না। এই

ঘটনায় সালাভার একটা খোলা কামান। বুরম্যান যাতে এসাইনমেন্টটা পায় আমরা সে চেষ্টাই করেছিলাম, তবে এর কারণ একটাই ছিলো যাতে আমরা তার ব্যাপারে খোঁজখবর রাখতে পারি। মেয়েটা যদি কিছু ফাঁস করে দেয়ার চেষ্টা করতো, নিশ্চয়ই বুরম্যান আমাদের কাছে আসতো। এখন যা হয়েছে সবচেয়ে ভালোটাই হয়েছে।"

"কি বলতে চাচ্ছেন?"

"শোন, এই ঘটনায় পর সালান্ডারকে সাইকিয়াট্রিক ওয়ার্ডে অনেকদিন কাটাতে হবে।"

"বুঝতে পারছি।"

"দুশ্চিন্তা না করে তোমার সিক লিভটা আরামে কাটাও।"

আর এটাই বিয়র্ক করতে পারছে না একদম। ব্লমকোভিস্টের চিন্তা মাথায় আসছে। কিচেন টেবিলে বসে বাইরে তাকালো সে, পুরো ঘটনাটা এক করার চেষ্টা করলো। দুটো দিক থেকে সে হুমকীর সম্মুখিন হচ্ছে।

ব্লমকোভিস্ট তাকে জন হিসেবে ফাঁসাতে চাইছে। সেক্সট্রেড ল ভঙ্গের জন্য তার পুলিশ ক্যারিয়ার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে আছে।

তবে তার চেয়েও সিরিয়াস ব্যাপার হচ্ছে জালাচেঙ্কোকে ধরার চেষ্টা করছে ব্লমকোভিস্ট। কোনো না কোনোভাবে এই ঘটনায় সেও জড়িয়ে গেছে। আর জালা তাকে বিয়র্কের দোরগোড়ায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

তার প্রাক্তন বস অবশ্য আশ্বাস দিয়েছে যে বুরম্যানের ব্যক্তিগত কোনো ঘটনার সাথে এর কোনো সংযোগ নেই। অথচ আছে। ১৯৯১ সালের রিপোর্ট। বিয়র্কের কাছ থেকে রিপোর্টটা নিয়েছিলো বুরম্যান।

তিনমাস আগে তার সাথে বুরম্যানের মিটিংটার কথা মনে করে দেখলো। গামলাস্টানে দেখা করেছিলো তারা। এক বিকেলে তাকে ফোন করে বিয়ার খাওয়াতে ডাকে। তারা শুটিং ক্লাব নিয়ে কথা বলেছে, আরো অনেক বিষয়েই আলাপ হয়েছে তাদের মধ্যে। তবে বুরম্যান তাকে একটা বিশেষ কারনে ডেকেছে, তার একটা সাহায্য দরকার। সে জালাচেঙ্কো সম্পর্কে জানতে চায়...বিয়র্ক উঠে কিচেনের জানালায় দাঁড়ায়। মিটিংয়ে সে একটু মাতাল হয়ে পড়েছিলো, বলতে গেলে পুরোপরি মাতালই। বুরম্যান তার কাছে কি যেন জানতে চেয়েছিলো?

"বলছিলাম যে...আমি আসলে পুরনো এক পরিচিত ব্যক্তির ব্যাপারে কিছু করতে চাচ্ছিলাম, হঠাৎই সে উদয় হয়েছে..."

"ওহ্ তাই, কে সে?"

"আলেকজান্ডার ইয়ালচেঙ্কো। তার কথা মনে আছে আপনার?"

"ঠাট্টা করছেন? তাকে ভুলে যাওয়া এতো সহজ নয়।"

“তার কি হয়েছে?”

টেকনিক্যালি বলতে গেলে এটাতো বুরম্যানের ব্যাপার না। প্রকৃতপক্ষে তার সম্পর্কে জানতে চাওয়ার জন্য বুরম্যানের বিন্দুমাত্র কারণ থাকত পারে না...তবে সে সালান্ডারের গার্জেন। বললো মেয়েটার আগের রিপোর্ট দরকার তার। আমি তাকে সেটা দিয়ে দিলাম।

বিয়র্ক একটা সাংঘাতিক ভুল করে ফেলেছে। সে ভেবেছে বুরম্যান হয়তো আগে থেকে জানে–অন্যকিছু অবশ্য মাথায়ও আসে নি তার। আর বুরম্যান এমনভাবে বিষয়টা উত্থাপন করেছিলো যেন সে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এড়ানোর জন্য শর্টকাট সবকিছু নিতে চাচ্ছে, নইলে তাকে “অতি গোপনীয়” এই ধরনের বিষয় পেতে মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হবে। জালাচেঙ্কোর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোই শুধু চেয়েছে সে।

আমি তাকে রিপোর্টটা দিয়ে দেই। “আতি গোপনীয়” লেখা থাকলেও সুবিবেচ্য ভালো কোনো প্রয়োজনে এটা দেয়া যাবে, আর বুরম্যানতো গোপন বিষয় সবাইকে ফাঁস করে দিচ্ছে না। লোকটা বোকা হলেও কোনো গুজব ছড়ায় নি কখনো। এটা কি এমন ক্ষতি করবে? বহুদিন আগের ঘটনা এটা।

বুরম্যান তাকে বোকা বানিয়েছে। যতই ভাবছে বিয়র্ক, তার কাছে মনে হচ্ছে বুরম্যান খুব সচেতনভাবে সতর্কতার সাথে শব্দচয়ন করে তাকে কবজা করেছে।

কিন্তু তারপরে কি হলো বুরম্যানের? সালান্ডার কেন তাকে খুন করতে গেলো? শনিবার লুন্ডাগাটানের অ্যাপার্টমেন্টে মিরিয়াম উকে পাবে এই আশায় ব্লমকোভিস্ট আরো চারবার গেলো, কিন্তু ওখানে নেই সে।

হর্নসগাটানের.ক্যাফেবারে ল্যাপটপটা নিয়ে দিনের অনেকটা সময় পার করলো সে, সিভেনসন তার মিলেনিয়াম এর ঠিকানায় যে ই-মেইলগুলো পেয়েছে আর ফোল্ডারের বিষয়গুলো দেখলো সে। খুন হওয়ার আগের সপ্তাহে সিভেনসন জালার উপর গবেষনা করে বেশি সময় কাটিয়েছে।

ব্লমকোভিস্টের মনে হচ্ছিলো সে যদি সিভেনসনকে ফোন করে জানতে পারতো কেন ফোল্ডারে ইরিনা.পি.র ডকুমেন্টটা রাখা হয়েছে। একমাত্র সম্ভাব্য কারণ হতে পারে সিভেনসন তার খুনের ব্যাপারে জালাকে সন্দেহ করেছে।

৫:০০টার সময় বাবলাস্কি তাকে ফোন করে মিরিয়াম উর ফোন নম্বর দিলো। সে বুঝতে পারলো না গোয়েন্দার মত পাল্টালো কিভাবে। তবে নম্বরটা পেয়ে সে আধ ঘণ্টা পর পর তাকে চেষ্টা করে যেতে লাগলো। রাত ১১:০০টার সময় তাকে পাওয়া গেলো। তাদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা হলো।

“হ্যালো, মিরিয়াম। আমার নাম মিকাইল ব্লমকোভিস্ট।”

“তো, আপনি আবার কে?”

“আমি একজন সাংবাদিক, *মিলেনিয়াম* নামে একটা ম্যাগাজিনে কাজ করি।” মিরিয়াম উ তার মনোভাব প্রকাশ করলো অল্প কয়েকটি শব্দ দিয়ে। “ওহ্হো, আপনি সেই ব্লমকোভিস্ট। জাহান্নামে যা, সাংবাদিকের জাত।”

ব্লমকোভিস্ট কি চায় সেটা ব্যাখ্যা করার আগেই লাইনটা কেটে দিলো সে। টনি স্কালার উপর বিরক্ত হলো সে, তারপর আবার ফোন করলো। সে ফোন না ধরায় একটা টেক্সট পাঠিয়ে দিলো : প্লিজ আমাকে ফোন করুন, এটা গুরুত্বপূর্ণ।

মেয়েটা আর ফোন করে নি।

অনেক রাতে ব্লমকোভিস্ট তার কম্পিউটার বন্ধ করে পোশাক খুলে ঘুমাতে গেলো। ১৯৯৪ সালে জয় রহমানে একজন বাহাত্তর বছর বয়সী বৃদ্ধাকে খুন করার অপরাধে যাবজ্জীবন পায়। ২০০২ সালে পুনরায় ট্রায়াল হলে স্টকহোম কোর্ট অফ আপীল তাকে বেকসুর খালাস দেয়, এবং ক্ষতিপূরন হিসেবে ১০.২ মিলিয়ন ক্রোনার পায়, সুইডেনের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণ ছিলো সেটা।

অধ্যায় ২১

বৃহস্পতিবার, মার্চ ২৪–রবিবার, এপ্রিল ৩

পুলিশি অনুসন্ধানের প্রথম সপ্তাহটা সালান্ডার এই নাটক থেকে অনেক দূরে থেকেছে। ফিসকারগাটানের অ্যাপার্টমেন্টে সে শান্তিতে কাটাচ্ছিলো। তার মোবাইলটা বন্ধ করে সিমকার্ডটা খুলে ফেলেছিলো। ফোনটা আর ব্যবহার করতে চাইলো না সে। সংবাদপত্রের অনলাইন এডিশন আর টিভি নিউজে খবরগুলো দেখে তার চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো।

সবজায়গায় তার পাসপোর্ট ছবি ছাপা হয়েছে, এতে সে বিরক্ত হলো। সে বেকুব বনে গেছে।

বছরের পর বছর ধরে নিজেকে আড়াল করে রাখার পর সে এক রাতের মধ্যে সুইডেনের সবচেয়ে কুখ্যাত আর আলোচিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছে। সে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে তিন খুনের জন্য সন্দেহভাজন একটা ছোটখাট মেয়ের ব্যাপারে দেশব্যাপী জারি করা সতর্কাবস্থা বছরের সবচেয়ে বড় সংবাদ কাহিনী। অবাক হয়ে মিডিয়ার মন্তব্য আর অনুমান নির্ভর আলোচনা শুনে সে, কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে দেখে তার চিকিৎসা ইতিহাস সংক্রান্ত ডকুমেন্টগুলো মনে হচ্ছে যেকোনো নিউজরুমে অবাধে ঢুকে ছাপা হতে যাচ্ছে। বিশেষ করে একটা শিরোনাম তার বিস্মৃত একটা ঘটনা মনে করিয়ে দেয় গামলাস্টানে আক্রমনের ঘটনায় গ্রেফতার–টিটি ওয়্যার সার্ভিসের এক কোর্ট রিপোর্টার স্কুপ খবর করেছে, গামলাস্টানের টানেলবানাতে এক পথচারীর মুখে লাথি মারার জন্য গ্রেফতার হওয়ার পর এই মেডিক্যাল রিপোর্টটা তৈরি হয়েছিলো, যা থেকে সংবাদটা সংগ্রহ করেছে রিপোর্টার। ওডেনপ্লানে থাকার সময় আশ্রয়দাতার বাড়ি ফেরার সময় এই ঘটনা ঘটেছিলো। ভদ্র গোছের এক অপরিচিত লোক ট্রেনে উঠে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সে লক্ষ্য করে লোকটা গালের এক প্রাক্তন অ্যাথলেট। পুরো গাড়িটা প্রায় খালি থাকার পরও সে ঠিক তার পাশের সিটে বসে তাকে উত্যক্ত করতে থাকে। তার হাটুর উপর হাত রেখে বলতে শুরু করে, "আমার সাথে আমার বাড়িতে এলে তোমায় দুইশ টাকা দেবো।" সে পাত্তা না দিলে লোকটা জোরাজুরি করে এবং তাকে বেশ্যা মাগি বলে ডাকে। ঘটনাটা হচ্ছে সালান্ডার তার সাথে কথা বলতে অস্বীকার করে এবং টি-সেন্ট্রালেনে গিয়ে সিটটা বদলে নেয়।

গামলাস্টানে এলে পেছন থেকে লোকটা তার হাতটা ধরে সোয়েটারের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়, কানের কাছে ফিসফিস করে তাকে বেশ্যা বলতে থাকে। জবাবে

সালান্ডার তার কনুই দিয়ে লোকটার চোখে গুতো মারে তারপর একটা খাম্বা শক্ত করে ধরে দুই পা দিয়ে তার নাক বরাবর লাথি মারে, এতে বেশ রক্তপাত হয়।

পাঙ্কের পোশাক পরা ছিলো সে, চুলে নীল রং করা। তাই প্লাটফর্মে ট্রেনটা থামলে ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় ছিলো না তার। আইন ও নীতির লোক এক বন্ধু তাকে ধরে ফেলে পুলিশ না আসা পর্যন্ত আটকে রাখলো।

মেয়ে হয়ে জন্মানোর জন্য নিজেকে অভিশাপ দিলো সে, পুরুষ হলে কেউ তাকে এভাবে আক্রমন করতে আসতো না।

কার্ল ইভার্ট নর্গ্রিনকে কেন লাথি মেরেছিলো তার ব্যাখ্যা দেয়ার খুব একটা চেষ্টা সে করে নি। ইউনিফর্ম পরা কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যাখ্যা করাটা কতটা জরুরী তা সে বুঝতে পারে নি। সাইকিয়াট্রিস্টরা তার মানসিক অবস্থা বোঝার জন্য প্রশ্ন করলেও সে নীতিগতভাবে সাড়া দেয় নি। সৌভাগ্যবশত অন্যান্য যাত্রীরা পুরো ঘটনাটা দেখেছিলো, তাদের মধ্যে হার্নোসান্ডের এক নাছোড়বান্দা মহিলা সেন্টার পার্টি থেকে সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ছিলো, সে স্বাক্ষ্য দেয় যে নর্গ্রিন শ্লীলতাহানি করেছে সালান্ডারের, তারপরই এই সহিংস ঘটনা ঘটে। পরে যখন জানা গেলো যে নর্গ্রিন এর আগে আরো দুই বার যৌন অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলো, প্রোসিকিউটর কেসটা বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে এর জন্য সোশাল ওয়েলফেয়ার রিপোর্টে ঘটনাটা বাদ দেয়া হয় নি। জেলা কোর্ট তাকে অল্প কিছুদিন পরেই অক্ষম ঘোষণা করে প্রথমে হোলগার পামগ্রেন এবং পরে নিল বুরম্যানের গার্জেনশিপ দেয়।

এখন এসব গোপন আর অন্তরঙ্গ বিষয়গুলো ঘেটে জনগনের সামনে উঠে এসেছে। ব্যক্তিগত রেকর্ডে আরো বেশি রং চড়িয়ে বর্ননা করা হয়েছে প্রাথমিক স্কুলে থাকতেই সে মানুষের সাথে কিভাবে সংঘাতে জড়িয়ে পড়তো, কিভাবে প্রাকশৈশবে সে শিশুদের সাইকিয়াট্রিক ক্লিনিকে কাটিয়েছে।

• • •

লিসবেথ সালান্ডারের উপর ব্যবচ্ছেদ এর রকমফের নির্ভর করে কোন পত্রিকার কোন সংখ্যায় রিপোর্টটা ছাপা হচ্ছে তার উপর। কোথাও তাকে বলা হয় সাইকোটিক, কোথাও সিজোফ্রিনিক কিংবা প্যারানয়েড। তবে সব পত্রিকায়ই তাকে কমবেশি মানসিক বিকারগ্রস্ত হিসেবে তুলে ধরছে, সর্বোপরি সে কোনো স্কুলে পাঠ শেষ করে নি। মানুষের মনে কোনো সন্দেহ রইলো না যে সে ভারসাম্যহীন আর সহিংস স্বভাবাপন্ন।

যখন আবিষ্কার হলো যে সালান্ডারের মিরিয়াম উর মত লেসবিয়ান বান্ধবী আছে, কিছু কিছু পত্রিকায় ঢি ঢি পরে গেলো। গে প্রাইড ফেস্টিভ্যালের একটা ছবিতে মিরিয়াম উর অংশগ্রহনের ছবি ছাপা হয়েছে, টপলেস ছবিতে ওর পরনে

লেদার প্যান্ট আর হাই হিল লেদার বুট। সংবাদপত্রের জন্য সে যে একটা গে আর্টিকেল লিখেছে তাও উদৃত করা হয়েছে শোগুলোতে অংশগ্রহনের কারণ সম্পর্কে বলা স্বাক্ষাৎকারের সূত্র ধরে। গনহত্যা আর এসএন্ডএম সেক্স এর সামঞ্জস্য পত্রিকার সার্কুলেশন বাড়ানোর ক্ষেত্রে ভালোই কাজে দিয়েছে।

ঐ নাটকীয় প্রথম সপ্তাহে উকে না পাওয়ায় এই ধারণা করা হয়েছিলো যে সেও হয়তো সালান্ডারের সহিংসতার শিকার হয়েছে অথবা তার সাথে হত্যাকান্ডের অন্যতম সহযোগী সে। এই ধরনের অনুমাননির্ভর মন্তব্যের বেশিরভাগই অশালীন ইন্টারনেট চ্যাট রুম "এক্সাইল" এ জায়গা করে নিয়েছে। অন্যদিকে, কোনো কোনো পত্রিকায় আসছে যে মিয়া জোহানসনের থিসিসটা সেক্সট্রেড নিয়ে, এটাই হয়তো সালান্ডারের খুন করার মোটিভ হতে পারে, এর ভিত্তি হলো সোশাল ওয়েলফেয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী সালান্ডার একজন পতিতা। সপ্তাহ শেষে মিডিয়া আবিষ্কার করলো যে সালান্ডারের সাথে স্যাটানিজম চর্চাকারি একটা তরুণীর দলের সাথে সম্পর্ক আছে। তাদের নাম 'এভিল ফিঙ্গার্স', আর এতে করে একজন বৃদ্ধ কালচারাল কলামিস্ট তরুণ সমাজের অবক্ষয় আর হিপহপ কালচার কিভাবে সর্বত্র প্রবেশ করে বিপদ ডেকে আনছে সে সম্পর্কে লিখতে বাধ্য হয়।

সবগুলো পত্রিকার উদৃতি এক করলে যা দাঁড়ায় তা হলো পুলিশ এক সাইকোটিক লেসবিয়ানকে খুঁজছে যে এক দল স্যাটানিস্টের সাথে যোগ দিয়েছে যারা এসএন্ডএম সেক্স এর প্রচারনা চালায়, সমাজকে বিশেষ করে পুরুষদের ঘৃণা করে। গত বছরজুড়ে যেহেতু সালান্ডার বিদেশে ছিলো, তার সাথে আন্তর্জাতিক কোনো চক্রের যোগাযোগ থাকতে পারে।

মিডিয়ার এতোসব প্রচারনার মধ্যে একটা ক্ষেত্রে শুধু সালান্ডার বেশ আবেগের সাথে প্রতিক্রিয়া দেখালো: 'সালান্ডারের জন্য আমরা আতঙ্কে থাকতাম–মেয়েটা আমাদের খুন করার হুমকী দিয়েছিলো,' স্কুল শিক্ষক আর সহপাঠীরা বলেছে। এই উক্তিটা করেছে সালান্ডারের এক প্রাক্তন শিক্ষক, এখন টেক্সটাইল শিল্পী, নাম বার্গিতা মিয়াস।

সালান্ডারের বয়স তখন এগারো। মিয়াসের কথা মনে পড়লো তার, বিরক্তিকর এক গনিত শিক্ষক। সে বারবার তাকে একটা প্রশ্নই করতো যার সঠিক জবাব সে আগেই দিয়েছে, যদিও পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নোত্তর অনুযায়ী সালান্ডার ভুল বলেছে। আসলে পাঠ্যবইতেই ভুল ছিলো, আর সালান্ডারের ধারণা ছিলো ব্যাপারটা সবার বোঝার কথা। কিন্তু মিয়াস আরো বেশি গোঁড়ামি করতে থাকে আর সালান্ডারও এটা নিয়ে আলোচনা করার আগ্রহ দেখায় না। হতাশার বশবর্তি হয়ে মিয়াস তার সামনে মুখভার করে বসে থাকা সালান্ডারের কাঁধটা তার দিকে টেনে এনে তার প্রতি

মনোযোগ দিতে বলে। লিসবেথ তার পাঠ্যবইটা ছুঁড়ে মারে মিয়াসের মাথায়, আর এতে করে বিরাট হৈ চৈ পড়ে যায়। তার সহপাঠিরা তাকে ধরে থামাতে চাইলে তাদের উপর থুতু দেয়, প্রস্রাব করে, লাথি মারে সালান্ডার।

একটা সান্ধ্য পত্রিকায় আর্টিকেলটা ফিচার হিসেবে দেয়া হয়েছে, এখানে এক পাশে কিছু উদৃতি দিয়ে প্রাক্তন এক সহপাঠীর ছবি ছাপা হয়েছে যে পুরনো স্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে ছবিটা তুলেছে। এর নাম ডেভিড গুস্তাভসন, এখন সে একজন ফিন্যানসিয়াল এসিস্ট্যান্ট বলে নিজের পরিচয় দিয়েছে। সে বলেছে যে ছাত্র-ছাত্রীরা সালান্ডারকে ভয় পেত কারণ সে একবার কাউকে খুন করে ফেলার হুমকী দিয়েছিলো। গুস্তাভসনকে মনে পড়লো সালান্ডারের, স্কুলের একটা বদমাস, মাথামোটা একটা বর্বর যাকে প্রায়ই স্কুলের হলওয়েতে সুযোগ পেলেই অপমান আর ঘুষি মারতো। একবার লাঞ্চব্রেকের সময় জিমের পেছনে সালান্ডারকে আক্রমন করেছিলো সে, আর সালান্ডারও গতানুগতিকভাবেই তাকে পাল্টা আঘাত করে। শারীরিক দিক বিবেচনা করলে তার এরকম করার উপায় নেই, কিন্তু এ অবস্থায় ওর মনোভাবটা ছিলো এর চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। ঘটনাটা আরো গভীরে গেলো যখন তার সহকর্মীরা এসে সেখানে বৃত্তাকারে জড় হয়ে দেখতে লাগলো গুস্তাভসন সালান্ডারকে মাটিতে ফেলে আঘাত করে যাচ্ছে। এক পর্যায়ে বিষয়টা বেশ আনন্দদায়ক হয়ে উঠলো সবার কাছে, বোকা মেয়েগুলো বুঝতে পারছিলো না তার জন্য কোনটা ভালো হবে এবং একপর্যায়ে চলে গেলো। সালান্ডার একটুও কাঁদে নি বা করুনা ভিক্ষা চায় নি। শেষমেষ সালান্ডারকে সে দুইটা কড়া ঘুষি মারে যাতে তার ঠোঁট ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। তার সহপাঠীরা জিমের পেছনে তাকে অসহায় ফেলে রেখে হাসতে হাসতে চলে গিয়েছিলো।

বাড়ি ফিরে সালান্ডার ক্ষতস্থানের পরিচর্যা করে। দুই দিন পরে সে একটা ব্যাট নিয়ে স্কুলে ফিরে আসে। খেলার মাঠের মাঝখানে গুস্তাভসনের কানে আঘাত করে। ব্যথায় ঝুঁকে পড়লে সে ব্যাট দিয়ে গলা বরাবর আঘাত করে, তারপর কানের কাছে ফিস ফিস করে বলে যে আর কখনো যদি সে তাকে স্পর্শ করে তবে মেরে ফেলবে। ঘটনাটা দেখতে পেয়ে শিক্ষকরা গুস্তাভসনকে স্কুল নার্সের কাছে নিয়ে যায় আর সালান্ডারকে শাস্তির জন্য প্রধান শিক্ষকের কাছে পাঠায়, তার রেকর্ডে আরো আরো মন্তব্য এবং আরো সোশাল ওয়েলফেয়ার রিপোর্ট।

প্রায় পনেরো বছর ধরে সালান্ডার মিয়াস কিংবা গুস্তাভসনের কথা মনে করে নি। এই অবসর সময়ে সে মনে মনে একটা নোট তৈরি করলো এই সময়ে তারা কি নিয়ে ব্যস্ত ছিলো।

প্রেসের এই মনোযোগের ফলাফল দাঁড়ালো এই যে সুইডেনের সব মানুষের কাছে সালান্ডার একইসাথে বিখ্যাত ও অখ্যাত হয়ে উঠলো। তার অতিত ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিস্তারিত ছাপা হয়েছে, প্রাথমিক স্কুলের সহিংসতার ঘটনা থেকে

শুরু করে সেন্ট স্টেফানের সাইকিয়াট্রিক সেন্টারে ভর্তি হওয়া, উপসালার বাইরে কাটানো দুই বছরের সবকিছু।

টিভিতে ডঃ পিটার টেলিবোরিয়ানের ইন্টারভিউর সময় সে কান খাড়া করলো। আট বছর আগে সালান্ডার তাকে শেষবার দেখেছে, তাকে অক্ষম ঘোষনার সময় জেলা কোর্টের হিয়ারিং এর সময়। ভ্রুটা কুঁচকে পাতলা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে সে স্টুডিও রিপোর্টারকে বলছিলো যে তাকে গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে এবং এভাবে কোনো বিশেষ রোগীর ব্যাপারে সে আলোচনা করতে পারে না। তবে সে যতটুকু বলতে পারে তা হলো সালান্ডারের কেসটা বেশ জটিল ছিলো, তাই তার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার প্রয়োজন ছিলো, আর জেলা কোর্ট তার মতামত উপেক্ষা করে তাকে গার্জেনশিপের অধীনে থাকতে বলে, অথচ সালান্ডারের দরকার ছিলো প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসাসেবা। টেলিবোরিয়ান দাবি করলো যে এটা একদম ঠিক হয় নি। সে অনুশোচনা করে বললো যে এই অবিচারের ফলে তিনটা মানুষকে প্রাণ দিতে হলো। সে নিশ্চিত করে বললো যে সাম্প্রতিক দশকগুলোতে সাইকিয়াট্রিক কেয়ারের সংখ্যা কমানোর সরকারী সিদ্ধান্তের জন্য আরো কিছু অঘটন ঘটতে যাচ্ছে।

সালান্ডার লক্ষ্য করে দেখলো কোনো পত্রিকাই শিশুদের সাইকিয়াট্রিক হাসপাতালের সাধারন চালচিত্র এটা তুলে ধরছে না যার জন্য ডঃ টেলিবোরিয়ান দায়ী, সেখানে মাথাগরম আর নিয়ন্ত্রন অযোগ্য রোগীদের এমন একটা রুমে রাখা হয় যেটা সব ধরণের 'প্ররোচনামুক্ত'। রুমের মধ্যে শুধুমাত্র বেঁধে রাখার জন্য বেল্টযুক্ত একটা বিছানা। পাঠ্যবই অনুযায়ী অবাধ্য শিশু হলো তারা যারা কেনোরকম 'প্ররোচনা' পেলে গণ্ডগোল শুরু করবে।

বড় হওয়ার পর সে আবিস্কার করলো এই শব্দটার আরেকটা মানে আছে, *সেন্সরি ডিপ্রাইভেশন*। জেনেভা কনভেনশন অনুয়ায়ী কোনো হাজতিকে হাত-পা-মুখ কিংবা চোখ বেধে রাখা অর্থাৎ *সেন্সরি ডিপ্রাইভেশন* করা অমানবিক। সাধারনত এটা ডিক্টেটেরিয়াল রেজাইমে ব্রেন ওয়াশের জন্য ব্যবহার করা হয়। প্রমান আছে যে ১৯৩০ সালের মস্কো ট্রায়ালে এই পদ্ধতিতে সব রাজবন্দীদের কাছ থেকে তাদের অপরাধের স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছিলো।

টিভিতে সালান্ডার টেলিবোরিয়ানের চেহারাটা দেখেই তার বুকটা জমে বরফ হয়ে গেলো। সে ভাবছিলো এখনো কি লোকটা সেই বিরক্তিকর আফটারশেভ ব্যবহার করে। সালান্ডারের তথাকথিত কেয়ারের জন্য এই ব্যক্তি দায়ী। দ্রুত সালান্ডার এটা উপলব্ধি করতে পারলো যে একজন 'মাথাগরম আর নিয়ন্ত্রন অযোগ্য রোগী হলো এমন একজনের মত যে টেলিবোরিয়ানের যুক্তিবুদ্ধি আর দক্ষতাকে প্রশ্ন করতে পারে।

একটা স্টিমুলাস-ফ্রি রুমে সে তার জীবনের অর্ধেকটা পার করেছে।

টেলিবোরিয়ান কখনো তাকে যৌন নিপীড়ন করে নি তাকে কখনো ছুঁয়েও দেখে নি সে, শুধু নিষ্পাপ স্পর্শ ছাড়া। একবার তার কাঁধে হাত রেখে সাবধান করে দিয়েছিলো যখন বেল্টবাঁধা অবস্থায় সে বিছানা থেকে নেমে নিচে শুয়েছিলো।

সালান্ডারের দাঁতের দাগটা কি এখনো তার কনিষ্ঠ আঙ্গুলের নখে আছে, ভাবলো ও।

পুরো বিষয়টা সাংঘাতিক এক খেলায় রূপান্তরিত হয়েছিলো যাতে তুরুপের তাসটা ছিলো টেলিবোরিয়ানের হাতে। রুমে বন্দী থাকা অবস্থায় তার প্রতিরোধ ছিলো শুধু তাকে অবজ্ঞা করে যাওয়া।

বারো বছর বয়সে দুইজন পুলিশ তাকে সেন্ট স্টেফানে নিয়ে এলো। বাজে ঘটনাটার কয়েক সপ্তাহ পরের ঘটনা এটা। প্রতিটা খুঁটিনাটি মনে আছে তার। প্রথমে সে ভেবেছিলো সবকিছু ঠিকঠাকমতই কাজ করবে। পুলিশ অফিসার, সোশাল ওয়ার্কার, হাসপাতালের কর্মী, নার্স, ডাক্তার, সাইকিয়াট্রিস্ট, এমনকি একজন পাদ্রী যে তাকে তার সাথে প্রার্থনা করতে বলেছিলো, সে তাদের সবাইকে তার কথা বোঝাতে চেষ্টা করেছিলো। পুলিশের গাড়ির পেছনের সিটে বসেছিলো সালান্ডার, উপসালার উত্তরে ওয়েনার-গৃন পার হওয়ার সময়ও তারা কোথায় যাচ্ছে জানতো না সে। তখনই বুঝতে পারলো যে কোনোকিছুই কাজ করে নি।

টেলিবোরিয়ানের কাছে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলো সে।

তার এই প্রচেষ্টার ফলাফল হয় যে ঐ রাতে সে তেরো বছর বয়সে পদার্পন করে, তাকে বিছানার সাথে বেঁধে রাখা হয়।

টেলিবোরিয়ান হলো সালান্ডারের দেখা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আর বিরক্তিকর মর্ষকামী ব্যক্তি, বুরম্যানকে সে এক্ষেত্রে অনেক দূরে রেখেছে। বুরম্যানের নিষ্ঠুরতা বলার অপেক্ষা রাখে না, তবে তাকে সে সামলাতে পারতো। অন্যদিকে টেলিবোরিয়ান অনেক ডকুমেন্ট, প্রাতিষ্ঠানিক সম্মান আর সাইকিয়াট্রিক হেন তেন–এসবের আড়ালে নিজেকে রক্ষা করে চলেছে। তার কোনো কাজকেই কেউ নিন্দা বা সমোলোচনা করতে পারে নি কখনো। চামড়ার বেল্ট দিয়ে অবাধ্য ছোট ছোট মেয়েদের সে বেঁধে রাখার অধিকার অর্জন করেছিলো।

প্রতিবার সালান্ডারকে শক্ত করে বাঁধতো আর তার কঠিন দৃষ্টি দেখতো সালান্ডার, তার পুলকটা অনুভব করতো সে, বুঝতে পারতো, আর সে যে বুঝতে পেরেছে এটাও লোকটা বুঝতো।

যে রাতে সালান্ডার তেরোতে পড়লো, সে সিদ্ধান্ত নিলো টেলিবোরিয়ান অথবা অন্যকোনো সাইকিয়াট্রিকের সাথে আর কোনো কথা বলবে না। এটা নিজের জন্য তার জন্মদিনের উপহার। তার প্রতিজ্ঞা রেখেছিলো সে। জানতো এতে করে টেলিবোরিয়ান আরো ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে রাতের পর রাত আরো শক্ত করে বেঁধে রাখবে। কিন্তু স্বেচ্ছায় এইটুকু মূল্য সে দিলো। আত্ম-নিয়ন্ত্রনের কথা ভাবলো সে।

আর কোনো চিল্লাবিল্লা করলো না, ঐদিন থেকে আর কোনো জিনিসপত্র ছুঁড়ে মারালো না সে।

তবে সে ডাক্তারের সাথে কথা বলতে অস্বীকার করেছিলো।

অথচ সে নার্স, রান্নাঘরের বুয়া এবং ঝাড়ুদারদের সাথে ভদ্রভাবে কথা বলে। এটা নোট করা হয়েছে। ক্যারোলিনা নামের এক বন্ধুবৎসল নার্সকে সালান্ডার বিশ্বাস করেছিলো, সে একদিন তার কাছে জানতে চায় সে কেন এমন আচরন করছে। সালান্ডার বিস্ময়ের চোখে তাকালো। ডাক্তারের সাথে তুমি কথা বলো না কেন? কারণ, তারা আমার কথা শোনে না।

এ'ব্যাপারে সে সচেতন ছিলো যে তার সব মন্তব্যই রেকর্ডে থকবে, তার এই নিরবতার একটা যৌক্তিক কারণ আছে এটাও ডকুমেন্টে থাকবে।

সেন্ট স্টেফানের শেষ বছরটাতে সালান্ডারকে বিচ্ছিন্ন সেলটাতে খুব কমই রাখা হয়েছিলো। মাঝে মাঝে সেখানে গেলেও তার কারণ ছিলো কোনো না কোনোভাবে ডঃ টেলিবোরিয়ানকে বিরক্ত করা, যখনই তার দিকে মনোযোগ দেয় লোকটা সে একাজটা করে। বারবার তার নিরবতা ভাঙ্গানোর চেষ্টা করেছে সে, জোর করে তার উপস্থিতি জানান দিতে চেয়েছে।

একটা সময় সালান্ডারকে এমন একটা সাইকিয়াট্রিক ওষুধ প্রেসক্রাইব করে যে এটার ফলে সালান্ডার নিঃশ্বাস নিতে বা চিন্তা করতে পারতো না, এটা ওর উদ্বিগ্নতাই বরং বাড়ালো। তখন থেকেই সে ওষুধ খেতে চাইতো না, যার ফল হিসেবে তাকে জোর করে তিনটা ট্যাবলেট খাইয়ে দেয়া হতো।

এতো শক্তভাবে সে প্রতিরোধ করতো যে স্টাফ তাকে ধরে জোর করে মুখ হা করে গলায় ঢুকিয়ে দিতো। প্রথমবার সালান্ডার তার মুখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে সাথে সাথে বমি করে দিয়েছিলো, তাই এরপর থেকে তাকে বেল্ট বাঁধা অবস্থায় ট্যাবলেট খাওয়ানো হতো, তাই সে মুখে আঙ্গুল না ঢুকিয়েই সেগুলো ছুঁড়ে মারতে শিখলো। তার এই তীব্র বাঁধা আর স্টাফদের বাড়তি চেষ্টা আর ওষুধ খাওয়ানোর ব্যাপারটা তার চিকিৎসায় কেমন যেন টানাপোড়েন তৈরি করেছিলো।

পনেরো বছর বয়সে পা দেয়া মাত্র কোন পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই তাকে স্টকহোমে আরো একবার এক আশ্রয়দাতার পরিবারে ফেরত পাঠানো হলো। একটা ধাক্কা খেলো সে এই পরিবর্তনে। সেই সময় টেলিবোরিয়ান সেন্ট স্টেফানের দায়িত্বে ছিলো না। সালান্ডার নিশ্চিত হলো এটাই তার মুক্তির প্রধান কারণ। এই সিদ্ধান্তের জন্য টেলিবোরিয়ান দায়ী, তবে তাকে এখনো বিচ্ছিন্ন সেলে বেল্ট দিয়ে বিছানায় বেঁধে রাখা হবে।

এখন সে তাকে টিভিতে দেখছে, ভাবছে লোকটা কি তাকে আবারো তার চিকিৎসা দেয়ার ব্যাপারে ফ্যান্টাসী করছে না কি। নাকি সে তাকে উদ্দিপিত করার জন্য বেশি বড় হয়ে গেছে। সালান্ডারকে কোনো প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা না দেয়ার

ব্যাপারে জেলা কোর্টের সিদ্ধান্তের যে উদাহরন দিয়েছে টেলিবোরিয়ান, তাতে ইন্টারভিউয়ার যেন নতুন উদ্যমে প্রশ্ন করতে শুরু করলো, দেখে যদিও মনে হচ্ছে না কি প্রশ্ন করতে হবে সে ব্যাপারে তার কোনো ধারণা আছে। সেন্ট স্টেফানের প্রাক্তন চিফ অফ স্টাফ মারা যাওয়ার পর থেকে টেলিবোরিয়ানের সাথে তর্ক করার মত কেউ নেই। জেলা কোর্টের যে বিচারক সালান্ডারের কেসটা পরিচালনা করেছিলো, এই নাটকে এখন ভিলেনের ভূমিকায় অংশ নিতে পারতো, সে অবসরে চলে গেছে এবং কোনো ধরনের মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে।

সেন্ট্রাল সুইডেনে ছাপা হওয়া একটা পত্রিকার অনলাইন এডিশনে সালান্ডার একটা চমকপ্রদ আর্টিকেল পড়লো, তিন তিনবার এটা পড়ে সে কম্পিউটার বন্ধ করে সিগারেট ধরালো। জানালার পাশের সিটটাতে বসে সে লক্ষ্যহীনভাবে বাইরের আলো দেখছে। "সে উভকামি"–তার এক বাল্যবন্ধু বলেছে, তিন খুনের সাথে জড়িত ছাব্বিশ বছরের এই মহিলা একজন অন্তর্মুখি গোঁয়ার, স্কুলে সবার সাথে মানিয়ে চলতে তার সমস্যা হতো। গ্রুপের সাথে মিশে যাবার অনেক চেষ্টা করেও তাকে বাইরের কেউ হিসেবেই থাকতে হয়েছে।

"নিজের লৈঙ্গিক পরিচিতি নিয়ে তার ভালোই সমস্যা ছিলো," সালান্ডারের অল্প কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর একজন জোহানা এটা জানিয়েছে।

"আগেই এটা পরিস্কার বোঝা গেছে যে সে সবার চেয়ে আলাদা এবং উভকামি। তার ব্যাপারে আমরা বেশ সাবধান ছিলাম।"

জোহানা মেয়েটার কিছু স্মৃতিময় ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে পুরো আর্টিকেল জুড়ে।

ভ্রু কুঁচকালো সালান্ডার। সালান্ডারের কোনো ঘটানা এমন কি জোহানা নামে তার কোনো ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর কথা মনে পড়লো না।

সত্যি বলতে কি সালান্ডারের কারো কথা মনে পড়ছে না যাকে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী বলা যায় কিংবা স্কুলের গ্রুপে কেউ তাকে টেনে নেয়ার চেষ্টা করেছে এমন কেউ।

আর্টিকেলে উল্লেখ করা নেই কখন ঘটনাটা ঘটেছে, তবে সে বারো বছর বয়সে স্কুল ছেড়েছে। তার মানে এই দাঁড়ায় যে তার শৈশবের বন্ধুরা অবশ্যই সালান্ডারের উভকামিতা আবিষ্কার করেছে যখন তার বয়স দশ কি এগারো।

গত সপ্তাহ জুড়ে প্রকাশিত হাস্যকর সব আর্টিকেলের মধ্যে জোহানার দেয়া উদৃতিটাই তাকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছে। এটাতো অবশ্যই অতিরঞ্জিত, হয় রিপোর্টার একটা মিথোম্যানিয়াক অথবা এটা তার বানানো একটা গল্প। রিপোর্টারের নামটা মনে করলো সে, তারপর ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য তালিকায় যোগ করলো।

এমন কি অনেক ইতিবাচক রিপোর্ট যেগুলোতে সমাজকে দায়ী করা হয়েছে, সেগুলোও এক নাম্বার গনশত্রু হিসেবে সালান্ডারের ভূমিকা হ্রাস করতে পারে নি।

জীবন সম্পর্কে এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন মনোযোগ দিয়ে পড়ে মানুষের জ্ঞানের

বিশাল এক ফাঁক খুঁজে পেলো সে। তার জীবনের খুঁটি-নাটি সবকিছু তে অবাধ বিচরন সত্ত্বেও মিডিয়া একেবারে মিস করে গেছে সেই "বাজে ঘটনা"টা, তার তেরোতম জন্মদিনের ঠিক আগে যেটা ঘটেছিলো। ছাপানো সংবাদগুলো কিন্ডারগার্টেন থেকে শুরু করে এগারো বছর বয়সসীমা পর্যন্ত, তারপর আবার পনেরো বছর বয়স থেকে যখন সে সাইকিয়াট্রিক সেন্টার থেকে মুক্তি পায়।

পুলিশের তদন্ত টিমের কেউ নিশ্চয়ই মিডিয়াতে এই তথ্যগুলো দিয়েছে, তবে কোনোভাবে সালান্ডার তাকে চেনে না, সোর্স তার "বাজে ঘটনা"টা ধামাচাপা দেবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পুলিশ যদি সহিংস আচরনের প্রতি সালান্ডারের আসক্তিটাকে বাড়িয়ে তুলে ধরতে চাইতো, তাহলে তার ফাইলে থাকা ঐ রিপোর্টটা সবচেয়ে আগে প্রকাশ করতো। সেন্ট স্টেফানে পাঠানোর বড় কারণ সেটাই ছিলো।

ইস্টার সানডের দিন পুলিশের তদন্তকাজ আরো মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো সালান্ডার। মিডিয়া থেকে পাওয়া সবগুলো তথ্য জোড়া লাগিয়ে সে টিমের সদস্যদের একটা ছবি দাঁড় করালো। প্রোসিকিউটর রিচার্ড একস্ট্রম হচ্ছে প্রাথমিক তদন্তকাজের প্রধান, প্রেস কনফারেন্সে সে'ই সাধারনত বক্তব্য রাখে। আসল তদন্ত চলছে ক্রিমিনাল ইন্সপেক্টর ইয়ান বাবলাস্কির নেতৃত্বে, আটোসাটো স্যুট পরা একজন স্থুলকায় ব্যক্তি প্রেসে একস্ট্রম কথা বলার সময় তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

কয়েকদিন পর সে সোনিয়া মোদিজিকে চিহ্নিত করে টিমের একমাত্র মহিলা গোয়েন্দা হিসেবে, বুরম্যানকে সে খুঁজে পেয়েছে। হ্যান্স ফাস্ট আর কার্ট অ্যান্ডার্সনের নামও নোট করে নিলো সে, তবে জার্কার হোমবার্গের নামটা সে মিস করে যায়. কারণ আর্টিকেলে তার নামটা উল্লেখ করা নেই। টিমের প্রত্যেকের নামে সে তার কম্পিউটারে ফাইল বানালো। তারপর ওগুলো তথ্য দিয়ে ভরে ফেলতে লাগলো।

সাধারনত, পুলিশী তদন্তের পদ্ধতিসংক্রান্ত সব তথ্য তদন্তকারি গোয়েন্দাদের ব্যবহারের জন্য কম্পিউটারে রাখা হয়, পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সার্ভারে ডাটাবেস জমা থাকে। পুলিশের ইন্টারনেট হ্যাক করা বেশ কঠিন হবে, এটা জানে সালান্ডার, তবে অসম্ভব কিছু হবে না। এর আগেও সে একাজ করেছে।

কয়েক বছর আগে আরমানস্কির জন্য একটা এসাইনমেন্টে কাজ করতে গিয়ে পুলিশ ইন্টারনেটের একটা কাঠামো বের করে এবং ক্রিমিনাল রেজিস্টারে ঢোকার জন্য হ্যাকিংয়ের সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখে। বাইরে থেকে ঢুকতে গিয়ে সে একবার ব্যর্থ হয়–পুলিশ ফায়ারওয়াল সবধরনের ফাঁদের জন্য এতোটাই সুদৃঢ় আর নিখুঁতভাবে তৈরি যে তাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে।

পুলিশের আভ্যন্তরীন নেটওয়ার্ক তাদের নিজস্ব তার দ্বারা খুবই অত্যাধুনিকভাবে ডিজাইন করা যা বাইরের সংযোগ এবং ইন্টারনেট থেকেও বিচ্ছিন্ন আর সুরক্ষিত। কাজেই তার যা দরকার তাহলো একজন পুলিশ অফিসারের সাহায্য

যার নেটওয়ার্কে প্রবেশের অধিকার আছে, অথবা কাছাকাছি সবচেয়ে ভালো উপায় হলো পুলিশ ইন্ট্রানেটকে বিশ্বাস করানো যে সে একজন অথোরাইজড ব্যক্তি। এক্ষেত্রে, সৌভাগ্যক্রমে পুলিশ সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞরা এখানে একটা বড় ফাঁক রেখে দিয়েছে। দেশের সব পুলিশ স্টেশনের মধ্যে এই নেটওয়ার্কের আপলিংক রয়েছে, কয়েকটা স্টেশনে লোকাল ইউনিট আছে যেগুলোতে রাতের বেলা কেউ কাজ করে না আর প্রায় সময়ই কোনো বার্গলার অ্যালার্ম বা নিরাপত্তা প্রহরী থাকে না। ভাস্তেরার বাইরে লাংভিক স্টেশন এরকম একটা জায়গা। ১,৪০০ ব.ফুটের একই ভবনে পাবলিক লাইব্রেরী এবং আঞ্চলিক সোশাল সিকিউরিটি অফিস অবস্থিত, দিনের বেলা এখানে তিনজন অফিসার কাজ করে।

সেবার সালান্ডার তার গবেষণা কাজের জন্য নেটওয়ার্ক হ্যাক করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে, তবে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো যে একটু সময় আর শক্তি ব্যয় করলে ভবিষ্যৎ গবেষনার জন্য এখানে অনুপ্রবেশ করাটা কঠিন হবে না। সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে সে লাংভিকের লাইব্রেরীতে গ্রীষ্মের সময়টা কাটিয়েছে। কাজের মাঝখানে বিরতিতে যাওয়ার আগে মাত্র দশ মিনিটে সে ঐ ভবনটার একটা নীলনক্সা করে ফেলে। ভবনে ঢোকার চাবি আছে তার কাছে, তবে অবশ্যই পুলিশের অফিসে ঢোকার জন্য নয়। সালান্ডার আবিষ্কার করেছিলো যে খুব একটা কষ্ট না করেই সে বাথরুমের জানালা দিয়ে বেয়ে তিন তলায় উঠতে পারবে যেটা গরমের সময় রাতে খুলে রাখা হয়। একটা ফ্রিল্যান্স সিকিউরিটি ফার্ম পুলিশ স্টেশনটা পাহারা দেয়, আর দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার রাতে মাত্র একবার এসে ঘুরে যায়, কি হাস্যকর ব্যাপার।

পুলিশ চিফের ডেস্ক ব্লটারের নিচে ইউজারনেম আর পাসওয়ার্ডটা পেতে তার পাঁচ মিনিট সময় লাগলো, নেটওয়ার্কের কাঠামো বুঝতে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বাইরে এক্সেসটা কিভাবে এবং কি ধরনের সেটা চিহ্নিত করতে একটা রাত কাটিয়ে দিলো। বোনাস হিসেবে সে দুটো স্থানীয় পুলিশ অফিসারের ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড পেয়ে গেলো। একজন হচ্ছে বত্রিশ বছর বয়সী মারিয়া অটোসন, সম্প্রতি আবেদনের মাধ্যমে সে স্টকহোম পুলিশের ফ্রড ডিভিশনের গোয়েন্দা হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছে। অটোসনের সম্পূর্ণ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রাইট পেলো সালান্ডার, তার ডেল পিসি ল্যাপটপটা সে ড্রয়ারে খোলা অবস্থায় রেখেছে। দারুন। ওটা নিয়ে সে অ্যাসফিক্সিয়া ১.০-র সিডিটা ঢুকালো, তার স্পাইওয়্যারের একদম প্রথম ভার্সন এটা। দুইটা লোকেশনে সফ্টওয়্যারটা ডাউনলোড করলো, মাইক্রোসফট ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের সক্রিয়, সমন্বিত অংশ হিসেবে আর অটোসনের এড্রেস বুকের ব্যাকআপ হিসেবে। সালান্ডার ভেবে দেখলো অটোসন যদি নতুন কোনো কম্পিউটারও কেনে, তার এড্রেস বুকে কপি করে সেটা স্টকহোমের ফ্রড ডিভিশনের কম্পিউটারে ট্রান্সফার করার সম্ভাবনা আছে, কয়েক

সপ্তাহ পরেই সেখানে দায়িত্ব পাওয়ার জন্য রিপোর্ট করা হয়েছে তাকে।

অফিসারদের ডেস্কটপ কম্পিউটারেও সফটওয়্যারটা ঢুকিয়ে এটা নিশ্চিত করলো যেন বাইরে থেকেও সে তাদের কম্পিউটারের তথ্য পেতে পারে, সহজ কথা তাদের আইডেন্টিটি চুরি করে ক্রিমিনাল রেজিস্টারে ঢুকে পড়তে পারে। তবে তাকে সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখতে হবে, পুলিশ সিকিউরিটি বিভাগের একটা অটোমেটিক অ্যালার্ম আছে যাতে কোনো লোকাল অফিসার ওয়ার্কিং আওয়ারের বাইরে নেটওয়ার্কে গেলে কিংবা মোডিফিকেশনের সংখ্য নাটকীয়হারে বেড়ে গেলে তা সংকেত দেয়। লোকাল পুলিশ যে তদন্তে সংশ্লিষ্ট নেই সে ব্যাপারে তথ্য নিতে গেলেও অ্যালার্মটা বেজে উঠবে।

পুলিশের আইটি নেটওয়ার্কের নিয়ন্ত্রন পেতে হ্যাকারদের অ্যাসোসিয়েট প্লেগের সাথে সে কাজ করেছে গত বছর। এটা খুব কঠিন বলে প্রতিয়মান হলে একপর্যায়ে তারা এই প্রোজেক্টটা বাদ দিয়ে দেয়, তবে এই সময়ের মধ্যে তারা প্রায় একশ পুলিশের আইডেন্টিটি যোগাড় করে ফেলেছে, কেউ চাইলে এগুলো ব্যবহারের জন্য দিতে পারে তারা।

পুলিশের ডাটা সিকিউরিটি বিভাগের প্রধানের কম্পিউটার হ্যাক করতে যখন সক্ষম হলো সালান্ডার, প্লেগের মোড় ঘুরে গেলো। লোকটা একজন সিভিল সার্ভিস ইকোনোমিস্ট, আইটির ব্যাপারে কোনোধরনের জ্ঞান রাখে না, তবে তার ল্যাপটপে তথ্যের ভান্ডার রয়েছে। সুতরাং সালান্ডার এবং প্লেগের সুযোগ আছে, হ্যাক করতে না পারলেও বিভিন্ন ভাইরাসের মাধ্যমে অন্ততপক্ষে সব ধ্বংস করে দিতে পারবে। তারা হ্যাকার, স্যাবোটেজকারি নয়। নেটওয়ার্কে প্রবেশ করতে চায় তারা, ধ্বংস করতে নয়।

লিস্টটা চেক করে দেখলো সালান্ডারের কাছে যাদের নাম আছে তারা কেউই তিন খুনের তদন্তের দায়িত্বে নেই-এটা আশা করাটা বেশি হয়ে যেত। তবে দেশব্যাপী সতর্কাবস্থা সম্পর্কে সে সহজেই জানতে পারলো এবং খুঁটিনাটি পড়লো আপডেটসহ। জানতে পারলো তাকে বেশ কয়েক জায়গায় দেখা গেছে এবং খোঁজ চালানো হয়েছে, আরো দেখলো সে দেখতে কেমন ধারণা দেয়ার জন্য একটা ইমেজ দিয়ে দেয়া হয়েছে সবখানে।

সালান্ডারের একটা সুবিধা হলো এই যে মিডিয়ার কাছে তার খুব বেশি ছবি নেই। চার বছর আগের একটা পাসপোর্ট ছবি যা তার ড্রাইভিং লাইসেন্সে ব্যবহার করা হয়েছে, আর একটা আঠারো বছর বয়সে পুলিশ রেকর্ডের জন্য তোলা ছবি যার সাথে তার বর্তমান চেহারার কোনো মিল নেই, বারো বছর বয়সে স্কুলে একটা ফিল্ড ট্রিপে তোলা ঝাপসা একটা ছবি যেখানে সে অন্যদের চেয়ে একটু দূরে বসে আছে।

তিন খুনের শিকার ব্যক্তিদের প্রোফাইল সে মনোযোগ দিয়ে পড়লো। মঙ্গলবার

সব মিডিয়া অকুল সাগরে ভাসতে লাগলো, কোনো নতুন সংবাদ বা সালান্ডারকে ধরার ব্যাপারে নাটকীয় ঘটনা না ঘটায় তারা খুনের শিকারদের উপর মনোযোগ দিলো। একটা সান্ধ্য পত্রিকায় ড্যাগ সিভেনসন, মিয়া জোহানসন আর নিল বুরম্যানের উপর লম্বা আর্টিকেল ছাপা হয়েছে।

নিল বুরম্যানকে একজন সম্মানিত আর সামাজিক কর্মকান্ডে জড়িত আইনজীবি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে যে কি না গৃনপিসের সাথে জড়িত এবং তরুণদের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ। বুরম্যানের বিল্ডিংএই অফিস এমন এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী ইয়ান হাকানসনের উপর একটা কলাম লেখা হয়েছে। অসহায় মানুষের জন্য লড়াই করা বুরম্যানের ইমেজটা সে আরো জোরদার করেছে। একটা গার্জেনশিপ এজেন্সির কর্মচারী বুরম্যানকে তার দস্তকের প্রতি বেশ দায়িত্ববান বলে বর্ননা করেছে।

ঐদিন প্রথমবারের মত সালান্ডার টোল পড়া হাসি হাসলো।

এই নাটকের মহিলা শিকার জোহানসন মিডিয়াতে ব্যাপক আগ্রহের জন্ম দিয়েছে। তাকে খুবই চমৎকার এবং সাংঘাতিক মেধাবী তরুণী বলে বর্ননা করা হয়েছে, ইতিমধ্যেই তার কৃতিত্বের রেকর্ড বেশ কৌতুহলোদ্দীপক এবং তার সামনে সমৃদ্ধ ক্যারিয়ার অপেক্ষা করছিলো। বেদনাহত বন্ধু-বান্ধব, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী আর একজন শিক্ষক তার ব্যাপারে মন্তব্য করেছে, তারা সবাই প্রশ্ন করেছে "কেন?" ছবিতে দেখা যাচ্ছে এন্সকেডের অ্যাপার্টমেন্টের প্রবেশদ্বারের বাইরে ফুল আর মোমাবাতি জ্বালানো।

তুলনামূলকভাবে সিভেনসনের জন্য একটু কমজায়গা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তাকে একজন তুখোড়, অকুতোভয় রিপোর্টার বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

একটু বিস্ময়ের সাথে সালান্ডার লক্ষ্য করলো যে ইস্টার সানডের আগে কেউ এটা জানতোই না যে সে *মিলেনিয়াম* ম্যাগাজিনের জন্য একটা বিশাল রিপোর্ট তৈরি করছিলো।

আফদোনব্লাদেতে দেয়া বিবৃতি পড়েনি সালান্ডার, গত মঙ্গলবার যখন টিভি নিউজে এটা উল্লেখ করা হলো তখনই সে বুঝতে পারলো যে ব্লমকোভিস্ট উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে বিভ্রান্তিকন তথ্য দিচ্ছে। সে দাবী করেছে যে সিভেনসন কম্পিউটার সিকিউরিটি আবার অবৈধ হ্যাকিংয়ের উপর রিপোর্ট লিখছিলো।

ভ্রু কুঁচকালো সালান্ডার। ও জানে এটা মিথ্যে, ভাবছিলো *মিলেনিয়াম* কি খেলা খেলছে। তারপর ম্যাসেজটা বুঝতে পেরে সে ঐদিন দ্বিতীয়বারের মত তার টোল পড়া গালে হাসলো। হল্যান্ডের সার্ভারে সংযোগ নিয়ে সে মিকব্লম/ল্যাপটপ আইকনে ক্লিক করলো। ডেস্কটপের মাঝখানে (টু স্যালি) ফোল্ডারটা স্পষ্ট দেখতে পেলো। ডাবল ক্লিক করে সে ওটা পড়ে দেখলো।

অনেকক্ষণ সে ব্লমকোভিস্টের চিঠিটার দিকে তাকিয়ে রইলো। তার মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভর করলো। এতোক্ষণ পর্যন্ত সুইডেনের বাকি সবাইকে তার বিরুদ্ধে

পেয়েছে, সহজ একটা সমীকরনের মত তা স্বচ্ছ আর পরিস্কার। কিন্তু এখন হঠাৎ তার একজন মিত্র হাজির হয়েছে, একজন সম্ভাব্য মিত্র যে এই বিশ্বাস করার দাবী করছে যে সালান্ডার নির্দোষ। আর এই লোকটাই হলো সুইডেনের একমাত্র পুরুষ যাকে সে আর কখনো কোনো অবস্থাতেই দেখতে চায় না। দীর্ঘশ্বাস ফেললো সালান্ডার। সবসময়ের মতোই ব্লমকোভিস্ট একজন মঙ্গলাকাঙ্খী ব্যক্তি। দশ বছর বয়স থেকেই সালান্ডার নির্দোষ নেই। নির্দোষিতা বলে কিছু নেই। যত যাই হোক, বিভিন্ন মাত্রার দায়িত্ব থাকে। বুরম্যানকে মরতে হয়েছে কারণ সে সালান্ডারের নিয়মানুযায়ী কাজ করে নি তাই। তাকে অনেক সুযোগ দেয়া হয়েছে, অথচ তারপরও সে কিছু পাতি রংবাজকে ভাড়া করেছে ওর ক্ষতি করার জন্য। এটা তার দায়িত্ব নয়।

তবে ক্যাল ব্লমকোভিস্টের অন্তর্ভূক্তিটাকে ছোট করে দেখার কিছু নেই। তাকে কাজে লাগবে।

ধাঁধাঁ সমাধানে সে ওস্তাদ, তার মত একগুঁয়েও কেউ নেই। হেডেস্টাডেই তার প্রমান পেয়েছে সালান্ডার। কোনোকিছুতে যখন সে মাথা গলায়, সেটা এমনি এমনি ছেড়ে দেয় না। আসলেই লোকটা গোঁয়ার। তবে সে এমন জায়গায় যেতে পারে যেখানে সালান্ডার যেতে পারবে না। দেশের বাইরে নিরাপদে কেটে পড়ার আগে পর্যন্ত তাকে কাজে লাগানো যাবে। আর জলদিই সালান্ডারকে এটা করতে হবে।

তবে দুর্ভাগ্য যে ব্লমকোভিস্টকে নিয়ন্ত্রন করা যায় না। কোনো কাজ করার ব্যাপারে তার নিজস্ব একটা যুক্তি থাকতে হবে। একইসাথে নৈতিক কারণও থাকতে হবে।

অন্যভাবে বলতে গেলে, তাকে বোঝা যায়। একটু ভেবে সালান্ডার নতুন একটা ডকুমেন্ট তৈরি করলো (টু ব্লমকোভিস্ট) এবং একটা শব্দ লিখলো।

জালা।

এতে করে সে কিছু একটা চিন্তাভাবনা করতে পারবে।

তখনো সে বসে বসে চিন্তা করছিলো, আর সেসময় দেখলো ব্লমকোভিস্ট কম্পিউটারে ঢুকেছে। একটু পরই তার জবাবটা এলো :

লিসবেথ, তুমি বেশ যন্ত্রনাদায়ক মানুষ। জালা কে? সে কি কোনো যোগসূত্র? তুমি কি জান কারা ড্যাগ আর মিয়াকে খুন করেছে? জেনে থাকলে আমাকে জানাও যাতে এই ধাঁধাঁ সমাধান করে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারি। মিকাইল।

আচ্ছা, এখন সময় তাকে বর্শিতে আটকানো।

আরেকটা ডকুমেন্ট তৈরি করে নাম দিলো (ক্যাল ব্লমকোভিস্ট)। ও জানে এতে সে বিরক্ত হবে। তারপর একটা সংক্ষিপ্ত ম্যাসেজ লিখলো তুমিতো সাংবাদিক, তাকে খুঁজে বের কর।

যা ভেবেছিলো, সাথে সাথে সে কারণ জানতে চাইলো আর তার অনুভূতি নিয়ে

খেলতে চেষ্টা করলো। হেসে ব্লমকোভিস্টের হার্ড ড্রাইভের কানেকশন বন্ধ করে দিলো।

সালান্ডার এখন বিভিন্ন জায়গায় ঢুঁ মারছে, আরমানস্কির হার্ড ড্রাইভে গেলো। ইস্টারের পরদিন তার উপর লেখা রিপোর্টটা পড়লো সে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না কাকে উদ্দেশ্য করে রিপোর্টটা লেখা হয়েছে। তবে ধারণা করলো এর সবচেয়ে যৌক্তিক ব্যাখ্যা হলো আরমানস্কি তাকে খুঁজে বের করার জন্য পুলিশের সাথে কাজ করছে।

আরমানস্কির ই-মেইল পড়ে দেখলো সে, তবে তেমন কিছু পেলো না। সে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে যাবে, ঠিক তখুনি টেকনিক্যাল চিফের কাছে দেয়া একটা ম্যাসেজে তার চোখ আটকালো। সিকিউরিটির জন্য তার অফিসে গোপন সার্ভিলেন্স ক্যামেরা স্থাপনের জন্য নির্দেশনামা। *বিঙ্গো।*

তারিখটা দেখলো সে, দেখলো সে আরমানস্কির ওখানে দেখা করতে যাওয়ার এক ঘণ্টা পরে ম্যাসেজটা দেয়া হয়েছে।

তার মানে আরমানস্কির অফিসে আবার যেতে হলে তাকে অটোমেটিক সার্ভিলেন্স রুটিনের সাথে সমন্বয় করে নিতে হবে।

অধ্যায় ২২

মঙ্গলবার, মার্চ ২৯–রবিবার, এপ্রিল ৩

মঙ্গলবার সকালে সালান্ডার পুলিশ ক্রিমিনাল রেজিস্টারে ঢুকে আলেক্সান্ডার জালাচেঙ্কোর উপর খোঁজ করলো। সে তালিকায় নেই; এটা অবাক করার কিছু না, সালান্ডার যতদূর জানে সুইডেনে সে কোনো অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হয় নি, এমন কি জাতীয়ভাবে কোনো ডাটাবেসেও নেই সে।

ক্রিমিনাল রেজিস্টারে ঢোকার সময় সে সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডগলাস স্কিডের আইডেন্টিটি ব্যবহার করেছিলো। হঠাৎ কম্পিউটারে শব্দসহ মেনু টুলবারে একট আইকন সংকেত দিতে থাকলে বুকটা ধ্বক করে উঠলো তার, কেউ একজন আইসিকিউ চ্যাট প্রোগ্রামে তাকে খুঁজছে।

প্রথমে সে প্লাগটা খুলে বন্ধ করে দিতে চাইছিলো। পরে একটু ভেবে দেখলো স্কিডের কম্পিউটারে আইসিকিউ প্রোগ্রাম নেই, খুব কম পুরনো মেশিনে তা আছে।

এর মানে কেউ খুঁজছে তাকে। এরকম খুব বেশি কেউ নেই। আইসিকিউতে ক্লিক করে সে নামটা লিখলো একটু ইতস্তত করছে সালান্ডার। প্রথমে ব্লমকোভিস্ট, তারপর প্লেগ। সব মানুষ তাকে উদ্ধার করতে আসা থামাবে না? প্লেগের সমস্যাটা হলো সে ৩৫০ পাউন্ড ওজনের একটা বিচ্ছিন্ন প্রাণী যে শুধুমাত্র ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে আর সামাজিক দক্ষতার ক্ষেত্রে সালান্ডারকে অদ্ভুতকিছু গন্য করে। জবাব না দেয়াতে প্লেগ আরেকটা লাইন লিখে : আইসিকিউ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সালান্ডার সোফায় বসে একটু ভাবলো। দশ মিনিট পর সে প্লেগের হটমেইলে একটা ইমেল করলো।

প্রোসিকিউটর রিচার্ড একস্ট্রম, প্রাথমিক তদন্তের প্রধান, ট্যাবিতে বাস করে। বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জনক, বাড়িতে ব্রডব্যান্ড কানেকশন আছে। তার ল্যাপটপ কম্পিউটারে এক্সেস দরকার। রিয়েল টাইমে তার সম্পর্কে পড়তে চাই। মিরর হার্ডড্রাইভসহ হস্টাইল টেকওভার করো।

সালান্ডার জানে প্লেগ নিজেও তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে খুব কম বের হয়, কাজেই ও আশা করছে ফিল্ডওয়ার্কের জন্য প্লেগ নিশ্চয়ই কিছু টিনেজার ছেলেমেয়ে তৈরি করেছে। ম্যাসেজটা সাইন করার কোনো প্রয়োজন নেই। পনেরো মিনেট পর সে জবাব পেলো।

তুমি কত টাকা পে কর?

তোমার একাউন্টে ১০,০০০+খরচ আর ৫,০০০ টাকা তোমার অ্যাসিস্ট্যান্টের জন্য।

আমি সাথে আছি।

বৃহস্পতিবার সকালে প্লেগের কাছ থেকে এফটিপি নম্বরসহ একটা ই-মেইল পেয়ে সালান্ডার অবাক হলো। দুই সপ্তাহের আগে কোনো ফলাফল আশা করে নি সে। প্লেগের এতো দারুন একটা প্রোগ্রাম আর বিশেষভাবে ডিজাইন করা হার্ডওয়্যার থাকা সত্ত্বেও একস্ট্রমের কম্পিউটারের হস্টাইল টেকওভার করাটা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার, একটা সাধারন সফটওয়্যার তৈরির আগ পর্যন্ত এর জন্য দরকার পরে একসাথে কোনো কম্পিউটার থেকে এক কিলোবাইট করে তথ্য বের করা। কত দ্রুত এটা করা যাবে তা নির্ভর করে একস্ট্রম তার কম্পিউটার কতটা ব্যবহার করে তার উপর, তারপর আরো কয়েকদিন লাগে মিরর হার্ডড্রাইভে তথ্যগুলো ট্রান্সফার করতে। আটচল্লিশ ঘণ্টায় করা কোনো ব্যতিক্রমধর্মী কিছু না হলেও তাত্ত্বিকভাবে এটা অসম্ভব। সালান্ডার মুগ্ধ হলো। সালান্ডার তার আইসিকিউটা চালু করলো : একটু ভেবে প্লেগের একাউন্টে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ৩০,০০০ ক্রোনার পাঠালো। অনেক টাকা দিয়ে তাকে ভয় পাইয়ে দিতে চায় না। তারপর সে চেয়ারে আরাম করে বসে একস্ট্রমের ল্যাপটপ ওপেন করলো।

এক ঘন্টার মধ্যে ইন্সপেক্টর বাবলাস্কির পাঠানো সবগুলো রিপোর্ট পড়লো সে। সালান্ডারের সন্দেহ হলো এই ধরনের রিপোর্ট টেকনিক্যালি পুলিশ হেডকোয়ার্টারের বাইরে যাওয়ার কথা না। এর মানে এই প্রমানিত হয় যে আহাম্মক কর্মচারীদের জন্য কোনো সিকুরিটি সিস্টেম মানানসই না। একস্ট্রমের কম্পিউটারের মাধ্যমে সে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেলো।

প্রথমত, আরমানস্কি তার দু'জন কর্মীকে বিনা পয়সায় বাবলাস্কির তদন্ত টিমে যুক্ত করেছে, তার মানে মিল্টন সিকিউরিটি তার বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযানে স্পন্সর করছে। তাদের এসাইনমেন্ট হচ্ছে যেভাবেই হোক সালান্ডারকে গ্রেফতার করতে সহযোগিতা করা। অনেক ধন্যবাদ, আরমানস্কি। আমার মনে থাকবে। কর্মীদের নাম দেখে ভ্রূ কুঁচকালো সালান্ডার। বোমানকে সে বেশ চমৎকার মানুষ মনে করে, তার প্রতি আচরনও ভলো ছিলো লোকটার। হেডস্ট্রম হলো একটা দুর্নীতিবাজ যে মিল্টন সিকিউরিটির নাম ভাঙ্গিয়ে একটা কোম্পানির ক্লায়েন্টের সাথে প্রতারনা করেছে।

সালান্ডারের নৈতিকতাও সিলেকটিভ। কোনো কোম্পানির গ্রাহকের সাথে প্রতারনা করার বিরুদ্ধে নয় সে—তবে সে যদি গোপনীয়তা রক্ষা করবে এই চুক্তি করে কোনো চাকরিতে ঢুকে—কখনোই সে ঐ শর্ত ভাঙবে না।

সালান্ডার জানতে পারলো যে লোকটা মিডিয়াতে তথ্য ফাঁস করেছে সে হলো একস্ট্রম নিজেই। একটা ই-মেইল থেকে এটা প্রমানিত হলো যে সালান্ডারের সাইকিয়াট্রিক রিপোর্ট এবং মিরিয়াম উর সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে এক প্রশ্নের জবাবে সে এসব তথ্য জানিয়ে দেয়।

তৃতীয় উল্লেখযোগ্য তথ্যটা হচ্ছে বাবলাস্কির টিম কোথায় সালান্ডারকে খুঁজে পেতে পারে সে ব্যাপারে কোনো ধারনাই নেই। কি কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে আর কোন কোন ঠিকানায় নজরদারি দেয়া হয়েছে সেগুলো খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ে দেখলো সালান্ডার। ছোট্ট একটা তালিকা, লুন্ডাগাটান, ব্লমকোভিস্টের ঠিকানা এবং সেন্ট এরিকসনে মিরিয়াম উর পুরনো ঠিকানায় আর ক্যাভারনে, যেখানে ওদের দুজনকে একসাথে দেখা গেছে। যত্তসব, মিম্মিকে আমি কেন জড়াতে গেলাম? কি ভুলটাই না করেছি।

শুক্রবার দিন একস্ট্রমের গবেষকরা এভিল ফিঙ্গার্সের সাথে তার লিঙ্ক খুঁজে পেয়েছে। সে অনুমান করলো তার মানে আরো ঠিকানায় গেছে তারা। ভ্রু কুঁচকালো সে। এই গ্রুপের মেয়েগুলো তাহলে তাদের ফ্রেন্ড সার্কেল থেকে উধাও হয়ে যাবে, যদিও সুইডেনে ফেরার পর থেকে ওদের সাথে সালান্ডারের আর কোনো যোগাযোগ হয় নি।

এসব নিয়ে সে যতই ভাবছে ততোই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। মিডিয়ার কাছে একস্ট্রম সব তথ্য ফাঁস করে দিচ্ছে। তার উদ্দেশ্য পরিষ্কার। সে প্রচারনা চালাচ্ছে এবং সালান্ডারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের জন্য পটভূমি নির্মান করছে।

কিন্তু সে ১৯৯১ সালের পর থেকে কোনো পুলিশ রিপোর্ট ফাঁস করে নি কেন, যার কারনে সালান্ডারকে সেন্ট স্টেফানে বন্দী থাকতে হয়েছে? ঐ কাহিনীটা কেন গোপন রাখা হলো?

আবারো একস্ট্রমের কম্পিউটারে ঢুকে তার ডকুমেন্টগুলো দেখলো সে। দেখা শেষ করে সিগারেট ধরালো। তার কম্পিউটারে ১৯৯১এর ঘটনার কোনো রেফারেন্সই নেই, ব্যাপারটা অদ্ভুত, তবে এর একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে যে সে পুলিশ রিপোর্টটা সম্পর্কে জানে না।

একমুহূর্তের জন্য হতবিহ্বল হয়ে গেলো সে। তারপর তার ল্যাপটপটার দিকে তাকালো। এই জিনিসটাতে ক্যাল ব্লমকোভিস্ট তার নাক গলাতে পারে, তাই সে কম্পিউটারটা রিবুটেড করে ব্লমকোভিস্টের হার্ডড্রাইভে প্রবেশ করলো এবং একটা ফাইল তৈরি করলো (এমবি২)।

প্রোসিকিউটর ই. মিডিয়ার কাছে তথ্য ফাঁস করছে। তাকে জিজ্ঞেস কর কেন সে পুরনো পুলিশ রিপোর্টটা ফাঁস করছে না।

এটুকুই তার জন্য যথেষ্ঠ। সালান্ডার ধৈর্য ধরে বসে অপেক্ষা করার দুই ঘণ্টা পরে ব্লমকোভিস্টকে অনলাইনে পেলো। ই-মেইলগুলো পড়ার আরো পনেরো মিনিট পরে সালান্ডারের ডকুমেন্টটা লক্ষ্য করলো সে। পাঁচ মিনিট পর সে জবাব দিলো (ক্রিপটিক) নামে। সে ওটার কাছ দিয়েও না গিয়ে তাকে জোরাজুরি করলো তার বন্ধুদের কে খুন করেছে তা জানানোর জন্য।

সালান্ডার বুঝতে পারলো এটা একটা প্রস্তাবনা। একটু নরম হয়ে সে জবাব দিলো (ক্রিপটিক ২)।

যদি আমি খুন করি তাহলে কি করবে তুমি?

এটা একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন। ব্লমকোভিস্ট জবাব দিলো (ক্রিপটিক ৩)। এতে সালান্ডার একটু নড়চড়ে বসলো।

লিসবেথ, এটা যদি সত্যি হয় যে তুমি আসলেই চূড়ান্ত অবস্থায় চলে গেছ, তবে তুমি ডঃ পিটার টেলিবোরিয়ানের সাহায্য নিতে পার। তবে আমার বিশ্বাস হয় না তুমি ড্যাগ আর মিয়াকে খুন করেছ। আমি আশা করি এবং প্রার্থনা করি যে আমিই ঠিক।

ড্যাগ আর মিয়া সেক্স ট্রেডের ব্যাপারটা তুলে ধরতে যাচ্ছিলো। আমার ধারণা এটাই খুনের কারণ হতে পারে। তবে আমার কিছু করার নেই।

আমি জানি না কি সমস্যা হয়েছে আমাদের মাঝে, তবে তুমি আর আমি একসময় বন্ধু ছিলাম। আমি বলেছিলাম যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে দুটো জিনিসের উপর–সম্মান আর আস্থা। এমন কি তুমি যদি আমাকে পছন্দ নাও কর তুমি এখনো আমার উপর নির্ভর করতে পার। তোমার গোপন বিষয় আমি কাউকে বলি নি, এমন কি ওয়েনারস্ট্রমের বিলিয়ন ক্রোনার কি হয়েছে তাও বলি নি। আমাকে বিশ্বাস কর। তোমার শত্রু নই আমি। এম

প্রথমে টেলিবোরিয়ানের রেফারেন্সটা তাকে আতঙ্কিত করে তুললেও পরে সে উপলব্ধি করলো ব্লমকোভিস্ট তার সাথে কোনো লড়াই শুরু করতে যাচ্ছে না। টেলিবোরিয়ান কে সে ব্যাপারে কোনো ধারনাই নেই তার, হয়তো তাকে টিভিতেই দেখেছে শুধু, সেখানে সে একজন দায়িত্ববান আর আন্তর্জাতিকভাবে সম্মানিত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

তবে সত্যি সত্যি যেটা তাকে নাড়া দিয়েছে তা হলো ওয়েনারস্ট্রমের বিলিয়ন টাকার রেফারেন্স। কেভাবে সে তথ্যটা জানতে পারলো সেব্যাপারে তার কোনো ধারণাই নেই। সে পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলো যে তার কোনোরকম ভুল হয় নি এবং পৃথিবীর কেউ এটা জানতে পারবে না।

কয়েকবার সে চিঠিটা পড়ে দেখলো।

বন্ধুত্বের রেফারেন্সটাও তাকে অস্বস্তি দিলো। কিভাবে এর জবাব দিবে বুঝতে পারছে না সে।

একটু পর সে লিখলো (ক্রিপটিক ৪)।

আমি চিন্তা করে দেখবো।

সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে সে তার চেয়ারে গিয়ে বসলো।

সালান্ডারের খাবার-দাবার শেষ হয়ে গেছে, বিলিস প্যান পিজ্জা, পাউরুটি আর পনিরের রিন্ড–সবই সাবার হয়ে গেছে। গত তিন দিন ধরে ইন্সট্যান্ট ওটের

প্যাকেটের উপর টিকে আছে সে, আরো বেশি পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার অস্পষ্ট ধারণা থেকে ঝোঁকের মাথায় ওগুলো কিনেছিলো। সে আবিষ্কার করেছে যে আধা কাপ ওটের সাথে কয়েকটা আঙ্গুর এবং এক কাপ পানির সংমিশ্রনে মাইক্রোওয়েভে বেশ ভালো একটা গরম সেরেয়াল খাবার তৈরি হয়।

শুধুমাত্র খাদ্যের অভাবে যে সে বাইরে যাচ্ছে তা না। একজনকে খুঁজতে হবে তার। দুর্ভাগ্যবশত অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে নিজেকে লুকিয়ে রেখে এটা করা সম্ভব না। ওয়ার্ডরোবে গিয়ে সে ব্লন্ড উইগ আর আইরিন নেসারের পাসপোর্টটা নিলো।

বাস্তবেই ঐ নেসার নামের মহিলার অস্তিত্ব আছে। সে দেখতে সালান্ডারের মতোই এবং তিন বছর আগে তার পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে। প্লেগের কল্যানে এটা সালান্ডারের কাছে সেছে, ধন্যবাদ প্লেগ, আর গত আঠারো মাস ধরে সে যখনই প্রয়োজন হয় নেসারের পরিচয় ব্যবহার করে থাকে।

ভ্রু থেকে রিংটা খুলে ফেলে সালান্ডার বাথরুমের আয়নায় মেকআপ নিলো। তারপর কালো জিন্স, হলুদ বর্ডার দেয়া বাদামি রঙের গরম সোয়েটার আর হিলযুক্ত বুট পরে নিলো। ইলেক্ট্রিক শক দেবার টেসারটা খুঁজে নিলো সে, গত এক বছরে যেটা ধরে দেখে নি, চার্জে দিলো ওটা। কাঁধের ব্যাগে কিছু কাপড়-চোপড় নিয়ে নিলো চেঞ্জ করার জন্য। শুক্রবার রাত ১১:০০টায়, হত্যাকাণ্ডের ঘটনার নয়দিন পরে সালান্ডার মোসাবেকের অ্যাপার্টমেন্ট ছাড়লো।

হর্নসগাটানের ম্যাকডোনাল্ডসে গেলো সে। স্লাসেন অথবা মেডবোরগারপ্লাস্টেনের ম্যাকডোনাল্ডস ছেড়ে মিল্টন সিকিউরিটির প্রাক্তন সহকর্মীরা তাকে ধরার জন্য এখানে আসার সম্ভাবনা খুব কম। একটা বড় ম্যাক খেয়ে সে কোক নিলো।

সেন্ট এরিক্সপ্লানের ভাস্টার্ব্রনের পথে ৪ নাম্বার বাস ধরলো। মাঝরাতের পরপর সে ওডেনপ্লানে বুরম্যানের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলো। সে আশা করে নি অ্যাপার্টমেন্টে এখন কোনো নজরদারি আছে, তবে একই তলার একটা বাসায় সে আলো জ্বলতে দেখলো, তাই ভানাডিসপ্লানের দিকে হেটে গেলো। এক ঘণ্টা পরে ফিরে এসে আলোটা দেখলো না সে।

সিঁড়ি ঘরের আলো না জ্বালিয়ে পা টিপে টিপে সে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো। একটা স্ট্যানলি ছুড়ি দিয়ে সে পুলিশের টেপটা কেটে ফেলে যেটা দিয়ে অ্যাপার্টমেন্টটা সিল করে রেখেছিলো। কোনো শব্দ না করে দরজাটা খুললো।

হলের বাতিটা জ্বাললো কারন এটা বাইরে থেকে দেখা যায় না, তারপর একটা পেন টর্চ দিয়ে দেখে দেখে বেডরুমে গেলো। আলো ফেলে রক্তমাখা বিছানাটা দেখলো। তার মনে পড়লো এই বিছানায় সে মৃত্যুর প্রায় কাছাকাছি চলে গিয়েছিলো, হঠাৎ তার খুব পরিতৃপ্তি লাগলো যে বুরম্যান চিরতরে তার জীবন থেকে চলে গেছে।

অপরাধস্থলে আসার কারণ হলো সে দুটো তথ্য জানতে চায়। প্রথমত, সে বুরম্যান আর জালার মধ্যে যোগসূত্রটা বুঝতে পারছে না। কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে এটা নিশ্চিত, তবে বুরম্যানের কম্পিউটারে এরকম কিছু খুঁজে পায় নি সে।

দ্বিতীয়ত আরেকটা বিষয়ে অসংলগ্নতা কুরে কুরে খাচ্ছে তাকে। কয়েকসপ্তাহ আগে রাতের বেলা এখানে এসে তার উপর গার্জেনশিপ এজেন্সির সবকিছু যে ফাইল বক্সে রাখতো তার বাইরে বুরম্যান কিছু ডকুমেন্ট রেখেছে এটা লক্ষ্য করেছে সে। তাতে সালান্ডারের মানসিক অবস্থার উপর সংক্ষিপ্ত কিছু বর্ননাসম্বলিত কাগজপত্র সে দেখতে পায় নি, এই কাগজগুলোর আর কোনো প্রয়োজন ছিলো না বুরম্যানের। সম্ভববত সে ওগুলো পরিষ্কার করে ফেলে দিয়েছিলো। অথছ কোনো আইনজীবি কখনো তার অসম্পূর্ন কেসের কাগজপত্র ফেলে দেয় না। তার সম্পর্কিত ডকুমেন্টগুলো একসময় ছিলো, কিন্তু সে ওগুলো কোথাও খুঁজে পায় নি, তার ডেস্ক কিংবা কাছাকাছি অন্য কোথাও।

তার কেসের সাথে সম্পর্কিত ফাইলগুলো পুলিশ সরিয়ে ফেলেছে দেখলো সে, সাথে অন্য আরো কিছু। আরো দুই ঘণ্টা সে অ্যাপার্টমেন্টের প্রতিটা ইঞ্চি খুঁজে দেখলো যে পুলিশ কিছু মিস করলো কি না, তবে শেষপর্যন্ত বুঝলো তারা কিছুই মিস করে নি।

রান্নাঘরে একটা ড্রয়ারে অনেকগুলো চাবি পেলো সে, গাড়ির চাবি, ভবনের সাধারন চাবি আর একটা প্যাডলকের। আস্তে আস্তে সে মাচার ছাদে উঠলো, সেখানে সবগুলো প্যাডলকে চেষ্টা করে বুরম্যানের স্টোরেজ খুঁজে পেলো। এটার ভেতরে কিছু ফার্নিচার, একটা পুরনো কাপড়-চোপড় ভর্তি ওয়ার্ডরোব, স্কি, গাড়ির ব্যাটারি, বইভর্তি কার্ডবোর্ড বক্স আর বাতিল মালামাল। আগ্রহ সৃষ্টিকারি কিছু পেলো না সে, তাই নিচে নেমে সাধারন চাবিটা দিয়ে গ্যারেজে ঢুকলো। মার্সিডিজটা খুঁজলো, কিন্তু এতো কম সময়ে সে কিছুই খুঁজে পেলো না।

বুরম্যানের অফিসে যাওয়ার প্রযোজন মনে করলো না সালান্ডার। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই ওখানে গিয়েছে সে, আগেরবার অ্যাপার্টমেন্টে যখন এসেছিলো সেসময়। গত দুই বছরে সে খুব কমই এটা ব্যবহার করেছে জানে সালান্ডার।

বুরম্যানের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে সে লিভিংরুমের সোফায় বসে একটু ভাবলো। একটু পরে উঠে কিচেনের ড্রয়ারের কাছে ফিরে গেলো। একটা একটা করে চাবিগুলো দেখতে লাগলো সে। একটা সেট সামনের গেটের আর ডেডবোল্ট লকের, তবে আরেকটা চাবি বেশ পুরনো আর মরচে ধরা। ভ্রু কুঁচকালো সালান্ডার, তারপর রান্নাঘরের কাউন্টারের উপরে একটা শেল্ফের দিকে তাকালো। বুরম্যান ওখানে তার ভেষজ বাগানের জন্য বিশটা বীজের প্যাকেট রেখেছে। তার একটা সামার কেবিন আছে, কিংবা অন্যকোথাও কোনো জায়গা আছে। এটা আমি জানি না।

একটু পরে একটা ছয় বছরের পুরনো রিসিটের দিকে চোখ পড়লো ওর, বুরম্যানের একাউন্ট বইয়ে দেখা যাচ্ছে সে ড্রাইভওয়ের জন্য টাকা ব্যয় করেছে। আরেকটু পর দেখতে পেলো একটা ইনস্যুরেন্স পলিসি, মেরিফ্রেডের বাইরে স্টলারহোমেনে একটা সম্পত্তির জন্য।

ভোর ৫:০০টায় সে সেভেন-ইলেভেনে থামলো, হাত ভর্তি করে বিলিস প্যান পিজ্জা, কিছু দুধ, রুটি, পনির আর স্ট্যাপল কিনলো। একটা সকালের পত্রিকাও নিলো, শিরোনামটা তাকে আকৃষ্ট করলো। ওয়ান্টেড মহিলা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে?

এই পত্রিকাটা কেন জানি তার নাম উল্লেখ করে নি। তাকে '২৬ বছর বয়সী এক মহিলা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একটা আর্টিকেলে বলা হয়েছে যে পুলিশের সোর্স দাবী করেছে সে বিদেশে পালিয়ে গেছে এবং হয়তো বার্লিনে আছে এখন। পুলিশ এটাও প্রমান পেয়েছে যে তাকে ক্রুজবার্গের একটি *অ্যানারকো-ফ্যামিনিস্ট* ক্লাবে দেখা গেছে। সন্ত্রাস থেকে শুরু করে অ্যান্টিগ্লোবালাইজেশন ও স্যাটানিজম পর্যন্ত সবকিছুর সাথে জড়িত তরুণ-তরুণীদের সংঘবদ্ধ দলের সাথে তাকে আনন্দ-ফুর্তিতে মেতে থাকতে দেখা গেছে বলে বর্ননা করা আছে আর্টিকেলে।

৪ নম্বর বাস ধরে সে আবার সোদারমামে ফিরে এলো। রোসেনলান্ড্সগাটানে নেমে হেটে সে মোসাবেকের বাসায় ফিরলো। কফি আর স্যান্ডউইচ বানিয়ে বিছানায় গেলো।

বিকেল নাগাদ ঘুমিয়ে কাটালো সে। জেগে উঠে স্টক খেয়ে চাদরসহ ঘরের সবকিছু পাল্টানোর সিদ্ধান্ত নিলো। অ্যাপার্টমেন্ট পরিষ্কার করেই সন্ধ্যাটা কাটিয়ে দিলো সে। পত্রিকাগুলো একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে সিঁড়ির কাছে ক্লোসেটে রাখলো। তার অন্তর্বাস আর টিশার্ট ও জিন্স ধুয়ে সাফ করলো। ডিশওয়াশারটা চালু করে দিলো, তারপর মেঝে পরিষ্কার করলো।

রাত ৯:০০টার দিকে সে ঘামে ভিঁজে গেলো, টাবে পানি ছেড়ে বাবল বাথ নিলো। টাবে হেলান দিয়ে শুয়ে চোখটা বন্ধ করলো। প্রায় মাঝরাতে জেগে উঠে দেখলো পানি বেশ ঠাণ্ডা লাগছে, উঠে শরীর মুছে আবার বিছানায় গেলো। সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়লো সে।

রবিবার সকালে প্রচন্ড রেগেমেগে সালান্ডার ল্যাপটপটা চালু করলো, মিরিয়াম উর উপর লেখা সব আজেবাজে বিষয় পড়লো। তার মধ্যে অপরাধবোধ জাগছে, খুব খারাপ লাগছে তার। উর একমাত্র অপরাধ হলো সে সালান্ডারের...পরিচিত? বন্ধু? প্রেমিকা?

মিম্মির সাথে ওর সম্পর্কটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে জানে না সে, তবে যেটাই সে পছন্দ করুক না কেন, সে উপলদ্ধি করলো সে সম্পর্কর সম্ভবত ইতি ঘটেছে। তার পরিচিত ব্যাক্তিদের ছোট্ট তালিকা থেকে আরেকটা নাম হয়তো কেটে দিতে

হবে। বিশেষ করে প্রেসে ফালতু লেখালেখির পরে সালান্ডার মনে করে না তার বন্ধু এই সাইকোটিক মহিলার সাথে আবার কিছু করতে চাইবে।

তার ভয় হলো।

টনি স্কালার নাম সে মনে রাখতে অঙ্গিকার করলো, ঐ সাংবাদিক যে এসব শুরু করেছে। সে ঐ বাজে কলামিস্টের মুখোমুখিও হতে চাইলো একদিন যে তার আর্টিকেলে মিম্মির রেফারেন্স দিয়ে কৌতুক করে তাকে বলেছে 'এস এন্ড এম গমকামী'।

তাকে পেলে সালান্ডার যে কি করবে বুঝতে পারছে না।

সকাল ৭:৩০ এ টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভাঙলো ব্লমকোভিস্টের। ঘুম ঘুম চোখে হাতটা বাড়িয়ে জবাব দিলো।

"গুড মর্নিং," বার্গার বললো।

"হুমম," বললো ব্লমকোভিস্ট।

"তুমি কি একা?"

"দুর্ভাগ্যবশত তাই।"

"তাহলে আমার পরামর্শ হচ্ছে গোসল সেরে কফি খাও। পনেরো মিনিটের মধ্যে তোমার কাছে কেউ আসবে।"

"তাই?"

"পাওলো রবার্তো।"

"বক্সার? কিংদের কিং?"

"আমাকে ফোন করে সে আধ ঘণ্টা কথা বলেছে।"

"কি করে?"

"আমাকে সে কিভাবে ফোন করেছে? হ্যালো বলার মত পরিচয় আমাদের আছে। হিল্ডব্রান্ডস ফিল্মে থাকার সময় তার ইন্টারভিউ করেছিলাম আমি, তারপর সেই বছর বেশ কয়েকবার আমাদের দেখাস্বাক্ষাৎ হয়েছিলো।"

"আমি এটা জানতাম না। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো সে আমার কাছে কেন আসছে?"

"কারণ...হু, আমার মনে হয় এটা সে নিজেই ব্যাখ্যা করলে ভালো হবে।"

গোসল সেরে ব্লমকোভিস্ট প্যান্টটা পরা মাত্র দরজায় বেল বাজলো। দরজা খুলে বক্সারকে বসতে বলে একটা পরিষ্কার শার্ট পরে নিলো, তারপর দুটো ডাবল এসপ্রেসো কফি বানিয়ে এক টেবিল চামচ দুধসহ পরিবেশন করলো। কফিতে চুমুক দিয়ে পাওলো রবার্তো মুগ্ধ হলো।

"আপনি আমার সাথে কথা বলতে চেয়েছেন?" ব্লমকোভিস্ট জানতে চাইলো।

“এটা এরিকা বার্গারের পরামর্শ।”

“আচ্ছা, তো বলুন।”

“লিসবেথ সালান্ডারকে আমি চিনি।”

ভ্রু কপালে তুললো ব্লমকোভিস্ট। “আপনি চেনেন?”

“আমি একটু অবাক হয়েছি যখন এরিকা বললো যে আপনিও তাকে চেনেন?”

“আমার মনে হয় আপনি শুরু থেকে বললে ভালো হয়।”

“ঠিক আছে। ব্যাপার হচ্ছে, নিউইয়র্কে এক মাস কাটিয়ে আমি গত পরশু দেশে ফিরেছি এবং শহরের সবকটা পত্রিকায় লিসবেথের চেহারা দেখলাম। পত্রিকাগুলো ওকে নিয়ে যতসব বালের কাহিনী ফাঁদছে। আর ঐ বানচোতদের মনে হয় ভালো কিছু বলার নেই আর।”

“আপনি এই হট্টগোলের মধ্যে তিনজন বানচোতকে পেয়েছেন।”

পাওলো রবার্তো হেসে ফেললো। “দুঃখিত, তবে আমার সত্যি সত্যি ভিষন রাগ হয়েছে। আসলে এরিকাকে আমি ফোন করেছি কারণ আমি জানতাম না ঠিক কাকে ফোন করতে হবে। এক্সকেডের ঐ সাংবাদিক যে *মিলেনিয়াম*-এ কাজ করতো তাকে এবং এরিকাকে আমি চিনতাম, তাই এরিকাকেই ফোন করলাম।”

“তো?”

“সালান্ডার যদি সম্পূর্ণভাবে গোল্লায় গিয়েও থাকে আর পত্রিকাগুলোর দাবী অনুযায়ী সব করেও থাকে, তাকে একটা সুযোগ দিতে হবে। দেশে যদি আইনের শাসন থেকে থাকে তবে কোর্টে যাওয়ার আগে কাউকেই অভিযুক্ত করা উচিত না।”

“এটা আমিও বিশ্বাস করি।”

“এরিকার কাছ থেকে আমি এটা জানতে পেরেছি। আমি তাকে ফোন করার সময় ভেবেছিলাম আপনারা *মিলেনিয়াম*-এর সবাই নিশ্চয়ই সালান্ডারের বিপক্ষে, কারণ সিভেনসন আপনাদের জন্য লিখতো। তবে এরিকা বললো আপনিও তাকে নির্দোষ মনে করেন।”

“লিসবেথকে আমি চিনি। তাকে উন্মাদ খুনি হিসেবে আমি দেখতে পাচ্ছি না।”

পাওলো রবার্তো জোরে হেসে উঠলো। “মেয়েটা একটা পাগলী...কিন্তু ও বেশ ভালো মেয়ে। ওকে পছন্দ করি আমি।”

“তাকে কিভাবে চেনেন আপনি?”

“ওর সতেরো বছর বয়স থেকে ওর সাথে বক্সিং খেলি আমি।”

কয়েক মুহূর্ত চোখটা বন্ধ রেখে খুললো ব্লমকোভিস্ট, বক্সিং চ্যাম্পিয়নের দিকে তাকালো। সালান্ডার সবসময়ই অনেক বিস্ময়ের জন্ম দেয়।

“অবশ্যই। পাওলো রবার্তোর সাথে সালান্ডার বক্সিং খেলতো, আপনারা একই ডিভিশনে ছিলেন।”

"আমি ঠাট্টা করছি না।"

"আপনাকে বিশ্বাস করেছি আমি। আমাকে একবার সে বলেছিলো সে কোনো কোনো বক্সিং ক্লাবে গিয়ে ছেলেদের সাথে বক্সিং প্রাকটিস করতো।"

"আমাকে বলতে দিন। দশ বছর আগে আমি জুনিয়র ছেলেমেয়েদের ট্রেনার হিসেবে চাকরি নেই যারা জিংকেন ক্লাবে বক্সিং শুরু করতে চেয়েছিলো। তখন মাত্র আমি প্রতিষ্ঠা পেয়েছি, ঐ ক্লাবের জুনিয়র নেতা আমাকে নিতে চাইলে আমি প্রতিদিন বিকেলে এসে সবার সাথে লড়তাম। পুরো গ্রীষ্ম এবং শরতেও আমি থেকে গেলাম সেখানে। তারা একটা ক্যাম্পেইন চালালো, স্থানীয় বাচ্চাদের আকৃষ্ট করার জন্য পোস্টার ছাপলো, আরো অনেক কিছু করলো। আর এতে পনেরো, ষোল বা তার চেয়ে কিছু বেশি বয়সী ছেলেমেয়েরা ভিষন আকৃষ্ট হলো। কয়েকজন ইমিগ্র্যান্ট বাচ্চাও ছিলো। শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর জন্য, টাকা কামানোর জন্য বক্সিং বেশ ভালো জিনিস। আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমি জানি।"

"আপনাকে আমি বিশ্বাস করেছি।"

"তখন গ্রীষ্মের এক মধ্যাহ্নে এই হাড্ডিসার মেয়েটা কোত্থেকে উদয় হলো। সে দেখতে কেমন আপনিতো জানেনই, তাই না? ক্লাবে এসে বললো সে বক্সিং শিখতে চায়।"

"দৃশ্যটা আমি কল্পনা করতে পারছি।"

"হাস্যরোল পড়ে গেলো সবার মাঝে, কারণ সেখানে উপস্থিত আধ ডজন ব্যক্তির সবাই ওর চেয়ে প্রায় দ্বিগুন ওজনের এবং সাইজেও অনেক বিশাল। আমিও হাসলাম। সিরিয়াস কোনো বিষয় না হলেও আমরা তাকে একটু মজা করলাম। মেয়েদের জন্যও আমাদের একটা শাখা আছে, আর বোকার মত আমি বললাম যে ছোট মেয়েদের শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার বক্সিং করতে দেয়া হয়, কিংবা এরকম কোনো কথা।"

"আমি বাজি ধরে বলতে পারি সে হাসে নি।"

"না। হাসে নি। তার কালো চোখ দুটো আমার দিকে নিবদ্ধ করলো, তারপর পাশে পরে থাকা একজোড়া বক্সিং গ্লাভস নিলো। ওগুলো আলগা অবস্থায়ই ছিলো, তার জন্য বেশ বড় হয়ে গিয়েছিলো। তবে আমরা আর হাসলাম না। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাইছি?"

"এট তো ভালো মনে হচ্ছে না।"

আবারো হাসলো পাওলো রবার্তো। "একজন ইন্সট্রাক্টর হিসেবে আমি উপরে গিয়ে এমন ভান করলাম যেন তার সাথে খেলতে এসেছি, আপনি বুঝতে পারছেন, মানে ব্যাপারটা সত্যি বোঝানোর জন্য।"

"হু-ওহ্হো..."

"ঠিক। হঠাৎ সে আমাকে এমন একটা ঘুষি মারলো যে আমার মুখে এসে

লাগলো। আমি ওর সাথে মজা করতে গিয়ে একদম প্রস্তুত ছিলাম না। আমি আটকাতে যাওয়ার আগেই সে দুই-তিনটা ঘুষি মারলো। যাইহোক, মেয়েটার পেশিতে শক্তি ছিলো না, অনেকটা পালকের মতই হালকা। অথচ আমি যখন আটকাতে গেলাম সে তার কৌশল পাল্টে ফেললো। সহজাতভাবেই সে বক্সিং দিয়ে মুখে কয়েকটা ঘুষি লাগিয়ে দিলো। আমি এরপর আরো সিরিয়াসলি আটকাতে শুরু করলে দেখলাম ও টিকটিকির চেয়েও দ্রুতগতিসম্পন্ন। ও যদি আরো বড় আর শক্তিশালী হতো আমি ওর সাথে ম্যাচে লড়তাম।"

"আমার অবাক লাগছে না।"

"সে বারবার কৌশল বদলাতে লাগলো, তারপর আমার বিচিতে এমন ঘুষি মারলো যে আমি তাতে পড়ে গেলাম।"

ব্লমকোভিস্টের কথাটা ভালো লাগলো না।

"তারপর আমি আবার উঠে ওর মুখে মারলাম একটা, মানে খুব জোরে কিছু না, শুধুই একটা চাপড়ের মত। তখন সে আমার পায়ের মধ্যে লাথি মারলো। যাইহোক, এটা একদম পাগলামি ছিলো। আমি ওর চেয়ে তিনগুন বড় আর ভারি, তার কোনো সুযোগ ছিলো না, কিন্তু সে আমাকে এমনভাবে মারলো যেন তার জীবন বিপন্ন হয়ে গেছে।"

"আপনি ওকে রাগিয়ে দিয়েছিলেন।"

"আমি পরে সেটা বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়েছিলাম। মানে...আমরা পোস্টার লাগিয়েছিলাম তরুণদের আকৃষ্ট করার জন্য, তাই সে ওখানে গিয়ে সিরিয়াসলি বক্সিং শিখতে চেয়েছিলো, সেখানে উপস্থিত ছেলেগুলোর ঠাট্টার জবাব দিতেই সে মরিয়া হয়ে উঠেছিলো। আমাকেও কেউ ওভাবে দেখলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যেত।"

"কিন্তু আপনার এভাবে ওর সাথে লাগার আগে দু'বার চিন্তা করা দরকার ছিলো।"

"হ্যা, সালান্ডারের সমস্যা হলো ওর ঘুষিগুলো কাজের ছিলো না, তাই আমি ওকে ট্রেনিং দিতে শুরু করলাম। দুই সপ্তাহ মেয়েদের সেকশনে ছিলো সে, কয়েকটা ম্যাচ হারলো সে , কারণ কেউ না কেউ ওকে ঘুষি মেরে বসতো, তখন আমাদের খেলা বন্ধ রেখে ওকে লকার রুমে নিয়ে রাখতাম। কারন সে এতাটাই পাগল ছিলো যে আমাদের লাথি মারতো, কামড়াতো, কিলঘুষি মারতো।"

"লিসবেথের মতোই লাগছে।"

"কখনো হাল ছাড়তো না, তবে সে অনেক মেয়েকে রাগিয়ে দিয়েছে, তাই তাদের ট্রেনার তাকে বের করে দিয়েছিলো।"

"তারপর?"

"তার সাথে বক্সিং লড়াটা অসম্ভব ব্যাপার ছিলো, কারণ তার একটাই কৌশল

ছিলো, এটাকে বলা হয় টার্মিনেটর মোড। তার প্রতিপক্ষকে সে সবসময় আক্রমন করতে চাইতো, সেটা ওয়ার্মআপ কিংবা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ, যেটাই হোক না কেন। মেয়েরা বাড়ি চলে যেতে লাগলো কারণ সে তাদের লাথি মেরেছিলো। তখনি আমার মাথায় একটা আইডিয়া এলো। সামির নামে একজনের ব্যাপারে সমস্যা হচ্ছিলো। সতেরো বছর বয়সের ছেলেটা সিরিয়া থেকে এসেছে। ভালো বক্সার, শক্তি-সামর্থ্য শরীর আর ভালো হাত চালাতে পারে...কিন্তু সে নড়তে চড়তে পারে না। সারাক্ষণ সে স্থির দাঁড়িয়ে থাকতো। তাকে ট্রেনিং দেয়ার সময় একদিন বিকেলে আমি সালান্ডারকে ক্লাবে আসতে বলি। তাকে আমি এ ছেলেটার সাথে রিংএ দাঁড় করাই, হেডগিয়ার, মাউথপিস, সবকিছুসহ। প্রথমদিকে সামির ওর সাথে লড়তে রাজি হয় নি কারণ এতোগুলো ম্যাচো পুরুষের মাঝে ও ছিলো 'একটা পুঁচকে মেয়ে।' তাই তাকে আমি জোরে জোরে বললাম যাতে সবাই শুনতে পায় যে এটা এমনি খেলার জন্য লড়াই না, সালান্ডার তাকে মারতে পারলে আমি ৫০০ ক্রোনার দেবো। সালান্ডারকে বললাম এটা ট্রেনিং সেশন না, সামির তাকে মেরে রক্তাক্ত করে ফেলবে। অবিশ্বাসের চোখে আমার দিকে তাকালো সে। সামির তখনো ওখানে দাঁড়িয়েছিলো, ঘণ্টা পড়লো। লিসবেথ তার দিকে এগিয়ে গেলো রাজা আর রাজ্য জয়ের লক্ষ্য নিয়ে, তারপর সামিরের মুখে একটা চাপড় মারলো, কাজেই পিছিয়ে গেলো সে। এরই মধ্যে পুরো গ্রীষ্ম জুড়ে সালান্ডারকে আমি ট্রেনিং দিয়ে ফেলেছি, কিছু পেশী আর সামান্য শক্তি সে অর্জন করে ফেলেছে।"

"আমি বাজি ধরে বলতে পারি আপনার সিরিয়ান বালক খুশি হয়েছিলো।"

"হ্যা, ঐ ম্যাচটা নিয়ে তারা কয়েকমাস পরেও আলোচনা করতো। সামির হেরে গিয়েছিলো, সালান্ডার এক পয়েন্টে জয়ী হয়। তার যদি আরো বেশি শক্তি থাকতো শরীরে সত্যি ছেলেটাকে ও মেরেই ফেলতো। কিছুক্ষণ পর সামীর এতাটাই হতাশ হয়ে পড়লো যে পুরো শক্তি দিয়ে খেলতে লাগলো সে। আমার ভিষন ভয় হচ্ছিলো সে হয়তো সত্যিই ঘুষি মেরে বসবে আর আমাদেরকে এ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হবে। কয়েকবার কাঁধ তুলে ব্লক করেছিলো সালান্ডার, আর সামির ওকে রোপের ভেতরে পেয়ে গিয়েছিলো, কারণ তার ঘুষির আঘাতে দাঁড়াতে পারছিলো না সালান্ডার। তবে ভালো যে সামির সত্যি সত্যি ওকে আঘাত করে নি।"

"আমি যদি ওটা দেখতে পেতাম।"

"ঐদিন ক্লাবের সবাই সালান্ডারকে সম্মান করতে শুরু করলো। বিশেষ করে সামির। কাজেই আমি ওকে অন্যান্য বিশালদেহী তরুণদের সাথে রিংএ লড়াই করতে দিতাম। আমার গোপন অস্ত্র ছিলো সালান্ডার, বেশ ভালো ট্রেনিং ছিলো এটা। সেশন আয়োজন করে লিসবেথের লক্ষ্য ঠিক করে দিতাম শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ–চোয়াল, কপাল, পেট, ইত্যাদিতে ঘুষি চালানো। যারা ওর সাথে খেলতো

তাদের কাজ ছিলো ঐ অঙ্গগুলো রক্ষা করা। সালান্ডারের সাথে বক্সিং খেলাটা হয়ে উঠলো একটা প্রেস্টিজের বিষয়। যেন কোনো ভিমরুলের সাথে লড়াই করা। আসলে তাকে আমরা ডাকতাম ওয়াসপ বলে। আর সে ক্লাবের মাসকটে পরিণত হলো। আমার মনে হয় সেও এটা পছন্দ করতো, কারণ একদিন সে ক্লাবে এলো গলায় ওয়াসপের টাট্টু এঁকে।" হাসলো ব্লমকোভিস্ট। ওয়াসপের কথা তার ভালোমতই মনে আছে। পুলিশের বর্ননার একটা অংশও হচ্ছে এই ওয়াসপ।

"এরকম কতদিন চললো?"

"সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যা করে তিন বছর পর্যন্ত। ঐ বছর গ্রীষ্ম পর্যন্ত আমি সেখানে ফুলটাইম থাকলেও এরপর থেকে মাঝে মাঝে যেতাম। আমাদের জুনিয়র ট্রেনার পুটে কার্লসন এরপর থেকে সালান্ডারের সাথে ট্রেনিংটা চালিয়েছিলো। তারপর সালান্ডার চাকরি করতে শুরু করলে তার সময় ছিলো না, তাই খুব কমই যেত, তবে গত বছর পর্যন্ত সে অন্তত্তপক্ষে মাসে একবার সেখানে যেত। বছরে কয়েকবার তার সাথে দেখা হত আর তাকে দিয়ে ট্রেনিং লড়াই চালাতাম। ভালো ট্রেনিং হতো, আমরা ঘেমে যেতাম। কারো সাথে সে খুব কমই কথা বলতো। কোন লড়াইয়ের প্র্যাকটিস না থাকলে সে দুই ঘন্টা ধরে ভারি ব্যাগের উপর প্র্যাকটিস চালাতো, যেন ওটা তার শত্রু।"

অধ্যায় ২৩

রবিবার, এপ্রিল ৩–সোমবার, এপ্রিল ৪

আরো দুটো এসপ্রেসো বানালো ব্লমকোভিস্ট। একটা সিগারেট ধরানোর সময় ক্ষমা চেয়ে নিলো, পাওলো রবার্তো কাঁধ উঠালো।

স্পষ্টবাদী হিসেবে তার খ্যতি আছে, যা ভাবে ঠিক তাই বলে দেয়। ব্লমকোভিস্ট দেখলো যে ব্যক্তিগতভাবে সে স্পষ্টবাদী হলেও বেশ বুদ্ধিমান আর বিনয়ী একজন ব্যক্তি। সে মনে করে দেখলো যে পাওলো রবার্তো সোশাল ডেমোক্র্যাট দলের হয়ে সংসদ-প্রার্থী হিসেবে রাজনৈতিক ক্যারিয়ার গড়তে চেয়েছিলো। তার অবশ্যই বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। ব্লমেকোভিস্ট খেয়াল করে দেখলো তাকে পছন্দ করতে শুরু করেছে সে।

"আপনি এই কাহিনী শোনাতে আমার কাছে কেন এসেছেন?"

"মেয়েটা আসলেই বিপদে আছে, তাই না? জানি না কি করতে হবে, তবে একজন বন্ধুকে তার পাশে পেতে চাইবে সে।"

"আমি মানছি।"

"আপনি কেন তাকে নির্দোষ ভাবছেন?"

"এটা ব্যাখ্যা করা বেশ কঠিন। লিসবেথ কোনো কিছুর সাথে আপোষ করে না, কিন্তু এটা আমি বিশ্বাস করি না যে সে ড্যাগ আর মিয়াকে গুলি করতে পারে। বিশেষ করে মিয়াকে তো নয়ই। একটা কারনে, তার কোনো মোটিভ নেই–"

"অন্তপক্ষে আমাদের জানামতে।"

"একদম ঠিক। যার বিরুদ্ধে প্রয়োজন তার সাথে সহিংস আচরন করতে বাঁধে না সালান্ডারের । তবে আমি জানি না। আমি বাবলাস্কিকে চ্যালেঞ্জ করেছি, তদন্তের দায়িত্বে থাকা গোয়েন্দা। আমার মনে হয় ড্যাগ আর মিয়াকে হত্যা করার পেছনে কারণ আছে । আর কারণটা লুকিয়ে আছে ড্যাগ যে কাজটা করছিলো তারই কোথাও না কোথাও।"

"আপনার কথা যদি সত্যি হয়, সালান্ডারকে যখন গ্রেফতার করা হবে তার অনেক বেশি সাপোর্ট দরকার হবে, অন্যধরনের সাপোর্ট।"

"জানি।"

পাওলো রবার্তোর চোখে সাংঘাতিক একটা ঝলক দেখা যাচ্ছে। "সালান্ডার যদি নির্দোষ হয় তবে সে হবে ইতিহাসের সবচেয়ে ঘৃন্য লিগ্যাল স্ক্যান্ডাল। মিডিয়া আর পুলিশ তাকে খুনি হিসেবে চিত্রিত করেছে, সবচেয়ে বড় কথা যেসব কথা লেখা

হয়েছে...”

“আমি জানি।”

“আমরা কি করতে পারি? কোনোভাবে কি আমি সাহায্য করতে পারি?”

“সবচেয়ে বড় সাহায্য হতে পারে যদি আমরা বিকল্প কোনো সন্দেহভাজন খুঁজে বের করতে পারি। এটার উপর কাজ করছি আমি। তারপর যেটা করলে ভালো হয় তা হলো কোনো পুলিশ গুলি করে মারার আগে ওকে খুজে পাওয়া। স্বেচ্ছায় ধরা দেয়ার মত মেয়ে লিসবেথ না।”

“তো কিভাবে তাকে খুঁজে পাবো আমরা?”

“জানি না। তবে একটা জিনিস করতে পারেন আপনি। বাস্তবসম্মত কিছু, আপনার যদি সেই সময় ও শক্তি থাকে।”

“আমার বান্ধবী আমার কাছ থেকে দূরে আছে কয়েক সপ্তাহ ধরে। কাজেই আমার হাতে সময় ও শক্তি দুটোই আছে।”

“বেশ, আমি ভাবছিলাম আপনি যেহেতু একজন বক্সার...”

“হ্যা?”

“মিরিয়াম উ নামে লিসবেথের এক বান্ধবী আছে, আপনি পত্রিকায় সম্ভবত তার ব্যাপারে পড়েছেন।”

“সমকামী নামেই বেশি পরিচিত...হু, আমি পড়েছি তার সম্পর্কে।”

“তার মোবাইল নাম্বার আছে আমার কাছে, তাকে ধরার চেষ্টা করেছি আমি, কিন্তু রিপোর্টার শোনার পর থেকেই সে আর ফোন ধরছে না।”

“তাকে আমি দোষ দেবো না ।”

“আসলে ঐ উ মেয়েটার পেছনে ছোটার সময় আমার নেই। তবে আমি কোথাও পড়েছি যে সে কিকবক্সিং এ ট্রেনিং নেয়। ভাবছিলাম কোনো বিখ্যাত বক্সার যদি তার সাথে দেখা করতে চায়...”

“আপনার সঙ্গে আছি আমি। আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন সে সালান্ডারের ব্যাপারে কিছু তথ্য দিতে পারবে।”

“পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে জানায় লিসবেথ কোথায় আছে সে ব্যাপারে তার কোনো ধারণা নেই। তবে চেষ্টা করে দেখা যায়।”

“নাম্বারটা দিন। আমি কথা বলবো তার সাথে।”

তাকে ব্লমকোভিস্ট উর নাম্বার এবং লুন্ডাগাটানের ঠিকানা দিলো।

পরিস্থিতি বিশ্লেষন করেই বিয়র্ক ছুটিটা কাটিয়ে দিলো। সিদ্ধান্ত নিলো তার ভবিষ্যৎ একটা ছিঁড়ে যাওয়া সুতার মধ্যে ঝুলছে, আর তাকে সবচেয়ে সেরা পক্ষটাই বেছে নিতে হবে।

ব্লমকোভিস্ট একটা শুয়োরের বাচ্চা। একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হলো তাকে কি মুখ বন্ধ রাখার জন্য বলা হবে...বিয়র্ক ঐ কুত্তার বাচ্চাদের জন্য ভাড়া খেটেছিলো এই ব্যাপারটাতে। এটা মামলাযোগ্য অভিযোগ, জনসম্মুখে প্রকাশ করা হলে তাকে গুলি করে মারা হবে। প্রেস তাকে ফালাফালা করে ফেলবে। সিকিউরিটি পুলিশের একজন সদস্য টিনেজ পতিতাদের নির্যাতন করেছে...ঐ খানকিগুলো যদি এতো কম বয়স না হতো তাহলেই...।

কিছু না করে এখানে বসে থাকলে তার ভাগ্য অবধারিতভাবে থমকে যাবে। বিয়র্ক বেশ ভালোই স্মার্ট যে সে ব্লমকোভিস্টকে কিছুই বলে নি। তার অভিব্যক্তি দেখে বুঝতে পারছিলো লোকটা যন্ত্রনার মধ্যে আছে। তথ্য চেয়েছিলো সে। কিন্তু এর জন্য সে জোর করে কিছু দিতে চেয়েছিলো, আর সেই মূল্যটা হলো তার নিরবতা।

খুনের তদন্তে জালা নতুন মাত্রা নিয়ে এসেছে।

জালাকে সিভেনসন খুঁজছিলো।

জালাকে বুরম্যান খুঁজছিলো।

আর সুপারিন্টেন্ডেন্ট বুরম্যানই শুধু জানে যে বুরম্যানের সাথে জালার যোগসূত্র আছে, তার মানে এন্সকেডে এবং ওডেনপ্লানের হত্যাকান্ডে জালা একটা ক্লু।

বিয়র্কের ভবিষ্যতের জন্য আরেকটা সাংঘাতিক সমস্যা তৈরি হয়েছে। জালাচেঙ্কোর ব্যাপারে সে-ই বুরম্যানকে তথ্য দিয়েছিলো–বন্ধুসুলভ সম্পর্কের ভিত্তিতে এবং ফাইলটা এখনো অতি গোপনীয় হওয়ার পরও। এতে বিস্তারিত সব ছিলো, তবে এর মানে সে আরেকটা অপরাধ করেছে।

তার উপর, শুক্রবার ব্লমকোভিস্ট এখানে আসার পর সে আরো একটা অন্যায় করে ফেলেছে। পুলিশ অফিসার হিসেবে কোনো খুনের ঘটনায় তার কাছে তথ্য থাকলে তৎক্ষণাত সেটা সহকর্মীদের জানানো তার দায়িত্ব। কিন্তু বাবলান্স্কি অথবা একস্ট্রমকে তথ্যটা দেয়া মানে তার নিজেকেই ফাঁসানো। আস্তে আস্তে সব বেরিয়ে আসবে। শুধু বেশ্যাদের কাহিনী নয়, জালাচেঙ্কোর যাবতীয় কীর্তিকলাপ।

শনিবার সে কুংসোলমেনের সিকিউরিটি পুলিশে তার অফিসে গেলো। জালাচেঙ্কোর পুনো সব ডকুমেন্ট নিয়ে সে পড়ে দেখলো। এই রিপোর্টটা সেই লিখেছে, তবে বহু বছর আগের কথা এটা। সবচেয়ে পুরনো ডকুমেন্টটা ত্রিশ বছর আগের। আর সবচেয়ে সাম্প্রতিকটা দশ বছরের পুরনো। জালাচেঙ্কো।

ফসকে যাওয়া একটা বানচোত। জালা।

রিপোর্টে বিয়র্ক তাকে এই নাম দিয়েছে, যদিও নামটা ব্যবহার হতে কখনো শোনে নি সে।

কিন্তু যোগসূত্রটা একদম কাঁচের মতোই স্বচ্ছ। এন্সকেডে। বুরম্যান। এবং সালান্ডার।

এখনো জানে না বিয়র্ক এই ধাঁধাঁর টুকরোগুলো কিভাবে জোড়া লাগবে, তবে ভাবলো সালান্ডার কেন এন্সকেডেতে গিয়েছিলো এটা জানে সে। সহজেই সে এটাও কল্পনা করতে পারছে কিভাবে সালান্ডার ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সিভেনসন আর জোহানসনকে খুন করেছে। তার একটা মোটিভ আছে, আর এটা শুধুমাত্র বিয়র্ক জানে আর জানে সারাদেশে দুই থেকে তিনজন ব্যক্তি। মেয়েটা একদম বদ্ধ পাগল। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ধরা পড়লে পুলিশ যেন তাকে গুলি করে মেরে ফেলে। সে জানে । আর যদি মুখ খুলে তাহলে সব কাহিনী ফাঁস করে দেবে সে।

বিয়র্ক কিভাবে তার অবস্থাটা দেখছে সেটা কোনো ব্যাপার না, ব্লমকোভিস্টই একমাত্র তার সম্ভাব্য বাঁচার পথ। এটাই তার কাছে একটা ব্যাপার। তার মধ্যে একটা অস্থিরতা টের পাচ্ছে সে। গোপন সোর্স হিসেবে তাকে ব্যবহারের জন্য ব্লমকোভিষ্টকে প্রভাবিত করতে হবে আর তার ঐসব...খানকিগুলোর সাথে আহাম্মকি কাজকারবার চেপে যেতে হবে। সালান্ডার যদি ব্লমকোভিস্টের মাথাটা উড়িয়ে দেয় তবুও।

জালাচেঙ্কোর ফোন নাম্বারটা নিয়ে তার সাথে যোগাযোগের ভালো-মন্দ সব খতিয়ে দেখলো সে। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

তদন্তের উপর সব ভাবনাগুলো এক করে ব্লমকোভিস্ট একটা জায়গায় এলো। পাওলো রবার্তো চলে যাওয়ার পর এক ঘণ্টা কাজ করেছে সে। তার ভাবনাচিন্তাগুলো স্বাধীনভাবে টুকে ফেলে একইসময় সে সমস্ত আলোচনার কথোপকথন আর প্রতিটা মিটিংয়ের বিষয়বস্তু এবং যে গবেষনা করছে সে-তা লিখে ফেলার পর একটা জার্নালের রূপ পেলো সেটা। পিজিপি ব্যবহার করে ডকুমেন্টটা এনক্রিপ্টেড করে বার্গার এবং এরিকসনকে পাঠিয়ে দিলো, যাতে তার সহকর্মীরা আপডেট থাকে।

জীবনের শেষ দিনগুলোয় সিভেনসন জালার উপর মনোযোগ দিয়েছিলো। খুন হওয়ার তিন ঘণ্টা আগে ব্লমকোভিস্টের সাথে টেলিফোনে কথা বলার সময় নামটা উঠে এসেছিলো। জালা সম্পর্কে জানে বলে দাবী করেছে বিয়র্ক।

বিয়র্ক সম্পর্কে যা যা জেনেছে তা পড়ে দেখলো ব্লমকোভিস্ট, খুব বেশি কিছু জানতে পারে নি।

বাষট্টি বছরের বিয়র্ক অবিবাহিত, ফালুনে জন্মগ্রহণ করেছে। একুশ বছর বয়স থেকে সে পুলিশফোর্সে আছে। পেট্রোল অফিসার হিসেবে শুরু করলেও আইন নিয়ে পড়েছে, সাপোতে সিকিউরিটি পুলিশ হিসেবে যোগ দিয়েছে, তখন তার বয়স ছাব্বিশ কি সাতাশ। সেটা ১৯৬৯ কি ১৯৭০ এর কথা, পার গুনার ভিঞ্জ সেখানে চিফ হিসেবে থাকার শেষদিকে।

ওলোফ পামের বিরুদ্ধে ভিগ্র রাশিয়ার ব্যাপারে গুপ্তচরবৃত্তির দাবী জানিয়ে নরবটেন কাউন্টির গভর্নর রাগনার লাসিনান্টির সাথে কথা বলার পরই ভিগ্রকে চাকুরিচ্যুত করা হয়। তারপরই ইন্টারনাল ব্যুরোর ঘটনা, হোমার, আর লেটার ক্যারিয়ার এবং ওলোফ পামের হত্যাকাণ্ড, একটার পর একটা স্ক্যান্ডাল।

১৯৭০ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত বিয়র্কের কর্মজীবন সম্পর্কে কোনো প্রমানপত্র নেই, খুব অস্বাভাবিক কিছু না, কারণ সাপোর কাজগুলো বেশ গোপনীয়তা বজায় রেখে করা হয়। স্টেশনারি ডিপার্টমেন্টে পেনসিল শার্প করতে পারে অথবা চীনের সিক্রেট এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে পারে।

১৯৮৫ সালে ওয়াশিংটনের সুইডিশ দূতাবাসে দুই বছর কাটিয়েছে বিয়র্ক। ১৯৮৮ সালে স্টকহোমের সাপোতে ফিরে আসে। ১৯৯৬তে ইমিগ্রেশন বিভাগের ডেপুটি ব্যুরোচিফ হিসেবে নিযুক্ত হয় এবং পাবলিক ফিগারে পরিণত হয়। ১৯৯৬ সালের পর থেকে সে মিডিয়াতে বিভিন্ন বিবৃতি দিয়েছে, নির্বাসিত আরবদের সম্পর্কে, ১৯৯৮ সালে কয়েকজন ইরাকি কূটনীতিককে বহিষ্কার করার সময় সে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এগুলো দিয়ে সালাভার এবং সিভেনসন আর জোহানসনের খুনের ব্যাপারে কি করা যাবে? হয়তো কিছুই না। কিন্তু বিয়র্ক জালা সম্পর্কে জানে। নিশ্চয়ই একটা যোগসূত্র আছে।

সিভেন্সকা মর্গন-পোস্টেনে যাওয়ার ব্যাপারে বার্গার কাউকে কিছু বলে নি, এমন কি তার স্বামীকেও না যার কাছে খুব কমই সে কোনোকিছু গোপন রাখে। *মিলেনিয়াম* -এ তার আরো প্রায় এক মাস আছে। তার খুব উদ্বিগ্ন লাগছে। দিনগুলো চলে যাচ্ছে আর হঠাৎ করেই একদিন শেষ দিনটা সামনে চলে আসবে।

ব্লমকোভিস্টের ব্যাপারেও তার অস্বস্তি হচ্ছে। দুরুদুরু বক্ষে তার সাম্প্রতিক ই-মেইলটা সে পড়েছে। সংকেতটা বুঝতে পেরেছে সে। দুই বছর আগে হেডেস্টাডের ব্যাপারেও এভাবেই গোয়ার্তুমি করেছে সে, সেই একইরকম দৃঢ় সঙ্কল্প যা তাকে ওয়েনারস্ট্রম অ্যাফেয়ারের দিকে ধাবিত করেছে। সেই ইস্টারের আগের বৃহস্পতিবার থেকে আর কিছুই নেই তার জীবনে শুধু তার বন্ধুদের কে খুন করেছে এটা খুঁজে বের করা ছাড়া। আর সালাভারের নির্দোষিতা প্রমান করা।

আগেরদিন রাতে ফোন করে যখনই সে বললো যে সে বাবলাস্কিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে এবং একটা ম্যাচো কাউবয়ের মত তাকে সাইজ করতে শুরু করেছে, তখন থেকেই বার্গার জেনেছে সামনের দিনগুলোয় সালান্ডারকে খোঁজার কাজেই ব্লমকোভিস্ট ব্যস্ত থাকবে। অভিজ্ঞতা থেকে জানে সে সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে কোনো বিষয়ে কথা অসম্ভব। হতাশা আর আত্মমগ্নতার দোলাচলে

দুলবে লোকটা। ঘটনার কোনো না কোনো পর্যায়ে ঝুঁকি পর্যন্ত নেবে যার কোনোই প্রয়োজন নেই।

আর সালান্ডার। একবার মাত্র মেয়েটার সাথে দেখা হয়েছে বার্গারের। ঐ অদ্ভুত মেয়েটা সম্পর্কে সে তেমন কিছু জানে না যাতে তার নির্দোষিতার ব্যাপারে ব্লমকোভিস্টের নিশ্চিত হওয়ার বিষয়ে কিছু বলতে পারে। যদি বাবলাস্কি সত্যি হয় তাহলে? মেয়েটা যতি অপরাধী হয়ে থাকে? ব্লমকোভিস্ট যদি মেয়েটাকে খুঁজে পায় আর উন্মাদগ্রস্ত হয়ে সে বন্দুক হাতে তুলে ঘুরে দাঁড়ায়?

সকালে পাওলো রবার্তোর অবাক করা কথাবার্তায় আশ্বস্ত হওয়ার কিছু নেই। অবশ্যই এটা ভালো হয়েছে যে ব্লমকোভিস্ট একাই সালান্ডারের পক্ষে নেই, তবে পাওলোও একজন কাউবয়।

মিলেনিয়াম-এ তার জায়গায় কাকে সে প্রতিস্থাপন করবে? এটা জরুরী হয়ে উঠেছে এখন। মামের সাথে বিষয়টা আলোচনা করবে ঠিক করলো সে, তবে সে বলতে পারে নি এবং ব্লমকোভিস্টের কাছ থেকে এখনো খবরটা আড়াল করে রেখেছে।

খুব বৃলিয়ান্ট একজন রিপোর্টার ব্লমকোভিস্ট, তবে এডিটর ইন চিফ হিসেবে দুর্দান্ত হতো। মাম আর সে একমত হলেও সে নিশ্চিত না অফারটা ব্লমকোভিস্ট গ্রহণ করবে কি না। এরিকসন এখনো অনেক তরুণ, আত্মবিশ্বাস জন্মায় নি এখনো। নিলসন একেবারে আত্মমগ্ন একজন। কোর্তেজ ভালো রিপোর্টার হলেও সে একেবারেই অনভিজ্ঞ। লোত্তা করিমও খুব অগোছালো। আর বার্গার ঠিক নিশ্চিত নয় মাম অথবা ব্লমকোভিস্ট বাইরে থেকে কাউকে রিক্রুট করতে চাইবে কি না।

সব জট পাকিয়ে গেছে। এমন নয় যে সে *মিলেনিয়াম*-এ তার সব অধিকার শেষ করে দিতে চাইছে।

রবিবার সন্ধ্যায় সালান্ডার অ্যাসফিক্সিয়া ১.৩ ওপেন করে মিকব্লম/ল্যাপটপের মিরর হার্ডড্রাইভে ঢোকে। অনলাইনে নেই সে, গত দুই দিনে নতুন যে ডকুমেন্ট যোগ হয়েছে তা পড়ে দেখলো সালান্ডার। ব্লমকোভিস্টের রিসার্চ জার্নাল পড়ে তার মনে হলো এটা ওর জন্যই এতো বিস্তারিতভাবে লিখেছে ব্লমকোভিস্ট। আর তাই যদি হয় তো, এর মানে কি হতে পারে। তার কম্পিউটারে ওর এক্সেস সম্পর্কে জানে সে, কাজেই এটা স্বাভাবিক যে তার লেখাটা সে পড়ুক এটা চায় ব্লমকোভিস্ট। যাইহোক, ব্যাপার হচ্ছে সে কোনটা লিখছে না। যেহেতু সে তার মেশিনে সালান্ডারের অনুপ্রবেশ সম্পর্কে জানে, কাজেই সে তথ্যপ্রবাহ নিয়ন্ত্রন করতে পারতো। লক্ষ্য করলো পারতপক্ষে সে বাবলাস্কির সাথে খুব বেশিদূর যায় নি শুধুমাত্র সালান্ডারের নির্দোষিতার বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করা ছাড়া। এতে বিরক্ত হলো

সে। তথ্যের চাইতে আবেগের উপর বেশি নির্ভর করেছে ব্লমকোভিস্ট। কত বড় আহাম্মক সে।

তবে সে জালার উপরও আলোকপাত করেছে। ভালো বুদ্ধি, ক্যাল ব্লমকোভিস্ট।

তারপর একটু অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো পাওলো রবার্তো আবির্ভূত হয়েছে দৃশ্যপটে। ভালো সংবাদ। হাসলো সে। ঐ লোকটাকে পছন্দ করে সে। বেশ ম্যাচো একটা লোক। রিংএ যখন মুখোমুখি হতো তাকে বেশ ভালোরকম কাবু করে ফেলতো সে। কয়েকবার সে সালান্ডারকে ধরাশায়ী করেছে, এই তো।

তারপর চেয়ারে বসে সে বার্গারকে লেখা সাম্প্রতিক ই-মেইলটা পড়লো।

গুনার বিয়র্ক। সাপো। জালা সম্পর্কে জানে।

বিয়র্ক চেনে বুরম্যানকে।

তিনজনের একটা ত্রিভূজ আঁকতে গিয়ে সালান্ডারের চোখ দুটো ঘোলা হয়ে এলো, জালা, বুরম্যান, বিয়র্ক। হ্যা, এইতো বোঝা যাচ্ছে। এর আগে সে সমস্যাটা ঐ দৃষ্টিকোন থেকে দেখে নি। ব্লমকোভিস্ট হয়তো এতোটা মাথামোটা নয়। তবে এই যোগসূত্রটা নিয়ে নিশ্চয়ই কাজ করে নি সে। ও নিজেও করে নি, যদিও কি ঘটেছে তার উপর অনেক বেশিই জানে সে। বুরম্যান সম্পর্কে একটু ভাবলো, উপলব্ধি করলো সে যা ভেবেছে তার চেয়েও বেশি কিছু বিয়র্কের কাছ থেকে জানতে পেরেছে বুরম্যান যা তাকে ঠেলে দিয়েছিলো বিশাল কোনো বিপদের দিকে।

আরো উপলব্ধি করলো তার একবার সামাদালারোতে যাওয়া দরকার।

এবার ব্লমকোভিস্টের হার্ডড্রাইভে গিয়ে ফোল্ডারে নতুন ফাইল খুলে নাম দিলো (রিং কর্ণার)। এর পরেরবার ল্যাপটপ চালু করলে সে এটা দেখতে পাবে।

টেলিবোরিয়ানের কাছ থেকে দূরে থাক। লোকটা বদমাশ।

এই ব্যাপারে মিরিয়াম উর কিছুই করার নেই।

জালার উপর আলোকপাত করে তুমি ভালোই করেছ। সে'ই মূল চাবিকাঠি। তবে তাকে তুমি কোনো পাবলিক রেকর্ডে খুঁজে পাবে না।

বুরম্যান আর জালার মধ্যে যোগসূত্র আছে। আমি জানি না সেটা কি, তবে এর উপর কাজ করছি আমি। বিয়র্ক?

গুরুত্বপূর্ণ। আমার উপর ১৯৯১ সালের মার্চে একটা মারাত্মক পুলিশ রেকর্ড আছে। আমি ফাইল নাম্বার জানি না, খুঁজেও পাচ্ছি না। একস্ট্রম এটা মিডিয়াতে দেয় নি কেন? জবাব : একস্ট্রমের কম্পিউটারেও নেই সেটা। উপসংহার : এটা সম্পর্কে জানে না সে। কিভাবে সম্ভব হতে পারে?

এক মুহূর্ত ভেবে সে লিখলো পুনশ্চ : মিকাইল, আমি নির্দোষ নই। তবে আমি ড্যাগ আর মিয়াকে খুন করি নি–তাদের খুন হওয়ার ব্যাপারে আমার কিছুই করার

ছিলো না। ঐ রাতে তাদের দেখেছি আমি–খুন হওয়ার আগে–তবে ঘটনা ঘটার আগেই আমি ওখান থেকে চলে এসেছি। আমার উপর বিশ্বাস রাখার জন্য ধন্যবাদ। পাওলো রবার্তোকে আমার শুভেচ্ছা জানিও আর বলো যে তার একটা জবরদস্ত লেফট হুক আছে।

পুণঃপুনশ্চ : ওয়েনারস্ট্রমের ব্যাপারটা তুমি জানলে কি করে?

তিন ঘন্টা পরে ব্লমকোভিস্ট সালান্ডারের লেখাটা পেলো। পাঁচ মিনিট ধরে ভালোমত ম্যাসেজটা পড়লো সে। এই প্রথম সে স্পষ্ট জানিয়েছে, সে সিভেনসন আর জোহানসনকে খুন করে নি। তাকে বিশ্বাস করলো এবং ভিষন স্বস্তি অনুভব করলো। শেষমেষ তার সাথে কথা বলছে সে, যদিও আগের মতই রহস্য রেখে।

আরো লক্ষ্য করলো যে ড্যাগ আর মিয়ার খুনের বিষয়ে অস্বীকার করলেও সে বুরম্যানের ব্যাপারে কিছু বলে নি। ব্লমকোভিস্ট এটা অনুমান করার কারণ হচ্ছে মেসেজে শুধুমাত্র দু'জনের নাম লিখেছে সে। একটু ভেবে সে লিখলো (রিং কর্নার ২)।

হাই স্যালি।

ধন্যবাদ শেষপর্যন্ত তোমার নির্দোষিতার কথা বলার জন্য। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, তবে মিডিয়ার আলোচনা আমাকে প্রভাবিত করেছিলো এবং একটু সন্দেহ জেগেছিলো মনে। মাফ করো। তোমার কাছ থেকে সরাসরি জানতে পেরে ভালো লাগছে। এখন বাকি রইলো আসল খুনিকে খুঁজে বের করা । এর আগেও তুমি আর আমি তা করেছি। তুমি যদি খুব স্বার্থপর না হয়ে থাক তবে কাজ হবে। আমার ধারণা তুমি আমার গবেষণাপত্র পড়ে ফেলেছ। এখন তুমি সবই জানতে পেরেছ আমি কিভাবে চিন্তা করছি। আমার মনে হয় বিয়র্ক কিছু জানে, কিছুদিন পর আমি তার সাথে আরো কথা বলতে যাচ্ছি। আমি কি ভুল পথে আছি, মেয়েগুলোর ক্লায়েন্টদের সাথে দেখা করে?

পুলিশ রিপোর্টের এই ব্যাপারটা আমাকে অবাক করছে। আমার সহকর্মী ম্যালিন এরিকসনকে বলবো বিষয়টা খতিয়ে দেখতে। সেসময় তোমার বয়স কত ছিলো বারো বা তেরো? রিপোর্টটা কি নিয়ে?

টেলিবোরিয়ানের ব্যাপারে তোমার মনোভাব জেনে রাখলাম।

এম.

পুনশ্চ ওয়েনারস্ট্রম কু'তে তুমি একটা ভুল করেছ। ক্রিস্টমাসে স্যান্ডহামেই আমি ব্যাপারটা জানতে পেরেছি–তবে জিজ্ঞেস করি নি কারণ তুমি আমাকে বলো নি। আর আমিও বলবো না কি ভুল করেছ যতক্ষণ না আমার সাথে কফি খেতে দেখা করবে তুমি।

জবাবটা যখন এলো, বললো পতিতার খদ্দেরদের বিষয় ভুলে যেতে পার তুমি। জালাই একমাত্র ব্যক্তি যার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতে পার। আর একজন

বিশালদেহী ব্লন্ড। তবে পুলিশ রেকর্ড থেকে মনে হয় কেউ তাকে আড়াল করতে চাইছে। এটা কোনো দুর্ঘটনা হতে পারে না।

সোমবার সকালে যখন বাবলাস্কির টিম মিটিংয়ের জন্য একত্রিত হয়েছে, প্রোসিকিউটর একস্ট্রম তখন খুব বিশ্রী মেজাজে ছিলো। এক সপ্তাহের বেশি হয়ে গেছে একজন সন্দেহভাজন যার নাম জানা আর যে দেখতেও বিশেষ বৈশিষ্টমন্ডিত, তাকে খোঁজার ব্যাপারে কোনো ফলপ্রসু কিছুই পাওয়া যায় নি। গত এক সপ্তাহ যাবত দায়িত্বরত অ্যান্ডার্সন যখন তাকে সবশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করলো, একস্ট্রমের মেজাজের কোন পরিবর্তন হলো না।

"ব্রেক-ইন?" অবাক হওয়া না লুকিয়েই বললো একস্ট্রম।

"রবিবার সন্ধ্যায় প্রতিবেশিরা ফোন করে জানিয়েছে যে বুরম্যানের দরজার টেপ কাটা হয়েছে। আমি চেক করে দেখেছি।"

"তারপর?"

"তিন জায়গায় টেপটা কাটা হয়েছে। সম্ভবত রেজর ব্লেড বা ছুড়ি দিয়ে। সূক্ষ্ম কাজ, দেখা যায় না সহজে।"

"ডাকাতি? মৃত ব্যক্তিদের অ্যাপার্টমেন্টে ডাকাতি করতে ওস্তাদ কিছু দস্যু আছে-"

"ডাকাতির ঘটনা নয়। অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে দেখেছি আমি মূল্যবান সব জিনিসপত্র, ডিভিডি প্লেয়ার এবং অন্যান্য সবকিছু আছে এখনো। তবে বুরম্যানের গাড়ির চাবিটা কিচেন টেবিলের উপর পড়ে আছে।"

"গাড়ির চাবি?"

"বুধবার রাতে জার্কার অ্যাপার্টমেন্টে চেক ক'রে দেখেছে আমরা কোনোকিছু মিস করেছি কি না। গাড়িটাও চেক করেছে সে। শপথ নিয়ে বলেছে যখন সে অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে এসেছে কিচেন টেবিলের উপর কোনো গাড়ির চাবি ছিলো না এবং টেপটাও লাগিয়ে দিয়েছিলো।"

"সে কি ভুল করে খোলা রেখে এসেছিলো? কেউই নির্ভুল নয়।"

"জার্কার ঐ চাবিটা ধরেই নি, সে বুরম্যানের কি রিং ব্যবহার করেছিলো যেটা সে এরই মধ্যে সিজ করেছে।"

গালে টোকা মেরে বাবলাস্কি বললো, "তার মানে সাধারন কোন ঘটনা নয়।"

"কেউ একজন বুরম্যানের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে সবকিছু নেড়ে চেড়ে দেখেছে। বুধবার থেকে রবিবার রাতে যখন প্রতিবেশি ভদ্রলোক ফোন করে তার মধ্যে ঘটনাটা ঘটেছে।"

"কেউ একজন কিছু খুঁজছিলো। কি? জার্কার?"

"আগ্রহ জাগানোর মত আর কিছু ওখানে ছিলো না, এমন কোনো কিছু যা আমরা এখনো করায়ত্ব করি নি।"

"অন্তত আমাদের জানামতে কোনো কিছু নেই। খুনের মোটিভ এখনো অস্পষ্ট। আমাদের অনুমান সালান্ডার একজন সাইকোপ্যাথ, কিন্তু সাইকোপ্যাথদেরও মোটিভ থাকে।"

"আপনি এখন কি করতে বলেন?"

"জানি না। কেউ একজন বুরম্যানের অ্যাপার্টমেন্ট সার্চ করেছে। প্রথম প্রশ্ন : কে? দ্বিতীয় প্রশ্ন : কেন? আমরা কি জিনিস মিস করেছি?"

"জার্কার?"

হোমবার্গ হাল ছেড়ে দেয়ার মত দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "ঠিক আছে। অ্যাপার্টমেন্টটা দেখবো আমি। এবার একেবারে চুলচেরাভাবে।"

সোমবার সকাল ১১:০০টায় সালান্ডার ঘুম থেকে উঠলো। আধঘণ্টার মত শুয়ে শুয়ে ঝিমুনোর পর উঠে বসলো। তারপর কফি বানিয়ে গোসল সেরে নিলো । নিজ হাতে নাশতা বানিয়ে ল্যাপটপটা নিয়ে বসলো প্রোসিকিউটর একস্ট্রমের কম্পিউটারে আপডেট জানার জন্য, আর অনলাইনে পত্রিকাগুলো পড়ে নিলো। এন্সকেডের হত্যাকান্ডের ব্যাপারে পত্রিকাগুলোর আগ্রহ কমে গেছে। এরপর সে সিভেনসনের রিসার্চ ফোল্ডারটা ওপেন করলো এবং স্যান্ডস্ট্রমের সাংবাদিকের সাথে তার মিটিংএর নোটগুলো পড়লো, এই সাংবাদিক জনদের মধ্যে পড়ে যে সেক্স মাফিয়াদের ধরার জন্য অভিযানে নেমেছিলো এবং জালা সম্পর্কে যে জানে। শেষ করার পর সে আরো একটু কফি নিয়ে জানালার পাশে বসে ভাবতে লাগলো।

বিকেল ৪:০০টা পর্যন্ত অনেক চিন্তা-ভাবনা করলো সে।

নগদ টাকা দরকার তার, তিনটা ক্রেডিট কার্ডের মধ্যে একটা তার নিজের নামে যাবতীয় কাজের জন্য করা হয়েছিলো। আরেকটা আইরিন নেসারের নামে, তবে এটা সে ব্যবহার করছে না কারণ আইরিন নেসারের পাসপোর্টে নিজের পরিচয় দেয়াটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। একটা ইসু করা হয়েছে ওয়াসপ এন্টারপ্রাইজের নামে যেটা এমন একটা একাউন্টের সাথে লিংক করা আছে যেখানে প্রায় তিন মিলিয়ন ক্রোনার রয়েছে এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে ট্রান্সফার করে নগদ তোলা সম্ভব। যে কেউ এই টাকা তুলতে পারবে, তবে নিজের পরিচয় ঠিকমত তুলে ধরতে হবে তাদের।

কিচেনে গিয়ে সে একটা বিস্কুটের টিন খুললো, সেখান থেকে এক তোড়া ব্যাংক নোট হাতে তুলে নিলো। তার কাছে নগদ মাত্র ৯৫০ ক্রোনার আছে, খুব বেশি নয়। সৌভাগ্যক্রমে তার কাছে আরো ১৮৯৯ আমেরিকান ডলার আছে যা সে

বেদেশ থেকে আসার পর এমনি এমনি ফেলে রেখেছিলো, আইডি ছাড়াই এটা সে ফোরেক্স কারেন্সি উইন্ডোতে ভাঙ্গাতে পারবে। এতে অবস্থার একটু উন্নতি হবে।

আইরিন নেসারের পরচুলা পড়ে সালান্ডার পোশাক পাল্টে কিছু কাপড়চোপড় আর একটা থিয়েটার মেকাপের বক্স তার ব্যাকপ্যাকে ভরে নিলো। এবার সে মোসাবেক থেকে দ্বিতীয়বারের মত যাত্রা শুরু করলো। হেঁটে ফকাংগাটনানে গিয়ে সেখান থেকে এর্স্টাগাটানে গেল, তারপর বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে ওয়াস্কি শপে গিয়ে ইলেকট্রিক্যাল টেপ, একটা আট গজ দীর্ঘ সুতার দড়ি যুক্ত ব্লক অ্যান্ড ট্যাকল কিনলো।

ফিরে আসার জন্য ৬৬ নম্বর বাস ধরলো সে। বাসের জন্য যখন অপেক্ষা করছে, আরেকজন মহিলাকে বাসের জন্য অপেক্ষা করছে দেখলো সে। প্রথমে না চিনলেও তার অবচেতন মনে একটা সতর্ক সংকেত টের পেলো সালান্ডার, ভালোমত লক্ষ্য করে দেখলো মহিলাটি হচ্ছে আইরিন ফ্লেমস্ট্রম, মিল্টন সিকিউরিটির স্যালারি ক্লার্ক। নতুন ধরনের স্টাইলে চুল কেটেছে মেয়েটি। ফ্লেমস্ট্রম বাসে উঠলে সালান্ডার বাসটা যেতে দিলো। সাবধানে সে চারপাশে তাকালো, সবসময়ের মতোই দেখতে লাগলো কোনো পরিচিত মুখ দেখা যায় কি না। অর্ধবৃত্তাকার বোফিল বেজ অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংটা হেঁটে সোদরা স্টেশনে এসে উত্তরের পথে একটা ট্রেনে উঠলো।

বার্গারের সাথে হাত মেলালো ইন্সপেক্টর মোদিজি, তাকে কফি দিলো বার্গার। লক্ষ্য করে দেখলো কিচেনের সব কটি মগে রাজনৈতিক দল আর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লোগো এবং অ্যাড।

"এগুলোর বেশিরভাগ ইলেকশন নাইট পার্টি এবং ইন্টারভিউ থেকে পাওয়া।" বার্গার ব্যাখ্যা করলো, তার হাতে একটা লিবারেল ইয়ুথ পার্টির মগ।

সিভেনসনের পুরনো ডেস্কটা দেখছে মোদিজি। এরিকসন সাহায্য করতে এলো, তারা দুজন মিলে সিভেনসনের বই ও আর্টিকেলের বিষয় এবং গবেষনার যাবতীয় জিনিস দেখতে লাগলো। এই সুযোগটা পেয়ে মোদিজি খুব খুশি। সিভেনসনের কম্পিউটারটা হারিয়ে গেছে বলে তার কাজগুলো দেখা সম্ভব হচ্ছিলো না, এটা তদন্ত টিমের জন্য খুব যন্ত্রনাদায়ক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তবে বেশিরভাগ কাজের ব্যাকআপ করা ছিলো যা *মিলেনিয়াম*-এর অফিসে পাওয়া গেছে।

ব্লমকোভিস্ট অফিসে ছিলো না, তবে সিভেনসনের সে ডেস্ক থেকে যে ম্যাটেরিয়াল পেয়েছে তার একটা লিস্ট মোদিজির হাতে দিলো বার্গার। বাবলাস্কিকে ফোন করে মোদিজি পরিস্থিতি বুঝিয়ে বললো। তারা সিদ্ধান্ত নিলো সিভনসনের

ডেস্কে পাওয়া যাবতীয় সবকিছু এবং *মিলেনিয়াম*-এর কম্পিউটার তারা সিজ করবে, প্রয়োজনে বাবলাস্কি একটা ওয়ারেন্টসহ ব্লমকোভিস্ট যে ম্যাটেরিয়ালগুলো সরিয়েছে সেগুলোও নিতে চাইবে। মোদিজ্জি একটা সরকারী অধিগ্রহনের বিস্তারিত তালিকা তৈরি করে কার্ডবোর্ড বক্সে সব নিয়ে নিলে কোর্তেজ ওটা গাড়িতে তুলে দিতে সাহায্য করলো।

সোমবার বিকেলে ব্লমকোভিস্টের খুব হতাশ লাগছিলো। সিভেনসন যাদের তুলে ধরতে চেয়েছিলো তাদের মধ্যে দশজনের সাথে কথা বলেছে সে। প্রতিটি ক্ষেত্রে লোকগুলোকে বেশ উদ্বিগ্ন, ক্রুদ্ধ আর ব্যথিত বলে মনে হয়েছে। তাদের সবার বার্ষিক গড় আয় পাওয়া গেছে ৪০০,০০০ ক্রোনার। তারা সবাই ভীত আর আতঙ্কিত মানুষ।

তাদের কাউকে মনে হয় নি খুনের বিষয়ে কোনোকিছু লুকাচ্ছে।

সালান্ডারের কাছ থেকে কোনো নতুন ম্যাসেজ আছে কি না দেখার জন্য ব্লমকোভিস্ট তার ল্যাপটপটা চালু করলো। না, নেই। আগের লেখায় সে বলেছিলো যে জনদের কোনো স্বার্থ নেই, ব্লমকোভিস্ট তাদরে পেছনে সময় নষ্ট করছে। নিজেকে তার কুফা মনে হচ্ছে। ক্ষুধা পেলেও নিজে নিজে খাবার বানাতে ইচ্ছে করছে না তার। তাছাড়া দুই সপ্তাহ ধরে সে বাজার করে নি শুধুমাত্র কর্নারের দোকান থেকে দুধ কেনা ছাড়া। জ্যাকেটটা গায়ে দিয়ে সে হর্নসগাটানে গৃক ট্যাভার্নে গেলো এবং গৃলড ল্যাম্ব নিলো।

প্রথমে সালান্ডার সিঁড়িটা দেখে লাগোয়া বিল্ডিংএ সাবধানে দুবার চক্কর দিলো। লো-ফ্রেম বিল্ডিংগুলো দেখে মনে হচ্ছে সাউন্ডপ্রুফ না এবং তার উদ্দেশ্য পূরনে খুব একটা কাজে দেবে না। কর্নারের অ্যাপার্টমেন্টের একদম উপরে পঞ্চমতলায় থাকে সাংবাদিক স্যান্ডস্ট্রম। তারপর সিঁড়িটা উঠে শেষ হয়েছে চিলেকোঠার দরজায়। এটা কাজে দেবে।

সমস্যাটা হচ্ছে কোনো অ্যাপার্টমেন্টের জানালায় আলো নেই।

কয়েকটা রাস্তা পার হয়েই একটা পিজার দোকানে গিয়ে সালান্ডার হাওয়াইয়ান নিয়ে একটা কর্নারে বসে সান্ধ্য পত্রিকা পড়তে লাগলো। ৯:০০টার ঠিক আগে আগে একটা কফি লাত্তে কিনলো প্রেসবায়রার দোকান থেকে, তারপর বিল্ডিংএ ফিরে এলো। এখনো অ্যাপার্টমেন্টটা অন্ধকারে ডুবে আছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে চিলেকোঠার একটা ধাপে বসে পড়লো, এখান থেকে স্যান্ডস্ট্রমের দরজাটা অর্ধেক সিঁড়ি নিচে দেখা যাচ্ছে। লাত্তে খেতে খেতে সে অপেক্ষা করতে লাগলো।

স্যাটানিস্ট গ্রুপ এভিল ফিঙ্গারের প্রধান ভোকাল সিলা নোরেনকে শেষমেষ খুঁজে পেলো ইন্সপেক্টর ফাস্ট, আসোর একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভবনের রিসেন্ট ট্র্যাশ

রেকর্ড নামে স্টুডিওতে। নোরেনের বাবা-মার বাড়িতে কয়েকবার ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর স্টুডিওতে গিয়ে সফল হয়েছে ফাস্ট, তার বোনের মতে বোর্লাঞ্জের একটা ব্যান্ড 'কোল্ড ওয়াক্স'এর একটা গানের সিডির কাজে সাহায্য করছে সে। এই ব্যান্ডের নাম কখনো শোনে নি ফাস্ট। ব্যান্ডের সদস্যদের সবার বয়স বিশের ঘরে। স্টুডিওর করিডোরে যাওয়া মাত্র দেয়ালের ওপাশ থেকে আসা আওয়াজে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো। জানালা দিয়ে সে কোল্ড ওয়াক্সদের দেখলো এবং একটা বিরতি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো।

নোরেনের চুল র‍্যাভেন কালো, তাতে লাল-সবুজ পট্টি বাঁধা এবং চোখে কালো মেকআপ। বেশ স্থূলকায় শরীরে একটা শর্ট স্কার্ট পরেছে যার টপটার পেটের কাছে বোতামটা ফাঁক হয়ে আছে। কতোগুলো আঙটাযুক্ত বেল্ট কোমরের চারপাশে আটকানো, দেখে মনে হচ্ছে কোনো ফরাসী হরর মুভি থেকে বের হয়ে এসেছে।

ফাস্ট তার পুলিশ আইডি দেখিয়ে তার সাথে কথা বলতে চাইলো । চুইংগাম চিবুতে চিবুতে তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকালো মেয়েটা। একটা দরজার দিকে আঙ্গুল তুলে কোনো ক্যান্টিনের দিকে যেতে বললো ফাস্টকে। ওখানে গিয়ে সে একগাদা ময়লা আবর্জনার মধ্যে পড়লো যেগুলো দরজার ডান পাশে স্তূপ করে রাখা আছে। একটা খালি বোতলে পানি নিয়ে নোরেন অর্ধেকটুকু খেয়ে ফেললো, তারপর টেবিলে বসে সিগারেট ধরালো। স্বচ্ছ নীল চোখে সে ফাস্টের দিকে সরাসরি তাকালো।

"রিসেন্ট ট্র্যাশ রেকর্ড কি?"

মনে হচ্ছে মেয়েটার চান্দি গরম হয়ে গেলো।

"এটা একটা রেকর্ড কোম্পানি যারা নতুন ব্যান্ডদের নিয়ে কাজ করে।"

"এখানে আপনার ভূমিকা কি?"

"আমি সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার।"

কঠিন দৃষ্টিতে ফাস্ট তাকালো তার দিকে। "একাজে আপনার প্রশিক্ষণ নেয়া আছে?"

"না, আমি নিজে নিজে শিখেছি।"

"এ থেকে আপনি রোজগার করেন?"

"আপনি কেন জানতে চাচ্ছেন?"

"কৌতূহল থেকে। আমার মনে হয় লিসবেথ সালান্ডার সম্পর্কে সাম্প্রতিক খবর পড়েছেন।"

মাথা নাড়লো সে।

"আমাদের বিশ্বাস আপনি তাকে চেনেন। এটা কি ঠিক?

"হতে পারে।"

"এটা ঠিক কি ঠিক না?"

"এটা নির্ভর করছে আপনি কি খুঁজছেন।"

"একজন উন্মাদ মহিলাকে খুঁজছি আমি যে তিনটা খুন করেছে। লিসবেথ সালান্ডার সম্পর্কে তথ্য চাচ্ছি।"

"গত এক বছর ধরে লিসবেথের সাথে আমার কথা হয় না।

"শেষ কবে আপনি লিসবেথকে দেখেছেন?"

"দুই বছর আগে শরতে, ক্যাভারনে। ওখানে সে আড্ডা মারতে যেতো, তবে পরে সে আসা বন্ধ করে দেয়।"

"তার সাথে দেখা করার চেষ্টা করেছেন আপনি?"

"মোবাইলে কয়েকবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিলো।"

"অন্যকোনোভাবে তার সাথে যোগাযোগের উপায় জানতেন না আপনি?"

"না।"

"এভিল ফিঙ্গার্স কি?"

আমুদে ভঙ্গীতে তাকালো নোরেন। "পত্রিকা পড়েন নি?"

"এটা মানে কি?"

"ওরাতো বলছে আমরা স্যাটানিস্ট ব্যান্ড।"

"তাই কি?"

"আমাকে দেখতে স্যাটানিস্ট মনে হয়?"

"স্যাটানিস্টরা দেখতে কেমন হয়?"

"আচ্ছা, আমি জানি না কে নির্বোধ–পুলিশ না পত্রিকাগুলো।"

"শুনুন, জনাবা, এটা খুব সিরিয়াস একটা বিষয়।"

"মানে আমরা স্যাটানিস্ট কি না?"

"প্যাঁচানো বন্ধ করে প্রশ্নের জবাব দিন।"

"প্রশ্নটা যেন কি?"

চোখটা একটু বন্ধ করে ফাস্ট গৃসের পুলিশের ওখানে যাওয়ার কথা মনে করলো, কয়েক বছর আগে সেসময় ছুটি কাটাচ্ছিলো সে। অনেক সমস্যার পরও সুইডিশ পুলিশের তুলনায় গৃক পুলিশের বড় একটা সুবিধা আছে। এই তরুণী যদি সেখানে এরকম আচরন করতো তাহলে সে মেয়েটাকে উপুর করে বেত দিয়ে তিনটা লাগিয়ে দিতো। ওর দিকে তাকালো ফাস্ট।

"লিসবেথ কি এভিল ফিঙ্গার্সের সদস্য ছিলো?"

"আমার তা মনে হয় না।"

"এই কথার মানে কি দাঁড়ায়?"

"আমার দেখা সবচেয়ে মেয়ে লিসবেথ।"

"টোন-ডেফ?"

"সে ট্রাম্পেট আর ড্রামের মধ্যে পার্থক্য বলতে পারে, কিন্তু এটাই ওর মিউজিক্যাল ট্যালেন্টের দৌড় বলা যায়।"

"আমি বলতে চাচ্ছি সে কি এভিল ফিঙ্গারে ছিলো?"

"আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দিয়েছি এই মাত্র। এভিল ফিঙ্গার্সকে আপনি কি মনে করেন?"

"আমাকে বলুন।"

"ঐ নির্বোধ পত্রিকাগুলোর আর্টিকেল পড়ে আপনি পুলিশি তদন্ত করতে এসেছেন।"

"প্রশ্নের জবাব দিন।"

"এভিল ফিঙ্গার্স একটা রক ব্যান্ড। আমরা উনিশ বছরের একদল মেয়ে ছিলাম যারা হার্ড রক পছন্দ করতাম এবং মজা করে গানবাজনা করতাম। একটা প্যান্টাগ্রাম এঁকে আমরা নিজেদের প্রকাশ করি আর 'শয়তানের প্রতি একটু সহমর্মীতা' দেখাতাম। তারপর ব্যান্ডটা ভেঙ্গে যায়, আর একমাত্র আমিই এখনো মিউজিক করছি।"

"তাহলে আপনি বলছেন সালান্ডার এই ব্যান্ডের সদস্য ছিলো না?"

"আমি তাই বলেছি।"

"তাহলে আমাদের সোর্স কিভাবে দাবী করছে যে লিসবেথ ব্যান্ডে ছিলো?"

"কারণ আপনার সোর্সও ঐ পত্রিকাগুলোর মতই আহাম্মক।"

"বুঝিয়ে বলুন।"

"ব্যান্ডে আমরা পাঁচজন মেয়ে ছিলাম, আমরা এখনো মাঝে মাঝে একসাথে হই। আগে আমরা সপ্তাহে একদিন ক্যাভারনে একত্রিত হতাম। এখন মাসে একবার। তবে আমাদের মাঝে যোগাযোগ আছে।"

"একসাথে হয়ে আপনারা কি করেন?"

"ক্যাভারনে একসাথে হলে মানুষ কি করে বলে মনে করেন আপনি?"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ফাস্ট। "তার মানে আপনারা ড্রিংক করার জন্য এক হন।"

"মাঝে মাঝে আমরা বিয়ার খই। আর গল্প-গুজব করি। আপনার বন্ধুদের সাথে এক হলে কি করেন আপনি?"

"সালান্ডার তাহলে ছবিতে এলো কিভাবে?"

"কয়েক বছর আগে কমভাক্সে তার সাথে দেখা হয় আমার। প্রায়ই সে ক্যাভারনে এসে আমাদের সাথে বিয়ার খেত।"

"এভিল ফিঙ্গার্স তাহলে কোনো সংগঠন নয়?"

তার দিকে নোরেন এমনভাবে তাকালো যেন সে ভিন্ন কোনো গ্রহ থেকে এসেছে। "আপনি কি গমকামী?"

"মুখে ঘুষি খেতে পছন্দ করেন আপনি?"

“প্রশ্নের জবাব দিন।”

“আমরা কি সেটা জানার দরকার নেই আপনার।”

“শান্ত হোন। আমাকে রাগাবেন না।”

“এই যে শুনুন? পুলিশ দাবী করছে লিসবেথ তিনজনকে খুন করেছে আর আপনি এসেছেন জানতে আমার সেক্সুয়াল কাজকারবার সম্পর্কে। জাহান্নামে যান।”

“আপনি জানেন, আমি আপনাকে জেলে ভরতে পারি।”

“কি কারনে? আচ্ছা আচ্ছা, আপনাকে বলতে ভুলে গেছি আমি তিন বছর ধরে আইন নিয়ে পড়ছি, আর আমার বাবা *নোরেন অ্যান্ড ন্যাপ*-এর উলফ নোরেন। কোর্টে দেখা হবে।”

“আমি ভেবেছিলাম আপনি সংগীত জগতে কাজ করেন।”

“আমার ভালো লাগে তাই মিউজিক করি। আপনি ভেবেছেন এ দিয়ে আমি টাকা কামাই?”

“আপনি কিভাবে টাকা কামাই করেন আমার কোনো ধারণাই নেই।”

“লেসবিয়ান স্যাটানিস্ট হিসেবে আমি টাকা কামাই করি না, আপনি যদি সেটা মনে করে থাকেন। আর এটা যদি লিসবথের জন্য পুলিশ সার্চের ভিত্তি হয়ে থাকে, তাহলে আমি বুঝতে পারছি কেন আপনারা ওকে খুঁজে পান নি।”

“আপনি কি জানেন সে কোথায় আছে?”

শরীরের উপরের অংশ সামনে পেছনে দোলাতে শুরু করেছে নোরেন, হাত দুটো আলতো করে সামনে রেখেছে।

“আমি অনুভব করছি সে বন্দী হয়ে আছে...একটু দাঁড়ান, আমার টেলিপ্যাথিক ক্ষমতাটা পরখ করে দেখি।”

“বাদ দিন।”

“আমি তো আপনাকে বলেছি প্রায় দুই বছর ধরে তার সাথে আমার কথা হয় না। সে কোথায় আছে আমার কোনো ধারণাই নেই। কাজেই, যেহেতু আর কোনো উপায় নেই...”

সিভেনসনের কম্পিউটারে ঢুকে মোদিজি রাতটা কাটিয়ে দিলো তার হার্ড ড্রাইভ ও ডিস্কের সবকিছু বিন্যাস্ত করার কাজে। রাত ১১:০০টা পর্যন্ত তার বইটা পড়ে কাটিয়ে দিলো সে।

দুটো উপলব্ধি হলো তার, প্রথমত, খুব মেধাবী একজন লেখক সিভেনসন যে সেক্সট্রেডের ব্যবসার উপর বর্ননা করেছে বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রেখে। পুলিশ একাডেমিতে যদি সে বক্তৃতা দিতে পারতো তার জ্ঞান পাঠ্যক্রমে অনেক মূল্যবান

কিছু যোগ করতে পারতো, ভাবলো মোদিজি। উদাহরনস্বরূপ, সিভেনসনের প্রজ্ঞা ফাস্টের জন্য বেশ কাজে দিতো।

দ্বিতীয় উপলব্ধি হচ্ছে, খুনের মোটিভে সিভেনসনের গবেষণার ভূমিকা আছে ব্লমকোভিস্টের এই তত্ত্ব পুরোপুরি ঠিক। পতিতাদের গ্রাহকদের তুলে ধরার জন্য সিভেনসনের পরিকল্পনা বেশ কয়েকজন ব্যক্তির ক্ষতির কারণ হয়েছে। সাংঘাতিক এক উন্মোচন এটা। উল্লেখযোগ্য কয়েকজন যাদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে যৌন অপরাধের বিচারে রায় হয়েছিলো কিংবা পাবলিক ডিবেটে অংশ নিতে হয়েছিলো, তারা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যেত।

সমস্যাটা হচ্ছে কোনো জনও যদি উন্মোচিত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে, সে সিভেনসনকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তবুও এখানে নিল বুরম্যানের কোনো যোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছে না। সিভেনসনের লেখার কোথাও তার কথা উল্লেখ নেই, আর এতে ব্লমকোভিস্টের যুক্তিটা ধোপে টেকে না, সালান্ডারের সম্ভাব্য সন্দেহভাজন হওয়াটাও নিশ্চিত করে।

এমনকি সিভেনসন আর জোহানসনের খুনের কোনো মোটিভ যদি অস্পষ্ট থেকেও থাকে, সালান্ডার অপরাধস্থলে ছিলো এবং খুনের অস্ত্রে তার আঙ্গুলের ছাপ ছিলো।

বুরম্যানের খুনের সাথে অস্ত্রটারও প্রত্যক্ষ যোগসূত্র আছে। ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং সম্ভাব্য মোটিভ–বুরম্যানের তলপেটের নক্সাটা কোনো যৌন নির্যাতনের সম্ভাবনা কিংবা দুজনের মধ্যে একটা *স্যাডোমাসোকিস্টিক* সম্পর্কের ঈঙ্গিত দেয়। বুরম্যান স্বেচ্ছায় এরকম অদ্ভুত আর যন্ত্রনাদায়ক টাট্টু আঁকতে দেবে এটা কল্পনার বাইরে। হয় সে এরকম অবমানিত হতে পছন্দ করে নয়তো সালান্ডার–যদি এই টাট্টু সে করে থাকে–তাকে কোনো ভাবে প্রথমে অক্ষম বানিয়ে একাজ করেছে। কিভাবে কাজটা করা হয়েছে এটা আগে ভাগে অনুমান করতে চায় না মোদিজি।

আবার টেলিবোরিয়ান এটা নিশ্চিত করেছে যে যেসব মানুষকে সালান্ডারের হুমকি বলে মনে হয় তাদের প্রতিই শুধু সহিংস আচরন করে সে।

তাকে দেখে বেশ সুরক্ষিত মনে হয়েছে, যেন তার পুরনো কোনো রোগী তার ক্ষতি করতে না আসতে পারে। করা যায় না। তারপরও সালান্ডারের ব্যাপারে টেলিবোরিয়ানের বিশ্লেষনের উপর ভিত্তি করে তদন্তকাজ পরিচালিত হচ্ছে–সাইকোসিসের একদম প্রান্তসীমায় থাকা একজন সাইকোপ্যাথ।

তবে ব্লমকোভিস্টের তত্ত্বটা বেশ চমৎকার।

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে সে সালান্ডারকে খুনি হিসেবে কল্পনা করতে চেষ্টা করলো যে একা একা কাজটা করেছে। শেষপর্যন্ত তার নোটবুকে একটা বাক্য লিখলো। *দুটি ভিন্ন মোটিভ? দুজন খুনি? একই অস্ত্র?*

তার এলামেলো ভাবনাগুলোকে এক জায়গায় কেন্দ্রিভূত করতে পারছে না,

তবে সকালের মিটিংয়ে সে বাবলাস্কিকে কিছু একটা বলতে চায়। সালান্ডার একা একা খুন করেছে এই তত্ত্বটা কেন তাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে সে বুঝতে পারছে না।

তারপর রাতের বেলা সে কম্পিউটার বন্ধ করে ডিস্কটা ডেস্কের ড্রয়ারে রেখে তালা মারলো। জ্যাকেটটা গায়ে দিয়ে ডেস্ক ল্যাম্পটা বন্ধ করে যেই মাত্র তার অফিসের দরজাটা বন্ধ করতে যাবে, করিডোরের একটু নিচে আওয়াজ শুনতে পেলো। ভ্রূ কুঁচকালো, তার ধারণা ছিলো ডিপার্টমেন্টে সে একাই আছে। করিডোর ধরে হেঁটে ফাস্টের অফিসের সামনে এলো, দরজাটা সামান্য খোলা, ফোনে সে কারো সাথে কথা বলছে।

"অস্বীকার করার উপায় নেই এটা দিয়ে সব ঘটনাকে এক করা যায়," ফাস্টকে বলতে শুনলো।

কিছুক্ষণ লাগলো তার সিদ্ধান্ত নিতে, তারপর গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে দরজায় টোকা দিলো। অবাক হয়ে তাকালো ফাস্ট, হাত নাড়লো সে।

"মোদিজি এখনো অফিসে আছে," ফোনে বললো ফাস্ট। তার দিকে তাকিয়েই সে ফোনে কথা শুনে মাথা নাড়লো। "আচ্ছা, বলবো তাকে।" ফোনটা ধরেই বললো, "বাবল," তারপর জানতে চাইলো , "কিছু বলবেন?"

"কোনটার কথা বলছেন যে সব ঘটনা এক করা যায়?" জানতে চাইলো সে।

সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালো সে। "আপনি আঁড়ি পেতে শুনেছেন?"

"না, তবে আপনার দরজাটা খোলা ছিলো আর দরজায় টোকা দেয়ার ঠিক আগে আপনি এটা বলছিলেন।"

কাঁধ ওঠালো ফাস্ট। "বাবলকে আমি ফোন করেছিলাম যে শেষ পর্যন্ত এনএফএল কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য জানিয়েছে।"

"কি সেটা?"

"সিভেনসনের একটা কমভিক ক্যাশ কার্ড যুক্ত মোবাইল ছিলো। তারা তার কল লিস্ট থেকে বের করেছে যে ঘটনার দিন ৭:৩০ এ মিকাইল ব্লমকোভিস্টের সাথে কথা হয়েছে তার। সেসময় ব্লমকোভিস্ট তার বোনের বাড়িতে ডিনার করছিলো।"

"বেশ, তবে আমার মনে হয় না খুনের সাথ ব্লমকোভিস্টের কোনো সম্পর্ক আছে।"

"আমারও না। কিন্তু সেদিন রাতে সিভেনসন আরেকটা ফোন করেছিলো। রাত ৯:৩৪ এ। তিন মিনিট ছিলো কলটা।"

"তারপর?"

"সে নিল বুরম্যানের বাড়িতে ফোন করেছিলো। অন্যভাবে বলতে গেলে দুটো খুনের মধ্যে যোগসূত্র আছে।"

ফাস্টের ভিজিটর চেয়ারে বসে পড়লো মোদিজি।

"আরে, বসুন বসুন। আমার অতিথি হোন।"

তাকে পাত্তা দিলো না মোদিজি।

"আচ্ছা, তাহলে সময়সীমাটা কি দাঁড়াচ্ছে? ৭:৩০তে সিভেনসন ফোন করেছিলো ব্রমকোভিস্টকে, ৯:৩৪ এ সিভেনসন বুরম্যানকে ফোন করে। রাত ১০:০০টায় দোকান বন্ধ হওয়ার ঠিক আগে সালান্ডার কর্নার শপ থেকে সিগারেট কিনেছিলো। তারপরপরই ১১:০০টায় ব্রমকোভিস্ট আর তার বোন এন্সকেডেতে পৌঁছে, ১১:১১তে পুলিঃকে ফোন করে সে।"

"ঠিকই আছে মনে হচ্ছে, মিস মার্পল।

"কিন্তু কিছুই আসলে ঠিক নেই। প্যাথলজিস্টের রিপোর্ট অনুযায়ী বুরম্যান ঐরাতে ১০:০০টা থেকে ১১:০০টার মধ্যে খুন হয়েছে। সালান্ডার তখন এন্সকেডেতে ছিলো। সালান্ডারই বুরম্যানকে এবং এন্সকেডের দম্পতিকে খুন করেছে এই ধারণা নিয়ে কাজ করছি আমরা।"

"এটা কোনো কিছু বোঝায় না। প্যাথলজিস্টের সাথে আমি আবারো কথা বলেছি। বুরম্যানকে আমরা রাত পার হওয়ার আগে খুঁজে পাই নি, প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পরে। প্যাথলজিস্ট বলেছে মৃত্যু এক ঘণ্টা আগে বা পরে ঘটে থাকতে পারে।"

"কিন্তু বুরম্যানকে অবশ্যই প্রথম শিকার হতে হবে, কারণ আমরা খুনের অস্ত্র এন্সকেডেতে খুঁজে পেয়েছি। তার মানে সালান্ডার বুরম্যানকে ৯:৩৪এর কিছুক্ষণ পরে খুন করেছে এবং গাড়ি চালিয়ে এন্সকেডেতে এসে সিগারেট কিনেছে। ওডেনপ্লান থেকে এন্সকেডেতে এসে এতো সময় কি পাওয়া যাবে?"।

"হ্যা, পাবে। সে কোনো পাবলিক যান ব্যবহার করে নি যেটা আমরা আগে ভেবেছিলাম। তার গাড়ি আছে। সনি বোমান আর আমি ঐ রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি, যথেষ্ঠ সময় পাওয়া যায়।"

"কিন্তু সে সিভেনসন আর জোহানসনকে খুন করতে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করেছিলো? সেই সময়টা কি করছিলো সে?"

"তাদের সাথে কফি খেয়েছে সে, কাপে তার প্রিন্ট পেয়েছি আমরা।"

জয়ীর হাসি হাসলো সে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মোদিজি চুপচাপ বসে রইলো কিছুক্ষণ।

"হ্যান্স, আপনি ব্যাপারটা এমনভাবে দেখছেন যেন এটা একটা প্রেসটিজের ব্যাপার। আপনি একটা মাথামোটা লোক যে মানুষকে পাগল বানিয়ে ছাড়ে। তবে আমি আসলে আপনার এখানে এসে দরজায় টোকা দিয়েছিলাম আপনাকে চড় মারার জন্য ক্ষমা চাইতে। আমার মাথা ঠিক ছিলো না।"

অনেকক্ষণ ধরে তার দিকে চেয়ে রইলো ফাস্ট। "আমাকে আপনার মাথামোটা

মনে হতে পারে, তবে আমার মনে হয় আপনি অপেশাদার এবং পুলিশ অফিসার হয়ে কিছু করার নেই আপনার। অন্তত এই পর্যায়ের কাজ।"

জবাবটা হজম করলো মোদিজ্জি, তবে শেষমেষ কাঁধটা উঠিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো।

"আচ্ছা, এখন আমরা জেনে গেছি আমাদের অবস্থান কোথায়।"

"আমরা জানি আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। আর বিশ্বাস করুন, আপনি এখানে বেশি দিন থাকতে পারবেন না।"

দরজাটা বেশ জোরে বন্ধ করলো মোদিজি। ঐ বানচোতটাকে তোমার পেছনে লাগতে দিও না। সে গ্যারেজে গেলো।

বন্ধ দরজার এপাশে তৃপ্তির হাসি হাসলো ফাস্ট।

বাড়িতে ঢোকামাত্র ব্লমকোভিস্টের মোবাইল বেজে উঠলো।

"হাই, ম্যালিন বলছি। কথা বলা যাবে?"

"অবশ্যই।"

"গতকাল একটা বিষয় আমাকে নাড়া দিয়েছে।"

"খুলে বল।"

"সালান্ডারকে ধরার ব্যাপারে যতগুলো খবর বেরিয়েছে তার সবগুলো আমি পড়ে দেখছিলাম। তার সাইকিয়াট্রিক সেন্টারে থাকার সময়টা দেখলাম আমি, আমাকে যেটা অবাক করেছে তার জীবনবৃত্তান্তে এতো বড় একটা শূন্যস্থান কেন?"

"কি শূন্যস্থান?"

"স্কুলে তার উপর যে ঝামলাগুলো গেছে সেগুলোর ব্যাপারে অনেক কিছু। শিক্ষক ও সহপাঠীদের সাথে গোলমাল, ইত্যাদি ইত্যাদি।"

"আমার মনে আছে। একজন শিক্ষক বলেছে সে সালান্ডারকে দেখে আতঙ্কে থাকতো যখন তার বয়স ছিলো এগারো।"

"বৃজিতা মিয়াস।"

"সে একজন ছিলো বটে।"

"সাইকিয়াট্রিক সেন্টারেও সালান্ডারের উপর বিস্তারিত আছে। তাছাড়া কৈশোরে ফস্টার পরিবারে থাকার সময়টা এবং গামলা স্টানের আক্রমনের ঘটনা।"

"তো তুমি কি ভাবছ?"

"তার তেরোতম জন্মদিনের ঠিক আগে তাকে ক্লিনিকে নেয়া হয়।"

"হ্যা?"

"অথচ তাকে কেন অভিযুক্ত করা হলো সেব্যাপারে কোনো কথাই নেই। বারো বছর বয়সে যদি অভিযুক্ত হয় তাহলে অবশ্যই কিছু ঘটেছে। আর সালান্ডারের ক্ষেত্রে অনেকটাই এমন ব্যাপার যে প্রচন্ড হৈ চৈ আর চিল্লাবিল্লা, তার জীবনবৃত্তান্তে

এমন কিছুই দেখানো হয়েছে। কিন্তু এখানে এমন কিছুই বলা নেই।"

ভ্রু কুঁচকালো ব্লমকোভিস্ট। "ম্যালিন, একটা বিশ্বস্ত সোর্স থেকে আমি জানতে পেরেছি যে ১৯৯১ সালের মার্চে লিসবেথের উপর পুলিশ রিপোর্ট আছে, তখন তার বয়স ছিলো বারো, এটা ফাইলে নেই। আমি তোমাকে এটা যাচাই করে দেখার জন্য বলতে চাচ্ছিলাম।"

"যদি কোনো রিপোর্ট থেকে থাকে তাহলে এটা তার জীবনেরই অংশ। আইন ভঙ্গের ব্যাপার হলে ফাইলে থাকবে না। আপনি কি ভালোমত জেনেছেন?"

"না, তবে আমার সোর্স বলেছে যে এটা ফাইলে নেই।"

একটু থামলো এরিকসন। "আপনার সোর্স কতটা বিশ্বস্ত?"

"খুব।"

একই সাথে একই সিদ্ধান্তে পৌছালো এরিকসন আর ব্লমকোভিস্ট।

"সাপো," এরিকসন বললো।

"বিয়র্ক," ব্লমকোভিস্ট বললো।

অধ্যায় ২৪

সোমবার, এপ্রিল ৪–মঙ্গলবার, এপ্রিল ৫

পার-এইক স্যান্ডস্ট্রম, চল্লিশের কাছাকাছি বয়সের একজন ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক, বাড়িতে ফিরলো মাঝরাতের পরপর। একটু মাতাল ছিলো সে আর তাই পেটে সামান্য ব্যথা টের পাচ্ছিলো। কোনো কিছু না করেই দিনটা পার করেছে আজ। মোদ্দা কথা সে আতঙ্কে আছে।

সিভেনসন খুন হওয়ার পর প্রায় দুই সপ্তাহ কেটে গেছে। ঐ রাতে টিভি সংবাদটা দেখে স্যান্ডস্ট্রম হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলো। সিভেনসন মারা গেছে–এটা তাকে স্বস্তি আর আশা জোগালো, তাহলে পাচারের উপর লেখা বইটা হয়তো ইতিহাসে পরিণত হলো যেটাতে স্যান্ডস্ট্রমকে উন্মোচিত করা হতো।

সিভেনসনকে ঘৃণা করে সে। সে করুনা ভিক্ষা করেছিলো, এ শুয়োরটার পায়ে পড়েছিলো সে।

ঐ দিনটার পর থেকেই তার পরিস্থিতিটা বিবেচনা করছিলো সে। সিভেনসনের লেখাটা খুঁজে পাবে পুলিশ, তারপর তার কর্মকান্ড খোঁড়াখুঁড়ি করতে থাকবে। ঈশ্বর...সেতো খুনের জন্য সন্দেহভাজন হতে পারতো।

তবে তার এই যন্ত্রনা লাঘব হলো যখন পত্রিকাগুলো সালান্ডারকে তাদের প্রথম পাতায় স্থান দিয়ে চাবকাতে শুরু করলো। এই সালান্ডার মেয়েটা আবার কে? এর আগে সে তার নাম শোনে নি। কিন্তু পুলিশ তাকে একজন সাংঘাতিক সন্দেহভাজন মনে করছে, আর প্রোসিকিউটরের বিবৃতি অনুযায়ী খুনের তদন্ত শিগগিরই সমাধান হবে। কেউ তার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছে না এটার সম্ভাবনা ছিলো। তবে তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে সাংবাদিকেরা সবসময় তথ্য আর লেখা সংগ্রহে রাখে। *মিলেনিয়াম*। একটা যাচ্ছেতাই পত্রিকা যেটা খ্যাতি পাবার যোগ্য নয়। এরাও বাকিদের মতই। চারদিকে নাক গলাবে আর গুজব ছড়িয়ে মানুষের জীবন ধ্বংস করবে।

গবেষনা কাজটা কতদূর পর্যন্ত হয়েছে এটা জানার কোনো উপায়ই নেই তার। এমন কেউ নেই যাকে সে জিজ্ঞেস করতে পারে। একটা শূন্যস্থানে পড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে তার।

যন্ত্রনা আর নেশার মাঝামাঝি একটা অবস্থায় আছে সে। বস্তুত তাকে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে না ঠিকই। ভাগ্য ভালো থাকলে সে হয়তো বেঁচেও যেতে পারে। কিন্তু যদি ভাগ্য মন্দ হয়, তার কর্মজীবন ধূলিস্মাত হওয়ে যাবে।

ফ্রন্ট ডোরে চাবি ঢুকিয়ে তালা খুললো সে। দরজাটা খোলা মাত্রে তার পেছনে একটা খচ খচ আওয়াজ শুনতে পেলো, ঘুরে তাকাবার আগেই পিঠে অবশ করা ব্যথা অনুভূত হলো।

টেলিফোনটা যখন বাজলো বিয়র্ক তখনো বিছানায় যায় নি। পাজামা আর ড্রেসিং গাউন পরেছিলো সে, কিন্তু এখনো সে রান্নাঘরের অন্ধকারে বসে নিজের বোকামির জন্য আফসোস করছিলো। তার এই সুদীর্ঘ কর্মজীবনে নিজেকে এরকম গ্যাড়াকলে পড়তে দেখে নি সে।

ফোনটা ধরতে চাচ্ছিলো না সে। এখন মাঝরাতে পেরিয়ে গেছে। কিন্তু ফোনটা বেজেই যাচ্ছে। দশবার রিং হওয়ার পর আর না ধরে থাকতে পারলো না।

"মিকাইল ব্লমকোভিস্ট বলছি," অন্যপ্রান্তে শোনা গেলো। ধ্যাৎ।

"আমি ঘুমাতে গিয়েছিলাম।"

"আমি ভাবছিলাম আপনি আমার কথা শুনতে আগ্রহী হবেন।"

"কি চান আপনি?"

"আগামীকাল সকাল ১০:০০টায় ড্যাগ সিভেনসন আর মিয়া জোহানসনের খুনের ঘটনায় একটা প্রেস কনফারেন্স ডেকেছি।"

বিয়র্ক শুনে গেলো।

"সেক্সট্রেডের উপর বিস্তারিত একটা বিবরণ আমি দিতে যাচ্ছি সিভেনসন তার বইয়ে যেটা শেষ করে যেতে পারে নি। যে একজনের নাম আমি জন হিসেবে উল্লেখ করবো সে আপনি।"

"আপনি আমাকে সময় দেবেন বলেছিলোন..." তার কণ্ঠে আতঙ্ক টের পেলো সে।

"বেশ কয়েক দিন পার হয়ে গেছে। ছুটির পর আপনি আমকে ফোন করবেন বলেছিলেন। আগামীকাল মঙ্গলবার। আপনি হয় আমাকে এখনি বলবেন নতুবা আমি কাল সকালে প্রেস কনফারেন্স করবো।"

"আগামীকাল প্রেস কনফারেন্স করলে আপনি জালা সম্পর্কে কখনোই জানতে পারবেন না।"

"তা হতে পারে। তবে এরপর আর ব্যাপারটা আমার জন্য কোনো সমস্যা হবে না। আপনি বরং পুলিশের কাছে আপনার যা বলার বলতে পারেন। আর অবশ্যই অন্যান্য মিডিয়ার কাছেও।"

আলোচনার আর কোনো জায়গা রইলো না।

ব্লমকোভিস্টের সাথে দেখা করতে রজি হলো বিয়র্ক, তবে আগামী বুধবার পর্যন্ত মিটিংটা স্থগিত রাখতে সক্ষম হলো সে। একটা ছোট ক্ষতি থেকে

সাময়িকভাবে বেঁচে গেলো। তবে সে প্রস্তুত।
হয় ডুবে যাও অথবা সাঁতার কাট।

জেগে উঠে নিজেকে লিভিং রুমের মেঝেতে আবিষ্কার করলো। কতক্ষণ পর্যন্ত অচেতন ছিলো সে জানে না। সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন, নড়তে পারছিলো না সে। কিছুক্ষণ লাগলো তার বুঝতে যে তার হাত দুটো পেছন থেকে ইলেকট্রিক টেপ দিয়ে বাঁধা। মুখেও এক টুকরা টেপ আটকানো। রুমের বাতিটা জ্বালানো আর জানালায় পর্দা টেনে দেয়া। বুঝতে পারছে না কি হয়েছে।

তার অফিস থেকে আসা একটা আওয়াজ শুনতে পেলো সে। নিথর শুয়ে কান পাতলো এবং ড্রয়ার খোলা আর বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনলো। ডাকাতি? কাগজের খস খস শব্দ আর কেউ ড্রয়ারে কিছু হাতড়ে বেড়াচ্ছে শোনা গেলো।

তার পেছনে পায়ের আওয়াজ শোনার আগে পর্যন্ত মনে হচ্ছিলো অনন্তকাল পেরিয়ে যাচ্ছে। মাথা ঘোরাতে চেষ্টা করলো, কিন্তু কাউকে দেখলো না। নিজেই নিজেকে শান্ত থাকতে বললো।

হঠাৎ একটা মোটা দড়ি এসে তার মাথার উপর গড়িয়ে পড়লো। গলায় শক্ত ফাঁস দিলো। যন্ত্রনায় শরীর অবশ হয়ে গেলো, তাকিয়ে দেখলো দড়িটা সিলিংয়ের ল্যাম্পটা যেখানে থাকে তার কাছে একটা হুকে বাঁধা। এবার তাকে আক্রমনকারি ব্যক্তি সামনে এলো, প্রথম যেটা দেখলো তা হলো এক জোড়া কালো বুট।

চোখ খোলার পর এতো বেশি বিস্মিত হতো না। প্রথমে সাইকোপ্যাথটাকে চিনতে পারে নি সে, ইস্টারের সময় থেকে পত্রিকায় যার পাসপোর্ট ছবি সব কটা পত্রিকাতে দেয়া হয়েছিলো । খাট কালো চুল , পত্রিকার ছবির সাথে খুব একটা মিল নেই। তার সবকিছু কালো রং এর-জিন্স, মাঝারি আকৃতির সুতি জ্যাকেট, টিশার্ট, গ্লাভস।

তবে তার মুখটা দেখে সে সবচেয়ে বেশি ভয় পেলো। ছবি আঁকা তাতে। ঠোটে কালো লিপস্টিক দিয়েছে, কালো আইলাইনার আর উৎকট সবুজ-কালো আইশ্যাডো। মুখের বাকিটা সাদা মেকআপ করা। কপালের বাম দিক থেকে নাক বরাবর লাল স্ট্রাইপ গালের ডানদিকে নেমে গেছে।

এটা ভুতুরে মুখোশ। তার কুৎসিত মনেরই প্রতিচ্ছবি এটা। স্যান্ডস্ট্রমের মাথা কাজ করছে না। অবাস্তব মনে হচ্ছে সবকিছু।

দড়ির শেষ মাথাটা ধরে টান দিলো সালান্ডার। দড়িটা গলা কেটে ফেলছে, কয়েকমুহূর্ত দম নিতে পারলো না সে। তারপর পা দুটোকে নিজের দিকে আনার জন্য চেষ্টা করলো। একটা ব্লক অ্যান্ড ট্যাকল দিয়ে পা দুটো ওর দিকে টেনে আনতে সালান্ডারের খুব একটা কষ্ট করতে হলো না। সোজা করে দাঁড় করানোর

পর দড়িটা আর না টেনে কয়েকবার ঘুরিয়ে নিলো ওটা। একটা শক্ত গিটে বেঁধে ফেললো তা।

তারপর চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেলো মেয়েটা। পনেরো মিনেট ধরে সে নেই। ফিরে এসে একটা চেয়ার টেনে তার সামনে বসে পড়লো সালান্ডার। তার পেইন্ট করা মুখের দিকে চেষ্টা করেও না তাকিয়ে পারলো না। লিভিং রুমের টেবিলে একটা পিস্তল রেখেছে, তার পিস্তল। ওয়ার্ডরোবের জুতার বাক্সে এটা খুঁজে পেয়েছে সালান্ডার। কোল্ট ১৯১১ গভর্নমেন্ট। এই অবৈধ অস্ত্রটা কয়েক বছর ধরে তার কাছে আছে। এক বন্ধুর কাছ থেকে কিনেছে, কিন্তু কখনো গুলি চালায় নি। তার চোখের সামনে মেয়েটা ম্যাগাজিন খুলে কয়েক রাউন্ড গুলি ভরলো। পেছনে টেনে নিয়ে কক করলে স্যান্ডস্ট্রম প্রায় মূর্ছা গেলো, জোর করে তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

"আমি বুঝি না মানুষ কেন তার বিকৃতির প্রমানপত্র রেখে দেয় সবসময়," বললো সে।

মোলায়েম অথচ বরফশীতল কণ্ঠে বললো সালান্ডার। একটা ছবি দেখালো সে। তার হার্ডড্রাইভ থেকে নিশ্চয়ই প্রিন্ট করেছে মেয়েটা, হায় খোদা।

"আমার ধারণা এ হলো এস্তোনিয়ার ইনিস হ্যামুজার্বি, সতেরো বছর বয়স, নার্ভার কাছে রিপালু থেকে এসেছে। ওর সাথে মজা লুটেছ তুমি?"

প্রশ্নটা নৈর্ব্যক্তিক। জবাব দেয়ার উপায় নেই স্যান্ডস্ট্রমের। তার মুখটা টেপ দিয়ে আটকানো আর মাথাটাও সাড়া দেয়ার জন্য প্রস্তুত না। ছবিটাতে দেখা যাচ্ছে...ঈশ্বর, ঐ ছবিগুলো কেন রেখেছিলাম আমি?

"জান আমি কে?"

স্যান্ডস্ট্রম মাথা নাড়লো।

"তুমি একটা স্যাডিস্টিক শুয়োর, বিকৃতরুচি আর ধর্ষণকারি।"

সে নিথর বসে রইলো।

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। হঠাৎ তার দু'চোখ ভরে পানি এলো।

"চলো আমাদের চুক্তির নিয়মকানুনগুলো ১০০ ভাগ পরিষ্কার করে নেই," সালান্ডার বললো। "আমি যতদূর জানি, তোমাকে সাথে সাথে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। আজকের রাতটা তুমি বেঁচে থাক আর না থাক আমার কাছে একই কথা। বুঝেছ?"

মাথা নাড়লো সে।

"নিশ্চয়ই তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি যে আমি একটা উন্মাদ যে মানুষ খুন করতে পছন্দ করি। বিশেষ করে পুরুষমানুষ।"

লিভিংরুম টেবিল থেকে নেয়া সংবাদপত্রগুলোর দিকে নির্দেশ করলো সে।

"তোমার মুখের টেপটা খুলে দিচ্ছি আমি, যদি চিৎকার কর তো এটা তোমার শরীরে মারবো।" একটা টেসার ধরে আছে সে। "এই ভয়ঙ্কর অস্ত্রটা ৫০,০০০

ভোল্ট বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে, এর পরেরবার প্রায় ৪০,০০০ ভোল্ট রয়ে গেছে, একবার ব্যবহারের পর রিচার্জ করি নি আমি। বুঝেছ?"

সন্দেহের চোখে তাকালো সে।

"অর্থাৎ এতে তোমার পেশিগুলো অকার্যকর হয়ে যাবে। বাড়ি আসার পর দরজায় তুমি যে অভিজ্ঞতা পেয়েছ একবার।" তার দিকে চেয়ে হাসলো সালান্ডার। "তুমি পায়ের উপর দাঁড়াতে পারবে না, ঝুলে থাকবে। তোমাকে মারার পর আমি যা করবো তা হলো এই ঘর থেকে বের হয়ে যাবো।"

মাথা নাড়লো সে। ঈশ্বর, মেয়েটা একটা উন্মাদ খুনি। তার গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লেও সে তা নিয়ন্ত্রন করতে পারলো না। নাক টানছে সে।

উঠে দাঁড়িয়ে মুখের টেপ খুলে দিলো সালান্ডার। ওর অদ্ভুতদর্শন মুখটা মাত্র এক ইঞ্চি সামনে।

"কোনো কথা বলবে না," বললো সে, "আমার অনুমতি ছাড়া কথা বললে মারবো এটা।"

নাকি কান্না বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো সে, তারপর চোখের দিকে তাকালো।

"একটা সুযোগ আছে তোমার যদি আজ রাতে বাঁচতে চাও," বললো সালান্ডার। "একটাই সুযোগ–দুটো নয়। আমি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করছি, যদি জবাব দাও তোমাকে ছেড়ে দেব। বুঝে থাকলে মাথা নাড়াও।"

মাথা নাড়লো স্যান্ডস্ট্রম।

"যদি কোনো প্রশ্নের জবাব না দিতে চাও তো মারবো এটা দিয়ে। বুঝেছ?"

মাথা নাড়লো সে।

"মিথ্যে বললে বা নেতিবাচক জবাব দিলেও একই পরিনতি হবে।"

আবারো সে মাথা নাড়লো।

"তোমার সাথে আমি দর কষাকাষি করবো। কোনো দ্বিতীয় সুযোগ নেই। সাথে সাথে আমার প্রশ্নের জবাব না দিলে মারা যাবে। তোমার জবাবে খুশি হলে তবেই তুমি বাঁচবে। সোজা কথা।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। তার কথা বিশ্বাস করেছে, কোনো উপায় নেই।

"প্লিজ, আমি মরতে চাই না..."

"তুমি বাঁচবে কি মরবে এটা তোমার উপর নির্ভর করছে। তবে তুমি এইমাত্র আমার প্রথম শর্ত ভঙ্গ করলে : আমার অনুমতি ছাড়াই কথা বলেছ তুমি।"

ঠোঁট দুটো চেপে ধরলো সে। খোদা, মেয়েটা একদম পাগল।

কি করবে ভেবে ব্লমকোভিস্টের খুব হতাশ আর অস্থির লাগছে। শেষমেষ জ্যাকেট

আর স্কার্ফটা পরে সোদরা ষ্টেশনের দিকে লক্ষ্যহীনভাবে হাটতে লাগলো, তারপর গটগাটানে *মিলেনিয়াম*-এর অফিসে এসে থামলো। একেবারে চুপচাপ নিথর হয়ে আছে, কোনো বাতি জ্বাললো না সে, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো। ভাবনাগুলোকে বিন্যাস্ত করার চেষ্টা করলো সে। খুনের তদন্তটা ভাঙ্গা মোজাইকের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে, সবগুলো টুকরো জোড়া লাগাতে গিয়ে দেখা গেলো কয়েকটা টুকরো নেই। কোথাও না কোথাও প্যাটার্নটা আছে। বুঝতে পারছে, কিন্তু ধরতে পারছে না কি সেটা। এতোগুলো টুকরো পাওয়া যাচ্ছে না।

তার মনে সন্দেহ জাগছে। সালান্ডার কোনো উন্মাদ খুনি নয়, নিজেকে স্মরন করিয়ে দিলো সে। তার বন্ধুদের খুন করে নি সালঠাণ্ডার এটা লিখে জানিয়েছে সে। বিশ্বাস করে সে। কিন্তু অজানা কোনোভাবে খুনের সাথে সংশ্লিষ্ট সে। আস্তে আস্তে সে তার এতোদিনের তত্ত্বটা পুনর্মূল্যায়ন করতে শুরু করেছে। সেইসময় তাৎক্ষনিভাবে তার মনে হয়েছিলো খুনের মোটিভ হিসেবে সেক্স ট্রাফিকিংএর উপর সিভেনসনের লেখাটাই অপেক্ষাকৃত বেশি যৌক্তিক। এখন সে বাবালাস্কির উক্তিটাকে গ্রহন করছে যে এতে করে বুরম্যানের খুনের কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

সালান্ডার তার ম্যাসেজে বলেছে যে জনদের কথা ভুলে জালার উপর ফোকাস করা দরকার। কেন? আজব একটা মানুষ। সে তাকে ভালোমত বুঝিয়ে কোনো কিছু বলছে না কেন?

একটা ইয়াং লেফট মগে কফি নিলো ব্লমকোভিস্ট। অফিসের ঠিক মাঝখানে রাখা একটা সোফায় বসেছে সে, আর সিগারেট ধরিয়েছে যেটা এখানে নিষিদ্ধ।

জনদের লিস্টে বিয়র্ক আছে। বুরম্যান ছিলো সালান্ডারের গার্জেন। বুরম্যান আর বিয়র্ক দুজনই সাপোতে কাজ করতো এটা কাকতালীয় ব্যাপার হতে পারে না। সালান্ডারের ব্যাপারে একটা পুলিশ রিপোর্ট উধাও হয়ে গেছে। এখানে কি একটার বেশি মোটিভ থাকতে পারে? লিসবেথ সালান্ডারও কি কোনো মোটিভ হতে পারে?

একটা ধারণা ব্লমকোভিস্টের মাথায় এসেছে যেটা গুছিয়ে বলতে পারছে না সে। একটা কিছু এখনো উন্মোচনের বাকি আছে, তবে সে এটাও ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারবে না কি কারনে এই ধারণা এলো যে সালান্ডার নিজেও এই খুনের মোটিভ হতে পারে। তার অস্পষ্ট একটা কিছু বুঝতে পারার মত অনুভূতি হলো।

এরপর সে খুব ক্লান্তি বোধ করলো, ততক্ষনে কফিও শেষ, মেশিনটা ধুয়ে বিছানায় গেলো ঘুমাতে। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে আবারো সুতাটা জোড়া লাগাতে চেষ্টা করলো, দুই ঘণ্টা ধরে বোঝার চেষ্টা করলো কি জোড়া দেবে।

লোকটার সামনে চেয়ারে আরামে হেলান দিয়ে সালান্ডার সিগারেট টানছে। বাম

পায়ের উপর ডান পাটা রেখে তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে। এর আগে এতো গভীর চাহনি দেখে নি কখনো স্যান্ডস্ট্রম। কথা বলার সময়ও তার কণ্ঠটা তখনো মোলায়েম।

"২০০৩ এর জানুয়ারিতে তুমি ইনিস হামুজার্বির নর্সবোর্গের অ্যাপার্টমেন্টে প্রথম গিয়েছিলে। তখন সে মাত্র ষোলতে পড়েছে। কেন গিয়েছিলে তার ওখানে?"

স্যান্ডস্ট্রম জানে না সে কিভাবে এর জবাব দেবে। সে নিজেই ভালোভাবে বুঝতে পারছে না, কিভাবে ওটা শুরু হয়েছিলো, কে সে...সালান্ডার তার টেসারটা তাক করলো।

"আমি...আমি জানি না। আমি তাকে চেয়েছিলাম। এতো সুন্দর ছিলো সে।"

"সুন্দর?"

"হ্যা, সে খুব সুন্দর ছিলো।"

"আর তুমি ভেবেছ তাকে বিছানায় বেঁধে ভোগ করার অধিকার তোমার আছে।"

"এতে সে অভ্যস্ত ছিলো, খোদার কসম, সে অভ্যস্ত ছিলো।"

"তাকে তুমি পয়সা দিয়েছিলে?"

জিভে কামড় দিলো স্যান্ডস্ট্রম। "না।"

"দাও নি কেন? সে তো বেশ্যা ছিলো, তাদের তো পয়সা দিতে হয়।"

"ও ছিলো...ও একটা উপহার ছিলো।"

"উপহার?" ভয়ঙ্কর শোনা গেলো তার কণ্ঠটা।

"কারো জন্য একটা উপকার করে দেয়ার জন্য বিনিময়ে তাকে দেয়া হয়েছিলো।"

"পার-আকে," কণ্ঠটা সংযত করে সালান্ডার বললো। "তুমি আমার প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছ, তাই না?"

"খোদার কসম। আপনার সব প্রশ্নের জবাব দেবো আমি। মিথ্যে বলবো না।"

"বাহ্, বেশ। উপকারটা কি ছিলো এবং কার জন্য করা হয়েছিলো?"

"আমি কিছু অ্যানাবোলিক স্টেরয়েড অবৈধভাবে লেনদেন করেছিলাম। ব্যবসার উদ্দেশ্যে এস্তোনিয়া গিয়ে ফেরার সময় ওষুধগুলো গাড়িতে তুলে এনেছিলাম। আমার সাথে ছিলো হ্যারি রান্টা, যদিও সে আমার সাথে গাড়িতে আসে নি।"

"হ্যারি রান্টার সাথে তোমার কিভাবে দেখা হয়?"

"আমি তাকে চিনি কয়েক বছর ধরে। মূলত সেই আশির দশক থেকে। আমার বন্ধু। আমরা একসাথে বারে যেতাম।"

"তাহলে এই হ্যারি রান্টাই তোমাকে উপহার দেয়...ইনিস হামুজার্বিকে?"

"হ্যা...না, দুঃখিত, সেটা আরো পরে, এখানে স্টকহোমে। তার ভাই, আথো রান্টা।"

"তাহলে তুমি বলছো আথো রান্টা তোমার দরজায় এসে বলে যে তুমি নর্সবর্গে গিয়ে ইনিসকে ভোগ করে আস, তাই না?"

"না...আমি...মানে আমাদের একটা পার্টি ছিলো...উফ, আমি মনে করতে পারছি না কোথায়..."

হঠাৎ সে ভীষনভাবে কাঁপতে শুরু করলো, তার পা দুটি যেন অবশ হয়ে গেছে। কোনোকিছুর সাথে পা দুটো আঁকড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চাইছে সে।

"শান্তভাবে জবাব দাও," বললো সালান্ডার। "তুমি সময় নিয়ে মনে করার চেষ্টা কর, আমি তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাচ্ছি না। কিন্তু যখনই বুঝবো তুমি প্রশ্ন এড়াতে চাইছ, তখনই...ঠাস!"

সালান্ডার তার ভ্রুজোড়া উপরে তুললে কেমন অশরীরি মনে হলো তার কাছে। অদ্ভুতদর্শন মুখোশ পড়ে থাকলে কাউকে যতটা অশরীরি মনে হতে পারে ততোটাই।

ভয় পেলো স্যান্ডস্ট্রম। শুকনো হাড়ের মতোই তার মুখটা শুকিয়ে গেছে, গলার চারপাশে আটকানো দড়িটা টের পেলো সে।

"তুমি কোথায় মদ খেতে গেছ সেটা গুরুত্বপূর্ণ না। আথো রান্টা তোমাকে কিভাবে উপহার দিলো ইনিসকে?"

"আমরা কথা বলছিলাম...আমরা...আমি তাকে বলেছিলাম যে আমি চাই..." বুঝতে পারছে তার কান্না পাচ্ছে।

"তুমি বলছো যে তুমি তার কাছে থাকা পতিতাদের একজনকে চাও?"

মাথা নাড়লো সে। "আমি মাতাল ছিলাম। সে আমাকে বলে যে মেয়েটার দরকার...দরকার..."

"মেয়েটার কি দরকার ছিলো?"

"আথো বলেছিলো মেয়েটার শাস্তি হওয়া দরকার। খুব ঝামেলা করছে। তার কথামত কাজ করছে না।"

"মেয়েটার কাছ থেকে সে কি চাইতো?"

"তার হয়ে বেশ্যাগিরি করুক। আমাকে অফার করে...আমি মাতাল ছিলাম, বুঝতে পারছিলাম না কি করছি আমি। ইচ্ছে করে করি নি...মাফ করবেন আমায়।" নাক টানলো সে।

"আমার কাছে মাফ চেয়ে লাভ নেই। তো তুমি আথোকে সাহায্য করতে চাইলে ইনিসকে শাস্তি দিয়ে এবং দু'জন মিলে তার ওখানে গেলে।"

"ঠিক সেভাবে এটা ঘটে নি।"

"আমাকে বলো কিভাবে ব্যাপারটা ঘটে। আথোর সাথে তুমি ওর ওখানে কেন

গিয়েছিলে?"

স্যান্ডস্ট্রমের হাঁটুর উপরে টেসারটা তাক করলো। আবারো কাঁপতে শুরু করলো সে।

"আমি মেয়েটাকে পেতে চেয়েছিলাম বলে গিয়েছি সেখানে। ও ছিলো সহজলভ্য। হ্যারি রান্টার এক বান্ধবীর সাথে থাকতো সে। তার নাম আমার জানা ছিলো না একদম। আথো বিছানার সাথে মেয়েটাকে বাঁধলে আমি ওকে...আমি সেক্স করি মেয়েটার সাথে। আথো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।"

"না...তুমি তার সাথে সেক্স কর নি, তাকে ধর্ষণ করেছ তুমি।"

কিছু বললো না স্যান্ডস্ট্রম।

"তারপর কি হলো?"

মাথা নাড়লো সে।

"ইনিস কি বললো?"

"ও কিছুই বলে নি।"

"ও কি প্রতিবাদ করেছিলো?"

মাথা ঝাঁকালো সে।

"তো সে ভাবলো এটা ঠিকই আছে যে একটা মাঝবয়সী খচ্চর তাকে বিছানায় বেঁধে সেক্স করছে।"

"সেও মাতাল ছিলো, আমলেই নেয় নি।

হাল ছেড়ে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো সালান্ডার।

"আচ্ছা। তারপর থেকে তুমি ইনিসের ওখানে যাওয়া অব্যাহত রাখলে।"

"ও এতাটা...ও আমাকে চাইতো।"

"যত্তসব।"

সালান্ডারের দিকে তাকালো সে নিরাশ হয়ে। তারপর মাথা নাড়লো।

"ওকে ধর্ষণ করেছিলাম আমি। হ্যারি আর আথো আমাকে অনুমতি দেয়। তারা চেয়েছিলো মেয়েটা যাতে...মানে প্রশিক্ষণ পায়।"

"তাদের পয়সা দিয়েছিলে তুমি?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

"কত টাকা?"

"একটা চুক্তি হয়েছিলো বন্ধুত্বের ভিত্তিতে। স্মাগলিংএ আমি ওদের সহযোগিতা করতাম।"

"কত?"

"সবমিলিয়ে কয়েক গ্রান্ড হবে।"

"তোমার একটা ছবিতে ইনিসকে তোমার এই অ্যাপার্টমেন্টে দেখা যাচ্ছে।"

"হ্যারি ওকে এখানে নিয়ে আসে।"

আবারো নাক টানলো সে।

"একটা মেয়ের জন্য যদি তুমি কয়েক হাজার টাকা দিয়ে থাক, তার সাথে তুমি যা খুশি তাই করতে পার। কতবার তুমি তাকে ধর্ষণ করেছ?"

"জানি না...বেশ কয়েকবার।"

"ঠিক আছে। তো এই গ্যাংটাকে চালাচ্ছে কে?"

"আমি যদি তাদের কথা বলে দেই তারা আমাকে খুন করে ফেলবে।"

"আমার তাতে কিছু যায় আসে না। ঐ রান্টা ব্রাদরদের চেয়ে এই মুহূর্তে আমি তোমার জন্য আরো বড় সমস্যা।" টেসারটা তাক করলো সে।

"আথো। সে হচ্ছে বড় ভাই। হ্যারি সবকিছু ঠিকঠাক করে।"

"গ্যাং এ আর কতজন আছে?"

"আমি শুধু হ্যারি আর আথোকে চিনি। আথোর বান্ধবীও এতে জড়িত। আর একজন...নামটা ঠিক জানি না। পেলে বা কিছু হবে। সুইডিশ। সে কে জানি না আমি। একটা নেশাগ্রস্ত লোক তাদের হয়ে এখানে ওখানে যায়।"

"আথোর বান্ধবী?"

"সিলভিয়া। একটা বেশ্যা।"

একটু বসে ভাবলো সালান্ডার। তারপর তাকালো তার দিকে।

"জালা কে?"

স্যান্ডস্ট্রমের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। সিভেনসনও তাকে একই প্রশ্ন করেছিলো। অনেকক্ষণ কোনো কথা না বলাতে খেয়াল করলো যে মেয়েটা রেগে যাচ্ছে।

"জানি না," বললো সে। "আমি জানি না সে কে?"

সালান্ডারের মুখ কালো হয়ে গেলো।

"এতোক্ষণ পর্যন্ত তুমি ভালোই ছিলে। তোমার একমাত্র সুযোগ হাতছাড়া করবে না," বললো সালান্ডার।

"খোদার কসম, সত্যি বলছি। আমি তাকে চিনি না। যে সাংবাদিককে আপনি খুন করেছেন..."

থামলো সে। এস্কেডেতে মেয়েটার খুনখারাপির কথা এখন তোলাটা ঠিক হবে না।

"হু?"

"সেও আমাকে একই প্রশ্ন করেছিলো। আমি জানি না। জানলে আপনাকে বলতাম। কসম খেয়ে বলছি। কেউ একজন, যাকে আথো চেনে।"

"তার সাথে কথা হয়েছে তোমার?"

"একবার মাত্র ফোনে কথা হয়েছে কিছুক্ষনের জন্য। একজনের সাথে আমি কথা বলি যে নিজেকে জালা বলে পরিচয় দেয়। কিংবা বলা যায় সে আমার সাথে

কথা বলেছিলো।"

"কেন?"

চোখ বন্ধ করলো স্যান্ডস্ট্রম। তার চোখ বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে, টের পাচ্ছে তার নাক থেকে পানি ঝরছে।

"আমি...তারা চাচ্ছিলো আমি তাদের জন্য আরেকটা উপকার করে দিই।"

"গল্পটা বেশি ধীরগতির হয়ে যাচ্ছে," বললো সালান্ডার।

"তারা চাইছিলো আমি আবার টালিনে যাই এবং এরই মধ্যে প্রস্তুত একটা গাড়ি নিয়ে আসি। অ্যামফিটামিন। আমি এটা করতে চাই নি।"

"কেন করতে চাও নি?"

"এটা খুব বেশি বাড়াবাড়ি। তারা সেরকম গ্যাংস্টার। তারা আমাকে চেয়েছিলো। একাজটা আমাকে দিয়ে করাতে চাইছিলো।"

"কাজেই তুমি ভাবছিলে অবসর সময়ে তুমি গ্যাংস্টারদের একজন।"

"আমি সেরকম কেউ না।"

"আচ্ছা, তাই।" তার কণ্ঠটা এমন শোনা গেলো যে স্যান্ডস্ট্রম চোখ বন্ধ করে ফেললো।

"বলে যাও। জালা কি করে দৃশ্যপটে হাজির হলো?"

"এটা একটা দুঃস্বপ্ন।"

আবারো পানি পড়ছে চোখ বেয়ে। এতোজোরে সে তার ঠোঁট কামড়ে ধরলো যে রক্ত বের হয়ে গেলো।

"বিরক্তিকর।" বললে সালান্ডার।

"আথো আমার পেছনে লেগে থাকলো এটার ব্যাপারে। হ্যারি সতর্ক করে দিয়ে বললো যে আথো রেগে যাচ্ছে এবং সে জানে না এটা কিভাবে মীমাংসা হবে। শেষমেষ আমি আথোর সাথে দেখা করতে রাজি হলাম। সেটা ছিলো গত বছরের আগস্টে। হ্যারির সাথে আমি নর্সবর্গে গেলাম..."

মুখটা নড়লেও শব্দগুলো শোনা যাচ্ছিলো না। সালান্ডার চোখ সরু করে তাকালো। আবার তার কণ্ঠ শুনতে পেলো সে।

"আথো ছিলো একটা ভয়ঙ্কর লোক, খুব নিষ্ঠুর। আপনি ধারনাও করতে পারবেন না সে কিরকম নিষ্ঠুর হতে পারে। সে বললো আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে আর যেহেতু আমি কাজটা করি নি আমার বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। সে আমাকে প্রমান দেখাতে যাচ্ছিলো।"

"আচ্ছা, তাই?"

"তারা আমাকে জোর করে নিয়ে যায় তাদের সাথে। আমরা তে যাই। আথো আমাকে চোখ বাঁধতে বলে। একটা ব্যাগ আমার চোখে বেঁধে দেয় তারা। আমি

মরার ভয়ে আতঙ্কে ছিলাম।"

"তো তুমি তোমার মাথার উপরে একটা ব্যাগ নিয়ে গাড়ির মধ্যে ছিলে। তারপর কি হয়েছিলো?"

"গাড়িটা থামলো। আমি জানতাম না কোথায় গিয়েছিলাম।"

"তোমার মাথা থেকে কোথায় গিয়ে ওরা ব্যাগটা নামিয়েছিলো?"

"সোদারতালিয়ের ঠিক আগে কোথাও।"

"সেখানে যেতে কতক্ষণ লেগেছিলো?"

"আধঘণ্টা হতে পারে। গাড়ি থেকে আমাকে নামায় তারা। ওয়্যারহাউজের মত একটা জায়গা।"

"কি হয়েছিলে?"

"হ্যারি আর আথো আমাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। বাতি জ্বলছিলো সেখানে। প্রথম যে দৃশ্যটা আমি দেখি তা হলো একজন দরিদ্র মানুষ মাটিতে শুয়ে আছে। লোকটাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। তাকে ভয়ঙ্করভাবে পেটানো হয়েছে।"

"লোকটা কে ছিলো?"

"তার নাম কেনেথ গুস্তাফসন। কিন্তু আমি পরে আর তার কোনো খোঁজ পাই নি।"

"কি হয়েছিলো?"

"একজন মানুষ ছিলো সেখানে, এতা বিশাল লোক আমি এর আগে আর দেখিনি। প্রকান্ড। পেশিবহুল শরীর।"

"দেখতে কেমন লোকটা?"

"একটা শয়তান যেন, ব্লন্ড।"

"তার নাম?"

"সে তার নাম বলে নি।"

"আচ্ছা, বিশালদেহী ব্লন্ড একটা লোক। আর কেউ ছিলো?"

"আরেকজন, তাকে দেখে বিদ্ধস্ত লাগছিলো। পনিটেল করা চুল।" ম্যাগ লুন্ডিন।

"আর কেউ?"

"সাথে আমি, হ্যারি আর আথো।"

"বলে যাও।"

"বিশাল লোকটা...আমাকে একটা চেয়ার দিলো। কোনো কথা বলে নি সে। আথোই যা বলার বলছিলো। সে বললো মেঝেতে শুয়ে থাকা লোকটা পুলিশের চর। সে আমাকে বোঝাতে চাইছিলো ঝামেলা সৃষ্টিকারি মানুষদের কি ঘটে।" একটানা ফুঁপিয়ে চলছিলো স্যান্ডস্ট্রম।

“বিশাল লোকটা মেঝে থেকে ঐ মানুষটাকে তুলে আমার মুখোমুখি আরেকটা চেয়ারে বসালো। এক গজ দূরে বসেছিলাম আমরা। তার চোখের দিকে তাকালাম আমি। তখন ঐ দানবটা তার পেছনে এসে দাঁড়ালো এবং তার গলায় হাতটা পেঁচিয়ে...সে...সে...”

“ঘাড় মটকে দিলো?”

“হ্যা...না...সে তাকে গলা টিপে মেরে ফেললো। আমার মনে হলো খালি হাতে সে তার ঘাড়টা ভেঙ্গে দিলো। মটমট আওয়াজ শুনতে পেলাম আমি আর আমার সামনে লোকটা মরে গেলো।”

দড়ির এপাশ থেকে ওপাশে মোচড়াতে লাগলো স্যান্ডস্ট্রম। তার মুখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। এর আগে সে কাউকে এ ঘটনা বলে নি। সালান্ডার তাকে গুছিয়ে নেয়ার জন্য একটু সময় দিলো।

“তারপর?”

“অন্য লোকটা–পনিটেল করা–একটা চেইন নিয়ে লোকটার মাথায় তারপর হাতে পেটাতে লাগলো। এরপর দানবটা আমার কাছে এলো। তার হাত দুটো আমার গলার চারপাশে রাখলো। আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করলাম হাতটা সরিয়ে নিতে, কিন্তু একচুলও সরাতে পারলাম না। তবে সে আমার গলায় মোচড় দিলো না–শুধুমাত্র অনেকক্ষণ ধরে গলাটা ধরে রাখলো।

এরই মধ্যে আথো মোবাইলটা নিয়ে রাশিয়ান ভাষায় কথা বললো। তারপর বললো যে জালা আমার সাথে কথা বলতে চায়, আমার কানে ফোনটা দিলো সে।”

“জালা কি বলেছিলো?”

“সে জানতে চাইলো আমি এখনো সরে যেতে চাইছি কি না। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম টালিনে যাবো এবং গাড়িতে করে অ্যামফিটামিন নিয়ে আসবো। আর কিইবা করতে পারতাম আমি? ”

“অনেকক্ষণ কোনো কথা না বলে বসে রইলো সালান্ডার। দড়ি দিয়ে বাঁধা ক্রন্দনরত সাংবাদিককে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করতে করতে সালান্ডার কিছু ভাবছে যেন।

“তার কণ্ঠটা বর্ণনা করতো।”

“কণ্ঠটা...স্বাভাবিক শোনাচ্ছিলো।”

“গাঢ় স্বর, কিংবা উচ্চ স্বর?”

“গাঢ়। সাধারণ। কর্কশ।”

“কোন ভাষায় কথা বলেছিলো সে?”

“সুইডিশ।”

“উচ্চারণ?”

"হু, সামান্য, তবে বেশ ভালো সুইডিশ। সে আর আথো রাশিয়ান ভাষায় কথা বলেছিলো।"

"আপনি রাশিয়ান ভাষা বোঝেন?"

"অল্প স্বল্প, খুব ভালো না।"

"আথো তাকে কি বলেছিলো?"

"শুধু বললো যে ডেমোন্সট্রেশন শেষ হয়ে গেছে।"

"এ'ব্যাপারে তুমি কাউকে কিছু বলেছ?"

"না।"

"সিভেনসনকে?"

"না...না..."

"সিভেনসন তোমার কাছে এসেছিলো।"

মাথা নাড়লো স্যান্ডস্ট্রম।

" তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না।"

"হ্যা।"

"কেন?"

"সে জানতো যে আমি...ঐ বেশ্যাগুলো।"

"কি জানতে চায় সে?"

"জালা সম্পর্কে জানতে চায় সে। জালার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। দ্বিতীয়বার এসে।"

"দ্বিতীয়বার এসেছিলো?"

"মারা যাওয়ার দুই সপ্তাহ আগে প্রথমবার আসে। তারপর দুই দিন আগে...আপনি..."

"আমি তাকে গুলি করার আগে?"

"হ্যা।"

"তখন সে জালা সম্পর্কে জানতে চায়?"

"হু।"

"তাকে তুমি কি বলেছ?"

"কিছুই বলতে পারি নি তাকে। তার সাথে আমি ফোনে কথা বলবো এটা বলেছিলাম। এই পর্যন্তই। ঐ ব্লন্ড দানবটা সম্পর্কে বা তারা গুস্তাফসনকে কি করেছিলো কিছুই তাকে বলি নি।"

"আচ্ছা। আমাকে বলেতো সিভেনসন ঠিক কি জানতে চেয়েছিলো।"

"আমি...সে শুধুমাত্র জালা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলো। এই তো।"

"তুমি তাকে কিছুই বলেন নি?"

"তেমন কিছুই না। আমি কিছুই জানি না।"

সালান্ডার তার ঠোটটা জোরে কামড়ে ধরলো। কিছু একটা বলছে না সে।
"সিভেনসনের এখানে আসার ব্যাপারটা তুমি কাকে বলেছিলে?"
স্যান্ডস্ট্রমকে কাঁপতে দেখা যাচ্ছে। সালান্ডার তার টেসারটা তাক করলো।
"হ্যারিকে ফোন করেছিলাম আমি।"
"কবে?"
ভয় পাচ্ছে সে। "প্রথমবার সিভেনসন আমার কাছে আসার পর।"
আরো আধ ঘণ্টা কথা চালিয়ে গেলো সালান্ডার, একই কথা বলে গেলো স্যান্ডস্ট্রম, আরো কিছু বর্ননাসহ। দাঁড়িয়ে সে দড়িটাতে হাত রাখলো।
"আমার দেখা সবচেয়ে ব্যথিত বিকৃতকাম মানুষ নিশ্চয়ই তুমি," বললো সালান্ডার। "ইনিসের সাথে তুমি যা করেছ তাতে মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। তবে আমি বলেছি যে তুমি যদি আমার প্রশ্নের জবাব দাও তবে বেঁচে যাবে। আমার প্রতিজ্ঞা রাখবো আমি।"
বাঁধনটা আলগা করে দিলো সে। মেঝের উপর পড়ে গেলো স্যান্ডস্ট্রম। দেখলো মেয়েটা তার কফি টেবিলের উপর একটা টুল রেখে ওটার উপর উঠে ব্লক অ্যান্ড ট্যাকলটা খুলে দিলো। দড়িটা ভাঁজ করে তার ব্যাকপ্যাকে রেখে দিলো সে। তারপর বাথরুমে গেলো। পানি পড়ার আওয়াজ শুনলো সে। যখন ফিরে এলো তার মুখের মেকআপ মুছে ফেলেছে।
সালান্ডারের চেহারাটা এখন একদম পরিস্কার আর মুখোশহীন।
"নিজেকে খুলে ফেলতে পার তুমি।"
একটা ছুড়ি তার পাশে রাখলো।
হলের বাইরে অনেকক্ষণ তার আওয়াজ শুনতে পেলো স্যান্ডস্ট্রম। মনে হচ্ছে কাপড় পাল্টাচ্ছে মেয়েটা। তারপর ফ্রন্ট ডোর খুলতে ও বন্ধ হতে শুনলো। আধ ঘণ্টা লাগলো তার টেপটা কেটে ফেলতে। প্রথমে সে সোফায় গা'টা এলিয়ে দিলো। তারপর পায়ের উপর উঠে দাঁড়িয়ে অ্যাপার্টমেন্ট সার্চ করে দেখলো। তার কোল্ট ১৯১১ গভর্নমেন্ট নিয়ে গেছে মেয়েটা।
ভোর ৪:৫৫তে সালান্ডার বাড়িতে ফিরলো। আইরিন নেসারের পরচুলাটা খুলে সোজা বিছানায় চলে গেলো, কম্পিউটার খুলে দেখলোও না ব্লমকোভিস্ট কিছু করলো কি না তার হারিয়ে যাওয়া পুলিশ রিপোর্টের ব্যাপারে।
৯:০০টার দিকে উঠে মঙ্গলবার সারাটা দিন কাটিয়ে দিলো রান্টা ব্রাদারদের উপর তথ্য সংগ্রহ করে।
পুলিশ ক্রিমিনাল ফাইলে আথো রান্টার বিশাল রেকর্ড আছে । এস্তোনিয়ান পরিবারের একজন ফিনিশ নাগরিক সে। ১৯৭১ সালে সে সুইডেনে আসে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত সে স্কানস্কা কোম্পানিতে কংক্রিট ঢালার মিস্ত্রী হিসেবে কাজ করেছে। একটা বিল্ডিং সাইট থেকে চুরি করার দায়ে তাকে চাকরি থেকে

বহিস্কার করা হয় এবং সাত বছরের জেল প্রদান করা হয়। ১৯৮০ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত একটা ছোট বিল্ডার কোম্পানিতে কাজ করেছে সে। কয়েকবার কর্মস্থলে মাতাল হওয়ার অপরাধে তাকে বহিস্কার করা হয়। আশির দশকের বাকি দিনগুলোয় সে বাউন্সার, একটা তেলচালিত বয়লার কোম্পানির টেকনিশিয়ান, ডিশওয়াশার, একটা স্কুলের পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে কাজ করে। এই জায়গাগুলো থেকে তাকে মাতলামি অথবা গোলমাল পাকানোর জন্য চাকুরি হারাতে হয়। স্কুলের কাজটা মাত্র কয়েকমাস স্থায়ী হয় : একজন শিক্ষক তার বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি এবং আক্রমনাত্মক আচরনের জন্য রিপোর্ট করে।

১৯৮৭ সালে গাড়ি চুরি, ইন্সুরেন্স এবং চোরাই সম্পত্তি রাখার দায়ে তাকে জরিমানা ও এক মাসের কারাবাস দেয়া হয়। পরের বছর অবৈধ অস্ত্রের জন্য তার জরিমানা হয়। ১৯৯১ সালে ভয়ভীতি প্রদর্শনের জন্য অভিযুক্ত করার পর তাকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়। একই বছর এ্যালকোহল স্মাগলিংয়ের জন্য তার জরিমানা এবং ট্রায়াল হয়। বান্ধবীকে পেটানো এবং বোনকে হুমকি দেয়ার জন্য ১৯৯২ সালে তার তিন মাস সশ্রম দণ্ড হয়। ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত সে কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই কাটিয়ে দিতে সক্ষম হয়, তারপরই তার বিরুদ্ধে চোরাই মালামাল লেনদেন এবং সন্ত্রাসী আক্রমনের জন্য মামলা হয়। এবার তার দশ বছরের কারাদণ্ড হয়।

১৯৮২ সালে তার ছোট ভাই হ্যারি তাকে অনুসরন করে সুইডেনে আসে এবং দীর্ঘদিন একটা ওয়্যারহাউজে কাজ করে। অপরাধের রেকর্ডে তার বিরুদ্ধে তিনটা অভিযোগ দেখা যাচ্ছে : ১৯৯০ সালে ইন্সুরেন্স জালিয়াতি, সহিংস আক্রমন, চোরাই মাল রাখা, চুরি আর ধর্ষণের জন্য ১৯৯২ সালে দুই বছরের জেল হয়। তাকে ফিনল্যান্ডে নির্বাসিন দেয়া হয়, তবে ১৯৯৬ সালে সুইডেনে ফিরে আসে, এই সময় সহিংসতা আর ধর্ষণের অভিযোগে দশ মাসের কারাদণ্ড হয়। আপিল করা হলে কোর্ট তাকে ধর্ষণের মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়। কিন্তু সহিংসতার অভিযোগ বহাল রইলো, ছয় মাসের সাজা ভোগ করে সে। ২০০০ সালে আবারো তার বিরুদ্ধে হুমকি ও ধর্ষণের মামলা হয়। পরে অভিযোগ তুলে নিলে মামলাটা বাতিল হয়ে যায়।

তাদের দুজনের শেষ যে ঠিকানাটা পাওয়া যায়, সেটা খুঁজে পেলেঅ সালাভার : আথো আছে নর্সবর্গে আর হ্যারি অ্যালবিতে।

পনেরোবারের মাথায় পাওলো রবার্তো মিরিয়াম উ'র অ্যানসারিং মেশিনটা পেলো। লুন্ডাগাটানের ঐ ঠিকানায় কয়েকবার সে গেছে সেদিন। দরজায় বেল বাজালে কেউ কোনো জবাব দিলো না।

মঙ্গলবার রাত ৮:০০টা বেজে গেলো। বাড়িতে তাকে ফিরতেই হবে কোনো একটা সময়। সে বুঝতে পারলো যে উ সবার আড়ালে থাকতে চায়, তবে মিডিয়ার বাড়াবাড়ি একটু কমেছে। যদি সে ফিরে আসে, এমন কি কাপড় পাল্টানোর জন্য হলেও, এই আশায় দরজার বাইরে অপেক্ষা করতে পারে পাওলো রবার্তো। ফ্লাস্কে কফি ভরে নিলো আর নিজে নিজে স্যান্ডউইচ বানিয়ে নিলো। অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হওয়ার আগে সে ক্রুসিফিক্স আর ম্যাডোনার সামনে ক্রস করলো।

লুন্ডাগাটানের প্রবেশদ্বার থেকে একশ ফুট দূরে পার্ক করলো সে, তারপর সিটটা একটু সামনের দিকে ঠেলে পা রাখার জন্য জায়গা করে নিলো। আস্তে করে রেডিওটা চালু করলো। পত্রিকা থেকে নেয়া একটা ছবি সে সামনে টেপ দিয়ে আটকে নিলো। মেয়েটা দেখতে বেশ, ভাবলো সে। পাশ দিয়ে যে অল্প কয়েকজন আসা-যাওয়া করছে তাদের খেয়াল করলো। তাদের মধ্যে মিরিয়াম উ নেই।

দশ মিনিট পরপর সে তার নাম্বারে ডায়াল করছে। ৯:০০টার সময় সে ডায়াল করা বন্ধ করে দিলো, কারণ ততক্ষনে তার মোবাইলের ব্যাটারি শেষ।

মঙ্গলবার দিনটা কোনো ভাবাবেগ ছাড়াই কাটিয়ে দিলো স্যান্ডস্ট্রম। লিভিংরুমের সোফায় শুয়ে সে রাতটা কাটিয়েছে, বিছানায় যাওয়ার মত অবস্থা ছিলো না আর একটু পরপর ডুকরে উঠা কান্না থামাতে পারছিলো না সে। সকালবেলা সলনাতে গিয়ে এক বোতল *স্কাইন অ্যাকুয়াভিট* কিনে এনেছে। তারপর বাড়ি ফিরে তার অর্ধেকটা খেয়ে ফেললো।

তার পরিস্থিতি স্পষ্টভাবে উপলদ্ধি করার পরে এ'ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। রান্টা ব্রাদারদের এবং তাদের বেশ্যাগুলোর ব্যাপারে যেন কিছু শোনে নি সে। তার বিশ্বাস হলো না সে এতোটা আহাম্মক ছিলো যে আথোর সঙ্গে নর্সবর্গের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছিলো, আর সেখানে আথো ইনিস হামুজার্বিকে নেশাগ্রস্ত করে তার পা দুটো ছড়িয়ে বিছানায় বেঁধে স্যান্ডস্ট্রমকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় কার রডটা বেশি বড়। তারা পালাক্রমে এই কাজে অংশ নেয়, ঐরাতে সবচেয়ে বেশিবার যৌনক্রিয়ায় অংশ নিয়ে সে'ই প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছিলো।

একবার জেগে উঠে মেয়েটা বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করে। আধঘণ্টা ধরে তাকে চড় মেরে মদ গিলিয়ে প্রশমিত করে, তারপর স্যান্ডস্ট্রমকে এই খেলা চালিয়ে যেতে আমন্ত্রণ করে, বেশ্যাটার উপর চড়াও হতে।

এতোটা নির্বোধ সে কিকরে হয়েছিলো?

মিলেনিয়াম-এর কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়ার কোনো আশা করলো না সে, এইসব স্ক্যান্ডাল করেই চলে তারা।

উন্মাদ মহিলা সালান্ডারের হাতে মরার ভয়ে আতঙ্কিত সে।

ঐ ব্লন্ড দানবটার নাম না বললেই না।

পুলিশের কাছে সে যেতে পারবে না নিশ্চিত।

নিজে নিজে সে এই সমস্যার কুলকিনারা করতে পারবে না, আর এটা এমনি এমনি ছেড়ে দেয়া যাবে না।

একটা মাত্র সহজ উপায় আছে তার কাছে, একটা জায়গা থেকেই সে সামান্য পরিমান সহানুভূতি আর কোনো ধরনের সমাধান আশা করতে পারে। সে খড়কুটো আকড়ে ধরতে চাইছে, তবে এটাই তার একমাত্র পথ।

সবটুকু সাহস সঞ্চয় করে সে ঐদিন বিকেলে হ্যারি রান্টার মোবাইলে ফোন করলো। কোনো জবাব নেই। রাত ১০:০০টা পর্যন্ত সে চেষ্টা করে গেলো। ব্যাপারটা নিয়ে অনেকক্ষন চিন্তা করার পর সে বাকি পানীয়টুকু শেষ করে আথো রান্টাকে ফোন করলো। আথোর বান্ধবী সিলভিয়া ফোন ধরলো। জানালো যে রান্টো ব্রাদাররা টালিনে গেছে ছুটি কাটাতে। সে জানে না তাদের কিভাবে পাওয়া যাবে। সে এটাও জানে না তারা কবে ফিরবে। তারা কিছুদিনের জন্য এস্তোনিয়াতে যেতে পারে। মেয়েটাকে এজন্য খুব খুশি মনে হলো।

স্যান্ডস্ট্রম বুঝতে পারছে না সে হতাশ নাকি মুক্ত। এর মানে আথোর কাছে বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে হবে না। তবে এর অন্তর্গত অর্থটা দাঁড়াচ্ছে রান্টা ব্রাদাররা টালিনে গেছে সামনের দিনগুলোর জন্য একটু বিশ্রাম নেয়ার জন্য, স্যান্ডস্ট্রমের স্নায়বিক উত্তেজনা প্রশমিত হলো না এতে।

অধ্যায় ২৫

মঙ্গলবার, এপ্রিল ৫–বুধবার, এপ্রিল ৬

পাওলো রবার্তো ঘুমিয়ে পড়ে নি, তবে এতোটাই ভাবনার মধ্যে ডুবে ছিলো যে রাত ১১:০০টায় তার কয়েক মুহূর্ত লাগলো এটা লক্ষ্য করতে একটা মহিলা হোগালিদ চার্চ থেকে হেটে আসছে। রিয়ারভিউতে তাকে দেখলো। তার সত্তুর গজ পেছনে একটা স্ট্রিট লাইটের কাছে এলে মাথাটা ঘুরিয়ে যখন দেখলো সাথে সাথে চিনতে পারলো মিরিয়াম উকে।

সিটে বসলো সে, তাৎক্ষনিকভাবে তার মনে হলো গাড়ি থেকে নেমে যাওয়ার কথা, তবে নিজেকে বিরত করলো সে। ফ্রন্ট ডোরে পৌছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করলে ভালো হবে।

মেয়েটা তার চোখের সামনে এসে পৌছানো মাত্র একটা গাঢ় রংএর ভ্যান এসে থামলো তার সামনে। পাওলো রবার্তো চেয়ে রইলো, একটা লোক–সাংঘাতিক রকম বিশালদেহী দানব–স্লাইডিং ডোরটা খুলেই উ'কে টেনে নিলো। ওকে বিস্মিত মনে হলো। ছুটতে চেষ্টা করছে সে, কিন্তু লোকটা তার কব্জিটা শক্ত করে ধরে রেখেছে।

পাওলো রবার্তোর মুখটা হা হয়ে গেলো যখন দেখলো লোকটার মাথায় উ তার পা'টা সজোরে তুলে দিয়েছে। মেয়েটা কিকবক্সার! লোকটার মাথায় হালকা পরশ বুলিয়ে গেলো, তাকে কোনোরকম কাবু করতে পারলো বলে মনে হয় না। বরং লোকটা হাত তুলে উ'র মাথার পাশে একটা চড় মারলো। ঠাস করে আওয়াজ পেলো পাওলো যেখানে সে বসেছিলো সেখান থেকে। উ এমনভাবে মাটিতে পড়ে গেলো যেন বজ্রাহত হয়েছে। লোকটা ঝুঁকে ওকে এক হাতে টেনে তুলে ভ্যানের ভেতর ছুঁড়ে দিলো। পাওলো তখনই মুখটা বন্ধ করে বাস্তবে ফিরে এলো। গাড়ির দরজাটা সজোরে খুলে সে ভ্যানের দিকে ছুটে গেলো।

কয়েক পা যাওয়ার পর বুঝলো কতটা নিররর্থক কাজ এটা। একটা আলুর মত করে মিরিয়াম উকে যে ভ্যানটাতে তুলে নেয়া হয়েছে সেটা ইউ-টার্ন নিয়ে রাস্তা ধরে ছুটে চলেছে, সে ফুল স্পিড নিয়েও সেটা ধরতে পারলো না। হোগালিদ চার্চের দিকে চলেছে ভ্যানটা। পাওলো রবার্তো তার গাড়িটা ঘুরিয়ে ইউটার্ন নিলো। কর্নারে পৌছানোর পরই ভ্যানটা উধাও হয়ে গেলো। ব্রেক করে হোগালিদসগাটনের দিকে চেয়ে একটা সুযোগ নিলো সে, বামদিকে ঘুরে হর্নসগাটানের দিকে চললো।

হর্নসগাটানে এসে লাল বাতির সামনে পড়লো, কিন্তু কোনো ট্রাফিক নেই দেখে

মোড়টা পার হয়ে চারদিকে তাকালো। একমাত্র গাড়ির আলো দেখলো লাংহোমসগাটানে, ওটা ভ্যান কিনা দেখতে পাচ্ছিলো না সে, তবে ওটাই ছিলো সেখানে একমাত্র গাড়ি। ওটা ধরার জন্য গতি বাড়িয়ে দিলো, কিন্তু লাংহোমসগাটানের সিগন্যালে থেমে গিয়ে দ্বিতীয় গাড়িটা চলে যেতে দিলো। সিগন্যাল ভাঙলে সে আরেকটা লালবাতি উপেক্ষা করে জোরে গাড়ি ছোটালো।

দ্রুত সে লিজেহোমেন দিয়ে ছুটে চললো। সে এখনো জানে না ঐ গাড়িটা ভ্যান কি না, এও জানে না ওটা গ্রোন্ডাল বা আর্স্টাতে গিয়েছে কি না। সিদ্ধান্ত নিলো সোজা গিয়ে আবার ওটা ধাওয়া করবে, নব্বই মাইলের বেশি গতিতে সে চলছে, পরোয়া করছে না ট্রাফিক আইন বা অন্য কোনো ড্রাইভার কিংবা কেউ তার লাইসেন্স প্লেটটা কেড়ে নিতে পারে।

ব্রেদাংএ পৌঁছে আবার সে গাড়িটা দেখলো। মাত্র পঞ্চাশ গজ পেছনে সে, নিশ্চিত যে ওটা ভ্যান গাড়িটাই। ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইলে গতি কমিয়ে আনলো সে। এখন সে স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

মিরিয়াম উ টের পেলো ওর গলায় রক্তের ধারা, ভ্যানের মেঝেতে পড়ে আছে সে। নাক দিয়ে ওর রক্ত পড়ছে। একেবারে বাজ পড়ার মতই যেন আক্রমনটা এসেছে। এক মুহূর্তের মধ্যে তার প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়েছে, তার আক্রমনকারি দরজাটা বন্ধ করার সাথে সাথে গাড়িটা চলতে শুরু করেছে। এক মুহূর্তের জন্য ড্রাইভার গাড়িটা ঘোরাতে গেলে ব্লন্ড দানবটা ভারসাম্য হারায়।

শরীরটা ঘুরিয়ে পাছাটা মেঝেতে আকড়ে ফেললো উ, তারপর লোকটা যখন ঘুরলো সে তার মাথায় সজোরে লাথি চালিয়ে দিলো। ওর গুতার দাগটাও দেখতে পাচ্ছে সে। এই লাথিটাতে অবশ্যই ব্যথা পেয়েছে ব্যাটা।

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালো লোকটা, তারপর হাসলো।

ঈশ্বর, কি সাংঘাতিক একটা দানব এটা!

আবারো লাথি মারলো, কিন্তু লোকটা তার পা ধরে এমন জোরে মোচড় দিলো যে ব্যথায় কঁকিয়ে উঠলো সে, পেটটা গুলিয়ে গেলো।

তারপর উপুর হয়ে তাকে চড় মারলো, মাথার পাশে আঘাত করলো, চোখেমুখে সর্ষেফুল দেখলো উ। মনে হয় যেন হাতুড়ি দিয়ে মেরেছে। পিঠের উপর বসলো লোকটা, সরাতে চেষ্টা করেও পারলো না এক চুলও। পিছন থেকে হাতটা মুড়ে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দিলো। তার অসহায় লাগলো, হঠাৎ সে ভয়ে অসার হয়ে গেলো।

টায়রাসো থেকে বাড়ি ফেরার পথে গ্লোব এরেনা পার হচ্ছিলো ব্লমকোভিস্ট। বিকেল আর সন্ধ্যাটা সে সিভেনসনের তালিকায় উল্লেখিত তিনজনের সাথে দেখা

করে কাটিয়েছে। কিছুই লাভ হয় নি তাতে। ভয়াবহ আতঙ্কিত লোকগুলোকে সিভেনসন এর আগেই জেরা করেছে এবং তারা আকাশ থেকে পতিত হওয়ার অপেক্ষায় ছিলো। তার কাছে অনুনয় বিনয় করেছে তারা। এদেরকে সে হত্যাকান্ডের সন্দেহ তালিকা থেকে বাদ দিলো।

মোবাইলটা নিয়ে সে বার্গারকে ফোন করলো। জবাব পেলো না। এরিকসনকে চেষ্টা করেও কোনো জবাব পেলো না। ধ্যাৎ, দেরি হয়ে গেছে। কারো সাথে সে এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে চাইছিলো।

ভাবলো পাওলো রবার্তো মিরিয়াম উর ব্যাপারে কিছু করতে পারলো কি না। পাঁচবার ফোনটা রিং হওয়ার পর ধরলো সে।

"পাওলো।"

"হাই, ব্লমকোভিস্ট। ভাবছিলাম আপনার কি খবর-"

"ব্লমকোভিস্ট, আমি মিরিয়ামকে নিয়ে যাওয়া একটা ভ্যানের পেছনে ধাওয়া করছি।"

"আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না আমি।"

"ঘরররররর-ঘরররররর।"

সংযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো।

মনে মনে গালি দিলো পাওলো রবার্তো। ফিটজা পৌছানোর সাথে সাথে তার ব্যাটারিটা শেষ হয়ে গেছে। অন বাটনে চাপ দিয়ে আবারো ফোনটা চালু করলো সে। জরুরী সেবার জন্য নাম্বার ডায়াল করলো সে, কিন্তু তারা ফোন রিসিভ করার সাথে সাথে আবার সেটা বন্ধ হয়ে গেলো। ধ্যাত্তারিকা।

সিগারটা লাইটারের জন্য তার একটা ব্যাটারি চার্জার আছে, কিন্তু সেটা বাড়িতে। প্যাসেঞ্জার সিটে মোবাইলটা ছুঁড়ে ফেলে ঐ গাড়িটার দিকে চোখ রাখতে লাগলো সে। তেলভর্তি ট্যাংকসহ একটা বিএমডব্লিউ চালাচ্ছে সে, ঐ ভ্যানটা তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। কিন্তু সে ওটার নজরে পড়তে চায় না, তাই কয়েকশ' গজ দূরত্ব বজায় রেখে চললো সে।

আমার ঠিক সামনে স্টেরয়েড নেয়া একটা দানব মেয়েটাকে মেরেছে। ধৈর্য ধর, ঐ বানচোতটাকে এক হাত দেখে নেবো আমি।

এরিকা বার্গার এখানে থাকলে তাকে একটা ম্যাচো কাউবয় বলতো। পাওলো রবার্তো একে উটকো ঝামেলা বলবে।

লুন্ডাগাটানে গাড়ি ছোটালো ব্লমকোভিস্ট। মিরিয়াম উর অ্যাপার্টমেন্টটা অন্ধকার। আবারো পাওলো রবার্তোকে ফোন করলো, কিন্তু ম্যাসেজ এলো এই মুহূর্তে সংযোগ দেয়া সম্ভব না। বিরক্ত হয়ে সে বাড়িতে ফিরে এলো, তারপর কফি আর স্যান্ডউইচ তৈরি করলো।

ধারণার চেয়েও বেশি সময় লাগলো ভ্যানটাকে ধাওয়া করতে। ওটা সোলারতানে পর্যন্ত গিয়ে পশ্চিমদিকে ই২০তে গিয়ে নিভার্ন পার হলো, তারপর বামে ঘুরে সর্মল্যান্ডের গ্রামাঞ্চলের পথ ধরলো।

রাস্তা যত ছোট ততই ঝুঁকি বেড়ে যায় ভ্যানে থাকা লোকগুলোর চোখে পড়ার। এক্সেলারেটর কমিয়ে পিছনে রইলো সে।

এখানকার ভৌগলিক অবস্থানটা ভালোমত জানা নেই, তবে যতদূর বলতে পারে তারা লেক ইসার্নের পশ্চিম দিয়ে যাচ্ছে। ভ্যানটা তার দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে গেলে সে দ্রুত গাড়ি ছোটালো। দীর্ঘ সোজা একটা রাস্তায় এখন সে।

মিরিয়াম উ তার গলা আর মুখে প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করছে, তবে অসহায় বলে সে এই ব্যথা গায়ে মাখছে না। আর তাকে আঘাত করে নি লোকটা। সিটে বসে ড্রাইভারের সিটের উল্টোদিকে হেলান দিয়ে আছে সে। হাত দুটো পেছনে বাঁধা আর মুখে একটা ডাক্ট টেপ পেচানো। নাকের একটা ছিদ্র রক্ত দিয়ে বন্ধ হয়ে আছে তাই তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

তার আক্রমনকারির দিকে তাকালো সে। মুখে টেপ আটকানোর পর লোকটা আর কোনো কথা বলছে না। যে জায়গটায় লাথি মেরেছে মিরিয়াম সেখানে তাকালো সে, বেশ জোরেই মেরেছে ও। অথচ লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে কোনো ব্যাপারই না তার কাছে।

পেটানো শরীর তার, বিশালাকৃতির। পেশি দেখে মনে হয় লোকটা অনেকক্ষণ ধরে জিমে কাটায় প্রতিদিন। তবে বডিবিল্ডার না সে। পেশিগুলো একদম স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। ফ্রাইং প্যানের মতোই বড় বড় হাত দুটো তার।

এবড়োখেবড়ো রাস্তায় ভ্যানটা ঝাঁকি খাচ্ছে। মিরিয়াম উ ভাবলো তারা অনেকক্ষণ ই৪ দক্ষিনে চলার পর গ্রামের পথ ধরেছে।

ওর হাত দুটো ফ্রি থাকলেও সে জানে এই দানবটাকে কিছুই করার চান্স নেয়া সম্ভব না তার পক্ষে।

মাঝরাতের একটু আগে ব্লমকোভিস্টকে ফোন করলো এরিকসন।

"এতোরাতে ফোন করার জন্য দুঃখিত। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছি আপনার ফোনে, কিন্তু আপনি ধরছেন না।"

"সারাদিন ধরে আমি ফোনটা বন্ধ রেখেছি, কারণ কয়েকজন জনের সাথে বলছিলাম আমি।"

"কিছু মজার জিনিস আমি পেয়েছি যেটা খেয়াল করার মত," বললো এরিকসন।

"বলো।"

"বুরম্যান। তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানার জন্য বলেছিলেন আপনি।"

"কি পেলে তুমি?"

"১৯৫০ সালে তার জন্ম, ১৯৭০ সালে ল পড়া শুরু করে। ১৯৭৬ সালে আইনের উপর ডিগ্রী নেয়, তারপর ১৯৭৮ সালে কিয়াং এন্ড রেইনে কাজ শুরু করে আর ১৯৮৯ সালে নিজের প্রাকটিস খুলে বসে। ১৯৭৬ সালে একটা ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে কয়েক সপ্তাহের জন্য চাকুরিও করে। ১৯৭৬ সালে ডিগ্রী পাওয়ার পর ন্যাশনাল পুলিশ হেডকোয়ার্টারে দুই বছর কাজ করে, ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত।"

"বাহ্, মজার ব্যাপারতো।"

"সেখানে সে কি ধরনের কাজ করতো তাও আমি যাচাই করে দেখেছি। জানাটা সহজ ছিলো না। তবে একটা ব্যাপার, সে সিকিউরিটি পুলিশের লিগ্যাল বিষয়গুলো দেখতো। ইমিগ্রেশনের উপর কাজ করেছে সে।"

"এ থেকে কি বোঝা যায়?"

"আপনার ঐ বিয়র্কের সাথে ওখানে কাজ করতো সে।"

"ঐ বদমাসটা। বুরম্যানের সাথে কাজ করার ব্যাপারে আমাকে সে আসলে কিছুই বলে নি।"

আশেপাশে কোথাও ভ্যানটা আছে।

ওটা চোখের আড়াল হওয়ার আগে পাওলো রবার্তো এক ঝলক দেখেছিলো। ঘাসের বেড়ার কাছে উল্টোদিকে ঘুরে গেলো সে। রাস্তার পাশে তাকাতে তাকাতে আস্তে আস্তে চালাচ্ছে গাড়িটা।

মাত্র দেড়শ গজ সামনে সারি বাঁধা গাছের মাঝখানে ছোট একটা ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। রাস্তার ঐপাড়ে একটা জঙ্গলের আভাস দেখতে পেলো সে, পঞ্চাশ ফুট সামনে চালিয়ে গাড়িটা ঘুরিয়ে পার্ক করে রাখলো, লক করার প্রয়োজন মনে করলো না। তারপর সে রাস্তা পার হয়ে একটা জলাশয়ের উপর দিয়ে লাফ দিলো। ছোট ছোট চারাগাছ আর ডালপালা এড়িয়ে এতো দ্রুত ছুটছিলো যে তার কাছে একটা ফ্লাশলাইট থাকলে কত ভালোই না হতো।

শিগগিরই একটা বালুময় জায়গায় এসে নিচু আর অন্ধকার ভবন দেখতে পেলো। সেখানে এগুতে থাকলে দরজার কাছ থেকে আলো আসতে দেখা গেলো।

হাঁটু গেড়ে চুপচাপ বসে রইলো সে। দ্বিতীয় আরেকটা আলো ভবনটার ভেতর থেকে এলে ওটাকে একটা ওয়্যারহাউজের মত লাগলো, একশ ফুট দীর্ঘ যার এক পাশে সরু সরু জানালার সারি। উঠোনটা অনেক কন্টেইনার দিয়ে ভর্তি, তার ডান দিকে একটা হলুদ রংএর লোডার। ওটার ঠিক পাশেই একটা সাদা ভলভো।

বাইরের আলোয় হঠাৎ সে ভ্যানটা দেখতে পেলো, তার ঠিক পঁচিশ গজ দূরেই পার্ক করা।

তার ঠিক সামনেই ডান দিকের একটা দরজা খুলে গেলো। ওয়্যারহাউজের ভেতর থেকে একটা গোঁফ আর ভুড়িওয়ালা লোক বেরিয়ে সিগারেট ধরালো। পাওলো রবার্তো দরজা থেকে আসা আলোয় দেখলো লোকটার চুল পনি টেইল করা।

একেবারে কাঠ হয়ে রইলো সে। লোকটার কাছ থেকে মাত্র বিশ গজ দূরে বসে পরিষ্কার তাকে দেখতে পাচ্ছে, তবে তার সিগারেটের ধোঁয়া একটু অস্পষ্টতা সৃষ্টি করছে। তখনই ভ্যানের ভেতর থেকে গোঙানীর আওয়াজ শোনা গেলো। পনিটেইল করা লোকটা ভ্যানের দিকে ছুটে গেলে ঘাসের বিছানায় আরাম করে বসলো সে।

ভ্যানের স্লাইডিং ডোরটা খুললে সেই বিশালদেহী দানবটা বেরিয়ে এলো, তারপর ভেতরে গিয়ে মিরিয়াম উ'কে টেনে বের করলো। এক হাতের নিচে মেয়েটাকে নিয়ে এলো সে। তারা দুজন কি যেন বলাবলি করলো, কিন্তু পাওলো রবার্তো কিছুই শুনতে পেলো না। পনিটেল লোকটা ড্রাইভারের পাশের দরজাটা খুলে ভেতরে উঠে গাড়িটা স্টার্ট দিলো এবং জোরে গাড়িটা ঘুরিয়ে উঠানের বাইরে চলে গেলো। রাস্তা দিয়ে দূরে চলে গেলে ইঞ্জেনের শব্দও শোনা গেলো না আর।

দানবটা মিরিয়াম উ'কে নিয়ে ভবনের ভেতরে চলে গেলো। জানালার উঁচু দেয়ালে ছায়া দেখতে পাচ্ছে পাওলো রবার্তো। দেখে মনে হচ্ছে ছায়াটা ভবনের একদম শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সাবধানে উঠলো সে। তার কাপড়চোপড় কেমন চটচটে হয়ে গেছে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেও অস্বস্তি হচ্ছে তার। তার ভালো লাগছে যে সে ভ্যানটাকে খুঁজে পেয়েছে এবং মিরিয়াম উ কোথায় সে জানে। তবে ঐ দানবটার ব্যাপারে সে খুব ভয় পাচ্ছে যে কিনা মেয়েটাকে যেন একটা মুদি দোকানের মালের মতই তুলে নিয়ে গেলো।

ফিরে গিয়ে পুলিশকে খবর দেয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু তার ব্যাটারি শেষ, আর সে ঠিক কোথায় আছে পুরোপরি স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই তার। এখানে কিভাবে আসতে হবে তার কোনো নির্দেশনা সে দিতে পারবে না কাউকে। তাছাড়া এই ভবনের ভেতরে মেয়েটার সাথে কি করা হচ্ছে তাও জানে না সে।

ধীরে ধীরে সে জায়গাটা একটু ঘুরে দেখলো একটা মাত্র প্রবেশপথ আছে সেখানে। দুই মিনিট পর দরজাটার কাছে ফিরে আসলো কি করবে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য। দানব লোকটা যে খারাপ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মিরিয়াম উ'কে কিডন্যাপ করেছে সে। পাওলো রবার্তোর ঠিক ভয় হচ্ছে যে তা না–তার বেশ আত্মবিশ্বাস আছে যে যদি তাকে লড়াই করতে হয় তাহলে ভালোমতোই লোকটাকে

দেখে নিতে পারবে। প্রশ্ন হচ্ছে ওয়ারহাউজের ভেতরের লোকটা কি সশস্ত্র এবং আরো মানুষজন আছে কিনা তার সঙ্গে। ইতস্তত করলো সে। ঐ ব্লন্ড দানবটা আর মেয়েটা ছাড়া আর কেউ থাকার কথা নয়।

দরজাটা এতোই চওড়া যে অনায়াসে কোনো লোডার ঢুকে যেতে পারবে তাতে, আর গেটের সাথে একটা সাধারন দরজা লাগানো আছে। সামনে হেটে গিয়ে পাওলো রবার্তো হাতলে চাপ দিলো খোলার জন্য। আলোয় স্নাত বিশাল একটা ওয়্যারহাউজে প্রবেশ করলো সে, ভেতরে ভবন নির্মানের জিনিসপত্র, ফেলে দেয়া বাক্স আর ময়লা আবর্জনা পূর্ণ।

মিরিয়াম উ'র গাল বেয়ে অশ্রু ঝরছে, ব্যথার চেয়েও বেশি নিজের অসহায়ত্বের জন্য কাঁদছে সে। আসার সময় রাস্তায় লোকটা এমন আচরন করেছে ওর সাথে যেন সে একবারে কিছুই না। ভ্যানটা যখন থামলো সে তার মুখ থেকে টেপটা খুলে ফেলেছিলো, তারপর তাকে বাড়তি কোনো প্রয়াস ছাড়াই তুলে এনে ভেতরে সিমেন্টের মেঝেতে ফেলে রেখেছে, তার কোনো বাঁধার তোয়াক্কা না করেই। বরফের মত ঠাণ্ডা চোখে তার দিকে তাকিয়েছিলো লোকটা।

এই ওয়্যারহাউজের মধ্যে মরতে যাচ্ছে সে এটা জানে মিরিয়াম উ।

তার দিকে পেছন ফিরে লোকটা একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলো, মিনারেল ওয়াটারের বোতল খুলে বড় বড় চুমুক দিয়ে পানি খেলো। পা'দুটো এক সাথে করে না বাঁধায় উ দাঁড়ানোর চেষ্ট করলো।

তার দিকে ঘুরে লোকটা হাসলো। উর চেয়ে সে দরজার বেশি কাছাকাছি অবস্থান করছে। তাকে এড়িয়ে ওটা ডিঙ্গানো তার পক্ষে সম্ভব না। এই চিন্তা বাদ দিয়ে সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো, আতঙ্কিত হয়ে পড়লো। কোনো লড়াই ছাড়া আমার বাঁচার কোনোই সম্ভাবনা নেই। আবারো উঠে দাঁড়ালো সে এবং দাঁতে দাঁত চাপলো। *আয়, মাংসের দলা বানচোত কোথাকার!*

হাত দুটো পেছনে বাঁধায় তার খুব আটোসাঁটো আর ভারসাম্যহীন লাগছে, কিন্তু লোকটা যখন তার দিকে এগুলো সে পিছিয়ে গেলো, চক্কর মেরে দূরে সরে ফাঁক খুজতে লাগলো। তার কোমরে একটা লাথি মেরে ঘুরে গেলো সামনে, তারপর বিচির মধ্যে আরেকটা দিলো। পাছায় আঘাত করে কয়েক ফুট পিছিয়ে গিয়ে আবারো একটা লাথি দেয়ার জন্য পা তুললো। হাত বাঁধা থাকায় মুখে লাথি মারতে পারছিলো না সে, তবে দ্রুত সে লোকটার বুকের হাড়ে কষে মারলো।

এক হাতে তাকে ধরে কাঁধের উপর তুলে নিলো, চারপাশে ঘুরিয়ে হাত দিয়ে একটা থাবা মারলো কিডনিতে, খুব একটা জোরে না। মিরিয়াম উর পেটের মাঝখানে অবশ করে দেয়া একটা ব্যথা এমনভাবে পাক দিয়ে উঠলো যে উন্মাদের

মত কঁকিয়ে উঠলো সে। আবারো হাটু গেড়ে বসে পড়লো সে। ওর মাথার পাশে আরেকটা চড় মারলো সে, মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়লো উ। তার বুকে লাথি মারলে শ্বাস নেয়ার জন্য হা করলো, একটা হাড় ভেঙ্গে যাওয়ার আওয়াজ পেলো সে।

পাওলো রবার্তো কোনো মারামারির কিছু না দেখলেও সে মিরিয়াম উ'কে ব্যথায় ফোঁপাতে শুনলো, খুব তীক্ষ্ম কান্নার গোঙানি, হঠাৎ সেটা বন্ধ হয়ে গেলো সাথে সাথে। আওয়াজ ধরে সামনে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চাপলো। একটা দেয়ালের ওপাড়ে কক্ষ দেখা যাচ্ছে, ওয়্যারহাউজের ভেতর দিয়ে চুপচাপ এগুতে থাকলো সে। দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো লোকটা মেয়েটাকে গড়িয়ে উপুর করে দিচ্ছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য দানবটা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো, ফিরে এসেছে একটা ইলেক্ট্রিককরাত নিয়ে, মেয়েটার সামনে মেঝেতে ওটা সেট করছে সে। পাওলো রবার্তো তার জ্যাকেটটা খুলে ফেললো।

"একটা সহজ প্রশ্নের জবাব চাই আমি।"

উচ্চস্বরে এমনভাবে বললো যেন কণ্ঠটা কখনো ভেঙ্গে যায় নি।

"লিসবেথ সালান্ডার কোথায়?"

"জানি না," বললো মিরিয়াম উ, যন্ত্রনা তার কণ্ঠে।

"এটা সঠিক জবাব হলো না। এই কাজটা শুরু করার আগে আর একটামাত্র সুযোগ তুমি পাবে।"

ইলেক্ট্রিককরাতটা নিয়ে সে মাটিতে নামিয়ে চেপে ধরলো।

"কোথায় লুকিয়ে আছে লিসবেথ সালান্ডার?"

মাথা ঝাঁকালো উ।

ইলেক্ট্রিককরাতটা নিতে যাবে লোকটা তক্ষুনি পাওলো রবার্তো রুমের ভেতর তিন পা সামনে বাড়লো, তারপর একটা শক্ত হুক ছুঁড়ে মারলো কিডনি বরাবর।

রিংএ মাঝে সাঝে গিয়ে পাওলো রবার্তো একজন বিশ্বখ্যাত বক্সার হয় নি, পেশাগত জীবনে তেত্রিশটা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে আটাশটাতে জয়ী হয়েছে সে। তার প্রতিপক্ষকে যদি তার সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত করে তবে ব্যথা পাবেই সে। কিন্তু এই প্রথম ওর মনে হলো তার হাতটা শক্ত কোনো কংক্রিটের দেয়ালে লেগেছে। বক্সার হিসেবে এরকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি সে আগে হয় নি কখনো। তার সামনে দাঁড়ানো অতিকায় মানবের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো সে।

"আমরা তোমার মত ওজনের কাউকে খুঁজে দিতে বলছো তুমি?" পাওলো রবার্তো বললো।

বেশ কয়েকটা ডানহাত আর বামহাতের ঘুষি দিলো সে, সবগুলো বেশ শক্তিশালি মার। এর একমাত্র ফলাফল হলো এই যে দানবটা কয়েক পা পিছিয়ে গেলো, যতটা ঘুষি খেয়ে তার চেয়ে বেশি বিস্ময়ে। তারপর হাসলো লোকটা।

"আপনি পাওলো রবার্তো?" বললো সে।

অবাক হয়ে থেমে গেলো পাওলো রবার্তো। এরকম চারটা ঘুষি দেয়ার পর দানবটা ডেকে পরে যাওয়ার কথা, তারপরই রেফারি দশ গুনতে শুরু করতো। অথচ একটুও প্রভাব ফেলতে পারে নি তার উপর। হায় ঈশ্বর। এটা স্বাভাবিক না।

তারপর যেন স্লো মোশনে লোকটার ডান হাতের থাবাটা তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলো সে। লোকটা আস্তে আস্তে আসছিলো আর পাওলো আগে ভাগে টের পাওয়াতে সরে যেতে পারলো, তবে আঘাতটা তার কাঁধ ছুঁয়ে গেলো। মনে হলো তাকে কোনো স্টিলের বার দিয়ে মারা হয়েছে।

দুই পা পিছিয়ে গেলো পাওলো রবার্তো, তার প্রতিপক্ষের প্রতি নতুন করে সমীহ জাগলো। কোনো একটা সমস্যা আছে, কোনো মানুষ এতো জোরে আঘাত করতে পারে না।

স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাম হাতের আরেকটা আঘাত সে আটকালো আর সাথে সাথে তীব্র ব্যথা অনুভব করলো সে। ডান হাতের আঘাতটা সে আটকাতে পারে নি বলে সেটা তার কপালে গিয়ে লাগলো।

দরজার বাইরে ছিটকে পড়লো পাওলো রবার্তো। একগাদা কাঠের গুঁড়ির উপর আছড়ে পড়ে মাথা ঝাঁকালো সে। মুখের উপর রক্তের ধারা অনুভব করলো। আমার ভ্রুঁটা কেটে গেছে, সেলাই করতে হবে, আবার।

একটু পরেই দানবটাকে আবার দেখা গেলো, পাওলো রবার্তো সহজাতভাবেই এক পাশে সরে গেলো। অল্পের জন্য ঐ বিশাল থাবার ঘুষি থেকে রক্ষা পেলো। তিন, চার পা করে দ্রুত পিছিয়ে রক্ষণাত্মক অবস্থান নিলো সে। তার কাঁপুনি এলো।

লোকটা কৌতুহলী আর খুশি খুশি চোখে তাকে দেখছে। এই লোকটা বক্সার। তারা দুজন আস্তে আস্তে পরস্পরের চারপাশে ঘুরতে লাগলো।

একশত আশি সেকেন্ড পর পাওলো রবার্তো তার জীবনের সবচাইতে অদ্ভুত ম্যাচটা লড়াই করলো। কোনো কোচ আর রেফারি ছাড়াই। রাউন্ডের ভেতর বেল বাজিয়ে প্রতিযোগিদের কর্নারে পাঠানো হলো না। পানি আর সুগন্ধি লবনের জন্য এবং চোখ থেকে রক্ত মুছে ফেলার জন্য কোনো বিরতি নেই।

পাওলো রবার্তো জানে এখন সে তার জীবনের জন্য লড়ছে। তার সব প্রশিক্ষণ, এতো বছর ধরে ব্যাগের মধ্যে ঘুষি চালনা, খেলার ছলে প্রাকটিস আর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা–সবকিছু এ্যাড্রেনালিনের মত উবে গেলো এমনভাবে যার মুখোমুখি আগে কখনোই হয় নি সে।

পাওলো রবার্তো তার সব শক্তি আর ক্রোধ একত্র করে পাল্টাপাল্টি মেরে চললো। বাম, ডান, আবার বাম, তারপর মুখের ডানদিকে আচমকা ঘুষি, বাম

হাতের দ্রুত চালনার পর একটু পিছিয়ে ডান দিকে আক্রমন। প্রত্যেকটা ঘুষি যথাযথ শক্তি নিয়ে প্রয়োগ করা হয়েছে।

জীবনের সবচাইতে বড় লড়াইটা করছে সে। মুঠির সাথে সাথে মাথাটাও সে খাটাচ্ছে। প্রতিপক্ষের সবকটা ঘুষি এড়াতে পেরেছে সে।

তার চোয়ালটাতে ঘন্টার মত করে ডান হাত দিয়ে একটা মারার পর মনে হলো যেন হাতের একটা হাড় ভেঙ্গেই গেলো, এতে তার প্রতিপক্ষের বেশ ভালো আঘাত লাগার কথা। কব্জির দিকে তাকিয়ে দেখলো রক্ত লেগে আছে। দানবটার চেহারা থেতলে গিয়ে ব্যাপক ক্ষত দেখার চিন্তা করেছিলো সে, অথচ তাকে দেখে মনে হলো ঘুষিটা সে টেরই পায় নি।

পাওলো রবার্তো পিছিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে দম নিলো, চোখ সরু করে তাকালো। সে কোনো বক্সার না। বক্সারের মত করে হাত চালাচ্ছে, কিন্তু একফোঁটাও কাবু করতে পারছে না, শুধু ভান করছে। সে আটকাতে পারছে না, শুধু আগেভাগে আন্দাজ করতে পারছে। একটা কচ্ছপের মতই ধীর গতির সে।

পরমুহূর্তেই দানবটা পাওলো রবার্তোর পাঁজরের পাশে বাম হাতে ঘুষি চালিয়ে দিলো, দ্বিতীয়বারের মত এটা লাগাতে পারলো সে। মনে হলো যেন পাঁজরটা ভেঙ্গে গেছে এমন যন্ত্রনা হলো পাওলো রবার্তোর। আবারো পিছিয়ে গেলো সে, কিন্তু কাঠের স্তূপের উপর উল্টে পড়লো। দেখলো দানবটা তার উপর হামলে পড়ছে, তবে একটা রোলের মধ্যে পেঁচিয়ে পড়ে গেলো পাশে।

সমস্ত শক্তি এক করে দাঁড়ালো পাওলো, কিন্তু আবারো লোকটা তার উপর এসে পড়েছে, একটার পর একটা ঘুষি চালিয়ে পিছনে চলে যাচ্ছে পাওলো, প্রতিবার তার কাঁধের উপর আঘাত লাগছে আর প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে তার।

তারপর এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ যার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয় প্রত্যেক বক্সারকে। প্রতিযোগিতার মাঝামাঝি যেকোনো সময় এই অনুভূতি আসতে পারে। খুব একটা ভালো না লাগার অনুভূতি, প্রায় হেরে যাওয়ার পথে এই উপলব্ধি।

এটাই হচ্ছে প্রতিটা লড়াইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক, যখন তোমার সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় আর সমস্ত দম হাওয়ায় উবে যায় যে খেলাটা বোঝা হয়ে মাথায় চাপে, ভূতের মত রিং এর পাশে আত্মসমর্পন আবির্ভূত হয়। এই সময়টাতে একজন পেশাদারের কাছ থেকে সৌখিন খেলোয়ারকে আলাদা করা যায়। খুব কম বক্সারই এই মুহূর্তে এসে আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারে, নিশ্চিত পরাজয়কে তুড়ি মেরে জয়ী হয়।

পাওলো রবার্তো মনে মনে ধাক্কা খেলো, তার মাথার ভেতরটায় যেন গর্জন চলছে, ঝিমঝিম করেছে আর মনে হচ্ছে সে বাইরে থেকে সবকিছু দেখছে, একটা ক্যামেরার ভেতর দিয়ে যেন উকি দিয়ে দানবটাকে দেখতে পাচ্ছে। এটা হচ্ছে সেই

মুহূর্ত যখন হয় তুমি জিতবে নয়তো চিরতরে হারিয়ে যাবে।

শক্তি আর সময় যোগাতে অনেকখানি জায়গা অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে গেলো সে। আস্তে আস্তে স্থির ভঙ্গীতে তাকে অনুসরণ করলো লোকটা, মনে হচ্ছে যেন লোকটা ফলাফল জেনেও রাউন্ডে ড্র করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঘুষি চালালেও সে ঠিক জানে না কিভাবে বক্সিংএ ঘুষি চালাতে হয়। জানে আমি কে। ভালোমাপের একজন সৌখিন বক্সার সে। তবে তার শক্তি অপরিমেয় আর যেকোনো শাস্তি প্রদানে তার বুকপিঠ নেই।

এই ভাবনাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে পাওলো রবার্তোর মাথায় আর ভাবছে কি করা যায়।

হঠাৎ তার মনে পড়লো দুই বছর আগের ম্যারিহেমের সেই রাতের কথা, সেসময় পেশাদার বক্সার হিসেবে তার ক্যারিয়ারে ভয়াবহ ধস নেমে আসে। আর্জেন্টিনার সেবাস্টিয়ান লুয়ানের সাথে লড়াইয়ে নেমেছিলো সে, জীবনে প্রথমবারের মত নকআউটের শিকার হয় পাওলো রবার্তো, প্রায় পনেরো সেকেন্ডের জন্য অচেতন হয়ে থাকে।

মাঝে মাঝে ভাবে কোথায় ভুল হয়েছিলো তার, সে যথাযথ অবস্থানেই ছিলো, তার দিকে ফোকাস করা হয়েছিলো। কিন্তু আর্জেন্টাইন তাকে একটা মারাত্মক ঘুষি দিয়ে বসে এবং রাউন্ডটা উত্তাল সমুদ্রে রূপ নেয়।

পরবর্তিতে ভিডিওতে দেখে বুঝতে পারে কিভাবে সে রিংএর চারপাশে ডোনাল্ড ডাকের মত প্রতিরক্ষাবিহীন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো।

সেবাস্তিয়ান লুয়ান তার চেয়ে ভালো বা বেশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কেউ ছিলো না, ভুলটা এতো সামান্য ছিলো যে ফলাফল একেবারে উল্টে যেতে পারতো। তেইশ সেকেন্ড পরই নকআউট হয়ে যতে হয়।

একটা পার্থক্যই পরে সে বের করতে পেরেছিলো, তা হলো লুয়ান ছিলো বভুক্ষু। ম্যারিহেমের রিংএ যাওয়ার সময় পাওলো রবার্তো জয়ের মনোভাব নিয়েই গিয়েছিলো, কিন্তু ঘুষি চালানার জন্য অস্থির ছিলো না সে। তার কাছে এটাতো জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার নয় আর। পরাজয় এমন কোনো বিপর্যয় নিয়ে আসবে না।

দেড় বছর পরে এখনো সে একজন বক্সার। তবে এখন আর সে জেতার জন্য মরীয়া নয়, খেলাটাকে বন্ধুসুলভ লড়াই হিসেবে নিয়েছে। প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে সে, খুব বেশি শক্তিপ্রয়োগ বা একদম ছেড়ে দেয়া–কোনোটাই করছে না। খ্যাতি পাবার আগে যেভাবে মাসের পর মাস প্রশিক্ষনের মাধ্যমে শরীরটা তৈরি করেছিলো, এখন আর সেরকম না করলেও সে তো পাওলো রবার্তো, অন্য কেউ নয়। এখন এই ওয়্যারহাউজের রাউন্ডটা জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে তাকে দাঁড় করিয়েছে যেটা ম্যারিহেমের ক্ষেত্রে ছিলো না।

সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো সে, একটু থেমে দানবটাকে তার দিকে আসতে দিলো।

বামপাশে ঘুষি চালনার অভিনয় করে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলো ডান হাতে। লোকটা নাক মুখ বরাবর ঘুষি চালিয়ে দিলো। এতোটা অপ্রত্যাশিত ছিলো আঘাতটা যে লোকটা কয়েক মুহূর্তের জন্য পিছিয়ে গেলো। আরো তিনটা ঘুষি চালালো তার মুখে।

ধীর গতিতে বক্সিং চালাচ্ছে লোকটা। ডান হাত দিয়ে মারলো একটা। আগেভাগেই পাওলো রবার্তো ঘুষিটা আসছে টের পেয়ে মুঠো দিয়ে আটকে ফেললো। দেখতে পেলো দানবটা শরীর ঝাঁকিয়ে আবারো তৈরি হচ্ছে, বুঝলো এবার সে বাম দিক থেকে আঘাত হানবে। এবার না আটকে পাওলো রবার্তো পিছিয়ে গিয়ে তার নাকের পাশ দিয়ে ওটা চলে যেতে দিলো। জবাবে সে পাঁজরের ঠিক নিচে সাংঘাতিক একটা ঘুষি মারলো। লোকটা যখন ঘুরলো তখনই পাওলো বাম হাতে নাক বরাবর মারলো আবার।

তখনই তার মনে হলো সে ঠিকই করছে, লড়াইটা তার নিয়ন্ত্রনে আছে। দানবটা পিছিয়ে গেলো, তার নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে। আর হাসছে না এখন।

এবার দানবটা লাথি মারলো।

আচমকা তার পা উপরে উঠে গেলো, পাওলো রবার্তো বিস্মিত হলো। লাথিটার জন্য সে প্রস্তুত ছিলো না। মনে হলো যেন তার হাঁটুর ঠিক উপরে কোনো হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে, সমস্ত পা জুড়ে ব্যথা ছড়িয়ে পড়লো। না, সে একধাপ পিছিয়ে ডান পা ভেঙ্গে বসে পড়লো। চিৎ হয়ে পড়েছে সে।

দানবটা তার দিকে তাকালো, কয়েকমুহূর্তের জন্য চোখাচোখি হলো তাদের। কোনো ভুল নেই, লড়াইটা শেষ হয়ে গেছে।

তখনই দানবটার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে যায় যখন মিরিয়াম উ পেছন থেকে তার বিচিতে লাথি মারে।

মিরিয়াম উ'র সমস্ত শরীরে যন্ত্রনা হচ্ছে, কিন্তু কোনোরকমে সে তার বাঁধা হাত দুটো শরীরের নিচ দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসে পায়ের উপরে, ফলে হাত দুটো সামনে চলে আসে।

কব্জি, ঘাড়ে, পিঠে, কিডনিতে প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে, অনেক কষ্টে পায়ের উপর ভর করে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে দরজার কাছে চলে আসে। অবাক হয়ে পাওলো রবার্তোকে দেখে–সে আবার কোত্থেকে এলো ?–ডান হাত দিয়ে দানবটাকে মারছে, তারপর বাম হাতের সমন্বয়, এরপরই লাথি খেয়ে মাটিতে পড়ে যায়।

মিরিয়াম উ উপলব্ধি করলো যে পাওলো কেন কিভাবে এখানে আবির্ভূত হয়েছে এটা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারছে না। ভালো মানুষদের একজন সে। তবে জীবনে প্রথমবারের মত তার মনে জীঘাংসা জাগলো আরেকজন মানুষকে শেষ করে দেবার। শেষ শক্তিটুকু অবলম্বন করে দ্রুত কয়েক পা সামনে বাড়লো সে।

দানবটার কাছে এসে তার বিচি বরাবর মারলো এক লাথি। অভিজাত থাই লাথি না হলেও প্রত্যাশিত ফল পেলো সে।

নিজে নিজে মাথা নাড়লো মিরিয়াম উ। কোনো পুরুষ হতে পারে বাড়ির মত বিশাল, গ্রানাইটের তৈরি, কিন্তু একই জায়গায় তাদের বিচি থাকে। প্রথমবারের মত লোকটা কেঁপে উঠলো। বিচিটা ধরে গোঙ্গাতে লাগলো এবং হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়লো। সিদ্ধান্তহীনভাবে দাঁড়িয়ে থেকে উ'র মনে হলো এটা শেষ করার জন্য তার আরো কিছু চেষ্টা করা দরকার। মুখের মধ্যে লাথি মারতে যাচ্ছিলো, কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে লোকটা হাত তুললো। এতো দ্রুত সামলে ওঠাটা তার জন্য অসম্ভব ছিলো। মনে হলো একটা গাছের গুঁড়িতে লাথি দিয়েছে মিরিয়াম। তার পাটা ধরে লোকটা টান দিয়ে নিচে ফেলে দিলো। দেখলো মুঠি পাকিয়েছে সে, খোলা পা দুটি দিয়ে লাথি দেয়ার চেষ্টা করে ছুটতে চাইলো। লোকটার কানের উপর লাথি মারার সাথে সাথে তার কপালের পাশে ঘুষি খেলো সে। চোখে ঝিলিক মেরে সব অন্ধকার হয়ে গেলো।

পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো দানবটা।

সেই মুহূর্তে পাওলো পেছন থেকে তার মাথায় আঘাত করলে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো সে।

স্বপ্নের মত চারদিকে তাকালো পাওলো রবার্তো। মেঝেতে লোকটা গড়াগড়ি খাচ্ছে। মেয়েটা অপলক চোখে তাকালো, তাকে একেবারে বিদ্ধস্ত মনে হচ্ছে। তাদের যৌথ প্রচেষ্টা সাময়িক স্বস্তি এনে দিয়েছে।

আহত পা নিয়ে পাওলো রবার্তো কোনোরকমে দাঁড়াতে পারলো, ভয় হচ্ছে হাঁটুর ঠিক উপরে একটা পেশী ছিঁড়ে গেলো কি না। মিরিয়াম উকে টেনে উঠালো, হাঁটতে পারলেও মনে হচ্ছে চোখে ঠিকমত দেখতে পাচ্ছে না। কোনো কথা না বলে কাঁধের উপর তুলে নিলো মেয়েটাকে, তারপর দরজার দিকে এগুলো। ডান পায়ে মারাত্মক যন্ত্রনা হচ্ছে।

অন্ধকার ঠাণ্ডা বাতাসে বেশ ঝরঝরে সতেজ অনুভূতি হলো। তবে এখন থামার মত সময় নেই। উঠানের ভেতর দিয়ে আড়াআড়ি গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে চলে এলো যে পথ দিয়ে এসেছিলো সে। গাছপালার ভেতরে ঢোকামাত্র একটা শিকড়ে হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়লো। মিরিয়াম উ গোঙ্গানি তুললে শুনতে পেলো ওয়্যারহাউজের দরজাটা সশব্দে খুলে গেলো।

উজ্জ্বল আয়তাকার দরজার প্রবেশপথে দানবটা একটা পর্বতসমান ছায়া তৈরি করেছে। মেয়েটার মুখে পাওলো রবার্তো তার হাতটা চেপে ধরলো, ঝুঁকে ওর কানে ফিসফিস করে বললো একদম চুপচাপ শান্ত হয়ে থাকতে।

তারপর সে উপড়ে পড়া গাছের শিকড়ের মধ্যে হাতড়ে তার মুঠোর চেয়ে বড় আকারের একটা পাথর খুঁজে পেলো। ক্রস করলো বুকে, পাপেপূর্ণ জীবনে এই

প্রথমবারের মত সে আরেরকজন মানুষকে খুন করতে প্রস্তুত, যদি প্রয়োজন পড়ে। এতোটাই বিপর্যস্ত সে আরেকটা রাউন্ডে যাওয়ার মত অবস্থা নেই তার। তবে কোনো মানুষ এমনকি কোনো উন্মাদও একটা আহত ব্যক্তির সাথে লড়াইয়ে যাবে না। পাথরটা আঁকড়ে ধরলো সে, দেখলো ডিম্বাকৃতির পাথরটার কিনারটা বেশ ধারালো।

ভবনটার কর্নারে দ্রুত চলে গেলো লোকটা, তারপর লম্বা পা ফেলে উঠানটা পার হলো। পাওলো রবার্তোর কাছে এসে কয়েকমুহূর্ত থামলে সে দম বন্ধ করে রাখলো। কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো ও আশেপাশে উঁকি মারলো রাতের অন্ধকারে তারা কোনদিকে উধাও হয়ে গেছে বোঝার জন্য। কিছুক্ষণ পর উপলব্ধি করলো এভাবে খোঁজাটা অর্থহীন। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ভবনটার কাছে গেলো, একটু পরই বাতি নিভিয়ে একটা ব্যাগ হাতে করে ভলভোটার কাছে হেঁটে এলো। ঢোকার রাস্তাটা ধরে সে গাড়ি ছোটালো। ইঞ্জিনের শব্দটা মিলিয়ে যেতে শুনলো পাওলো রবার্তো। নিচে তাকিয়ে দেখলো একজোড়া চোখ অন্ধকারে পিটপিট করে তার দিকে চেয়ে আছে।

"হাই মিরিয়াম, আমার নাম পাওলো–আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই।" বললো সে।

"জানি।"

ওর কণ্ঠ বেশ দূর্বল শোনাচ্ছে। পড়ে যাওয়া গাছটার নিচে একেবারে বিপর্যস্ত অবস্থা তার, দম প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে।

"জানি না কিভাবে উঠে দাঁড়াবো," পাওলো বললো। "তবে মেইন রোডের ওপাশে আমার গাড়ি আছে।"

ব্লন্ড দানবটার কাঁপুনি হচ্ছে, মাথা ঝিমঝিম করছে, অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে। গাড়িটা ব্রেক করে নিকভার্নের পূর্বপাশের একটা রাস্তায় ঘুরিয়ে দিলো।

জীবনে প্রথমবারের মত কোনো লড়াইয়ে এভাবে মার খেলো সে। শাস্তিটা এসেছে একজনের কাছ থেকে...বক্সার পাওলো রবার্তো। অসম্ভব একটা স্বপ্ন মনে হচ্ছে তার কাছে, কোনো অস্থির রাতে এরকম স্বপ্ন দেখতে পারতো সে। বুঝতে পারছে না বক্সারটা কোত্থেকে উদয় হলো। বাজ পড়ার মতই যেন ওয়্যারহাউজের ভেতর লোকটাকে দাঁড়ানো দেখা গেলো।

এর কোনো মানে বোঝা যাচ্ছে না।

এমন কি ঘুষিগুলোও তার লাগে নি, এটা অবাক হওয়ার মত কিছু না। তবে বিচিতে লাথির ব্যথা অনুভব করেছে সে। আর মাথায় হাত দিয়ে মারা সেই ভয়াবহ আঘাতে চারদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছিলো। সতর্কভাবে ঘাড়ের পেছনে হাত দিয়ে সে বিশাল একটা ফোলা বল পেয়েছে। আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে সে কোনো ব্যথা টের পায় নি। এখনো তার কেমন ঢুলুঢুলু লাগছে। বাম চোয়ালের উপরের সারির একটা

দাঁত পড়ে গেছে। মুখের ভেতর রক্তের নোনা স্বাদ টের পাচ্ছে। বুড়ো আঙ্গুল আর তর্জনি দিয়ে নাকটা চেপে ধরে উপরের দিকে পরীক্ষামূলকভাবে ঠেসে ধরছে সে। মাথার ভেতরে কেমন যেন কড়কড় আওয়াজ হচ্ছে, নিশ্চিত নাকটা ভেঙ্গেই গেছে।

পুলিশ হানা দেয়ার আগে ব্যাগটা সাথে নিয়ে ওয়্যারহাউজ ত্যাগ করে ঠিক কাজটাই করেছে সে। তবে একটা বড় ভুল করে ফেলেছে সে। ডিসকভারি চ্যানেলে দেখেছে অপরাধস্থল তদন্তকারিরা কিভাবে ফরেনসিক এভিডেন্স খুঁজে পায়। রক্ত, চুল, ডিএনএ।

ওয়্যারহাউজে ফিরে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই তার, কিন্তু এছাড়া কোনো উপায় নেই। ওগুলো পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। ইউটার্ন করে পিছনে ছুটতে লাগলো, নিকভার্ন পার হবার ঠিক আগে আগে সে বিপরীতদিক থেকে আরেকটা গাড়ি আসতে দেখলো, তবে এ নিয়ে আর কোনো চিন্তা করলো না সে।

স্টকহোমে ফিরে যাওয়ার সময়টা দুঃস্বপ্নের মতোই। পাওলো রবার্তোর চোখে রক্ত লেগে আছে, সারা শরীরে প্রচন্ড ব্যথা। মাতালের মত গাড়ি চালাচ্ছিলো সে, টালমাটাল অবস্থায় রাস্তার মধ্যে ছুটছিলো। চোখটা রগড়ে নিলে নাকে বেশ ব্যথা টের পেলো, তাকে মুখ দিয়ে দম নিতে হচ্ছে। সাদা ভলভোর দিকে নজর রাখতে লাগলো সে, যদিও নিকভার্নের কাছে অন্যদিকে চলে যেতে দেখেছিলো একটাকে।

ই২০তে এসে গাড়ি চালানোটা সহজ হয়ে গেলো। সোদারতালেতে থামতে চাইলেও কোথায় যাবে কোনো ধারণাই নেই তার। পেছনে তাকিয়ে মেয়েটাকে দেখলো, এখনো হ্যান্ডকাফ বাধা পেছনের সিটে পড়ে আছে সিট বেল্ট ছাড়াই। গাড়িতে বয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে তাকে, সিটে রাখা মাত্র সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। জানে না আহত হওয়ার কারনে না কি প্রচন্ড ধকলের ফলে জ্ঞান হারিয়েছে মেয়েটা।

একটু ইতস্তত করে ই৪এ ঘুরলো, তারপর স্টকহোমের পথ ধরলো।

ব্লমকোভিস্ট ঘুমানোর একঘন্টার মাথায় টেলিফোনটা বাজতে লাগলো। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো ভোর ৪:০০টা বাজে। ঘুম ঘুম চোখে রিসিভারটা তুলে নিলো। বার্গার, প্রথমে বুঝতে পারছিলো না কি বলছে সে।

"পাওলো রবার্তো কোথায়?"

"সোদারের একটা হাসপাতালে, সাথে ঐ মেয়েটা, উ। তোমাকে চেষ্টা করে পায় নি।"

"আমার মোবাইল বন্ধ ছিলো। হাসাপাতালে কি করছে সে?"

বার্গারের কণ্ঠটা দূর্বল শোনালেও বেশ নিয়ন্ত্রিত।

"মিকাইল, একটা ট্যাক্সি নিয়ে ওখানে চলে যাও, ওদের খুঁজে বের কর। তাকে

একেবারে দ্বিধাগ্রস্থ মনে হয়েছে, একটা চেইন স আর জঙ্গলের মধ্যে কোনো একটা ভবন এবং বক্সিং জানে না এমন একজন বিশালাকায় মানুষের কথা বলাছলো সে।"

জোর করে চোখ খুলে ঘুম থেকে উঠলো ব্লমকোভিস্ট। মাথাটা ঝাঁকিয়ে গোসলের জন্য তৈরি হলো।

হাসপাতালের বিছানায় শর্ট পরে শুয়ে থাকা পাওলো রবার্তোর অবস্থা খুব শোচনীয় মনে হচ্ছে। এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে তার সাথে দেখা করার অনুমতি পেয়েছে ব্লমকোভিস্ট। নাকটা ব্যান্ডেজ করা, বাম চোখটাও ঢাকা, একটা ভ্রুতে পাঁচটা সেলাই দিয়ে টেপ আটকানো। বুকের চারপাশেও ব্যান্ডেজ, সারা শরীরে কাটাছেঁড়া। ডান হাঁটুতে সাপোর্ট লাগানো।

হলের মেশিন থেকে কফি নিয়ে তাকে দিলো ব্লমকোভিস্ট, তারপর চেহারাটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো।

"আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে গাড়ি দুর্ঘটনা হয়েছে," বললো সে, "কি হয়েছে আমাকে বলুন।"

মাথা ঝাঁকিয়ে পাওলো রবার্তো ব্লমেকাভিস্টের চোখের দিকে তাকালো। "জঘণ্য একটা দানবের কাজ এটা।"

আবারো মাথা ঝাঁকালো, হাতের মুঠোটা দেখলো। আঙ্গুলগুলো এমনভাবে কাঁপছে যে কাপটা ঠিকমত ধরে রাখতে পারছে না। ডান হাত আর কব্জিটা ছিলে গেছে। বক্সিংএর প্রতি তার বান্ধবী এমনি ক্ষ্যাপা, এবার সে একদম রেগে গেছে।

"আমি একজন বক্সার," বললো সে, "মানে, যখন আমি ঠিক থাকি রিংএ কারো মুখোমুখি হতে ভয় পাই না আমি। একটা বা দুটো ঘুষি খেলেও ওগুলো তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে জানি আমি। কাউকে ঘুষি মারলে সে ব্যথা পেয়ে বসে যায় সাধারনত।"

"তবে এই লোকটার ক্ষেত্রে তা হয় নি।"

তৃতীয়বারের মত পাওলো রবার্তো মাথা ঝাঁকালো। তারপর সে ঐ রাতে কি হয়েছে সব খুলে বললো ব্লমকোভিস্টকে।

"প্রায় ত্রিশবার তাকে আঘাত করেছি আমি। মাথায় তো চৌদ্দ থেকে পনেরোবার হবে। প্রথমে আমি একটু পিছিয়ে গিয়েছিলাম—তাকে খুন করতে চাই নি আমি, শুধুমাত্র নিজেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম। তবে শেষমেষ সর্বস্ব দিয়ে আমি লড়েছি। একেকটা ঘুষি তার চোয়াল ভেঙ্গে ফেলার কথা। অথচ ঐ দানবটা শুধু একটু মাথাটা ঝাঁকিয়েছে মাত্র। কোনো সাধারন মানুষ নয় সে, আল্লাহর কসম।"

"দেখতে কেমন লোকটা?"

"ট্যাঙ্কের মত শরীর তার, বাড়িয়ে বলছি না। সাড়ে ছয় ফুটের উপরে হবে, আর ওজন প্রায় ৩০০ পাউন্ড। ব্যথা কি জিনিস জানেই না দৈত্যটা।"

"আগে কখনো তাকে দেখেন নি আপনি?"

"কখনো না। কিভাবে বক্সিং করতে হয় তার কোনো ধারণাই নেই। তাকে ধোঁকা দিয়ে আমি ছুঁড়ে মারতে পারতাম, সে জানেই না আঘাত থেকে কিভাবে নিজেকে বাঁচাতে হয় । একদমই তার বোধের বাইরে। তবে পাশাপাশি বক্সারের মত লড়াইয়ের চেষ্টা করেছে সে। হাত দুটো ঠিক মতই উপরে তুলে শুরু করার জন্য দাঁড়িয়েছিলো। হয়তো বক্সিংয়ের উপর ট্রেনিং নিলেও প্রশিক্ষকের কোনো কথা সে মন দিয়ে শোনে নি। এতেই আমার আর ঐ মেয়েটার জীবন বেঁচে গেছে। দুটো ঘুষি আমাকে দিয়েছিলো সে–একটা মুখে, আর তাতেই কি দশা হয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন। আরেকটা দিয়েছে শরীরে, যাতে একটা হাড় ভেঙ্গে গেছে। তবে কোনোটাতেই পুরো শক্তি খাটায় নি সে। ঠিকমত যদি মারতো তবে আমার মাথা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেত।" আনন্দের হাসি হাসলো পাওলো রবার্তো।

"আনন্দের কি হলো?"

"আমি জয়ী হয়েছি। মাথামোটা লোকটা আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলো, আর আমি জিতে গেছি। তবে তাকে পরাজিত করতে আমায় অনেক বেগ পেতে হয়েছে।"

আবারো সিরিাস হয়ে গেলো সে। "সময়মত যদি মিরিয়াম উ তাকে যথাসময়ে বিচির মধ্যে লাথি না মারতো, ব্যাপারটা কিভাবে শেষ হতো ভাবতে পারছি না আমি।"

"পাওলো–আমার সত্যি সত্যি খুব খুশি লাগছে যে আপনি জয়ী হয়েছেন। জ্ঞান ফিরলে মিরিয়াম উ একই কথা বলবে। তার কি অবস্থা জানেন?"

"তার অবস্থা আমার মতই। মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছে, কয়েকটা হাড় এবং নাক ভেঙ্গেছে, কিডনিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"

ঝুঁকে পাওলো রবার্তোর ভালো পায়ের উপর হাত রাখলো ব্লমকোভিস্ট। "আমাকে যদি কিছু করতে হয়..." বললো সে।

হাসলো পাওলো রবার্তো । "ব্লমকোভিস্ট–আবার যদি আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হয়..."

"হ্যা?"

"...সেবাস্তিয়ান লুয়ানকে বলবেন আপনাকে সাহায্য করতে।"

অধ্যায় ২৬

বুধবার, এপ্রিল ৬

হাসপাতালের বাইরে পার্কিং লটে বাবলাস্কি যখন মোদিজির সাথে সন্ধ্যা ৭:০০টায় দেখা করলো, তার মেজাজটা বিগড়ে আছে। ব্লমকোভিস্ট তাকে ডেকে তুলেছে, পরে সেও মোদিজিকে জাগিয়েছে। প্রবেশপথে ব্লমকোভিস্টের সাথে দেখা হলো, তার সাথে পাওলো রবার্তোর কক্ষে গেলো।

এতো বিস্তারিত বিবরন কান দিয়ে না ঢোকালেও যেটা বুঝলো তা হলো উ'কে কিডন্যাপ করা হয়েছিলো, আর এই বক্সার কিডন্যাপারকে পিটুনি দিয়েছে। এর বাইরে তার চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই কে কাকে পিটিয়েছে। যতদূর বাবলাস্কি বুঝতে পারলো রাতের মধ্যে ঘটনাটা অন্যদিকে মোড় নিয়েছে, লিসবেথ সালান্ডারের অনুসন্ধানের কাজটা একদম নতুন জটিলতায় আবির্ভূত হয়েছে। এই জঘন্য কেসটার কোনোকিছুই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।

আর পাওলোই বা এই ঘটনায় কিভাবে জড়ালো?

"লিসবেথ সালান্ডারের ভালো বন্ধু আমি।" বললো সে।

বাবলাস্কি আর মোদিজি পরস্পর তাকালো, বিস্ময় আর সন্দেহ নিয়ে।

"জিমে সে আমার সাথে খেলা করতো।"

পাওলো রবার্তোর পেছনে দেয়ালে চোখ রাখলো বাবলাস্কি। জোরে না হেসে পারলো না মোদিজি। কিছুক্ষণ পরে তার দেয়া সব বিবরন লিখে নিলো তারা।

"আরো কিছু পয়েন্ট যোগ করবো আমি," কর্কশস্বরে বললো ব্লমকোভিস্ট।

তার দিকে ঘুরে তাকালো সবাই।

"প্রথমত, পাওলোর দেয়া বর্ণনা অনুযায়ী যে লোকটা ভ্যানে করে ওয়্যারহাউজ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো, তার মতই একজনকে আমি লুন্ডাগাটানে সেই আক্রমনের সময় দেখেছিলাম। লম্বা একজন চুলে পনিটেল করা আর ভুঁড়িওয়ালা। ঠিক?"

বাবলাস্কি মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"দ্বিতীয়ত, মিরিয়াম উকে কিডন্যাপ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার কাছ থেকে সালান্ডার কোথায় লুকিয়ে আছে সেটা বের করা। কাজেই এই দুইটা গুন্ডা খুনের ঘটনার দুই সপ্তাহ আগে থেকে সালান্ডারকে খুঁজছে। তাই না?"

বিড়বিড় করে মোদিজি বললো, "হ্যা।"

"তৃতীয়ত, এতে মনে হচ্ছে সালান্ডারকে যেমন নিঃসঙ্গ গোবেচারা বলে চিত্রিত

করা হয় তা নয় সে। আর এই উন্মাদদের কেউই সম্ভবত স্যাটানিস্ট গ্যাংএর লেসবিয়ান সদস্য না।"

বাবলাস্কি কিংবা মোদিজির কেউই কিছু বললো না।

"সবশেষে, চার নম্বর। আমার মনে হচ্ছে এই ঘটনায় জালা নামের কারো জড়িত থাকার সম্ভাবনা আছে। ড্যাগ সিভেনসন তার উপর অনেক কাজ করেছিলো শেষ দুই সপ্তাহে। এ'সম্পর্কিত সব তথ্যই তার কম্পিউটারে আছে। সোদারতালে ইরিনা পেট্রোভা নামে একজন পতিতা হত্যাকান্ডের সাথে ড্যাগ তার যোগসূত্র খোঁজে, ময়নাতদন্তে দেখা যায় তাকে বেধড়ক পেটানো হয়েছে। এমন ভয়াবহ মার যে মনে হচ্ছে প্রতি তিনটার মধ্যে একটাই ছিলো মারাত্মক রকমের। তার আঘাতের সাথে মিরিয়াম উ কিংবা পাওলো রবার্তোর আঘাতচিহ্নের মিল দেখা যায়। উভয় ক্ষেত্রেই মারের ধরন দেখে মনে হয় কোনো বিশালদেহি দানবের মার সেটা।"

"তাহলে বুরম্যান?" বললো বাবলাস্কি। "ধরুন কেউ সিভেনসনকে থামিয়ে দিতে চায়। সালান্ডারের গার্জেনকে মারার মোটিভ কার থাকতে পারে?"

"পাজলের সবগুলো টুকরো এখনো জোড়া লাগে নি, তবে বুরম্যান আর জালার মধ্যে সংযোগ আছে। এটাই সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য সমাধান। আপনি কি নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করতে রাজি আছেন? আমার মনে হয় এই খুনের সাথে সেক্সট্রেডের সম্পর্ক আছে। আর এরকম কোনো কিছুতে জড়ানোর আগে সালান্ডার মরে যাবে। আপনাকে বলেছি সে কতটা নীতিজ্ঞানসম্পন্ন।"

"তাহলে তার ভূমিকাটা কি ছিলো?" সিভেনসন আর জোহানসনের অ্যাপার্টমেন্টে সে কি করছিলো?"

"জানি না। প্রত্যক্ষদর্শী? বিরুদ্ধপক্ষ? হয়তো ওখানে সে ড্যাগ আর মিয়াকে তাদের জীবন বিপন্ন হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করতে গিয়েছিলো।"

বাবলাস্কি কাজে নেমে পড়লো। সোদারতালের পুলিশকে ডেকে পাওলোর দেয়া নির্দেশনা অনুযায়ী লেক ইংগার্নের দক্ষিণপশ্চিমে পরিত্যাক্ত ওয়্যারহাউজে পাঠালো। তারপর হোমবার্গকে ডেকে আনলো-ফ্লেমিংসবার্গে সে থাকে যেটা সোদারতালের কাছাকাছি। অপরাধস্থল তদন্তের জন্য সোদারতালে পুলিশকে সহযোগিতা করতে বললো সে।

একঘন্টা পরে হোমবার্গ তাকে ফোন করে জানালো সে অপরাধস্থলে পৌঁছে গেছে। ওয়্যারহাউজটা খুঁজে পেতে পুলিশ বাহিনীর কোনো বেগ পেতে হয় নি। দুইটা ছোট ছোট স্টোরেজ সহ ওটা মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলা হয়েছে। ফায়ার ডিপার্টমেন্টও আছে সেখানে, ওটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করছে। উঠানে দুটো গ্যাসোলিনের বাতিল কৌটা পড়ে আছে।

প্রচন্ড হতাশায় বাবলাস্কির রাগ হচ্ছে।

কি হচ্ছে এসব? কারা এই গুন্ডার দল? এই সালান্ডারটা আসলে কেমন মানুষ? তাকে খুঁজে পাওয়া কেন অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে?

৯:০০টার মিটিংএ যখন একস্ট্রম তুমুল বিতর্কে যোগ দিয়েছে, তখনো পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয় নি। সকালের নাটকীয় পটপরিবর্তনের কথা তাকে বললো বাবলাস্কি, রহস্যময় এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অনুসন্ধানের উপর জোরারোপ করতে হবে, টিম যে বিষয়ের উপর কাজ করে যাচ্ছে তাতে সন্দেহ জাগছে এখন।

লুন্ডাগাটানে সালান্ডারের উপর আক্রমন সংক্রান্ত ব্লমকোভিস্টের কাহিনীকে জোরদার করেছে পাওলো রবার্তোর ঘটনাটা। তিনটা খুনের জন্য একজন উন্মাদগ্রস্থ মহিলা দায়ী এই গল্প আর ধোপে টিকবে না। সালান্ডারের প্রতি সন্দেহ একেবারে হয়তো বাতিল করে দেয়া যাবে না—অস্ত্রের উপর তার আঙ্গুলের ছাপ থাকার একটা ব্যাখ্যা থাকা জরুরী—তবে এর মানে এই নয় যে অন্য কেউ খুনি হওয়ার সম্ভাবনার উপর তদন্তকাজ পরিচালিত হবে। বর্তমানে একটা তত্ত্বই শুধু বিদ্যমান—ব্লমকোভিস্টের বিশ্বাস অনুযায়ী খুনের কারণ হলো সেক্সট্রেডের ব্যাপারে সিভেনসনের অচিরেই সবকিছু ফাঁস করে দেয়া। তিনটা উল্লেখযোগ্য দিক চিহ্নিত করলো বাবলাস্কি।

প্রথম কাজ হলো অস্বাভাবিক বিশালাকার লোকটা এবং পনিটেল করা তার সহকারিকে খুঁজে বের করা যে কি না মিরিয়াম উকে কিডন্যাপ করে নির্যাতন করেছে। দানবটাকে খুঁজে পাওয়া তুলনামূলকভাবে সহজ।

অ্যান্ডারসন মনে করিয়ে দিলো যে সালান্ডারের আবির্ভাব হওয়াটাও বেশ অস্বাভাবিক, তাছাড়া খুনের ঘটনার পরে তিন সপ্তাহ ধরে তাকে খুঁজে এখন পর্যন্ত পুলিশ বের করতে পারে নি সে আসলে কোথায় আছে।

দ্বিতীয় কাজটা হলো তদন্ত টিমে একটা দলকে নিয়োজিত করতে হবে সিভেনসনের কম্পিউটারে পতিতাদের যে তালিকা আছে তার উপর মনোযোগ দিতে। এটার সঙ্গে অবশ্য লজিস্টিক্যাল কিছু সমস্যা জড়িয়ে আছে। *মিলেনিয়াম* থেকে সিভেনসনের কম্পিউটার এবং জিপ ডিস্ক যাতে তার হারিয়ে যাওয়া ল্যাপটপের ব্যাক আপ আছে তা পেয়েছে, কিন্তু তাতে কয়েকবছরের গবেষণার ফলাফল রয়েছে যাতে হাজার হাজার পৃষ্ঠা। এগুলো সাজিয়ে নিয়ে পড়াশুনা করার জন্য অনেক সময় দরকার। টিমটার আরো শক্তি বাড়ানো প্রয়োজন, বাবলাস্কি বিস্তারিত সবকিছু মোদিজিকে জানিয়ে ইউনিটটার নেতৃত্ব দিতে বললো।

তৃতীয় কাজটা হলো একজন মানুষের উপর আলোকপাত করা যার নাম জালা। ন্যাশনাল ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টকে সহকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে যুক্ত করবে তদন্ত টিম, পারতপক্ষে তাদের নামটাও চলে এসেছে। ফাস্টকে এই কাজের দায়িত্ব দিলো সে।

সবশেষে, অ্যান্ডারসন সালান্ডারকে খোঁজার কাজ অব্যাহত রাখতে সহযোগিতা

করবে।

ছয় মিনিট লাগলো বাবলাস্কির রিপোর্টটা তৈরি করতে, তবে আধঘণ্টা ধরে বাদানুবাদ চললো এর উপর। বাবলাস্কির প্রস্তাবে ফাস্ট জোরেশোরে আপত্তি তুললো, কোনোভাবেই এটা লুকিয়ে রাখতে পারলো না। তার মতামত হচ্ছে তদন্তে নতুন দিগন্ত, তার কাছে নতুন তথ্য, উন্মোচিত হলেও সালান্ডারের উপরই মূলত কেন্দ্রিভূত রাখা উচিত। প্রমানগুলো এতোটাই শক্তিশালি যে এখন সব প্রচেষ্টা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভক্ত করে ফেলাটা অযৌক্তিক।

"সব ফালতু। আমরা একটা সহিংস মাথামোটা একজনের ব্যাপারে জানতে পেরেছি যে বছরের পর বছর খারাপ থেকে আরো খারাপ হয়েছে। আপনি কি মনে করেন সবগুলো সাইকিয়ট্রিক রিপোর্ট আর ফরেনসিক পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে ঠাট্টা করা হয়েছে? অপরাধস্থলের সাথে তার সংযোগ পাওয়া গেছে। আমরা জানতে পেরেছি সে একটা বেশ্যা, তাছাড়া তার ব্যাংক একাউন্টে বিশাল অঙ্কের টাকা অজ্ঞাতসারে পড়ে আছে।

"এসবই আমি জানি।"

"কিছু লেসবিয়ান সেক্স কাল্টের সদস্য সে। আর আমিতো নিশ্চিত ঐ সিলা নোরেন নামের গমকামীটা তার ব্যাপারে অনেক বেশিই জানে।"

গলা চড়িয়ে বাবলাস্কি বললো, "ফাস্ট, চুপ কর। তুমি এই সমকামী বিষয়টা নিয়ে বেশি মাত্রায় মেতে আছ। এটা পেশাদারিত্ব নয়।"

পুরো গ্রুপের সামনে এভাবে কথা বলায় সে অনুতপ্ত হলো। ফাস্টের সাথে নিভৃতে কথা বলাটা বেশি যুৎসই হতো। শেষমেষ একস্ট্রম বাবলাস্কির চড়া গলার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে তার প্লান অব এ্যাকশন অনুমোদন করলো।

বোমান এবং হেডস্ট্রমের দিকে তাকালো বাবলাস্কি।

"যতদূর বুঝতে পারছি, আপনারা আর তিন দিন মাত্র থাকবেন, কাজেই চলুন সবকিছু ভালোয় ভালোয় শেষ করি। বোমান, আপনি কি অ্যান্ডারসনকে সাহায্য করবেন সালান্ডারকে খোঁজার ব্যাপারে? হেডস্ট্রম, আপনি মোদিজির সাথে থাকবেন।"

তারা কথা বলতে যাওয়ার আগেই একস্ট্রম হাত তুললো।

"আরেকটা শেষ কথা। পাওলো রবার্তোর ঘটনাটা আমরা আমাদের মাথায় রাখছি। আর কোনো সেলিব্রিটি যদি এই তদন্তে সামনে চলে আসে। সুতরাং এই কক্ষের বাইরে তার ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্য যেন না হয়।"

মিটিং শেষ হলে মোদিজি বাবলাস্কিকে ডেকে একপাশে নিয়ে গেলো।

"ফাস্টের সাথে মেজাজ ঠিক রাখা খুব কঠিন," বাবলঅস্কি বললো।

"আমি বুঝতে পারি ব্যাপারটা," হেসে বললো মোদিজি। "গত সোমবার থেকে আমি সিভেনসনের কম্পিউটার নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছি।"

“জানি। কতদূর কি পেলেন?”

“পান্ডুলিপিটার একডজন ভার্সান আছে তার ওখানে, সাথে প্রচুর পরিমানে গবেষনার জিনিস। আমি এখনো বুঝতে পারছিনা কোনটা গুরুত্বপূর্ণ আর কোনটা না হলেও চলবে। অর্থবহ নাম দেখে দেখে সাজানো আর ডকুমেন্টগুলোতে চোখ বুলাতেই কয়েকদিন লেগে যাবে।”

“হেডস্ট্রমের কি অবস্থা?”

ইতস্তত করলো মোদিদ্জি। তারপর ঘুরে বাবরাস্কির দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

“সত্যি বলতে কি...তাকে বাদ দিতে চাই না আমি, তবে সে কোনো কাজের না।”

“ভ্রু কুঁচকালো বাবলাস্কি। “এটা থেকে দূরে আছে।”

“জানি না। অবশ্য সে বোমানের মত সত্যিকারের পুলিশ না। অনেক অবাঞ্চিত কথা বলে। ফাস্টের মতই তারও মিরিয়াম উ সম্পর্কে একই ধারনা, আর এই এসাইনমেন্টে একদম আগ্রহী নয়। তাছাড়া–আমি ঠিক বলতে পারবো না–সালান্ডারের সাথে তার কোনো সমস্যা আছে মনে হয়।”

“কিরকম?”

“আমার কেন জানি মনে হয় তাদের মধ্যে কোনো ঝামেলা আছে।”

আস্তে মাথা নাড়লো বাবলাস্কি। “লজ্জাজনক বিষয়। বোমান ঠিক আছে। কিন্তু আমি আসলেই কোনো বহিরাগতকে তদন্তে অন্তর্ভূক্ত করার পক্ষপাতি নই।”

“তো কি করবো আমরা?”

“সপ্তাহের বাকি দিনগুলোয় তার সাথে লেগে থাকতে হবে আপনার। কোনো ফলাফল না পেলে আরমানস্কি বলেছে তাদেরকে তুলে নেবে। নিজে নিজে পুরো কাজটা করতে শুরু করেন।”

পয়তাল্লিশ মিনিট পরই মোদিদ্জিকে কাজ থামিয়ে একস্ট্রমের অফিসে যেতে হলো। তার সাথে বাবলাস্কিও আছে। দুজনের চেহারা লাল হয়ে আছে। ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক টনি স্কালা এইমাত্র খবর ফাঁস করেছে যে পাওলো রবার্তো একজন কিডন্যাপারের কাছ থেকে এসএন্ডএম গমকামী মিরিয়াম উ'কে উদ্ধার করেছে। আর্টিকেলে যে বিস্তারিত বিবরন আছে তা শুধুমাত্র এই তদন্ত টিমের কারো পক্ষেই জানা সম্ভব। এটা এমনভাবে লেখা হয়েছে যে তাতে বলা হয়েছে পুলিশ পাওলো রবার্তোর বিরুদ্ধে নির্যাতনের একটা মামলা করতে যাচ্ছে।

অন্যান্য পত্রিকা থেকে এরই মধ্যে একস্ট্রম ফোন কল পেয়েছে, তারা ঐ বক্সারের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে। ভিষন ক্রুদ্ধ সে। মোদিদ্জিকে এই তথ্য ফাঁসের জন্য দায়ী করছে। মোদিদ্জি তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ দাপটের সাথে অস্বীকার করলো, কিন্তু কোনো লাভ হলো না। তাকে তদন্ত থেকে সরিয়ে দিলো একস্ট্রম।

“সনিয়া বলছে সে কোনো কিছু ফাঁস করে নি,” বললো বাবলাস্কি। “এটাই আমার জন্য যথেষ্ঠ। একজন অভিজ্ঞ ডিটেকটিভ যে কি না এই তদন্তের নাড়ি-নক্ষত্র জানে ভালোভাবে, তাকে এভাবে সরিয়ে দেয়াটা পাগলামি।”

একস্ট্রম তার কথায় অনড় থাকলো।

“মোদিজি, আমি প্রমান করতে পারবো না যে আপনি তথ্যটা ফাঁস করেছেন, তবে এই তদন্তের ব্যাপারে আপনার উপর আমার কোনো আস্থা নেই। টিম থেকে সরে যান, খুব দ্রুত। এই সপ্তাহ ছুটি কাটান। সোমবার আপনাকে আরেকটা এসাইনমেন্ট দেয়া হবে।”

মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে দরজার দিকে এগুলো মোদিজি। বাবলাস্কি থামালো তাকে। “সনিয়া। রেকর্ড থাকুক এর এক বর্ণও বিশ্বাস করি না আমি, আপনার উপর পুরো আস্থা আছে আমার। তবে আমি সিদ্ধান্তগ্রহীতা নই, বাড়ি যাওয়ার আগে দয়া করে আমার সাথে অফিসে দেখা করে যাবেন।”

বাবলাস্কির চেহারা সাংঘাতিকরকম রক্তিম হয়ে উঠেছে। একস্ট্রমকে ক্ষিপ্ত দেখাচ্ছে।

অফিসে ফিরে গেলো মোদিজি, হেডস্ট্রম আর সে ওখানে সিভেনসনের কম্পিউটারে কাজ করছিলো। রেগে গেলেও কান্না সামলে নিলো সে। হেডস্ট্রম বুঝতে পেরেছে কোনো একটা ঝামেলা হয়েছে, তবে কিছু বললেন, মোদিজিও তাকে পাত্তা দিলো না। ডেস্কে বসে শুন্যে চেয়ে রইলো সে। ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা দমবন্ধ নিরবতা নেমে এসেছে।

কিছুক্ষণ পর হেডস্ট্রম এক কাপ কফি খাওয়ার জন্য বের হলো। জানতে চাইলো তার জন্যও এক কাপ আনবে কি না। মাথা ঝাঁকালো সে।

হেডস্ট্রম চলে যাবার পর সে জ্যাকেট টা পরে নিলো, কাঁধের ব্যাগটা নিয়ে বাবলাস্কির অফিসে গেলো। বাবলাস্কি তাকে চেয়ারে বসতে বললো।

“সোনিয়া, ব্যাপারটা এমনি এমনি ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা নেই আমার যতক্ষণ না একস্ট্রম আমাকেও এই তদন্ত থেকে বাদ দেয়। এটা আমি মেনে নেবো না এবং এজন্য একটা অভিযোগ দায়ের করার কথা ভাবছি। আমার কাছ থেকে কোনো কিছু না শোনা পর্যন্ত আপনি টিমে থাকবেন। আমার নির্দেশে। বুঝতে পেরেছেন?”

মাথা নাড়লো সে।

“একস্ট্রমের কথামত এই সপ্তাহ আপনার ছুটি কাটানোর দরকার নেই। আমি চাই আপনি *মিলেনিয়াম*-এর অফিসে গিয়ে ব্লমকোভিস্টের সাথে আরেকবার কথা বলেন। ড্যাগ সিভেনসনের হার্ডড্রাইভের ব্যাপারে তার সাহায্য চান, তাদের কাছে কপি আছে। কেউ একজন এই ম্যাটেরিয়ালগুলো নিয়ে এরইমধ্যে নাড়াচাড়া করেছে এমন কারো কাছ থেকে সাহায্য পেলে আমাদের সময় অনেকাংশে বেঁচে যাবে যা খুব জরুরী।”

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো মোদিজ্জি।

"হেডস্ট্রমকে আমি কিছু বলি নি।"

"তাকে আমি সামলাবো। অ্যান্ডারসনকে সাহায্য করতে পারবে সে। ফাস্টকে দেখেছেন আপনি?"

"না, মিটিংএর পরপরই সে চলে গেছে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো বাবলান্কি।

সকাল ৮:০০টায় হাসপাতাল থেকে ব্লমকোভিস্ট বাড়ি ফিরলো। এতো কম ঘুম হয়েছে, অথচ তাকে বিকেলে যেমন করেই হোক সামাদালারোতে বিয়র্কের সাথে মিটিংএ যেতে হবে। পোশাক খুলে ১০:৩০ এ অ্যালার্ম সেট করে ঘুমাতে গেলো সে। ঘণ্টা দু'য়েক ঘুমিয়ে নিলো। তারপর উঠে শেভ করে গোসল সেরে পরিষ্কার একটা শার্ট পরে নিলো। গুলমার্সপ্লান পার হবার সময় মোদিজির ফোন এলো। তার সাথে দেখা করতে পারবে না জানালো ব্লমকোভিস্ট। তার প্রয়োজন ব্যাখ্যা করলে বার্গারের সাথে যোগাযোগ করতে বলে দিলো।

মিলেনিয়াম-এর অফিসে পৌঁছানোর পর মোদিজি দেখলো আত্মবিশ্বাসী আর কিছুটা কর্তৃত্বপরায়ন টোল পরা আর খাট ব্লন্ড চুলের মহিলাকে তার পছন্দ হয়ে গেছে। মনে মনে ভাবছিলো এই মহিলাও কি সমকামী নাকি, কারণ ফাস্টের মতে এই কেসে সব মহিলারই এইদিকে একটু ঝোঁক আছে। তবে তখনই তার মনে পড়লো কোথায় যেন পড়েছে আর্টিস্ট গ্রেগর বেকম্যানের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ বার্গার।

"একটু ঝামেলা আছে," তার অনুরোধ শোনার পরে বললো বার্গার।

"কি ঝামেলা?"

"এর মানে এই না যে আমরা এই খুনের সমাধান চাচ্ছি না বা পুলিশকে সাহায্য করতে চাইছি না। তাছাড়া এখান থেকে যে কম্পিউটার নিয়ে গেছেন তাতে সব ম্যাটেরিয়ালই আছে। এখানে নৈতিকতার প্রশ্ন আছে, মিডিয়া এবং পুলিশ একসাথে ভালোভাবে কাজ করতে পারে না।"

"বিশ্বাস করুন, আজ সকালে আমি সেটা পেয়েছি," হেসে বললো মোদিজি।

"কেমন করে?"

"তেমন কিছু না, একটা ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া।"

"ঠিক আছে। তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করতে মিডিয়াকে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে স্পষ্ট দূরত্ব বজায় রাখতে আর হবে। সাংবাদিকেরা যদি পুলিশ স্টেশনে ঘুরে বেড়াতে থাকে আর পুলিশের তদন্তে সহযোগিতা করে তবে ছেলেগুলো তো পুলিশ হবার জন্য আর কোনো প্রচেষ্টাই চালাবে না।"

"এরকম কয়েকজনের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে," বললো মোদিজি ।

"তবে উল্টোটাও সত্যি হতে পারে। পুলিশও সংবাদপত্রের পেছনে ছোটা বন্ধ করে দিবে।"

হাসলো বার্গার। "ঠিক বলেছেন। না বলে পারছি না, *মিলেনিয়াম*-এ আমরা কোনো মার্সিনারি সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত হতে পারি না, সোজাসাপটা কথা। এই নয় যে *মিলেনিয়াম*-এর স্টাফদের ব্যাপারে আপনি প্রশ্ন করতে চাইছেন–কোনো দ্বিধা ছাড়াই আমরা এটা মেনে নেবো–তবে কোনো পুলিশি তদন্তে আপনাদের অধীনে আমাদের সাংবাদিকতার জিনিসপত্র দিয়ে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করলে সম্ভব না।"

মাথা নাড়লো মোদিজি।

"এখানে দুটো দৃষ্টিভঙ্গী বিদ্যমান," বললো বার্গার। "প্রথমত, আমাদের একজন সাংবাদিক খুন হয়েছে। সুতরাং আমরা যথসম্ভব সাহায্য করবো। তবে দ্বিতীয় বিষয়টা হলো, কিছু জিনিস আছে যা আমরা পুলিশকে দিতে পারি না, দেবো না। এটা আমাদের সোর্সের মাধ্যমে করতে হবে।"

"আমি এ'ব্যাপারে কট্টর হবো না। আপনাদের সোর্সকে রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করছি।"

"এটা আপনার সদিচ্ছা কিংবা আমাদের আস্থার বিষয় নয়। এর মানে এই যে আমরা কখনোই সোর্স উন্মোচন করি না, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন।"

"বুঝতে পেরেছি।"

"এখন ব্যাপারটা হচ্ছে *মিলেনিয়াম*-এ আমরা নিজেরাই এই খুনের তদন্ত করছি, এটা সাংবাদিকতার একটা এসাইনমেন্ট বলতে পারেন। এই কেসের ক্ষেত্রে যেকোনো তথ্য আমরা পুলিশের হাতে তুলে দেবো, তবে শেষ হওয়ার পর ছাপানোর জন্য তৈরি হলে–তার আগে না।" ভ্রু কুঁচকে চিন্তা করার জন্য একটু থামলো বার্গার। "নিজে নিজে বাঁচতে সক্ষম হতে হবে আমায়। এটা করতে...আপনি ম্যালিন এরিকসনের সাথে কাজ করতে পারেন। ম্যাটেরিয়ালগুলো সে দেখেছে এবং কতদূর যেতে হবে সে'ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। ড্যাগের বইটা সম্পর্কে আপনাকে গাইড করতে পারবে সে–সেই সাথে সন্দেহভাজনদের একটা তালিকা দিয়ে সাহায্য করবে।"

সোদরা স্টেশন থেকে সোদারতালের পথে শাটল ট্রেন নিয়েছে আইরিন নেসার, আগের রাতে ঘটে যাওয়া নাটকীয় ঘটনা সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কালো লেদার জ্যাকেট, কালো প্যান্ট আর লাল সোয়েটার পরেছে সে। সানগ্লাসটা কপালের উপর তুলে রেখেছে।

সোদারতালেতে গিয়ে স্ট্রাংনাতে হেঁটে গিয়ে স্টলারহোমেনের বাসের টিকেট কাটলো। স্টলারহোমেনের সামান্য দক্ষিনে ১১:০০টা বাজার পরপর বাস থেকে নেমে দেখলো আশেপাশে কোনো বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে না। ম্যাপটা চিন্তা করলো কয়েক মাইল উত্তর-পূর্বে মালারেন লেক। এই দেশটা সামার-কেবিনের জন্য খ্যাত, আর ছড়ানো ছিটানো কিছু বাড়িঘর আছে। বাস স্টপ থেকে দুই মাইল দূরে বুরম্যানের জায়গা-জমি। বোতল থেকে এক ঢোক পানি পান করে হাঁটতে লাগলো। পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে সেখানে পৌছালো সে।

এলাকা ঘুরে দেখে আশেপাশের বাড়িঘরগুলো পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে শুরু করলো সে। প্রায় একশ পঞ্চাশ গজ ডানে পরের কেবিনটা দেখলো, বাড়িতে কেউ নেই। বামে একটা সরু উপত্যকা। দুইটা সামার হাউজ পার হওয়ার পর অনেকগুলো কেবিন দেখতে পেলো যেখানে জীবনের স্পন্দন দেখলো সে একটা খোলা জানালা আর রেডিওর শব্দ। তবে সেটা বুরম্যানের কেবিন থেকে তিনশ গজ দূরে। নিরিবিলিতে কাজ করতে পারবে সে।

তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে চাবি নিয়েছে সে, ভেতরে ঢুকে বাড়ির পেছনে একটা জানালার শাটারের স্ক্রু খুলে ফেললো, সামনে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদয় হলে এটা দিয়ে পালাতে পারবে। অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে সে এই কেবিনে পুলিশের উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনার কথা ভাবছে।

পুরনো বিল্ডিংটাতে থাকতো বুরম্যান, এখানে একটা মেইন কক্ষ, একটা বেডরুম আর ছোট একটা রান্নাঘর। পেছনের উঠানের টয়লেটটা নোংরা। ক্লোসেট, ওয়ার্ডরোব আর ড্রেসারগুলো দেখতে বিশ মিনিট ব্যয় করলো সে। কয়েকটা কাগজ ছাড়া আর কিছুই পেলো না যাতে লিসবেথ সালান্ডার অথবা জালার ব্যাপারে কিছু থাকতে পারে।

এরপর বাইরে গিয়ে কাঠের স্টোরেজ খুঁজে দেখলো। কোনো কিছুই পেলো না, কোনোধরনের কাগজপত্র কিছু না। পুরো ভ্রমনটাই বৃথা গেলো।

প্রবেশপথের বারান্দায় বসে পানি আর আপেল খেলো।

যখন সে শাটারটা বন্ধ করতে যাবে, হলওয়ের কাছে একটু থামলো, তিন ফুট উঁচু অ্যালুমিনিয়ামের মইটা চোখে পড়লো তার। আবারো মেইন রুমে গিয়ে ক্ল্যাপবোর্ড সিলিংটা পরীক্ষা করলো। দুইটা বিমের নিচে চালের খোলা জায়গাটা প্রায় দৃশ্যমান। মইটা তুলে মুখটা খুলে ফেললো, সাথে সাথে দুইটা এফোর ফাইলের বক্স পেলো, প্রত্যেকটাতে কয়েকটা করে ফোল্ডার এবং বিভিন্ন ডকুমেন্ট রাখা।

সবকিছু জট পাকিয়ে গেছে। একটার পর একটা বিপর্যয়। ব্লন্ড দানবটা আতঙ্কিত

হলো।

রান্টাদের সন্ধান পেয়েছে স্যান্ডস্ট্রম। তার কথাগুলো ভয়ঙ্কর শোনাচ্ছে বললো তারা, রিপোর্ট করলো যে সাংবাদিক সিভেনসন তার পতিতা নিয়ে কাজকারবার এবং রান্টাদের ব্যাপারে সব প্রকাশ করে দিতে যাচ্ছে। যতদূর মনে হয় এটা খুব একটা বড় ব্যাপার না। মিডিয়া যদি স্যান্ডস্ট্রমকে উন্মোচিত করে তার মাথা ঘামানোর কিছু নেই, আর রান্টা ব্রাদাররাও যতদিন প্রয়োজন নিজদের আড়ালে রাখতে পারবে। বাল্টিক স্টারদেরকে তারা ছুটি উপলক্ষে এস্টোনিয়ায় নিয়ে গেছে। পুরো বিষয়টা নিয়ে কোর্টে মামলা উঠবে এমন নয়, তবে যদি সবচেয়ে খারাপ কোনোকিছু ঘটে এর আগে যেমনটি হয়েছিলো। জব ডেস্ক্রিপশনের অংশ এটা।

আরো ঝামেলার ব্যাপার হচ্ছে সালান্ডার ম্যাগ লুন্ডিনের হাত থেকে পালিয়েছে। এটা অবিশ্বাস্য, লুন্ডিনের সাথে তুলনা করলে সালান্ডারতো একটা খেলনা পুতুল। তার উচিত ছিলো সালান্ডারকে গাড়িতে ভরে নিকভার্নের দক্ষিনে ওয়্যারহাউজে নিয়ে আসা।

তারপর স্যান্ডস্ট্রমের ওখানে আরেকবার গিয়েছিলো, সেসময় সিভেনসন জালার পেছনে ছুটছিলো। সবকিছু একদম নতুন আলোয় উদভাসিত হয়। বুরম্যানের যন্ত্রনা আর সিভেনসনের ক্রমাগত অনুসন্ধান কাজ, সম্ভাব্য বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে।

একটা সৌখিন ব্যক্তি গ্যাংস্টার হয়েছে যে কি না পুরো বিষয়টার তাৎপর্যই বুঝতে পারে নি। বুরম্যান হচ্ছে একজন উচ্চপর্যায়ের সৌখিন ব্যক্তি। দানবটা জালাকে পরামর্শ দিয়েছিলো বুরম্যানের কথায় কিছু না করতে, জালার কাছে লিসবেথ সালান্ডারের নামটা অসহ্য। সালান্ডারকে সে প্রচন্ড ঘৃনা করে। এটা যেন স্বতিক্রিয়া, বাটনে চাপ দেয়ার মত।

সিভেনসন যে রাতে বুরম্যানকে ফোন করে সেসময় বুরম্যানের বাড়িতে থাকাটা তার জন্য যথাযথ সুযোগ ছিলো। সেই একই সাংবাদিকের বাচ্চা যে কি না এরই মধ্যে স্যান্ডস্ট্রম আর রান্টাদের জন্য সমস্যা পাকিয়েছে। সালান্ডারকে কিডন্যাপ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর বুরম্যানের ওখানে গিয়েছিলো দরকারমত তাকে শান্ত করতে কিংবা হুমকি দিতে। সিভেনসনের ফোনটা বুরম্যানের ভেতর আগুন ধরিয়ে দিলো, আহাম্মকের মত যুক্তিহীন প্রতিক্রিয়া দেখালো। হঠাৎ করেই সে ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

প্রথমে বুরম্যান তার কাউবয় পিস্তলটা নিয়ে হুমকি দিলো তাকে। বিস্মিত হয়ে দানবটা বুরম্যানের দিকে তাকিয়ে তার বন্দুকটা কেড়ে নিলো। তার হাতে গ্লাভস পরাই ছিলো, কাজেই ফিঙ্গার পৃন্টের ঝামেলা নেই। আর কোনো উপায় ছিলো না তার, অবশ্যই বুরম্যান উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলো।

বুরম্যান নিশ্চয়ই জালা সম্পর্কে জানে। এ'কারনেই তার বাধ্যবাদকতা ছিলো।

দানবটা ঠিক জানে না কেন সে বুরম্যানের কাপড়চোপড় খুলে ফেলেছিলো, তবে সে এই আইনজীবিকে ঘৃণা করে এটা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে চেয়েছিলো। তবে বুরম্যানের তলপেটে আঁকা টাট্টু দেখে সেই ঘৃণা পুরোপরি উবে গেলো আমি এক মর্ষকামী শূয়োর, বিকৃত মানসিকতার এবং একজন ধর্ষণকারী।

কিছুক্ষনের জন্য লোকটার প্রতি সে সহমর্মীতা অনুভব করলো। এতো বড় একটা আহাম্মক ছিলো লোকটা। কিন্তু এমন একটা কাজে সে নিয়োজিত যেখানে এমন কোনো অনুভূতিকে পাত্তা দেয়া চলে না যা তাদের কাজকে প্রভাবিত করে। কাজেই সে বুরম্যানকে বেডরুমে নিয়ে জোর করে হাটু মুড়িয়ে বসালো, তারপর সাইল্যান্সার হিসেবে একটা বালিশ ব্যবহার করলো।

পাঁচ মিনিট ধরে সে বুরম্যানের অ্যাপার্টমেন্টে জালার সাথে সম্পর্ক আছে এমন কিছু পাওয়া যায় কি না খুঁজে দেখলো। একমাত্র যেটা পাওয়া গেলো তা হলো তারই মোবাইল ফোন নাম্বার। নিরাপত্তার জন্য বুরম্যানের মোবাইলটা সাথে নিয়ে নিলো।

এর পরের সমস্যা হলো সিভেনসন। বুরম্যানকে যখন মৃত পাওয়া যাবে, নিশ্চয়ই সিভেনসন পুলিশকে ফোন করবে, তারপর বুরম্যানকে জালার ব্যাপারে জানার জন্য ফোন করার কথা বলবে। তখন জালা পুলিশের আগ্রহের বিষয়-বস্তুতে পরিণত হবে।

ব্লন্ড দানবটা নিজেকে খুব স্মার্ট মনে করলেও জালার অসাধারন কৌশলের জন্য তাকে সম্মান করে সে। প্রায় বারো বছর ধরে তারা একসাথে কাজ করছে। একটা সফল দশক কেটেছে তাদের, জালাকে সে বিশেষ সমীহের চোখে দেখে থাকে। জালা যখন মানুষের স্বভাব, তাদের দূর্বলতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে এবং বলে কিভাবে তাদের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করা যেতে পারে, সে মনোযোগ দিয়ে সেসব শুনে।

কিন্তু একদম অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের ব্যবসাসংক্রান্ত লেনদেন সঙ্কটে পরেছে।

বুরম্যানের ওখান থেকে বেরিয়ে সে সোজা এস্কেডের পথ ধরলো, তারপর সাদা ভলভোটা সামান্য দূরে দুইটা রাস্তা পরে পার্ক করে রাখলো। ভাগ্য ভালো যে বিল্ডিংএর ফ্রন্ট ডোরটায় কোনো তালা ছিলো না। উপরে উঠে সিভেনসন–জোহানসন নেমপ্লেট দেয়া দরজায় সে বেল বাজালো।

দুটো গুলি ছুঁড়েছিলো সে, অ্যাপার্টমেন্টে আরেকজন মহিলাও ছিলো। ভেতরে কোনো খোঁজাখুঁজি করলো না, সাথে কিছুই নিলো না, তবে লিভিংরুমের উপর রাখা কম্পিউটারটা নিয়ে নিলো। তারপর ঘুরে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গাড়ির কাছে চলে এলো। একটামাত্র ভুলই করেছিলো সে, ল্যাপটপটা হাতে নিয়ে গাড়ির চাবিটা হাতড়াতে গিয়ে তার রিভলভারটা সিঁড়িতে ফেলে দেয়। এক মুহূর্ত থামলো সে, কিন্তু ততক্ষনে অস্ত্রটা সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে বেসমেন্টে চলে গেছে, চিন্তা করে দেখলো

নিচে নেমে এটা তুলতে অনেক সময় লাগবে। যেকেউ তাকে একবার দেখলে ভুলতে পারবে না, কাজেই কেউ দেখে ফেলার আগেই তাকে ওখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে।

ফেলে আসা রিভলভারটা প্রথমে সমালোচনার একটা সোর্স মনে হয়েছিলো যতক্ষণ না জালা এটার তাৎপর্য উপলব্ধি করেছে। তারাতো হতবাক হয়ে গিয়েছিলো যখন পুলিশ সালান্ডারকে খুঁজতে শুরু করে। তার ভুলটা অবিশ্বাস্য এক সৌভাগ্যে পরিণত হয়েছিলো।

এটা নতুন একটা সমস্যা তৈরি করেছে। সালান্ডার একমাত্র দুর্বল যোগসূত্র হয়ে উঠেছে। জালা আর সে যখন বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করলো তারা একটা সিদ্ধান্তে এলো, সালান্ডারকে খুঁজে বের করে কোথাও পুঁতে ফেলতে হবে। তাকে আর কখনো খুঁজে না পাওয়া গেলে সবচেয়ে ভালো হয়। এক পর্যায়ে তদন্ত কার্যক্রম বাক্সবন্দী হয়ে পড়বে।

মিরিয়াম উ হয়তো সালান্ডারকে খুঁজে পেতে সহায়তা করবে এই সুযোগটা নেয় তারা। আর তারপরই সবকিছু আবার জট পাকিয়ে গেলো। পাওলো রবার্তো। এতো মানুষ থাকতে সে। হাওয়া থেকে উদয়। তাছাড়া সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী সেও সালান্ডারের একজন বন্ধু।

দানবটা কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে গেছে।

নিকভার্ন থেকে সে গেলো সাবেলজোতে লুন্ডিনের বাড়িতে, সাভাভেলসিও এমসি'র হেডকোয়ার্টার থেকে মাত্র একশ গজ দূরে। লুকানোর জন্য কোনো আদর্শ জায়গা না, কিন্তু আর বেশি যাওয়ার জায়গা নেই তার। মুখের ক্ষতচিহ্নগুলো বিলীন হওয়ার জন্য তাকে কিছুদিন আড়ালে থাকতে হবে যাতে তাকে খুঁজে না পাওয়া যায়। ভাঙ্গা নাকটাতে আঙুল বুলিয়ে ঘাড়ের ফোলা অংশ ছুঁয়ে দেখলো। ফোলাভাবটা কমে যেতে শুরু করেছে।

ফিরে গিয়ে সে ঐ জায়গাটা পুরিয়ে ফেলে ভালোই করেছে।

তারপর হঠাৎ সে একদম চুপ মেরে গেলো।

বুরম্যান। তার সামার কেবিনে একবার দেখা করছিলো সে। ফেব্রুয়ারীর শুরুতে–জালা যখন সালান্ডারের দেখভাল করার দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছিলো। বুরম্যানের কাছে সালান্ডারের উপর একটা ফাইল ছিলো যেটাতে চোখ বুলিয়েছিলো সে। ওটার কথা সে কিভাবে ভুলবে? এটাও জালাকে ধরিয়ে দিতে পারে।

রান্নাঘরে গিয়ে লুন্ডিনকে বললো যত দ্রুত সম্ভব স্টলারহোমেনে গিয়ে আরেকটা গোলাগুলি শুরু করতে।

লাঞ্চব্রেকে বাবলাস্কি প্রায় ধসে যেতে থাকা তদন্ত কার্যক্রমকে শৃঙ্খলায় নিয়ে

আসতে চেষ্টা করলো। অ্যান্ডারসন আর বোমানের সাথে সময় কাটালো, সালান্ডারকে খোঁজার ব্যাপারে তারা সর্বশেষ পরিস্থিতি জানালো তাকে। ছোট্ট একটা দিকনির্দেশনা এসেছে গোটেবর্গ এবং নরকপিং থেকে, গোটেবর্গকে আমলে না নিলেও নরকপিংএ সম্ভাবনা আছে। তাদের সহকর্মীদের জানানো হয়েছে যে সতর্কভাবে নজরদারী করে এমন একজন একটা ঠিকানা দিয়েছে যেখানে সালান্ডারের মতই দেখতে একজন থাকে।

ফাস্টকে খুঁজলো, কিন্তু সে ঐ ভবনে ছিলো না, মোবাইলও ধরছে না। সেই বিতর্কিত মিটিংএর পর সে উধাও হয়ে গেছে।

এরপর বাবলাস্কি মোদিজির সাথে সমস্যাটা মিটিয়ে ফেলার জন্য একস্ট্রমের ওখানে গেলো। মোদিজিকে এই তদন্ত থেকে বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়াটা যে নির্বুদ্ধিতার কাজ হয়েছে তার সপক্ষে জোরালো যুক্তি তুলে ধরলো সে। একস্ট্রম শুনলো না, তখন বাবলাস্কি ঠিক করলো ছুটির পরে একটা অভিযোগ দায়ের করবে। এটা একটা নির্বোধ পরিস্থিতি।

৩:০০টার পরপর করিডোর ধরে হেঁটে যাওয়ার সময় হেডস্ট্রমকে দেখলো মোদিজির রুম থেকে বের হয়ে আসতে, এখনো নিশ্চয়ই সে সিভেনসনের হার্ডড্রাইভে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। বাবলাস্কি ভবলো এটা এখন অর্থহীন কাজ, কারণ কোনো সত্যিকারের ডিটেকটিভ তাকে চেক করে দেখছেনা সে কিছু মিস করছে কি না। সিদ্ধান্ত নিলো সপ্তাহের বাকি সময়টা হেডস্ট্রম অ্যান্ডারসনের সাথে কাজ করবে।

কিছু বলার আগেই হেডস্ট্রম করিডোরের শেষ প্রান্তে অবস্থিত টয়লেটে চলে গেলো। মোদিজির শূন্য অফিসে গিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করবে ঠিক করলো।

তখনই তার চোখ পড়লো হেডস্ট্রমের মোবাইলের দিকে, ভুলে সে ওটা ডেস্কের পাশে তাকের উপর রেখে গেছে।

টয়লেটের দরজার দিকে তাকালো, তখনো বন্ধ। কি এক তাড়নায় অফিসের ভেতরে পা রাখলো সে, পকেটের ভেতরে হেডস্ট্রমের মোবাইলটা ভরে নিয়ে দ্রুত নিজের অফিসে ফিরে এলো, দরজাটা বন্ধ করে দিলো। কল লিস্টটা দেখলো।

৯:৫৭তে, অর্থাৎ সকালের মিটিংটা শেষ হওয়ার ঠিক পরপর হেডস্ট্রম একটা নম্বরে ফোন করেছে যার এরিয়া কোড ০৭০। ডেস্ক টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে ডায়াল করলো। টনি স্কালা জবাব দিলো।

ফোনটা রেখে সে হেডস্ট্রমের মোবাইলের দিকে চেয়ে রইলো। বজ্রাহতের মত সে উঠে দাঁড়ালো। দরজার দিকে মাত্র দুই পা এগিয়েছে তখনই টেলিফোনটা বেজে উঠলো। ফিরে গিয়ে রিসিভার তুলে চেঁচিয়ে তার নাম বললো।

"জার্কার বলছি। নিকভার্নের কাছে ওয়ারহাউজে ফিরে গিয়েছি আমি।"

"কি পেয়েছেন?"

"আগুন নিভে গেছে, গত দুই ঘণ্টা আমরা ব্যস্ত ছিলাম। সোদারতালের পুলিশ একটা মৃতদেহ শুঁকতে পারে এমন কুকুর নিয়ে এসেছে, ধ্বংসস্তুপের ভেতর কেউ আছে কি না পরীক্ষা করে দেখার জন্য।"

"কেউ কি আছে?'

"না কেউ নেই। তবে কুকুরটার নাকটাকে বিশ্রাম দেয়ার জন্য একটু বিরতি নিয়েছি। এটা খুব জরুরী, কারণ পোড়া এলাকার ঘ্রান বেশ শক্তিশালি হয়ে থাকে।"

"আসল কথায় আসুন, জার্কার। আমি এখানে খুব চাপের মধ্যে আছি।"

"আচ্ছা, কুকুরটাকে ছেঁড়ে দিয়ে আগুন লাগার জায়গা থেকে একটু দূরে হেটে গিয়েছিলো সে। কুকুরটা একটা জায়গায় থেমে সংকেত দিতে থাকে, ওয়্যারহাউজের পেছনে প্রায় পঁচাত্তুর গজ দূরে জঙ্গলের ভেতরে। আমরা সেখানে খুঁড়তে শুরু করি। দশ মিনিট আগে একটা জুতাসহ মানুষের পা খুঁজে পেয়েছি আমরা। মানুষের জুতাই মনে হচ্ছে, খুব একটা গভীরে পোঁতা হয় নি তা।"

"উফ, ধ্যাৎ। জার্কার, আপনাকে তো-"

"ঐ জায়গাটার পজিশন নিয়েছি আমি, বলেছি খোঁড়াখুঁড়ি বন্ধ রাখতে। বাকি কাজের আগে সেখানে আমি ফরেনসিক আর যথাযথ কারিগরি পরীক্ষা করবো।"

"খুব ভালো করেছেন।"

"তবে এটাই সব নয়। পাঁচ মিনিট আগে কুকুরটা আরেকটা জায়গা চিহ্নিত করেছে, প্রথমটা হতে আশি গজ দূরে।"

বুরম্যানের চুলায় আরেক কাপ কফি বানিয়ে সালান্ডার আরেকটা আপেল খেলো। দুই ঘণ্টা সময় নিয়ে সে বুরম্যানের কাছে থাকা তার উপরে লেখা নোটগুলো পড়লো পৃষ্ঠা ধরে ধরে। সত্যি বলতে কি সে খুব মুগ্ধ। এই কাজটাতে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়েছে লোকটা এবং তথ্যগুলো সন্নিবেশ করেছে। সালান্ডারের উপর এমন সব ম্যাটেরিয়াল খুঁজে পেয়েছে যার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতোই না সে।

পামগৃনের জার্নালটা পড়লো সে মিশ্র এক অনুভূতি নিয়ে। দুইটা কালো নোটবুকে লেখা। তার যখন পনেরো বছর বয়স তখন থেকেই ডায়রী রাখা শুরু করেছিলো পামগৃন। তার তিন নম্বর আশ্রয়দাতা বাব-মার কাছ থেকে মাত্রই পালিয়েছিলো, সিতুনার এক বয়স্ক দম্পতি; ভদ্রলোক ছিলেন সমাজকর্মী আর ভদ্রমহিলা বাচ্চাদের উপর বই লিখতেন। মাত্র বারো দিন তাদের সাথে ছিলো সালান্ডার, এটা বুঝতে পেরেছিলো যে তাকে দত্তক নিয়ে তারা সামাজিকভাবে অবদান রাখতে পেরে সাংঘাতিক গর্বিত ছিলো, তার কাছ থেকে সবসময় আনুগত্য আশা করতো। শেষমেষ আর পারলো না যখন তার আশ্রয়দাত্রী মা প্রতিবেশির সাথে অহঙ্কারের সাথে ব্যখ্যা করছিলো যে সমস্যা জর্জরিত বাচ্চাদের দায়িত্ব

নেয়াটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমি কোনো বালের সামাজিক প্রকল্প নই, তার কান্না পাচ্ছিলো। বারোতম দিনে তাদের দেয়া খাবারের টাকা থেকে ১০০ ক্রোনার চুরি করে আপল্যান্ডস-ভাসবির বাস ধরলো। তারপর শাটল ট্রেনে স্টকহোম সেন্ট্রালে চলে এলো। ছয় সপ্তাহ পরে পুলিশ তাকে হানিঞ্জে এক সাতষট্টি বছর বয়সী বুড়োর বাড়ি থেকে উদ্ধার করে।

লোকটার সবকিছু ঠিকই ছিলো। তাকে খাওয়া আর থাকার জায়গা দিয়েছিলো। বিনিময়ে তাকে তেমন কিছু করতে হয় নি, লোকটা শুধু নগ্ন অবস্থায় তার দিকে তাকিয়ে থাকতে চাইতো। কখনো ওকে স্পর্শ করে নি সে। জানে সে একজন পেডোফাইল বলে বিবেচিত হবে, তবে তার কাছ থেকে একটুও হুমকীর মুখোমুখি হয় নি সে কখনো। তাকে একজন অন্তর্মুখী আর সামাজিকভাবে অথর্ব ব্যক্তি মনে করে সে। তার জন্য এক ধরনের মায়া অনুভব করে যখন তার কথা মনে হয়। তারা দু'জনই দলছুট।

শেষপর্যন্ত কেউ একজন তাকে চিহ্নিত করে পুলিশে খবর দিয়েছিলো। একজন সমাজকর্মী লোকটার বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের রিপোর্ট করার জন্য তাকে বোঝানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়েছিলো। তার প্রতি কোনো বাজে আচরন হয়েছে এটা বলতে ক্রমাগতভাবে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিলো সে, আর তাছাড়া তার বয়স পনেরো এবং বৈধতা আছে তার। যত্তসব। তারপরই পামগৃন তাকে আবিষ্কার করে এবং তার দায়িত্ব নেয়। একটা ডায়েরী লিখতে থাকে সে যেখানে তার সন্দেহগুলোকে ধামাচাপা দেয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বরে প্রথম কিস্তিটা লেখা হয়। আমার দেখা সবচেয়ে দুরন্ত একটা বাচ্চা, আমি বুঝতে পারছি না তাকে সেন্ট স্টেফানে ফেরত পাঠানোর বিরোধীতা করে আমি ঠিক করেছি কি না। তিনমাসে তিনটা আশ্রয়দাতা পরিবারের কাছ থেকে পালিয়েছে এবং অবশ্যই বেড়ানোর সময় আরো কোনো ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। শিগগিরই আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এই এসাইনমেন্টটা বাদ দিয়ে তাকে সত্যিকারের বিশেষজ্ঞের অধীনে রাখবে কি না। জানি না কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। আজ ওর সাথে আমি সিরিয়াস আলাপ করবো।

সেই সিরিয়াস আলাপের প্রতিটা কথা সালান্ডারের মনে আছে। ক্রিসমাসের ঠিক আগের দিন। তাকে সঙ্গে নিয়ে পামগৃন তার বাড়তি ঘরটাতে বসালো, মিট সস দিয়ে স্পাগেটি তৈরি করলো রাতের খাবারের জন্য, তারপর লিভিংরুমের সোফায় বসিয়ে তার মুখোমুখি চেয়ারে বসলো। তার মনে আছে সে ভাবছিলো পামগৃনও কি তাকে নগ্ন শরীরে দেখতে চাইবে কি না। তার বদলে সে এমনভাবে কথা বললো যেন সে প্রাপ্ত বয়স্ক কেউ।

মূলত সে একাই দুই ঘণ্টা ধরে কথা বলে গেছে, একটা কথাও বলে নি ও। বাস্তবতাকে তুলে ধরে সে বললো তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেন্ট স্টেফানে ফিরে

গিয়ে আশ্রয়দাতা পরিবারের সাথে থাকবে কি না। তার জন্য যুতসই একটা পরিবার সে খুঁজে দিতে পারে, এবং ওর নিজের পছন্দ অনুযায়ীও বেছে নিতে পারে। এটাও বললো যে সে ঠিক করেছে ক্রিসমাসের ছুটিতে ওকে তার সাথে সময় কাটাতে হবে যাতে করে ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার সময় পায়। এটা ওর ব্যাপার, তবে ক্রিসমাসের ঠিক পরদিন ওর কাছ থেকে একটা পরিষ্কার জবাব চায় সে, আর এটাও প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে কোনো সমস্যা হলে কোথাও পালিয়ে না গিয়ে তার কাছেই ফিরে আসবে। তারপর বিছানায় যেতে বলে ডায়েরির প্রথম লেখাটা লিখতে বসলো পামগৃন।

সেন্ট স্টেফানে ফিরিয়ে নেয়ার হুমকী সালান্ডারকে কতটা আতঙ্কিত করে তুলেছে হোলার পামগৃন সেটা জানতে পারে নি। ক্রিসমাসটা কাটালো সে খুব মন খারাপ অবস্থায়, তার প্রতিটা পদক্ষেপ সন্দেহের চোখে লক্ষ্য করতো সালান্ডার। পরদিনও কোনোরকম হাত বাড়ালো না তার দিকে, এমন কি গোসল করার সময়ও তার দিকে তাকাতে চায় নি। বরং সে যখন তার রুম থেকে নগ্ন হয়ে বাথরুমে গেলো, খুব রেগে গেলো সে। জোরে বাথরুমের দরজাটা লাগিয়ে দিলো। পরদিন তার ইচ্ছানুযায়ী প্রতিজ্ঞা করলো, সে কথা রেখেছিলো, কম হোক আর বেশি হোক।

এই জার্নালে তার সাথে করা প্রতিটা মিটিং সম্পর্কে সুবিন্যাস্তভাবে মন্তব্য করেছে সে। কখনো কখনো তিন লাইন, আবার কখনো তার ভাবনাগুলো দিয়ে কয়েক পৃষ্ঠা ভরে ফেলেছে সে। এতোবার যে তার বিস্ময় জাগলো। তার কল্পনার চেয়েও বেশি চিন্তাশীল ব্যক্তি পামগৃন, মাঝেমাঝে কোনো ঘটনার ব্যাপারে এমন মন্তব্য আছে যে সালান্ডার কখনো তাকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করলেও সে তার ভেতরটা দেখতে পেতো।

তারপর সে ১৯৯১ সালের পুলিশ রিপোর্ট খুললো।

আর তারপরই পাজলের টুকরোগুলো এক হলো। তার মনে হলো পায়ের নিচে মাটি কেঁপে উঠছে।

ডঃ জেসপার এইচ লোডারম্যানের মেডিক্যাল রিপোর্টটা পড়লো, যেখানে ডঃ পিটার টেলিবোরিয়ানের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। লেঅডারম্যান ছিলো প্রোসিকিউটরের ট্রাম্প কার্ড, আঠারো বছর বয়সে তার হেয়ারিং এর সময় সে তাকে কোনো প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে চেয়েছিলো।

এরপরই একটা এনভেলপ পেলো যেটাতে টেলিবোরিয়ান আর গুনার বিয়র্ক নামে এক পুলিশের মধ্যে যোগাযোগের চিঠিপত্র রাখা। সবগুলো চিঠিই ১৯৯১ সালের, বাজে ঘটনাটার ঠিক পরপর।

চিঠিতে সরাসরি কিছু বলা নেই, তবে হঠাৎ করেই একটা গোপন দরজা খুলে গেলো সালান্ডারের সামনে। হজম করতে তার বেশ কিছুক্ষণ লেগে গেলো। তাদের মধ্যে হয়ে যাওয়া কিছু কথাবার্তার কথা উল্লেখ করেছে বিয়র্ক। কথাগুলোতে

দোষের কিছু নেই, তবে এর অন্তর্নিহিত অর্থ হলো সালান্ডারকে যদি বাকি জীবনের জন্য কোনো অনাথাশ্রমে আটকে রাখা হয়, তাতে কোনো আপত্তি নেই তার।

এর বিষয়বস্তু থেকে কোনো শিশুর দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়। তার মানসিক অবস্থা বা কি ধরনের চিকিৎসা সেবা তার দরকার সেটার মূল্যায়ন করতে পারবো না, তবে যত বেশিদিন তাকে কোনো প্রতিষ্ঠানে রাখা যাবে, ততই চলতি বিষয়টা নিয়ে তার অনিচ্ছাকৃত ঝামেলা সৃষ্টির ঝুঁকি কম।

চলতি বিষয়টা নিয়ে। কথাগুলো কিছুক্ষণ সালান্ডারের মাথায় ঘুরপাক খেলো।

সেন্ট স্টেফানে তার চিকিৎসার দায়িত্বে ছিলো টেলিবোরিয়ান। এটা দৈব কোনো বিষয় ছিলো না। চিঠির ভাষা পড়ে বুঝতে পারলো এগুলো কখনোই প্রকাশিত হওয়ার জন্য লেখা হয় নি। টেলিবোরিয়ান বিয়র্ককে চিনতো।

বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে ভাবতে সালান্ডার নিচের ঠোঁট কামড়ালো। টেলিবোরিয়ানের উপর সে কখনো কোনো গবেষণা চালায় নি, কিন্তু সে ফরেনসিক মেডিসিন নিয়ে কাজ শুরু করেছে, আর এমন কি সিকিউরিটি পুলিশ মাঝে মাঝে একজন ফরেনসিক মেডিক্যাল এক্সপার্ট কিংবা সাইকিয়াট্রিকের সাথে তদন্তের বিষয়ে পরামর্শ চেয়ে থাকে। এটা নিয়ে যদি সে অনুসন্ধান শুরু করে নিশ্চয়ই কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাবে। কোনো কোনো জায়গায় তার ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে টেলিবোরিয়ান এবং বিয়র্কের পথ একজায়গায় মিলে গেছে। সালান্ডারকে সরিয়ে দেয়ার জন্য সে টেলিবোরিয়ানের শরনাপন্ন হয়েছে।

আর এভাবেই এটা ঘটেছিলো। আগে এটা দৈব দুর্ঘটনা মনে হলেও এখন সবকিছু নতুন মাত্রা পেয়েছে।

শূন্যের দিকে চেয়ে বসে রইলো সে অনেকক্ষণ। কেউ নিষ্পাপ নয়। শুধুমাত্র দায়বদ্ধতার বিভিন্ন স্তর আছে। সালান্ডারের জন্য কেউ একজন দায়ী। সামাদালারোতে একবার ঘুরে আসতেই হবে তাকে। ধারণা করলো নৌ-দুর্ঘটনায় কেউই বিষয়টা তার সাথে আলোচনা করতে আগ্রহ দেখাবে না, এটাই রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থা, তাই অন্য কারো অনুপস্থিতিতে গুনার বিয়র্কের সাথে আলোচনা করতে হবে।

কথা বলার জন্য প্রস্তুত হলো সে।

সবগুলো ফোল্ডার সাথে নেয়ার প্রয়োজন নেই। ওগুলো পড়ার পরই তার ফটোগ্রাফিক মেমোরিতে গেঁথে গেছে। পামগৃনের নোটবুকটা, ১৯৯১ সালের বিয়র্কের পুলিশ রিপোর্ট, ১৯৯৬ সালের মেডিক্যাল রিপোর্ট যখন তাকে অক্ষম ঘোষণা করা হয় এবং টেলিবোরিয়ান আর বিয়র্কের মধ্যকার চিঠিপত্রগুলো নিলো। ব্যাকআপ হিসেবে এগুলো যথেষ্ঠ।

দরজাটা বন্ধ করে তালা মারতে যাবে তার আগেই পেছনে মটরসাইকেলের শব্দ শুনলো সে । চারপাশে তাকালো। লুকানোর জন্য অনেক দেরি হয়ে গেছে,

তাছাড়া হার্লে ডেভিডসনের দুজন আরোহীকে কাটিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগই নেই তার। সাবধানে নিচে নেমে এসে ড্রাইভওয়েতে তাদের মুখোমুখি হলো।

করিডোর দিয়ে বাবলাস্কি ঝোড়োবেগে বের হয়ে এলো, তখনো হেডস্ট্রম মোদিজির অফিসে ফিরে আসে নি। কিন্তু টয়লেটটা খালি। করিডোর ধরে এগিয়ে তাকে দেখতে পেলো কফি মেশিনের সামনে একটা প্লাস্টিকের কাপ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অ্যান্ডারসন আর বোমানের সাথে কথা বলছে।

দরজার দিকে ঘুরে গেলো বাবলাস্কি যাতে তাকে না দেখা যায়, তারপর একতলা উপরে একস্ট্রমের অফিসে গেলো। টোকা না মেরেই সে দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকলো, একটা ফোনে কথা বলছিলো একস্ট্রম, তাকে মাঝপথে থামিয়ে বললো,

"আসুন আমার সঙ্গে।"

"একটু পরে আসবেন কি?"

"টেলিফোন রেখে আমার সাথে আসুন।"

বাবলাস্কির অভিব্যাক্তি দেখে একস্ট্রম তার কথামত সাথে গেলো। এরকম মুহূর্তে সহজেই বোঝা যায় কেন লোকজন তাকে অফিসার বাবল নামে ডাকে।

তার চেহারা কোনো যুদ্ধজাহাজের উজ্জ্বল লাল বেলুনের মত দেখাচ্ছে। সিঁড়ি বয়ে নিচে নামলো তারা। হেডস্ট্রমের দিকে এগিয়ে দৃঢ়ভাবে তার চুলের মুঠি ধরে কাছে টানলো, তারপর একস্ট্রমের দিকে ঘোরালো।

"কি হচ্ছে কি, কি করছেন? পাগল হয়ে গেছেন?"

"বাবলাস্কি!" হঠাৎ চিৎকার করে বললো একস্ট্রম।

হেডস্ট্রমকে নার্ভাস দেখাচ্ছে, বোমানের মুখটা হা হয়ে আছে।

"এটা আপনার? সনি এরিকসন মোবাইলটা দেখিয়ে জানতে চাইলো।

"আমাকে যেতে দিন!"

"এটা আপনার মোবাইল কি না?"

"হু, ধ্যাত্তারি। যেতে দিন আমায়।"

"এখন না, আপনাকে গ্রেফতার করা হলো।"

"আমাকে মানে?"

"আপনাকে গ্রেফতার করা হলো গোপনীয়তা ফাঁস করা এবং পুলিশের তদন্ত বাঁধাগ্রস্ত করার জন্য। নতুবা আপনি ব্যাখ্যা করুন কেন আপনার কল লিস্ট অনুযায়ী টনি স্কালা নামে একজন সাংবাদিককে সকাল ৯:৫৭ তে ফোন করেছেন, মিটিংটা

শেষ হওয়ার পরপর এবং এরপরই টনি স্কালা গোপন রাখা হবে এমন একটা সংবাদ জনসম্মুক্ষে প্রকাশ করে দেয়।"
স্টলারহোমেনে গিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়ার নির্দেশ পেয়ে লুন্ডিন সাভেলজোর শেষ মাথায় অবস্থিত একটা পরিত্যাক্ত পৃন্টিং ফ্যাক্টরিতে ক্লাবহাউজটা ঘুরে গেলো, সেখান থেকে নিমিনেনকে সাথে নিলো। শীত শেষ হয়ে যাওয়ার পর এবারই প্রথমবারের জন্য শুয়োরগুলোকে চড়ানোর জন্য মোক্ষম আবহাওয়া। লেদার গায়ে দিয়ে পলকেই তারা সাভেলজো থেকে স্টলারহোমেনে চলে এলো।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না লুন্ডিন যখন বুরম্যানের সামার কেবিনের সামনে লিসবেথ সালান্ডারকে দেখতে পেলো। দানবটাতো এটাকে বোনাস মনে করবে। সে নিশ্চিত এটা ঐ মেয়েটাই, যদিও তাকে একটু অন্যরকম লাগছে। এটা কি পরচুলা? ওখানে দাঁড়িয়ে সে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

গাড়িটা সামনে চালিয়ে এনে তার কাছ থেকে ছয় ফুট দূরে পার্ক করলো। গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করার পর জঙ্গলের ভেতর সবকিছু একদম নিরব হয়ে গেলো। লুন্ডিন একদম বুঝতে পারছে না কি বলতে হবে। শেষ পর্যন্ত কথা বললো সে।

"আচ্ছা, কি ব্যাপার? কিছুদিন ধরে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা, সালান্ডার। সনি, এ' হচ্ছে সেই সালান্ডার।"

হাসলো লোকটা। অভিব্যাক্তিহীন চোখে লুন্ডিনকে দেখছে সালান্ডার। লক্ষ্য করে দেখলো এখনো তার গালে ও চোয়ালে আঘাতের লাল চিহ্নটা আছে, চাবি দিয়ে যে জায়গাটায় মেরেছিলো ও। চোখ তুলে তাদের পেছনে গাছের চূড়াটা দেখলো সালান্ডার। তারপর আবার তাদের দিকে তাকালো। ওর চোখের কালো মনিটা অস্থির।

"বাজে একটা সপ্তাহ গেছে আমার, মেজাজটাও ভালো নেই," বললো সালান্ডার। "সবচেয়ে খারাপ জিনিস কোনটা জানেন? যতবার আমি ঘুরে বেড়াতে যাই, তখনই ভুড়িওয়ালা বদমাস আমার পথ আটকে দাঁড়ায়। এখন যেতে চাই আমি। পাছাটা সরান।"

লুন্ডিনের মুখটা হা হয়ে আছে। মনে হচ্ছে সে ভুল শুনেছে। তারপর সে জোর করে হাসতে শুরু করলো। হাস্যকর একটা পরিস্থিতি। একটা হাড্ডিসার পুঁচকে মেয়ে যাকে পকেটে ভরে ফেলা যাবে, সে দাঁড়িয়ে আছে সাভাভেলসিও এমসির লেদার ভেস্ট পরা দুজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের সামনে, এর মানে হলো তারা বিপজ্জনক মোটরআরোহী এবং শিগগিরই হেলস এঞ্জেলস এর সদস্য হতে যাচ্ছে। তারা চাইলেই ওকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে স্যাডলব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলতে পারে।

এমন কি মেয়েটা যদি ফ্রুটকেকের মত পাগলও হয়-সংবাদপত্রের ভাষ্য অনুযায়ী সে অবশ্য তাই আর এখানেও ওকে তেমনই দেখতে পেলো, তাদেরকে দেখে সমীহ জাগার কথা। অথচ মেয়টার মধ্যে বিন্দুমাত্র তার লেশ নেই। এরকম

আচরন সহ্য করা যায় না, পরিস্থিতি যত হাস্যকরই হোক না কেন। নিমিনেনের দিকে তাকালো সে।

"আমার মনে হয় গমকামীটার একটু কক দরকার, সনি," হার্লে থেকে নেমে পা'টা মাটিতে সেট করতে করতে বললো সে। আস্তে আস্তে দুই পা সামনে এগিয়ে সালান্ডারের দিকে তাকালো। এক ইঞ্চিও সরলো না সালান্ডার। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথাটা ঝাঁকালো লুন্ডিন। তারপর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে উল্টো হাতের একটা চড় দিলো ঠিক যেমনটি লুভাগাটানে ব্লমকোভিস্টকে মেরেছিলো।

হালকা একটা বাতাশ ছাড়া আর কিছুই টের পেলো না সে। যখনই তার হাতটা ওর মুখে আঘাত করবে, সেসময় এক পা পিছিয়ে গিয়ে তার নাগালের বাইরে চলে গেছে সালান্ডার।

হার্লের হ্যান্ডেলবারে হেলান দিয়ে নিমিনেন তার সঙ্গী ক্লাব সদস্যকে দেখছে মজা করে। লুন্ডিনের মুখটা লাল হয়ে গেছে, আরো দুইবার সে হাত চালালো, আবারো পিছিয়ে গেলো সে। দ্রুত হাত ঘোরাতে লাগলো লুন্ডিন।

আচমকা দেয়ালের কাছে থেমে লোকটার মুখে মরিচের গুঁড়োর স্প্রে করে ক্যানটার অর্ধেক খালি করে ফেললো সালান্ডার। লোকটার চোখজোড়া আগুনের মত জ্বলছে। বুট জুতাটা দিয়ে জোরে লাথি মারলে তার লিঙ্গটা যেন প্রতি ইঞ্চিতে প্রায় ১৭০০ পাউন্ড ওজনে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। দম নিতে নিতে হাটু গেঁড়ে বসে পড়লো লুন্ডিন, সালান্ডারের জন্য এই অবস্থানটা বেশ সুবিধাজনক। তার মুখে এমন জোরে লাথি মারলো সালান্ডার যেন সে সকার খেলায় পেনাল্টি মারছে। বিশ্রী একটা ঘোৎ ঘোৎ আওয়াজ তুলে আলুর বস্তার মত উল্টে পড়লো লুন্ডিন।

কিছুক্ষণ লাগলো নিমিনেনের পরিস্থিতিটা উপলব্ধি করতে যে তার সামনে অবিশ্বাষ্য কিছু ঘটছে। হার্লের কিকস্ট্যান্ডটা সেট করতে চেষ্টা করলো, কিন্তু না পেরে নিচে তাকালো। তারপর সিদ্ধান্ত নিলো নিরাপদে খেলাটা খেলবে, ভেস্টের ভেতরের পকেটে হাতড়ে পিস্তলটা খুঁজলো। জিপারটা খুলতে যাবে তখনই তার চোখের এক কোনে কারো নড়াচড়া টের পেলো।

তাকিয়ে দেখলো সালান্ডার তার দিকে কামানের গোলার মত ছুটে আসছে। দুই পা এক করে লাফিয়ে সমস্ত শক্তি এক করে তার পাছায় লাথি দিলো মেয়েটা, কোনো আঘাত না পেলেও এতে সে এবং তার মটরসাইকেল ভালোই নাড়া খেয়েছে। আরেকটু হলে তার পা বাইকের নিচে আটকে গিয়েছিলো, ভারসাম্য হারিয়ে সে কিছুদূর পিছিয়ে গিয়ে পরে আবার নিজেকে সামলে নিলো।

আবার যখন চোখের সামনে মেয়েটাকে দেখলো, তার হাত দুটো আগে চোখে পড়লো, তার হাতের চেয়েও বড় আকারের একটা পাথর সে ছুঁড়ে মেরেছে। এক ইঞ্চির জন্য ওটা তার মাথায় লাগে নি।

অবশেষে তার পিস্তলটা খুঁজে পেয়েছে, বাঁচার জন্য ওটা চালানোর চেষ্টা

করলেও তাকিয়ে দেখলো আবারো সালান্ডার তার উপরে উঠে গেছে, তার চোখটা যেন জ্বলছে, এই প্রথম তার খুব ভয় হলো।

"গুডনাইট," বললো সালান্ডার।

তার বিচির মধ্যে টেসারটা ধরে ৫০,০০০ ভোল্ট ফায়ার করলো, প্রায় বিশ সেকেন্ডের মত তার মধ্যে ইলেকট্রোড প্রবাহিত করালো। নিমিনেন ভেজিটেবলে পরিণত হলো।

একটা আওয়াজ শুনে পেছনে ঘুরে দেখলো লুন্ডিন বহু কষ্টে পা তুলে ওঠার চেষ্টা করছে। ভ্রু কপালে তুলে তার দিকে তাকালো সালান্ডার। মেসের ধোঁয়ার মধ্যে অন্ধের মত হাতড়াচ্ছে সে।

গর্জন করে লোকটা বললো, "তোকে মেরে ফেলবো!"

সালান্ডারকে খুঁজতে এদিক ওদিক হাত নাড়ছে। সতর্ক হয়ে তাকে দেখতে লাগলো সালান্ডার। লোকটা এরপর বললো : "খানকি কোথাকার।"

সামনে ঝুঁকে সালান্ডার নিমিনেনের পিস্তলটা হাতে নিলো, দেখলো এটা একটা পোলিশ পি-৮৩ ওয়ানাদ।

ম্যাগাজিনটা খুলে দেখলো ওটাতে কারেক্ট ৯ এমএম মাকারোভ লোড করা আছে। কক করে নিয়ে নিমিনেনের উপর দিয়ে লুন্ডিনের কাছে গেলো, দুই হাতে লক্ষ্য স্থির করে তার পায়ে গুলি করলো। যন্ত্রনায় কঁকিয়ে উঠে লোকটা আবার পড়ে গেলো।

সালান্ডার ভাবলো ব্লমবার্গ ক্যাফেতে তার সাথে যে বিশালদেহী লোকটাকে দেখেছিলো তার পরিচয় জিজ্ঞেস করবে কি না। স্যান্ডস্ট্রমের তথ্যমতে লোকটা ওয়্যারহাউজে লুন্ডিনের সাহায্য নিয়ে কাউকে খুন করেছিলো। হুমম। প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করার আগে তাকে পিস্তল দিয়ে গুলি করার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

এইসব কথা বলার মত অবস্থায় লুন্ডিন আর নেই এখন, আর তাছাড়া গুলির শব্দ শোনার সম্ভাবনা আছে কারো। তাই সে এলাকাটা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলো। লুন্ডিনকে সে পরে কখনো খুঁজে বের করে আরো কম স্নায়ুবিক চাপের পরিস্থিতিতে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতে পারবে। অস্ত্রটা নিরাপদে তার জ্যাকেটের পকেটে রেখে দিলো, তারপর ব্যাকপ্যাকটা তুলে নিলো।

প্রায় দশ গজ নিচে রাস্তায় গিয়ে সে থেমে ঘুরে গেলো। আস্তে আস্তে ফিরে এসে লুন্ডিনের মটরসাইকেলটা পর্যবেক্ষণ করলো।

"হার্লে ডেভিডসন, দারুন।" বললো সে।

অধ্যায় ২৭

বুধবার, এপ্রিল ৬

বসন্তের চমৎকার একটা দিনে বার্গারের গাড়িটা নিয়ে ব্লমকোভিস্ট দক্ষিনে নিনাবাগেনে যাচ্ছে। ধূসর মাঠে এরই মধ্যে সবুজের ছোঁয়া দেখা যাচ্ছে, বাতাসটাও বেশ উষ্ণ। সব সমস্যা ভুলে থাকার জন্য আর কয়েকদিনের জন্য স্যান্ডহামে তার কেবিনে কাটিয়ে আসার পক্ষে যথাযথ আবহাওয়া এটা।

১:০০টার সময় সেখানে যাবে বলে বিয়র্কের সাথে একমত হয়েছে সে, তবে একটু আগেই ওখানে পৌঁছে দালারোতে কফি খেলো এবং পত্রিকা পড়লো। মিটিংএর জন্য সে প্রস্তুত নয়। কিছু একটা তাকে বলার আছে বিয়র্কের, আর ব্লমকোভিস্ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে এবার সে সামাদালারো থেকে জালার ব্যাপারে পর্যাপ্ত তথ্য নিয়ে তবেই ফিরবে।

ড্রাইভওয়েতে বিয়র্কের সাথে দেখা হলো। দুই দিন আগের চেয়ে আজ তাকে আরো বেশি আত্ম-সচেতন, আনন্দিত মনে হচ্ছে। কি করার পরিকল্পনা করছো তুমি? তার সাথে হাত মেলালো না ব্লমকোভিস্ট।

"আমি আপনাকে জালার ব্যাপারে তথ্য দিতে পারি," বললো বিয়র্ক, "তবে আমার কিছু শর্ত আছে।"

"শুনি সেগুলো।"

"*মিলেনিয়াম*-এর প্রকাশিত তথ্যে আমার নাম দেয়া যাবে না।"

"রাজি।"

বিয়র্ককে বিস্মিত মনে হলো। কোনো বিতর্ক ছাড়াই ব্লমকোভিস্ট সরাসরি মেনে নিলো, বিয়র্ক যেই বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা হবে বলে আশা করেছিলো। এটাই তার একমাত্র তাসের তুরূপ। হত্যাকান্ডের ব্যাপারে তথ্যের বিনিময়ে তাকে আড়াল করা। ব্লমকোভিস্ট মেনে নিয়ে ম্যাগাজিনের জন্য সাংঘাতিক একটা শিরোনাম করার সুযোগ ছেড়ে দিলো।

"আমি সিরিয়াস," বললো বিয়র্ক। "লেখার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।"

"লেখার ক্ষেত্রেও আপনি এই সুযোগ পাবেন, তবে এই ডকুমেন্টটা আপনার কোনোই কাজে আসবে না। আমি জানি যে আপনি একটা অপরাধ করেছেন যেটা পুলিশের কাছে রিপোর্ট করতে বাধ্য আমি। কিন্তু আপনি কিছু বিষয় জানেন যেটা আপনি ব্যবহার করছেন আমার নিরবতা কিনতে। আমি বিষয়টা ভেবে দেখেছি এবং মেনে নিয়েছি। *মিলেনিয়াম*-এ আমি আপনার কথা উল্লেখ করবো না, এর

জন্য আপনি আমার কথা রাখেন আর না রাখেন।"

বিয়র্ক এটা নিয়ে ভাবছে, তখনই ব্লমকোভিস্ট বললো "আমারও কিছু শর্ত আছে। আমার নিরবতার মূল্য হচ্ছে আপনি যা যা জানেন তার সবকিছু আমাকে বলবেন। যদি দেখি আপনি কিছু লুকিয়েছেন, আমাদের চুক্তিটা বাতিল হয়ে যাবে, সুইডেনের প্রতিটা সংবাদপত্রের শিরোনামে আপনার নাম শোভা পাবে, যেমনটি ওয়েনারস্ট্রমের বেলায় করেছিলাম।"

বিয়র্ক স্মৃতি হাতড়ে বেড়ালো।

"ঠিক আছে," বললো সে। "আমার আর কোনো উপায় নেই। আমি আপনাকে বলবো জালা কে। তবে আমার সম্পূর্ন গোপনীয়তা দরকার।"

হাতটা বাড়িয়ে দিলে ব্লমকোভিস্ট সেটা মুঠোয় নিলো। একটা অপরাধ আড়াল করার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছে সে, তবে এতে তার খারাপ লাগছে না। যেটা প্রতিজ্ঞা করেছে তা হলো *মিলেনিয়াম*-আর সে নিজে বিয়র্ক সম্পর্কে কিছু লিখবে না। সিভেনসন তার সম্পর্কে এরই মধ্যে পুরো কাহিনী লিখে ফেলেছে। আর বইটা ছাপা হবে।

বিকেল ৩:১৮তে স্ট্রাংনার পুলিশের কাছে ফোন এলো, কোনো ইমার্জেন্সী সার্ভিসের মাধ্যমে না, সরাসরি সুইচবোর্ডে ফোনটা এসেছে। ওবার্গ নামে এক ব্যক্তি, স্টলারহোমেনের ঠিক পূর্বপাশের একটা সামার কেবিনের মালিক, গুলির মত শব্দ শুনে কি হয়েছে দেখতে যায় সে। মারাত্মক আহত দুজন মানুষকে খুঁজে পেয়েছে সে। তাদের মধ্যে একজন খুব একটা আহত হয় নি, তবে বেশ ব্যথা পেয়েছে। যে কেবিনের সামনে তারা পড়েছিলো ওটা নিল বুরম্যান নামে একজন আইনজীবির। সেই মৃত নিল বুরম্যান–পত্রিকায় যার ব্যাপারে অনেককিছু লেখা হয়েছে।

অত্র এলাকায় ব্যাপক অনুসন্ধানসহ একটা ঘটনাবহুল দিন কাটিয়েছে স্ট্রাংনা পুলিশ। এই কার্যক্রম বাঁধাগ্রস্ত হলো যখন আরেকটা ফোন এলো যে মধ্যবয়সী এক মহিলা তার ছেলেবন্ধু কর্তৃক খুন হয়েছে ফিনিঞ্জেতে তার নিজের বাড়িতে যেটা তারা দু'জন মিলে শেয়ার করতো। প্রায় একই সময় স্টরগার্দেতে একটা সম্পতিতে বাইরে থেকে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। ধ্বংসস্তুপে একজনের লাশ পাওয়া গেছে। আর সবচেয়ে বড় যে খবরটি তা হলো এনকোপিং হাইওয়েতে দুইটা গাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে। কাজেই স্ট্রাংনার পুলিশ ফোর্স খুব ব্যস্ত ছিলো।

যাইহোক, ডিউটি অফিসার ঐদিন সকালে নিকভার্নের পরিস্থিতি ফলো করছিলো, ভদ্রমহিলা এই সিদ্ধান্তে এলো যে নতুন এই ঘটনার সাথে নির্ঘাত বহুল আলোচিত লিসবেথ সালান্ডারের কোনো সম্পর্ক আছে। যেহেতু নিল বুরম্যান এই তদন্তের অন্যতম একজন, এটা সামান্য কোনো ব্যাপার না। তিনটা ফ্রন্ট থেকে সে

কর্মযজ্ঞ চালালো। তাদের কাছে বাকি পড়ে থাকা একটামাত্র পুলিশভ্যানের জন্য রিকুইজিশন দিয়ে সে সরাসরি স্টলারহোমেনে গাড়ি চালিয়ে গেলো। সোদারতালেতে তার সহকর্মীকে ফোন করে সহযোগিতা চাইলো। নিকভার্নের দক্ষিনে একটা পুড়ে যাওয়া ওয়্যারহাউজে মৃতদেহ খুঁড়ে বের করার কাজে সোদারতালের পুলিশ ফোর্স পাঠানো হয়েছে, তাই তাদের ম্যানপাওয়ারও কমে গেছে এই মুহূর্তে। তবে নিকভার্ন এবং স্টলারহোমেনের মধ্যে সম্ভাব্য যোগসূত্র থাকতে পারে বলে সোদারতালের আরেকজন ডিউটি অফিসারকে স্টলারহোমেনে আরো দুজন সেনা পাঠানোর জন্য জোরারোপ করা হয়। সবশেষে স্ট্রাংনার ডিউটি অফিসার স্টকহোমে বাবলাস্কিকে ফোন করলো। তার মোবাইলে খোঁজ করলো সে।

মিল্টন সিকিউরিটিতে সিইও আরমানস্কি এবং দু'জন স্টাফ ফ্রাকলান্ড আর বোমানের সাথে মিটিং করছিলো বাবলাস্কি। হেডস্ট্রমের অনুপস্থিতি ছিলো উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

সাথে সাথে বাবলাস্কি অ্যান্ডারসনকে পাঠিয়ে দিলো বুরম্যানের সামার কেবিনে, তাকে বললো ফাস্টকে পেলে সঙ্গে নিয়ে নিতে। একটু ভেবে বাবলাস্কি হোমবার্গকেও ফোন করলো, সে নিকভার্নের কাছেই ছিলো যেটা স্টলারহোমেন থেকেও কাছাকাছি।

তার জন্য হোমবার্গের কাছে কিছু খবরও আছে। "গর্তের ভেতরের মৃতদেহটা চিহ্নিত করেছি আমরা।"

"এটা অসম্ভব। এতো দ্রুত কিভাবে?"

"সবকিছুই সম্ভব যদি মৃত ব্যক্তি নিজের সাথে সাথে তার ওয়ালেট আর লেমিনেটেড আইডি কবর দেয়।"

"লোকটা কে?"

"একজন সেলিব্রিটি। কেনেথ গুস্তাফসন, ভ্যাগাবন্ড বলে পরিচিত। কোনো মিল পাচ্ছেন কি?"

"আপনি ঠাট্টা করছেন? নগরীর দস্যু, দখলবাজ, ছিচকে চোর এবং নেশাগ্রস্থ? সে কি না নিকভার্নের একটা গর্তে পড়ে আছে?"

"হ্যা, এই সেই লোক। ওয়ালেটের আইডি তাই বলে। ফরেনসিক থেকে পরিচয় নিশ্চিত করা যাবে, আর পাজলগুলো জোড়া লাগতে যাচ্ছে। ভ্যাগাবন্ডকে পাঁচ-ছয়টা টুকরা করা হয়েছে।"

"মজার ব্যাপার। পাওলো রবার্তো বলেছিলো যে মিরিয়াম উ'কে হুমকিদাতা যে বিশালদেহী লোকটার সাথে লড়েছে তার সাথে ইলেক্ট্রিককরাত ছিলো।"

"ভালোভাবে লক্ষ্য করলে হয়তো ইলেক্ট্রিককরাত থাকতে পারে, তবে আমি কাছ থেকে দেখি নি। এই মাত্র দ্বিতীয় জায়গাটা খোঁড়ার কাজ শুরু করেছি আমরা।

তাঁবু সেট করতে ব্যস্ত তারা।"

"ভালো, জার্কার-জানি অনেক ধকল গেলো আজ, কিন্তু আজ রাতে কি তুমি একটু থাকতে পারবে?

"নিশ্চয়ই। ঠিক আছে। তাদেরকে এই কাজটা শেষ করেই স্টলারহোমেনে যেতে বলবো।"

লাইনটা কেটে বাবলাস্কি চোখ রগড়ালো।

বিকেল ৩:৪৪ এ পুলিশের সশস্ত্র দলটা দ্রুত পৌঁছালো বুরম্যানের সামার কেবিনে। ঢোকার পথে তারা হার্লে-ডেভিডসনে থাকা একজনকে ধাক্কা দিলো, সামনে থাকা ভ্যানটাকে না দেখায় সে বিক্ষিপ্তভাবে চালাচ্ছিলো, খুব সিরিয়াস কোনো আঘাত ছিলো না সেটা। পুলিশ এসে সনি নিমিনেনকে চিনতে পারলো, সাইত্রিশ বছর বয়সী লোকটা নব্বইয়ের মাঝামাঝি সময়ে স্বনামধন্য খুনি ছিলো। নিমিনেনের অবস্থা বিশেষ ভালো না। তার হাতে শেকল পরাতে গিয়ে লক্ষ্য করলো যে তার ভেস্টের পেছন দিকটা কাটা। বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে চাইলো না নিমিনেন।

তাকে ভ্যানের মধ্যে তালাবদ্ধ করে কেবিনের দিকে দুইশ' গজ এগুতেই অবসরপ্রাপ্ত বন্দর কর্মী ওবার্গের সাথে দেখা হলো, কার্ল ম্যাগনাস লুন্ডিন নামে একজনের পায়ের চিকিৎসা করছিলো সে। ছত্রিশ বছর বয়সী এই লোকটাই সাভাভেলসিও এমসি নামক একটা গ্যাংয়ের প্রেসিডেন্ট।

পুলিশ টিমের প্রধান হচ্ছে ইন্সপেক্টর নিলস-হেনরিক জোহানসন। গাড়ি থেকে নেমে কাঁধের বেল্টটা সোজা করে মাটিতে পড়ে থাকা অসহায় প্রাণীটার দিকে তাকালো।

লুন্ডিনের পা ব্যান্ডেজ করা বন্ধ করে জোহানসনের দিকে তাকালো।

"আমিই ফোন করেছিলাম।"

"আপনি রিপোর্ট করেছেন যে গুলি ছোঁড়া হয়েছে।"

"আমি রিপোর্ট করেছিলাম যে একটা গুলির শব্দ শুনে কি হয়েছে দেখতে এসে এই লোকটাকে পেয়েছি। লোকটাকে পায়ে গুলি করা হয়েছে এবং সাংঘাতিকভাবে মারা হয়েছে। মনে হয় তার এ্যাম্বুলেন্স দরকার।"

পুলিশ ভ্যানের দিকে তাকালো ওবার্গ।

"আরেকজনকে পেয়েছেন দেখছি। আমি যখন এসে পৌঁছাই তার জ্ঞান না থাকলেও খুব একটা আহত মনে হয় নি। একটু পর জ্ঞান ফিরে আসে, তবে তার বন্ধুকে সাহায্য করার জন্য এখানে থাকে নি সে।"

সোদারতালের পুলিশ যখন এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এখানে আসে ঠিক তখনই হোমবার্গও সেখানে উপস্থিত হয়। টিমের পর্যবেক্ষনের উপর তাকে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া হয়। লুন্ডিন কিংবা নিমিনেনের কেউই তাদের সেখানে আসার কারণ

সম্পর্কে কিছু বলতে চাইছিলো না। লুভিনের অবশ্য কোনো কথা বলার মত অবস্থা ছিলোও না। "তো-লেদার পোশাক পরা দু'জন মটর আরোহী, একটা হার্লে ডেভিডসন, একটা বন্দুকের গুলি, এবং কোনো অস্ত্র পাওয়া যায় নি। আমি কি ঠিক ধরতে পেরেছি?"

মাথা নেড়ে সায় জানালো জোহানসন।

"এই ম্যাচো হিরোদের একজন কুকুরের মত চলে গিয়েছিলো, এটা কি আমরা এড়িয়ে যেতে পারি?"

"আমার মনে হয় তাদের জগতে এ'কাজটা কাপুরুষোচিত বলে বিবেচিত হবে," জোহাসনসন বললো।

"সেক্ষেত্রে আমরা একটা মটরসাইকেল খুঁজে পাচ্ছি না। যেহেতু অস্ত্রটাও নেই, আমার এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে কোনো তৃতীয় শক্তি একটা মটরসাইকেল আর একটা অস্ত্র নিয়ে দৃশ্যপট থেকে উধাও হয়ে গেছে।"

"কথায় যুক্তি আছে।"

"এটাতো বেশ ঝামেলা তৈরি করেছে। এই দুজন ভদ্রলোক যদি সাভেলজো থেকে এখানে মটরসাইকেলে চড়ে এসে থাকে, তাহলে তৃতীয় ব্যক্তির মটরসাইকেলটাও আমরা পাই নি। সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই তার নিজেরটাসহ বাইক নিয়ে যেতে পারে না। তাছাড়া স্ট্রাংনার হাইওয়ে থেকে বেশ দূরে অবস্থিত এই জায়গাটা।"

"যদি না ঐ তৃতীয় ব্যক্তি কেবিনে থেকে থাকে।"

"হুমম, কিন্তু কেবিনটার মালিক হচ্ছে নিহত অ্যাডভোকেট বুরম্যানের, সে নিশ্চয়ই আর এখানে থাকে না।"

"হয়তো কোনো চতুর্থ পার্টি গাড়ি নিয়ে চলে গেছে।"

"তাহলে দু'জন কেন এক গাড়িতে করে গেলো না? আমার মনে হয় না ঘটনাটা হার্লে মটরসাইকেল চুরি সংক্রান্ত কিছু, যত আকাঙ্খিতই হোক না কেন তা।"

একটু ভেবে সে দুজন পুলিশকে দায়িত্ব দিলো কাছাকাছি বনের রাস্তায় পরিত্যক্ত কোনো যানবাহন দেখ যায় কি না খুঁজে দেখতে, এলাকার বাড়িঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে কেউ কোনো অস্বাভাবিক কিছু দেখেছে কি না।

"বছরের এই সময়টাতে কেবিনগুলোতে বেশি মানুষজন থাকে না," টিম লিডার বললো, তবে সে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে বলে প্রতিজ্ঞা করলো।

কেবিনের তালাবিহীন দরজাটা খুললো হোমবার্গ। কিচেন টেবিলের উপর রাখা সালাভারের উপর করা বুরম্যানের রিপোর্টসহ ফাইলের বাক্সটা খুঁজে পেলো সে। বসে ওগুলো পড়তে পড়তে তার বিস্ময় বাড়তে লাগলো।

হোমবার্গের টিমের সৌভাগ্য যে তারা কেবিনগুলোতে ঘুরে খোঁজ করতে করতে

পেয়ে গেলো আনা ভিক্টোরিয়া হানসনকে। সামার কেবিন এলাকায় ঢোকার মুখে একটা বাগান পরিষ্কার করে বসন্তের সকালটা কাটিয়েছিলো সে। হ্যা, বয়স বাহাত্তুর হলেও তার চোখের দৃষ্টি বেশ ভালো। আর হ্যা, একটা কালো জ্যাকেট পরা ছোটখাট মেয়েকে দুপুরের দিকে এখান দিয়ে যেতে দেখেছে। বিকেল তিনটায় দু'জন লোক মটরসাইকেল চালিয়ে আসে। জোরে জোরে শব্দ করতে করতে তারা যাচ্ছিলো। আর ঠিক তার পরপর ছোটখাট মেয়েটা একটা মটরসাইকেল নিয়ে অন্যপথ ধরে চলে যায়, অথবা অন্য কেউও হতে পারে। অবশ্য তাকে দেখে মেয়েই মনে হয়েছে, তবে হেলমেট পরা অবস্থায় তাকে ঠিক নিশ্চিত চেনা যায় নি। আর তারপরই পুলিশের গাড়িগুলো আসতে থাকে।

হোমবার্গ যখন এই বিবৃতি শুনছিলো তখনই অ্যান্ডারসন এসে কেবিনে উপস্থিত হলো।

"কি অবস্থা এখানকার?" বললো সে।

সহকর্মীর দিকে সকরুন দৃষ্টিতে তাকালো হোমবার্গ। "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কিভাবে আপনার কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করবো," বললো হোমবার্গ।

"জার্কার, আপনি কি এটা বলার চেষ্টা করছেন যে সালান্ডার এখানে বুরম্যানের কেবিনে এসেছিলো এবং সাভাভেলসিও এমসি'র এই দুই টপ মাস্তানকে নিজ হাতে পিটিয়েছে?" বাবলাস্কিকে খুব চিন্তিত লাগছে।

"আচ্ছা, সেতো পাওলো রবার্তোর কাছে ট্রেনিং পাওয়া।"

"জার্কার, আমাকে একটু দম নিতে দিন।"

"ঠিক আছে, তাহলে শুনুন। ম্যাগনাস লুন্ডিনের পায়ে বুলেটের আঘাত পাওয়া গেছে। এটা তার স্থায়ী ক্ষতি করতে পারে। পায়ের গোঁড়ালি দিয়ে বুলেটটা বের হয়ে বুটটা শেষ করে দিয়েছে।"

"অন্ততপক্ষে সে তার মাথায় গুলি করে নি।"

"পারতপক্ষে সেটা প্রয়োজন হয় নি। লোকাল টিমের মতে, লুন্ডিনের মুখে সাংঘাতিক আঘাতের চিহ্ন চোয়াল ভেঙ্গে গেছে, দুটো দাঁতও নড়ে গেছে। চিকিৎসাবিদরা কোনো জোর আঘাতের ব্যাপারে সন্দেহ করছেন। তার পায়ে গুলির আঘাত ছাড়াও তার তলপেটেও প্রচন্ড যন্ত্রনা হচ্ছে।"

"নিমিনেনের কি অবস্থা?"

"অক্ষত আছে। তবে যে বৃদ্ধলোকটা ফোন করেছিলো তার মতে নিমিনেন অচেতন ছিলো তার সেখানে পৌছানের সময়। একটু পর জ্ঞান ফিরে এলে এবং স্ট্রাংনার টিম সেখানে পৌছানোর সময় সে মাত্রই ওখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হচ্ছিলো।"

নির্বাক হয়ে গেলো বাবলাস্কি।

"একটা রহস্যময় ব্যাপার ঘটেছে," হোমবার্গ বললো।

"আরেকটা ঘটনা?"

"নিমিনেনের লেদার ভেস্টে...এখানে সে তার বাইকে চড়ে এসেছে।"

"তো?"

"ওটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।"

"ঝাঁঝরা হওয়া বলতে তুমি কি বোঝাচ্ছ?"

"বিশাল একটা অংশ পাওয়া যাচ্ছে না। এটার পেছনে প্রায় আট বাই আট ইঞ্চি অংশ ফাঁকা। সাভাভ্লেসিও এমসি'র সিম্বলটা কোথায় গেলো।"

ভ্রু কপালে তুললো বাবলাস্কি। "তার ভেস্ট থেকে সালান্ডার কেন চারকোনা একটা অংশ কেটে নেবে? জয়চিহ্ন হিসেবে? প্রতিশোধের জন্য? কিন্তু কিসের প্রতিশোধ?"

"বুঝতে পারছি না। তবে অন্য একটা বিষয় ভাবছি আমি," হোমবার্গ বললো। "ম্যাগনাস লোকটা মোটাসোটা আর পনিটেল করা। সালান্ডারের বান্ধবীকে কিডন্যাপ করেছে যারা তাদের একজনেরও এরকম পনিটেল আর ভূড়ি আছে।"

কয়েক বছর আগে যখন সালান্ডার গ্রোনালান্ড বিনোদন পার্কে ঘুরতে এসে ফ্রিফলে চড়েছিলো তখন এরকম দৌড়ের উপর ছিলো না। তিনবার চড়ার পরেও টাকা থাকলে আরো তিনবার চড়তে পারতো।

একটা ১২৫সিসি কাওয়াসাকিতে চড়া এক জিনিস যেটা নিয়ে একটু হালকাচালে ঘুরে বেড়ানো যায়, কিন্তু ১৪৫০সিসির হার্লে-ডেভিডসন নিয়ন্ত্রন করা সম্পূর্ন ভিন্ন ব্যাপার। বুরম্যানের বাজে ব্যবস্থাপনার প্রথম তিনশ গজ জঙ্গলপথ অনেকটা রোলার কোস্টারের মতই চালিয়েছে সে, নিজেকে তার জীবন্ত gyro বলে মনে হয়েছে। দুইবার সে জঙ্গলের ভেতরেই চলে গিয়েছিলো, তবে শেষ মুহূর্তে নিয়ন্ত্রন ফিরে পায় সে।

হেলমেটটা গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে, তার দেখতেও সমস্যা করছে, যদিও সে নিমিনেনের ভেস্ট থেকে কেটে নেয়া লেদারটা পুরে দিয়েছে ওটাকে আটকে থাকার জন্য।

ভয়ে সে বাইকটা থামিয়ে হেলমেটটা জায়গামত ফিট করতে পারছিলো না, কারণ বাইকের ওজনটা যদি নিয়ন্ত্রনে না রাখতে পারে। এতো ছোটখাট তার শরীর যে পা দুটো মাটি পর্যন্ত পৌছাতে পারছে না, আবার হার্লেটা উল্টে যেতে পারে এই ভয়ও আছে। এরকম হলে ওটাকে সোজা করা সম্ভব না তার পক্ষে।

সামার কেবিন এলাকার চওড়া পাথুরে রাস্তায় আসার পর ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর স্ট্রাংনার হাইওয়েতে ঘুরলে সে হেলমেটটা ঠিকঠাক করার জন্য একটা হাত হ্যান্ডেলবার থেকে আলগা করার ঝুঁকি নিলো।

তারপর বাইকটাতে গ্যাস ভরে নিলো। রেকর্ড সময়ে সে সোদারতালের পথটা অতিক্রম করলো, সারাদিন বেশ খোশমেজাজে হেসেখেলে বেড়ালো। সোদারতালেতে পৌছার ঠিক আগে আগে একটা নীল-হলুদ রংএর পুলিশের ভলভো গাড়ি বিপরীত দিক থেকে সাইরেন বাজাতে বাজাতে এলো।

আইরিন নেসারের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে হার্লেটাকে সোদারতালেতে ফেলে দিয়ে স্টকহোমের ট্রেন নেয়া, কিন্তু সালান্ডার লোভ সামলাতে পারলো না। ইফোরের দিকে ঘুরে সে গতি বাড়িয়ে দিলো। স্পিড লিমিট ছাড়ালো না সে-হ্যা, আর বেশি বাড়ার দরকার নেই-কিন্তু তার কাছে এখনো মনে হচ্ছে সে ফ্রিফলে আছে। আলভ্সিও'তে পৌছে থামলো সে, একটা খোলা মাঠে কোনোরকম ঝাঁকি ছাড়াই ওটা থামালো। বাইকটাকে পিছনে ফেলে যেতে খুব খারাপ লাগছিলো তার, সেইসাথে হেলমেট আর নিমিনেনের ঐ লেদারের ভেস্টটা । শাটল ট্রেনের দিকে এগুলো সে। সাংঘাতিক ঠাণ্ডা লাগছে তার। একটা স্টপ পরে সোদরা ষ্টেশনে গেলো, তারপর হেঁটে মোসাবেকের বাড়িতে গিয়ে উষ্ণ গোসল সারলো।

• • •

"তার নাম আলেক্সান্ডার জালাচেঙ্কো," বললো বিয়র্ক। "তবে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। ন্যাশনাল রেজিষ্টারে তার নাম খুঁজে পাবেন না আপনি।" জালা। আলেক্সান্ডার জালাচেঙ্কো। শেষপর্যন্ত এই নামটা।

"কে সে আর কিভাবেই বা তাকে খুঁজে পাবো আমি?"

"সে এমন কেউ নয় যাকে আপনি খুঁজতে চাইবেন?"

"যাই হোক, আপনি বলুন।"

"আপনাকে আমি যা বলবো তা একেবারেই গোপনীয় বিষয়। আপনাকে আমি এটা বলেছি তা যদি প্রকাশ হয়, আমাকে কারাগারে পাঠানো হবে। আমাদের সুইডিশ ডিফেন্স সিস্টেমের মধ্যে রীতিমত সবচেয়ে গোপনীয় একটা বিষয় এটা। আপনাকে বুঝতে হবে আমার কথা প্রকাশ না করাটা কেন এতো বেশি গুরুত্বপূর্ণ ।

"আমিতো তাই করেছি," অধৈর্য হয়ে বললো ব্লমাকোভিস্ট।

"১৯৪০ সালে স্টালিনগ্রাদে জন্ম আলেক্সান্দার জালাচেঙ্কোর। তার যখন এক বছর বয়স তখন ইস্টার্ন ফ্রন্টে জার্মানদের আক্রমন শুরু হয়। যুদ্ধে জালাচেঙ্কোর বাবা-মা দু'জনই মারা যায়। অন্তত জালাচেঙ্কোর সেরকমই ধারনা। সে আসলে জানেই না যুদ্ধে কি হয়েছিলো। উরাল পর্বতের একটা এতিমখানার স্মৃতিই মনে আছে তার।"

দ্রুত নোট নিলো ব্লমকোভিস্ট।

"গ্যারিসন টাউনে অবস্থিত এতিমখানাটার আর্থিক সহায়তায় ছিলো রেড

আর্মিরা। আপনি বলতে পারেন যে খুব ছোটবেলায় জালাচেঙ্কো মিলিটারি শিক্ষা পেয়েছিলো। সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষের দিকে ডকুমেন্ট পাওয়া যায় যাতে দেখা যায় রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিপালিত এতিমদের মধ্য থেকে কর্মঠ আর অভিজাত সৈন্যদের একটা বিশেষ ক্যাডার তৈরির ব্যাপারে নিরীক্ষা চালানো হয়। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলো জালাচেঙ্কো। দীর্ঘ কাহিনীকে সংক্ষেপে বলতে গেলে, পাঁচ বছর বয়সে তাকে আর্মি স্কুলে দেয়া হয়। সে খুব মেধাবী বলে প্রতিপন্ন হয়। ১৯৫৫ সালে তার পনেরো বছর বয়সে নবোসিবার্স্কে আর্মি স্কুলে পাঠানো হয়, সেখানে আরো দুই হাজার ছাত্রের সাথে তাকে রাশিয়ার অভিজাত সৈন্যদল স্পেৎনাজের সমমানের ট্রেনিং দেয়া হয়।"

"আচ্ছা, এখন তার প্রাপ্ত বয়সের ঘটনা বলুন।"

"১৯৫৮ সালে আঠারো বছর বয়সে তাকে মিনস্কে নিয়ে যাওয়া হয়, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস জিআরইউ এর বিশেষজ্ঞ ট্রেনিং দেয়ার জন্য যেটা সরাসরি আর্মি হাই কমান্ডের অধীনস্থ। সিভিল সিক্রেট পুলিশ কেজিবির সাথে একে মেলাবেন না। জিআরইউ সাধারনত রাষ্ট্রের গুপ্তচরবৃত্তি আর পররাষ্ট্র বিষয়ে দায়িত্বে নিয়োজিত। বিশ বছর বয়সে জালাচেঙ্কোকে কিউবাতে পাঠানো হয়। সেটা ট্রেনিং পিরিয়ড ছিলো আর তখনো সে শুধুমাত্র সেকেন্ড লেফট্যানেন্ট। তবে সে দুই বছর ছিলো ওখানে, কিউবার মিসাইল ক্রাইসিস আর বে অভ পিগস এর ইনভেশনের সময়টাতে। ১৯৬৩ সালে মিনস্কে ফিরে গেলো আরো প্রশিক্ষনের জন্য। এর পরপর সে প্রথমে বুলগেরিয়া ও পরে হাঙ্গেরীতে বদলী হয়। ১৯৬৫ সালে তার লেফট্যানেন্ট হিসেবে পদোন্নতি হলে প্রথমবারের মত ওয়েষ্টার্ন ইউরোপের রোমে পোস্টিং হয়, সেখানে এক বছর কাজ করেছিলো। সেটাই ছিলো তার প্রথম গোপন এসাইনমেন্ট। নকল পাসপোর্টধারি একজন সিভিলিয়ান হিসেবে স্বভাবতই তার দূতাবাসের সাথে কোনো সংযোগ ছিলো না।"

লিখতে লিখতে মাথা নাড়লো ব্লমকোভিস্ট। ইচ্ছে না থাকলেও সে আগ্রহী হতে শুরু করেছে।

"১৯৬৭ সালে সে লন্ডানে চলে যায়। সেখানে একজন বিশ্বাসঘাতক কেজিবি এজেন্টের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। পরবর্তি দশ বছরে জিআরইউ'র টপ এজেন্টদের একজনে পরিণত হয় সে। সত্যিকারের অভিজাত একনিষ্ঠ রাজনৈতিক সেনাদের অন্তর্ভূক্ত হয়। ছয়টা ভাষায় সে অনর্গল কথা বলতে পারে। সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার, বিজ্ঞাপন এবং নাবিক-সবধরনের পেশায় কাজ করেছে সে। একজন সার্ভাইভাল আর্টিস্ট সে, ছদ্মবেশ আর প্রতারনায় দক্ষ। তার নিজস্ব এজেন্টদের পরিচালিত করে নিজস্ব কার্যক্রম চালাতো। এ'ধরনের বেশ কয়েকটা কার্যক্রমের মধ্যে ছিলো কাউকে মারার জন্য কন্ট্রাক্ট, এগুলোর অনেকগুলোই সংঘটিত হয়েছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে, তবে সে ক্ষমতার অপব্যবহার, ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং

তার উচ্চপদস্থদের আজ্ঞাবহ হয়ে অন্যান্য অনৈতিক কাজে নিয়োজিত ছিলো। ১৯৬৯ সালে সে ক্যাপ্টেন হিসেবে, তারপর ১৯৭২ সালে মেজর এবং ১৯৭৫ সালে লেফটান্যানেন্ট কর্নেল পদোন্নতি পায়।"

"সুইডেনে কেন এসেছিলো সে?"

"সে কথায় যাচ্ছি আমি। দিনের পর দিন সে আরো দুর্নীতিবাজ হয়ে ওঠে, কিছু টাকা পয়সা এদিকওদিক করে। খুব বেশি মদ খেতো আর নারীলিপ্সা ছিলো তার। উর্ধতনরা এ'সবকিছু লক্ষ্য করলেও সবার প্রিয় হওয়ায় তারা এসব ছোটখাট বিষয় না ধরলেও পারতো। ১৯৭৬ সালে তাকে স্পেনে একটা মিশনে পাঠানো হয়। বেশি বিস্তারিত বিবরনের যাওয়ার প্রয়োজন নেই আমাদের, তবে বোকার মত একটা ভুল করে বসে সে। মিশনটা ব্যর্থ হয় এবং হঠাৎ করে তার সুনাম ধূলায় মিশে যায়, তাকে রাশিয়ায় ডেকে পাঠানো হয়। নির্দেশটা অগ্রাহ্য করে পরিস্থিতি আরো বেশি খারাপের দিকে নিয়ে গেলো। উর্ধতনদের কাছে। জিআরইউ একজন মিলিটারি এটাশেকে নির্দেশ দিয়ে মাদ্রিদ দূতাবাসে পাঠালো তাকে খুঁজে বের করে এর ব্যাখ্যা চেয়ে কথা বলার জন্য। কিছু একটা ঝামেলা হয় এবং জালাচেঙ্কো তাকে খুন করে ফেলে। এখন তার আর কোনো উপায় নেই। সে তার সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে এবং হঠাৎ অন্যত্র চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে। সে ছুটতে শুরু করলো, স্পেন থেকে পর্তুগাল এবং সম্ভবত একটা নৌদুর্ঘটনায় পড়ে সে। যুক্তরাষ্ট্রে পালাতে যাওয়ার ইচ্ছেসম্বলিত কিছু ক্লুও পাওয়া গেছে। অবশ্য সে ইউরোপের সবচেয়ে অনিশ্চিত একটা দেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সুইডেনে এসে এখানকার সিকিউরিটি পুলিশ সাপো'র সাথে যোগাযোগ করে এবং রাজনৈতিক আশ্রয় চায়। এই চিন্তাটা অবশ্য ঠিকই ছিলো, কারণ কেজিবি অথবা জিআরইউ থেকে কোনো ডেথ স্কোয়াড তাকে এখানে খুঁজতে আসার সম্ভাবনা একেবারে শূন্য।"

বিয়র্ক চুপ করে রইলো।

"তারপর?"

"সোভিয়েত ইউনিয়নের একজন টপ স্পাই যদি সুইডেনে আশ্রয় আহ্বান করে তাহলে সুইডেন সরকারের কি করা উচিত? একটা রক্ষণশীল সরকার ক্ষমতায় আসতে যাচ্ছে, আর সত্যি কথা হচ্ছে এই প্রথম নতুন নিযুক্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে আমাদের কোনো একটা বিষয় উত্থাপন করতে হয়েছিলো। এটা ঠিক যে ঐ রাজনৈতিক কাপুরুষগুলো গরম আলুর মতই তার কাছ থেকে গা বাঁচাতে চাইছিলো, তবে তারা তাকে সোভিয়েত ইউনিয়নেও ফেরত দিতে চায় নি-কখনো প্রকাশ পেলে ওটা ব্যাপক গুজবের জন্ম দেবে। বরং তাকে যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দিতে চাইলো তারা। জালাচেঙ্কো রাজি হলো না। তার আমেরিকা পছন্দ নয়, আর সে জানে যে ইংল্যান্ড হলো এমন দেশ যেখানকার মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সোভিয়েতদের এজেন্ট বিদ্যমান। ইজরায়েলেও

যেতে চাইলো না সে, কারণ সে ইহুদিদের পছন্দ করে না। কাজেই সে সুইডেনেই থেকে যেতে চাইলো।"

পুরো বিষয়টাই এতোটাই অস্বাভাবিক শোনাচ্ছে যে ব্লমকোভিস্টের মনে হচ্ছিলো বিয়র্ক হয়তো কথা লুকাচ্ছে।

"তো, সে সুইডেনে থেকে গেলো?"

"ঠিক তাই। অনেক বছর ধরে এটা দেশের সবচেয়ে সুরক্ষিত মিলিটারি সিক্রেট। ব্যাপারটা হচ্ছে, জালাচেঙ্কোর মাধ্যমে আমরা প্রচুর ভালো ভালো তথ্য পেয়েছি। সত্তুর দশকের শেষের দিকে এবং আশির দশকের প্রথম দিকে দেশান্তরিদের মধ্যে সে ছিলো জুয়েল অব দা ক্রাউন, জিআরইউ'র এলিট কমান্ডদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়ার ছিলো সে।"

"তাহলেতো সে তথ্য বিক্রয় করতে পারতো?"

"অল্পস্বল্প। খুব ভালো চালবাজ ছিলো সে, যে তথ্যটা নিজের জন্য উপযোগী মনে করতো সেটা অল্প অল্প করে ছাড়তো। ব্রাসেলসের ন্যাটো হেডকোয়ার্টারে আমরা একজন এজেন্টকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলাম। রোমের এজেন্ট। বার্লিনের সম্পূর্ন রিং অব স্পাইদের একজন সংযোগ। আঙ্কারা এবং এথেন্সে সে হিট ম্যানদের পরিচিতিকে ব্যবহার করতো। সুইডেন সম্পর্কে সে খুব একটা জানে না, তবে তার কাছে থাকা তথ্যটা আমরা পাচার করতাম তাকে সাহায্য করার বিনিময়ে। সে ছিলো সোনার খনি।"

"তাকে সাহায্য করতে শুরু করলেন আপনি?"

"তাকে আমরা একটা নতুন পরিচয়পত্র, একটা পাসপোর্ট, কিছু টাকা-পয়সা দিলে সে নিজেই নিজের মত চলতে শুরু করলো। এই প্রশিক্ষণই সে পেয়েছিলো।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো ব্লমকোভিস্ট, তথ্যগুলো হজম করার চেষ্টা করলো। তারপর বিয়র্কের দিকে তাকালো।

"এর আগেরবার যখন এখানে আসি আপনি আমার সাথে মিথ্যে বলেছিলেন।"

"আমি?"

"আপনি বলেছিলেন যে আশির দশকে পুলিশ স্যুটিং ক্লাবে আপনার বুরম্যানের সাথে পরিচয় হয়। কিন্তু তারও অনেক আগে থেকে আপনি তাকে চেনেন।"

"এটা স্বতঃস্ফুর্ত প্রতিক্রিয়া। ব্যাপারটা গোপনীয় আর আমার সাথে বুরম্যানের কিভাবে পরিচয় হয়েছে সেটা বলার কোনো কারণ ছিলো না। জালা সম্পর্কে আপনি জানতে চাওয়ার আগে এই যোগসূত্রটা আমি উল্লেখ করতাম না।"

"কি হয়েছিলো বলুন আমাকে।"

"আমার বয়স তখন তেত্রিশ বছর, তিন বছর ধরে সাপোতে কাজ করি। বুরম্যানও বেশ তরুণ, মাত্র পাশ করে বেরিয়েছে। সাপোতে সে কিছু আইন বিষয়

দেখতো। অনেকটা ট্রেনি জবের মত। বুরম্যান এসেছে কার্লসক্রোনা থেকে, তার বাবা মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে কাজ করতো।"

"তারপর?"

"জালাচেঙ্কোর মত কাউকে নিয়ে কাজ করার মত বুরম্যান কিংবা আমি কেউই যোগ্য ছিলাম না, কিন্তু ১৯৭৬ সালের নির্বাচনের দিন সে যোগাযোগ করে। পুলিশ হেডকোয়ার্টার একবারেই জনশূন্য ছিলো বলা চলে–ঐদিন কেউ কেউ ছুটি নিয়েছিলো আর কেউবা পাহারাদার বা এই জাতীয় কাজে নিয়োজিত ছিলো। ঐ মুহূর্তটা বেছে নিয়ে জালাচেঙ্কো নরমাম পুলিশ স্টেশনে আসে এবং ঘোষনা দেয় যে তার রাজনৈতিক আশ্রয় দরকার, তাই সিকিউরিটি পুলিশের কারো সাথে কথা বলতে চায়। তার নাম বলে নি আমাদের কাছে। আমি তখন দায়িত্বে ছিলাম এবং ব্যাপারটাকে সাধারন রিফিউজি কেস ভাবলাম, তাই লিগ্যাল এ্যাডভাইজার হিসেবে বুরম্যানকে সাথে নিলাম।"

বিয়র্ক তার চোখ রগড়ে নিলো।

"শান্ত হয়ে বসে তখন সে বললো আসলে তার পরিচয় কি, আর কি কাজ করতো। বুরম্যান নোট নিলো। একটু পরে আমি উপলব্ধি করতে পারলাম কি নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি আমি। কথাবার্তা থামিয়ে আমি বুরম্যান আর জালাচেঙ্কোকে নিয়ে পুলিশ স্টেশন থেকে বের হয়ে গেলাম। কি করতে হবে বুঝতে পারছিলাম না, তাই সেন্ট্রাল স্টেশন থকে ওপাশে হোটেল কন্টিনেন্টালে রুম নিয়ে তাকে রাখলাম। বুরম্যানকে তার দেখাশুনা করার জন্য রেখে আমি চলে এলাম এবং উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানালাম।" হাসলো বিয়র্ক। "প্রায়ই আমার মনে হয় যে আমরা আসলে শিক্ষানবীশের মত কাজ করেছিলাম। তবে এভাহে ব্যাপারটা ঘটে।"

"আপনার বস কে ছিলেন?"

"এটার সাথে এই প্রশ্নের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই।"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ব্লমকোভিস্ট ছেড়ে দিলো ব্যাপারটা।

"তিনি এটা পরিষ্কার করে দেন যে ব্যাপারটা সর্বোচ্চ সতর্কতার দাবী রাখে আর তাই যতটা কম সম্ভব মানুষকে এতে জড়ানো যায় ততই ভালো। বুরম্যানের পক্ষে এ'ব্যাপারে কিছু করা সম্ভব না–তার চেয়েও উচু স্তরের বিষয় এটা–তবে যেহেতু সে এরই মধ্যে জেনে গেছে কি ঘটছে, তাই নতুন কাউকে জড়ানোর চেয়ে তাকে সঙ্গে রাখা ভালো। আমি ধারণা করি একই বিষয় আমার মত একজন কনিষ্ঠ অফিসারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সিকিউরিটি পুলিশের এরকম মোট সাতজন হলো যারা জালাচেঙ্কোর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানে।"

"আর কতজন এই কাহিনী জানে?"

"১৯৭৬ থেকে ১৯৯০ এর শুরু পর্যন্ত...সব মিলিয়ে সরকার, মিলিটারি হাই কমান্ড আর সাপোর মধ্যে মোট বিশ জনের মত।"

"আর ১৯৯০ এর পর থেকে?"

বিয়র্ক কাঁধ ঝাঁকালো। "সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেঙ্গে যাওয়ার পর তার ব্যাপারে আগ্রহ কমে যায়।"

"কিন্তু সুইডেনে আসার পর জালাচেঙ্কোর কি হলো?"

অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিয়র্ক কোনো কথা না বললে ব্লমকোভিস্ট অস্থির হয়ে গেলো।

"সত্যি বলতে কি...জালাচেঙ্কোর একটা বিরাট সাফল্য ছিলো, আমরা যারা জড়িত ছিলাম এর মাধ্যমে আমাদের ক্যারিয়ার গড়ে তুললাম। আমাকে ভুল বুঝবেন না, এটা আমার ফুলটাইম জবও ছিলো। সুইডেনে আমি জালাচেঙ্কোর মেন্টর ছিলাম, প্রথম দশ বছরের বেশি সময় আমাদের সপ্তাহে অন্তত দুইবার দেখা হতো। তার কাছে টাটকা সংবাদ থাকায় খুব গুরুত্বপূর্ন ছিলো ঐ সময়টা। তবে এটা বেশিরভাগই ছিলো তাকে নিয়ন্ত্রনের মধ্যে রাখা।"

"কিভাবে?"

"জালাচেঙ্কো ছিলো একটা ধূর্ত শয়তান। অবিশ্বাস্যরকম আকর্ষণীয় সে, আবার একইসাথে প্যারানয়েড আর উন্মাদ। প্রচুরপরিমানে মদ্যপান করে সে হিংস্র হয়ে যেতো। বেশ কয়েকবার আমাকে রাতেরবেলা বাইরে গিয়ে কোনো গোলমালের মধ্য থেকে তাকে বের করে আনতে হয়েছিলো।"

"যেমন..."

"যেমন, বারে গিয়ে সে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে গিয়ে দুইজন বাউন্সারকে মেরে ফেলে যারা তাকে শান্ত করতে গিয়েছিলো। ছোটখাট মানুষ হলেও মারামারিতে ভালোই দক্ষ ছিলো, আর প্রায়ই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সে এটা ডেমোনস্ট্রেট করতে পছন্দ করতো। একবার তাকে পুলিশ স্টেশন থেকে নিয়ে আসতে হয় আমায়।"

"তার দিকে সাংঘাতিকরকম দৃষ্টি আকর্ষনের ঝুঁকি নিতো সে। এটা খুব প্রোফেশনাল শোনাচ্ছে না।"

"সে এরকমই ছিলো। সুইডেনে সে কোনো অপরাধ করে নি এবং গ্রেফতারও হয় নি কখনো। তাকে আমরা একটা সুইডিশ নাম, সুইডিশ পাসপোর্ট আর আইডি দিয়েছিলাম। আর তার থাকার জন্য একটা বাড়ি যেটার ভাড়া সিকিউরিটি পুলিশ দিয়ে থাকে। তাকে যাতে সবসময় পাওয়া যায় এজন্য সাপো থেকে বেতন দেয়া হয় । তবে আমরা তাকে বারে যাওয়া বা মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করার ব্যাপারটা আটকাতে পারি নি। আমরা যেটা করতে পেরেছি তা হলো তার মাধ্যমে টাকা বানানো। ১৯৮৫ সালে নতুন পদ পাওয়ার আগে পর্যন্ত ওটা আমার দায়িত্ব ছিলো এবং আমার উত্তরসুরি পরে এই দায়িত্ব পায়।"

"আর বুরম্যানের ভূমিকার কি হলো?"

"সত্যি বললে বুরম্যান একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। সে ততটা চালাক

নয়। আসলে সে একটা ভুল কাজের জন্য ভুল মানুষ ছিলো। জালাচেঙ্কোর পুরো কাজটার সার্বিক দায়িত্বে ছিলো সে যা তার জন্য নিখাদ সুযোগ তৈরি করেছিলো, কারণ একদম প্রথম থেকে সেই জড়িত ছিলো আর অইনি কোনো বিষয় থাকলে তাও দেখাশুনা করতো সে। আমার উর্ধতন ব্যক্তি বুরম্যানের সাথে সব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলেছিলো।"

"কিভাবে?"

"সম্ভাব্য সবচাইতে সহজ পদ্ধতিতে। পুলিশ ফোর্সের বাইরে একটা ল ফার্মে তাকে কাজ দিয়ে বলতে পারেন আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়।"

"ক্লাঙ্গ অ্যান্ড রাইন।"

মিকাইলের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালো বিয়র্ক।

"হ্যা, বছরের পর বছর ধরে সাপো থেকে তাকে অ্যাসাইনমেন্ট, ছোটখাট তদন্তের কাজ দেয়া হতো। কাজেই জালাচেঙ্কোর উপর সেও ক্যারিয়ার গড়ে নিতে পারতো।"

"এখন কোথায় আছে জালাচেঙ্কো?"

"আসলে আমি ঠিক জানি না। ১৯৮৫ সালের পর থেকে তার সাথে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রায় বারো বছর ধরে তার সাথে আমার দেখা হয় না। শেষ যেটা শুনেছি তা হলো ১৯৯২ সালে সে সুইডেন ছেড়ে চলে গেছে।"

"যতদূর মনে হয়, ফিরে এসেছে সে। অস্ত্র, মাদক আর সেক্সট্রাফিকিং এর সাথে নিজেকে সংযুক্ত করেছে।"

"অবাক হওয়ার কিছু নেই," বললো বিয়র্ক। "তবে আমি নিশ্চিত হতে পারছি না আপনারা যাকে খুঁজছেন সে কি এই জালাকেই নাকি অন্য কেউ।"

"এই গল্পে দু'জন ভিন্ন জালাচেঙ্কো থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। তার সুইডিশ নাম কি?"

"সেটা আমি প্রকাশ করবো না।"

"এখন আপনি কিছু লুকাচ্ছেন?"

"আপনি জালা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। আমি তা বলেছি। কিন্তু আমি পাজলের শেষ টুকরাটা আপনার হাতে তুলে দেবো না যতক্ষণ নিশ্চিত হবো যে আপনার দিকটা রক্ষা করেছেন।"

"সম্ভববত জালা তিনটা খুন করেছে আর পুলিশ একজন ভুল মানুষকে খুঁজছে। যদি মনে করেন যে তার নাম না জেনেই আমি সন্তুষ্ঠ থাকবো, তাহলে ভুল ভেবেছেন।"

"আপনি কেন ভাবছেন যে লিসবেথ সালান্ডার খুন করে নি?"

"আমি জানি।"

ব্লমকোভিস্টের দিকে তাকিয়ে হাসলো বিয়র্ক। হঠাৎ নিজেকে তার নিরাপদ

মনে হলো।

"আমার ধারণা জালাই খুনি।"

"ভুল। জালা কাউকে গুলি করে নি।"

"আপনি এতাটা নিশ্চিত হলেন কি করে?"

"কারণ জালা এখন ষাটোর্ধ বৃদ্ধ এবং ভিষনভাবে অক্ষম। তার একটা পা অপারেশন করা হয়েছে এবং খুব একটা হাঁটতে পারে না। কাজেই সে ওডেনপ্লান আর এঙ্গকেডেতে ছোটাছুটি করে বেড়ায় নি। কাউকে খুন করতে চাইলে তাকে ডিজেবল ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসের সহযোগিতা নিতে হবে।"

মোদিজির দিকে তাকিয়ে বিনম্রভাবে হাসলো এরিকসন। "এ ব্যাপারে আপনার মিকাইলকে প্রশ্ন করতে হবে ।"

"ঠিক আছে, করবো।"

"তার গবেষণা নিয়ে আমি আপনার সাথে আলোচনা করতে পারবো না।"

"আর যদি জালা সম্ভাব্য সন্দেহভাজন হয়..."

"মিকাইলের সাথে এটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে," বললো এরিকসন। "আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি ড্যাগ কি নিয়ে কাজ করছিলো তা নিয়ে, তবে আমাদের নিজস্ব গবেষনা নিয়েও আমি কিছু বলতে পারবো না।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো মোদিজি। "এই তালিকায় থাকা লোকগুলোর ব্যাপারে কিছু বলতে পারবেন?"

"শুধুমাত্র ড্যাগ যেটা লিখেছে, তার সোর্স সম্পর্কে কিছু না। তবে আমি বলতে পারি যে মিকাইল যতদূর সম্ভব এই তালিকা থেকে মোট বারো জনকে চেক করে দেখেছে। এটা কাজে লাগতে পারে।" না, এটা কাজে লাগবে না। পুলিশকে তাদের নিজস্ব ফর্মাল ইন্টারভিউ করতে হবে। একজন বিচারক, দুইজন আইনজীবি, কয়েকজন রাজনীতিবিদ আর সাংবাদিক...এবং পুলিশ সহকর্মীদের। একটা সত্যিকারের মেরি-গো-রাউন্ড। মোদিজি বুঝতে পারছে খুন হওয়ার ঠিক পরপর তাদের এই কাজটা শুরু করা উচিত ছিলো।"

লিস্টে থাকা একটা নামের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। "এই লোকটার কোনো ঠিকানা দেয়া নেই।"

"না।"

"নেই কেন?"

"সিকিউরিটি পুলিশে কাজ করতো সে। তার ঠিকানাটা তালিকায় রাখা হয় নি। আসলে লোকটা সিক লিভে আছে। ড্যাগ তাকে খুঁজে বের করতে পারে নি।"

"অথচ আপনারা পেরেছেন?" হেসে বললো মোদিজি।

"মিকাইলকে জিজ্ঞেস করবেন।"

সিভেনসনের ডেস্কের উপর দেয়ালে তাকিয়ে রইলো মোদিজি। চিন্তা করছে সে। "একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে পারি?'

"বলুন।"

"আপনার বন্ধু আর আইনজীবি লোকটাকে কে মেরেছে বলে মনে হয় আপনার?"

এরিকসন ভাবলো ইশ এখন যদি ব্লমেকাভিস্ট এখানে এসব প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য থাকতো। একজন পুলিশ অফিসার কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখিন হওয়াটা অস্বস্তিকর। এমন কি এখন *মিলেনিয়াম* ঠিক কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে সেটা ব্যাখ্যা করতে না পারাটাও সুখকর নয়। তখনই সে তার পেছনে বার্গারের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো।

"আমাদের তত্ত্বটা হচ্ছে যে খুনটা সংঘটিত হওয়ার কারণ ড্যাগের প্রকাশিতব্য কিছু অংশ যাতে আলোর মুখ না দেখে সেটাতে বাঁধা দেয়া। তবে আমরা জানি না খুনি কে। মিকাইল কারো উপর ফোকাস করেছে যার নাম জালা।"

মিলেনিয়াম-এর এডিটর ইন চিফের দিকে ঘুরে তাকালো মোদিজি। বার্গারের হাতে দুই কাপ কফি। ওগুলোতে সিভিল সার্ভিস ইউনিয়ন এইচটিএফ এবং ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টির লোগো দেয়া। মিষ্টি করে হাসলো বার্গার এবং তার অফিসে ফিরে গেলো।

একটু পরে সে আবার ফিরে এলো।

"ইন্সপেক্টর মোদিজি, এইমাত্র আপনার বস ফোন করেছিলো। আপনার মোবাইল বন্ধ। তাকে ফোন করতে বলেছেন তিনি।"

একটা এপিবি পাঠানো হয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে শেষমেষ লিসবেথ সালান্ডারকে দেখা গেছে। বুলেটিন যেটা নির্দেশ দিচ্ছে তা হলো মেয়েটা সম্ভবত একটা হার্লে ডেভিডসন চালাচ্ছে এবং এই সতর্কতা জানিয়েছে যে তার সাথে অস্ত্র আছে এবং স্টলারহোমেনের আশেপাশের সামার কেবিনে কাউকে গুলি করেছে।

স্ট্রাংনা, ম্যারিফ্রেড আর সোদারতালের রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ। ঐদিন রাতে সোদারতালে থেকে স্টকহোম পর্যন্ত প্রত্যেকটা কম্যুটার ট্রেন সার্চ করা হয়েছে। তবে সালান্ডারের মত কাউকে পাওয়া যায় নি। বর্ননা দেয়া হয়েছে যে প্রায় সন্ধ্যা ৭:০০টার দিকে পুলিশের একটা দল আলভ্সিও'র ফেয়ারগ্রাউন্ডের পাশে একটা হার্লে ডেভিডসন খুঁজে পায়। রিপোর্ট এও জানায় যে সাভাভেলসিও এমসি সিম্বলযুক্ত লেদার জ্যাকেটের অংশটাও পাওয়া গেছে এখানে। সংবাদটা পেয়ে ইন্সপেক্টর বাবলাস্কি চশমাটা চোখের উপর তুলে ব্যথিত হয়ে তার কুংসলহোমেনের অফিসের বাইরে অন্ধকারে তাকিয়ে রইলো।

আজকের দিনের অগ্রগতি ধাঁধাঁর জন্ম দেয়া ছাড়া আর কিছুই দেয় নি।

সালান্ডারের বান্ধবীকে কিডন্যাপ, পাওলো রবার্তোর রহস্যময় আবির্ভাব, সোদারতালের কাছে অগ্ন্যুৎপাত, জঙ্গলের ভেতর কবরস্থ মৃতদেহ। আর সবশেষে স্টলারহোমেনে এই অদ্ভুত কাজকারবার।

মেইন অফিসে গিয়ে বাবলাস্কি স্টকহোমের ম্যাপ এবং এর আশেপাশের এলাকাগুলো দেখলো। স্টলারহোমেন, নিকভার্ন, সাভেলিও এবং সবশেষে আলভ্সিও–এই চারটা জায়গা খুঁজে পেলো। এক্সকেডের দিকে চোখ রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তার একটু খারাপ লাগলো ঘটনার অগ্রগতি থেকে পুলিশের তদন্ত এখনো বহু মাইল দূরে আছে। এক্সকেডের ঘটনাটা তাদের ধারণার চেয়েও অনেক বেশি জটিল।

স্টলারহোমেনের নাটকীয় ঘটনার ব্যাপারে ব্লমকোভিস্ট কিছুই জানে না। বিকেল ৩:০০টায় সামাদালারো ছেড়ে এলো সে। একটা গ্যাস স্টেশনে থেমে এটু কফি নিলো আর যা জানতে পেরেছে সেটা অনুধাবন করার চেষ্টা করলো।

অবাক হয়ে ভাবলো যে বিয়র্ক তাকে এতো বিস্তারিত তথ্য দিয়েছে, কিন্তু লোকটা তাকে পাজলের শেষ টুকরাটা দিতে রাজি হয় নি   জালাচেঙ্কোর সুইডিশ আইডেন্টিটি।

“আমাদের মধ্যে চুক্তি হয়েছে,” ব্লমকোভিস্ট বললো।

“আমি আমার দিকটা শেষ করেছি। আমি আপনাকে বলেছি জালাচেঙ্কো কে। আপনি যদি এর চেয়ে বেশি জানতে চান তাহলে নতুন চুক্তি করতে হবে। আমি এই নিশ্চয়তা চাই যে আমার নামটা আপনার সব গবেষণার বিষয়বস্তু থেকে সরিয়ে ফেলবেন। আর এটাও নিশ্চয়তা চাই যে জালাচেঙ্কোর উপর যে খবর আপনি প্রকাশ করবেন তার কোনোটিতে আমার সম্পর্কে কিছু লিখবেন না।”

ব্লমকোভিস্ট চাচ্ছিলো বিয়র্ককে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরীটার সাথে সংশ্লিষ্ট অজ্ঞাত সোর্স হিসেবে রাখবে, তবে এই নিশ্চয়তা দিতে পারবে না যে অন্য কেউ তাকে চিনে ফেলবে না–যেমন; পুলিশ।

“পুলিশের ব্যাপারে আমি ভয় পাই না,” বিয়র্ক বললো।

এ'সবকিছু নিয়ে তারা আরেকদিন চিন্তাভাবনা করবে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা শেষ করলো।

কফি খেতে বসে ব্লমকোভিস্টের মনে হলো কিছু একটা ঠিক তার সামনেই আছে, অথচ সে দেখতে পাচ্ছে না। এতো কাছাকাছি এসে পড়েছে যে আকারটা বুঝতে পারলেও পুরো ছবিটা ঠিক দেখতে পাচ্ছে না। তখনই তার মনে হলো আরেকজন ব্যক্তির কথা যে গল্পটার অন্ধকার দিকগুলোতে আলো জ্বালাতে পারবে। এর্স্টার পুনর্বাসন কেন্দ্রের কাছাকাছি আছে সে। ঘড়িটা দেখলো। হোলার

পামগ্রেনের সাথে দেখা করতে যাবে সে।

মিটিংটা শেষ করে বিয়র্ক বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। তার পিঠে এতো ব্যথা হচ্ছিলো যা আগে কখনোই হয় নি। তিনটা পেইনকিলার একসাথে খেয়ে লিভিংরুমের সোফায় গা এলিয়ে দিলো। ভাবনাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে তার মাথায়। প্রায় এক ঘন্টা পরে জেগে উঠে কিছু পানি ফুটিয়ে নিলো সে এবং লিপটনের টিব্যাগ ডুবিয়ে দিলো তাতে। কিচেনে বসে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো।

ব্লমকোভিস্টকে কি বিশ্বাস করা যায়? লোকটার করুণার উপরে আছে সে। তবে সে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটা নিজের মধ্যে রেখেছে জালার পরিচয় আর সম্পূর্ন নাটকে তার ভূমিকা।

এই গন্ডগোলের মধ্যে পড়লো কিভাবে সে? যেটা সে করেছে তাহলো কিছু বেশ্যাকে টাকাপয়সা দিয়েছে। ব্যাচেলর ছিলো সে। ঐ ষোল বছরের মেয়েটা যে তাকে পছন্দ করে সেরকম কোনো ভান পর্যন্ত করে নি। মেয়েটার বিরক্তি সে অনুভব করতে পেরেছিলো।

খানকি একটা। মেয়েটা যদি এতো কম বয়সী না হতো। মেয়েটার বয়স যদি বিশও হতো ব্যাপারটা এতো খঅরাপ দেখাতো না। ব্লমকোভিস্টও ঘৃনাপ্রকাশ করেছে তার উপর, এটা লুকানোর কোনো চেষ্টাও করে নি সে। জালাচেঙ্কো।

দালাল একটা। কি নির্মম পরিহাস। জালাচেঙ্কোর পতিতাকে ভোগ করেছে সে। তবে জালাচেঙ্কো অন্তরালে থেকে যথেষ্ট স্মার্টনেসের পরিচয় দিয়েছে। বুরম্যান এবং সালান্ডার। আর ব্লমকোভিস্ট।

একটা পথ বের করা লাগবে।

দুশ্চিন্তাগ্রস্থ একটা ঘন্টা কাটানোর পর স্টাডিতে গিয়ে টেলিফোন নম্বর লেখা একটা কাগজ নিলো, সপ্তাহের শুরুতে তার অফিস থেকে এটা উদ্ধার করেছে। এই একটা জিনিসই সে ব্লমকোভিস্টের কাছ থেকে লুকিয়েছে তা না। সে জানে জালাচেঙ্কো কোথায় আছে, যদিও গত বারো বছর ধরে তার সাথে কথা বলে নি। আর কখনো কথা বলার ইচ্ছেও নেই তার।

তবে জালাচেঙ্কো ছিলো একটা ধূর্ত শয়তান। সমস্যাটা বুঝতে পারবে সে। দুনিয়া থেকে উধাও হয়ে যেতে পারবে সে। বিদেশ চলে যাও এবং অবসর নাও। সত্যিকারের চূড়ান্ত সর্বনাশটা হবে যদি সে ধরা পড়ে। তখনই সবকিছু ধসে পড়বে।

নাম্বারটা ডায়াল করার আগে অনেকক্ষণ ভাবলো সে।

"হ্যালো, আমি সিভেন জানসন," বললো সে। এই নামটা সে ব্যবহার করে না বহুদিন। সাথে সাথে তার কথা মনে পড়লো জালাচেঙ্কোর।

অধ্যায় ২৮

বুধবার, এপ্রিল ৬

কফির সাথে হালকা কিছু খাওয়ার জন্য বাবলাস্কি রাত ৮:০০টায় ওয়েস্সের ওয়াসাগাটানে মোদিজির সাথে দেখা করলো। এর আগে কখনো মোদিজি তার বসকে এতোটা বিমর্ষ দেখে নি। ঐদিন যা যা ঘটেছে সব খুলে বললো বাবলাস্কি। কাছে এসে মোদিজি হাতটা রাখলো তার উপর। এই প্রথম সে বাবলাস্কিকে স্পর্শ করলো, আর এখানে সঙ্গ দেয়া ছাড়া আর কোনো কিছুই নেই।

বিষন্নভাবে হাসলো সে এবং একইরকম বন্ধুত্বপূর্নভাবে মোদিজির হাতেও চাপড় দিলো।

"আমার হয়তো অবসরে যাওয়া উচিত," বললো সে।

তার দিকে চেয়ে আলতো করে হাসলো মোদিজি।

"এই তদন্তটা বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে," বলতে লাগলো সে। "এরই মধ্যে কয়েক টুকরা হয়ে গেছে। আজ যা যা হয়েছে একস্ট্রমকে আমি এরমধ্যে সবই বলেছি, অথচ সে শুধু বললো, 'আপনি যেটা ভালো মনে করেন তাই করেন।" কাজ করতে মনে হচ্ছে সে সক্ষম নয়।"

"উর্ধতনের ব্যাপারে খারাপ কথা বলতে চাই না, তবে আমার যতদূর মনে হয়, একস্ট্রম লেকে ঝাঁপ দিয়ে দিতে পারে।"

বাবলাস্কি মাথা নাড়লো। "অফিসিয়ালি আপনি কেসটাতে ফিরে যাচ্ছেন, তবে আশা করবেন না যে সে ক্ষমা চাইতে আসবে আপনার কাছে। আবার, ফাস্ট আজ সকালে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলো এবং সারাদিন ধরে তার মোবাইল বন্ধ রেখেছে। কালকের মধ্যে সে না ফিরে এলে তাকে খোঁজার জন্য কাউকে আমি পাঠাবো।"

"ফাস্টও এই কেসটা থেকে দূরে থাকতে পারে। হেডস্ট্রমের কি হলো?"

"কিছু না। তার বিরুদ্ধে আমি অভিযোগ দায়ের করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু একস্ট্রম সাহস করলো না। তাকে আমরা ঝেটিয়ে বিদায় করেছি এবং আরমানস্কির সাথে আমার সিরিয়াস আলাপআলোচনা হয়েছে। মিল্টনের সাথে আর কাজ করছি না আমরা যার মানে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা বোমানকেও পাচ্ছি না। এটা লজ্জাজনক বিষয়। বেশ মেধাবী গোয়েন্দা সে।"

"ব্যাপারটা কিভাবে নিয়েছে আরমানস্কি ?"

"সে ভেঙ্গে পড়েছে। আর অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে কি..."

"কি?"

"সে বললো যে সালান্ডার পছন্দ করতো না হেডস্ট্রমকে। তার মনে পড়লো দুই বছর আগে সালান্ডার তাকে বলেছিলো যে হেডস্ট্রমকে চাকুরিচ্যুত করা উচিত। আরো বলেছিলো যে ছেলেটা মাথামোটা, তবে কারণটা সে ব্যাখ্যা করে নি। অবশ্য তার পরামর্শ শোনে নি আরমানস্কি।"

"মজার ব্যাপার।"

"কার্ট এখনো সোদারতালেতে আছে। তারা কার্ল ম্যাগনাস লুন্ডিনের জায়গাটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। জার্কার ব্যস্ত আছে ঐ ভ্যাগাবন্ড কেনেথ গুস্তাফসনকে খোঁড়াখুঁড়ির কাজে। আর এখানে আসার ঠিক আগে সে ফোন করে জানিয়েছে যে দ্বিতীয় কবরটাতে আরেকটা মৃতদেজ আছে। কাপড়চোপড় দেখে মনে হচ্ছে সম্ভবত কোনো মহিলার। অল্প কিছুক্ষণ আগে রাখা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।"

"উডল্যান্ড সিমেট্রি। ইয়ান, মনে হচ্ছে না নিকভার্নের খুনের সাথে সালান্ডার জড়িত।"

সারাদিনে এই প্রথমবার বাবলাস্কি হেসে ফেললো। "না। এটা থেকে তাকে বাদ দেয়া উচিত। তবে সে অবশ্যই একটা অস্ত্র সাথে রেখেছে এবং লুন্ডিনকে গুলি করেছে।"

"মনে রাখবেন, তার পায়ে গুলি করেছে, মাথায় না। লুন্ডিনের ক্ষেত্রেও সম্ভবত খুব আলাদা কিছু না, তবে ভুলে যাবেন না, এন্সকেডেতে যে খুনটা করেছে তার গুলিটা কিন্তু চমৎকার ছিলো।"

"সনিয়া, এটা একেবারে অবিশ্বাস্য। ম্যাগ লুন্ডিন এবং সনি নিমিনেন পুলিশ রেকর্ডভূক্ত দুজন রংবাজ। লুন্ডিন হয়তো একটা বা দুইটা কিল-ঘুঁষি খেতে পারে, হয়তো সে এখন আর তার সেরা ফর্মে নেই, কিন্তু তারপরও সে ভিষণ ভয়ঙ্কর। আর নিমিনেন হলো একটা বর্বর বদমাশ যাকে বড় বড় মাস্তানরাও ভয় পায়। আমি কিছুতেই কল্পনাও করতে পারছি না কিভাবে সালান্ডারের মত একটা হাড্ডিসার পুঁচকে মেয়ে তাদেরকে এমন নির্মমভাবে মারতে পারে। এই নয় যে তাদের মারাটা ঠিক হয় নি, আমাকে ভুল বুঝবেন না। এর মানে হলো আমি আসলে বুঝতে পারছি না কিভাবে ব্যাপারটা ঘটলো।"

"তাকে খুঁজে পেলে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করতে পারবো। সবচেয়ে বড় কথা তার কথাতে কাগজপত্রে লেখাই আছে সে সহিংস।"

"এমন কি কার্টকেও দু'বার ভাবতে হয়েছে এই দুইটাকে নিয়ে যাওয়ার সময়। আর কার্টকে মোটেই ছেলেমানুষ বলা যায় না।"

"প্রশ্নটা হচ্ছে লুন্ডিন আর নিমিনেনকে আক্রমনের কোনো কারণ আছে না কি সালান্ডারের।"

"একটা ছোটখাট মেয়ে আর দুইটা সাইকোপ্যাথ একটা পরিত্যাক্ত সামার কেবিনে? আমি একটা বা দুটো কারণ ভাবতে পারছি।" বাবলাস্কি বললো।

"সে কি কারো সাহায্য পেয়েছিলো? এখানে কি অন্য কেউ জড়িত থাকতে পারে?"

"রিপোর্টে এমন কিছু উল্লেখ করা নেই। সালান্ডার কেবিনের ভেতরে ছিলো। টেবিলের উপর একটা কফি কাপ ছিলো। তাছাড়া, আমরা আনা ভিক্টোরিয়া হানসানের কাছ থেকে বিবৃতি পেয়েছি, তিনি প্রত্যেকের চলাফেরা লক্ষ্য করেছেন। তিনি দিব্যি দিয়ে বলেছেন একটা মাত্র মানুষকে চলে যেতে দেখেছেন, সে হলো সালান্ডার, আর আমাদের দুইজন হিরো এসেছে সাবেলজো থেকে।"

"সালান্ডার কেবিনে ঢুকলো কিভাবে?"

"চাবি দিয়ে খুলেছে। আমার ধারণা সে বুরম্যানের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে এটা নিয়েছে। আপনার মনে আছে–"

"পুলিশের টেপ কেটেছে। সে তো ব্যাস্ত ছিলো।"

টেবিলের উপর আঙ্গুল দিয়ে টোকা মারছে মোদিজি, তারপর অন্য সুরে বললো।

"মিরিয়াম উ'কে কিডন্যাপ করার ক্ষেত্রে যে লুন্ডিনের অংশগ্রহণ ছিলো সেটা কি নিশ্চিত হয়েছেন?"

"পাওলো রবার্তো তিন ডজন মটর আরোহীর মধ্যে গোলাগুলি দেখেছে। সে ঠিকই ধরেছে, কোনোরকম সন্দেহ নেই যে নিকভার্নের ওয়্যারহাউজে যাকে দেখেছে সে'ই এই লোক।"

"আর ব্লমকোভিস্ট যাকে দেখেছিলো?"

"তার সাথে এখনো দেখা হয় নি আমার। সে মোবাইলও ধরছে না।"

"তবে লুন্ডাগাটানে সালান্ডারের আক্রমনকারী ব্যক্তির সাথে তার মিল আছে। কাজেই আমরা অনুমান করতে পারি যে সাভাভেলসিও এমসি কোনো কারনে সালান্ডারকে খুঁজছে। কেন?"

মোদিজি জানতে চাইলো, "আমরা যখন সালান্ডারকে খুঁজছিলাম সেই সময়টাতে কি সালান্ডার বুরম্যানের ঐ কেবিনেই ছিলো?"

"আমিও সেটা ভেবেছিলাম, কিন্তু জার্কার তা মনে করে না। কেবিনটা দেখে মনে হয় না সাম্প্রতিক সময়ে কেউ সেখানে থেকেছে, আর আমাদের প্রত্যক্ষদর্শী বলেছে যে আজ সকালেই সে পায়ে হেটে ওখানে গিয়েছে।"

"ওখানে সে কেন গিয়েছিলো? আমার মনে হয় না সে লুন্ডিনের সাথে কোনো মিটিং সেট করেছিলো।"

"সম্ভাবনা কম। সে কিছু একটা খুঁজছে। আর আমরা সেখানে এক বান্ডিল কাগজ পেয়েছি, ওগুলো দেখে মনে হচ্ছে সালান্ডারের ব্যাপারে বুরম্যানের নিজস্ব অনুসন্ধান। তার সোশাল ওয়েলফেয়ার, গার্জেনশিপ এজেন্সি আর পুরনো স্কুলের রিপোর্ট সহ যাবতীয় জিনিস। তবে মনে হচ্ছে কিছু কাগজপত্র নেই সেখানে।

ওগুলোতে নম্বর দেয়া ছিলো। আমাদের কাছে ১, ৪ ও ৫ নম্বর ফোল্ডার আছে।"

"তার মানে ২ ও ৩ নম্বর নেই।"

"হয়তো উপরের দিকে আরো কিছু নম্বর সম্বলিত কিছু।"

"একটা প্রশ্ন জাগছে। সালান্ডার কেন তার নিজের সম্পর্কে তথ্যসম্বলিত কাগজপত্র খুঁজবে?" মোদিজি জিজ্ঞেস করলো।

"দুটো কারণ ভাবছি আমি। হয় সে তার সম্পর্কে বুরম্যানের লেখা কোনো কিছু লুকাতে চায়, অথবা সে কোনো কিছু খুঁজতে চায়। তবে এক্ষেত্রে আরেকটি প্রশ্ন আছে।"

"কি সেটা?"

"বুরম্যান কেন সালান্ডারের উপর এতো ব্যাপক আকারে একটা রিপোর্ট লেখে তার সামার কেবিনে লুকাতে গেলো? লেখাগুলো মনে হয় সালান্ডার ছাদের উপর মাচানে খুঁজে পেয়েছে। লোকটা তার গার্জেন, তার আর্থিক এবং অন্যান্য বিষয়গুলো দেখার জন্য নিযুক্ত ছিলো। তবে কাগজপত্রগুলো দেখে মনে হচ্ছে সে মেয়েটার জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় জানার জন্য উন্মুখ ছিলো।"

"বুরম্যানকে দিনকে দিন অশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছে। *মিলেনিয়াম*-এ বসে জনদের তালিকাটা দেখতে গিয়ে আজ আমি ব্যাপারটা ভাবছিলাম। হঠাৎ তার নামটা ওখানে দেখবো বলে আশা করতে লাগলাম আমি।"

"ভালোই ভেবেছেন। তার কম্পিউটারে আপনি যে ভয়ঙ্কর পর্নো পেয়েছেন সেটার কথা মনে করুন। *মিলেনিয়াম*-এ আপনি কিছু পেয়েছেন?"

"আমি ঠিক জানি না। তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের খোঁজ খবর নিতেই ব্যস্ত ব্লমকোভিস্ট, তবে তাদের একজন এডিটর ম্যালিন এরিকসনের মতে আগ্রহ জাগানোর মত কোনো কিছুই এখনো সে বের করতে পারে নি। ইয়ান...একটা জিনিস বলতে চাই আমি।"

"কি?"

"আমার মনে হয় না সালান্ডার এসবের কোনো কিছু করেছে, মানে এন্সকেডে কিংবা ওডেনপ্লানের কথা বলছি। শুরুতে অন্য সবার সাথে আমিও প্রভাবিত হয়েছিলাম, তবে আমি এখন আর এটা বিশ্বাস করি না। আর কারণটাও আমি ব্যাখ্যা করতে পারবো না।"

বাবলাস্কি বুঝতে পারছে মোদিজির সাথে সেও একমত।

সাবেলজোতে লুন্ডিনের বাড়িতে এদিক থেকে ওদিকে হেঁটে বেড়াচ্ছে দানবটা। রান্নাঘরের জানালার পাশে থেমে বাইরে রাস্তায় তাকালো। এতোক্ষনে তাদের ফিরে আসার কথা। পেটের মধ্যে কেমন যেন মোচড়াচ্ছে তার। কিছু একটা অঘটন ঘটেছে।

এই বাড়িতে একা থাকাটা তার পছন্দ নয়। এখানে সে স্বস্তিবোধ করে না।

তার ঘরের উপরতলায় একটা যন্ত্র আছে যেটা থেকে সারাক্ষণ অদ্ভুত শব্দ হয়। অস্বস্তিটাকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলো সে। জানে এটা বোকামী, তবে সে কখনো একা হওয়া পছন্দ করে না। রক্ত-মাংসের অন্যান্য মানুষের মত ভীতু নয় সে, তবে শহরের বাইরে এরকম একটা নির্জন বাড়ি তার কাছে সাংঘাতিকরকম ভীতিকর মনে হয়। শব্দগুলো তার কল্পনাকে উস্কে দিচ্ছে। না ভেবে পারছিলো না যে একটা কালো ভয়ঙ্কর কিছু দরজার ফাঁক দিয়ে তাকে লক্ষ্য করছে। তার বিশ্বাস কিছু একটা শ্বাস-প্রশ্বাস শুনতে পাচ্ছে সে।

যখন বয়স কম ছিলো অন্ধকারকে ভয় পেতো সে। মানে, এতে সে এতোটাই কাবু ছিলো যে তার সমবয়সী বা আরো বয়স্ক বন্ধু-বান্ধবকে না বলে পারতো না, তার এরকম দুর্বলতায় খুব আনন্দ পেতো তারা। মানুষকে গালমন্দ করতে ওস্তাদ ছিলো সে।

তবে বিষয়টা বিব্রতকর। অন্ধকার এবং একা থাকাকে ঘৃণা করে সে। যেসব প্রাণী অন্ধকারে একা থাকে তাদের ঘৃণা করে সে। ভাবলো লুন্ডিন যদি এখন ফিরে আসতো। লুন্ডিনের উপস্থিতি ভারসাম্য আনবে, তারা কোনো কথা না বললেও এমন কি এক রুমেও যদি না থাকে। সত্যি সত্যি শব্দ শুনছে সে এবং বুঝতে পারছে যে আশেপাশে মানুষ আছে।

আতঙ্ক দূর করার জন্য সে স্টেরিওতে সিডি চালিয়ে দিলো এবং লুন্ডিনের শেলভ থেকে কিছু একটা নিয়ে পড়ার চেষ্টা করলো। লুন্ডিনের বইয়ের টেস্ট তার চাহিদা ভালোমতই মেটাবে, মটরসাইকেল ম্যাগাজিন, পুরুষদের পত্রিকা আর পেপারব্যাক থ্রিলার জাতীয় জিনিস তাকে কখনোই আকৃষ্ট করে নি। একাকীত্বটা আরো বেশি ভীতিকর হয়ে উঠছে। ব্যাগে রাখা পিস্তলটা পরিষ্কার করে তেল মেখে নিলে কিছুক্ষনের জন্য শান্ত করলো তাকে।

প্রকৃতপক্ষে তাকে এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। বাগানে হেটে বেড়ালো সতেজ হাওয়া পেতে। আশেপাশের বাড়ি থেকে যাতে না দেখা যায় তাই দূরে দূরে থাকলো, তবে মানুষ বাস করে এরকম বাড়ির আলোকিত জানালার সামনে থামলো। যদি সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে তবে দূর থেকে আসা সংগীতের সুর শুনতে পাবে।

যখন ভাবলো তাকে লুন্ডিনের কাঠের বাসায় ফিরে যেতে হবে, দমবন্ধ অনুভূতিতে কেঁপে ওঠার আগ পর্যন্ত সে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো।

৭:০০টার দিকে টিভিফোরে নিউজ শুনলো সে। শিরোনাম আর স্টলারহোমের সামার কেবিনে হওয়া গুলির খবর শুনে আতঙ্কিত হলো। উপরের তলায় নিজের ঘরে দৌড়ে গেলো সে এবং তার জিনিসপত্রগুলো একটা ব্যাগে ভরলো। একটু পর সে তার সাদা ভলভো চালিয়ে চলে গেলো।

যথাসময়ে সে পালাতে পেরেছে। সাভেলজো থেকে মাত্র দুই মাইল দূরে দুইটা

পুলিশের গাড়ি নীল বাতি জ্বালিয়ে তার পাশ দিয়ে গ্রামের রাস্তা ধরে চলে গেলো।

অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে বোঝানোর পর ব্লমকোভিস্টকে হোলার পামগৃনের সাথে দেখা করার অনুমতি দেয়া হয়। তিনি এতোটাই অসার যে দায়িত্বে থাকা নার্স ডঃ সিভারনন্দনকে ফোন করেন, কাছাকাছি কোথাও থাকে সে। পনেরো মিনিট পরে সিভারনন্দন পৌঁছালো। প্রথমে সে একেবারেই সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলো না। গত দুই সপ্তাহ ধরে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক পামগৃনকে খুঁজে বের করে তার বিবৃতি নিতে চেয়েছে। পামগৃন নিজেও এ'ধরনের ভিজিটরদের সাথে দেখা করতে চায় নি, কর্মীদেরও নির্দেশনা দেয়া ছিলো কারো সাথে দেখা না করানোর।

অনেক চাপের মধ্য দিয়ে ডঃ সিভারনন্দন এই কেসটা দেখছে। পত্রিকার শিরোনামে সালান্ডারের খবর দেখে সে ধাক্কা খেয়েছে। পামগৃনকেও গভীর বেদনায় নিমজ্জিত হতে দেখেছে, সিভারনন্দনের ধারণা সালান্ডারকে কোনোভাবে সাহায্য করতে না পারার ফলেই এরকম হয়েছে তার। চিকিৎসার থেরাপি নিচ্ছে না, এখন শুধু পত্রিকা পড়ে আর টিভিতে মেয়েটাকে ধরার ব্যাপারে সংবাদগুলো দেখে দিন কাটাচ্ছে। অথবা তার ঘরে বসে বসে চিন্তা করতে থাকে।

সিভারনন্দনের ডেস্কে বসে ব্লমকোভিস্ট তাকে বোঝালো যে পামগৃনকে কোনো অবাঞ্ছিত প্রশ্ন করতে সে আসে নি এখানে। তার কাছ থেকে কোনো বিবৃতিও চায় না। সে সালান্ডারের ভালো বন্ধু, তার নির্দোষিতা প্রমানের জন্য চেষ্টা করছে, আর কিছু তথ্য খুঁজছে যা মেয়েটার অতিতের বিশেষ কিছু ঘটনাকে আলোতে নিয়ে আসবে।

ডঃ সিভারনন্দন সহজে মানছিলো না। এই নাটকে ব্লমকোভিস্টের ভূমিকা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে হলো তাকে। প্রায় আধ ঘণ্টা আলোচনার পরে সিভারনন্দন রাজি হলো। ব্লমকোভিস্টকে অপেক্ষা করতে বলে পামগৃনের কাছে জানতে গেলো তিনি দেখা করবেন কি না।

দশ মিনিট পর ফিরে এলো সিভারনন্দন।

"আপনার সাথে দেখা করতে রাজি হয়েছেন তিনি। পছন্দ না হলে তিনি কান ধরে বের করে দেবেন। তার ইন্টারভিউ নিবেন না এবং পত্রিকায় আপনার এখানে আসার ব্যাপারে কিছু লিখবেন না।"

"একটা কথাও লিখবো না আমি এ'ব্যাপারে।"

পামগৃনের ছোট ঘরটাতে একটা খাট, কাপড়-চোপড় রাখার ড্রয়ার, টেবিল আর এক জোড়া চেয়ার। সাদা চুলে তার শরীরটা একদম কাকতাড়ুয়ার মতই শীর্ন। বোঝাই যাচ্ছে সে ভারসাম্য রাখতে পারছে না, তবু ব্লমকোভিস্ট ঘরে ঢুকলে দাঁড়ালো। হাতটা তুলতে না পারলেও টেবিলের পাশে একটা চেয়ারের দিকে

এগিয়ে গেলো। ব্লমকোভিস্ট বসলো। ডঃ সিভারনন্দন সেখানে থেকে গেলো। পামগৃনের জড়ানো কথাবার্তা বুঝতে প্রথমে ব্লমকোভিস্টের একটু অসুবিধা হচ্ছিলো।

"কে আপনি, লিসবেথের বন্ধু দাবী করছেন, কি চান আপনি?"

"আপনাকে কিছুই বলতে হবে না। তবে আমি বলছি আপনি আমার কথা শুনুন, তারপর আমায় ছুড়ে মারলে মারবেন।"

হালকা মাথা নেড়ে সায় দিলো পামগৃন, তারপর ব্লমকোভিস্টের উল্টোদিকের চেয়ারে বসলো।

"দুই বছর আগে প্রথম লিসবেথ সালান্ডারের সাথে পরিচয় হয় আমার। আমার জন্য কিছু গবেষণার কাজ করার জন্য নিয়োগ দেই তাকে। সেই সময় আমি আরেকটা শহরে ছিলাম, সেখানে সে আমার কাছে যায়, তারপর কয়েক সপ্তাহ আমরা একসাথে কাজ করেছিলাম।"

পামগৃনের কাছে কতটা বিস্তারিত বলতে হবে তা'ই ভাবছিলো সে। যতটা সম্ভব সত্যের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করছে সে।

"দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিলো সেসময়। একটা হচ্ছে লিসবেথ আমার জীবন রক্ষা করে। অন্যটি হলো আমরা খুব ভালো বন্ধুতে পরিণত হই। তাকে আমি ভালোমত জানতে পারি এবং বেশ ভালো বুঝতেও পারি।"

বিস্তারিত বিবরনে না গিয়ে কিভাবে হঠাৎ করেই এক বছর আগে ক্রিস্টমাসের ছুরি সময় তার সাথে সালান্ডারের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় পামগৃনকে সেটা বললো ব্লমকোভিস্ট, তারপর সালান্ডার বিদেশে চলে যায়।

এরপর সে পামগৃনকে *মিলেনিয়াম*-এ তার কাজ সম্পর্কে বললো, এবং কিভাবে সিভেনসন আর জোহানসন খুন হলো এবং সালান্ডারকে সে কিভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

"আমি শুনেছি আপনাকে রিপোর্টাররা বিরক্ত করছে আর পত্রিকাগুলোও একটার পর একটা নির্বোধের মত কাহিনী ছাপিয়ে যাচ্ছে। আমি আপনাকে এখন নিশ্চয়তা দিতে পারি যে আপনার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে আরেকটা আর্টিকেল করতে যাচ্ছি না। লিসবেথের জন্য আমি এখানে এসেছি, তার বন্ধু হিসেবে। সম্ভবত আমি দেশের অল্প কয়েকজন মানুষের মধ্যে একজন যে কি না দ্বিধাহীনভাবে এবং কোনো গোপন উদ্দেশ্য ছাড়াই তার পাশে আছি। আমার বিশ্বাস সে নির্দোষ, আর এও বিশ্বাস করি যে জালাচেঙ্কো নামে একজন ব্যক্তি এই খুনের পেছনে আছে।"

একটু থামলো ব্লমকোভিস্ট। জালাচেঙ্কোর নামটা বলার সময় পামগৃনের চোখে কিছু একটা ঝিলিক দিয়ে উঠেছে।

"আপনি যদি লিসবেথের অতিতের উপর কিছু বলতে পারেন, সেটা করার

এখনই সময়। তাকে যদি সাহায্য করতে না চান, তাহলে আমি আপনার এবং আমার সময় নষ্ট করছি এবং আমি বুঝে নেবো আপনার অবস্থানটা।"

এই একাকী আলাপে পামগৃন একটা কথাও বলে নি। ব্লমকোভিস্ট শেষ করার পর আবারো তার চোখজোড়া জ্বলে উঠলো। তবে সে হাসছে। যতটা স্পষ্টভাবে সম্ভব হাসছে সে।

"সত্যি আপনি তাকে সাহায্য করতে চান।"

মাথা নাড়লো ব্লমকোভিস্ট।

সামনের দিকে ঝুঁকলো পামগৃন। "তার লিভিংরুমের সোফার বর্ণনা দিনতো।"

"মাঝেসাঝে আমি তার ওখানে গিয়েছি, ছেঁড়াফাড়া, একদম বিশ্রী ফার্নিচার যেগুলো বেশ কৌতুহল জাগায়। পঞ্চাশের প্রথমদিকের বলে মনে হয়েছে আমার। বাদামি রঙের আকৃতিহীন কুশনের মধ্যে হলুদ নকশার মত আছে। কাপড়গুলো ছিড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়, শেষ যখন দেখি ভেতরের সবকেছু বের হয়ে আসছিলো।"

হঠাৎ করে পামগৃন হেসে উঠলো। শুনে অনেকটা মনে হবে সে তার গলাটা পরিষ্কার করে নিচ্ছে। ড সিভারনন্দনের দিকে চেয়ে বললো।

"অন্ততপক্ষে সে তার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছে। ডাক্তার কি আমার অতিথিকে এক কাপ কফি দিতে পারবেন?"

"নিশ্চয়ই।" ড: সিভারনন্দন উঠে দাঁড়ালো। দরজার কাছে গিয়ে একটু থেমে ব্লমকোভিস্টের দিকে মাথা নাড়লো।

"আলেক্সান্ডার জালাচেঙ্কো," দরজাটা বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে পামগৃন বললো।

"আপনি তাহলে নামটা জানেন?"

"লিসবেথ আমাকে বলেছে নামটা। আর আমার মনে হচ্ছে এই গল্পটা কাউকে বলা দরকার...আমিতো মরেও যেতে পারি, এটার সম্ভাবনাতো আছেই।"

"লিসবেথ? সে কিভাবে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানবে?"

"লিসবেথের বাবা সে।"

পামগৃন কি বলেছে প্রথমে সেটা ধরতে পারে নি ব্লমকোভিস্ট। একটু পর কথাগুলো অনুধাবন করলো।

"কি বলছেন আপনি?"

"জালাচেঙ্কো একজন রাজনৈতিক দেশান্তরি ব্যক্তি—পুরো কাহিনীটা আমি জানি না, আর লিসবেথও ব্যাপারটা নিয়ে মুখ খুলতে চাইতো না। এটা এমন একটা ব্যাপার যা নিয়ে সে কথা বলতে চাই তো না।" তার বার্থ সার্টিফিকেট। পিতা অজ্ঞাত।

"জালাচেঙ্কো লিসেবেথের বাবা," জোরে জোরে পুনরুক্তি করলো ব্লমকোভিস্ট।

"এতো বছরের মধ্যে শুধুমাত্র একবারই সে আমাকে বলেছে কি ঘটেছিলো। আমি যা বুঝতে পেরেছি তা'হলো-মধ্যত্রিশে জালাচেঙ্কো এখানে আসে। লিসবেথের মায়ের সাথে তার পরিচয় হয় ১৯৭৭ সালে, তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক ছিলো, তারই ফলাফল দু'টো সন্তান।"

"দু'টো?"

"লিসবেথ আর তার জমজ বোন ক্যামেলিয়া।"

"ও ঈশ্বর-তারা দুজন?"

"দু'জন একেবারে আলাদা। তবে সেটা ভিন্ন গল্প। লিসবেথের মায়ের নাম এ্যাগনেটা সোফিয়া সোলান্দার। সতেরো বছর বয়সে জালাচেঙ্কোর সাথে পরিচয় হয় তার। তাদের কিভাবে দেখা হয়েছিলো সেব্যাপারে আমি আর কিছু জানি না, তবে আন্দাজ করছি সে ছিলো নির্ভরশীল একজন তরুণী এবং একজন বয়স্ক আর অভিজ্ঞ লোকের সহজ শিকারে পরিণত হয়। তাকে দেখে মহিলা মুগ্ধ হয়ে যায় এবং তার প্রেমে পড়ে যায়। জালাচেঙ্কো তার কাছে চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়। আমার ধারণা মহিলা তার ব্যাপারে সাড়া দিয়েছিলো, আর কিছু না। তার সাথে একটা নিরাপদ ভবিষ্যতের জীবনের স্বপ্ন দেখে সে, তবে সেই ভদ্রলোক বিয়েতে আগ্রহ দেখায় না। তারা কখনো বিয়ে করে নি, কিন্তু ১৯৭৯ সালে মহিলা তার নাম বদলে সোলান্ডার থেকে রাখে সালান্ডার। তার মানে, আমার ধারানা, সে দেখাতে চাইছিলো যে তারা একসাথে আছে।"

"কিভাবে এটা ভাবছেন আপনি?"

"জালা। সালান্ডার।"

"হায় ভগবান," বললো ব্লমকোভিস্ট।

"অসুস্থ হওয়ার ঠিক আগে আগে আমি পুরো ব্যাপারটাতে দৃষ্টি দিতে শুরু করেছিলাম। নামটা নেয়ার ব্যাপারে তার অধিকারও ছিলো, কারণ তার মা অর্থাৎ লিসবেথের নানির আসল নাম সালান্ডার। তারপর যা হয়েছে, জালাচেঙ্কো একটা ভিষনরকম সাইকোপ্যাথ হিসেবে নিজেকে প্রমানিত করলো। মদ খেয়ে এ্যাগনেটাকে সাংঘাতিক নির্যাতন করতো। যতদূর জানি, মেয়েটার শৈশব থেকেই এরকম নির্যাতন চলছিলো। সালান্ডারের যতটুকু মনে আছে হঠাৎ হঠাৎ উদয় হতো জালাচেঙ্কো। মাঝে মাঝে অনেকদিনের জন্য চলে যেতো সে, তারপর আবার লুন্ডাগাটানের অ্যাপার্টমেন্টে হাজির হতো। আর প্রতিবারই সেই এক কাহিনী। সেক্স করার জন্য আর মাতলামি করার জন্য আসতো, আর বিভিন্নভাবে লিসবেথের মাকে নির্যাতনের মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটতো। লিসবেথ আমাকে যা বলেছে তাতে মনে হয় এটা শারীরিত নির্যাতনের চেয়েও বেশি কিছু ছিলো। একটা বন্দুক নিয়ে এসে হুমকি দিতো, তাতে মর্ষকামিতা এবং মানসিক বৈকল্যের উপাদান দেখা যায়। সব এক করে দেখেছি যে বছরের পর বছর বিষয়টা খারাপের দিকেই যায়।

আশির দশকের একটা বড় সময় জুড়ে লিসবেথের মা আতঙ্কের মধ্যে কাটিয়েছে।"

"সে কি তার সন্তানদেরকেও মারতো?"

"না, আসলে সে তার মেয়েদের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলো না। খুব কমই তাদের ডেকে কথা বলতো সে। জালাচেঙ্কো এলে তাদের মা তাদের নিজেদের ঘরে পাঠিয়ে দিতো, এবং অনুমতি ছাড়া আসতে দিতো না। কোনো একদিন সে হয়তো লিসবেথ বা তার বোনকে চড় মেরেছিলো, তবে এর কারণ সম্ভবত ওরা তাকে বিরক্ত করছিলো বা সেরকম কিছু হবে। সব হিংস্রতা তার মার প্রতিই ছিলো।"

"হায় ঈশ্বর। বেচারা লিসবেথ।"

মাথা নাড়লো পামগ্রেন। "স্ট্রোক হওয়ার ঠিক এক মাস আগে লিসবেথ আমাকে খোলাখুলিভাবে যা ঘটেছে সব বলে। আমি যখনই মাত্র সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে তার অক্ষমতার ডিক্লেয়ারেশনের সমাপ্তি ঘটাবো। আমি জানি লিসবেথ আমার জানা যেকেউর মতোই স্মার্ট এবং আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে তার কেসটা আমি ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে তুলবো। তখনই আমার স্ট্রোকটা হলো...আর জেগে উঠেতো আমি এখানে।"

সে তার কোয়ার্টারের দিকে ইশারা করলে একজন নার্স দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে কফি নিয়ে এলো। নার্স চলে যাওয়া পর্যন্ত চুপচাপ বসে রইলো পামগ্রেন।

"লিসবেথের কাহিনীর কিছু বিষয় আমি ঠিক বুঝি নি," বললো সে। "এ্যাগনেটাকে প্রায় ডজনখানেকবার জোর করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিলো। তার মেডিক্যাল রেকর্ড আমি পড়েছি। এটা একদম পরিষ্কার যে সে সহিংস নির্যাতনের শিকার হয়েছিলো, সোশাল ওয়েলফেয়ার এটা দেখতে পারতো। কিন্তু কিছুই হয় নি। যখনই সে চিকিৎসা চেয়েছে লিসবেথ আর ক্যামিলাকে সোশাল ইমার্জেন্সী সার্ভিসে থাকতে হতো, তবে যখনই সে ওখান থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরতো আবার একই ঘটনা শুরু হতো। এটাকে আমি শুধুমাত্র সম্পূর্ন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ধ্বংস বলেই ব্যাখ্যা করতে পারি, তাছাড়া এ্যাগনেটা এতোটাই আতঙ্কিত থাকতো যে তার অত্যাচারের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিলো না। তারপর কিছু একটা ঘটে, যেটাকে লিসবেথ বলে 'বাজে ঘটনা'।

"সেটা কি?"

"কয়েকমাসের জন্য চলে গিয়েছিলো জালাচেঙ্কো। লিসবেথের বয়স তখন বারো। সে তখন ভাবতে শুরু করেছে যে জালা চিরতরে চলে গেছে। কিন্তু অবশ্যই তা নয়। একদিন সে ফিরে এলো। এ্যাগনেটা প্রথমে লিসবেথ আর তার বোনকে তাদের ঘরে তালা লাগিয়ে দিলো। এরপর জালাচেঙ্কোর সাথে বিছানায় গেলো। তারপরই লোকটা তাকে মারতে শুরু করলো। মানুষকে মারাটা সে উপভোগ করে। কিন্তু এবার দুটি অসহায় মেয়ে তালাবদ্ধ...জমজ বোন দুটি ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া দেখালো। ক্যামিলা খুব ভয় পেলো যে কেউ জেনে ফেলবে তাদের অ্যাপার্টমেন্টে

কি হচ্ছে। সবকিছু সে লুকাতো আর ভাব করতো যেন তার মাকে কখনো কেউ পেটায় নি। নির্যাতন শেষ হয়ে গেলে ক্যামিলা তার বাবার কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলো এবং ভান করলো যেন সবকিছু ঠিকই আছে।"

"নিজেকে রক্ষা করার জন্য তার নিজস্ব উপায়, কোনো সন্দেহ নেই।"

"ঠিক, তবে লিসবেথের ব্যাপারটা একেবারে ভিন্ন। এবার সে মারার সময় বাঁধা দিলো। রান্নাঘরে গিয়ে ছুড়ি নিয়ে এসে ইয়ালচেঙ্কোর কাঁধে আঘাত করলো। তার কাছ থেকে ছুড়িটা কেড়ে নিয়ে মুখের মধ্যে ঘুষি দেয়ার আগে পাঁচবার তাকে ছুড়িকাঘাত করলো সে। ওগুলো খুব গভীর কোনো আঘাত ছিলো না মনে হয়, কিন্তু আহত শুয়োরের মতই তার রক্তপাত হচ্ছিলো, এবং সে দৌড়ে চলে গেলো।"

"লিসবেথের মতই কাজ এটা।"

হাসলো পামগৃন। "হ্যা, তাই। লিসবেথ সালান্ডারের সাথে কখনো বেশি লাগতে যাবেন না। সারা দুনিয়ার প্রতি তার মনোভাবটা হলো এই যে যদি তাকে কেউ বন্দুক দিয়ে হুমকি দেয়, সে আরো বড় বন্দুক নেবে। আর এটাই আমার ভয় হচ্ছে এখন যা ঘটছে তা দেখে।"

"তো সেই বাজে ঘটনাটা কি?"

"না, না। তখন দুটো ব্যাপার ঘটেছিলো। আমি এটা বুঝতে পারছি না। জালাচেঙ্কোকে এতো সাংঘাতিকভাবে মারা হয় যে তাকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিলো। একটা পুলিশ রিপোর্ট থাকার কথা।"

"তাহলে?"

"অথচ যত দূর আমি খুঁজে পেয়েছি, এর কোনো প্রতিক্রিয়াই হয় নি। লিসবেথের মনে আছে একটা লোক এসে এ্যাগনেটার সাথে কথা বলেছিলো। কি কথা হয়েছে বা লোকটা কে ছিলো তা সে কখনোই জানতে পারে নি। তারপর তার মা তাকে বলে যে জালাচেঙ্কো সবকিছু ক্ষমা করে দিয়েছে।"

"ক্ষমা?"

"এরকম কিছুই সে ব্যবহার করেছিলো।"

আর হঠাৎ করেই ব্লমকোভিস্ট বুঝে গেলো।

বিয়র্ক। কিংবা বিয়র্কের কোনো সহকর্মী। জালাচেঙ্কোর মাধ্যমে কিছু কামিয়ে নেয়া।

ঐ বদমাসগুলো। চোখ বন্ধ করলো সে।

"কি হয়েছে?" পামগৃন জানতে চাইলো।

"আমার মনে হয় বুঝতে পেরেছি কি হয়েছিলো। কেউ এর জন্য টাকা ঢেলেছে। গল্পটা বলে যান আপনি।"

"কয়েক মাসের জন্য জালাচেঙ্কো চলে গেলে লিসবেথ তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো এবং প্রস্তুতি নিলো। প্রতিদিন সে স্কুল ফাঁকি দিয়ে মাকে পাহারা

দিতো। সে আতঙ্কে থাকতো যে জালাচেঙ্কো আসলেই তাকে মেরে ফেলবে। তার বয়স তখন বারো আর মায়ের জন্য সে দায়িত্ব বোধ করতো, কারণ তার মা পুলিশের কাছে যেতে বা জালাচেঙ্কোর সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলতে সাহস পেতো না, কিংবা হয়তো পরিস্থিতির সিরিয়াসনেসটা বুঝতেই পারতো না। কিন্তু শেষপর্যন্ত যেদিন জালাচেঙ্কো এলো, লিসবেথ ছিলো স্কুলে। ঠিক যখন অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে যাচ্ছে, তখনই লিসবেথ বাড়ি ফিরেছে। কোনো কথা বললো না সে, তার দিকে তাকিয়ে শুধু হাসলো। ভেতরে গিয়ে লিসবেথ তার মাকে রান্নাঘরের মেঝেতে অচেতন অবস্থায় পেলো।"

"কিন্তু জালাচেঙ্কো লিসবেথকে স্পর্শও করে নি?"

"গাড়িতে ওঠার সময় লোকটাকে পায় সে। জানালাটা নামিয়ে দেয় সে, সম্ভবত লিসবেথকে কিছু বলার জন্য। লিসবেথও প্রস্তুত ছিলো। গ্যাসোলিন দিয়ে ভরে রাখা একটা দুধের কৌটা ছুঁড়ে মারে গাড়িটা লক্ষ্য করে। তারপর একটা জ্বলন্ত দিয়াশলাই ছোঁড়ে।"

"ওহ, ঈশ্বর।"

"দুইবার সে তার বাবাকে খুন করতে চেষ্টা করেছে। এবার প্রতিক্রিয়া হলো। লুন্ডাগাটানে একটা গাড়ির ভেতরে বসে থাকা একজন পুড়ছে, আগুনের শিখা কারো নজর এড়িয়ে যাবার কথা না।"

"কিন্তু সেতো বেঁচে গেছে।"

"ভয়ঙ্করভাবে সে আহত হয়েছে। তার একটা পা ফেলে দিতে হয়েছে। মুখ আর শরীরের অন্যান্য অংশ মারাত্মকভাবে পুড়ে গিয়েছিলো। শেষপর্যন্ত লিসবেথকে সেন্ট স্টেফানের সাইকিয়াট্রিক ক্লিনিকের শিশু বিভাগে থাকতে হয়েছে।"

প্রতিটা কথা সালান্ডার এরইমধ্যে ভালোভাবে জানার পরও আরো একবার সে বুরম্যানের ফাইলে পাওয়া বিষয়গুলো পুরোটা পড়লো। জানালার পাশের সিটে বসে মিরিয়াম উ'র দেয়া সিগারেটের কেসটা খুললো। একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো। তার জীবন সম্পর্কে কিছু জিনিস খুঁজে পেয়েছে সে যা আগে কখনোই জানতো না।

সত্যি বলতে কি এতো কিছু ঘটেছে যে সে একদম স্থবির হয়ে গেলো। সবচেয়ে বেশি আগ্রহ জাগিয়েছে তাকে ১৯৯১ সালের মার্চে বিয়র্কের করা রিপোর্টটা। বয়স্ক যে মানুষগুলো তার সাথে কথা বলেছে তার মধ্যে কোনটা বিয়র্ক সে ঠিক নিশ্চিত না, তবে মনে হলো সে চেনে। আরেকটা নামে সে নিজের পরিচয় দিয়েছিলো। সিভেন জানসন। তার চেহারা সবকিছু মনে আছে, তার বলা প্রত্যেকটা শব্দ, এবং যে তিনবার তার সাথে দেখা হয়েছিলো তখন তার প্রতিটা

ভঙ্গীমার কথা মন আছে সালান্ডারের।

পুরো ব্যাপারটা ছিলো একটা বিপর্যয়।

গাড়ির ভেতরে জালাচেঙ্কো ভিষনভাবে পুড়ে যায়। দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে সে রাস্তার উপর গড়িয়ে পড়ে, তবে তার পা'টা ভেতরে সিটবেল্টে আটকে থাকে। আগুন নেবানোর জন্য মানুষজন ছুটে আসে, ফায়ার ইঞ্জিন ছুটে এসে আগুন নিবিয়ে দেয়। একটা এ্যাম্বুলেন্স এলে লিসবেথ চেষ্টা করে তারা যেন জালাচেঙ্কোর প্রতি মনোযোগ না দিয়ে তার মাকে দেখতে বাড়ির ভেতরে যায়। তারা তাকে সরিয়ে দেয়, পুলিশ আসলে প্রত্যক্ষ্যদর্শীরা তার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে। তাদের কাছে সে কি ঘটেছে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেও মনে হচ্ছিলো কেউ যেন তার কথা শুনছেই না। আর হঠাৎ করেই আবিষ্কার করলে সে একটা পুলিশ ভ্যানের পেছনের সিটে বসে আছে এবং মিনিটের পর মিনিট, তারপর প্রায় এক ঘণ্টা পরে পুলিশ তাদের অ্যাপার্টমেন্টে তার মাকে দেখতে গেলো।

এ্যাগনেটা সোফিয়া সালান্ডার অচেতন ছিলো, তার মাথায় আঘাত লেগেছে। মারধর করার কারনে ছোট ছোট সেরেব্রাল হেমারেজের মধ্যে প্রথমটা তাকে আঘাত হেনেছে। কখনোই সে ভালো হবে না।

এখন সালান্ডার বুঝতে পারছে কেন কেউ পুলিশ রিপোর্টটা পড়ে নি, পামগ্রেন কেন এটা রিরিজ করতে ব্যর্থ হয়েছে আর এখনো কেন প্রোসিকিউটর একস্ট্রম যে কি না তাকে খুঁজছে, এটা পড়ে দেখার সুযোগ পায় নি। রেগুলার পুলিশ এটা লিখে নাই। সিকিউরিটি পুলিশে একটু সাবধানে এটা রাখা হয়েছে। এর উপরে রাবার স্ট্যাম্প দিয়ে লেখা আছে যে রিপোর্টটা ন্যাশনাল সিকিউরিটি ল অনুযায়ী টপ সিক্রেট বলে বিবেচিত।

জালাচেঙ্কো সাপোর হয়ে কাজ করতো।

এটা কোনো রিপোর্ট না, একটা গোপনীয়তা। এ্যাগনেটা সালান্ডারের চেয়ে ইয়ালচেঙ্কো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তার ব্যাপার প্রকাশ করা বা চিহ্নিত করা যাবে না। জালাচেঙ্কোর কোনো অস্তিত্ব নেই। সমস্যাটা জালাচেঙ্কো না-সমস্যা লিসবেথ সালান্ডার, একটা ছিটগ্রস্থ বাচ্চা যে কি না দেশের সবচেয়ে জরুরী সিক্রেট ফাঁস করে দেবার হুমকি দিয়েছে।

এমন একটা সিক্রেট যার ব্যাপারে কিছুই সে জানে না। চিন্তা করতে লাগলো সালান্ডার। সুইডেনে আসার অল্প দিনের ভেতর জালাচেঙ্কোর সাথে তার মায়ের দেখা হয়। তার আসল নামটা তাকে বলেছিলো সে। হয়তো বা তখনো তাকে অন্য কোনো নাম দিয়ে গোপন রাখা হয় নি অথবা কোনো সুইডিশ আইডেন্টিটি দেয়া হয় নি, অথবা দিলেও সেটা তার কাছে ব্যবহার করে নি। সালান্ডারের মা শুধু তার আসল নামটা জানে। কিন্তু সুইডিশ সরকার তাকে এতটা নতুন নাম দেয়। লিসবেথ বুঝতে পারলো এ'জন্যই এতোগুলো বছরে কোনো পাবলিক রেকর্ডে তার নাম খুঁজে

পায় নি।

আসল জায়গাটা ধরতে পেরেছে সে। জালাচেঙ্কোকে যদি সহিংস নির্যাতনের জন্য অভিযোগ করা হতো, তাহলে এ্যাগনেটা সালান্ডারের আইনজীবিরা তার অতিত খুঁজতে শুরু করতো। আপনি কোথায় কাজ করতেন, জালাচেঙ্কো? আপনার আসল নাম কি? কোত্থেকে এসেছেন আপনি?

সালান্ডার যদি সোশাল সার্ভিসের সাথে সবকিছু চুকিয়ে দিতো, কেউ হয়তো বিষয়টা খতিয়ে দেখতো। এতো অল্প বয়সে তাকে অভিযুক্ত করা হয় নি, তবে গ্যাসোলিন-বোমা আক্রমনটা যদি বিশদভাবে তদন্ত করা হতো, একই ব্যাপার ঘটতো। পত্রিকার শিরোনামগুলো সে কল্পনা করতে পারছে। বিশ্বস্ত কারো দ্বারা তদন্তটা পরিচালনা করা দরকার। তারপর টপ সিক্রেট লেখা এবং সেটাকে এমনভাবে বন্দী করে রাখা যাতে কেউ খুঁজে না পেতে পারে। আর এমন কি সালান্ডারকেও এমনভাবে বন্দী করে রাখা যাতে কেউ খুঁজে না পায়।

গুনার বিয়র্ক। সেন্ট স্টেফান্স। পিটার টেলিবোরিয়ান।

প্রিয় সরকার ব্যবস্থা...তোমার সাথে আমি একটা সিরিয়াস আলাপ করতে যাচ্ছি যদি কখনো কাউকে আমি কথা বলার মত খুঁজে পাই।

এলোমেলো চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে সে ভাবছিলো স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী হয়তো তাদের ডিপার্টমেন্টের ফ্রন্ট ডোর দিয়ে একটা পেট্রলবোমা ছুঁড়ে মারবে।

কিন্তু কারো অনুপস্থিতিতে দায়িত্বটা কে নেবে, টেলিবোরিয়ান ভালো অবলম্বন ছিলো। এই গোলমালের বাকিটুকু শেষ হওয়ার পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে তার সাথে মোকাবেলা করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিলো।

তবে সে এখনো সম্পূর্ন চিত্রটা বুঝতে পারছে না। হঠাৎ করেই এতোগুলো বছর পরে জালাচেঙ্কো জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সিভেনসনের দ্বারা উন্মোচিত হওয়ার আতঙ্কে ছিলো সে। সিভেনসন আর জোহানসন। তার ফিঙ্গারপৃন্টসহ বন্দুক...জালাচেঙ্কো কিংবা মৃত্যুটা কার্যকর করার জন্য যাকেই সে পাঠিয়ে থাকুক, কেউ জানতো না সে বুরম্যানের ডেস্কের ড্রয়ারে রিভলভারটা পেয়েছিলো এবং ওটায় হাত দিয়েছে। এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার, তবে তার কাছে এটা এরই মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে বুরম্যান এবং জালার মধ্যে একটা যোগসুত্র আছে।

গল্পটা এখনো পরিপূর্নতা পায় নি। এটা নিয়ে আরো ভাবতে লাগলো সে, পাজলের টুকরাগুলো একটা একটা করে জোড়া দেয়ার চেষ্টা করলো।

একটাই যৌক্তিক জবাব পাওয়া গেলো।

বুরম্যান।

ওর জীবন নিয়ে বুরম্যান অনুসন্ধান চালিয়েছে। সে'ই যোগসূত্রটা আবিষ্কার করেছে। জালাচেঙ্কোর কাছে গেছে।

ওর কাছে বুরম্যানের ধর্ষণের ভিডিওটা আছে। এটাই তার হাতিয়ার। হয়তো

সে স্বপ্ন দেখেছে যে জালাচেঙ্কো জোর করে তাকে ওটা ফিরিয়ে দিতে বলবে।

জানালার পাশের সিট থেকে উঠে সে ডেস্কের ড্রয়ারটা খুললো, তারপর ডিভিডিটা নিয়ে তাতে মার্কার পেন দিয়ে 'বুরম্যান' লিখলো। এটাকে এমন কি কোনো প্লাস্টিকের ব্যাগেও ভরে নি। দুই বছর আগে বুরম্যানকে দেখানোর পর থেকে এটা সে কখনো দেখেও নি। হাতে নিয়ে দেখে আবার ড্রয়ারে রেখে দিলো।

বুরম্যান একটা আহাম্মক। সে যদি শুধুমাত্র দূরত্ব বজায় রাখতো সালান্ডার তার অক্ষমতার ডিক্লেয়ারেশন উঠে গেলেই তাকে মুক্তি দিয়ে দিতো। জালাচেঙ্কোর পোশাকুত্তায় পরিণত হতো সে, আর এটাই হতো তার উত্তম শাস্তি।

জালাচেঙ্কোর নেটওয়ার্ক। কিছু কর্মকান্ড চলে সাভাভেলসিও এমসির মাধ্যমে। ব্লন্ড দানব।

সে'ই হচ্ছে তার মুল চাবিকাঠি।

তাকে খুঁজে বের কারে জানতে হবে জালাচেঙ্কো কোথায়।

আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরে সিটাডলের দিকে তাকিয়ে রইলো। গ্রোনালান্ডের রোলার কোস্টারটা দেখছে সে। এবং কোনো একটা ফিল্মে দেখা কণ্ঠস্বর নকল করে সে বললো *বা-আ-আ-বা-আ-আ-আ, আমি তোমাকে ধরতে আসছি-ই-ই-ই।*

৭:৩০টা সময় সে টিভিটা খুলে দেখতে চাইলো লিসবেথ সালান্ডারকে খোঁজার ব্যাপারে কি অগ্রগতি হলো। যা দেখলো তাতে সে হতবিহ্বল হয়ে গেলো।

৮:০০টা বাজার ঠিক পরপর শেষপর্যন্ত ফাস্টকে মোবাইলে পেলো বাবলাস্কি। কোনো বাড়তি আলাপ করলো না তারা। জানতে চাইলো না ফাস্ট কোথায় ছিলো বা কি, শুধু ঠাণ্ডা মাথায় তার নির্দেশ দিয়ে গেলো।

ঐদিন সকালে হেডকোয়ার্টারে ফাস্ট যে তামাশা করেছে তার চাকরিজীবনে আর কখনোই তা করে নি। মোবাইলটা বন্ধ করে সেন্ট্রাল স্টেশনের বারে বসে বসে দুইটা বিয়ার খেয়েছে আর রাগে গজগজ করেছে।

তারপর বাড়ি গিয়ে গোসল সেরে বিছানায় গেছে।

ঘুম থেকে জেগে উঠে যখন সংবাদ শিরোনামগুলো শুনছিলো, তার চোখ দুটো প্রায় বিস্ফারিত হয়ে গেলো। নিকভার্নে মৃতদেহ পুঁতে রাখা হয়েছে। সাভাভেলসিও এমসি'র একজন নেতাকে সালান্ডার গুলি করেছে। দক্ষিনের উপশহরে পুলিশ খোঁজ চালিয়েছে। নেটওয়ার্কটা শক্ত করা হচ্ছে।

মোবাইলটা চালু করলো সে।

প্রায় সাথে সাথেই বাপ্কোৎ বাবলাস্কি ফোন করলো। সে বললো যে তদন্তটা ফোকাস করা হচ্ছে এখন অন্য আরেকজন খুনিকে চিহ্নিত করতে, আর ফাস্টকে

নিকভার্ণের অপরাধস্থলে থাকা হোমবার্গের সাথে থেকে তাকে সাহায্য করতে হবে। সালান্ডারের জন্য নিয়োজিত তদন্তটা আপাতত গুছিয়ে নিকভার্নে গিয়ে সিগারেটের টুকরা সংগ্রহ করবে ফাস্ট। অন্যরা সালান্ডারকে খুঁজবে।

এসব কিছুর মধ্যে সাভাভেলসিও এমসি আবার করছেটা কি?

মনে হয় ঐ গমকামী মোদিজির কিছু একটা কারণ আছে এখানে।

এটা সম্ভব না।

এটা সালান্ডারেরই কাজ।

তাকে সে ধরতে চায়। এমনভাবে তাকে ধরবে যেন মেয়েটা ব্যথা পায়, যেভাবে সে তার মোবাইলটা ধরে।

ছোট ঘরটার জানালার পাশে ব্লমকোভিস্টকে এপাশ ওপাশ করতে দেখছে পামগৃন। সন্ধ্যা ৭:৩০টা প্রায় বেজে যাচ্ছে, তারা প্রায় এক ঘণ্টা ধরে অবিরাম কথা বলে গেছে। শেষমেষ পামগৃন ব্লমকোভিস্টের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য টেবিলের উপর টোকা মারলো। "চলে যাওয়ার আগে বসুন।"

বসলো ব্লমকোভিস্ট।

"এই গোপন বিষয়গুলো আমি কখনোই বুঝতে পারি নি যতক্ষণ না আপনি জালাচেঙ্কোর ব্যাকগ্রাউন্ড বলেছেন আমায়। লিসবেথ আমার কাছে ওর অনুমানের কথা বলেছে যে লোকটা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, আমি শুধু তাই জানতাম।" বললো পামগৃন।

"পিটার টেলিবোরিয়ান।"

"তার সাথে নিশ্চয়ই বিয়র্কের কোনো চুক্তি হয়েছিলো। কোনো না কোনোভাবে তারা একসাথে কাজ করতো।"

গভীরভাবে চিন্তিত হয়ে মাথা নাড়লো ব্লমকোভিস্ট। যাই হোক না কেন, টেলিবোরিয়ান সাংবাদিকদের একটা লক্ষ্যবস্তু হতে যাচ্ছে।

"লিসবেথ আমাকে বলেছে যে তার কাছ থেকে আমার দূরে থাকা উচিত। আর সে একটা শয়তান।"

তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো পামগৃন। "এটা সে কখন বলেছে?"

কিছুক্ষণ ব্লমকোভিস্ট কোনো কথা বললো না। তারপর হেসে পামগৃনের দিকে তাকালো।

"গোপন বিষয়, বাদ দিন। লুকিয়ে থাকার সময়টাতে আমার সাথে তার যোগাযোগ হয়েছে। কম্পিউটারের মাধ্যমে। তার দিক থেকে সংক্ষিপ্ত মেসেজ, তবে সে সবসময় আমাকে সঠিক নির্দেশনা দিয়েছে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো পামগৃন। "আপনি নিশ্চয়ই এটা পুলিশকে বলেন নি।"

“না, একদম না।”

“আর আপনি আমাকেও বলেন নি। কম্পিউটারে সে খুবই দক্ষ।” কতটা ভালো আপনার কোনো ধারণাই নেই।

“আমার পরিপূর্ন বিশ্বাস আছে মেয়েটার উপর যে সে তার পায়ের উপরে দাঁড়বার ক্ষমতা রাখে। টাকা-পয়সার অভাব থাকলেও সে টিকে থাকতে জানে।”

সেরকম অভাবে নেই সে। প্রায় তিন বিলিয়ন ক্রোনার চুরি করেছে সে। না খেয়ে থাকবে না। স্বর্ণ দিয়ে ভরে আছে তার ব্যাগ, অনেকটা পিপ্পি লংস্টকিং-এর মত।

“আমি যেটা ঠিক বুঝি না তাহলো এতোগুলো বছর ধরে আপনি কেন তার কেসটা দেখলেন না।”

আবারো দর্ঘিশ্বাস ফেললো পামগৃন। সীমাহীন দুঃখবোধ হলো তার।

“আমি ব্যর্থ হয়েছি,” বললো পামগৃন। “তার ট্রাস্টি যখন হলাম আমি, সে তখন একগাদা সমস্যাজর্জরিত তরুণী। আমি আরো ডজনখানেকে ব্যাক্তির জন্য লড়েছি আমি। সমাজ কর‍্যান মন্ত্রী স্টেফান ব্রাদেনয়োর কাছ থেকে এসাইনমেন্টটা পাই। এরই মধ্যে সালান্ডার সেন্ট স্টেফানে ছিলো, আর প্রথম বছরটাতে আমি ওকে দেখতেও পারি নি। টেলিবোরিয়ানের সাথে আমি কয়েকবার কথা বলেছি, সে বলে যে সালান্ডার মানসিক রোগী এবং যতটুকু সম্ভব সর্বোচ্চ চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে তাকে। তার কথা বিশ্বাস করি আমি–কেন করবো না? তবে আমি ইয়োনাস বেরিঙ্গারের সাথেও কথা বলি, তখন সিনিয়র ক্লিনিশিয়ান ছিলো সে। ওর কেসটা নিয়ে তার কিছু করার ছিলো বলে মনে হয় নি আমার। আমার অনুরোধে সে একটা এসেসমেন্ট করে, তখন আমরা চেষ্টা করি তাকে আবার সমাজে ফিরিয়ে আনতে কোনো আশ্রয়দাতা পরিবারের মাধ্যমে। সেই সময় তার বয়স ছিলো পনেরো।”

“আপনি বছরের পর বছর ধরে তাকে সাহায্য করে যান।”

“খুব বেশি নয়। টানেলবানার এ ঘটনার পর আমি ওর পক্ষ নেই। এসময়ের মধ্যে তাকে আমি চিনতে শুরু করেছি এবং তাকে আমি খুব পছন্দ করতাম। মেয়েটা দুরন্ত। কোনো প্রতিষ্ঠানে পাঠানো থেকে আমি তাদের বিরত করি। তার মুল্য দিতে হয়েছে এভাবে যে তাকে অক্ষম ঘোষণা করা হয় এবং আমি তার গার্জেন হই।”

“আমার মনে হয় না বিয়র্ক কোর্টে কি সিদ্ধান্ত নিতে হবে তা বলার মত পাগলামি করেছে। এটা মনোযোগ আকর্ষণ করতো। সালান্ডারকে সে বন্দী করে রাখতে চেয়েছিলো, বরং টেলিবোরিয়ান এবং অন্যান্যদের সাইকিয়াট্রিক এসেসমেন্টের দ্বারা এমন একটা চিত্র তুলে ধরতো যেন কোনো আশাই আর নেই, ধারণা করতো কোর্ট কোন যৌক্তিক সমাধানে আসবে। কিন্তু তার বদলে তারা আপনার পরামর্শ গ্রহণ করে।”

"আমি কখনো ভাবি নি সে গার্জেনশিপের অধীনে থাকবে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, রুলিংটা বদলানোর জন্যও কোনো চেষ্টা আমি করি নি। আরো আগে জোর করে আমি এটা করতে পারতাম। কিন্তু লিসবেথের দ্বারা আমি এতোটাই অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলাম...এটা আমি হতে দেই নি। অনেক বেশি কাজে জড়িয়ে পড়েছিলাম। আর তারপরই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি।"

"আপনার নিজেকে দোষারোপ করার কিছু নেই। এতোদিন ধরে তার স্বার্থটা আর কেউ এরচেয়ে ভালোভাবে দেখে নি কখনো।"

"সবসময় সমস্যাটা এমন ছিলো যে আমি ঠিকমত সব জানতাম না। লিসবেথ ছিলো আমার ক্লায়েন্ট, কিন্তু কখনো সে জালাচেঙ্কো সম্পর্কে একটা কথাও উচ্চারণরন করে নি। সেন্ট স্টেফান থেকে চলে আসার পরে তার কয়েকবছর লেগেছে আমার উপর বিশ্বাস আনতে। শুধুমাত্র হেয়ারিং এর পর থেকে আস্তে আস্তে সে আমার সাথে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতার বাইরে যোগাযোগ করতে শুরু করে।"

"জালাচেঙ্কো সম্পর্কে সে কখন থেকে আপনার সাথে কথা বলতে শুরু করে?"

"আমার মনে হয় সবকিছু স্বত্তেও সে আমাকে বিশ্বাস করতে থাকে। তাছাড়া বেশ কয়েকবার আমি তার অক্ষমতার ডিক্লেয়ারেশন তুলে ফেলার কথা বলি। আসলে সে এটা নিয়ে অনেক ভেবেছে এবং একদিন আমার সাথে কথা বলতে চায়। তারপর সে জালাচেঙ্কোর কাহিনী বলে, যা যা ঘটেছে তার সব সে বলে। আপনি হয়তো প্রশংসা করবেন যে তার কাছ থেকে এ'টুকু উদ্ধার করা আমার জন্য অনেক। কিন্তু আমি সরাসরি কাহিনীটা খতিয়ে দেখা শুরু করি। সুইডেনের কোনো ডাটাবেসে আমি জালাচেঙ্কোর নাম খুঁজে পাই নি। মাঝে মাঝে ভাবতাম পুরো বিষয়টা তার কল্পনা কি না।"

"আপনার স্ট্রোক হওয়ার পর বুরম্যান তার গার্জেন হয়। এটা কোনো দৈব ঘটনা নয়।"

"না। জানি না আমরা কখনো এটা প্রমান করতে পারবো কি না, তবে আমার মনে হয় আমরা যদি ভালোভাবে চেষ্টা করি তবে বের করতে পারবো...বিয়র্কের পরে কে দায়িত্ব পায় এবং জালাচেঙ্কো এফেয়ারটা চুকে ফেলার দায়িত্ব কে পায়।"

"সাইকিয়াট্রিস্ট বা কর্তৃপক্ষের সাথে লিসবেথের কথা না বলতে চাওয়াতে অবাক হচ্ছি না আমি," বললো ব্লমকোভিস্ট। "যতবার কথা বলেছে ততবারই পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে। কি ঘটেছে তা বলতে চেয়েছে সে, কিন্তু কেউ তা বিশ্বাস করে নি। মেয়েটা, নিজেই একটা শিশু, তার মাকে একটা সাইকোপ্যাথের কাছ থেকে বাঁচাতে চেয়েছে। শেষমেষ একমাত্র সেই কাজটাই করেছে সে যা করতে পারবে বলে মনে হয়েছে তার। আর "খুব ভালো করেছ' বা "ভালো মেয়ে' এই কথাটার পরিবর্তে তাকে একটা আশ্রমে আটকে রাখা হয়েছে।"

"ব্যাপারটা এতো সহজ না। আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন যে লিসেবেথের আসলেই কিছু একটা ঝামেলা ছিলো," তীক্ষ্মস্বরে বললো পামগৃন।

"কি বলতে চাচ্ছেন আপনি?"

"আপনিতো জানেন যে বেড়ে ওঠার সময়টাতে অনেক ঝঞ্ঝাট তাকে পোহাতে হয়েছিলো, স্কুল বা ঐসব স্থানে সমস্যা হয়েছিলো তার।"

"প্রতিটা দৈনিকেই এটা বেরিয়েছিলো। তাছাড়া তার মত শৈশব হলে আমাকেও স্কুলে সমস্যায় পড়তে হতো।"

"বাড়ির সমস্যাকে ছাপিয়ে তার সমস্যা দানা বেঁধেছিলো। সবগুলো সাইকিয়াট্রিক এসেসমেন্ট পড়েছি আমি, তাদের কোনো ডায়াগনসিস পর্যন্ত হয় নি। আমার মনে হয় লিসবেথ সালান্ডার যে আর দশ জনের মত স্বাভাবিক নয় তাতে আমরা একমত হবো। তার সাথে কখনো দাবা খেলেছেন?"

"না।"

"তার ফটোজেনিক মেমোরি আছে।"

"আমি জানি। তার সাথে কাজ করতে গিয়ে এটা টের পেয়েছি।"

"ও পাজল ভালোবাসে। একবার ক্রিস্টমাস ডিনারে এলে আমি তাকে মেনসা ইন্টেলিজেন্স টেস্ট এর কয়েকটা ধাঁধা সমাধান করতে প্রলুদ্ধ করি। ওটা ছিলো এমন যে আপনাকে পাঁচটা একই ধরনের সিম্বল দিয়ে ষষ্ঠটা দেখতে কেমন হবে বের করা। আমি নিজে নিজে চেষ্টা করে অর্ধেকটা প্রায় করেই ফেলেছিলাম। দুইটা রাত আমি এর পেছনে ব্যয় করেছি। ও একবার মাত্র কাগজটার দিকে তাকিয়েই প্রতিটা প্রশ্নের সঠিক জবাব দিয়ে দেয়।"

"লিসবেথ খুবই ব্যতিক্রমী একটা মেয়ে।"

"অন্য মানুষদের সাথে সম্পর্কস্থাপনে তাকে খুব বেগ পেতে হয়। আমার মনে হয় ওর মধ্যে *Asperger's syndrome* বা এরকম কিছু আছে। *Asperger*-এর রোগীদের ক্লিনিক্যাল ডায়াগনসিস পড়লে আপনি দেখবেন লিসবেথের সাথে তার অনেক মিল, তবে কিছু কিছু লক্ষণ সবার সাথে নাও মিলতে পারে। মনে রাখবেন তাকে যারা শান্তিতে থাকতে দেয় এবং সম্মানের চোখে দেখে তাদের জন্য কিন্তু সে একদমই বিপজ্জনক কেউ না। তবে সে সহিংস, কোনো সন্দেহ নেই," নিচু স্বরে বললো পামগৃন। "তাকে যদি উসকানি কিংবা কোনো হুমকি দেয়া হয়, হিংস্রতার সাথে পাল্টা আঘাত করবে সে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ব্লমকোভিস্ট।

"প্রশ্নটা হচ্ছে, আমরা কতটা জানি?" পামগৃন বললো।

"জালাচেঙ্কোকে পেয়েছি আমরা," বললো ব্লমকোভিস্ট।

সেই সময় ডঃ সিভারনন্দন এসে দরজায় টোকা দিলো।

"আশা করি আপনাদের বিরক্ত করছি না। তবে আপনারা যদি লিসবেথের ব্যাপারে আগ্রহী হন তাহলে টিভিটা ছেড়ে নিউজ দেখতে পারেন।"

অধ্যায় ২৯

বুধবার, এপ্রিল ৬–বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ৭

ক্রোধে কাঁপছিলো সালান্ডার। ঐদিন সকালে সে বুরম্যানের কেবিনে শান্ত আর মাথা ঠাণ্ডা অবস্থায় গিয়েছিলো। আগের দিন রাত থেকে তার কম্পিউটার চালু করে নি সে, আর দিনের বেলায় সে নিউজ শোনায় ব্যস্ত ছিলো। স্টলারহোমের ঘটনাটার অর্ধেকটা সে উল্লেখ থাকবে বলে আশঙ্কা করেছিলো, কিন্তু আচমকা এই ঝড়ের জন্য সে একদম প্রস্তুত ছিলো না যা সে টিভি নিউজে শুনতে পেলো এখন।

মিরিয়াম উ সোদার হাসপাতালে আছে, লুন্ডাগাটানের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে থেকে বিশালদেহী লোকটা তাকে কিডন্যাপ করে ভয়াবহভাবে পিটিয়েছে। তার অবস্থা মারাত্মক বলে বর্ননা করা হয়েছে।

প্রাক্তন পেশাদার বক্সার পাওলো রবার্তো তাকে উদ্ধার করেছে। নিকভার্নের এই ওয়ারহাউজে সে কি করে গেলো এটা জানা যায় নি। হাসপাতাল থেকে বের হওয়ার পরে রিপোর্টাররা তাকে ঘিরে ধরলেও সে কোনো মন্তব্য করে নি। তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে পেছনে হাত বাঁধা অবস্থায় সে দশ রাউন্ড খেলেছে।

মিরিয়াম উকে যেখানে নির্যাতন করা হয় তার কাছাকাছি জঙ্গলে দুটো মৃতদেহ পাওয়া গেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে পুলিশ তৃতীয় আরেকটা জায়গাও খুঁড়তে যাচ্ছে, আর হয়তো এটাই শেষ নয়।

তাছাড়া ফেরারী লিসবেথ সালান্ডারের জন্য এখনো অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে।

তারা তাহলে বলছে যে নেটওয়ার্ক শক্ত করা হয়েছে। স্টলারহোমেনের চারপাশটা পুলিশ ঘিরে রেখেছিলো সেই দিন। সশস্ত্র আর বিপজ্জনক অবস্থায় ছিলো সালান্ডার। একটা নরককের কীট মটরআরোহীকে সে গুলি করেছে, সম্ভবত দুটো। গোলাগুলিটা হয়েছে নির বুরম্যানের সামার কেবিনে। সন্ধ্যার মধ্যে পুলিশ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে সে হয়তো পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। একটা পেস কনফারেন্স আয়োজন করে একস্ট্রম। তার কথাবার্তা রহস্যময়। না, সে বলতে পারছে না সালান্ডারের সাথে এ নরকের কীটগুলো কোনো রেনদেন আছে কি না। না, সে নিশ্চিত না গুজব অনুযায়ী নিকভার্ণের ওয়্যারহাউজে সালান্ডারকে দেখা গিয়েছিলো কি না। না, এটা কোনো আন্ডারওয়ার্ল্ড গ্যাংদের মধ্যে মারামারির ঘটনা না। না, এটাও নিশ্চিত না যে এসকেডের খুনের ঘটনায় সালান্ডার একাই দায়ী। তাকে তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে শুধু এটা জানার জন্য যে খুনের পরিস্থিতিটা কি ছিলো।

ভ্রু কুঁচকালো সালান্ডার। পুলিশের তদন্তে কিছু অদলবদল হয়েছে। অনলাইনে গিয়ে সে সংবাদপত্রের রিপোর্ট পড়লো প্রথমে, তারপর এক এক করে একস্ট্রম, আরমানস্কি আর ব্লমকোভিস্টের হার্ড ড্রাইভে প্রবেশ করলো।

একস্ট্রমের ইমেইলে বেশ কিছু মেসেজ ওর দৃষ্টি কাড়লো, বিশেষ করে ৫:২২ এ ইয়ান বাবলাস্কির পাঠানো একটা মেমো। সংক্ষিপ্ত ই-মেইলটা একস্ট্রমের তদন্ত পরিচালানা ব্যবস্থাপনার জন্য সাংঘাতিকরকম সমালোচনামুখর। তার দাবী, ক) ইন্সপেক্টর মোদিজিকে দ্রুত পুনঃবহাল করা হোক; খ) বিকল্প কিছুর উপর এন্সকেডের হত্যাকান্ডের তদন্তের ফোকাস করা হোক; এবং গ) কোনো রকম দেরী না করে জালা নামক ব্যক্তির উপর গবেষণা পরিচালিত হোক।

একটা মাত্র প্রমানের উপর ভিত্তি করে সালান্ডারকে অভিযুক্ত করা হয়েছে-খুনের অস্ত্রে তার ফিঙ্গারপৃন্ট। যেটা প্রমান করে যে ওটা সে হাতে নিয়েছে কিন্তু গুলি করার কোনো প্রমান নেই, কিংবা সে খুনের শিকার ব্যক্তিদের উপরই গুলি চালিয়েছে তাও প্রমান করে না।

এখন আমরা জানি যে অন্যান্য ক্রিড়নক জড়িত আছে এখানে। সোদারতালের পুলিশ কার্ল-ম্যাগনাস লুন্ডিনের চাচাতো ভাইয়ের মালিকানাধীন একটা ওয়্যারহাউজের কাছে মাটিতে পুঁতে রাখা দুটো মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছে। এটা স্পষ্ট যে এই দুইটা খুনের সাথে সালান্ডারের জড়িত থাকার সম্ভাবনা নেই, সে যতই সহিংস হোক না কেন।

বাবলাস্কি এই বলে শেষ করে যে তার দাবীগুলো যদি না মানা হয় তবে সে তদন্ত টিম ছেড়ে দেবে, শান্তমাথায় এটা সে করতে ইচ্ছুক না। একস্ট্রমে জবাবে জানিয়েছে বাবলাস্কি যেটা ভালো মনে করে সেটাই করতে পারে। আরমানস্কির হার্ডড্রাইভে সালান্ডার আরো মজার তথ্য পেলো। মিল্টনের পেরোল অফিসার এটা লিখেছে যে নিকলাস হেডস্ট্রম কোম্পানি ছেড়ে চলে গেছে, অতি দ্রুত এটা কার্যকর হবে। তাকে ভ্যাকেশন ডেপ আর তিনমাসের জন্য বরখাস্থ করা হলো। দায়িত্বরত ম্যানেজার একটা ইমেইলে জানিয়েছে যে হেডস্ট্রম যদি ফিরে আসে তাহলে তাকে অফিস থেকে বের করে দেয়া হবে। টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টে পাঠানো ইমেইলে তাদের পরামর্শ দেয়া হয়েছে হেডস্ট্রমের কার্ড কি যাতে অচল করে দেয়া হয়।

তবে সবচেয়ে আগ্রহোদ্দিপক ই-মেইলটা আরমানস্কির সাথে মিল্টন সিকিউরিটির আইনজীবি ফ্রাঙ্ক এলেনিয়াসের, সেখানে আরমানস্কি জানতে চেয়েছে সালান্ডারকে যদি কাস্টডিতে নেয়া হয় তাহলে তার পক্ষে লড়াই করার সবচেয়ে ভালো উপায় কি হতে পারে। জবাবে এলেনিয়াস বলে যে মিল্টনের একজন প্রাক্তন কর্মচারীর ব্যাপারে এতোটা মাথা ঘামানোর কিছু নেই যে কি না একটা খুনের সাথে জড়িত-মিল্টন সিকিউরিটি এতে জড়িত এই ব্যাপারটা খুব একটা ভালো ফল আনবে না। আরমানস্কি বেশ কড়াভাবে জবাবসদিয়েছে যে সালান্ডারের কোনো

খুনের সাথে জড়িত থাকাটা এখনো প্রশ্নবিদ্ধ, তাছাড়া সে তার একজন প্রাক্তন কর্মীকে সহযোগিতা করতে চায় যাকে সে নির্দোষ মনে করে।

সালাভার দেখলো গতকাল সকাল থেকে ব্লমকোভিস্ট তার কম্পিউটারে বসে নি। কাজেই কোনো খবর নেই।

আরমানস্কির অফিসে বোমান তার ফোল্ডারটা রাখলো। ধপ করে বসলো সে। সেটা খুলে ফ্রাঙ্কলান্ড পড়তে লাগলো। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আরমানস্কি বাইরে গামলা স্টানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

"এটা আমার দেয়া শেষ রিপোর্ট। এই তদন্ত থেকে আমাকে বাদ দেয়া হয়েছে," বললো বোমান।

"আপনার দোষ না," ফ্রাঙ্কলান্ড বললো।

"না, আপনার দোষ নয়," বলতে বলতে বসলো আরমানস্কি। গত দুই সপ্তাহ ধরে বোমান যতগুলো রিপোর্ট দিয়েছে তার সব ম্যাটেরিয়াল কনফারেন্স টেবিলে একসাথে স্তুপ করেছে সে।

"বাবলাস্কির সাথে কথা হয়েছে আমার। আপনি বেশ ভালো করেছেন, সনি। আপনাকে হারিয়ে সে দুঃখপ্রকাশ করেছেন, কিন্তু হেডস্ট্রমের কারনে তার আর কোনো উপায় নেই।"

"সেটা ঠিক আছে। আমি দেখেছি যে এই মিল্টনে আমি কুংসহোমেনের চেয়ে ভালো আছি।"

"একটা সারসংক্ষেপ আমাদের বলবেন আপনি?"

"হু, লিসবেথকে খুঁজে পাওয়া যদি আমাদের লক্ষ্য হয়ে থঅকে, তাহলে স্পষ্টতই ব্যর্থ হয়েছি আমরা। একগাদা প্রতিযোগিতাপরায়ন ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত একটা বিশৃঙ্খল তদন্তকাজ, তদন্তের উপরে মনে হয় বাবলাস্কির কোনো নিয়ন্ত্রনই নেই।"

"হ্যান্স ফাস্ট-"

"ফাস্ট সত্যি একটা জঞ্জাল। তবে সমস্যাটা শুধু ফাস্ট আর একটা এলোমেলো তদন্তই না। বাবলঅস্কি দেখেছে যে তারা যত দূর পারছে ঠিক পথেই এগুচ্ছে। ব্যাপারটা হচ্ছে, নিজেকে রক্ষা করার ব্যাপারে সালাভার খুবই ওস্তাদ।"

"কিন্তু আপনা কাজতো শুধু সালাভারকে ফাঁদে ফেলা না," আরমানস্কি বললো।

"না, আমি কৃতজ্ঞ যে আমরা হেডস্ট্রমকে আমার অন্য এসাইনমেন্ট সম্পর্কে বলি নি যে আমরা আপনার গুপ্তচর হয়ে কাজ করছি এবং সালাভারকে যাতে মিথ্যে অভিযুক্ত না করা হয়।"

"তো, এখন আপনি কি ভাবছেন?"

"শুরুতে আমি ধরেই নিয়েছিলাম সালান্ডার অপরাধী। আজ আমি ঠিক নিশ্চিত নই। অনেক কিছু ঠিক মিলছে না..."

"আচ্ছা?"

"হ্যা, আমি তাকে আর প্রধান সন্দেহভাজন মনে করছি না। মিকাইল ব্লমকোভিস্টের যুক্তিতে কিছু আছে বলেই এখন আমি ভাবতে শুরু করেছি।"

"তার মানে হচ্ছে খুনিদের চিহ্নিত করে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। আমরা কি শুরু থেকে তদন্ত শুরু করতে পারি? কফিতে চুমুক দিতে দিতে আরমানস্কি বললো।

জঘন্যতম একটা রাত কাটলো সালান্ডারের। জালাচেঙ্কোর গাড়িতে অগ্নিবোমার কথা মনে করলো সে। ঐ ঘটনার পর দুঃস্বপ্ন থেমে গিয়েছিলো। তার অন্যান্য আরো সমস্যা ছিলো, তবে সেগুলো ওকে নিয়েই আর তা সামলাতে পারতো সে। এখন সমস্যা মিম্মিকে নিয়ে।

মিম্মিকে পেটানো হয়েছে এবং সে এখন হাসপাতালে। ওতো নির্দোষ ছিলো। এর কোনো কিছুর মধ্যে সে জড়িত নয়। তার একমাত্র অপরাধ সে সালান্ডারকে চেনে।

নিজেকে অভিশাপ দিলো সে। অপরাধবোধে ভুগছে সে। সব দোষ তার। তার ঠিকানাটা গোপন থাকায় সে নিরাপদে আছে। আর সেই মিম্মিকে তার অ্যাপার্টমেন্টে থাকার জন্য প্রভাবিত করেছে, এমন একটা ঠিকানা যা খুঁজে পাবে যে কেউ।

"এতোটা অবিচেক কিকরে হলো সে? মনে হয় সে নিজেকে ঠিক এভাবে পেটাতে পারতো।

এতো খারাপ লাগছিলো তার যে চোখে পানি এসে গেলো। কিন্তু সালান্ডার কখনো কাঁদে না। চোখ মুছে ফেললো।

রাত ১০:৩০ এ এতা অস্থির লাগছিলো তার যে অ্যাপার্টমেন্টে আর থাকতে পারলো না। কোট আর বুটটা পরে রাতের বেলা বেরিয়ে পড়লো। হাঁটতে হাঁটতে রিংওয়াগেনে এসে সোদার হাসপাতালের ড্রাইভওয়েের শেষ মাথায় দাঁড়ালো। মিম্মির রুমে গিয়ে ওকে তাকে জাগিয়ে বলতে চাইলো যে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। তখন সে জিভেনের কাছে একটা পুলিশের গাড়ি থেকে নীল আলো আসতে দেখে তাদেরকে এড়ানোর জন্য একপাশে সরে দেয়ালঘেরা সরু রাস্তায় চলে এলো।

মাঝরাতের পরপর সে আবার বাড়ি ফিরে এলো। ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছিলো, তাই পোশাক খুলে বিছানায়ং গা এলিয়ে দিলো। ঘুমাতে পারছে না সে। রাত ১:০০টায়

আবার উঠে বসলো, অন্ধকার অ্যাপার্টমেন্টে নগ্ন হেটে বেড়ালো। গেস্ট বেড়রুমে গেলো, এখঅনে একটা বেড আর ডেস্ক আছে। এর আগে সে এখঅনে পা রাখে নি। দেয়ালে হেলঅন দিয়ে মেঝেতে বসে অন্ধকারে চেয়ে রইলো।

লিসবেথে সালান্ডারের একটা গেস্ট বেডরুম আছে। হাস্যকর কথা।

২:০০টা পর্যন্ত ওখানে বসে রইলো, তারপর এতো ঠাণ্ডা লাগছিলো যে সে রীতিমত কাঁপতে লাগলো। তখন সে আবার কাঁদতে শুরু করলো।

ভোর হওয়ার অল্প আগে সালান্ডার গোসল সেরে পোশাক পরে নিলো। কফিমেকার চালু করে নাশতা বানালো এবং কম্পিউটার চালু করলো। ব্লমকোভিস্টের হার্ডড্রাইভে ঢুকলো। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো যে তার রিসার্চ জার্নালটা আপডেট করে নি, সালান্ডার ফোল্ডারটা ওপেন করলো। নতুন একটা ডকুমেন্ট আছে, নাম [লিসবেথ–গুরুত্বপূর্ণ]। ডকুমেন্ট প্রোপার্টিটা দেখলো সে, রাত ১২:৫২তে এটা তৈরি হয়েছে। ডাবল ক্লিক করলো সে।

লিসবেথ, আমার সাথে যোগাযোগ কর। এই গল্পটা এতোটাই খারাপ যে আমি কল্পনাও করতে পারি নি। আমি জানি জালাচেঙ্কো কে আর কি ঘটেছিলো তাও জানি। হোলার পামগৃনের সাথে কথা হয়েছে আমার। টেরিবোরিয়ানের ভূমিকা বুঝতে পেরেছি আমি এবং কেনি তোমাকে কেন ক্লিনিকে আটকে রেখেছিলো। আমার মনে হয় আমি জানি কে মিয়া আর ড্যাগকে খুন করেছে। আরো মনে হয় কেন করেছে তাও জানি, তবে কিছু জরুরী তথ্য আমি জানি না। বুরম্যানের ভূমিকা বুঝতে পারছি না। ফোন কর। এক্ষুণি যোগাযোগ কর। আমরা এটা সমাধান করতে পারবো। মিকাইল

আস্তে আস্তে আবার ডকুমেন্টটা পড়লো সালান্ডার। ক্যাল ব্লমকোভিস্ট ব্যস্ত হয়ে গেছে। সত্যিকারের শুয়োর। সত্যিকারের বদমাস শুয়োর। সে এখনো ভাবছে সমাধানের কিছু আছে।

তাকে ভালোমতই বোঝা যাচ্ছে। সাহায্য করতে চায় সে।

সে জানে না যে যাই ঘটুক না কেন তার জীবন শেষ হয়ে গেছে।

তেরো বছর বয়স হওয়ার আগেই সে ফুরিয়ে গেছে।

একটা মাত্র সমাধান আছে।

নতুন একটা ডকুমেন্ট তেরি করলো সে এবং জবাব লেখার চেষ্টা করলো, কিন্তু ভাবনাগলো তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে, তাকে বলার মত এতোকিছু আচে তার।

সালান্ডার পেমে পড়েছে। কি হাস্যকর ব্যাপার।

কখনোই সে খুঁজে বের করতে পারবে না। তাকে কখনো সে সন্তুষ্ঠ হতে দেবে না।

ডকুমেন্টটা মুছে ফেলে খালি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইলো। তবে কোনো জবাব না দেওয়াটা লোকটার যা প্রাপ্য তার চেয়ে কম হবে। একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

একনিষ্ঠ সৈন্যের মতোই সে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। নতুন একটা ডকুমেন্ট লিখে সে লিখলো : আমার বন্ধু হওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

প্রথমত তার কয়েকটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তার একটা বাহন দরকার। লুন্ডাগাটনে পড়ে থাকা তার বার্গান্ডি হোন্ডাটা প্রশ্নাতিতভাবে আকর্ষণীয়। প্রোসিকিউটর একস্ট্রমের কম্পিউটারে এমন কিছু নেই যাতে বোঝা যায় যে তার গাড়ি কেনার বিষয়টা তদন্ত দলের কেউ বের করতে পেরেছে, কারণ সে রেজিস্ট্রেশন এবং ইনসুরেন্স এর কাগজপত্র তৈরির জন্য এখনো ওটা নিয়ে যেদে পারেন্ন। তবে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের সময় মিম্মি গাড়িটার ব্যাপারে বলে থাকতে পারে, আর অবশ্যই লুন্ডাগাটানে এখন কড়া নজরদারি চলছে।

পুলিশ জানে তার একটা মটরসাইকের আছে, আর লুন্ডাগাটানের অ্যাপার্টমেন্টের সোটোরেজ থেকে ওটা নেয়া হবে আরো বেশি ধ্বংসাত্মক। তাছাড়া, কয়েকদিনের গ্রীষ্মভাবাপন্ন দিনের পর আবহাওয়া পরিবর্তনের পূর্ভাবাস দেয়া হয়েছে, তাই বৃষ্টি-স্নাত হাইওয়েতে অভিযানে নামার তার কোনো ইচ্ছ নেই।

আরেকটাই বিকল্প আছে, আইরন নেসারের নামে গাড়ি ভাড়া নেয়া, তবে তাতেও ঝুঁকি আছে। কেউ তাকে চিনে ফেলতে পারে, তাহলে তার এই নকল পরিচিতি একদম হারিয়ে ফেলতে হবে। আর সেটা হবে একটা বিপর্যয়; এটা তার দেশের বাইরে পালানো একমাত্র পথ।

তারপরই সে টোলপড়া গালে হাসলো। আরেকটা সম্ভাবনা আছে। কম্পিউটার চালু করে মিল্টন সিকিউরিটির নেটওয়ার্কে লগ করে কার পুলে নজর বোলালো, মিল্টনের রিসেপশন এলাকায় একজন সেক্রেটারির আওতাভূক্ত। মিল্টন সিকিউরিটির অধীনে প্রায় চল্লিশটা গাড়ি আছে, এর কোনোটায় কোম্পানির লোগো আছে এবং বিজনেস ট্রিপে ব্যবহৃত হয়। বেশিরভাগই কোনো চিহ্নবিহীন সার্ভিলেন্স কার, এগুলো স্লাসেনের কাছে মিল্টনের হেডকোয়ার্টারের গ্যারেজে রাখা আছে। বাস্তবে কর্ণারের কাছাকাছি।

কর্মচারীদের প্রোফাইলগুলো পড়লো সে, মার্কুস কোলান্ডারকে বাছাই করলো, মাত্র দুই মপ্তাহের জন্য সে ছুটিতে গেছে। ক্যানারি আইল্যান্ডের একটা টেলিফোন নাম্বার দিয়ে গেছে সে। হোটেলের নামটা পাল্টে ফোন নাম্বারের ডিজিটগুলো এদিকওদিক করে নিলো যেখানে তাকে পাওয়া যাবে। তারপর একটা নোট লিখলো যে কোলান্ডারের দায়িত্বরত অবস্থায় শেষ কাজটা বাদ দিতে হয়েছে কারণ একটা গাড়ি সার্ভিসিংয়ে ছিলো। একটা টয়োটা করোলা অটোমেটিক পছন্দ করলো সে, এর আগে সে এই গাড়ি চালিয়েছে, তারপর রেকর্ড করলো যে এটা এক সপ্তাহ পরে ফিরে আসবে।

অবশেশে সার্ভিলেন্স সিস্টেমে ঢুকলো এবং ক্যামেরাগুলো নতুন করে প্রোগ্রাম করলো যেগুলো তাকে অতিক্রম করতে হবে। সকাল ৪:৩০ থেকে ৫:০০টার মধ্যে

তারা আগের এক ঘন্টার পুনরাবৃত্তি দেখবে, কিন্তু পরিবর্তিত টাইম কোডে।

৪:১৫তে ব্যাকপ্যাকটা বেঁধে নিলো সে। দুই সেট কাপড়, দুইটা মেস ক্যানিস্টার আর একটা ফুল চার্জ করা টেসার। ছিনিয়ে নেয়া বন্দুক দুইটার দিকে তাকালো সে। স্যান্ডস্ট্রমের কোল্ট ১৯১১ গভর্নমেন্ট রেখে দিলো এবং নিমিনেনের পোলিশ পি-৮৩ ওয়ানাদটা সাথে নিলো, ম্যাগাজিন থেকে এর একটা রাউন্ড ফুরিয়ে গেছে। এটা হালকা পাতলা এবং তার হাতে ভালোমত ধরা যায়। জ্যাকেটের পকেটে ওটা রাখলো।

ল্যাপটপের ঢাকনাটা আটকে ওটা ডেস্কে রেখে দিলো । নেটের একটা এনক্রিপটেড ব্যাকআপে সে তার হার্ডড্রাইভের কনটেন্টগুলো ট্রান্সফার করে নিলো, তারপর পুরো হার্ডড্রাইভটা তার নিজের তৈরি একটা প্রোগ্রামের সাহায্যে মুছে ফেললো, এর মানে সে নিজেও কনটেন্টগুলো পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবে না। ল্যাপটপটার উপর নির্ভর করতে চায় না সে, নিয়ে ঘুরে বেড়ানো পক্ষে এটা বেশ বড়। এটার বদলে সে তার পাম টঙ্গস্টেন PDA সাথে নিলো।

তার অফিসের চারপাশে তাকালো। তার কেমন একটা অনুভূতি হচ্ছে যে মোসাবেকের এই অ্যাপার্টমেন্টে আর ফিরে আসবে না সে, কিছু সিক্রেট ফেলে যাচ্ছে এখানে যা ধ্বংস করে দেয়া উচিত তার। কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো বেশি সময় নেই হাতে। ডেস্ক ল্যাম্পটা বন্ধ করে দিলো।

হেঁটে মিল্টন সিকিউরিটিতে গিয়ে গ্যারেজে চলে গেলো সালান্ডার, তারপর এলিভেটরে উঠে গেলো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অপিসে। শূন্য করিডোরে কাউকে দেখতে পেলো না, রিসেপশনে তালাবিহীন কেবিনেট থেকে গাড়ির চাবি নিলো কোনো ঝামেলা ছাড়াই।

ত্রিশ সেকেন্ড পরে সে তখন গ্যারেজে, ক্যাঁচ শব্দ করে করোলার ডোরলক খুললো। প্যাসেঞ্জার সিটে ব্যাকপ্যাকটা রেখে ড্রাইভারের সিট আর রিয়ারভিউ মিররটা ঠিকঠাক করে নিলো। গ্যারেজ ডোর খুলতে সে তার পুরনো কার্ড কি ব্যবহার করেছে।

৫:০০টা বাজার আগেই সে ফাস্তব্রনের সোদার মালাস্ট্রান্ড পৌছে গেছে। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে।

সকাল ৬:৩০-এ ঘুম ভাঙলো ব্লমকোভিস্টের। অ্যালার্ম ঘড়িটা সেট করে নি সে, ঘুমিয়েছে মাত্র তিন ঘন্টা। উঠে তার ল্যাপটপটা চালু করলো এবং সালান্ডারের জবাব দেখার জন্য ফোল্ডারটা ওপেন করলো।

আমার বন্ধু হওয়ার জন্য ধন্যবাদ ।

ব্লমকোভিস্টে শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেলো। যে যেটা আশা করেছে

শুধু সেই জবাবটুকু দিয়েছে। মনে হচ্ছে বিদায় পত্র এটা। পৃথিবীতে সালান্ডার একা। রান্নাঘরে গিয়ে কফিমেকার চালু করে গোসল সেরে নিলো। একটা ছেঁড়া প্যান্ট পরে নিলো সে,মনে পড়লো কয়েক সপ্তাহ ধরে সে লন্ড্রিতে যাওয়ার সময় পাচ্ছে না। পরিষ্কার কোনো শার্ট নেই তার। একটা ওয়াইন-রেড শার্ট পরে নিলো গ্রে জ্যাকেটটার নিচে।

রান্নাঘরে নাশতা তৈরির সময় মাইক্রোওয়েভের কাউন্টারের পেছনে একটা চকচকে ধাতু চোখে পরলো। কাটাচামচ দিয়ে একটা চাবির রিং তুলে নিলো।

সালান্ডারের চাবি। লুন্ডাগাটানের আক্রমনের ঘটনার পরে সে ওটা খুঁজে পেয়েছিলো এবং কাঁধের ব্যাগটাসহ এটা মাইক্রোওয়েভের উপরে রেখে দিয়েছিলো। ইন্সপেক্টর মোদিজিকে ব্যাগের সাথে এটা দিতে ভুলে গেছে, আর এটা নিশ্চয়ই পেছন দিয়ে পরে গিয়েছিলো।

রিংএর মধ্যে আটকানো চাবিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো সে। তিনট বড় আর তিনটা ছোট চাবি। বড় তিনটা মনে হয় প্রবেশপথের, এপাট্যসেন্টের আর ডে বোল্ট। ওর অ্যাপার্টমেন্ট। নিশ্চয়ই লুন্ডাগাটানের অ্যাপার্টমেন্ট না। তাহলে সে থাকে কোন চুলায়?

ছোট তিনটা চাবি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো সে। একটা সম্ভবত ওর কাওয়াসাকির। একটা দেখতে মনে হচ্ছে সেফটি-ডিপোজিট বক্স বা স্টোরেজ কেবিনেটের। তিন নম্বর চাবিটা নিলো সে। এর উপর ২৪৯১৪ লেখা। বুঝতে পেরে ধাক্কা খেলো। একটা পি.ও. বক্স। লিসবেথের একটা পি,ও, বক্স আছে।

ফোনবুকে সে সোদারমামের পোস্টঅফিস খুঁজলো। সালান্ডার থাকতো লুন্ডাগাটানে। রিংওয়াগেন অনেক দূরে। মনে হয় হর্নসগাটান কিংবা রোসেনলান্ডসগাটানে।

কফিমেকার বন্ধ করে নাশতা খাওয়া বাদ দিলো, বার্গারে বিএমডব্লিউ দিয়ে রোসেনলান্ডসগাটানে গেলো। চাবিটা ফিট হচ্ছে না। হর্নসগাটানে গেলো। এখানে চাবিটা ঠিকমত ফিট হলো বক্স ২৪৯১৪ এ। সেটা খুলে বাইশ ধরনের জিনিস পেলো, ল্যাপটপ কেসের বাইরের পকেটে ওগুলো ভরে নিলো।

হর্নসগাটানে গিয়ে কেভাটার সিনেমার পাশে গাড়িটা পার্ক করলো, তারপর কোপাকাবানায় নাশতা খেলো। ক্যাফে লাত্তের জন্য অপেক্ষা করতে করতে একটা একটা করে ছিঠিগুলো পরীক্ষা করতে লাগলো। প্রত্যেকটার ঠিকানা ওয়াস্প এন্টারপ্রাইজের। নয়টা চিঠি সুইজারল্যান্ড থেকে পাঠানো হয়েছে, আটটা ক্যামেন আইল্যান্ড থেকে, একটা চ্যানেল আইল্যান্ড থেকে, আর চারটা জিব্রালটার থেকে।

কোনো কিছু না ভেবেই সে খামগুলো ছিঁড়ে ফেললো। প্রথম একুশটাতে ব্যাংক স্টেটমেন্ট আর বিভিন্ন একাউন্ট আর ফান্ডের রিপোর্ট।

বাইশতম ছিঠিটা একটু পাতলা। ঠিকানাটা হাতে লেখা। খামটার উপর লোগো

ছাপা আর ফেরত ঠিকানাটা বুচানান হাউজ, কুইন্সওয়ে কুয়ে, জিব্রাল্টারের। চিঠিটা সলিসিটার জেরেমি এস. ম্যাকমিলানের ষ্টেশনারীর উপর। তার হাতের লেখা বেশ পরিষ্কার।

ডিয়ার মিস সালান্ডার,

এইমর্মে আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে আপনার সম্পত্তির মূল্যের চূড়ান্ত পরিশোধ সম্পন্ন হয়েছে জানুয়ারি ২০ তাং এ। চুক্তি মোতাবেক সব ডকুমেন্ট আমি এখানে সংযুক্ত করছি, তবে মূল কপিটা আমরা সংরক্ষণ করবো। আশা করি আপনার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পেরেছি।

আরো আশা করছি যে আপনার সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। গত গ্রীষ্মে আপনার হঠাৎ আগমনে আমি খুই খুশি হয়েছিলাম, আপনার সঙ্গ আমাকে সজবিতা এনে দিয়েছিলো এটা বলতেই হবে। আপনার জন্য আরো সেবা করার অপেক্ষায় স্লাম।

বিনীত নিবেদক,

জে,এস,এম.

চিঠিটাতে ঠিকানা দেয়া আছে ২৪ জানুয়ারি। মনে হচ্ছে সালান্ডার সহসা ওর মেইল দেখে নি। সংযুক্ত ডকুমেন্টটাতে ব্লমকোভিস্ট দেখলো মোসাবেকের ৯ নম্বর ফিসকার্গাটানে একটা অ্যাপার্টমেন্ট কেনা হয়েছে।

ততক্ষনে তার কফি শেষ হয়ে এসেছে। পঁচিশ মিলিয়ন ক্রোনার মূল্য দেখানো হয়েছে অ্যাপার্টমেন্সটটার, এক বছরে দুটো পেমেন্ট পরিশোধ করা হয়েছে।

এস্কিলসটানাতে সালান্ডার একজন শক্তসামর্থ কালো চুলের লোককে অটো-এক্সপার্টের সাইড ডোরটা খুলতে দেখলো। সাদামাঠা দোকান। ৬:৫০ বাজে, ফ্রন্ট ডোরের হাতে লেখা সাইন অনুযায়ী দোকানটা ৭:৩০র আগে খুলে না। রাস্তা পার হয়ে লোকটার পেছনে পেছনে দোকানটার সাইডডোর দিয়ে ভেতরে গেলো। তার কণ্ঠ শুনে লোকটা ফিরে তাকালো।

"রেফিক আলবা?"

"হ্যা, আপনি? আমাদে তো এখনো খুলে নি।"

নিমিনেনের পি-৮৩ ওয়ানাদ তুলে ধরলো সালান্ডার, দুইহাতে লোকটার মুখের দিকে অস্ত্রটা তাক করলো।

"আমি তোমার সাথে কোনো বাদানুবাদে যাবো না, শুধু দেখতে তোমার ভাড়া দেয়া গাড়ির তালিকাটা দেখতে চাই। এক্ষুণি দেখাও, তোমার হাতে দশ সেকেন্ড আছে।"

রেফিক আলবার বয়স বেয়াল্লিশ, জন্ম দিয়ারবাকিরের কুর্দিতে, অসংখ্য বন্দুক দেখেছে জীবনে। অবশ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ভাবলো এই উন্মাদ মহিলা পিস্তল হাতে নিয়ে তার গ্যারেজে এসেছে, এখানে আলাপ-আলোচনার কিছু নেই।

"কম্পিউটারে আছে," বললো সে।

"চালু কর।"

তার কথামত কম্পিউটার চালু করলো।

"দরজার পেছনে কি?" কম্পিউটার চালু করলে স্ক্রিন কাঁপতে শুরু করলে জানতে চাইলো সালান্ডার।

"একটা ক্লোসেট ছাড়া কিছু না।"

"খুলে দেখাও।"

সাধারন কিছু কাপড়চোপড়।

"আচ্ছা, ক্লোসেটে ঢোক, চুপচাপ বসে থাকবে, আমি তোমার কোনো ক্ষতি করবো না।"

কোনোরকম প্রতিবাদ ছাড়াই তার কথা শুনলো।

"বেশ, এখন তোমার পেছনের দরজাটা বন্ধ কর।"

উইন্ডোজ ৯৫-এর একটা ২৮০ মেগাবাইটের হার্ড ড্রাইভেবযুক্ত পৌরানিক কম্পিউটার একটা। এক্সেল ডকুমেন্টে কার রেন্টাল লিস্ট বের করতে অনন্তকাল লেগে গেলো। সাদা ভলভোপটা দুইবার ভাড়া নেয়া হয়েছে, একবার জানুয়ারিতে, তারপর মার্চে। এখনো ফেরত দেয়া হয় নি। দীর্ঘকালীন ভাড়ার জন্য সে সাপ্তাহিক হিসেবে টাকা দেয়।

নাম হচ্ছে রোনাল্ড নিদারম্যান।

কম্পিউটারের উপরের তাকে রাখঅ ফোল্ডারটা দেখলো । একটাতে পরিষ্কার হাতে লেখা লেবেল দেয়া আছে–আইডেন্টিফিকেশন। ওটা হাতে নিয়ে রোনাল্ড নিদারম্যান লেখা পৃষ্ঠা উল্টে দেখলো। জানুয়ারিতে যখন গাড়িটা ভাড়া নেয় লোকটা তার পাসপোর্ট আইডি দিলে রেফিক আলবা ওটা ফটোকপি করে রেখেছে। ব্লন্ড দানবটাকে সাথে সাথে চিনতে পারলো সালন্ডার। পাসপোর্ট অনুযায়ী সে একজন জার্মান, বয়স পঁয়ত্রিশ বছর, হ্যামবার্গে জন্ম। আলবা পাসপোর্টের্র কপি করা মানে নিদারম্যান তার একজন কাস্টমার, কোনো বন্ধু না।

পৃষ্ঠার নিচে আলবা একটা মোবাইল নম্বর আর গোটেবার্গের পি.ও. বক্স নম্বর লিখে রেখেছে।

ফোল্ডারটা আগের জায়গায় রেখে কম্পিউটার বন্ধ করে দিলো সালান্ডার।

চারপাশে তাকিয়ে সালান্ডার ফ্রন্ট ডোরের কাছেই একটা রাবারের ডোরস্টপ দেখতে পেলো। ওটা তুলে নিয়ে ক্লোসেটের কাছে গেলো, তারপর বন্দুকের নল দিয়ে দরজায় টোকা দিলো।

"আমাকে শুনতে পাচ্ছ?"

"হ্যা।"

তুমি জান আমি কে?"

নিরবতা।

তাকে না চেনার ভান করতে হচ্ছে।

"ঠিক আছে। তুমি আমাকে চেন। আমাকে ভয় পাচ্ছ?"

"হ্যা।"

"ভয় পেও না, আলবা। তোমাক মারবো না আমি। আমার কাজ শেষ। তোমাকে ঝামেলায় ফেলার জন্য দুঃখিত।"

"হু...ঠিক আছে।"

"দম নেবার মত পর্যাপ্ত বাতাস পাচ্ছ ওখানে?"

"হ্যা...আচ্ছা, আপনি কি চান?

"আমি দেখতে চাচ্ছিলঅম দুই বছর আগে একটা মহিলা এখান থেকে গাড়ি নিয়েছিলো কি না," মিথ্যে বললো সে। "যা খুঁজেছি তা পাই নি আমি, তবে এটা তোমার দোষ না। কিছুক্ষনের মধ্যে এখান থেকে চলে যাবো আমি। ক্লোসেট ডোরের নিচে ডোরস্টপটা রাখছি, দরজাটা ভেঙ্গে বের হয়ে আসার জন্য বেশ হালকাই আছে, তবে কিছুক্ষণ সময় লাগবে। পুলিশে ফোন করার দরকার নেই। আর কখনো আমাকে দেখবে না আমায়, অন্যান্য দিনের মতই দোকান খুলতে পার, আর ভান করবে যেন কিছুই হয় নি।"

পুলিশে ফোন না করার সম্ভাবনা খুবই কম, তবে এটা ভাবার মত কোনো কিছু ঘটে নি। গ্যারেজ থেকে বের হয়ে কর্নারে রাখা টয়োটা করোলার দিকে হেঁটে গেলো, তারপর দ্রুত আইরিন নেসারের সাজে নিজেকে বদলে নিলো।

স্টকহোম এলাকায় নিদারম্যানের কোনো ঠিকানা খুঁজে না পেয়ে বিরক্ত লাগলো তার, শুধুমাত্র সুইডেনের অন্যত্র একটা পি.ও, বক্স এড্রেস। তবে এটাই ওর একমাত্র নিশানা, কাজেই গোটেবার্গে চলো।

ই২০তে গিয়ে পশ্চিমে আর্বোগার দিকে ঘুরলো। রেডিওটা চালু করলো, তবে খবরটা মিস করেছে সে, কোনো একটা কমার্শিয়াল স্টেশনে গিয়ে ডেভিড বোয়ির "পুটিং আউট ফায়ার উইথ গ্যাসোলিন" গানটা শুনতে লাগলো, গানের কথাগুলো ওর কাছে দৈব কিছু মনে হলো।

অধ্যায় ৩০

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ৭

৯ নম্বর ফিসকারগাটানের দরজায় তাকিয়ে আছে ব্লমকোভিস্ট। স্টকহোমের সবচেয়ে আকাঙ্খিত ঠিকানাগুলোর অন্যতম এটা। চাবিটা ঢুকিয়ে মোচড় দিতেই ঠিক ঠিক কাজ করলো। লবিতে রেসিডেন্টদের তারিকাটা কোনো কাজের না, ব্লমকোভিস্ট ধারনা করলো এটা বোধ হয় মূলত কর্পোরেট অ্যাপার্টমেন্ট, তবে সম্ভবত তাদের মধ্যে একটা-দু'টো প্রাইভেট রেসিডেন্সও আছে। সালান্ডারের নামটা লিস্টে না দেখে খুব একটা বিস্মিত হলো না সে, যদিও এটা ওর লুকানোর জায়গা বলে মনে হচ্ছে না।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে সে নেমপ্লেটগুলো পড়তে লাগলো। কোনোটাই না, তারপর সবচেয়ে উপরের তরায় উঠে ভি. কুলা নামটা পড়লো।

কপাল চাপড়ালো, হাসি পেলো তার। এই নামটা ব্যক্তিগতভাবে তাকে আনন্দ দেয়ার জন্য হয়তোবা পছন্দ করে নি সালান্ডার; এটা সালান্ডারের ব্যক্তিগত অদ্ভুত কোনোকিছুর প্রতিচ্ছবি–অ্যাস্ট্রিড লিন্ডগ্রেন সৃষ্ট চরিত্রের নামানুসারে যার ডাকনাম সেই ক্যাল ব্লমকোভিস্ট মেয়েটাকে পিপ্পি লংস্টকিংয়ের ভিলা ভিউমলেকুলা ছাড়া আর কোথায় খুঁজবে?

ডোরবেলটা বাজিয়ে একটু অপেক্ষা করলো, তারপর চাবিটা নিয়ে ডেডবোল্ট আর তালাটা খুলে ফেললো।

দরজাটা খোলার সাথে সাথে বার্গলার অ্যালার্মটা বাজতে শুরু করলো।

সালান্ডারের মোবাইলটা বিপ করতে লাগলো। ওরেবোর বাইরে গিয়ানশামারে ছিলো সে। জ্যাকেটা পকেটা থেকে পামটা বের করে ফোনে সংযোগ দিলো।

পনেরো সেকেন্ড আগে কেই তার অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলেছে। কোনো সিকিউরিটি কোম্পানির সাথে অ্যালার্মটা সংযুক্ত নেই। এর একমাত্র উদ্দেশ্য তাকে সতর্ক করা যে কেউ তার দরজাটা ভেঙ্গেছে বা কোনোভাবে খুলেছে। আরো ত্রিশ সেকেন্ড পরে অ্যালার্ম বেলটা থেমে যাবে, আর অনাকাঙ্খিত ব্যাক্তি একটা অস্বস্তিকর বিস্ময়ের সম্মুখিন হবে, তাহলো একটা দরজার পাশে একটা নকল ফিউজ বাক্সে পেইন্ট বোমা। সেকেন্ড গুনতে গুনতে সে প্রত্যাশার হাসি হাসলো।

দরজায় লাগানো অ্যালার্মটার দিকে হতাশ তাকালো ব্লমকোভিস্ট। কোনো একটা কারনে তার মনেই হয় নি অ্যাপার্টমেন্টে অ্যালার্ম থাকতে পারে। দেখতে পেলো ডিজিটাল ঘড়িটা টিক টিক করে সময় গুনছে। ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে কেউ

চার ডিজিটের কোড সঠিকভাবেত না দিতে পারলে *মিলেনিয়াম*-এর অ্যালার্মটা বেজে উঠে, এবং সাথে সাথে একটা সিকিউরিটি কোম্পানির দু'জন শক্ত-সামর্থ্য লোক দরজায় হাজির হবে।

প্রথমেই দরজাটা বন্ধ করে দ্রুত অ্যাপার্টমেন্ট থেকে চলে যাওয়ার কথা দেয়ার কথা মনে হলো তার। কিন্তু ওখানেই দাঁড়িয়ে বরফ হয়ে গেলো।

চারটা ডিজিট, কোডটা অনুমান করা অসম্ভব।

২৫-২৪-২৩-২২...শালার পিপ্পি লং...

১৯-১৮...কোন কোডটা ব্যবহার কর তুমি?

১৫-২৪-১৩...বুঝতে পারছে তার মানসিক চাপ বাড়ছে।

১০-৯-৮...

তারপরই সে হাতটা তুলে যে নম্বরটা তার মাথায় এলো সেটা পাঞ্চ করলো ৯২৭৭। এই নম্বরগুলো কিবোর্ডে যে অক্ষর দেখালো তা'হলো–W-A-S-P।

তাকে বিস্মিত করে ছয় সেকেন্ডের মধ্যে কাউন্টডাউন থেমে শেষবারের মত একবার বিপ্ করে অ্যালার্মটা থেমে গেলো, ডিসপ্লেতে শূন্য সেট হয়ে সবুজ বাতি ভেসে উঠলো।

সালন্ডারের চোখ বস্ফারিত হলো, মনে হচ্ছে যেন সে সবকিছু দেখতে পাচ্ছে, সত্যি সত্যি তার পিডিএটা ঝাঁকালো, এটা অযৌক্তিক বুঝতে পারছিলো সে। পেইন্ট বোমাটা ফাটার ছয় সেকেন্ড আগেই কাউন্টডাউন থেমে গেছে, আর এক সেকেন্ড পরে ডিসপ্লেতে শূন্য সেট হয়েছে, অসম্ভব।

কেউ এই কোডটা জানে না।

এটা কিভাবে সম্ভব হলো? যানা। জালা? ধারণার অতিত।

মোবাইলে একটা নম্বরে ডায়াল করলো সে, তারপর সার্ভিলেন্স ক্যামেরা সংযুক্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে লো-রেজুলেশন ছবি পাঠাতে শুরু করলো। হল সিলিংএ স্মোক ডিটেক্টরের মত দেখতে ক্যামেরাটা লুকানো আছে, প্রতি সেকেন্ডে এটা লো-রেজু ছবি তুলে। শূন্য থেকে সে সিকোয়েন্সগুলো দেখতে লাগলো, দরজা খোলা থেকে শুরু করে অ্যালার্ম চালু হওয়া পর্যন্ত। তারপর মিকাইল ব্লমকোভিস্টকে দেখে টোল পড়া হাসি বিস্তৃত হলো ওর মুখে, প্রথম আধা মিনিট অসাড় প্যান্টোমাইমের মত আচরন করছিলো সে, তারপর কোডটা পাঞ্চ করে ডোরজ্যাম্বে ঝুঁকে পড়লো যেন এইমাত্র একটা হার্ট এটাক থেকে রক্ষা পেলো।

ঐ ক্যাল ব্লমকোভিস্ট তাকে খুঁজে পেয়েছে।

লুন্ডাগাটানে ফেলে আসা চাবিটা ছিলো তার কাছে । বেশ ভালোই স্মার্ট সে, ওয়াস্পের কথা মনে আছে তার যেটা নেটে ব্যবহার করে সালান্ডার। তাছাড়া সে যদি অ্যাপার্টমেন্টটা খুঁজে পেয়ে থাকে তাহলে এটাও জানবে যে এটা ওয়াস্প এন্টারপ্রাইজের মালিকানাধীন। সালান্ডার যখন দেখছে ব্লমকোভিস্ট দ্রুত হলের

ভেতর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে ক্যামেরার ভিউ থেকে উধাও হয়ে গেলো।

ধ্যাৎ। আমাকে এতো সহজে বোঝা যায় কেন? আর ঐ চাবিগুলোইবা কেন ফেলে এসেছিলাম?...এখন ব্লমকোবিস্টের শিকারি চোখে ওর সব গোপনীয়তা ধরা পড়ে গেলো।

এসব ভাবতে ভাবতে আরো কিছুক্ষণ পরে ঠিক করলো আরেকটু দেরি হলে তেমন কিছু আসবে যাবে না। হার্ডড্রাইভটা মুছে ফেলেছে সে। এটাই সবচেয়ে গুরত্বিপূর্ন বিষয়। এটা ওর একটা সুবিধাও বটে যে ব্লমকোভিস্ট ওর লুকানোর জায়গাটা খুঁজে পেয়েছে। অন্য যে কারো চাইতে তার সিক্রেট সম্পর্কে বেশি জানে সে। বাস্তববাদী হলে সঠিক কাজটা করবে। সালান্ডারকে বিকিয়ে দেবে না। এটা ওর প্রত্যাশা। গোটেবার্গের দিকে গাড়িটা চালাতে চালাতে গভীরভাবে ভাবতে লাগলো।

৮:৩০টায় *মিলেনিয়াম*-এর অফিসে পৌছেই এরিকসন সিঁড়িতে পাওলো রবার্তোর পেছনে ছুটলো, সাথে সাথে তাকে চিনতে পারলো সে, নিজের পরিচয় দিয়ে তাকে ভেতরে আসতে বললো। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটছিলো সে। কফির গন্ধ পেয়ে এরিকসন বুঝলো বার্গার এরই মধ্যে চলে এসেছে।

"হ্যালো, এরিকা। এতো অল্প নোটিশে আমার সাথে দেখা করার জন্য ধন্যবাদ," বক্সার বললো।

তার চেহারায় কাটাছেঁড়ার দাগ পর্যবেক্ষণ করছে বার্গার, ঝুঁকে তার গালে চুমু খেলো সে।

"তোমার অবস্থাতো খুব খারাপ," বললো বার্গার।

"এর আগে আমার নাক ভেঙ্গেছি আমি। ব্লমকোভিস্টকে কোথায় রেখেছ?"

"ও বাইরে কোথাও গোয়েন্দাগিরি করছে, সূত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে। যথারীতি তাকে পাওয়া অসম্ভব। গতকাল রাতে একটা অদ্ভুত মেইল পাওয়ার আগে পর্যন্ত সকালে পর্যন্ত কোনো খবর পাই নি তার। তোমাকে ধন্যবাদ কারণ...বেশ, ধন্যবাদ।"

চেহারার দিকে ইঙ্গিত করলে পাওলো রবার্তো হেসে ফেললো।

"কফি খাবে? তুমি আমাকে কিছু বলতে চেয়েছিলে। ম্যালিন, আমাদের সঙ্গে থাক।"

বার্গারের অফিসে আরামদায়ক চেয়ারে বসলো তারা।

"বিশালদেহী ব্লন্ড দানবটার সাথে লড়েছি আমি। ব্লমকোভিস্টকে বলেছি যে লোকটা বক্সিংএর কিছু না জানলেও বিশাল মুষ্ঠি নিয়ে রক্ষণাত্মক অবস্থানে থেকে আমার চারপাশে ঘুরেছে যেন বক্সার সে। মনে হচ্ছিলো আসলেই তার কোনো প্রশিক্ষণ নেয়া আছে।"

"মিকাবলি গতকাল ফোনে এটা বলেছে," এরিকসন বললো।

"এটা না ভেবে পারছি না আমি, তাই গতকাল বাড়ি ফিরে আমি ইউরোপের সব জায়গায় বক্সিং ক্লাবগুলোয় ই-মেইল পাঠিয়েছি। যা হয়েছে সব বর্ননা করেছি আর ঐ লোকটার বিস্তারিত বর্ননা দিয়েছি।"

"তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিলো?"

"হালকার উপর দিয়ে গেছে।"

বার্গার এবং এরিকসনের সামনে টেবিলে একটা ফ্যাক্স করা ফটোগ্রাফ রাখেলো সে। একটা বক্সিং ক্লাবে কোনো ট্রেনিং সেশনের সময় তোলা ছবি। দাঁড়িয়ে থাকা দুইজন বক্সার সরু লেদার হ্যাট আর ট্রাকস্যুট পরা এক বয়স্ক ব্যক্তির নির্দেশনা শুনছে মনোযোগ দিয়ে। রিং এর চারপাশে ছয়জনের মত মানুষ কথা শুনছে। পেছনে একজন বিশাল ব্যাক্তি দাঁড়িয়ে, দেখে মনে হচ্ছে ন্যাড়া মাথা। তার চারপাশে মার্কার পেন দিয়ে একটা সার্কেল আঁকা।

"ছবিটা সতেরো বছরের পুরনো। পেছনের ভদ্রলোক রোনাল্ড নিদারম্যান। ছবিটা তোলার সময় তার বয়স ছিলো আঠারো। কাজেই তার বয়স এখন পঁয়ত্রিশ হবে। মিরিয়াম উ'কে কিডন্যাপ করা লোকটার সাথে এর মিল আছে। আমি ১০০ভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারবো না যে এই সেই লোক। ছবিটা একটু পুরনো হয়ে গেছে আর কোয়ালিটিও খুব খারাপ। তবে বলতে পারি তার সাথে অনেক মল আছে।"

"ছবিটা কোথায় পেলে?"

"হ্যান্স মুলটারের কাছ থেকে জবাব পেয়েছি, হ্যামবার্গের ডাইনামিকে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক তিনি। রোনাল্ড নিদারম্যান আশির দশকের শেষ দিকে তাদের হয়ে এক বছর বক্সিং খেলেছে। অথবা বলা যায়, তাদের জন্য বক্সিং খেলার চেষ্টা করেছে। আজ সকালে ই-মেইলটা পেয়ে প্রথমে মুলটারকে ফোন করি, তারপর এখানে আসি। মুলটার যা বলেছে সংক্ষেপে তা' হলো হ্যামবার্গ থেকে আসা নিদারম্যান আশির দশকে ন্যাড়া মাথার গ্যাংদের সাথে জড়ায়। তার চেয়ে কয়েক বছরের বড় এক ভাই আছে তার, খুবই মেধাবী একজন বক্সার, তার মাধ্যমে সে ঐ ক্লাবের সাথে যুক্ত হয়। নিদারম্যানের সাংঘাতিকরকম গায়ের জোর আর ব্যতিক্রমধর্মী একটা শরীর। মুলটার বলে যে কাউকে এতো জোরে মারতে দেখে নি সে, এমনকি অভিজ্ঞাতদের কাউকেও না। একবার তার পাঞ্চের ওজন নিয়ে দেখেছিলো তারা, স্কেলকে হার মানিয়েছে সে।"

"তবে তো মনে হচ্ছে রিং এ সে ভালোই ক্যারিয়ার তৈরি করতে পারতো," বার্গার বললো।

মাথা ঝাঁকালো পাওলো রবার্তো। "মুলটারের কথা অনুযায়ী কয়েকটা কারনে তাকে দিয়ে কিছু হতো না। প্রথমত, সে বক্সিং শিখতে পারে নি। জোরে জোরে

ঘুষি মারতো যাতে প্রতিপক্ষ বক্সিং খেলতেই পারতো না। আজব রকমের বিশাল সে-নিকভার্নের লোকটার সাথেই খাপ খায়–তবে সবচেয়ে খারাপ দিকটা হলো তার নিজের ওজন সম্পর্কে ধারণা নেই। প্রাকটিসের সময় যখন তখন সে এতো জোরে ঘুষি মেরে বসে যে সাংঘাতিকভাবে আহত করে অন্যকে। ভাঙ্গা নাক আর চোয়াল–অযৌক্তিক সব আঘাতের হিড়িক পড়ে যেত। তার ধারে কাছে কেউ যেতে চাইতো না।"

"তার মানে সে বক্সিং জানলেও সত্যিকারের বক্সিং নয় তা। এই তো?" এরিকসন বললো।

"ঠিক তাই। তবে তাকে থামানোর কারণটা স্বাস্থ্যগত।"

"মানে কি?"

"তাকে আপাতদৃষ্টিতে ঝুঁকিহীন মনে হতো। কয়টা ঘুষি মারলো সেটা ব্যাপার না, তাদেরকে সে রীতিমত নাকানি-চুবানি খাইয়ে লড়াই অব্যাহত রাখতো। জানা গেলো যে লোকটা বিরল এক রোগে ভুগছে যার নাম *congenital analgesia*। এটা সম্পর্কে দেখলাম যে উত্তাধিকারসূত্রে পাওয়া একটা জিনগত সমস্যা যাতে নার্ভের বায়োলজিক্যাল প্রোসেসে পরিবাহী উপাদান ঠিকমত কাজ করে না। অথবা আরো সহজ করে বললে তার কোনো ব্যথার অনুভূতি নেই।"

"এটাতো কোনো বক্সারের জন্য স্বর্ণখনি বলা যায়।"

আরো একবার পাওলো রবার্তো মাথা ঝাঁকালো। বরং উল্টো। এটা জীবন-বিধ্বংসী একটা শারিরীক অনিয়ম হতে পারে। বেশিরভাগে এই রাগে ্বাক্রান্ত ব্যক্তি অল্প বয়সে মারা যায়, বিশ থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে। ব্যথা হলো শরীরের সতর্ক সংকেত যা কোনো সমস্যাকে ধরতে পারে। একটা জ্বলন্ত লাল চুল্লীতে হাত রাখলে তুমি ব্যথা পাও এবং হাত সরিয়ে নাও। কিন্তু এই রোগ থাকলে কিছুই করবে না যতক্ষণ পোড়া মাংসের গন্ধ নাকে লাগবে।"

এরিকসন আর বার্গার এক অন্যের দিকে তাকালো।

"তুমি সিরিয়াসলি বলছো?" বার্গার বললো।

"অবশ্যই। নিদারম্যানের কোনো অনুভূতি নেই, তার অবস্থা এমন যে মনে হয় তাকে চব্বিশ ঘন্টার জন্য কোনো মারাত্মক ডোজের অ্যানাস্থেশিয়া দেয়া হয়েছে। সে এটার সাথে খাপ খাইয়েছে কারণ এই ক্ষতিপূরনের জন্য তার আরেকটা জিনগত বৈশিষ্ট আছে। বিশালদেহী আর শক্তপোক্ত শরীর, এটা তাকে নিরাপদে রেখেছে। তার মস্তিষ্কের কোনো তুলনা হয় না। তাছাড়া সবেচেয়ে বড় কথা সহজেই সুস্থ হয়ে যায় সে।"

"আমি বুঝতে পারছি কত আনন্দদায়ক একটা বক্সিং ম্যাচই না হয়েছে।"

"একদম তাই হয়েছিলো। আর একবারও আমি এটা খেলতে চাই না। একটা ব্যাপারেই তার মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখা গেছে যখন মিরিয়াম উ তার বিচিতে

লাথি মারে। একমুহূর্তের জন্য সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে...এর কারণ হতে পারে ঐ আঘাতে তার মধ্যে কোনো শারিরীক প্রতিক্রিয়া এনেছিলো, যেহেতু সে কোনোরকম ব্যথা টের পায় না। বিশ্বাস কর, মেয়েটা যদি এভাবে আমাকে লাথি মারতো তাহলে আমিই শেষ হয়ে যেতাম।"

"তো কিভাবে তাকে মেরে সবকিছুর ইতি ঘটালে?"

"এই রোগের মানুষদেরওতো অন্যদের মত আঘাত লাগে। ভুলে যাও যে নিদারম্যানের হাড্ডি হলো ক"ক্রিটের মত শক্ত। কিন্তু তাকে যখন পেছন থেকে মাথায় জোরে মারলাম, সে পাথরের মত গড়িয়ে পড়লো। সম্ভবত তার বেশ ঝাঁকি লেগেছিলো।"

এরিকসনের দিকে তাকালো বার্গার।

"ব্লমকোভিস্টকে ফোন করবো আমি," এরিকসন বললো।

ব্লমকোভিস্ট শুনলো তার মোবাইল বেজেই যাচ্ছে, এতোটাই হতবিহ্বল অবস্থায় ছিলো যে পঞ্চমবার রিং হলে তারপর মোবাইল ধরলো।

"হাই, ম্যালিন বলছি। পাওলো রবার্তোর ধারণা সে দানবটাকে চিহ্নিত করতে পেরেছে।"

"খুব ভালো," অন্যমনস্কভাবে বললো ব্লমকোভিস্ট।

"আপনি কোথায়?"

"বলা মুশকিল।"

"হাস্যকর শোনাচ্ছে।"

"দুঃখিত। কি বললে তুমি?"

পাওলো রবার্তোর কাহিনীটা সংক্ষেপে বললো এরিকসন।

"তার তথ্য অনুসরন করে দেখ কোন ডাটাবেস পাওয়া যায় কি না। আমার মনে হয় এটা জরুরী। আমাকে মোবাইলে ফোন কোরো।"

এরিকসনকে অবাক করে দিয়ে কোন বিদায় পর্যন্ত না জানিয়ে লাইনটা কেটে দিলো।

ঐ মুহূর্তে ব্লমকোভিস্ট দাঁড়িয়ে ছিলো একটা জানালার পাশে, গামলাস্টান থেকে বেশ দূরে বিস্তৃত মনোরম সালসিয়নের দিকে তাকিয়ে ছিলো সে। অসার লাগছে তার। ফ্রন্ট ডোরের ডান দিকে হল থেকে সামনে একটা রান্নাঘর আছে। তারপর লিভিংরুম, একটা অফিস, বেডরুম আর একটা ছোট গেস্টরুম যেটা দেখে মনে হচ্ছে ব্যবহার করা হয় নি। ম্যাট্রেসটা এখনো প্লাস্টিকের মোড়কের ভেতর, কোনো চাদরও নেই। সবগুলো ফার্নিচার একদম নতুন, IKEA কোম্পানির।

ব্লমকোভিস্টকে যে ব্যাপারটা অবাক করলো তা হলো সালান্ডার এই ফ্ল্যাটটা

কিনেছে পারাস বার্নেভিকের কাছ থেকে, একটা সেতৃস্থাপত্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান। ৩,৮০০ ব.ফুটের এপার্টমেন্টটার মূল্য পঁচিশ মিলিয়ন ক্রোনার।

অন্যধরনের কাঠে তৈরি পার্কেটের মেঝে এবং গ্রিসিয়া গিল্ড ওয়ালপেপার যেটার জন্য একসময় বার্গার খুব লালায়িত ছিলো সেটা দিয়ে নির্মিত শূন্য করিডোর আর ঘরগুলোয় ৩টি ৩টি পায়ে আগন্তুকের মত করে ব্লমকোভিস্ট ঘুরে বেড়াতে লাগলো। অ্যাপার্টমেন্টের একদম মাঝামাঝিতে ফায়ারপ্লেসসহ একটা চমৎকার উজ্জ্বল সিটিং রুম, সালান্ডার মনে হয় না ফায়ারপ্লেসে কখনো আগুন ধরিয়েছে। দারুণ ভিউর একটা বারান্দাও আছে। একটা লন্ড্রি, সোনা, জিম, স্টোরেজ রুম আর বিশাল বাথটাবযুক্ত বাথরুম। একটা ওয়াইন সেলারও আছে, তাতে একটা ছিপি আঁটকানো, *কুইন্তা ডো নোভাল পোর্ট-ন্যাশিওনাল*–১৯৭৬ সালের। হাতে একটা পোর্টের গ্লাসসহ সালান্ডারকে কল্পনা করলো ব্লমকোভিস্ট। এই অভিজাত কার্ডটা নির্দেশ করছে এস্টেটের এজেন্টের কাছ থেকে উপহার হিসেবে পেয়ে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।

কিচেনে সবধরনের জিনিসপত্র আছে, একটা চকচকে ফরাসি স্টোভসহ গ্যাসের চুলা হচ্ছে মূল আকর্ষণ। ব্লমকোভিস্ট কখনো লা করনু শ্যাতু ১২০পর্যন্ত চোখে দেখে নি। এটা মনে হয় সালান্ডার চায়ের পানি ফোটাতে ব্যবহার করে। দর

এদিকে আলাদা একটা টেবিলে এসপ্রেসো মেশিনটা ব্লমকোভিস্টের মনে ধরলো। মিল্ক কুলারসহ একটা *Jura Impressa X7* মডেলের কফি মেশিন আছে ওর। মেশিনটা দেখে মনে হচ্ছে খুব কমই ব্যবহার হয়েছে, অ্যাপার্টমেন্টটা কেনার সময়ই এটা কিচেনে ছিলো হয়তো। ব্লমকোভিস্ট জানে এসপ্রেসো কফি মেশিনের ক্ষেত্রে এটা রোলস রয়েসের সমতুল্য–গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহারের জন্য একটা মেশিনের দাম পড়ে ৭০,০০০ ক্রোনার। তার কাছে জন ওয়াল থেকে কেনা একটা এসপ্রেসো আছে যেটার দাম পড়েছিলো ৩,৫০০ ক্রোনার–ঘরের জন্য কেনা অল্প কয়েকটা সৌখিন জিনিসের মধ্যে অন্যতম যা সালান্ডারের মেশিনটার তুলনায় খুবই নগন্য।

রেফ্রিজারেটরে একটা খোলা মিল্ক কার্টন, কিছু পনির, মাখন, ক্যাভিয়ার এবং অর্ধেক কৌটা শসার টুকরা। কিচেনের কাপবোর্ডে চার কৌটা ভিটামিন, টি ব্যাগ, সাধারন কফি, দুই স্লাইস পাউরুটিসআর এক প্যাকেট ক্রিস্পব্রেড। কিচেনের টেবিলের উপরে এক বাটি আপেল। তিনটা মাংসের টুকরা আর ফ্রিজারে ফিশ ক্যাসেরোল। অ্যাপার্টমেন্ট ঘুরে এই খাবারগুলোই পেলো সে, চুলার পাশের কাউন্টারের নিচে আবর্জনার বাক্সে বিলি'স প্যান পিজার কয়েকটা খালি প্যাকেট পড়ে থাকতে দেখলো।

সামঞ্জস্যবিহীন ব্যবস্থাপনা, কয়েক বিলিয়ন ক্রোনার চুরি করে সালান্ডার নিজের জন্য পুরো একটা কোর্টের সমান অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছে। তবে মাত্র তিনটা রুম তার

দরকার যেগুলো সাজিয়ে নিয়েছে। বাকি আঠারোট রুম খালি পড়ে আছে।

সবশেষে ওর অফিসে গেলো ব্লমকোভিস্ট। কোথাও কোনো ফুল নেই, দেয়ালে কোনো পেইন্টিং বা পোস্টার পর্যন্ত নেই। রাগ বা ওয়াল হ্যাঙ্গিংও নেই, একটা নক্সা করা বাটি, মোমতানি কিংবা অন্যধরনের টুকটাক কিছু দিয়েই সাজানো হয় নি।

ব্লমকোভিস্টের মনে হলো কেউ তার বুকটা চেপে ধরেছে। তার মনে হলো সালান্ডারকে খুঁজে বের করে তাকে জড়িয়ে ধরতে হবে।

যদি চেষ্টা করে তাহলে মেয়েটা তাকে কামড় বসিয়ে দেবে। বাঞ্চোৎ জালাচেঙ্কো।

এরপর সে ডেস্কে বসে ১৯৯১ সাল থেকে বিয়র্কের রিপোর্টটা খুললো। একদম পড়ছে না সে, তবে চোখ বুলিয়ে গেলো, প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আত্মস্ত করার চেষ্টা করলো।

১৭ ইঞ্চি স্ক্রিনসমৃদ্ধ ল্যাপটপটা ওপেন করলো, এটার হার্ডড্রাইভ ২০০ মে.বাইট আর র‍্যাম ১,০০০ মেগাবাইট। কিছু নেই এতে, সব খুলে নিয়ে গেছে ও, সতর্কতামুলক।

সালান্ডারের ডেস্ক ড্রয়ারটা খুলে একটা ৯ এমএম কোল্ট ১৯১১ গভর্নমেন্ট সিঙ্গেল এ্যাকশন পেলো, পুরো ম্যাগাজিনটা সাতটা গুলিতে পূর্ন। সাংবাদিক স্যান্ডস্ট্রমের কাছ থেকে এটা নিয়েছিলো সালান্ডার, যদিও ব্লমকোভিস্ট এর কিছুই জানে না। জনদের লিস্টে এখানো সে এস অক্ষরে পৌছায় নি সে।

তারপর সে 'বুরম্যান' মার্ক করা ডিভিডিটা খুঁজে পায়।

তার ল্যাপটপে এটা চালু করতেই আতঙ্ক নিয়ে দেখতে লাগলো ব্লমকোভিস্ট। পুরোপুরি অসারের মত বসে বসে সে দেখলো সালান্ডারকে পেটানো হচ্ছে, তারপর ধর্ষণ এবং প্রায় খুনই করে ফেলছে। মনে হচ্ছে গোপন ক্যামেরায় এটা তোলা হয়েছে। সম্পূর্নটা না দেখে সে একটা পর্ব থেকে আরেকটাতে গেলো, একটার চেয়ে আরেকটা জঘন্য। বুরম্যান।

সালান্ডারের গার্জেন তাকে ধর্ষণ করেছে, আর সেটা বিস্তারিত তুলে রেখেছে মেয়েটা। একটা ডিজিটাল তারিখ থেকে বোঝা গেলো এটা দুই বছর আগে তোলা, মানে তার সাথে দেখা হওয়ারও আগের ঘটনা। পাজলের টুকরোগুলো জোড়া লাগছে।

বিয়র্ক আর বুরম্যান একসাথে এবং সত্তুরের দশকে জালাচেঙ্কো।

জালাচেঙ্কো আর সালান্ডার এবং নব্বইয়ের শুরুতে একটা মিল্ক কার্টনে তৈরি গ্যাসোলিন বোমা।

তারপর আবার বুরম্যান, পামগৃনের পরিবর্তে এখন তার গার্জেন। চক্রটা পূর্ন হয়েছে। বুরম্যান তার পালিতাকে আক্রমন করেছে। তাকে মানসিকভাবে অসুস্থ প্রতিরক্ষাহীন মেয়ে মনে করেছে লোকটা, অথচ সালান্ডার মোটেই সেরকম না। সে

এমন একটা মেয়ে যে মাত্র বারো বছর বয়সে জিআরইউ থেকে বিতাড়িত একজন পেশাদার খুনির বিরুদ্ধে লড়ে তাকে সারাজীবনের জন্য খোঁড়া করে দিয়েছে।

সালান্ডার এমন একজন নারী যে ঐসব পুরুষকে ঘৃণা করে যারা নারীদের ঘৃণা করে।

পেছনের কথাগুলো মনে করলো ব্লমকোভিস্ট যখন হেডেস্টাডে প্রথম ওর সাথে পরিচয় হয়। ধর্ষণের মাত্র কয়েকমাস পরের ঘটনা হবে। তার মনে পড়ছে না এতোবড় একটা ঘটনা সম্পর্কে কোনোরকম ইঙ্গিত ওর কোনো কথায় ছিলো কি না। নিজের সম্পর্কে সে বেশি কিছু প্রকাশ করে না। বুরম্যানের কি করেছে সে তা ধারণা করতে পারছে না ব্লমকোভিস্ট–তবে তাকে খুন করে নি। একেবারে অসম্ভব। নয়তো বুরম্যান দুই বছর আগেই মারা যেত। লোকটাকে সে কোনোভাবে, কোনো পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রন করেছে যা বুঝতে পারছে না সে। তারপরই বুঝলো তাকে নিয়ন্ত্রন করার হাতিয়ার তার ডেস্কের উপরেই আছে, ডিভিডি। যতদিন ওর কাছে এটা থাকবে বুরম্যান তার কাছে অসহায় দাস হয়ে থাকবে। তাই বুরম্যান সেই লোকটার মিত্রে পরিণত হয়, জালাচেঙ্কো, সালান্ডারের সবচেয়ে কঠিন শত্রু, ওর বাবা।

তারপরই সবগুলো ধারাবাহিক ঘটনা। প্রথমে বুরম্যানকে গুলি করা হলো, তারপর সিভেনসন আর জোহানসন।

কিন্তু কিভাবে? সিভেনসন কি করে এতোবড় হুমকি হয়ে গেলো?

হঠাৎ করেই এন্সকেডের কি ঘটেছে সে বুঝতে পারলো।

জানালার নিচে মেঝেতে একটা কাগজের টুকরা খুঁজে পেলো। একটা পৃষ্ঠা প্রিন্ট করেছিলো সালান্ডার, তারপর কুন্ডলি পাকিয়ে ফেলে দেয়। ওটা খুলে দেখেলো, আফতোনব্লাদেতের অনলাইন এডিশন যাত মিরিয়াম উ'কে কিডন্যাপ করার খবরটা আছে।

মিরিয়াম উ এই নাটকে কি ভূমিকা পালন করেছে জানে না সে–মেয়েটা হলো সালান্ডারের অল্প কিছু বন্ধুর মধ্যে অন্যতম, হয়তো তার একমাত্র বন্ধু। ওর পুরনো অ্যাপার্টমেন্টটা তাকে দিয়েছে। এখন সে হাসপাতালে শুয়ে আছে, জঘন্যভাবে মার খেয়েছে। নিদারম্যান আর জালাচেঙ্কো।

প্রথমে ওর মাকে, তারপর মিরিয়াম উ'কে। ঘৃণায় সালান্ডার উন্মাদ হয়ে গেছে নিশ্চয়ই।

এই একটা কারণই অনেক বেশি উস্কে দেয়ার মত।

তাই এখন সে শিকারের খোঁজে আছে।

লাঞ্চটাইমে আরমানস্কি এর্স্টার আশ্রম থেকে একটা ফোন পেলো। আরো আগেই

সে পামগ্রনের ফোন পাওয়ার আশা করেছিলো, তার সাথ যোগাযোগ এড়িয়ে গিয়েছিলো। তার ভয় হচ্ছিলো তাকে হয়তো সব সন্দেহের উর্ধে রেখে সালান্ডারকে অপরাধী বলে রিপোর্ট করতে হবে। অন্তত এখন তাকে বলতে পারবে যে সালান্ডারের অপরাধের যৌক্তিক কারণ আছে।

"কতদূর জানতে পেরেছন আপনি?" সরাসরি জানতে সচাইলো পামগৃন।

"কি ব্যাপারে?"

"সালান্ডারের ব্যাপারে আপনার তদন্তকাজে?"

"আপনি কিকরে ভাবলেন তার উপর তদন্ত করছি আমি?"

"সময় নষ্ঠ করবে না, ড্রাগান।" দীর্ঘশ্বাস ফেলে আরমানস্কি বললো, "ঠিক ধরেছেন।"

"আমি চাই আপনি এসে আমার সাথে দেখা করেন," পামগৃন বললো। "এই ছুটিতে আমি আসতে পারি।

"এতো দেরিতে না, আমি চাই আপনি আজরাতেই আসুন। আমাদের অনেককিছু আলাপ করার আছে।"

সালান্ডারের কিচেনে ব্লমকোভিস্ট নিজ হাতে কফি আর স্যান্ডউইচ বানিয়ে খেলো। দরজায় ওর তালা খোলার শব্দ শুনবে প্রত্যাশা করলেও সে পুরোপুরি আশাবাদী নয়। খালি ল্যাপটপটা দেখেই সে বুঝতে পেরেছে এরই মধ্যে সালান্ডার তার লুকানোর জায়গাটা ছেড়ে চিরতরে চলে গেছে। খুব দেরি হয়ে গেছে অ্যাপার্টমেন্টটা খুঁজে পেতে।

দুপুর ২:৩০ বাজে, তখনো সালান্ডারের ডেস্কে বসে আছে সে। বিয়র্কের 'নন-রিপোর্ট' তিনবার পড়ে ফেলেছে। অজানা এক উর্ধতনের জন্য এটা একটা মেমোর মত করে লেখা। পরামর্শটা সাদামাটা নমনীয় কোনো সাইকিয়াট্রিস্টকে নিয়োগ দাও যে কি না সালান্ডারকে শিশুদের সাইকিয়াটৃক ক্লিনিকে ভর্তি করে দেবে। তার আচরন থেকে পরিষ্কার বোঝা য়ায় মেয়েটা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত।

সামনের দিনগুলোয় বিয়র্ক আর টেলিবোরিয়ানের প্রতি ব্লমকোভিস্ট বিশেষ মনোযোগ দেবে। এর পরিনতি দেখতে চায় সে। মোবাইলটা বেজে ওঠায় তার চিন্তায় ছেদ পড়লো।

"হাই, আবারো ম্যালিন বলছি। আমার মনে হয় কিছু একটা পেয়েছি আমি।"

"কি?"

"সুইডেনের সোশাল সিকিউরিটি রেকর্ডে রোনাল্ড নিদারম্যান নামে কেউ নেই। কোনো টেলিফোন বুক অথবা ট্যাক্স রেকর্ড কিংবা অন্য কোথাও তার নাম নেই। তবে একটা কথা শুনুন, ১৯৯৮ সালে প্যাটেন্ট অফিসে একটা দুর্নীতি নিবন্ধন করা

কোম্পানিটি ইলেক্ট্রনিক্স আমদানী করে। এটার বোর্ডের চেয়ারম্যান কার্ল এক্সেল বোদিন, মানে কেএবি, জন্ম ১৯৪১ সালে।"

"এতে কোনো কিছু বোঝা গেলো না।"

"আমার কাছেও না। বোর্ডে একজন একাউন্টেন্ট আছে যে কিনা আরো দুই ডজন কোম্পানির সাথেও নিবন্ধিত। ছোট কোম্পানিগুলোর প্রয়োজন অনুযায়ী মনোনীত ফিন্যান্স ডিরেক্টরদেরও একজন মনে হয় সে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কোম্পানিটা অকার্যকর হয়ে আছে, তবে এরপর তিন নম্বর বোর্ডটা হলো আর নিদারম্যান। সুইডেনে তার কোনো সোশাল সিকিউরিটি নম্বর নেই। ১৯৭০ সালের ১৮ জানুয়ারি তার জন্ম, এবং কোম্পানির জার্মান মার্কেটের একজন প্রতিনিধি হিসেবে তালিকাভূক্ত।"

"ভালোই কাজ করেছেন, ম্যালিন। খুব ভালো। পি.ও বক্সের বাইরে কোনো ঠিকানা কি আছে?"

"না, তবে কার্ল এক্সেল বোদিংকে আমি খুঁজে পেয়েছি। পশ্চিম সুইডেনে তার নাম নিবন্ধন করা, আর থঅকে গোসাবার্গায় পোস্ট বক্স ৬১২ নম্বর এই ঠিকানায়। আমি খোঁজ নিয়েছি; মনে হয় নোসার্বোর কাছকাছি শহরের বাইরে কোথাও, গোটেবার্গের উত্তর-পূর্বে।"

"তার সম্পর্কে তুমি কিভাবে জানলে?"

"দুই বছর আগে সে ২৬০,০০০ ক্রোনার আয়ের হিসেব দেয়। পুলিশ ফোর্সে আমাদের এক বন্ধুর মতে তার কোনো অপরাধ রেকর্ড নেই। একটা শিকারী রাইফেল আছে তার আর একটা শটগান। দুইটা গাড়ি আছে; একটা ফোর্ড আর একটা সাব, দুটোই পুরনো মডেল। তার লাইসেন্সে কোনো পয়েন্ট নেই। অবিবাহিত এবং নিজেকে কৃষক পরিচয় দেয়।"

"একজন ব্যক্তি যার সম্পর্কে আমরা কোনো কিছু জানি না, যার কোনো পুলিশ রেকর্ড নেই।" কিছুক্ষণ ভাবলো ব্লমকোভিস্ট, তাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

"আরেকটা ব্যাপার। ড্রাগান আরমানস্কি কয়েকবার ফোন করে আপনাকে চেয়েছে।"

"ধন্যবাদ, ম্যালিন, আপনাকে পরে ফোন করবো।"

"মিকাইল, সবকিছু ঠিক আছে আপনার?"

"না, সবকিছু ঠিক নেই, তবে আমি যোগাযোগ রাখবো।"

সুনাগরিক হিসেবে তার বাবলাস্কিকে ফোন করা উচিত। যদি তা করে তবে তাকে হয় পুরো ঘটা খুলে বলতে হবে, নয়তো আধাখেঁচড়াভাবে পরিস্থিতি বর্ননা করতে হবে। তবে সেটা বড় সমস্যা না।

নিদারম্যান আর জালাচেক্কোর খোঁজে সালাভার বাইরে আছে। তার ধারনা নেই

মেয়েটা কতদূর পর্যন্ত খোঁজ পেয়েছে, তবে সে আর এরিকসন যদি গোসেবার্গের ৬১২ নম্বর পোস্ট বক্সের ঠিকানাটা খুঁজে পায়, তবে নিশ্চিত যে সালান্ডারও তা পাবে। নিশ্চিত সে গোসেবার্গের পথেই আছে। এটাই পরবর্তি স্বাভাবিক কাজ।

যদি পুলিশকে সে জানায় কোথায় নিদারম্যান লুকিয়ে আছে, তবে এটাও তাদের বলতে হবে যে সালান্ডারও সম্ভবত সেই পথে আছে। তিনটা খুন আর স্টলারহোমেনে গুলি করার জন্য তাকে খোঁজা হচ্ছে, অর্থাৎ ন্যাশনাল আর্মড রেসপন্স টিম বা এরকম কেউ তাকে ধরতে তৎপর আছে।

আর কোনো সন্দেহ নেই যে সালান্ডার ভয়ানকভাবে প্রতিহত করবে।

একটা করম আর কাগজ নিয়ে ব্লমকোভিস্ট তালিকা বানালো সে কি কি বিষয় পুলিশকে বলতে চায় না বা বলতে পারে না।

প্রথমত মোসাবেকের ঠিকানাটা।

অ্যাপার্টমেন্টটার গোপনীয়তা রক্ষার জন্য সালান্ডারকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। এটা হলো যেখানে তার জীবন আর তার গোপন বিষয়গুলো ছিলো। এগুলো সে প্রকাশ করতে পারে না।

তারপর সে বুরম্যানের নাম লিখলো, সাথে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন।

ডেস্কের উপরে ডিভিডিটা দেখলো সে। বুরম্যান সালান্ডারকে ধর্ষণ করেছে। ওকে প্রায় মেরেই ফেলেছিলো। গার্জেন হিসেবে তার অবস্থানকে সে কদর্যভাবে ব্যবহার করেছে। তার কৃতকর্ম প্রকাশ হওয়া উচিত। তবে এখানে একটা নীতিগত দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে। সালান্ডার এটা পুলিশকে জানায় নি। পুলিশি তদন্তের মাধ্যমে সে কি মিডিয়াতে সবচাইতে যন্ত্রনাদায়ক আর অন্তর্গত বিষয় নিয়ে উপস্থিত হতে চাইবে? ডিভিডিটা একটা প্রমান, এর স্থিরচিত্রগুলো নিশ্চয়ই সান্ধ্য পত্রিকায় আসবে।

এটা সালান্ডারের ব্যাপার কিভাবে কি করতে চায়। তবে সে যদি তার অ্যাপার্টমেন্টটা খুঁজে পায় তো আগে পরে পুলিশও এটা খুঁজে পাবে। ডিভিডিটা সে ব্যাগে ভরে নিলো।

তারপর সে লিখলো বিয়র্কের রিপোর্ট। ১৯৯১ সালে এটা টপ সিক্রেট বলে গন্য হয়েছিলো। যা যা ঘটেছে সবকিছু এতে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এতে ইয়ালচেঙ্কোর নাম এবং বিয়র্কের ভূমিকা স্পষ্ট করেছে, সেইসাথে সিভেনসনের কম্পিউটারে পাওয়া জনদের তালিকা পেলে বিয়র্ককে বাবলাস্কির সামনে আতঙ্কিত অনেকটা সময় কাটাতে বাধ্য করবে। আর চিঠিপত্রগুলো টেলিবোরিয়ানের বারোটা বাজিয়ে দেবে।

ডকুমেন্টগুলো পুলিশকে গোসেবার্গামুখো করবে, তবে তার অন্তত শুরু করা উচিত।

গত চব্বিশ ঘণ্টায় বিয়র্ক আর পামগ্রেনের সাথে কথা বলে এবং সালান্ডারের

এখানে পাওয়া সব ম্যাটেরিয়াল থেকে সে যা যা পেলো তার মূল বিষয়গুলো নিয়ে একটা আউটলাইন তৈরি করলো। এক ঘন্টার মত লাগলো। সিডিতে তার নিজস্ব রিসার্চসহ ডকুমেন্টটা বার্ন করলো।

আরমানস্কির সাথে কথা বলে নেবে কিনা ভাবলো, তবে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেললো। তার হাতে এরই মধ্যে পর্যাপ্ত জিনিস চলে এসেছে।

মিলেনিয়াম-এ গিয়ে ব্লমকোভিস্ট সোজা বার্গারের অফিসে ঢুকলো।

"লোকটার নাম জালাচেঙ্কো," কোনোরকম সম্ভাষন পর্যন্ত না জানিয়ে সরাসরি বললো ব্লমকোভিস্ট। "একজন প্রাক্তন সোভিয়েত ভাড়াটে খুনি যে কিনা ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস থেকে এসেছে। ১৯৭৬ সালে বহিষ্কার করা হলে সুইডেনে আশ্রয় নেয় এবং সাপোর বেতনভূক হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে অন্য অনেকের মত ফুলটাইম গ্যাংস্টারে পরিণত হয়। বর্তমানে সে সেক্স ট্রাফিকিং আর অস্ত্র আর মাদক স্মাগলিংএ জড়িত।"

বার্গার কলটা রেখে বললো, "আমি বিস্মিত হচ্ছি না কেন যে কেজিবি এই ঘটনায় হঠাৎ করে উদয় হয়েছে?"

"কেজিবি না, এটা জিআরইউ। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস।"

"তার মানে ব্যাপারটা সিরিয়াস।"

মাথা নাড়লো ব্লমকোভিস্ট।

"তুমি বলছো সে'ই ড্যাগ আর মিয়াকে খুন করেছে?"

"না, সে না, সে কাউকে পাঠিয়েছে। রোনাল্ড নিদারম্যান, ম্যালিন যে দানবটার খোঁজ করছে।"

"তুমি এটা প্রমান করতে পারবে?"

"কম বেশি পারবো। এর কিছুটা অনুমানভিত্তিক। বুরম্যানকে খুন করা হয়েছে কারণ সে লিসবেথের ব্যাপারে জালাচেঙ্কোর সাহায্য চেয়েছিলো।"

সালান্ডারের ডেস্কে পাওয়া ডিভিডির ব্যাপারে বার্গারকে বললো।

"জালাচেঙ্কো তার বাবা। সত্তুরের মাঝমাঝিতে বুরম্যান সাপোতে কাজ করতো এবং দেশান্তরি হওয়ার পর জালাচেঙ্কোকে অফিসিয়ালি যারা স্বাগত জানিয়েছিলো তাদেরই একজন। পরবর্তিতে সে আইনজীবি নিজস্ব প্রাকটিস করতো, আর সিকিউরিটি পুলিশের হয়ে একটা অভিজাত দলের জন্য ফুলটাইম দালালি করতো। আমার ধারণা একটা আভ্যন্তরিন চক্র প্রায়ই পুরুষদের স্টিমবাথের যে *সনা* আছে সেখানে একত্রিত হয়ে বিশ্ব নিয়ন্ত্রন করে আর ইয়ালচেঙ্কোর ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করে। মনে হয় না সাপোর বাকি লোকজন কেউ কখনো এই বদমাসটা সম্পর্কে কিছু শোনেও নি। এই সিক্রেট ফাঁস করে দেয়ার হুমকি দিয়েছিলো লিসবেথ। তাই তাকে শিশুদের সাইকিয়াট্রিক ইউনিটে আটকে রাখে তারা।"

"এটা সত্যি হতে পারে না।"

"ওহো, কিন্তু এটাই সত্য," বললো ব্লমকোভিস্ট। "লিসবেথকে তখন কোনোভাবে নিয়ন্ত্রন করা যাচ্ছিলো না, এখনো অবশ্য যায় না...তবে বারো বছর বয়স থেকেই সে ন্যাশনাল সিকিউরিটির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।"

ঘটনার সারমর্ম বললো তাকে।

"এটা হজম করা একদম কঠিন ব্যাপার," বার্গার বললো। "তাহলে ড্যাগ আর মিয়া..."

"তাদের খুন করা হয় কারণ ড্যাগ বুরম্যান আর জালাচেঙ্কোর মধ্যে যোগসূত্রটা বের করেছিলো।"

"এখন তাহলে কি করবে? পুলিশকে বলা দরকার, তাই না?"

"আংশিকভাবে, তবে পুরোটা না। ব্যাকআপ হিসেবে বিশেষ তথ্যগুলো আমি এই ডিস্কে কপি করে নিয়েছি, যদি দরকার হয় তাই। লিসবেথ জালাচেঙ্কোকে খুঁজছে। আমি চেষ্টা করবো ওকে খুঁজে বের করতে। কারো সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আরঅপ করা যাবে না।"

"মিকাইল...আমার এটা ভালো লাগছে না। একটা খুনের ঘটনায় আমরা কোনো তথ্য লুকাতে পারি না।"

"আমরাতো সেটা করছি না। বাবলাস্কিকে আমি ফোন করতে চেয়েছি। কিন্তু আমার ধারণা লিসবেথ গোসেবার্গার পথে আছে। এখনো তাকে তিনটা খুনের জন্য খোঁজা হচ্ছে, আমরা যদি পুলিশকে ফোন করি তারা তাদের সশস্ত্র টিমকে অস্ত্রসহ তাকে পাকড়াও করার জন্য পাঠিয়ে দেবে, আর সালান্ডার গ্রেফতার এড়ানের জন্য প্রতিবাদ করলেই ঘটনা খারাপ পর্যায়ে যাবে। তখন অনেক কিছুই ঘটতে পারে।" থেমে সে বিমর্ষভাবে হাসলো। "অন্যকিছু নয়, আমাদের উচিত পুলিশকে এসব থেকে দূরে রাখা যাতে সশস্ত্র টিম কোনো চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত না হয়। প্রথমে ওকে আমার খুঁজে বের করতে হবে।"

দ্বিধান্বিত চোখে তাকালো বার্গার।

"লিসবেথের সিক্রেট প্রকাশ করতে চাই না আমি। বাবলাস্কি নিজেই এসব খুঁজে বের করুক। এই ফোল্ডারটাতে ১৯৯১ সাল থেকে বিয়র্কের রিপোর্ট আর বিয়র্কের সাথে টেলিবোরিয়ানের কিছু চিঠিপত্র আছে। তুমি একটা কপি করে রাখ, তারপর বাবলাস্কি বা মোদিজিকে দাও। বিশ মিনিটের মধ্যে আমি গোটেবার্গের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি।"

"মিকাইল..."

"জানি। তবে এই পুরো ঘটনায় আমি লিসবেথের পক্ষে।"

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রইলো বার্গার, কিছু বললো না। তারপর সাথা নেড়ে সায় দিলো।

"সাবধানে থেক," বললো সে, তবে এরই মধ্যে ব্লমকোভিস্ট চলে গেছে।

বার্গার ভাবলো তার সাথে যাওয়া উচিত ছিলো। এটাই ছিলো একমাত্র সৌজন্যমূলক কাজ। তবে সে এখনো বলে নি যে সে *মিলেনিয়াম* ছেড়ে দিচ্ছে, সবকিছু *ঠিকঠাক* হয়ে গেছে, যা কিছুই ঘটুক না কেন। ফোল্ডারটা নিয়ে ফটোকপি মেশিনের কাছে গেলো।

একটা শপিং সেন্টারের পোস্ট অফিসে বাক্সটা রাখা আছে। গোটেবার্গ চেনে না সালান্ডার, এমন কি এটাও জানে না সে শহরের কোথায় আছে, তবে পোস্ট অফিসটা খুঁজে পেলো এবং একটা ক্যাফেতে অবস্থান নিলো যেখান থেকে জানালার একটা ফাঁকা দিয়ে বাক্সটার দিকে নজর রাখা যায়।

লিসবেথ সালান্ডারের চেয়ে অনেক বেশি মেক আপ নেয় আইরিন নেসার। সস্তা কিছু নেকলেস পরেছে, বসে বসে ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট পড়ছে সে, আসার সময় রাস্তায় একটা বুকশপ থেকে কিনেছে ওটা। সময় নিয়ে আস্তে আস্তে পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছে সে। লাঞ্চটাইমে সে তার নজরদারি শুরু করবে, তবে তার কোনো ধারণা নেই কেউ নিয়মিত চিঠি তোলে, নাকি এটা প্রতিদিন বা এক সপ্তাহ পর পর। এরই মধ্যে আগের দিন তুলে ফেলেছে কিংবা কেউ আদৌ দেখা দেবে কিনা। কিন্তু এটাই ওর একমাত্র সূত্র। অপেক্ষা করতে করতে একটা ক্যাফে লাত্তে পান করলো।

প্রায় ঝিমুনি ভাব এসে গিয়েছিলো, কিন্তু হঠাৎ সে দেখলো বক্সের দরজাটা খোলা হচ্ছে। ঘড়ির দিকে তাকালো। পৌনে দুইটা বাজে। ভাগ্য বলতে হবে।

দ্রুত উঠে জানালার কাছে গেলো, বক্সের ওখান থেকে চলে যাওয়ার সময় কালো লেদার জ্যাকেট পরা একজনকে চিহ্নিত করলো। রাস্তায় তাকে ধরলো, বিশ বছরের একটা হালকা-পাতলা ছেলে। একটা রেনল্টটার কাছে গিয়ে ছেলেটা দরজা খুললো। লাইসেন্স প্লেট নম্বরটা মুখস্থ করে ওর করোলা গাড়ির কাছে গেলো সালান্ডার, রাস্তার উপর একশ গজ দূরে ওটা পার্ক করে রেখেছিলো। ছেলেটার গাড়িটা লিনেগাটানের দিকে ঘুরলে সালান্ডার ওটাকে অনুসরন করে এ্যাভেনিন থেকে নর্দস্টানের দিকে গেলো।

৫:১০-এর X2000 ট্রেন ধরার জন্য ব্লমকোভিস্ট সময়মতই সেন্ট্রাল স্টেশনে পৌছালো। ক্রেডিট কার্ডে টিকেট কিনে রেস্টুরেন্ট কারে সিট নিয়ে বসলো, তারপর লাঞ্চের অর্ডার দিলো।

কেমন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি পেটের মধ্যে গুড়গুড় করছে, ভয় হচ্ছে তার দেরি হয়ে গেলো বোধহয়। প্রার্থনা করলো যাতে সালান্ডার তাকে ফোন করে, তবে জানে এমনটা ঘটবে না।

১৯৯১ সালে জালাচেঙ্কোকে মারার সর্বোচ্চ চেষ্টা সে করেছে। এখন এতো বছর পরে তাকে পাল্টা আঘাত করা হয়েছে।

পামগৃন পূর্বানুমানের ভিত্তিতে বিশ্লেষন করেছে। সালান্ডারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে যে কোন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে লাভ নেই।

ল্যাপটপ ব্যাগের দিকে তাকালো ব্লমকোভিস্ট। সালান্ডারের ডেস্কে পাওয়া কোল্ট বন্দুকটাও এনেছে সে। ঠিক নিশ্চিত নয় কেন সে বন্দুকটা নিয়েছে, তবে ওটা অ্যাপার্টমেন্টে ফেলে আসতে তার মন সায় দেয় নি। জানে এটা কোনো যৌক্তিক ব্যখ্যা না।

ট্রেনটা আর্স্টব্রন ছেড়ে গেলে সে মোবাইলটা নিয়ে বাবলাস্কিকে ফোন করলো।

"কি চান আপনি?" বিরক্ত হয়ে বললো বাবলাস্কি।

"ছেঁড়া অংশগুলো জোড়া দিতে চাই," ব্লমকোভিস্ট বললো।

"কিসের ছেঁড়া অংশ?"

"পুরো ঘটনাটার। আপনি জানতে চান সিভেনসন, জোহানসন আর বুরম্যানকে কে খুন করেছে?"

"আপনার কাছে তথ্য থাকলে শুনে খুশি হবো।"

"খুনির নাম রোনাল্ড নিদারম্যান। পাওলো রবার্তোর সাথে যে দানবটা বক্সিং করেছে। সে একজন জার্মান নাগরিক, পঁয়ত্রিশ বছর বয়স, জালাচেঙ্কো নামে একজন বাজে লোক যে কি না জালা নামেও পরিচিত, তার হয়ে কাজ করে সে।"

অনেকক্ষণ বাবরঅস্কি কোনো কথা বললো না, তারপর লোকটার দীর্ঘশ্বাস, কাগজ ওল্টানো এবং বলপয়েন্টের শব্দ শুনলো ব্লমকোভিস্ট।

"আপনি কি এ'ব্যাপারে নিশ্চিত?"

"হ্যা।"

"ঠিক আছে, তো এই নিদারম্যান আর জালাচেঙ্কো কোথায় আছে?"

"এখনো জানি না। তবে যখনই জানতে পারবো আপনাকে জানাবো। কিছুক্ষনের মধ্যে এরিকা বার্গার আপনাকে ১৯৯১ সালের একটা পুলিশ রিপোর্ট দেবে। এখানে আপনি জালাচেঙ্কো এবং সালান্ডার সম্পর্কে সবরকম তথ্য পাবেন।"

"কি রকম?"

"যেমন, জালাচেঙ্কো সালান্ডারের বাবা। কোল্ড ওয়ারের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে দেশান্তরিত হওয়া একজন ভাড়াটে খুনি সে।"

"একজন রাশিয়ান ভাড়াঠে খুনি?" বাবলাস্কি তার কথার প্রতিধ্বনি করলো।

"সাপোর একটা অংশ তাকে সহযোগিতা করছে এবং তার অপরাধমূলক কর্মকান্ডকে গোপন করে রাখছে।"

ব্লমকোভিস্ট টের পেলো বাবলাস্কি একটা চেয়ার টেনে বসলো।

"আমার মনে হয় আপনি এসে একটা আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিলে ভালো হয়।"

"আমার হাতে সময় নেই, দুঃখিত।"

"বুঝতে পারলাম না।"

"এই মুহূর্তে আমি স্টকহোম নেই। তবে জালাচেঙ্কোকে খুঁজে পাওয়ামাত্রে আমি কথা বলবো।"

"ব্লমকোভিস্ট...আপনাকে কিছু প্রমান করতে হবে না। সালান্ডারের াপরাধের ব্রাপারেও আমার সন্দেহ আছে।"

"কিন্তু আমি সামান্য একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর যে কি না পুলিশের কাজের ব্যাপারে কিছুই জানে না।"

সে জানে এটা ছেলেমানুষি, তবে বাবালাস্কির জবাবের অপেক্ষা না করেই সে কেটে দিলো। বরং সে আনিকা গিয়ান্নিকে ফোন করলো।

"হাই, সিসটার।"

"হাই, নতুন কিছু ঘটেছে?"

"আগামীকাল আমার একজন ভালো আইনজীবি লাগতে পারে।"

"তুমি কি করেছ?"

"এখনো তেমন কিছু নয়, তবে পুলিশের তদন্তে বাঁধা দেয়ার জন্য আমাক গ্রেফতার করতে পারে। তবে এজন্য তোমায় ফোন করি নি। আমার জন্য তুমি লড়তে পারবে না।"

"না কেন?"

"কারণ আমি চাই তুমি লিসবেথ সালান্ডারের পক্ষে লড়াই করবে, আর আমাদের দুজনকে তুমি একসাথে রক্ষা করতে পারবে না।"

পুরো কাহিনীটা তাকে দ্রুত বলে গেলো ব্লমকোভিস্ট। গিয়ান্নি ভয়ে চুপ করে আছে। শেষমেষ বললো, "এসবের ডকুমেন্টশেন আছে তোমার কাছে..."

"হ্যা, আছে।"

"আমাকে ভাবতে হবে। লিসেবেথের আসলে একজন অপরাধবিষয়ক আইনজীবি।"

"তুমিই হবে একদম ঠিক।"

"মিকি..."

"শোন, তুমি আমার ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হয়ে ছিলে যে আমি প্রয়োজনের সময় তোমার কাছে কোনো সাহায্য চাই না।"

তাদের কথাবার্তা শেষ করার পরের ব্লমেকাভিস্ট বসে বসে ভাবেত লাগেলো। তারপর মোবাইলটা নিয়ে হোলার পামগৃনকে ফোন করলো। বিশেষ কোনো কারণ না থাকলেও তাকে বলতে চায় সে একটা বা দুটো সূত্র অনুসরন করছে এবং আশা করছে যে আগামী কয়েক ঘন্টার মধ্যে পুরো ঘটনার সমাধান হতে যাচ্ছে।

ফার্মের উপর থেকে চোখ না সরিয়েই সালান্ডার ব্যাকপ্যাক থেকেএকটা আপেল নিলো। করোলা গাড়িটা থেকে একটা ফ্লোরম্যাট মাটিতে বিছিয়ে জঙ্গলে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সে। উইগটা খুলে ফেলে একটা পকেটওয়ালা সবুজ ট্রাকস্যুট প্যান্ট আর ভারি সোয়েটার এবং হাটু পর্যন্ত লম্বা উইন্ডব্রেকার পরেছে যাতে থার্মাল লাইনিং রয়েছে।

রাস্তা থেকে গোসেবার্গা ফার্মটা চারশত গজ দূরে অবস্থিত। মোট চারটা ভবন আছে। সালান্ডারের একশ বিশ গজ দূরে মূল ভবনটা সাদা রংএর ফ্রেমে দোতলা একটা সাধারণ বাড়ি যার সাথে ফার্মটার সত্তুর গজ বাইরে একটা ছউনি আর শষ্য ভান্ডার রয়েছে। ওটার দরজা দিয়ে একটা সাদা গাড়ি দেখতে পাচ্ছে সে। মনে হচ্ছে একটা ভলভো, তবে নিশ্চিত না।

মুল ভবনটার এপাশে সালান্ডারের সামনে একটা কাদামাখা মাঠ ডানদিকে গিয়ে দুইশ গজ দূরে একটা পুকুরে মিশেছে। মাঠের মাঝখান দিয়ে ড্রাইভওয়েটা গিয়ে রাস্তার দিকে ছোট ছোট গাছে খুঁটির কাছে মিশে গেছে। রাস্তার ওপাশে আরো পরিত্যক্ত ফার্মহাউজ রয়েছে জানালাগুলো প্লাস্টিকের ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। মূল ভবনটার বাইরে গাছের সারি এমনভাবে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে যাতে আশেপাশের কারো চোখ না পড়ে বাড়িটা, সারিবদ্ধ আরো অনেকগুলো ভবন প্রায় ছয়শ গজ দূরে অবস্থিত। কাজেই তার সামনের ফার্মটা তুলনামূলকভাবে বেশ নিরিবিলিতে অবস্থান করছে।

আন্তেন লেকের কাছাকাছি আছে সে, এটা একটা বৃত্তাকার শীতল ভূমি অঞ্চলে অবস্থিত যেখানে মাঠগুলো গিয়ে মিশেছে ছোট ছোট লোকালয় আর ঘন জঙ্গলের সাথে। রোডম্যাপে বিস্তারিত কিছু দেয়া নেই, তবে গোটেবার্গ থেকে ই২০ হয়ে কালো রেনল্টটাকে অনুসরন করে এসেছে সে, তারপর পশ্চিমে সোলেব্রানে এলিংসাস জেলায় ঘুরে গিয়েছে। প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে গাড়িটা হঠাৎ বাঁক নিয়ে ফরেস্ট রোডে চলে এলো। প্রবেশপথ থেকে একশ গজ উত্তরে একসারি গাছের পেছনে সালান্ডার তার গাড়িটা পার্ক করে পায়ে হেটে ফিরে এসেছে এখানে।

এর আগে গোসেবার্গার নাম শোনে নি সে, তবে যতদূর সম্ভব তার সামনের বাড়িআর খামারটার নাম সে বলতে পারবে। রাস্তার মেইল বক্সটার পাশ দিয়ে এসেছে, তাতে পেইন্ট করে লেখা আছে পো.অ.বক্স ১৯২-? এ. বোদিন। নামটা দেখে কিছুই বুঝতে পারলো না।

ভবনটার চারদিকে ঘুরে চোখ রাখঅর জন্য উপযুক্ত জায়গা খুঁজে নিলো সে। তার পেছনে বিকেলের রোদ এসে লাগছে। ৩:৩০এ এখানে অবস্থান নেয়ার পর থেকে একটা ব্যাপারই ঘটেছে। ৪:০০টার দিকে ড্রাইভার বাড়ির বাইরে এসেছে। দরজায় কারো সাথে কথঅ বলেছে সে, কার সাথে তা দেখতে পায় নি সালান্ডার।

তারপর গাড়ি চালিয়ে চলে গেছে, আর ফিরে আসে নি। এছাড়া ফার্মটার ভেতরে সে আর কোনো নড়াচড়া দেখতে পায় নি। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলো, মিনোল্টা 8x বায়নোকুলার দিয়ে বাড়িটা লক্ষ্য রাখতে লাগলো।

• • •

রেস্টুরেন্ট কারের ভেতর ব্রমকোভিস্ট বিরক্তি নিয়ে টেবিলের উপর আঙুল দিয়ে টোকা মারতে লাগলো। ট্রেনটা ক্যাটরিনহোমে থেমে আছে প্রায় এক ঘন্টা ধরে। একটা বগিতে কি যেন যান্ত্রিকত্রুটি দেখঅ দিয়েছে, ঠিক করতে হবে। দেরির জন্য ক্ষমা চেয়েছে।

হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো, তারপর আরো এককাপ কফি নিলো। অবশেষে পনেরো মিনিট পরে ট্রেনটা ঝাঁকি দিয়ে চলতে শুরু করলো। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলো ৮:০০টা বাজে।

তাকে একটা প্লেন ধরতে হবে কিংবা গাড়ি ভাড়া করতে হবে।

এখন তার আরো বেশি খারাপ লাগছে এই ভেবে যে বেশি দেরি করে ফেলেছে সে।

সন্ধ্যা ৬:০০টায় নিচতলার একটা ঘরে কেউ বাতি জ্বাললো, এর অল্প পরেই একটা তেলের বাতিও জ্বালানো হলো। ছায়াগুলো এক ঝলক দেখে সালান্ডার কল্পনা করলো এটা রান্নাঘর হবে, তবে কোনো চেহারা দেখতে পাচ্ছে না সে।

এরপরই ফ্রন্টডোরটা খুলে রোনাল্ড নিদারম্যান নামের দানবটা বের হয়ে এলো। কালো ট্রাউজার আর আটোসাঁটো টি-শার্ট পরে আছে যাতে তার পেশিবহুল শরীরটা ফুঠে উঠেছে। সালান্ডারের ধারণাই ঠিক, আরেকবার সে দেখলো যে নিদারম্যান লোকটা আসলেই বিশাল। তবে অন্যদের মতই সে রক্ত-মাংসের মানুষ, পাওলো রবার্তো আর মিরিয়াম উ কিসের ভেতর দিয়ে গেছে সেটা ব্যাপার না। নিদারম্যান বাড়ির ভেতরে থেকে হেটে এসে শষ্যখামারটার কাছে গেলো যেখানে গাড়িটা পার্ক করা আছে। একটা ছোট ব্যাগ বের করে নিয়ে আবার বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেলো।

কয়েক মিনিট পরেই আবার বের হয়ে এলো, তার সঙ্গে একজন ছোটোখাটো হালকা-পাতলা বয়স্ক লোক ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটছে। অন্ধকারে সালান্ডার তার চেহারাটা দেখতে পাচ্ছে না, তবে তার ঘাড়ের পেছনে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেলো। ড্যাডিইইই, *আমি এখানেএএএ*...রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় সে

জালাচেস্কো আর নিদারম্যানের দিকে লক্ষ্য রাখলো। ছাউনির কাছে থামলো, নিদারম্যান কিছু জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করলো। তারপর তারা বাড়িতে ফিরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

কয়েক মিনিট চুপচাপ শুয়ে রইলো সালান্ডার। এরপর বায়নোকুলারটা নামিয়ে পিছিয়ে গেলো যেন পুরোপুরি গাছের আড়ালে ঢেকে যায় সে। ব্যাকপ্যাকটা খুলে ফ্লাস্ক বের করে একটু কফি ঢাললো। একটুখানি চিনি নিয়ে মুখে দিয়ে চুষতে লাগলো। পনিরের স্যান্ডউইচ খেলো, গোটেবার্গে আসার পথে এটা কিনেছিলো। খেতে খেতে পরিস্থিতিটা নিয়ে ভাবলো সে।

খাওয়া শেষ করে নিমিনেনের পোলিশ পি-৮৩ ওয়ানাদটা নিয়ে ম্যাগাজিন খুলে চেক করে দেখলো কোথাও কিছু আটকে আছে কি না। শুন্যে গুলি ছুঁড়লো সে, তার কাছে ছয়টা ৯এমএম ম্যাকারভ গুলি আছে, এটা যথেষ্ঠ। ম্যাগাজিনটা জায়গামত পিছিয়ে একটা গুলি ভরলো। সেফটি ক্যাচ অনটা রেখে অস্ত্রটা তার জ্যাকেটের ডানদিকের পকেটে রাখলো।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চক্রাকারে বাড়িটার দিকে এগুতে শুরু করলো সালান্ডার। প্রায় একশ পঞ্চাশ গজের মত গিয়ে হঠাৎ মাঝপথে থেমে গেলো সে।

পিয়েরে দ্য ফারমেট তার পাটিগণিতের কপি মার্জিনে এই কথাগুলো লিখে রেখেছে–এই অনুপাতটার চমৎকার ব্যাখ্যা আছে যা এই সরু মার্জিনে দেয়া যাচ্ছে না।

বর্গগুলোকে কিউবে পরিণত করা হয়েছে, (x3+y3=z3), আর গণিতবিদেরা শতাব্দির পর শতাব্দি পার করেছে ফারমেটের এই ধাঁধাঁর জট খুলতে। এর মধ্যে ১৯90 সালে এ্যান্ড্রু উইলস ধাঁধাঁটার সমাধান করে, বিশ্বের সবচাইতে উন্নত কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহার করে দশ বছর সে এটার পেছনে ব্যয় করেছে ।

এখন হঠাৎ করেই সালান্ডার বুঝতে পারলো, সমাধানটা এতোটাই সহজসরল। সংখ্যা দিয়ে একটা খেলা বানিয়ে সেটাকে একটা সহজ সূত্রে ফেলে দেয়া হয়েছে যা অনেকটা ছবির ধাঁধাঁর সমতুল্য।

ফারমেটের নিশ্চয়ই কোনো কম্পিউটার ছিলো না, অথচ উইলসের সমাধানটা গণিতের উপর ভিত্তি করে করা যা কিনা আবিষ্কারই হয় নি যখন ফারমেটে এই তত্ত্বটা দাঁড় করিয়েছিলো। উইলস যে প্রমান উপস্থিত করেছে তা কখনোই ফারমেট পারতো না। ফারমেটের সমাধানটা একেবারেই ভিন্ন।

এতোটাই বিমুঢ় হয়ে গেলো যে একটা গাছের গুঁড়িতে বসতে হলো তাকে। সমকিরনটা চেক করার সময় সোজা তাকিয়ে রইলো সামনে। তাহলে এটাই বুঝিয়েছে, গণিতবিদেরা চুল ছিঁড়বে এত অবাক হওয়ার কিছু নেই।

এরপর সে হাসতে লাগলো।

এই ধাঁধাঁটা একজন দার্শনিকের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব ছিলো।

ভাবলো যদি ফারমেটের সাথে তার দেখা হতো।

লোকটা একটা উন্নাসিক শয়তান।

একটু পরে উঠে দাঁড়ালো সে, গাছের ভেতর দিয়ে এগুতে লাগলো। তার সামনে শষ্য খামারটা, এরপরে সেই বাড়িটা।

অধ্যায় ৩১

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ৭

খামারটার বাইরের হ্যাচের ভেতর দিয়ে সালান্ডার একটা পঁচা ডোবা পেরিয়ে খামারটাতে প্রবেশ করলো। কোনো পোষা প্রাণী নেই। দেখলো খামারের ভেতরে তিনটা গাড়ি–অটো এক্সপার্টের সাদা ভলভোটা, একটা পুরনো ফোর্ড গাড়ি আর নতুন একটা সাব। এর বাইরে একটা আর অন্যান্য কিছু খামারে ব্যবহার্য জিনিসপত্র, হয়তো যখন এটা খামারের কজে ব্যবহৃত হতো তখনকার।

ভেতরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সে বাড়িটার দিকে লক্ষ্য রাখলো। এখন সন্ধ্যাঅ, নিচতলঅর প্রতিটি ঘরে বাতি জ্বলছে। কোনো নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছে না সে, তবে মনে হচ্ছে টিভি থেকে আসা আলোর বিচ্ছুরন দেখেছে সে। ঘড়িতে দেখলো ৭:৩০ বাজে। এখনি বোঝাপড়ার সময়।

সালান্ডার অবাক হলো যে জালাচেঙ্কো এরকম একটা নির্জন জায়গা বেছে নিয়েছে থাকার জন্য। যে লোকটাকে তার মনে আছে তার মত লাগছে না। সে কখনো আশা করে নি যে লোকটাকে এরকম গ্রামের ভেতর একটা ছোট ফার্মহাউজে খুঁজে পাবে। একটা অজ্ঞাত গ্রামাঞ্চলে, কিংবা হয়েতো বিদেশে কোনো ভ্যাকেশন স্পটে। সালান্ডারের চাইতেও নিশ্চয়ই বেশি শত্রু তৈরি হয়েছে তার। জায়গাটা এতোটা অরক্ষিত দেখে তার খটকা লাগলো। তবে সন্দেহ নেই যে তার কাছে বাড়ির ভেতর অস্ত্র আছে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষার পরে খামারটার ভেতর থেকে বাইরে জোস্নার আলোয় বের হয়ে এলো সে। উঠানের ভেতর দিয়ে দৌড় লাগালো, বাড়িটার প্রবেশের দিকটা পেছনে ফেলে আস্তে আস্তে পা ফেলছে সে। তখনই সে অস্পষ্ট সংগীতের সুর শুনলো। কোনো আওয়াজ না করে বাড়ির দিকে এগুলো এবং জানালা দিয়ে উকি মারার চেষ্টা করলো, কিন্তু ওগুলো অনেক উঁচুতে।

সালান্ডারের ভেতরে অস্বস্তি হচ্ছে। তার জীবনের প্রথম অধ্যেকটাই কাটিয়েছে এই বাড়ির ভেতরে থাকা লোকটার ভয়ে। পরের অর্ধেকে, যখন থেকে সে লোকটাকে খুন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে, তার জীবনে লোকটার ফিরে আসার অপেক্ষায় থেকেছে। এবার সে কোনো ভুলই করবে না।

হতে পারে জালাচেঙ্কা একজন বয়স্ক পঙ্গু লোক, তবে সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খুনি যে কিনা একাধিক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেঁচে ফিরেছে। এছাড়া এখানে রোনাল্ড নিদারম্যান আছে যাকে হিসেবে রাখতে হবে। জালাচেঙ্কোকে বাইরে কোথাও চমকে দিতে

পারলে ভালো হতো যেখানে সে একদম অরক্ষিত থাকতো। তার সাথে কথা বলার কোনো ইচ্ছা নেই তার, ভালো হতো একটা রাইফেল আর টেলিস্কোপিক লেন্স পেলে। কিন্তু ওর কোনো রাইফেল নেই আর সে কোনো সান্ধ্যকালীন ভ্রমনে বের হওয়ারও সম্ভাবনাও নেই। সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে চাইলে আজরাতে পরিকল্পনা বাদ দিয়ে তাকে জঙ্গলে কাটাতে হবে। তার সাথে স্লিপিং ব্যাগ নেই, এমন কি সন্ধ্যাটা বেশ মনোরম হলেও রাতে ঠাণ্ডা পড়তে পারে। এখন সে ওর হাতের মুঠোয় আছে, আবারো তাকে ফসকে যেতে দিতে পারে না। মিরিয়াম উ আর ওর মায়ের কথা মনে করলো।

বাড়ির ভেতরে যেতে হবে তাকে, তবে এটাই হয়তো সবচেয়ে বাজে পরিস্থিতি হবে। অবশ্য দরজায় টোকা মেরে সে দরজাটা খোলা মাত্র গুলি ছুঁড়তে পারে, তারপর আরেকটা বদমাসকে খুঁজতে ভেতরে যেতে পারে। কিন্তু যেই বাকি থাকুক না কেন, সতর্ক হয়ে যাবে, এবং তার কাছে অস্ত্রও থাকতে পারে। ঝুঁকি কতটুকু রেসটা পরিমাপ করতে হবে এখন। এছাড়া আর কি করা যেতে পারে?

কয়েকগজ সামনে হেঁটে জানালাটার পাশে যেতেই নিদারম্যানকে দেখতে পেলো সালান্ডার। কাউকে কিছু বলছে সে।

দু'জন ব্যক্তিই ঘরের ভেতরে ফ্রন্ট ডোরের বাম দিকে আছে।

মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলো সালান্ডার, তারপর জ্যাকেটের পকেট থেকে পিস্তলটা নিয়ে সেফটিতে ক্লিক করে পোর্চের দিকে এগুলো। বাম হাতে বন্দুকটা নিয়ে প্রচন্ডরকম সতর্কতার সাথে ফ্রন্ট ডোরের হাতলটা নিচে চেপে ধরলো। তালা দেয়া নেই, ভ্রূ কুঁচকে একটু ইতস্তত করলো সে। দরজাটায় ডাবল ডেড বোল্ট আছে।

দরজাটা বন্ধ না করেতো যাওয়ার কথা নয় জালাচেঙ্কোর। ঘাড়ের পেছনে কেমন শিরশির অনুভূতি হচ্ছে।

এটা ঠিক মনে হচ্ছে না।

হলওয়েটা আলকাতরার মতই নিকষ কালো। ডানদিকে এক ঝলক তাকিয়ে উপরে ওঠার সিঁড়িটা দেখলো। সোজা সামনে দুটো দরজা আর বামে একটা। দরজার একটা ফুঁটো দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। স্থির দাঁড়িয়ে থেকে কান পাতলো। তখন সে একটা কণ্ঠস্বর এবং ঘরের বামদিকে একটা চেয়ার টেনে নেয়ার শব্দ শুনতে পেলো।

দ্রুত সামনে এগিয়ে দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলেই বন্দুকটা তাক করলো সে...খালি ঘর।

পেছনে কাপড়ের খসখস আওয়াজ আর টিকটিকির মত কিছু একটার বিচরণ টের পেলো। যখনই বন্দুকটা তুলে গুলি চালাতে যাবে নিদারম্যানের একটা হাত শেকলের মত তার গলাটা আঁকড়ে ধরলো, আরেকটা হাত বন্দুকটা ধরা হাতটা শক্ত করে আটকালো। গলাটা ধরে তাকে পুতুলের মত করে সোজা উপরে তুললো।

কিছুক্ষণ বাতাসের মধ্যে হাত-পা ছুঁড়লো সে। তারপর ঘুরে নিদারম্যানের বিচিতে লাথি মারলো। লোকটার পাছায় লাথি মারলে মনে হলো যেন কোনো গাছে গুঁড়িতে লাথি মেরেছে। ঘাড়টা ধরে মোচড় দিলে চোখর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো, বন্দুকটা নিজে নিজে হাত থেকে পড়ে গেলো। বাঞ্চোতের দল।

এরপর তাকে ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে মারলো নিদারম্যান। সোফার উপর ধপাস করে পড়ে মেঝেতে গড়িয়ে পড়লো সালান্ডার। মাথা দিয়ে রক্ত বের হয়ে পায়ের উপর পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়। টেবিলের উপর একটা ভারি কাঁচের তৈরি এশট্রে দেখে ওটা তুলে পেছনে ছুঁড়ে মারতে চাইলো সে। মাঝপথেই তার হাতটা ধরে ফেললো নিদারম্যান। খোলা হাতটা দিয়ে প্যান্টের পকেট থেকে টেসারটা নেলো, তারপর ঘুরিয়ে এনে নিদারম্যানের বিচিতে তাক করার চেষ্টা করলো।

তাকে ধরে রাখা নিদারম্যানের হাতে ভেতর দিয়ে আসা তীব্র বৈদ্যুতিক শক সালান্ডার টের পাচ্ছে। সে আশা করছিলো নিদারম্রান ব্যথায় ধরাশায়ী হবে। অথচ লোকটা তার দিকে বিস্মিত চোখে চেয়ে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে একটু অস্বস্তি হচ্ছে, তবে কোনো ব্যথা টের পেলেও তা এড়িয়ে যাচ্ছে। লোকটা স্বাভাবিক না।

ঝুঁকে নিদারম্যান ওর হাত থেকে টেসারটা নিয়ে হতভম্ব হয়ে পরীক্ষা করতে লাগলো। তারপর মাথায় চাপড় দিলো, মনে হলো যেন একটা তক্তা দিয়ে মারা হয়েছে। সোফার পাশে মেঝেতে গড়িয়ে পড়লো, তারপর উপরে তাকিয়ে দেখলো নিদারম্যান তাকে কৌতুহল নিয়ে দেখছে, মনে হয় ভাবছে এরপর মেয়েটা কি করবে। যেন একটা বিড়াল তার শিকারের সাথে খেলায় মেতেছে।

তখনি দরজায় কারো নড়াচড়া টের পেলো। মাথাটা ঘোরালো সালান্ডার।

আস্তে আস্তে তাকে দেখা গেলো।

হাতের নিচে একটা ক্রাচে ভর দিয়ে আসছে সে, প্যান্টের নিচে নকল পা দেখা যাচ্ছে। বাম হাতে দুটো আঙ্গুল নেই।

তার মুখের দিকে তাকালো। অর্ধেকটাতে ক্ষতস্থান ঢাকার টিস্যু আটকানো, কানের অবশিষ্ট অংশ ঝুলে আছে আর কোনো আইভ্রুঁ নেই, মাথায় টাক। সালান্ডারের মনে আছে তার শরীরটা ছিলো পেটানো আর শক্ত-সমর্থ, মাথায় ঢেউ খেলানো কালো চুল। এখন সে পাঁচ ফুট চার ইঞ্চির একজন হালকা-পাতলা মানুষ।

"হ্যালো, পাপ্পা," নিস্প্রাণ কণ্ঠে বললো সে।

আলেক্সান্ডার জালাচেঙ্কো তার মেয়ের কথায় কোনো অভিব্যক্তি প্রকাশ করলো না।

সিলিংয়ের বাতিটা জ্বালালো নিদারম্যান। হাত দিয়ে কাপড়ের উপরে চেক করে দেখলো যে আর কোনো অস্ত্র নেই সালান্ডারের কাছে, তারপর পি-৮৩ ওয়ানাদের সেফটিটা ক্লিক করে ম্যাগাজিন থেকে গুলি বের করে ফেললো। তাদের পাশ দিয়ে

হেঁটে গিয়ে জালাচেঙ্কো একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসলো, তারপর একটা রিমোট কন্ট্রোল নিলো।

তার পেছনের টিভিতে চোখ গেলো সালান্ডারের। জালাচেঙ্কো রিমোট চাপলে সে খামারের পেছনে সবুজ উজ্জ্বল একটা ইমেজ আর বাড়ির সামনের ড্রাইভওয়ের অংশবিশেষ দেখতে পেলো। তার আসার কথা জানতো তারা।

"আমি ভাবতে শুরু করেছিলাম যে তুমি হয়তো সাহস করে আগে বাড়বে না," জালাচেঙ্কো বললো। "৪:০০টা থেকেই তোমাকে আমারা লক্ষ্য করছি। ফার্মের চারাপাশে তোমার প্রতিটা পদক্ষেপের অ্যালার্ম পেয়েছি।"

"মোশন ডিটেক্টস্য," বললো সালান্ডার।

"রাস্তায় দুটো আর মাঠের অন্যপাশে খোলা জায়গায়। যে জায়গাটায় আমরা অ্যালার্মটা সেট করেছি ঠিক সেখানেই তুমি তোমার নজরদারির জায়গা বেছে নিয়েছ। ওটাই ফার্মের সেরা ভিউ। সাধারনত হরিণ আর কখনো কখনো ফল কুড়ানোর জন্য এতোটা কাছাকাছি আসে কেউ। তবে আমরা কখনো কাউকে বন্দুক হতে নিয়ে অলক্ষ্যে হাজির হতে দেখি না।" একটু থামলো সে। "তুমি কি আসলেই মনে কর গ্রামের একটা ছোট বাড়িতে জালাচেঙ্কো সম্পূর্ন অরক্ষিত অবস্থায় থাকবে?"

ঘাড়ের পেছনটা ম্যাসেজ করলো সালান্ডার এবং উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলো।

"ওখানে মেঝেতেই থাক," জালাচেঙ্কো বললো।

বন্দুকটা নাড়াচাড়া থামিয়ে নিদারম্যান শান্তভাবে তাকে দেখতে লাগলো। একটা ভ্রুঁ তুলে হাসলো তার দিকে চেয়ে। পাওলো রবার্তোর থেতলে যাওয়া মুখের কথা মনে পড়লো সালান্ডারের, মেঝেতে পড়ে থাকাই ভালো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোফায় হেলান দিলো।

জালাচেঙ্কো তার অক্ষত হাতটা তুলে ধরলো। নিদারম্যান তার কোমরবন্ধনী থেকে একটা অস্ত্র টেনে বের করলো, কক করে তার হাতে দিলো। সালান্ডার লক্ষ্য ক'রে দেখলো এটা একটা সিগসয়ার পিস্তল। জালাচেঙ্কো মাথা নাড়লে নিদারম্যান ঘুরে জ্যাকেট পরে নিলো। তারপর রুম থেকে বের হয়ে গেলে সালান্ডার ফ্রন্ট ডোরটা খোলা ও বন্ধ করার শব্দ শুনলো।

"কোনোরকম বোকার মত কিছু চিন্তা করলে, এমন কি উঠে বসার চেষ্টা করলে আমি তোমার মাথায় গুলি চালিয়ে দেবো।"

স্বস্তি পেলো সালান্ডার। লোকটাকে বাগে পাওয়ার আগে সে বড়জোর দুইটা বা তিনটা গুলি ছুঁড়তে পারবে, আর সম্ভবত তার কাছে অ্যামো আছে যাতে কয়েকমিনিটের মধ্যে রক্তপাত হয়ে মারা যেতে হবে।

"তোমাকে দেখতে বিশ্রী লাগছে," বললো জালাচেঙ্কো। "একেবারে বেশ্যার মত, তবে তুমি আমার দৃষ্টি কেড়েছ।"

"ব্যথা লাগে?" তার নকল পাটার দিকে ইঙ্গিত করে সালান্ডার জানতে চাইলো।

অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলো জালাচেঙ্কো। "না, এখন আর লাগে না।"

তার দিকে তাকিয়ে রইলো সালান্ডার।

"আমাকে আসলেই তুমি মেরে ফেলতে চাও, তাই না?" বললো জালাচেঙ্কো।

কিছু বললো না সালান্ডার। হাসলো সে।

"বছরের পর বছর আমি তোমার কথা ভেবেছি। সত্যি বলতে কি যতবার আমি আমার চেহারাটা আয়নায় দেখেছি।"

"তুমি আমার মাকে একা ফেলে আসা ইচিত ছিলো।"

"তোমার মা একটা খানকি ছিলো।"

সালান্ডারের চোখটা কয়লার মত কালো হয়ে গেলো। "সে খানকি ছিলো না। একটা সুপারমার্কেটে সে ক্যাশিয়ারের কাজ করতো এবং প্রচুর টাকা আয় করতে চেষ্টা করেছিলো ।"

আবারো হাসলো জালাচেঙ্কো। "তার সম্পর্কে তুমি যেকোনো ধরনের ফ্যান্টাসি করতে পার। তবে আমি জানি সে পতিতা ছিলো। আর ঠিক সময়মত তর্ভবতি হয়ে আমাকে বিয়ে করার জন্য চেষ্টা করে। যেন আমি একটা খানকিকে বিয়ে করবো।"

বন্দুকে ব্যারেলের দিকে তাকালো সালান্ডার এবং আশা করলো লোকটা ক্ষনিকের জন্য তার মনে যোগ থেকে বিচ্যুত হবে।

"ফায়ারবম্বটা ধোঁকাবাজি ছিলো, আর এজন্য আমি তোমাকে ঘৃণা করতাম। তবে সময়ের সাথে সাথে ওটা আর কোনো ব্যাপার না এখন। তোমার সেই শক্তি ছিলো না। যদি শুধু তুমি কিছু করতে চাও।"

"যত্তসব। বুরম্যান তোমাকে বলেছে আমার একটা হিল্লে করতে।"

"ওটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার ছিলো। তোমার কাছে থাকা একটা ফিল্ম দরকার ছিলো তা, তাই আমি তার সাথে ছোট একটা চুক্তিতে গিয়েছিলাম।"

"আর ভেবেচ তোমাকে আমি ফিল্মটা দিয়ে দেবো।"হে

"হ্যা, প্রিয় কন্যা আমার। আমি নিশ্চিত তুমি দিয়ে দিতে। তুমি জান না রোনাল্ড যখন কাউকে কিছু বলে মানুষ কতটা তার প্রতি সহযোগিতাপরায়ন হয়। বিশেষ করে যখন সে চেইন স শুরু করে এবং তোমার একটা পায়ে সেটা আঘাত করে। এক্ষেত্রে এটা বেশ ভালো ক্ষতিপূরন হতো-পায়ের বদলে পা।"

ওয়ারহাউজে নিদারম্যানের কবলে পড়া মিরিয়ামের কথা মনে পড়লো সালান্ডারের। তার অভিব্যাক্তি দেখে জালাচেঙ্কো ভুল বুঝলো।

"ভয় পেও না। তোমাকে মারতে চাই না আমরা। তবে আমাকে বলো বুরম্যান কি তোমাকে ধর্ষণ করেছে?"

কিছু বললো না সালান্ডার।

"ধ্যাৎ, কি সাংঘাতিক রুচি লোকটার। পত্রিকায় পড়েছি যে তুমি নাকি সমকামী, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তোমাকে চাইতে পারে এমন কোনো পুরুষ থাকতে পারে না।"

এবারো সালান্ডার কিছু বললো না।

"আমি নিদারম্যানকে হয়তো বলতে পারি তোমাকে টাইট দিতে। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে এটা দরকার।" একটু ভাবলো সে। "যদিও রোনাল্ড মেয়েদের সাথে সেক্স করে না। সে কোনো সমকামীও না। আসলে সে সেক্সই করে না।"

"তাহেলে হয়তো তুমিই আমাকে টাইট দেবে," তাকে উসকে দেয়ার জন্য সালান্ডার বললো। আরো কাছে এসো, একটা ভুল কর।

"না, ধন্যবাদ, একই কথা। এটা বিকৃতি হবে।"

একমুহূর্ত চুপ থাকলো তারা।

"আমরা কিসের অপেক্ষায় আছি?" সালান্ডার জানতে চাইলো।

"আমার সঙ্গী ফিরে আসছে। গাড়িটা নিয়ে একটু কাজে বের হয়েছে। তোমার বোন কোথায়?"

কাঁধ ঝাঁকালো সালান্ডার।

"জবাব দাও।"

"জানি না আর সত্যি বলতে কি আমার কিছু আসে যায় না।"

আবারো হাসলো সে। "বোনের মতই ভালোবাসা, হু? ক্যামিলা সবসময়ই ছিলো বুদ্ধিমতি মেয়ে–তুমি ছিলে মাথামোটা। তবে আমাকে স্বীকার করতেই হবে তোমাকে এতো কাছে আবার দেখতে পেরে আমি বেশ খুশি।"

"জালাচেঙ্কো, তুমি একটা যা তা। বুরম্যানকে নিদারম্যানই গুলি করেছে?" বললো সে।

"অবশ্যই। রোনাল্ড একজন সত্যিকারের সেনা। সে শুধু নির্দেশ পালনই করে না, যখন প্রয়োজন পড়ে নিজেই উদ্যোগ নেয়।"

"তাকে কোথায় পুঁতেছ?"

মেয়ের দিকে অদ্ভুত চোখে তাকালো জালাচেঙ্কো। কিছু বলার জন্য মুখটা ফাঁক করেই আবার না বলার সিদ্ধান্ত নিলো। ফ্রন্টডোরের দিকে তাকিয়ে তারপর হাসলো সালান্ডারের দিকে চেয়ে।

"তার মানে তুমি এখনো ব্যাপারটা জান না?" বললো সে। "বুরম্যানের মতে তুমি খুব ভালো একজন গবেষক।" এরপরই জালাচেঙ্কো প্রচন্ড হাসিতে ফেটে পড়লো। "নব্বইয়ের শুরুর দিকে যখন আমি তোমার সামান্য ফায়ারবম্ব থেকে সেরে উঠছিলাম, সেসময় আমরা একসাথে স্পেনে মজা করতাম। তার বয়স ছিলো বাইশ এবং আমার সহকারি হয়ে যায়। সে আমার কর্মচারী না...আমাদের

পার্টনারশিপ আছে। একটা ভালো ব্যবসা আছে।"

"সেক্স ট্রাফিকিং?"

"তুমি বলতে পার যে আমরা বিভিন্নধরনের জিনিস আর সেবা নিয়ে কাজকারবার করি। আমাদের ব্যবসার মডেলটা হলো নেপথ্যে থাকা এবং দেখা না দেওয়া। তবে রোনাল্ডের ব্যাপারে তুমি নিশ্চয়ই খোঁজ-খবর নিয়েছ।"

সালান্ডার বুঝতে পারছে না লোকটা কি বলতে চাচ্ছে।

"তোমার ভাই সে," বললো জালাচেঙ্কো।

"না," নিঃশ্বাস চেপে বললো সালান্ডার।

জালাচেঙ্কো আবার হাসলো। তবে তখনো পিস্তলের ব্যারেলটা তার দিকে বিরক্তিকরভাবে তাক করে রেখেছে।

"বেশ, আমার বলা উচিত সে তোমার সৎ ভাই," বললো জালাচেঙ্কো। "১৯৬৯ সালে জার্মানীতে একটা এসাইনমেন্ট করার সময় ছোট একটা বিচ্যুতির ফল।"

"তুমি তোমার ছেলেকে খুনি বানিয়েছ।"

"আরে না, আমি শুধু তার সম্ভাবনাটা বুঝতে সাহায্য করেছি তাকে। আমি তাকে প্রশিক্ষণ দেয়ার অনেক আগে থেকেই খুন করার সামর্থ্য ছিলো। আমি চলে যাওয়ার অনেক পরেও সে আমাদের পারিবারিক ব্যবসা চালিয়ে যাবে।"

"সে কি জানে আমরা সৎ ভাইবোন।"

"নিশ্চয়ই। তবে তুমি যদি ভেবে থাক যে তার কাছ থেকে ভ্রাতৃস্নেহের জন্য আবেদন করবে তাহলে ভুলে যাও। আর সেই তোমার একমাত্র সৎ ভাই না। বিভিন্ন দেশে তোমার অন্তত চারজনের বেশি ভাই এবং তিনটা বোন আছে। তোমার এক ভাই হচ্ছে বোকাসোকা, তবে আরেকজন বেশ সম্ভাবনাময়। সে ট্যালিনের ব্যবসাটা চালায়। তবে রোনাল্ড হচ্ছে একমাত্র যে কি না আসলেই জালাচেঙ্কো বংশের মান রেখেছে।"

"আমার মনে হয় না পারিবারিক ব্যবসায় আমার বোনেরা কোনো ভূমিকা রাখবে।"

এই কথায় অবাক হয়ে তাকালো জালাচেঙ্কো।

"জালাচেঙ্কো...তুমি হচ্ছো একটা সাধারন মাথামোটা লোক যে নারীদের ঘৃণা করে। বুরম্যানকে তুমি কেন খুন করেছ?"

"বুরম্যান একটা বেকুব। সে যখন জানলো তুমি আমার মেয়ে এটা সে বিশ্বাষ করে নি। এদেশের অল্প কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে অন্যতম সে যে কি না আমার অতিত সম্পর্কে জানে। আমি স্বীকার করছি যে সে যখন আচমকা আমার সাথে যোগাযোগ করে আমি নার্ভাস হয়ে পড়ি, তবে এরপরই সব ভালোর দিক মোড় নেয়। সে মারা যায় আর তুমি অভিযুক্ত হও।"

"কিন্তু তাকে গুলি করলে কেন?"

"আচ্ছা, এট ঠিক পরিকল্পনা করে হয় নি। সাপোতে একটা পালানোর পথ রাখা সবসময় দরকার হয়। এমন কি বছরের পর বছর আমার একবারও তার প্রয়োজন হয় নি। সে একটা বেকুব হওয়ার পরও। কিন্তু এক্সকেডের ঐ সাংবাদিক কোনোভাবে তার সাথে আমার যোগসূত্র খুঁজে পায়, আর রোনাল্ড যখন তার অ্যাপার্টমেন্টে ছিলো তখনই তাকে ফোন করে সে। বুরম্যান ভয় পেয়ে উন্মাদের মত আচরণ করতে থাকে। রোনাল্ডকে তখনই একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সে ঠিক কাজটাই করেছে।"

সালান্ডার যা সন্দেহ করেছে ওর বাবা যখন সেটা নিশ্চিত করলো জমে পাথর হয়ে গেলো সে। সিভেনসন একটা যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছিলো। এক ঘন্টার বেশি সময় ধরে সে সিভেনসন আর জোহানসনের সাথে কথা বলেছে। মহিলাকে তার তৎক্ষণাত ভালো লেগে যায়, তবে সাংবাদিক ভদ্রলোকের প্রতি একটু শীতল আচরণ করে সে। লোকটা খুব বেশি ব্লমকোভিস্টের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলো–অসহ্যরকম একজন কল্যাণকারি ব্যক্তি যে কিনা মনে করে একটা বই দিয়ে সব পাল্টে দিতে পারবে। তবে তার সৎ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করেছে সে।

তার ওখানে যাওয়াটা বৃথা গিয়েছে। জালাচেঙ্কো সম্পর্কে তারা কিছু বলতে পারে নি। তার নামটা পেয়ে সিভেনসন মাত্রই অনুসন্ধানের কাজ শুরু করেছে, তবে তাকে তখনো চিহ্নিত করতে পারে নি।

বরং একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছিলো। সে জানতো যে জালাচেঙ্কোর সাথে বুরম্যানের সংযোগ আছে, তাই সে বুরম্যান সম্পর্কে প্রশ্ন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সিভেনসন এই নামটা জানে কিনা । না, সে জানতো না, তবে সাথে সাথে তার কৌতুহল জেগে ওঠে। বুরম্যানের প্রতিই সব মনোযোগ কেন্দ্রিভুত করে সালান্ডারকে প্রশ্ন করতে থাকে।

তাকে খুব কমই তথ্য দেয় সে, তবে সিভেনসন ঠিকই বুঝতে পারে যে সালান্ডার এই নাটকের একজন পাত্রী। এটাও উপলব্ধি করে তার কাছে থাকা তথ্য মেয়েটার প্রয়োজন। ইস্টারের পরে আবারো তারা দেখা করে আলোচনা করার জন্য সম্মত হয়। তারপর সালান্ডার বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন সকালে উঠেই এই সংবাদটা জানতে পারে যে এক্সকেডের অ্যাপার্টমেন্টে দু'জন মানুষকে খুন করা হয়েছে।

একটাই মাত্র দরকারি তথ্য সে সিভেনসনকে দিয়েছিলো নিল বুরম্যানের নাম। অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে সে চলে আসার পর পর সিভেনসন বুরম্যানকে ফোন করেছে।

আর সে ছিলো যোগসূত্র। সে যদি সিভেনসনের ওখানে না যেত তাহলে এখনো সিভেনসন আর জোহানসন বেঁচে থাকতো।

জালাচেঙ্কো বললে "তুমি ভাবতেও পারবে না যখন পুলিশ খুনের জন্য তোমাকে খুঁজতে শুরু করলো আমরা কতটা বিস্মিত হয়েছিলাম।"

ঠোঁট কামড়ে ধরলো সালান্ডার।

তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো জালাচেঙ্কো। "আমাকে তুমি কিভাবে খুঁজে পেলে?" জানতে চাইলো সে।

কাঁধ উঠালো সালান্ডার।

"লিসবেথ...শিগগিরই ফিরে আসছে রোনাল্ড। যতক্ষণ তুমি জবাব না দেবে ওকে বলবো একটা একটা করে তোমার শরীরের হাড় ভেঙ্গে ফেলতে। ঝামেলা করো না।"

"পোস্ট অফিসবক্স। রেন্টাল এজেন্সি থেকে নিদারম্যানের গাড়িটার খোঁজ নিয়েছি এবং ঐ হারামিটা এসে বক্সটা খালি করা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি।"

"আহা, এতো সহজ। ধন্যবাদ। আমার মনে থাকবে এটা।"

বন্দুকের নলটা তখনো ওর বুকের দিকে তাক করা।

"তুমি কি মনে কর ব্যাপারটা মিটে যাবে?" বললো সালান্ডার। "এতোগুলো ভুল করেছ তুমি যে পুলিশ তোমাক চিহ্নিত করে ফেলবে।"

"জানি। গতকাল বিয়র্ক ফোন করে বলেছে যে *মিলেনিয়াম*-এর এক সাংবাদিক পিছনে লেগেছে এবং এটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। আমাদের পক্ষে এ'ব্যাপারে কিছু করা সম্ভব।"

"তালিকাটা অনেক বড় হবে," সালান্ডার বললো। "মিকাইল ব্লমকোভিস্ট আর এরিকা বার্গার, এডিটর ইন চিফ, ম্যানেজিং এডিটর এবং শুধু *মিলেনিয়াম* এরই আধ ডজন ব্যক্তি। তারপর আছে ড্রাগান আরমানস্কি ও মিল্টন সিকিউরিটির কিছু কর্মচারী। তাছাড়া ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর বাবলাস্কি এবং তদন্তে জড়িত প্রত্যেকে। এটা ঢাকার জন্য তুমি কতজনকে খুন করবে? না, তারা তোমাকে ধরে ফেলতে যাচ্ছে।"

তার দিকে চেয়ে রহস্যময় আর ভয়াবহ হাসি হাসলো জালাচেঙ্কো।

"তাতে কি? আমিতো কাউকে গুলি করি নি, আমার বিরুদ্ধে কোনো ফরেন্সিক এভিডেন্সও নেই। তারা যা খুশি খুঁজে পেতে পারে। বিশ্বাস কর...এই বাড়ির সবজায়গা তন্ন তন্ন করে খোঁজ চালাতে পারে তারা, কিন্তু একগাদা ধূলো ছাড়া এমন কিছুই পাবে না যাতে আমাকে কোনো অপরাধের সাথে জড়িত বলে প্রমান করতে পারবে। সাপো তোমাকে আশ্যমে আটকে রেখেছে, আমি না, আর সব কাগজপত্র টেবিলে হাজির করতে তাদের খুব একটা বেগ পেতে হবে না।"

"নিদারম্যান," সালান্ডার তাকে মনে করিয়ে দিলো।

"আগামীকাল খুব সকালে রোনাল্ড বিদেশে ঘুরতে চলে যাবে এবং ঘটনার অগ্রগতি যখনই হোক সে অপেক্ষা করবে সেখানে।"

বিজয়ীর দৃষ্টিতে জালাচেঙ্কো সালান্ডারের দিকে তাকালো।

"এখনো তুমি তাদের প্রধান সন্দেহভাজন। কাজেই সবচেয়ে ভালো হয় তুমি উধাও হয়ে গেলে।"

নিদারম্যান ফিরে এসেছে প্রায় এক ঘণ্টা হয়ে গেছে। সে জুতা পরছিলো।

লোকটার দিকে তাকালো সালান্ডার, তার বাবার মতে যে কি না তার সৎ ভাই। কোনো সাদৃশ্য দেখতে পাচ্ছে না। সত্যি বলতে সে একেবারে তার বিপরীতসদৃশ। তবে তার দৃঢ়ভাবেই মনে হলো নিদারম্যানের কোনো একটা সমস্যা আছে। শরীরের শক্তিশালি গঠন, দূর্বল চেহারা আর কণ্ঠস্বর যা আসলে ঠিক ভাঙ্গা নয়–সবমিলিয়ে মনে হয় জেনেটিক কোনো ত্রুটি আছে। টেসারটা তার মধ্যে কোনো অনুভূতি জাগায় নি, তাছাড়া হাত দুটো খুব বিশাল। রোনাল্ড নিদারম্যানের কোনোকিছুই স্বাভাবিক লাগে না। জালাচেঙ্কোর বংশে সবধরণের জেনেটিক ত্রুটি রয়েছে, বিরক্ত হয়ে ভাবলো সালান্ডার।

"তৈরি?" জালাচেঙ্কো জিজ্ঞেস করলো।

মাথা নাড়লো নিদারম্যান। পিস্তলটা নেয়ার জন্য হাত বাড়ালো সে।

"আমি আসছি তোমার সাথে," বললো জালাচেঙ্কো।

"এইতো হাটা দূরত্ব," ইতস্তত করে বললো নিদারম্যান।

"তাও আসছি আমি, আমার জ্যাকেটটা নাও।"

কাঁধটা ঝাঁকিয়ে নিদারম্যান তার কথঅমত কাজ করলো। জ্যাকেটটা গায়ে দিয়ে জালাচেঙ্কো কিছুক্ষনের জন্য পাশের ঘরে চলে গেলো। সালান্ডার দেখলো নিদারম্যান বন্দুকে ঘরে তৈরি একটা সাইল্যান্সার লাগাচ্ছে।

"ঠিক আছে, চলো তবে," দরজা থেকে জালাচেঙ্কা বললো।

নিদারম্যান ঝুঁকে সালান্ডারকে পায়ের উপর তুলে নিলো। তার চোখের দিকে তাকালো সালান্ডার। নিদারম্যান একটু হেসে ওকে ফ্রন্ট ডোরের দিকে ঠেলে দিলো। ঘাড়ের পেছনে চেপে ধরলো, তার আঙ্গুলগুলো সহজেই ওর গলাটা পেঁচিয়ে ধরতে পেরেছে। খামারটার পেছনে জঙ্গলের দিকে নিয়ে চলেছে তাকে।

আস্তে আস্তে যাচ্ছে তারা, মাঝে মাঝে থামছে যাতে জালাচেঙ্কো তাদের সাথে তাল মেলাতে পারে। দুজনের কাছেই শক্তিশালি ফ্লাশলাইট আছে। জঙ্গলের শেষ মাথঅয় পৌছে নিদারম্যান সালান্ডারের গলাটা ছেড়ে দিলো। পিস্তলটা নিয়ে তার পেছনে তাক করলো।

প্রায় চরশ গজ এবড়োখেবড়ো পথ পাড়ি দিলো তারা। দুইবার উপুর হয়ে পড়লো সালান্ডার, তবে প্রতিবারই উঠে দাঁড়িয়েছে।

"ডানদিকে ঘুর," বললো নিদারম্যান।

পঞ্চাশ ফুট সামনে গিয়ে একটা খোলা জায়গায় এলো তারা। মাটিতে একটা গর্ত দেখলো লিসবেথ। নিদারম্যানের ফ্লাশলাইটের আলোয় দেখলো মাটির স্তুপের

উপর একটা কুড়াল পড়ে আছে । বুঝতে পারলো নিদারম্যানের এ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে। লোকটা ওকে গর্তের দিকে ঠেলে দিলে পা ফসকে নিচে পড়ে বালি মাটিতে হাত-পাসহ তলিয়ে গেলো। উঠে দাঁড়িয়ে লোকটার দিকে অভিব্যক্তিহীন দৃষ্টিতে তাকালো। জালাচেঙ্কো সময় নিচ্ছে আর নিদারম্যান ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে। পিস্তলের নলটা ওর বুক বরাবর তাক করা হলো।

জালাচেঙ্কোর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। কিছু বলার আগে খানিকটা সময় নিয়ে তারপর বলতে পারলো।

"তোমাকে আমার কিছু বলা উচিত, তবে আমার মনে হয় না তোমাকে আমার কিছু বলার আছে," বললো সে।

"ঠিক আছে," বললো সালান্ডার। "আমারও তোমাকে তেমন কিছু বলঅর নেই।" ঢোল পড়া গারে হাসলো সে।

"ব্যাপারটা শেষ করা যাক," জালাচেঙ্কো বললো।

"আমার ভালো লাগছে যে আমার একেবারে শেষ কাজটা তোমাকে সারাজীবন বন্দী রাখবে," সালান্ডার বললো। "আজ রাতেই পুলিশ এখানে আসবে।"

"বাজে কথঅ। আমি আশা করছি তুমি একটা চালাকি করবে। এখানে তুমি আমাকে খুন করতে এসেছ, আর কিছু না। তুমি কাউকে কিছুই বলো নি।"

সালান্ডারের হাসিটা আরো বিস্তৃত হলো। তাকে হঠাৎ রুঢ় দেখাচ্ছে।

"একটা জিনিস দেখাবো তোমায়, পাপ্পা?"

আস্তে আস্তে সে ওর প্যান্টের বাঁ পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা আয়তাকার বস্তু বের করলো। তার প্রতিটা নড়াচড়া নিদারম্যান লক্ষ্য রাখছে।

"এতোক্ষণ ধরে তুমি যা যা বলেছ তার প্রতিটা শব্দ ইন্টারনেট রেডিওতে ব্রডকাস্ট হয়েছে।"

তার পাম টাংস্টেন টি৩ কম্পিউটারটা তুলে ধরলো। জালাচেঙ্কোর যেখানে ভ্রুঁ থাকার কথা ছিলো সেখানটা কুঁচকে গেলো।

"দেখি তো এটা," তার ভালো হাতটা বাড়ালো।

সালান্ডার তার দিকে পিডিএটা ছুঁড়ে দিলো। বাতাসে ওটা লুফে নিলো সে। "ফালতু কথা, এটা একটা সাধারন পাম।"

নিদারম্যান যখন ওটা দেখার জন্য উপুর হলো, একমুঠো বালু নিয়ে সালান্ডার তার চোখে দিয়ে দিলো। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে, তবে আন্দাজে পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়লো। এরই মধ্যে সালান্ডার এক পাশে দুই পা সরে গেছে, তাই বুলেটটা ফাঁকা জায়গায় বাতাসে একটা ফুঁটো করে বের হয়ে যায়। কুড়ালটা নিয়ে তার বন্দুক ধরা হাতের দিকে কোপ মারলো। ওটার ধারালো প্রান্ত দিয়ে তার কনুই বরাবর সজোরে মেরেছে সে, তাই দেখলো পিস্তলটা ছিটকে জঙ্গলে গিয়ে পড়লো। তর্জনীর কাটা অংশ দিয়ে রক্ত ছলকে পড়ছে। ব্যথায় তার কুঁকড়ে যাওয়ার কথা।

আহত হাতটা নিয়ে নিদারম্যান এলোপাথাড়ি ছোড়াছুড়ি করে অন্যহাতটা দিয়ে তার চোখটা রগড়ানোর চেষ্টা করলো। এই খেলায় জয়লাভের একমাত্র উপায় হলো যত দ্রুত সম্ভব লোকটাকে সাংঘাতিকভাবে জখম করে দেয়া। শারিরীকভাবে যদি লড়তে হয় তাহলে নিদারুনভাবে ওকে হারতে হবে। জঙ্গলের ভেতরে এটা করতে ওর পাঁচ সেকেন্ড লাগবে। কুড়ালটা কাঁধের উপর নিয়ে হাতলটা মোচড়াতে লাগলো যাতে প্রথমেই ওটার শেষ মাথাটা দিয়ে মারা যায়, কিন্তু ভুলভাবে ধরেছে ওটা। কুড়ালটার সমতল প্রান্তটা নিদারম্যানের চেহারায় গিয়ে লাগলো।

আজকে দিনের দ্বিতীয়বারের মত নাকটা ভেঙ্গে যাওয়াতে সে গোঁ গোঁ করলো। বালুর জন্য এখনো সে চোখে দেখতে পাচ্ছে না, তবে সে তার ডান হাতটা এমনভাবে ছুঁড়লো যে সালান্ডারকে তার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে পারলো। একটা গাছের গুঁড়িতে আঁছড়ে পড়লো সে। এক মুহূর্ত সে মাটিতে পড়ে থাকলেও সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালো। নিদারম্যান এখন কোনোরকম আক্রমন করতে পারবে না।

কাজটা করতে যাচ্ছি আমি।

ঝোঁপের কাছে দুই পা এগুতেই তার চোখের পাশে চট করে চোখে পড়লো–দেখলো জালাচেঙ্কো হাতটা তুলেছে। এই বুড়োটার কাছেও একটা বন্দুক আছে।

উপলদ্ধিটা তার মনের ভেতর হঠাৎই যেন টোকা মারলো।

যেখানে গুলিটা ছোঁড়া হয়েছে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে সরে গেলো সে। বুলেটটা ওর পেছনে পাছার বাইরে আঘাত করলে ও ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো।

কোনো ব্যথা পায় নি সে।

দ্বিতীয় গুলিটা লাগলো কাঁধের উপরে। ব্যথায় সারা শরীর অবশ হয়ে গেলো।

হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে পড়লো সে। জালাচেঙ্কো তার পেছনে এটা সে বুঝতে পারছিলো, তার কাছ থেকে প্রায় বিশ ফুট দূরে। শেষবারের মত সব শক্তি এক করে পায়ের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং হেলেদুলে ঝোপের দিকে এগুলো। ওকে নিশানা করতে সময় লাগবে জালাচেঙ্কোর।

তৃতীয় বুলেটটা তার বাম কানের উপর থেকে এক ইঞ্চি নিচে দিয়ে গেলো। তার মাথার খুলি বরাবর এসে মগজটাতে ফাটল তৈরি করে মাকড়সার জালের মত ছড়িয়ে পড়লো। সীসাটা সেরেব্রাল কর্টেক্সের দুই ইঞ্চি নিচে সেরেব্রামে আটকে রইলো।

সালান্ডারের ক্ষেত্রে মেডিক্যাল ডিটেলটা প্রাতিষ্ঠানিক। বুলেটটা সাংঘাতিক ট্রমা সৃষ্টি করেছিলো। তার শেষ অনুভূতিতটা ছিলো উজ্জ্বল লাল যন্ত্রণাটা সাদা আলোয় রূপান্তরিত হয়।

তারপর অন্ধকার। ক্লিক।

আরো একটা গুলি চালানোর চেষ্টা চালায় জালাচেঙ্কো, কিন্তু তার হাত এতো জোরে কাঁপছিলো যে ঠিকমত তাক করতে পারছিলো না। মেয়েটা বোধ হয় পালিয়েই গেলো। তারপরই যখন উপলব্ধি করলো সে মরে গেছে, অস্ত্রটা নামিয়ে রাখলো। তার শরীরে এ্যাড্রেনালিন ছড়িয়ে পড়লে ভিষণভঅবে কাঁপতে লাগলো সে। বন্দুকটার দিকে তাকালো সে। এটা ফেলে আসতে চেয়েছিলো, কিন্তু নিয়ে এসে জ্যাকেটের পকেটে ভরে নিয়েছে যেন তার একটা মাসকট দরকার। একটা দৈত্য। তারা দুজন পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ মানুষ, তাদের একজন রোনাল্ড নিদারম্যান যার কাছে আছে পিস্তলটা। অথচ এই খানকিটা ফসকে যেতে বসেছিলো।

নিজের মেয়ের মৃতদেহের দিকে তাকালো সে। তার হাতের ফ্লাশলাইটের আলোয় ওকে রক্তাক্ত একটা খেলনা পুতুল মনে হচ্ছে। সেফটি ক্যাচটা ক্লিক করে পিস্তলটা জ্যাকেটের পকেটে রেখে দিলো, তারপর নিদারম্যানের কাছে গেলো। অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে সে, ধূলোভরা চোখ দিয়ে পানি পড়ছে আর হাত ও নাক বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। "আমি ভাবলাম আবারো নাকটা ভেঙ্গেছি," বললো সে।

"আহাম্মক, আরেকটু হলে মেয়েটা পালিয়েই গিয়েছিলো।"

নিদারম্যান তার চোখ তখনো রগড়াচ্ছে। ওগুলোতে কোনো আঘাত না লাগলেও পানি পড়ছিলো আর সে ভালোমত কিছু দেখতে পাচ্ছিলো না।

"সোজা হয়ে দাঁড়াও, এটা ছাড়তো।" হতাশ হয়ে মাথা দোলাতে দোলাতে জালাচেঙ্কো বললো, "আমি ছাড়া তোমার কি উপায় হবে?"

চোখ পিটপিট করলো নিদারম্যান। জালাচেঙ্কো তার মেয়ের কাছে গিয়ে জ্যাকেটের কলারটা টেনে ধরলো। তাকে টেনে কবরের কাছে নিয়ে এলা যেটা মাটিতে খোঁড়া সামান্য একটা গর্ত, এতোই ছোট যে সালান্ডারকেও গুটিশুটি হয়ে শুতে হবে। শরীরটা উপুর করলো যেন পায়ের পাতা বাইরের দিকে থাকে। মুখটা নিচে দিয়ে পা দুটো শরীরের নিচে বাঁকিয়ে রাখলো, মাতৃগর্ভের মত পজিশনে।

সালান্ডারের চারপাশে মাটি তুলে দিতে প্রায় অন্ধ নিদারম্যানের কিছুটা সময় লাগলো। বাকি মাটিগুলো সে কুড়াল দিয়ে খোলা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটেয়ে দিলো।

নিদারম্যানের কাজ দেখতে দেখতে জালাচেঙ্কো একটা সিগারেট ধরালো। এখনো সে কাঁপছে, তবে এাড্রেনালিন মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। হঠাৎ সে বেশ স্বস্তি বোধ করছে যে মেয়েটা শেষ। অনেক বছর আগে যখন ঐ ফায়ারবোমাটা ছুঁড়েছিলো সেসময় দেখা সালান্ডারের চোখ দুটো মনে পড়লো তার।

৯:৩০টায় ফ্লাশলাইটটা জ্বালিয়ে চারদিকে তাকালো, তারপর বললো সব ঠিক আছে। ঝোঁপের মধ্যে সিগ সয়ার পিস্তলটা খুঁজে পেতে একটু সময় লাগলো। তারপর বাড়িতে ফিরে গেলো তারা। ভীষণরকম ভালো লাগছে জালাচেঙ্কোর।

সস্নেহে নিদারম্যানের হাতটা ধরলো। কুড়ালটা বেশ গভীরভাবে লেগেছে, ক্ষতস্থানটা সেলাই করার জন্য সুঁই দরকার–পনেরো বছর বয়সেই সে নবসিবর্স্কের মিলিটারি স্কুলে একাজটা শিখেছে। অন্ততপক্ষে তার কোনো এ্যানাস্থেটিক প্রয়োজন হয় না। তবে নিদারম্যানের আঘাতটা গুরুতর, তাকে হাসপাতালে নেয়ার দরকার হতে পারে। আঙ্গুলের উপর একটা পাতলা কাঠ রেখে ব্যান্ডেজ করে দিলো। সকালবেলা সিদ্ধান্ত নেবে কি করা যায়।

ব্যান্ডেজ করা শেষ করে একটা বিয়ার নিলো, এদিকে নিদারম্যান বাথরুমে গিয়ে বারবার চোখে পানির ঝাপটা দিতে লাগলো।

অধ্যায় ৩২

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ৭

রাত ৯:০০টার পরপর ব্লমকোভিস্ট গোটেবার্গ সেন্ট্রাল স্টেশনে পৌছালো। ট্রেনটা কোনো এক সময় ঠিক হলেও দেরি করে ফেলেছিলো। শেষ একটা ঘণ্টা সে কার রেন্টাল কোম্পানিগুলোতে ফোন করে গেছে। প্রথমে ভেবেছিলো এ্যালিঙ্গাসে একটা গাড়ি খুঁজবে এবং সেখানে নেমে যাবে, কিন্তু তখন অফিস বন্ধ হয়ে গেছে। শেষমেষ শহরের একটা হোটেল বুকিং এজেন্সির মাধ্যমে ভক্সওয়াগন নিতে সক্ষম হয়। ইয়ার্নটর্গেটেই গাড়িটা নিতে পারতো সে, কিন্তু গোটেবার্গের স্থানীয় ক্রটিপূর্ন যানবাহন আর আজব টিকেট সিস্টেম এড়ানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়।

গাড়িতে ওঠার পরে দেখে সেটায় কোনো ম্যাপ নেই। গ্যাস স্টেশন থেকে একটা ম্যাপ আর ফ্লাশলাইট, এক বোতল মিনারেল ওয়াটার ও এক কাপ কফি কিনে নেয়, ড্যাশবোর্ডের হোল্ডারে রাখে ওগুলো। শহরের বাইরে এ্যালিংসাসের রাস্তায় আসতে আসতে ১০:৩০টা বেজে যায়।

একটা শেয়াল থেমে অস্থিরভাবে চারদিকে তাকাচ্ছে। জানে এখানে একটা কিছু কবর দেয়া হয়েছে। কিন্তু কাছেই কোনখান থেকে একটা রাতজাগা প্রাণীর খসখস আওয়াজ আসছে, শেয়ালটা সাথে সাথে আরো সহজ কোনো শিকারের জন্য তৎপর হয়ে উঠলো। আস্তে আস্তে পা ফেলছে সে, কিন্তু শিকারের দিকে এগুনোর আগে নিজস্ব এলাকা চিহ্নিত করে রাখার জন্য পেছনের পাটা তুলে হিসু করে নিলো।

সাধারনত বেশি রাতে বাবলঅস্কি তার কলিগদের ফোন করে না, কিন্তু এবার না করে পারলো না। ফোনটা তুলে মোদিজিকে ফোন দিলো।

"এতোরাতে ফেন করার জন্য দুঃখিত। আপনি জেগে আছেন?"

"কোনো অসুবিধা নেই।"

"এইমাত্র আমি বিয়র্কের রিপোর্টটা শেষ করলাম।"

"আমি নিশ্চিত আমার মতই ব্যাপারটা নিয়ে আপনি বেশ সঙ্কটের মধ্যে পড়েছেন।"

"সনিয়া...আপনি কিভাবে কি হচ্ছে না হচ্ছে টের পেয়ে যান?"

"আমার মনে হয় জনদের তালিকায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি গুনার বিয়র্ক লিসবেথ সালান্ডারকে আশ্রমে পাঠায় যখন মেয়েটা নিজেকে এবং তার মাকে একটা উন্মাদ বিকৃতকাম লোকের কাছ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলো, আর লোকটা সাপোর হয়ে কাজ করতো। অন্য অনেকের পাশাপাশি ডঃ টেলিবোরিয়ানের কাছ থেকে সে এই কাজের জন্য সহযোগিতা পেয়েছিলো। মেয়েটার মানসিক অবস্থা মূল্যায়নের জন্য আমরা এই লোকটার বিবৃতিকে অনেকটাই ভিত্তি হিসেবে ধরে নিয়েছিলাম ।"

"সালান্ডারের ব্যাপারে আমাদের সম্পূর্ণ ধারণা পাল্টে গেছে এতে ।"

অনেক কিছুর ব্যাখ্যা আছে এখানে ।"

"সনিয়া, আপনি কি সকাল ৮:০০টায় আমাকে তুলে নিতে পারবেন?"

"নিশ্চয়ই ।"

আমরা সামাদালারোতে গিয়ে গুনার বিয়র্কের সাথে কথা বলবো। কিছু প্রশ্ন তৈরি কছি আমি ।"

"ব্যাপারটা আমি এরই মাঝে ভেবে রেখেছিলাম ।"

লিভিং রুমের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের জলাভূমির দিকে তাকিয়ে থাকা স্ত্রীর দিকে তাকালো বেকম্যান। হাতে মোবাইলটা ধরা, ব্রমকোভিস্টের কাছ থেকে একটা ফোন আসার অপেক্ষায় আছে এটাও সে বুঝতে পারছে। তাকে দেখে এতোটা অসুখি মনে হচ্ছে যে কাছে গিয়ে কাঁধের উপর হাত রাখলো সে ।

"ব্রমকোভিস্ট একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি," বললো সে। "কিন্তু তুমি এতোটাই আতঙ্কে আছ যে তোমার পুলিশে ফোন করা উচিত ।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো বার্গার। "আরো অনেক আগেই এটা করা উচিত ছিলো আমার। কিন্তু একারনে আমি কষ্ট পাচ্ছি না ।"

"আমি কি জানতে পারি সেটা?"

"তোমার কাছ থেকে একটা ব্যাপার লুকাচ্ছি আমি। মিকাইলের কাছ থেকেও। ম্যাগাজিনের আর সবার কাছ থেকেই আনলে ।"

"লুকাচ্ছ? কি?"

স্বামীর দিকে ঘুরে তাকে বললো যে তাকে সেভেন্সকা মর্গন-পোস্টন থেকে এডিটর-ইন-চিফের জন্য অফার দেয়া হয়েছে। ভ্রূ কপালে তুললো বেকম্যান।

"কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কেন তুমি এটা বলো নি আমায়।" বললো সে। "এটাতো অনেক বড় সুযোগ। কংগ্রাচুলেশন্স ।"

"আমার নিজের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা মনে হচ্ছে ।"

মিকাইল ব্যাপারটা বুঝবে। সময় সুযোগমত সবাইকেই সরে যেতে হয়। আর

এখন তোমার সুযোগ এসেছে।"

"জানি।"

"তুমি কি এর মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছ?"

"হ্যা। সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু কাউকে বলার সাহস পাচ্ছি না। তাছাড়া মনে হচ্ছে অনেক বড় একটা বিপর্যয়ের মাঝখানে আমি ছেড়ে যাচ্ছি।" বেকম্যান তার স্ত্রীকে বাহুতে জড়িয়ে নিলো।

চোখটা রগড়ে নিয়ে আরমানস্কি অন্ধকারের দিকে তাকালো।

"বাবলাস্কিকে ফোন করা দরকার," বললো সে।

"না," বললো পামগৃন। বাবলাস্কি অথবা কোনো কর্তৃপক্ষ ব্যক্তি কখনো মেয়েটাকে সাহায্যের জন্য কিছুই করে নি। তার নিজের বিষয় নিজেকেই সামলাতে দিন।"

সালান্ডারের সাবেক গার্জেনের দিকে তাকালো আরমানস্কি। গত ক্রিস্টমাসের তুলনায় পামৃনের উন্নতি দেখে সে এখনো অবাক হয়ে আছে। কথা বলতে এখনো তার জড়তা আছে, হবে নতুন এক ঔজ্জ্বল্য সে দেখছে পামগৃনের চোখে। লোকটার ভেতরের ক্রোধটাও এর আগে আরমানস্কি আর দেখে নি। পামগৃন তাকে সম্পূর্ন কাহিনীটা বললো ব্লমকোভিস্ট যেটা জোড়া দিয়ে একত্র করেছে। অবাক হলো আরমানস্কি।

"মেয়েটা তার বাবাকে খুন করতে যাচ্ছে।"

"সম্ভাবনা আছে," শান্ত কণ্ঠে বললো পামগৃন।

"কিংবা জালাচেঙ্কোই তাকে খুন করার চেষ্টা করতে পারে।"

"এটারও সম্ভাবনা আছে।"

"তাহলে আমরা শুধু অপেক্ষায় থাকবো?"

"ড্রাগান...আপনি একজন ভালোমানুষ। তবে লিসবেথ সালান্ডার কি করবে না করবে, সে বেঁচে থাকবে না মরে যাবে, এটাতো আপনার দায়িত্ব না।"

পামগৃন তার হাত দুটো ছুঁড়লো। হঠাৎ করেই সে এই ভারসাম্যটা ফিরে পেলো বহুদিন যেটা ছিলো না তার মধ্যে। যেন গত কয়েকদিনের নাটকীয় ঘটনাগুলো তার ইন্দ্রিয়কে সচল করে দিয়েছে।

"আমি সেসব মানুষের প্রতি কখনো সহানুভূতি দেখাই না যারা আইন নিজের হাতে তুলে নেয়। তবে এমন কারো কথাও আমি শুনি নি যাদের এরকম কিছু করার জন্য যৌক্তিক কারণ আছে। সিনিকের মত শোনাতে পারে তুব বলছি আজ রাতে যা ঘটার তা ঘটবেই, আমি বা তুমি যা'ই ভাবি না কেন। ওর জন্মের পর থেকেই তারায় তারায় এটা লেখা হয়ে গেছে। এখন আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে

লিসবেথের প্রতি আমাদের আচরনটা কি হবে যদি সে প্রতিশোধ নিতে পারে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো আরমানস্কি, বৃদ্ধ আইনজীবির দিকে বিমর্ষ হয়ে চেয়ে রইলো।

"আর যদি তাকে পরবর্তি দশ বছর কারাগারে কাটাতে হয়, তাহলে সে নিজেই এ পথ বেছে নিয়েছে। আমি তখনো তার বন্ধু থাকবো," পামগ্রন বললো।

"আমার ধারণা ছিলো না মানুষের প্রতি আপনার এরকম স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে।"

"কখনোই ছিলো না আমার," বললো সে।

সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছে মিরিয়াম উ। রাতের বেলা বাতি জ্বালিয়ে রেখেছে, নিচু ভলিউমে রেডিওতে বাজছে *On a Slow Boat to China*।

আগের দিন জেগে উঠে সে নিজেকে হাসাপাতালে আবিষ্কার করে, পাওলো রবার্তো তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। ঘুমানোর সময় বারবার সে অস্থিরভাবে জেগে উঠছে, কতক্ষণ সময় কেটেছে সেব্যাপারে সত্যিকারের কোনো ধারণা ছাড়াই আবারো ঘুমানোর চেষ্টা করছে। ডাক্তার বলেছে তার একটা মারাত্মক আঘাত লেগেছে। তাই যেভাবেই হোক তার বিশ্রাম দরকার। নাক আর পাঁজরের তিনটা হাড় ভেঙ্গে গেছে, সারা শরীরে অসংখ্য ক্ষত। বাম চোখের ভ্রুটা এমনভাবে ফাঁক হয়ে কেটে গেছে যে দেখে মনে হবে চোখটা যেন খুলে আছে। পলক ফেলার সময় ব্যথা লাগছে। ঘাড়টাও বেশ ব্যথা করছে, নিরাপত্তার জন্য একটা সাপোর্ট লাগিয়ে রেখেছে সে। তবে ডাক্তার আশ্বাস দিয়েছে সে পুরোপুরি ভালো হয়ে যাবে।

প্রায় সন্ধ্যার দিকে জেগে উঠে দেখলো পাওলো রবার্তো বিছানার পাশে বসে আছে। একটু হেসে জানতে চাইলো এখন কেমন লাগছে। পাওলোর মতই ওকে বিশ্রী দেখাচ্ছে কি না ভাবছিলো মিরিয়াম।

ও কিছু প্রশ্ন করলে পাওলো জবাব দিলো। যেকোন কারনেই হোক ওর কাছে অস্বাভাবিক লাগছে না যে সে সালান্ডারের খুব ভালো একজন বন্ধু। লোকটা খুব বেশি আত্মবিশ্বাসী। লিসবেথ এরকম মানুষ পছন্দ করে, ঠিক যেমনটা অপছন্দ করে মাথামোটা মাকাল ফল। পার্থক্যটা খুব সামান্য, তবে পাওলো রবার্তো আগের ক্যাটাগরিতে পড়ে।

এখন বুঝতে পারছে কিভাবে লোকটা হঠাৎ করে ওয়্যারহাউজে এসে হাজির হয়েছিলো, তবে অবাক হচ্ছে কিভাবে ঝোঁকের মাথায় ভ্যানটাকে ধাওয়া করেছে সে। পুলিশ ওয়্যারহাউজের আশেপাশের জঙ্গলে মাটি খুঁড়ে মৃতদেহ পেয়েছে খবরটা শুনে ভয় পেলো সে।

"ধন্যবাদ, আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন," বললো সে।

মাথাটা ঝাঁকিয়ে আরো কিছুক্ষণ বসে রইলো সে।

"ব্লমকোভিস্টের কাছে আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। সে এটা মানতে পারছে না। তবে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যেহেতু আপনি নিজেই তার সাথে মারামারি করেছেন।"

তার কথা বুঝতে পারলো মিরিয়াম। ওখঅনে না থাকলে কেউ বুঝতে পারবে না একটা দানবের সাথে লড়াই করাটা কিরকম ব্যাপার যে কি না কোনো ব্যথাই টের পায় না। ভাবলো কতটা অসহায় অবস্থায় পড়েছিলো সে।

এরপর সে পাওলোর ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতটা একটু ধরলো। অনেকক্ষণ তারা কোনো কথা বললো না। আর কিছু বলারও ছিলো না। যখন জেগে উঠেছে তখন পাওলেঅ রবার্তো চলে গেছে। মনে মনে চাইলো লিসবেথকে যেন পাওয়া যায়। এই মেয়েটার পেছনেই লেগেছে নিদারম্যান।

মিরিয়াম ভয় পেলো ওকে যদি দানবটা ধরে ফেলে।

নিঃশ্বাস নিতে পারছে না সালান্ডার। সময়ের ব্যাপারে বোধ নেই, তবে বুঝতে পারছে তাকে গুলি করা হয়েছে, যুক্তির চেয়ে সহজাতভাবেই সে বুঝতে পারছে যে তাকে মাটির নিচে কবর দেয়া হয়েছে। বাম হাতটা কাজ করছে না, কাঁধের উপর থেকে ছড়িয়ে পড়া গুলির ব্যথায় কোনো পেশি নাড়াতে পারছে না সে, অস্পষ্ট একটা চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে সে। বাতাস নিতে হবে, প্রচন্ড ব্যথায় মাথাটা ফেটে পড়ছে যেন, এর আগে কখনো এমন তীব্র ব্যথার মুখোমুখি হয় নি সে।

তার ডান হাতটা মুখের নিচে, অবচেতন মনেই নাক আর মুখ দিয়ে মাটি আঁছড়াতে শুরু করলো সে। বালুময় আর শুষ্ক মাটি, মুখের সামনে মুঠো সমান একটা গর্ত করে ফেললো।

কতক্ষণ ধরে সে এখানে মাটিচাপা পড়ে আছে কোনো ধারণাই নেই তার। তবে শেষপর্যন্ত সবকিছু স্পষ্টভাবে চিন্তা করতে পেরে আতঙ্কিত হলো। আমাকে জীবিত কবর দিয়েছে। শ্বাস নিতে পারছে না সে। নড়তে-চড়তে পারছে না। প্রকান্ড ভারি মাটির স্তূপ তাকে চাপা দিয়ে রেখেছে।

একটা পা নাড়ানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু খুব সামান্যই পেশিতে চাপ দিতে পারছে। তারপর সে ভুল করে উঠে বসার চেষ্টা করলো। মাথাটা তুলে ওঠার চেষ্টা করলে বৈদ্যুতিক শকের মত সমস্ত কপালে ব্যথা ছড়িয়ে পড়লো। উঠতে পারছি না আমি। আবারো একটা ধোঁয়াটে আচ্ছন্নতায় ডুবে গেলো সে।

আবারো যখন চিন্তাশক্তি ফিরে পেলো বোঝার চেষ্টা করলো শরীরের কোন অংশটা ক্রিয়াশীল আছে। তার একমাত্র যে অঙ্গটা সে এক থেকে দুই ইঞ্চি নাড়াতে

পারছে সেটা হলো ডান হাতটা। বাতাস নিতে হবে। তার উপরে বাতাস আছে, কবরের বাইরে।

মাটিতে আঁচড় কাটতে লাগলো সে, কনুইটা দিয়ে চাপ দিয়ে ছোট একটা জায়গা করলো নড়াচড়া করার মত। হাতের পেছনটা দিয়ে মুখের সামনের ধূলোবালি সরিয়ে জায়গাটা আরেকটু বাড়ালো। মাটি খুঁড়তে হবে।

সালাভার আবিষ্কার করলো যে পজিশনে শুয়ে আছে সে তাতে ওর কনুই আর হাঁটুর মাঝখানে বেশ ভালো পরিমান জায়গা আছে। এখানে আটকে পড়া বাতাসই তাকে জীবিত রেখেছে। শরীরের উপরের অংশটা যারপরনাই এদিক-ওদিক মোচড়াতে লাগলো এবং টের পেলো মাটিগুলো কিভাবে তার শরীরের নিচের খালি জায়গায় চলে যাচ্ছে। বুকের উপরের চাপটা একটু সরলো, হাতটা নাড়াতে পারছে সে।

অর্ধচেতন অবস্থায় সে মিনেটের পর মিনিট ধরে চেষ্ট করে যাচ্ছে, মুখের সামনে থেকে আঁচড় কেটে কেটে বালিমাটি সরিয়ে নিচের ফাঁকা জায়গায় রাখছে। আস্তে আস্তে তার হাতটা মুক্ত করতে পারলো, মাথা থেকে মাটি সরালো হাত দিয়ে। মাথঅর উপরের জায়গাটা ইঞ্চি ইঞ্চি করে বড় করতে লাগলো,শক্ত কিছু একটা টের পেয়ে ধরার পর বুঝলো কোনো ছোট গাছের শিকড় কিংবা লাঠি ধরেছে সে। তারপর উপরের দিকে খোঁচা মারলো, মাটিটা তখনো বাতসে পরিপূর্ণ আর খুব বেশি আঁটোসাটো নয়।

সালাভারের কবর থেকে সরে গিয়ে শেয়ালটা তার গুহার দিকে ফিরে যাচ্ছে। দুটো মেঠো-ইঁদুর পেয়েছে সে, হঠাৎ আরেকটা কিছুর উপস্থিতি টের পাওয়ার পর বেশ খুশি হলো। চুপচাপ দাঁড়িয়ে কান পেতে আছে, তার দাঁড়ি আর নাকটা তিরতির করে কাঁপছে।

মাটি ফুঁড়ে মৃতদেহ বের হওয়ার মত সালাভারের আঙ্গুলগলো। কোনো মানুষ যদি দেখতো তাহলে শেয়ালটার মতই চমকে যেত। মুহূর্তে মধ্যে উধাও হয়ে গেলো ওটা।

হাতের নিচে ঠাণ্ডা বাতাসের অনুভব করলো। আবারো শ্বাস নিতে পারছে সে।

আরো আধ ঘণ্টা লাগলো কবর থেকে বেরিয়ে আসতে। তার কাছে অবাক লাগলো যে সে বাম হাতটা ব্যবহার করতে পারছে না, তবে ডান হাতটা দিয়ে ধুলোবালির মধ্যে আঁচড় কাটতে কাটতে বের হতে লাগলো।

খোঁড়ার জন্য আরেকটা কিছু দরকার। গর্তের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বুক পকেটে সিগারেট কেসটা হাতড়ালো। ওটা খুলে খোঁড়ার কাজে ব্যবহার করলো। মাটিগুলো আলগা করে নিয়ে সরিয়ে দিলো। অবশেষে তার ডান কাঁধটা নাড়াতে পারলো এবং উপরের দিকে ঠেলে দিতে পারলো। তারপর আরো বালি আর মাটি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এক পর্যায়ে মাথাটা সোজা করতে সক্ষম হলো। এখন তার ডান হাত আর মাথাটা

মাটির উপরে। শরীরের উপরের অংশটা মুক্ত হওয়ার পর সে একেকবারে ইঞ্চি খানেক পরিমান শরীরটা মোচড়াতে শুরু করলে হঠাৎ মাটিটা পায়ের কাছে ধসে পড়লো।

চোখ বন্ধ অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়ে কবরের ভেতর থেকে বের হয়ে এগুতে থাকলো যতক্ষণ না একটা গাছের গুঁড়িতে কাঁধটা আটকে গেলো। আস্তে করে সে শরীরটা ঘুরিয়ে গাছটার উপর শয়ে পড়লো, হাতের পিঠ দিয়ে রগড়ে ধুলোবালি মুছে নিয়ে চোখ খুললো। নিকষ কালো অন্ধকার চারপাশে, বাতাসটা হিম হিম ঠাণ্ডা। ঘামছিলো সে। মাথায় একটা ভোঁতা যন্ত্রণা, বাম কাঁধে আর কোমড়েও ব্যথা। কেন এটা ভেবে সময় নষ্ট করলো না। প্রায় দশ মিনিট বসে বসে নিঃশ্বাস নিলো তারপর বুঝতে পারলো এখানে সে থাকতে পারবে না।

পায়ের উপর দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে সমস্ত পৃথিবীটা দুলে উঠলো।

সাথে সাথে অসুস্থবোধ করলো, বমি করার জন্য উপুর হলো।

তারপর হাঁটতে শুরু করলো সে। জানে না কোনদিকে যাচ্ছে সে। কোমড়ের বামপাশে ভয়াবহ যন্ত্রনা হচ্ছে, হাঁটু দুটো এদিক-ওদিক ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে। বারবার প্রচন্ডরকম যন্ত্রনা মাথার ভেতরে আঘাত হানছে, একটার চেয়ে আরেকটা যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

জানে না কতক্ষণ ধরে হাঁটছে, চোখের একপাশে আলো দেখতে পেলো সে। দিক পরিবর্তন করলো। কাঠের ছাউনির নিচে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করলো সে আবার জালাচেক্কোর ফার্মহাউজের উঠানে চলে এসেছে। মাতালের মত হেলেদুলে হাঁটতে লাগলো সে।

ড্রাইভওয়ে আর খোলা জায়গায় ফটো সেলস রয়েছে। সে অবশ্য অন্যদিক দিয়ে এসেছে, তারা কেউ দেখে নি ওকে।

দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে সে। নিদারম্যান আর ইয়ালচেক্কোর পাল্টা প্রতিশোধ নেয়ার অবস্থায় নেই সে। সাদা ফাম্যহাউজটার দিকে তাকালো সে।

ক্লিক। জঙ্গল। ক্লিক। আগুন।

একটা গ্যাসোলিন ক্যান আর ম্যাচের কথা কল্পনা করলো সে।

ব্যাপক প্রচেষ্টায় সে ছাউনিটার দিকে এগিয়ে গেলো এবং ক্রসবার দেয়া একটা দরজার দিকে বহু কষ্টে হেটে গেলো। ডান কাঁধটা ওটার নিচে দিয়ে উপরে তুলতে সক্ষম হলো। ক্রসবারটা মাটিতে পড়ে দরজায় আঘাত করলে আওয়াজ শোনা গেলো। অন্ধকারে সামনে এগিয়ে চারদিকে তাকালো সে।

এটা একটা কাঠের ছাউনি। কোনো গ্যাসোলিন নেই এখানে।

ক্রসবারটা পড়ার আওয়াজ শুনে কিচেন টেবিলে বসে থাকা জালাচেক্কো সামনে তাকালো। পর্দাটা একপাশে টেনে অন্ধকারে বাইরে উঁকি মারলো। একটু আগে মাত্র চোখ দুটো লেগে এসেছিলো তার। বেশ জোরে বাতাস বইছে এখন।

আবহাওয়া পূর্বাভাসে ঝড়ো হাওয়ার কথা বলা হয়েছে। তখনই সে দেখলো যে কাঠের ছাউনিঘরটার দরজা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে।

ঐদিন বিকেলে সে আর নিদারম্যান কাঠ নিয়ে এসেছিলো। এর কোনো প্রয়োজন ছিলো না, তারপরও উদ্দেশ্যটা ছিলো সালাভারকে নিশ্চিত করা যে সে ঠিক জায়গায় এসেছে এবং তাকে এখানে টেনে আনা।

নিশ্চয়ই নিদারম্যান ক্রসবারটা ঠিক জায়গামত রাখে নি। এতোটাই প্রকান্ড এই ছেলেটা। লিভিংরুমের দরজা দিয়ে তাকালো জালাচেঙ্কো, সোফার উপর ঝিমুচ্ছে নিদারম্যান। তাকে জাগাবে কিনা ভেবে না জাগানোর সিদ্ধান্ত নিলো।

গ্যাসোলিনের খোঁজে সালাভারকে খামারঘরটাতে যেতে হবে, ওখানে গাড়িগুলো পার্ক করা আছে। একটা চপিং ব্লকে হেলান দিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে সে। বিশ্রাম নিতে হবে তাকে। প্রায় মিনিটখানেক পরে সে জালাচেঙ্কোর নকল পায়ের খট খট আওয়াজ শুনতে পেলো।

অন্ধকারে ব্লমকোভিস্ট ভুল পথে মেলবিতে চলে গেলো, এটা সোলেব্রানের উত্তরে। নসার্বোর পরিবর্তে সে উত্তরে যেতে থাকলো। ট্রিকোর্নাতে গিয়ে ভুল বুঝতে পারলো সে। থেমে ম্যাপটা দেখলো।

নিজেকে নিজে অভিসম্পাত করে আবার ঘুরলো নসার্বোর দিকে।

জালাচেঙ্কো ছাউনির ভেতরে আসার ঠিক আগে আগে সালাভার ডান হাতটা দিয়ে চপিং ব্লক থেকে কুড়ালটা তুলে নিলো। কাঁধের উপর ওটা তোলার মত শক্তি ওর নেই, তবে একটা হাতে কুড়ালটা নিয়ে শরীরটা অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরিয়ে নিয়ে কোমরের যে দিকটা অক্ষত আছে সেখানে সমস্ত ভারটা দিয়ে উপরের দিকে দোলালো ওটা।

ঠিক যখনই মাত্র জালাচেঙ্কো লাইটের সুইচটা দিয়েছে কুড়ালের ব্লেডটা তার মুখের ডানদিকে আঘাত করলো, গালের হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে তার কপালে আছড়ে পড়লো সেটা। পরমুহূর্তেই ব্যথাটা তার মগজের ভেতরে অনুরনিত হলে যথারীতি বিকটভাবে চেঁচিয়ে উঠলো সে।

চট করে জেগে উঠে নিদারম্যান বসে পড়লো, হতভম্ব হয়ে গেলো। একটা চিৎকার শুনেছে যেটা প্রথমে সে মানুষের চিৎকার বলে বিশ্বাস হচ্ছিলো না। এরপরই সে উপলব্ধি করলো এটা জালাচেঙ্কোর, জলদি উঠে দাঁড়ালো সে।

পা দুটি মাটির উপর রেখে উঠে দাঁড়িয়ে সালাভার আবারো কুড়ালটা দোলাতে লাগলো, তবে তার শরীরটা ঠিকমত কথা শুনলো না। ওর বাবার মাথা লক্ষ্য করে কুড়ালটা ছুঁড়ে মারলেও তার সমস্ত শক্তি ততক্ষনে নিঃশেষ হয়ে যাওয়াতে কুড়ালটা লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে গিয়ে ওটা আঘাত করলো, ঠিক হাঁটুর নিচে। তবে কুড়ালটার ভারি মাথাটা এতো গভীরভাবে আঘাতটা করেছে যে ওটা ওর হাত থেকে ছুটে যায় যখন জালাচেস্কো ছাউনির দিকে ঝুঁকে সামনে এগোয়। একটানা চেঁচিয়ে যাচ্ছিলো সে।

কুড়ালটা নেয়ার জন্য আবার সামনে এগোয় সালাভার। মাথার ভেতরে আলোর ঝলকানির সাথে সাথে পৃথিবীটা যেন দুলে উঠে। বসে পড়ে সে। এখনো তার সাথে বন্দুকটা আছে, মাটিটা দুলে উঠতেই সালাভার চোখের দৃষ্টি স্থির করে।

একটা ব্রাউনিং, ২২ ক্যালিবারের বয় স্কাউট পিস্তল।

একারনেই সে এখনো বেঁচে আছে। তাকে যদি নিদারম্যানের পিস্তল কিংবা ভারি কোনো অ্যামো রিভলবার দিয়ে মারা হতো তাহলে মাথার খুলির ভেতরে বিশাল এক গর্ত তৈরি হতো।

ঠিক সেই সময় ও নিদারম্যানকে দেখতে পেলো ছাউনির দরজাটা আড়াল করে দাঁড়িয়েছে এসে। একটু থেমে সে তার সামনের দৃশ্যটা নির্বোধের মত ড্যাবড্যাব চোখে দেখতে লাগলো। পুরুষকণ্ঠে গোঁ গোঁ করে চেঁচাচ্ছে জালাচেস্কো। মুখটা রক্তে মাখমাখি। একটা কুড়াল তার হাঁটুতে গেঁথে আছে। তার পাশেই মেঝেতে রক্তাক্ত ময়লাভরা সালাভার বসে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে কোনো ভৌতিক ছবির দৃশ্য, ওগুলোর অনেকগুলো নিদারম্যানের মনে এরইমধ্যে খেলা করেছে।

এই লোকটা কোনো ব্যথা অনুভব করতে পারে না, তার শরীরটা ট্যাংকের মত শক্তপোক্ত, সে অন্ধকার পছন্দ করে না।

নিজের চোখে সে অন্ধকারে অদ্ভুত প্রানী দেখেছে, আর সবসময় একটা অজ্ঞাত ভীতি তাকে তাড়া করে, তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। আর এখন সেই ভীতিটা সামনে উপস্থিত।

মেঝেতে থাকা মেয়েটা মৃত, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

নিজ হাতে তাকে কবর দিয়েছে সে।

সুতরাং, মেঝেতে বসা প্রাণীটা কোনো মেয়ে নঅ, বরং কবরের অন্যপ্রান্তের একটা আত্মা যাকে মানুষের শক্তি বা অস্ত্র দিয়ে ঘায়েল করা সম্ভব না।

মানুষ থেকে লাশে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া এরইমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। মেয়েটার চামড়া টিকটিকির মত আবরনে পরিণত হয়েছে। দাঁতের খালি জায়গায় ধারালো ফলার মত বের হচ্ছে শিকারীর মাংস খুবলে নেয়ার জন্য। সাপের মত জিভটা মুখের বাইরে লকলক করছে, আর রক্তাক্ত হাত দুটোতে চার ইঞ্চি লম্বা সূচালো থাবা দেখা যাচ্ছে। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে দেখেছে সে, আর নিচুস্বরে

গোঙানীর মত আওয়াজ তুলে তার গলাটা চেপে ধরতে উদ্যত হচ্ছে।

পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে মেয়েটার একটা লেজ আছে যেটা চাবুকের মত মেঝেতে আঁছড়ে পড়ছে।

তখনি পিস্তলটা তুলে গুলি ছুঁড়লো সালাভার।

আর ভাবলো না সে।

চট করে ঘুরে সে বাঁচার জন্য দৌড় লাগালো। আরকটা গুলি করলো সালাভার, গায়ে না লাগলেও হোঁচট খেয়ে একটা বেড়ার উপর পড়ে গেলো নিদারম্যান। তারপর মেইন রোডের দিকে দৌড়াতে গিয়ে অন্ধকার মাঠে হাবুডুবু খেতে লাগলো।

লোকটা দৃশ্যপট থেকে উধাও হয়ে গেলে সালাভার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো।

দরজার দিকে এগিয়ে বাইরের অন্ধকারে তাকালো, কিন্তু লোকটাকে কোথাও দেখতে পেলো না। কিছুক্ষণ পর জালাচেক্কোর চিৎকার থেমে গেলো, তবে মাটিতে পড়ে সে ব্যথায় গোঙাতে লাগলো। পিস্তলটা খুলে চেক করে দেখলো একটা গুলি অবশিষ্ট আছে, ঠিক করলো তার মাথায় গুলিটা করবে। তখনি তার মনে পড়লো নিদারম্যান এখনো আছে, বাইরের অন্ধকারে, এটা বরং রেখে দিলে ভালো হয়। তাকে মারার জন্য আরেকটা পয়েন্ট ২২ বুলেট দরকার। তবে এটা মন্দের ভালো।

• • •

ক্রসবারটা জায়গামত ফেলতে পাঁচ মিনটের মত সময় লাগলো তার। কোনরকমে হেঁটে উঠানটা পার হয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে কিচেনের মধ্যে একটা সাইডবারে টেলিফোনটা পেলো। দুই বছরের মধ্যে ব্যবহার করে নি এমন একটা ডায়াল করলো সে। অ্যান্সারিয় মেশিনটা ক্লিক করে উঠলো *হাই, মিকাইল ব্লুমকোভিস্ট বলছি। এই মুহূর্তে কথা বলতে পারছি না, আপনার নাম এবং টেলিফোন নাম্বারটা রেখে যান। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি আপনাকে ফোন করবো।*

বিপ।

"মির-গ্-ক্রল," বললো সে। তার কণ্ঠটা কেমন যেন ঘ্যাসঘ্যাসে শোনাচ্ছে। এলোমেলোভাবে সে বলতে পারলো।

"মিকাইল, সালান্ডার বলছি।"

তারপর সে বুঝতে পারলো না কি বলতে হবে।

রিসিভারটা ঝুলিয়ে রাখলো।

সালান্ডারের সামনে কিচেন টেবিলের উপর নিদারম্যানের পিস্তলটা পরিস্কার করার জন্য খুলে রাখা আছে, তার পাশেই সনি নিমিনেনের পি-৮৩ ওয়ানাদ।

জালাচেঙ্কোর ব্রাউনিংটা মেঝেতে ফেলে দিলো সে, তারপর উপুর হয়ে ওয়ানাদটা তুলে নিয়ে ম্যাগাজিনটা চেক করলো। ওর পাম পিডিএটাও খুঁজে পেয়ে পকেটে ভরলো। তারপর সিঙ্ক থেকে একটা অপরিমস্কার কাপে ঠাণ্ডা পানি ভরে নিলো। চার কাপ পানি খেলো সে। মাথাটা তুলে দেয়ালের পুরনো আয়নাটাতে চেহারাটা দেখলো সে। মারাত্মক আতঙ্কে সে প্রায় গুলি চালিয়ে দিচ্ছিলো। চেহারাটা দেখে কোনো মানুষের চেয়ে পশুর কথাই মনে হলো তার। ক্ষতবিক্ষত চেহারা আরহা করা মুখে তাকে উন্মাদিনীর মত দেখাচ্ছে। ধুলোবালির আস্তরন সারাদেহে। রক্ত আর মাটির মাখামাখিতে মুখ আর গলা থকথকে হয়ে আছে। এখন বুঝতে পারছে ছাউনির মধ্যে নিদারম্যান কিসের মুখোমুখি হয়েছিলো।

আয়নার আরো কাছাকাছি গেলো সে, হঠাৎ টের পেলো ওর বাম পাটা পেছনে ঝুলে আছে। কোমড়ে তীব্র ব্যথা যেখানটায় জালাচেঙ্কোর প্রথম গুলিটা লেগেছিলো। তার দ্বিতীয় গুলিটা তার কাঁধে লেগে বাম হাতটা অবশ করে দিয়েছে। যন্ত্রনা হচ্ছে এখানে।

তবে মাথার ব্যথাটা এতোটাই তীব্র যে সে ঠিকমত নড়তেই পারছে না। আস্তে আস্তে ডান হাতটা তুলে মাথার পেছনে বোলাতে লাগলো। আঙ্গুল দিয়ে ক্ষতস্থানে একটা গর্ত টের পেলো।

গর্তটা ভেতরে আঙ্গুল চালিয়ে হঠাৎ আতঙ্কের সাথে সে উপলব্ধি করলো যে সে তার নিজের মগজ স্পর্শ করছে, তার মানে সে এতো ভয়াবহভাবে আহত হয়েছে যে হয় সে মারা যাচ্ছে অথবা এরই মধ্যে মরে গেছে। বুঝতেই পারছে না পায়ের উপর ভর দিয়ে কিভাবে সে এখনো দাঁড়াতে পারছে।

আচমকা কেমন একটা অসার অনুভব তার উপর ভর করলো, জানে না সে কি অচেতন হয়ে যাচ্ছে নাকি ঘুমিয়ে পড়ছে, কিন্তু তারপরও সে কিচেন বেঞ্চের দিকে এগুলো, সেখানে একটা কুশনের উপর অক্ষত ডানপাশটা দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো। শক্তি সঞ্চয় করতে হবে তাকে, তবে ঘুমানোর ঝুঁকি নেয়া যাবে না কারণ এখনো নিদারম্যান বেঁচেবতে আছে। যখনই হোক লোকটা ফিরে আসবে। জালাচেঙ্কোও যখন তখন ছাউনি থেকে বেরিয বাড়িতে চল আসতে পারে। কিন্তু সোজা হয়ে বসে থাকার মত কোনো শক্তি তার অবশিষ্ট নেই। জমে যাচ্ছে সে। পিস্তলের সেফটিটা ক্লিক করলো।

সোলেব্রান থেকে নসবার্গের দিকে রাস্তাটায় নিদারম্যান দাঁড়িয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলো। একা সে। অন্ধকার। আবারো যৌক্তিকভাবে সে ভাবতে শুরু করেছে, লজ্জা পেলো দৌড়ে পালানোর জন্য। বুঝতে পারছে না এটা কিভাবে হলো, তবে এখন সে একটা যৌক্তিক সিদ্ধান্তে এলো যে মেয়েটা নিশ্চয়ই বেঁচে গেছে। কোন না

কোনোভাবে মাটি খুঁড়ে বের হয়েছে সে।

তাকে প্রয়োজন জালাচেক্কোর। বাড়িতে ফিরে গিয়ে মেয়েটার ঘাড় মচকে দেয়া দরকার।

একই সময় তার তীব্রভাবে এটাও মনে হলো যে সব শেষ হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত এই বোধে আচ্ছন্ন থাকলো সে। সবকিছু গুবলেট হয়ে যাচ্ছে, বুরম্যান যখন তার সাথে যোগাযোগ করেছে তখন থেকেই। লিসবেথ সালান্ডারের নামটা শোনার পর থেকেই জালাচেক্কো ধারণার বাইরে বদলে গেছে। এতোগুলো বছর ধরে যে সতর্কতা আর আত্ম-নিয়ন্ত্রনের সব নিয়ম-নীতি হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

দ্বিধান্বিত হলো নিদারম্যান।

জালাচেক্কোকে দেখাশুনা করার দরকার হবে।

যদি কি না মেয়েটা এখনো তাকে না মেরে থাকে।

তার মানে এটাও প্রশ্নবিদ্ধ একটা ব্যাপার।

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো সে।

অনেক বছর ধরে সে তার বাবার অংশীদার। খুব ভালো দিন কেটেছে তাদের। সে টাকাপয়সা রেখে দিয়েছে আর জানে জালাচেক্কো কোথায় তার নিজের ভবিষ্যৎ সঞ্চয় লুকিয়ে রেখেছে। ব্যবসাটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত তার কাছে রিসোর্স আর দক্ষতা আছে। সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে পেছনে না তাকিয়ে এসব থেকে দূরে চলে যাওয়া। জালাচেক্কো যদি তাকে একটা কিছু শিখিয়ে থাকে তা হলো যখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায়, তখন কোনো আবেগকে দূরে ঠেলে সেখান থেকে দূরে সরে যাওয়ার ক্ষমতা রাখতে হবে। বেঁচে থাকার মূল শর্ত এটাই।

মেয়েটা অলৌকিক কিছু নয়। তবে দুঃসংবাদ। তার সৎবোন সে।

তাকে সে করেছে।

উভয়সঙ্কটে পড়েছে নিদারম্যান। তার একটা অংশ চাচ্ছে ফিরে গিয়ে মেয়েটার ঘাড় মটতে দিকে। অন্য অংশটা সতর্ক করে দিয়ে বলছে রাতের মধ্যে পালিয়ে যেতে।

তার সাথে তার পাসপোর্ট আর ওয়ালেটটা পকেটে আছে। ফিরে যেতে চায় না সে। ফার্মে তার দরকারি কোনোকিছুই নেই। শুধু একটা গাড়ি ছাড়া।

এখনো সে ইতস্তত করছে, তখনই পাহাড়ের অন্যপাশ থেকে একটা হেডলাইটের আলো দেখা গেলো। মাথাটা ঘোরালো সে। গোটেবার্গে যাওয়ার জন্য একটা গাড়ি দরকার তার।

জীবনে প্রথমবারের মত পরিস্থিতির উপর কোনো নিয়ন্ত্রন নেই সালান্ডারের–অন্তত পক্ষে সেই ছোট মেয়েটি থাকার পর থেকে এ পর্যন্ত। বছরের পর বছর ধরে সে মারামারি, নির্যাতন আর অফিসিয়াল আর ব্যক্তিগত অন্যায়ের ভেতর দিয়ে গেছে। শরীর এবং মন দুইয়ের উপরেই এতো এতো আঘাত সে পেয়েছে যার সম্মুখিন আর কেউ হয় নি।

তবে প্রতিবারই সে বিদ্রোহ করেছে। টেলিবোরিয়ানের প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করেছে সে, তাছাড়া যখনই শারীরিক আক্রমনের শিকার হয়েছে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে অগোচরে চলে যেতে সক্ষম হয়েছে।

ভাঙ্গা নাক নিয়ে টিকে থাকেত পারবে সে।

কিন্তু মাথার খুলির মধ্যে এতটা গর্ত নিয়ে সে বেঁচে থাকতে পারবে না।

এবার সে কোনোভাবেই বাড়ি গিয়ে মাথা ঢেকে দুদিন ঘুমিয়ে কাটাতে পারবে না, তারপর উঠে তার প্রতিদিনের কাজে ফিরতে পারবে না যেন কিছুই হয় নি।

এতো মারাত্মকভাবে সে আহত হয়েছে যে পরিস্থিতির সাথে নিজে নিজে মানিয়ে নিতে পারবে না। তার শরীর খুবই বিপর্যস্ত, আর তাই কোনো নির্দেশই শুনছে না এটা। ভাবলো তাকে একটু ঘুমাতে হবে। তখন হঠাৎ করেই তার মনে হলো এখন যদি সে ঘুমায় তাহলে সম্ভাবনা আছে হয়তো আর কখনোই সে জেগে উঠবে না। ব্যাপারটা ভালোমত ভেবে দেখলো সে এবং আস্ত আস্তে বুঝলো যে একবকে তোয়াক্কা করছে না সে। অন্যদিকে এই চিন্তাটা তাকে বেশ কাবু করে দিচ্ছে। বিশ্রাম নিতে হবে। আর জেগে উঠবে না।

শেষবারের মত মিরিয়াম উ'র কথা ভাবলো সে। আমাকে ক্ষমা করো, মিম্মি।

যখন চোখ বন্ধ করলো তখনো তার হাতে নিমিনেনের পিস্তলটা ধরা, সেফটিটা বন্ধ।

হেডলাইটের আলোয় নিদারম্যানকে দূর থেকে দেখলো ব্লমকোভিস্ট, সাথে সাথে তাকে চিনতে পারলো। একটা বিশালদেহী ব্লন্ড যার শরীরটা যেন রোবটের মত বর্ম দিয়ে আবৃত। হাত নাড়তে নাড়তে তার দিকেই নিদারম্যান দৌড়ে আসছে। ব্লমকোভিস্ট একটু আস্তে এগুতে লাগলো, ল্যাপটপ কেসের বাইরের পকেটে হাতটা ঢুকিয়ে কোল্ট ১৯১১ গভর্নমেন্ট নিলো সে যেটা সে সালান্ডারের ডেস্কে পেয়েছিলো। নিদারম্যানের কাছ থেকে প্রায় পাঁচ গজ দূরে থামলো সে, তারপর ইঞ্জিন বন্ধ করে গাড়ির দরজা খুলে বাইরে বের হলো।

"থামার জন্য ধন্যবাদ।" হাঁপাতে হাঁপাতে বললো নিদারম্যান। "আমি একটা...গাড়িটা দুর্ঘটনায় পড়েছি। আপনি আমাকে একটু শহরে নামিয়ে দিতে পারবেন?"

অদ্ভুত উচ্চস্বরে কথা বলছে সে।

"নিশ্চয়ই। আমি দেখছি আপনি যাতে শহরে যেতে পারেন," বললো ব্লমকোভিস্ট। বন্দুকটা নিদারম্যানের দিকে তাক করলো। "মাটিতে শুয়ে পড়ুন।"

ঐ রাতে নিদারম্যানের ভোগান্তির যেন কোনো শেষ নেই। ব্লমকোভিস্টের দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলো সে।

পিস্তলটা কিংবা যে লোকটা এটা ধরে কোনো কিছুকেই এক ফোঁটাও ভয় পাচ্ছে না নিদারম্যান। আবার অস্ত্রের প্রতি তার সম্মানও আছে। সারাজীবন ধরে সে সন্ত্রাসের ভেতরে কাটিয়েছে। তার ধারণা যখন কেউ তার দিকে বন্দুক তাক করে সেই মানুষটা ওটা ব্যবহার করতে প্রস্তুত। একটা চোখ বন্ধ করে পিস্তল হাতে মানুষটাকে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করলো, কিন্তু হেডলাইটের আলোয় লোকটার ছায়া দেখা যাচ্ছে। পুলিশ? তাকে ঠিক পুলিশের মত লাগছে না। পুলিশ সাধারনত নিজেরাই নিজেদের পরিচয় দেয়। অন্তত সিনেমাতে সেরকমই করে তারা।

সুযোগের অপেক্ষায় রইলো সে। জানে লোকটাকে পাকড়াও করে বন্দুকটা নিয়ে নিতে পারবে সে। কিন্তু চুপচাপ গাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। বড়জোর একটা কি দুইটা গুলি করতে পারবে। জোরে দৌড় লাগালে তার নাগাল নাও পেতে পারে, অথবা গুরুত্বপূর্ন কোনো অঙ্গে নাও লাগতে পারে। কিন্তু সে যদি বেঁচেও থাকে তবে গুলির কারনে পালানো তার জন্য কঠিন এমন কি অসম্ভব হয়ে যাবে। বরং আরো বেশি সুবিধাজনক কোনো সুযোগের অপেক্ষায় থাকা ভালো।

"এক্ষুণি শুয়ে পড়!" চিৎকার করলো ব্লমকোভিস্ট।

ইঞ্চিখানেক সামনে বাড়ালো বন্দুকের নলটা, তারপর মাটিতে এক রাউন্ড গুলি চালালো।

হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়লো নিদারম্যান, হেডলাইটের আলোয় চোখ ঝলসে যাচ্ছে, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

"কে আপনি?" বললো সে।

গাড়ির দরজার পকেটে অন্য হাতটা ঢুকিয়ে ব্লমকোভিস্ট ফ্লাশলাইটটা নিলো, গ্যাস স্টেশন থেকে কিনেছিলো এটা। নিদারম্যানের চেহারায় আলো ফেললো।

"হাত দুটো পেছনে নিয়ে পাটা সামনে ছড়িয়ে দাও।" ব্লমকোভিস্ট বললো।

অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও তার নির্দেশ পালন করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো সে।

"আমি জানে তুমি কে। যদি বোকার মত কিছু করার চেষ্টা কর কোনো কথা না বলেই তোমাকে গুলি করবো আমি। তোমার কাঁধের নিচে ফুসফুস লক্ষ্য করে গুলি চালাবো। আমাকে তুমি মারতে পার...তবে এর জন্য অনেক মূল্য দিতে হবে।"

ফ্লাশলাইটটা মাটিতে রেখে বেল্টটা খুলে ওটা দড়ি হিসেবে ব্যবহার করলো, দুই দশক আগে কিরুনাতে রাইফেল ম্যান হিসেবে মিলিটারি সার্ভিসে কাজ করার সময় ঠিক এটাই শিখেছিলো। দানবটার দুইপায়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওটা তার

হাতের চারপাশে পেঁচালো, তারপর কনুইয়ের উপর শক্ত করে টেনে ধরলো। শক্তিশালি নিদারম্যান সবদিক থেকেই অসহায় অবস্থায় পড়েছে।

তো এখন কি করবে? চারপাশে তাকালো ব্লমকোভিস্ট। অন্ধকার রস্তার উপরে তারা একদম একা। নিদারম্যানের বর্ণনা দেয়ার সময় পাওলো রবার্তো একটুও বাড়িয়ে বলে নি। কিন্তু প্রশ্নটা হলো এই প্রকাণ্ড দানবটা এখন মধ্যরাতে যেভাবে দৌড়ে এসেছে মনে হচ্ছে তার ভেতরের দানবটাই তাকে তাড়া করেছেযেন।

"আমি লিসবেথ সালান্ডারকে খুঁজছি। আমার মনে হয় তার সাথে তোমার দেখা হয়েছে।"

কোনো জবাব দিলো না নিদারম্যান।

"লিসবেথ সালান্ডার কোথায়?"

কৌতুহলী চোখে নিদারম্যান তাকালো তার দিকে। বুঝতে পারছে না এই অদ্ভুত রাতে তার এসব কি ঘটছে, সবকিছু মনে হচ্ছে গন্ডগোল হয়ে গেছে।

কাঁধ ঝাঁকালো ব্লমেকাভিস্ট। গাড়ির কাছে ফিরে গেয়ে ট্রাংকটা খুললো, একটা সুন্দভাবে পাকানো একটা দড়ি বের করলো। নিদারম্যানকে বেঁধে সে রাস্তার মাঝখানে ফেলে যেতে পারবে না, তাই চারপাশে তাকিয়ে দেখলো। রাস্তা থেকে ত্রিশ গজ দূরে একটা ট্রাফিক সাইন দেখলো সাবধান বন্যপ্রাণী পারাপার হয়।

"ওঠ।"

বন্দুকের নলটা নিদারমানের গলায় তাক করে সাইনটার কাছে ড্রেনটার দিকে যেতে বললো। খুঁটিটাকে পেছনে দিয়ে নিদারম্যানকে বসতে বললো। ইতস্তত করছে নিদারম্যান।

"ব্যাপারটা খুব সহজ," বললো ব্লমকোভিস্ট। "তুমি ড্যাগ সিভেনস আর মিয়া জোহানসনকে খুন করেছে। তারা আমার বন্ধু ছিলো। তোমাকে এই রাস্তায় ছেড়ে যাচ্ছি না আমি, কাজেই হয় তুমি এখানে বসবে, তখন তোমাকে বাঁধবো আমি, নয়তো তোমার হাঁটুতে গুলি করবো। তোমার যেটা পছন্দ।"

নিদারম্যান বসলো। তার গলার চারপাশে দড়িটা পেঁচালো, তারপর মাথাটা খুঁটির সাথে ভালোভাবে বেঁধে নিলো। এরপর দড়ির বাকি পঞ্চাশ ফুট তার শরীরের অন্যান্য অংশ আর কোমড়টা শক্ত করে বাঁধার কাজে লাগালো। কিছু অংশ দিয়ে হাত দুটো খুঁটির সাথে আটকালো, পুরো বাঁধনটা শেষ করলো কয়েকটা সাংঘাতিক গিট্ মেরে।

কাজটা শেষ করে আবার সে জানতে চাইলো সালান্ডার কোথায় আছে। কোনো জবাব পেলো না, কাজেই ব্লমকোভিস্ট তার কাঁধটা ঝাঁকিয়ে নিদারম্যানকে ওখানে রেখে চলে গেলো। গাড়িতে ফিরে আসার পর এ্যাড্রেনালিনের প্রবাহ অনুভব করলো সে, বুঝতে পারলো কাজটা শেষ হয়েছে। জোহানসনের মুখটা তার চোখে ভেসে উঠলো।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ব্লমকোভিস্ট বোতল থেকে একটু পানি পান করলো। সাইনের নিচে লোকটার অবয়বের দিকে তাকালো সে। তারপর ম্যাপটা নিয়ে দেখলো সে কার্ল এক্সেল বোদিনের ফার্মটা থেকে প্রায় আধা মাইল দূরে আছে। গাড়িটা চালিয়ে নিদারম্যানের পাশ কেটে চলে গেলো।

• • •

গোসেবার্গার-এর দিকে সাইনটা ধরে আস্তে আস্তে সে মোড়টা পার হলো, তারপর একটা ফরেস্ট রোডের কাছে একশ গজ উত্তরে একটা খামারের পাশে গাড়িটা পার্ক করলো সে। পিস্তলটা নিয়ে ফ্লাশলাইট জ্বাললো। মাটিতে টাটকা টায়ারের দাগ দেখতে পেলো, বুঝতে পারলো আরেকটা গাড়ি এখানে একই জায়গায় পার্ক করা হয়েছিলো, তবে এর মানে খুঁজতে এখানে থামলো না। আবারো মোডটার কাছে ফিরে গিয়ে মেইলবক্সে আলো ফেলে দেখলো পো.অ. বক্স ১৯২–কে.এ. বোদিন। রাস্তা ধরে এগুতে লাগলো সে।

এখন প্রায় মধ্যরাতে বোদিনের ফার্মহাউজে আলো জ্বলতে দেখলো সে। চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সে, কিন্তু সচরাচর রাতে যে শব্দ শোনা যায় তার বাইরে আর কিছু শোনা গেলো না। ফার্মের দিকে যাওয়া সোজা রাস্তাটার বদলে সে মাঠের প্রান্ত ধরে এগিয়ে বিল্ডিংটার কাছে পৌছে বাড়িটা থেকে একশ ফুট দূরে থামলো। টানটান উত্তেজনা, নার্ভাস লাগছে তার। নিদারম্যান এখান থেকে দৌড়ে পালাচ্ছে, এই ব্যাপারটায় এরকম বিশ্বাস হওয়ার কারণ আছে যে এখানে বড় কোনো বিপর্যয় ঘটেছে।

হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনলো । ঘুরে এক হাঁটু ভেঙ্গে বসেই বন্দুকটা তুলে ধরলো। আওয়াজটার উৎস খুঁজে বের করতে তার কয়েক মুহূর্ত সময় লাগলো বাইরের ভবনগুলোর একটা থেকে। কেউ একজন গোঁঙ্গাচ্ছে। ঘাসের ভেতর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে ছাউনিটার কাছে থামলো। একপাশ থেকে উঁকি দিয়ে ভেতরে আলো দেখতে পেলো।

কান পাতলো। কেউ একজন নড়াচড়া করছে। পিস্তলটা তাক করে সে বামহাতে ক্রসবারটা টেনে তুললো, দরজাটা খুলতেই রক্তাক্ত চেহারার মধ্যে একজোড়া আতঙ্কিত চোখের মুখোমুখি হলো। মেঝেতে কুড়ালটা দেখতে পেলো সে।

"হায় হায়," বললো সে।

তারপরই সে নকল পাটা দেখতে পেলো। *জালাচেঙ্কো।*

নিশ্চয়ই সালান্ডার তার সাথে দেখা করেছে, তবে ঠিক কি ঘটেছে সেটা কল্পনা করতে পারছে না ব্লমকোভিস্ট। দরজাটা বন্ধ করে আবার ক্রসবারটা ফেলে দিলো।

কাঠের ছাউনিতে জালাচেক্কো আর সোলেব্রোনের রাস্তায় হাত-পা বাঁধা নিদারম্যান, ব্লমকোভিস্ট তাড়াতাড়ি ফামহাউজটার উঠান পার হয়ে গেলো। এখনো বিপজ্জনক এমন তৃতীয় কেউ একজনের উপস্থিতির সম্ভাবনা আছে, তবে বাড়িটা খালি মনে হচ্ছে, প্রায় পরিত্যাক্ত। মাটির দিকে বন্দুকটা তাক করে সে ফ্রন্টডোরটা সহজেই খুলে ফেললো। একটা অন্ধকার হলের ভেতের এসে দেখলো রান্নাঘর থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে। ঘড়ির টিক টিক শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই। দরজার কাছে এসে দেখতে পেলো কিচেন বেঞ্চে শুয়ে আছে সালান্ডার।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে সে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালো, সালান্ডারের ক্ষতবিক্ষত শরীরটার দিকে তাকালো। লক্ষ্য করে দেখলো ওর হাতে একটা পিস্তল ধরা, বেঞ্চের পাশে ঝুলে আছে হাতটা। তার পাশে গিয়ে হাঁটু গেঁড়ে বসলো। সিভেনসন আর জোহানসনকে সে কিভাবে পেয়েছিলো ওটা ভাবলো, মনে করলো সেও হয়তো মরে গেছে। তখনি ওর বুকে হালকা নড়াচড়া দেখতে পেলো, শুনতে পেলো নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষীণ আওয়াজ।

হাতটা বাড়িয়ে সাবধানে পিস্তলটা মুঠো থেকে আলগা করে দিলো। হঠাৎ করে পিস্তলের বাটটা শক্ত করে মুঠোয় চেপে ধরলো সালান্ডার। চোখটা একটুখানি ফাঁক করে অনেকক্ষণ ধরে তার দিকে চেয়ে রইলো। স্থির নয় তার দৃষ্টি। তারপর খুব নিচুস্বরে বিড়বিড় করে কিছু বলতে শুনলো। *কালে ব্লমকোভিস্ট।*

তারপর চোখ বন্ধ করে বন্দুকটা ছেড়ে দিলো। ব্লমকোভিস্ট ওটা মেঝেতে রেখে মোবাইলটা হাতে নিয়ে ইমার্জেন্সি সার্ভিসে ডায়াল করলো।

• • •